সচিত্র

বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণ।

ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রণীত মূলের অবিকল অনুবাদ।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক

অনুবাদিত ও পয়ারাদি ছন্দে গ্রথিত।

১৫ নং চিৎপুর রোড সাধারণ পুস্তকালয় হইতে
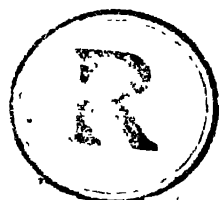
শ্রীবেণীমাধব ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

১৪১ নং চিৎপুররোড্ জেনারল প্রিণ্টিং প্রেসে

শ্রীবেণীমাধব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

ইং ১৮৯০।

মূল্য ২, মাত্র।

সূচীপত্র।

পূর্ব্বখণ্ড।

উত্তরখণ্ড।

সূচীপত্র সমাপ্ত।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ।

পূর্ব্বখণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

নৈমিষারণ্যে সূতের আগমন এবং তৎকর্ত্তৃক ঋষিগণের প্রশ্নের উত্তর প্রদান ও ধর্ম্মাধর্ম্ম বর্ণন।

পবিত্রে নৈমিষক্ষেত্রে বিজনে সাধুসেবিতে।
প্রচ্ছয়া সমায়াতঃ সূতো বদরিকাশ্রমাৎ ॥

নৈমিষারণ্যে সূতমুনি কতিপয় ঋষিগণ সম্মুখে ব্যাসদেব রচিত বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ বর্ণন করিতেছেন।

ভারত মাঝারে খ্যাত নৈমিষ কানন। কত যোগী কত ঋষি আছে অগণন॥ ইন্দ্রের অমরাবতী জিনি কিবা শোভা। নয়ন জুড়ায় আহা অতি মনোলোভা॥ নাহি শোক নাহি দুঃখ নাহি কোন ক্লেশ। হিংসা দ্বেষ অসূয়ার নাহি কোন লেশ॥ সাজিয়া প্রকৃতি সতী অভিনব সাজে। বিরাজিছে মরি কিবা তপোবন মাঝে॥ শাল তাল তমালাদি পাদপ-নিকর।

শোভিতেছে চারিদিকে অতি মনোহর॥ হরিণ-হরিণীকুল পুলকিত-মনে। বিহরিছে চারিদিকে নব শিশু সনে॥ ধীরে ধীরে বহিতেছে মলয় পবন। জুড়ায় শরীর তাহে জুড়ায় জীবন॥ মদাকুল শিখিকুল বসি তরুপরে। নাচিতেছে তালে তালে হরিষ অন্তরে॥ কুহু কুহু রব করে যত পিককুল। বিরহী জনের হয় হৃদয় ব্যাকুল॥ ফুটিয়াছে নানাফুল কানন ভিতর। সুবাসে বাসিত হয় দিক দিগন্তর॥ মধু আশে মধুকর ব্যাকুল হইয়া। পুষ্প হতে পুষ্পান্তরে বসিতেছে গিয়া॥ গুন গুন রবে সবে করে আলিঙ্গন। মনে আশা মম আসা তোমার কারণ॥ তব পরিমল ধন লভিবার আশে। ব্যাকুল হইয়া আসি তোমার সকাশে॥ বায়ুভরে মাথা নাড়ি কুসুম নিকর। বলিতেছে "যাও ফিরে ওহে মধুকর॥ প্রেমদান নাহি দিব কভু হে তোমায়। যাও যাও ফিরে যাও বাসনা যথায়॥ কমলিনী ভালবাসা পরম রূপসী। পান কর সেই মধু থাক দিবানিশি॥ নলিনী-জীবন তুমি ওহে মধুকর। মিছা তব ভালবাসা জেনেছি অন্তর॥" পতিপ্রেমে আদরিণী মাধবী সুন্দরী। নাচিতেছে হেলি দুলি পতিধনে ধরি॥ সিংহ ব্যাঘ্র গজ আদি যত পশুগণ। প্রেমভরে পরস্পর করে বিচরণ॥ মরাল সারস আদি সরোবর নীরে। কেলি করে প্রেমভরে হরিষ অন্তরে॥ শার্দ্দূল সহিতে ক্রীড়া করে মৃগগণ। ভুজঙ্গের সঙ্গে করে নকুল ভ্রমণ॥ বৃক্ষোপরি রাখিয়াছে তাপস নিকর। আপন আপন যত অজিন অম্বর॥ নিরখি সে সব মনে অনুমান হয়। তপস্যা করিছে বুঝি পাদপ নিচয়॥ নিত্যক্রিয়া সমাপিয়া যত ঋষিগণ। আছেন একত্রে বসি হরিষে মগন॥ হেনকালে মহামতি সূত মহাশয়। ভ্রমিতে ভ্রমিতে তথা সমাগত হয়॥ নিরখি তাঁহারে যত তাপস প্রবর। অভ্যর্থনা করি তাঁরে করেন আদর॥ কুশের আসন দেন বসিবার তরে। প্রণমিয়া বসে সূত হরিষ অন্তরে॥ আদরে তাপসগণ জিজ্ঞাসেন তায়। কুশল বলহ সূত জিজ্ঞাসি তোমায়॥ আজি কিবা শুভ দিন করি নিরীক্ষণ। ভাগ্যবশে লভিলাম তোমার দর্শন॥ এত বলি চারিদিকে সূতকে ঘেরিয়া। বসিলেন মুনিগণ হরিষ হইয়া॥ নক্ষত্র মাঝেতে যথা শোভে শশধর। তেমতি শোভিল কিবা সূত বিজ্ঞবর॥ পুনরায় শৌনকাদি যত ঋষিগণ। কহিলেন সূত প্রতি মধুর বচন॥ পুরাণে পণ্ডিত তুমি জগত মাঝারে। হীনজ্ঞান মোরা সবে আছি ভবঘোরে॥ অনুমানি বদরিকা আশ্রম হইতে। নৈমিষে এসেছ আজি ওহে মহামতে॥ মহামতি ব্যাসদেব সবার প্রধান। কি কি কথা তাঁর পাশে শুনেছ ধীমান॥ কেবা তথা শ্রোতা ছিল কি কথা হইল। বিস্তারিয়া শুনিবারে কৌতুক জন্মিল॥ তোমারে হেরিয়া আজি বড় শুভদিন। শুনিব পবিত্র কথা ইচ্ছা অনুদিন॥ সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত তুমি মহামতি। বলহ সবার কাছে পুরাণ ভারতী॥ পবিত্র পুরাণ কথা করিয়া

শ্রবণ। তত্ত্বজ্ঞানে ভববন্ধ করিব ছেদন॥ যে পথে জীবন ত্যজি ভকত নিকর। অবহেলে চলি যায় বৈকুণ্ঠ নগর॥ পুরাণ শুনিয়া মোরা সে পথ জানিব। তব কৃপাবশে হৃদে সুজ্ঞান লভিব॥

তাপসগণের বাক্য করিয়া শ্রবণ। উত্তরে বলেন সূত মধুর বচন॥ তীর্থ হতে তীর্থান্তরে ভ্রমণ করিয়া। বদরিকাশ্রমে শেষে উত্তরিনু গিয়া॥ তথায় বন্দিনু ব্যাসদেবের চরণ। জাবালি ঋষিরে তথা করি দরশন॥ দ্বৈপায়নে ধর্ম্মকথা জাবালি জিজ্ঞাসে। প্রত্যুত্তরে ব্যাস ঋষি কহে তাঁর পাশে॥ শুনিয়াছি পুণ্যকথা আমিও তখন। মন দিয়া ঋষিগণ করহ শ্রবণ॥ বৃহদ্ধর্ম্ম নামে এক পুরাণ আখ্যান। রচিয়াছে ব্যাসদেব মহামতিমান॥ জাবালি নিকটে তাহা করেন বর্ণন। তাহাতে বর্ণিত আছে অপূর্ব্ব কথন॥ গুরু উপদেশ আর গুরুর নির্ণয়। পিতৃ মাতৃ গুরু ভক্তি তীর্থ পরিচয়॥ দেবতা পূজনবিধি বিবিধ প্রকার। তিথি গো ব্রাহ্মণ আদি মাহাত্ম্য প্রচার॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবোৎপত্তি বিশ্বের সৃজন। কিরূপে প্রকৃতি জন্মে সব বিবরণ॥ দেব দৈত্য পশু পক্ষী নর আদি করি। রক্ষ যক্ষ পন্নগাদি নদ নদী গিরি॥ শঙ্করী তুলসী গঙ্গা বাক্যের ঈশ্বরী। যেরূপে জন্মিল আর রাধিকা সুন্দরী॥ শ্রীরাম চরিত কথা কৃষ্ণের জনম। নন্দোৎসব আদি করি অপূর্ব্ব কথন॥ বামনাবতার কথা অতি মনোহর। দক্ষযজ্ঞ বিনাশাদি কথা বহুতর॥ সে পুরাণে বর্ণিত আছে বিবিধ কাহিনী। শুনিলে পিপাসা বাড়ে বাঞ্ছা হয় শুনি॥ এই সব শুনি তথা পেয়ে দিব্যজ্ঞান। ব্যাসের চরণ বন্দি করিনু প্রস্থান॥ দূর হতে তোমাদের করি নিরীক্ষণ। আসিয়াছি ভক্তিভরে বন্দিতে চরণ॥ দেব বিপ্র কিম্বা গুরু দেখিয়া নয়নে। যে জন প্রণমে নাহি ভক্তিযুত মনে॥ তার সম মহাপাপী নাহি কোন জন। নরক মাঝারে পড়ে অন্তিমে সে জন॥ যাবত ধরণীতলে চন্দ্র সূর্য্য রয়। তত দিন তার নাহি শুভগতি হয়॥ ব্রাহ্মণেরে নেত্রপথে করি নিরীক্ষণ। যে জন প্রণাম করে সেই পুণ্যজন। ঈশ্বর প্রসাদে তার শুভগতি হয়। বিপ্রদেহে বিষ্ণুদেহে কিছু ভিন্ন নয়॥ ব্রাহ্মণে বিষ্ণুতে ভেদ করে যেই জন। অধম পাপাত্মা সেই বিদিত ভুবন॥

সূতের বচন শুনি তাপস নিকর। কহিলেন মিষ্টভাষে ওহে বিজ্ঞবর॥ পুরাণে অভিজ্ঞ তুমি জানে সর্ব্বজনে। তব সম ধর্ম্মমতি নাহিক ভুবনে॥ জাবালি নিকটে সেই ঋষি দ্বৈপায়ন। কিরূপ পবিত্র কথা করেন বর্ণন॥ কিরূপে বৃহত ধর্ম্ম পুরাণ আখ্যান। কীর্ত্তন করিল বেদব্যাস মতিমান॥ সে সব বিচারি তুমি করহ বর্ণন। তব মুখে সুধাকথা করিব শ্রবণ॥

লোমহর্ষণের পুত্র সূত মহোদয়। কহিলেন মিষ্টভাষে শুন ঋষিচয়॥ তাপস প্রধান যিনি মহামতিমান। তেজে ধরাধামে নাহি যাঁহার সমান॥ জটাজুট ভার যাঁর শোভে শিরোপরে। পুরাণ-প্রণেতা যিনি সংসার

মাঝারে॥ সহস্র সহস্র মহাতেজা ঋষিগণ। যাঁহার নিকটে করে বেদ অধ্যয়ন॥ সেই বেদব্যাস-পদে করি নমস্কার। বর্ণিব শুনহ সবে পুরাণের সার॥ একদা জাবালি ঋষি কশ্যপনন্দন। বদরিকাশ্রমে আসি উপনীত হন॥ শিষ্য উপশিষ্য তাঁর সহিত বিস্তর। উপনীত সবে আসি আশ্রম ভিতর॥ ব্যাসদেবে তপোবনে করি নিরীক্ষণ। জাবালি তাঁহার পদে করেন বন্দন॥ যথাবিধি সমাদর করি দ্বৈপায়ন। সবারে বসিতে দেন কুশের আসন॥ জাবালি ক্ষণেক পরে ব্যাসের নিকটে। জিজ্ঞাসেন সবিনয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে॥ সর্ব্বজ্ঞ সুবক্তা তুমি ওহে ঋষিবর। জানিতে বাসনা বড় করিছে অন্তর॥ কলিতে কিরূপ হয় ধর্ম্ম আচরণ। বর্ণাশ্রম বিবরণ করহ বর্ণন॥ মুক্তিলাভ কিসে বল করে জীবচয়। শুনিতে কৌতুকী বড় হতেছে হৃদয়॥ পুণ্যকথা বর্ণিবারে হয়ে কুতূহলী। কহিলেন ব্যাস ঋষি শুনহ জাবালি॥ সতত ধর্ম্মেতে মতি থাকুক সবার। ধর্ম্ম বিনা পরলোকে গতি নাহি আর॥ সাধুগণে সদা ধর্ম্ম করিবে পালন। অধর্ম্ম পথেতে মতি না দিবে কখন॥ ধর্ম্ম পিতা ধর্ম্ম মাতা ধর্ম্ম পিতামহ। ধর্ম্ম গুরু ধর্ম্ম গতি নাহিক সন্দেহ॥ ধর্ম্ম সম নাহি বন্ধু জগত মাঝারে। ধার্ম্মিক জনেরে ধর্ম্ম সদা রক্ষা করে॥ ধর্ম্ম আত্মা ধর্ম্ম ক্রিয়া ধর্ম্ম তীর্থ হয়। সর্ব্বধন শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নাহিক সংশয়॥ ধর্ম্ম বিনা ব্যর্থ হয় জীবের জীবন। সদসত-কর্ম্ম-সাক্ষী ধর্ম্ম সনাতন॥ ধর্ম্মে মতি থাকে যার তাহার মঙ্গল। অধর্ম্মে থাকিলে তার বিনাশে সকল॥ চাতুরী যদ্যপি করে ধর্ম্ম রক্ষা করি। তাহারে শাস্ত্রেতে বলে প্রকৃত চাতুরী॥ সহস্র বিপদে পড়ি যেই সাধুজন। ধর্ম্ম হতে বিচলিত না হয় কখন॥ সুধীর তাহারে কহে শাস্ত্রের লিখন। পদে পদে সুমঙ্গল পায় সেই জন॥ ধর্ম্ম হেতু দারগ্রহ করিতে হইবে। ধর্ম্ম হেতু ভার্য্যাগর্ভে পুত্র উৎপাদিবে॥ ধর্ম্মার্থে গৃহেতে বাস করিবে সুজন। ধর্ম্ম হেতু করিবেক ধন উপার্জ্জন॥ ধর্ম্মার্থে শরীর ধরে শুন পরিচয়। ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত পৃথ্বী নাহিক সংশয়॥ ধর্ম্মার্থে কিরণ দেন দেব দিবাকর। ধর্ম্মার্থে ইন্দ্রের বাস অমর নগর॥ ধর্ম্মার্থে পবন দেব হতেছে বহন। ধর্ম্মার্থে জ্বলিছে সদা দেব হুতাশন॥ যাবত পুরাণ হয় ধর্ম্মের কারণ। ধার্ম্মিক জনেরে পূজা করে সর্ব্বজন॥ অধার্ম্মিক-মুখ যদি দেখে অকস্মাৎ। করিবে সূর্য্যের প্রতি আশু দৃষ্টিপাত॥ তবে ত তাহার পাপ হইবে মোচন। বেদের লিখন এই শাস্ত্রের বচন॥ যথায় সতত হয় ধার্ম্মিকের বাস। তীর্থরাজ বলি তথা আছয়ে প্রকাশ॥ ধার্ম্মিক জনের নাহি কভু বিঘ্ন হয়। যতো ধর্ম্মস্ততো জয় নাহিক সংশয়॥ বৃষরূপে চারিপাদ ধর্ম্ম মহামতি। পালিছে সতত এই সসাগরা ক্ষিতি॥ তাঁহার চরণে সদা করি নমস্কার। অধর্ম্মে না যায় যেন মানস আমার॥ শুন শুন মন দিয়া তাপস প্রধান। চারি পাদে পরিপূর্ণ ধর্ম্ম মতি-

মান॥ সত্যযুগে চারিপাদ পরিপূর্ণ ছিল। ত্রেতাযুগে একপাদ বিনষ্ট হইল॥ হইল দ্বাপর যুগে দুইপাদ ক্ষয়। একপাদ কলিযুগে রহিল নিশ্চয়॥ কলি অন্তে চারিপাদ বিনষ্ট হইবে। দারুণ অধর্ম্মপথে মানব ডুবিবে॥ সেই হেতু দেব দৈত্য মানব নিকর। সদা যেন রাখে মতি ধর্ম্মের উপর॥ অল্পমাত্র ধর্ম্মে করে মহাভয়ে ত্রাণ। কনিকা অধর্ম্ম করে মহাভয় দান॥ সত্য দয়া শান্তি আর চতুর্থ অহিংসা। ধর্ম্মের চারিটী পাদ শাস্ত্রের প্রশংসা॥ পূর্ব্বকালে ব্রহ্মধামে দেব পদ্মাসন। সনত-কুমার পাশে করেন বর্ণন॥ সনত-কুমার মোরে করি কৃপা দান। বলিলেন বিবরিয়া ধর্ম্মের বাখান॥ সদত ধরম্ পথে থাকে যেই জন। স্পর্শিতে তাহার কেশ না পারে শমন॥ চরমে সে জন ত্যজি নিজ কলেবর। অবহেলে চলি যায় অমর নগর॥ পাপ-ভেদে নরকেতে যেইরূপে পড়ে। বলিব এক্ষণে তাহা তোমার গোচরে॥ অধর্ম্মের ফলে জীব নানা দুঃখ পায়। মন দিয়া শুন তাহা বলিছি তোমায়॥ নরক বিবিধ আছে শমন আলয়। তাহে পড়ি কষ্ট পায় যত পাপীচয়॥ পুণ্যজনে নরকেতে না করে গমন। নরকে ডুবিয়া মরে যত পাপীগণ॥ পুরাণে বর্ণনা তার যেইরূপ আছে। মন দিয়া শুন সব বলি তব কাছে॥ বিষ্ঠাকুণ্ড বহ্নিকুণ্ড অতি দুনিবার। লোমকুণ্ড তপ্তকুণ্ড কেশকুণ্ড আর॥ অস্থি-কুণ্ড সুরাকুণ্ড মজ্জাকুণ্ড আদি। চূর্ণকুণ্ড মূত্রকুণ্ড আছে নিরবধি॥ তেজকুণ্ড দগ্ধকুণ্ড মহা ভয়ানক। শবকুণ্ড জালন্ধর নামেতে নরক॥ অসংখ্য নরক আছে যমের তথায়। তাহে পড়ি পাপীজন বড় কষ্ট পায়॥ নিরন্তর ধর্ম্ম-পথে থাকে যেই জন। কভু নাহি হয় তার নিরয়ে পতন॥ সিদ্ধ সাধ্য পুণ্যবান্ তাপস নিকর।• চরমে সানন্দে যায় অমর নগর॥ সদা হিংসা দ্বেষ করে যেই অভাজন। অন্তকালে বহ্নিকুণ্ড সে করে গমন॥ তৃষাতুর বিপ্রে যেই জল নাহি দেয়। সুতপ্ত নরক কুণ্ডে সে পড়ে নিশ্চয়॥ যেই জন অস্ত্রাঘাত করে বিপ্রজনে। ইষ্টদেবে মারে কিম্বা সকোপিত মনে॥ রক্তকুণ্ড নরকেতে সেই জন যায়। যাতনা পাইয়া তার প্রাণ বাহিরায়॥ আত্মীয় বন্ধুর প্রতি হিংসে যেই জন। বন্ধু হেরি গর্ব্বভরে ফিরায় বদন॥ গাত্রমল কুণ্ড নামে নিরয় দুর্ব্বার। তাহার মাঝেতে পড়ে সেই দুরাচার॥ বহুদিন তথা থাকি বহু কষ্ট পেয়ে। শৃগাল-জঠরে জন্মে মানব আলয়ে॥ দান করি পুন তাহা হরে যেই জন। অথবা ব্রহ্মস্ব করে সবলে হরণ॥ বিষ্ঠাকুণ্ডে পড়ি সেই করে বিষ্ঠা ভোগ। বিধির লিখন ইহা ললাটের ভোগ॥ বিপ্র হয়ে ম্লেচ্ছধর্ম্মী যদি কভু হয়। অসিকুণ্ড নরকেতে পড়িবে নিশ্চয়॥ পরের অনিষ্ট চেষ্টা করে যেই জন। তাহার পাপের ফল কি করি বর্ণন॥ চরম সময়ে তার না হয় উদ্ধার। দারুণ নরকে পড়ি করে হাহাকার॥ নানামতে কষ্ট পায় যমের আগারে। অনন্ত সে সব বর্ণিবারে নাহি পারে॥. যমদূত

পাপীগণে মারে অনিবার। ছট্‌ফট করি পাপী করে হাহাকার॥ সুতীক্ষ্ণ খড়্গোর পরে পড়ি কোন জন। ত্রাহি ত্রাহি বলি করে সদত রোদন॥ কোন কোন দুরাচার বরফেতে পড়ি। দুঃসহ যন্ত্রণা পেয়ে যায় গড়াগড়ি॥ স্থানে স্থানে কুকুরেরা ধরি পাপীগণে। ছিন্ন ভিন্ন করি খায় আনন্দিত মনে॥ বিষ্ঠা-হ্রদে মূত্রহ্রদে পড়ি অনিবার। রক্ষ রক্ষ বলি সদা দিতেছে সাঁতার॥ অতি তপ্ত বালুকায় পড়ি কোন জন। গড়াগড়ি দিয়া করে ঈশ্বর স্মরণ॥ ক্ষার-জল পান করি পাতকী নিকর। ক্ষারকুণ্ড মাঝে কষ্ট পায় বহুতর॥ যমদূত-গণ কেহ আসিয়া সঘনে। লোহার কণ্টক বিঁধে কাহার নয়নে॥ এইরূপে পাপীগণ কত কষ্ট পায়। সহস্র বদনে তাহা বলা নাহি যায়॥ অধর্ম্মের ফল ভুঞ্জে যত জীবগণ। খণ্ডিবারে নাহি পারে বিধির লিখন॥ শরীর পতন হয় তাহে কিবা ক্ষতি। কদাপি অধর্ম্মপথে নাহি দিবে মতি॥ অধর্ম্মেতে রাজ্যেশ্বর হয়ে কিবা ফল। ইহকাল পরকাল সকলি বিফল॥ গহন কাননে কিম্বা দুর্গম প্রান্তরে। সাগর গর্ভেতে কিম্বা পর্ব্বত কন্দরে॥ ধর্ম্মপথে মতি রাখি যথা ইচ্ছা যাও। অধর্ম্মে মজিয়া যেন ভরা না ডুবাও॥ ধর্ম্মাধর্ম্ম তব পাশে করিনু কীর্ত্তন। আর কি শুনিতে বাঞ্ছা কহ তপোধন॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ধর্ম্মের ভেদ কথন ও পিতৃ-মাতৃভক্তি বর্ণন।

যস্ত্বাস্ত পিতরং যস্তু কিঞ্চিৎপুণ্যঞ্চ কারয়েৎ।
স তৎপুণ্যফলং কোটিগুণমাপ্নোত্যসংশয়ং॥

জাবালি জিজ্ঞাসে পুন বেদব্যাস প্রতি। সত্যাদি ধর্ম্মের ভেদ কহ মহা-মতি॥ ব্যাস বলে মন দিয়া শুন তপোধন। ধর্ম্মের চারিটী পাদ করিব কীর্ত্তন॥ বিবরিয়া কহ দেব সত্যাদি বর্ণন। মধুমাখা কথা শুনি জুড়াক জীবন॥ সত্যবাক্য প্রিয়বাক্য গুরু আরাধনা। পিতৃভক্তি মাতৃভক্তি ব্রতের সাধনা॥ আস্তিক্য সাধুর সঙ্গ স্বীকার পালন। ত্রিবিধ শুচিত্ব এই সত্যের লক্ষণ॥ দান স্মিত-আলাপন পর-উপকার। বিনয় সুধীর-মতি ন্যূনতা স্বীকার॥ এই সবে দয়া কহে শাস্ত্রের বিচারে। শান্তির লক্ষণ যত শুন অতঃপরে॥ অসূয়া-রাহিত্য আর ইন্দ্রিয় সংযম। মৌনব্রত দেবপূজা নারী অসঙ্গম॥ গাম্ভীর্য্য অভয় আর সুস্থির-চিত্ততা। সর্ব্বত্র অরুক্ষভাব বাসনাশূন্যতা॥ কিবা মান অপমান সবে সমজ্ঞান। অকার্য্য বর্জ্জন ব্রহ্মচর্য্যের বিধান॥ ক্ষমা ধৃতি জপ হোম সন্ন্যাস ভাবনা। পরগুণ সংকীর্ত্তন আর্য্য-আরাধনা॥ তীর্থসেবা

অমাৎসর্য্য অতিথি পূজন। সুখ-দুঃখ-সহিষ্ণুতা কার্পণ্য বর্জ্জন॥ শান্তির লক্ষণ এই শাস্ত্রের বিচার। লক্ষণ শুনহ এবে বলি অহিংসার॥ পরেরে পীড়ন নাহি করিবে কখন। সর্ব্বথা ইন্দ্রিয় জয় করিবে সুজন॥ করিবে অতিথি সেবা ভক্তিযুত মনে। পরজনে আত্মবত ভাবিবেক মনে॥ সবার নিকটে হবে শান্ত দরশন। অহিংসা ইহারে বলি ওহে তপোধন॥ শুনিয়া এতেক বাণী কশ্যপতনয়। পুন বেদব্যাসে কহে ওহে মহোদয়॥ কোন জনে গুরু বলি করিব পূজন। গুরু ভেদাভেদ প্রভু করহ বর্ণন॥ কাহারে পূজিলে বল কিবা ফল হয়। তুমি হে জগত গুরু কহ সমুদয়॥ জাবালি-বচন শুনি ব্যাস মহামতি। কহিলেন শুন শুন কর অবগতি॥ মাতা পিতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আর পিতামহ। শ্বশুর মাতুল মন্ত্রদাতা মাতামহ॥ জ্যেষ্ঠ সহোদরা আর পিতার ভগিনী। পিতামহাদির পত্নী মাতার ভগিনী॥ পিতার কনিষ্ঠ কিম্বা জ্যেষ্ঠ সহোদর। গুরু বলি এই সব খ্যাত চরাচর॥ ইহার মধ্যেতে পিতা মহাগুরু হয়। পিতা ধর্ম্ম পিতা স্বর্গ পিতা সমুদয়॥ পিতার হইলে তৃপ্তি তৃপ্ত দেবগণ। সর্ব্ব তপ সম পিতা শাস্ত্রের বচন॥ পিতা যদি হন রুষ্ট তাঁহার সন্ততি। অন্তিমে না হয় কভু তাহার সুগতি॥ জপ দান তপ হোম তীর্থ দরশন। পিতা রুষ্টে সব নষ্ট সব অকারণ॥ পিতৃ সেবা ত্যাগ করি যেই মূঢ় নর। দেবপূজা ভক্তিভরে করে নিরন্তর॥ পিতৃ অনুতাপানলে দহে সেই জন। যাবত ধরায় ধরে আপন জীবন॥ মরুভূমি বিনিক্ষিপ্ত বীজের সমান। বিফল সকল তার জপ তপ দান॥ সৎপুত্র যেই হয় ধরণী মাঝারে। পিতৃ-হেতু পুণ্যকর্ম্ম সেই জন করে॥ পিতৃ অনুমতি শিরে করিয়া ধারণ। সেই জন আজ্ঞাবহ থাকে অনুক্ষণ॥ শোক দুঃখে অবসন্ন কভু নাহি হয়। সর্ব্বত্র কল্যাণ লভে নাহিক সংশয়॥ যেই জন পুণ্য কর্ম্ম পিতারে করায়। সে পুণ্যের কোটিগুণ ফল সেই পায়॥ শুনহ কশ্যপসুত মহাতপোধন। মহাপুণ্য পিতৃস্তোত্র করিব কীর্ত্তন॥ পূর্ব্ব-কালে পদ্মযোনি এই স্তব করি। সন্তুষ্ট করিয়াছিল বৈকুণ্ঠ-বিহারী॥ সর্ব্ব-দেবময় পিত তোমার চরণে। পুনঃপুনঃ নতি করি ভক্তিযুত মনে॥ সুখদ মোক্ষদ তুমি তুমি মহাত্মন। তোমা হতে নরতনু করিনু ধারণ॥ সর্ব্বযজ্ঞরূপ তুমি প্রসীদ প্রসীদ। নিরন্তর হৃদিমাঝে চিন্তি তব পদ॥ তুমি স্বর্গ তুমি মর্ত্ত্য তুমি রসাতল। অতল সুতল তুমি তুমি তলাতল॥ পরমেষ্ঠী তুমি তাত করুণা আধার। সর্ব্বতীর্থ ফল হয় দর্শনে তোমার॥ শিবরূপী তুমি পিত তুমি আশুতোষ। তুমি তুষ্টে সর্ব্ব দেব লভেন সন্তোষ॥ ক্ষমা-গুণে সদা তুমি ক্ষম অপরাধ। তোমার চরণে পিতঃ করি প্রণিপাত॥ সর্ব্বতীর্থ ফল হয় যাঁহার দর্শনে। গুরু হতে গুরু যিনি এ তিন ভুবনে॥ সেই পিতৃদেব পদে করি নমস্কার। তাঁহার চরণ চিন্তি হৃদে অনিবার॥

যাঁহারে ভকতি ভরে করিলে স্তবন। অশ্বমেধ শত ফল পায় সর্ব্ব জন॥
সেই পিতৃদেবপদে করি নমস্কার। তাঁহার চরণ চিন্তি হৃদে অনিবার॥ পিতৃ-
শ্রাদ্ধদিনে কিম্বা স্বজন্মদিবসে। প্রত্যহ প্রভাতে কিম্বা পিতার সকাশে॥
ভক্তিভরে এই স্তব পড়ে যেই নর। তাহার দুর্লভ কিবা ভুবন ভিতর॥
নানাবিধ অপকর্ম্ম করি যেই জন। ভক্তিভরে পিতৃ স্তব করে অধ্যয়ন॥
সমূলে বিনাশ হয় পাতক তাহার। সেজন সুজন সুখী ধরণী মাঝার॥
পিতার অধিক মাতা শুন তপোধন। যে হেতু জঠরে ধরি করেন পোষণ॥
মাতৃসম গুরু কেহ নাহিক ধরায়। জননী বিহীন নর অনাথের প্রায়॥
কোন তীর্থ নহে যথা গঙ্গার সমান। বিষ্ণু সম প্রভু যথা নাহি বিদ্যমান॥
সকলের পূজ্য যথা দেব পঞ্চানন। মাতৃ সম নাহি গুরু জানিবে তেমন॥
জামাতা সমান পাত্র কভু কোথা নাই। কন্যাদান সম দান দেখিতে না পাই॥
ভ্রাতার সমান বন্ধু নাহি কোন স্থান। জগতে নাহিক গুরু মাতার সমান॥
গঙ্গাতীর সম দেশ কে দেখেছ কোথায়। তুলসী সমান পত্র নাহি পাওয়া যায়॥
বর্ণমধ্যে বিপ্র শ্রেষ্ঠ জানে সর্ব্বজন। জননী গুরুর গুরু জানিবে সুজন॥
জনক জননী যদি রহে এক স্থানে। প্রণাম করিবে আগে মাতার চরণে॥
তবে ত পিতার পদ করিবে বন্দন। নতুবা পাতকে মগ্ন হয় সেই জন॥
দয়ার্দ্র হৃদয়া শিবা জননী ধরিত্রী। দেবী ত্রিভুবন শ্রেষ্ঠা গৌরী দুঃখহন্ত্রী॥
নির্দ্দোষা ও জয়া শান্তি পদ্মারাধনীয়া। দয়া ক্ষমা শান্তি সর্ব্বদুঃখহা
বিজয়া॥ স্বধা স্বাহা মাতা এই একবিংশ নামে। জননীরে ভজে যেই
ভক্তিযুত মনে॥ একবিংশ নাম যেই করে অধ্যয়ন। অথবা শ্রবণ করে
অথবা ধারণ॥ সর্ব্ব দুঃখ হতে মুক্ত হয় সেই নর। অন্তিমে বিমানে যায়
অমর নগর॥ সহস্র সহস্র দুঃখ লভি যেই জন। জননী ঈশ্বরী পদ করে
দরশন॥ যে আনন্দ হয় তার হৃদয় মাঝারে। লেখনী লিখিতে তাহা কভু
নাহি পারে॥ মহাপুণ্য ফলপ্রদ মাতার স্তবন। তব পাশে ঋষিবর করিনু
কীর্ত্তন॥ পূর্ব্বকালে কোন ব্যাধ ভক্তিযুত মনে। সেবিত সতত পিতৃমাতৃর
চরণে॥ সেই পুণ্যফলে ব্যাধ সর্ব্ববেত্তা হয়। তাহার সমান নাহি ছিল
ঋষিচয়॥ অতএব পিতৃমাতৃ পদে নতি করি। অন্তিমে যে পদ হবে ভবের
কাণ্ডারী॥

তৃতীয় অধ্যায়।

তপোদেবের ও তৎপুত্র কৃতবোধের অদ্ভুত উপাখ্যান।

কোঽসৌ ব্যাধো ধর্ম্মবেত্তা পিত্রোঃ সংসেবকঃ পরঃ।
কা বা সর্ব্বজ্ঞতা তস্য বিশ্রুতেতি মুনীশ্বর॥

ব্যাসের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। জাবালি জিজ্ঞাসে পুন ওহে তপোধন॥ কেবা ছিল সেই ব্যাধ কোথা তার বাস। সর্ব্বজ্ঞতা হল তার কিরূপে প্রকাশ॥ শুনিবারে সেই সব কুতুহলী মন। কৃপা করি বল তাহা ওহে তপোধন॥ গোপনীয় যদি হয় সে সব আখ্যান। তথাপি আমার পাশে কহ মতিমান॥ গুরুসেবা রত হয় যেই ভক্তজন। তার কাছে গুপ্ত কিছু না থাকে কখন॥ ভক্তজনে গুরুদেব কৃপা করি দান। প্রকাশ করিয়া বল ব্যাধের আখ্যান॥ জাবালির বাক্য শুনি ব্যাস ঋষিবর। স্নিগ্ধভাবে ধীরে ধীরে করেন উত্তর॥ শুনহ জাবালি বলি পূর্ব্ব ইতিহাস। মোর পাশে পূর্ব্বে পিতা করিল প্রকাশ॥ তপোদেব নামে বিপ্র আছিল ভূতলে। কৃতবোধ তার পুত্র বিদিত সকলে॥ তপোদেব গৃহীলোক জানে সর্ব্বজন। গৃহস্থ আচারে করে ধর্ম্মের পালন॥ কৃতবোধ একদিন মনে বিচারিল। একমাত্র তপ ধন বিপ্রের কেবল॥ তপ না করিলে তার বৃথায় জীবন। বিনা তপে গতি নাহি বিপ্রের কখন॥ বৃথা গৃহে গৃহী হয়ে কেন বা বঞ্চিব। দুর্গম কাননে পশি ঈশ্বরে চিন্তিব॥ যাঁহার সৃজিত এই অখিল সংসার। যাঁহার আজ্ঞায় সূর্য্য ভ্রমে অনিবার॥ যাঁহার আদেশে বায়ু হতেছে পবন। যাঁহার আদেশে চন্দ্র বিতরে কিরণ॥ যাঁহার কটাক্ষে হয় সৃষ্টি স্থিতি লয়। যাঁহার কৃপায় হয় ব্রহ্মাণ্ড বিজয়॥ মানব জনম ধরি তাঁরে না ভজিলে। কি ছার মিছার তনু ধরি ভূমণ্ডলে॥ ইহলোকে গৃহীজনে কিবা পায় সুখ। মায়াবশে মুগ্ধ হয়ে পায় নানা দুখ॥ এত ভাবি কৃতবোধ তপস্যা কারণে। প্রতিজ্ঞা করেন যেতে গহন কাননে॥ পিতৃ-মাতৃ অনাদর করি মূঢ়মতি। গহন কাননে যেতে করিলেক মতি॥ পুত্রের তাদৃশ ভাব করি দরশন। কহিলেন পিতা তাঁরে সস্নেহ বচন॥ অতি বৃদ্ধ আমি বৎস আমারে ত্যজিয়া। কি ফল তোমার তাত বনমাঝে গিয়া॥ গৃহমাঝে তব ভার্য্যা অতি সুকুমারী। তাহারে ত্যজিয়া যাবে কি মনে বিচারি॥ গৃহমাঝে থাকি কর ধর্ম্ম আচরণ। পুত্র উৎপাদিয়া কর ধর্ম্মের পালন॥ গৃহে থাকি সদা কর দেব আরাধনা। পিতৃ-পূজা কর

আর অতিথি অর্চ্চনা॥ যে সকল বিদ্যা তুমি করেছ অর্জ্জন। গৃহে থাকি সেই সব কর আন্দোলন॥ গৃহস্থ-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ কভু কিছু নাই। এ হেতু বলিছি বৎস শুন তব ঠাঁই॥ আমার আদেশে কর গৃহে অবস্থান। মহাপুণ্য হবে তব ওহে মতিমান॥ গৃহে থাকি ধর্ম্মকর্ম্ম করে যেই জন। শত যজ্ঞ-ফল সেই করে উপার্জ্জন॥ ঋষির বচন ইহা কভু মিথ্যা নয়। শাস্ত্রের বিধান ইহা জানিবে নিশ্চয়॥ ভার্য্যাগর্ভে সুসন্তান করি উৎপাদন। সযত্নে তাহারে তুমি করহ পালন॥ উপযুক্ত পুত্র-হাতে গৃহভার দিয়া। চরমে সাধিবে তপ কাননেতে গিয়া॥ মোর পিতা পিতামহ প্রভৃতি সকলে। গিয়াছেন সুরপুরে গৃহধর্ম্ম ফলে॥ চরমে তাঁহারা পুত্রে গৃহভার দিয়া। সাধিয়াছিলেন তপ কাননে পশিয়া॥ অতএব শুন বৎস আমার বচন। পিতার আদেশ কভু না কর লঙ্ঘন॥ কাননে পশিয়া এবে কি ফল হইবে। পিতার আদেশ রক্ষ সুফল ফলিবে॥

পিতার প্রবোধবাক্য না করি শ্রবণ। কৃতবোধ তপস্যার্থ করিল গমন॥ পিতৃবাক্য নাহি শুনি করি অনাদর। পশিল তাপসসুত কানন ভিতর॥ কোন এক দেবপীঠে করিয়া গমন। কৃতবোধ তপস্যাতে হল নিমগন॥ প্রতিদিন হবিষ্যান্ন করিয়া আহার। দিবানিশি চিন্তে ঈশে হৃদয় মাঝার॥ এইরূপে কিছুদিন করিলে যাপন। নানাবিধ বিভীষিকা করে দরশন॥ তথায় থাকিতে ঋষি কভু না পারিল। ভীত হয়ে স্থানান্তরে পয়াণ করিল॥ সুরম্য জাহ্নবী তীর কিবা শোভা পায়। পাতক নিকর যথা ভস্ম হয়ে যায়॥ যথায় সাধিলে পুণ্য কোটি-গুণ হয়। কলকল রবে নদী ধীরে ধীরে বয়॥ তপোদেবসুত তথা করিয়া গমন। একান্ত অন্তরে তপে হল নিমগন॥ প্রত্যহ বিধানে স্নান পূজা আদি করি। হৃদয় মাঝারে ভাবে কোথায় শ্রীহরি॥ মনেরে দৃঢ় করি করি পদ্মাসন। সহস্রারে হৃদিপদ্ম করিয়া স্থাপন॥ চিন্তামণি-ধনে ভাবে মুদিত নয়নে। দিবা-নিশি ঋষিসুত থাকে অনশনে॥ এইরূপে কিছুকাল করিয়া যাপন। তথায় থাকিতে নারে ঋষির নন্দন॥ গঙ্গানুচর লোকে ঋষির নন্দনে। নানামতে উৎপীড়িত করে ঘনে ঘনে॥ তাহাদের প্রপীড়নে থাকিতে না পারি। সাগর-পুলিনে যায় স্মরিয়া শ্রীহরি॥ মানবের গতি নাহি জলধির তীরে। উপনীত তথা ঋষি হরিষ অন্তরে॥ তথায় নিশ্চলদেহে রহি অনশনে। দিবানিশি চিন্তে হৃদে চিন্তামণি-ধনে॥ এরূপে দ্বাদশ বর্ষ বিগত হইল। দৈবের ঘটন দেখ আশ্চর্য্য ঘটিল॥ জলধি-তীরেতে বসে যত জলচর। মৃগ পক্ষী নানা-বিধ বিচরে বিস্তর॥ কৃতবোধে হেরি তারা কেহ না পলায়। তাঁহারে বেড়িয়া সবে ভ্রমিয়া বেড়ায়॥ তাঁহার শরীরে বসে বসে কেশোপরে। বিশাপাত করে কেহ থাকি দেহোপরে॥ কালেতে বল্মীকপিণ্ড ঢাকে তপোধনে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ কত তাহাতে জনমে॥ পিণ্ডোপরি জনমিল গর্ত্ত বহুতর। তাহাতে বসতি

করে ভুজঙ্গ নিকর॥ কোন কোন গর্ত্তে হল মূষিকের বাস। সুখে বসি করে সবে আনন্দ প্রকাশ॥ কোন কোন গর্ত্তে বাস করে ভুজঙ্গম। মূষিক-ভুজঙ্গ-শিশু জন্মে বহুজন॥ পুত্র পৌত্র সহ সবে ঋষিদেহপরে। হরিষ হৃদয়ে সবে নিবসতি করে॥ কিছুদিন পরে হয় বর্ষার আগম। বল্মীক উপরি হয় জল বরিষণ॥ সলিল ধারায় হয় বল্মীক গলিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ সব হয় নিপতিত॥ বৃক্ষেতে আছিল যেই পক্ষী সমুদয়। ঋষি-শিরোপরে সবে লইল আশ্রয়॥ কেশমধ্যে নীড় করি বিহগনিকর। অনায়াসে করে বাস হরিষ অন্তর॥ কিছুদিনে নীড়মধ্যে বিহগিনীগণ। শাবক প্রসবে কভু না যায় গগন॥ তাহা দেখি মুনিসুত আনন্দে মাতিল। আপনারে সিদ্ধযোগী মনেতে করিল॥ "বল্মীক হইল মম শরীর উপরে। ভুজঙ্গ মূষিক আদি তাহে বাস করে। শীর্ষকেশে পক্ষীগণ করিল কুলায়। মোরে হেরি ভীত হয়ে কভু না পলায়॥ আমার সমান যোগী আছে কোন্ জন।" এত ভাবি গর্ব্ব করে ঋষির নন্দন॥ অহঙ্কারে মত্ত হয়ে ঋষির কুমার। কাননে কাননে ভ্রমে থাকি নিরাহার॥ একদা জলধি-জলে স্নানের কারণ। ধীরে ধীরে ঋষিসুত করিছে গমন॥ হেনকালে বক এক আকাশে থাকিয়া। বিষ্ঠা ত্যাগ করি যায় সঘনে উড়িয়া॥ সেই মল পড়ে আসি ঋষিসুত-দেহে। অমনি সরোষনেত্রে ঋষিবর চাহে॥ জ্বলন্ত অনল যেন যুগল নয়ন। ঘন ঘন অধরোষ্ঠ হতেছে কম্পন॥ যেমন সরোষনেত্রে চাহে ঋষিবর। ভস্মীভূত হয়ে পড়ে বক-কলেবর॥ বকেরে করিয়া ভস্ম ঋষির নন্দন। সাগর সলিলে স্নান করি সম্পাদন॥ আবাসে গমন হেতু করি[illegible] মনন। পদব্রজে ধীরে ধীরে চলেন তখন॥ দেখিতে দেখিতে দিবা হল দ্বিপ্রহর। ঊর্দ্ধভাগে শূন্যভরে খর রবিকর॥ শ্রমার্ত্ত হইয়া ঋষি ধীরে ধীরে যান। বিপ্রের আলয় এক দেখিবারে পান॥ ধীরে ধীরে উপনীত তাঁহার আলয়। মনে আশা পাব হেথা বিশ্রাম-আশ্রয়॥ দেখিলেন বিপ্র-বটু একান্ত অন্তরে। পিতৃপদ সেবা করে ভকতির ভরে॥ শিশুর উরুতে পদ করিয়া স্থাপন। পিতৃদেব নিদ্রাবশে আছে অচেতন॥ তাপসে হেরিয়া শিশু কিছু না বলিল। কৃতবোধ-হৃদি-মাঝে রোষ উপজিল॥ জ্বলন্ত অনল সম যুগল নয়নে। ঘন ঘন চাহিতেছে বিপ্রশিশু পানে॥ মুহূর্ত্ত দাঁড়ায়ে থাকি ঋষির নন্দন। শিশুরে সম্বোধি কহে সরোষ বচন॥

ওহে বিপ্রশিশু হেরি একি ব্যবহার। অভ্যাগতে নাহি কর অতিথি সৎকার॥ অতিথি দাঁড়ায়ে আছে তোমার প্রাঙ্গনে। বারেক ভ্রূভঙ্গী নাহি কর তার পানে॥ বল দেখি তব গৃহে ধর্ম্ম কিহে নাই। অতিথি বিমুখ বুঝি হয় তব ঠাঁই॥ শুন শুন বিপ্রশিশু কহি যে বচন। অতিথি নিরাশ হয়ে করিলে গমন॥ গৃহীর যতেক পুণ্য হয় যে বিনাশ। ভুবন বিদিত ইহা শাস্ত্রেতে প্রকাশ॥ অতিথি যাহার গৃহে হইবে বিমুখ। সে জন দুর্ভাগ্য অতি পায়

নানাদুখ॥ অতিথি গৃহীর পুণ্য করিয়া গ্রহণ। নিজ পাপরাশি দিয়া করেন গমন॥ অতিথি ধরমরূপী গৃহস্থের হয়। অতিথি সৎকারে ধর্ম্ম নাহিক সংশয়॥ অতএব সেই ধর্ম্ম করিও পালন। নতুবা বিপদে হবে নিশ্চয় পতন॥ গৃহী হয়ে অতিথিরে যদি নাহি পূজে। অধম তাহারে বলে মানব সমাজে॥ চণ্ডাল আলয় সম তাহার আগার। স্পর্শিলে তাহারে হয় পাপের সঞ্চার॥ অতিথি আসিলে গৃহে মধুর সম্ভাষে। একান্ত অন্তরে তাঁর অন্তর না তোষে॥ দারুণ নরকে তার হয় দুরগতি। শাস্ত্রের লিখন ইহা ওহে শিশুমতি॥ চণ্ডাল যদ্যপি আসে অতিথি হইয়া। তাহারে ফিরায়ে দিলে বিমুখ করিয়া॥ নরাধম বলি তারে শুনহ বচন। তার মুখ কভু নাহি করিবে দর্শন॥ বরঞ্চ নরকমাঝে করিবে গমন। না হেরিবে তবু সেই পাপীর বদন॥ ওহে বিপ্রশিশু তুমি অতি মূঢ়মতি। বচনে সন্তুষ্ট নাহি করিলে অতিথি॥ ইহার উচিত ফল ভুঞ্জহ এখন। অভিশাপ দিয়া আমি করিব গমন॥

তাপসের বাক্য শুনি বিপ্রের নন্দন। ধীরে ধীরে মৃদু হাসি কহিছে তখন॥ কি দোষে সরোষ দৃষ্টি করিতেছ মোরে। শুন শুন শাস্ত্রকথা বলি যে তোমারে॥ অতিথি ধরমরূপী বিদিত ভূতলে। অতিথি পূজার যোগ্য জানে হে সকলে॥ গৃহীর উচিত হয় অতিথি পূজন। উভয়ে সম্বন্ধ এই কহিনু বচন॥ কিন্তু এক কথা বলি শুন ঋষিবর। পিতৃ আজ্ঞাবশে আমি রহি নিরন্তর॥ পিতৃ-পরাধীন আমি জানিবে সুজন। যাহা কিছু করি আমি পিতার কারণ॥ যাহা কিছু ধনোপায় আমা হতে হয়। সকলি পিতার তাহা জানিবে নিশ্চয়॥ দারা পুত্র কিম্বা ভৃত্য এই তিন জন। স্বাধীন ইহারা কভু নহে কদাচন॥ যাহা কিছু করে সব প্রভুর কারণে। প্রভুত্ব তাদের নাহি উপার্জ্জিত ধনে॥ পিতার অধীন আমি কহি যে তোমারে। গৃহীমধ্যে গণ্য নাহি করিও আমারে॥ গৃহী নহি আমি যবে ওহে মহাশয়। অতিথি তুমিও নহ জানিবে নিশ্চয়॥ পিতা মম গৃহী বটে শুনহ সুজন। কিন্তু পিতা নিদ্রাগত কর দরশন॥ নিদ্রাভঙ্গ করা মম ধর্ম্ম কভু নয়। সাধু-বিগর্হিত তাহা নাহিক সংশয়॥ যে গৃহে সুশীল পুত্র সুশীলা বনিতা। সে গৃহ ধরমপূর্ণ নাহিক অন্যথা॥ সে গৃহ সতত হয় সুখের আগার। সে জন পরম সুখী ধরণী মাঝার॥ পুত্র প্রতি কিম্বা নিজ জায়ার উপরে। গৃহভার দিয়া গৃহী আনন্দে বিহরে॥ দারাপুত্র ধর্ম্মপথে রাখি নিজমন। পালিবে প্রভুর আজ্ঞা শাস্ত্রের বচন॥ অধিক বলিব কিবা তাপস-প্রবর। তপোগর্ব্বে মত্ত হয়ে ভ্রম নিরন্তর॥ বিহগে করিয়া ভস্ম অহঙ্কারমতি। হেরিতেছ সরা সম এই বসুমতী॥ নিরন্তর সেবি আমি পিতার চরণ। আমারে বকের সম না ভাব কখন॥ কেন বৃথা রোষদৃষ্টি আমারে দেখাও। শান্তি অবলম্বি সদা ভ্রমিয়া বেড়াও॥ শান্তিতে পরম গতি পাইবে সুজন। ঋষির পরম ধন শান্তি আচরণ॥ অতিথি তুমিই সত্য কভু মিথ্যা নয়। কিন্তু নিদ্রা-

গত গৃহী হের এ সময়॥ দণ্ডযোগ্য গৃহী ইথে নহে কদাচন। অতিথি সৎ-
কার কভু ছাড়ে সাধুজন॥

শিশুমুখে বাণী শুনি জ্ঞানীর সমান। বিস্ময়ে কহেন পুন ঋষির সন্তান॥
ক্রোধবশে ভস্মীভূত করিয়াছি আমি। কিরূপে জানিলে তুমি কহ দেখি শুনি॥
পরোক্ষে ঘটিল কাজ দূর দুরান্তরে। কিরূপে জানিলে তাহা আপন অন্তরে॥
সুদুষ্কর তপক্লেশ সহি বহুদিন। যে জ্ঞান নাহিক পাই আমি মতিহীন॥
কিরূপে লভিলে তাহা নবীন বয়সে। কহ কহ বিপ্রশিশু আমার সকাশে॥
কহ কহ বিপ্রশিশু করিব শ্রবণ। ভস্মীভূত সেই বক হয় কি কারণ॥ কিরূপে
লভিব জ্ঞান তোমার সমান। উপদেশ দেহ তাহা ওহে মতিমান॥ যদ্যপি
নবীন বয়ঃ হেরি যে তোমার। উপদেষ্টা গুরু হও এ ভিক্ষা আমার॥

তুলাধার নামক ব্যাধের উপাখ্যান।

যাহি বারাণসীং বিপ্র তত্র কশ্চিদ্বসত্যুত।
ব্যাধঃ সাধুর্ধর্ম্মপরস্তুলাধার ইতি শ্রুতঃ॥
স তে নিঃসংশয়ং সর্ব্বং কথয়িষ্যতি ধার্ম্মিকঃ।
দৃষ্ট্বৈব চরিতং তস্য তব জ্ঞানং ভবিষ্যতি॥

দ্বিজের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। ধীরে ধীরে বিপ্রশিশু কহিছে তখন॥
পুণ্যক্ষেত্র বারাণসী ভারত মাঝারে। যাহ তথা যাহ বিপ্র হরিষ অন্তরে॥
তথায় বসতি করে ব্যাধ একজন। তুলাধার নাম তার ধর্ম্মপরায়ণ॥ তাহার
নিকট সব শুনিতে পাইবে। সেজন তোমারে সব বর্ণন করিবে॥ তাহার চরিত্র-
কথা করিয়া শ্রবণ। দিব্যজ্ঞান হবে তব ওহে তপোধন॥ জাবালি ঋষিরে
সেই দিল দিব্যজ্ঞান। পরম ধার্ম্মিক সেই ব্যাধ মতিমান॥ সেই নিদর্শনে
করি ধর্ম্ম আচরণ। বলিনু নিগূঢ় তত্ত্ব ওহে তপোধন॥ ক্ষণেক অপেক্ষা কর
ওহে মহোদয়। যাবৎ আমার পিতা জাগরিত হয়॥ যথাবিধি পূজা তব
করিলে সাধন। জ্ঞান লাভ হেতু পরে করিবে গমন॥ বিপ্রশিশু-মুখে শুনি
অদ্ভুত কাহিনী। বিস্ময়ে ঋষির সুত হইলেন মৌনী॥ ভাল মন্দ মুখে কিছু
বাণী না সুধায়। গমনে উদ্যত হয়ে চারিদিকে চায়॥ হেনকালে গৃহস্থের নিদ্রা-
ভঙ্গ হল। অতিথি হেরিয়া হৃদে বিস্ময় মানিল॥ সসম্ভ্রমে কহে হায় কি কাজ
করিনু। অতিথি ব্রাহ্মণে দুঃখ কত যেন দিনু॥ হায় হায় কালনিদ্রা ধরিল
আমারে। রহিলাম নিদ্রাবশে অজ্ঞান অন্তরে॥ ধর্ম্মভীত মম পুত্র সুশীল
সুজন। না করিল ধর্ম্মভয়ে নিদ্রা বিভঞ্জন॥ স্বীয় উরুদেশে মম চরণ রাখিয়ে।
সেবিতেছে, একচিত্তে ভক্তিযুক্ত হয়ে॥ অতএব অপরাধ হয়েছে আমার।

অঙ্গনে অতিথি মম না হয় সৎকার॥ এইরূপে অনুতাপ করি গৃহীজন। যথা-শক্তি অতিথিরে করিল পূজন॥ সৎকারে অতিথি বড় পরিতুষ্ট হৈল। বিপ্র-গৃহে থাকি এক রজনী বঞ্চিল॥ প্রভাতে উঠিয়া নিত্যক্রিয়া সমাপিয়া। দ্বিজ দ্বিজসুতে পরে প্রণাম করিয়া॥ বারাণসী-ধামে ঋষি করিল গমন। যথায় বিরাজে তুলাধারের ভবন॥ দুর্গম কানন আর কত বা কান্তার। পদব্রজে যায় ঋষি শ্রান্তি নাহি আর॥ অনাহারে দিবাভাগ করিয়া যাপন। সন্ধ্যাকালে শিবপুরী করেন দর্শন॥ আহা কিবা পুরীশোভা যাই বলিহারি। বিরাজিছে জাহ্নবীর সলিল উপরি॥ প্রবেশিয়া পুরীমাঝে ঋষির নন্দন। তুলাধার ব্যাধপাশে করেন গমন॥ দেখিলেন বিপণিতে ব্যাধ মহোদয়। করিতেছে নানাবিধ আমিষ বিক্রয়॥ ধর্ম্মতেজে মহাতেজা ব্যাধ তুলাধার। উপবিষ্ট দোকানেতে সহিতে ভার্য্যার॥ তেজঃপুঞ্জকলেবর কিবা শোভা পায়। মুনিগণে তত তেজ না হেরি কোথায়॥ ধীরে ধীরে পুরোভাগে করিয়া গমন। দাঁড়ালেন করপুটে ঋষির নন্দন॥ দেখিয়া সম্মুখভাগে আগত অতিথি। মধুর সম্ভাষে কহে ব্যাধ মহামতি॥ আসিয়াছ তুমি বিপ্র-সুতের আদেশে। তত্ত্বজ্ঞান লভিবারে আমার সকাশে॥ তব শিরে নীড় করে বিহঙ্গমগণ। উন্মত্ত হয়েছ তাহে ওহে তপোধন॥ তপোগর্ব্বে মহাগর্ব্বী তোমার অন্তর। সন্দেহ নাশিব তব ওহে বিপ্রবর॥ অতিথি হইলে তুমি সন্ধ্যার সময়। চল চল বিপ্র-বর আমার আলয়॥ এত বলি ঋষিবরে সঙ্গেতে করিয়া। তুলাধার নিজা-বাসে উপনীত গিয়া॥ সঙ্গে সঙ্গে অনুগামী পতিরতা সতী। বিস্ময়ে আকুল হেরি ঋষির সন্ততি॥ বাক্য নাই মুখে কিছু মৌনভাবে চলে। অন্তর দুলিছে তাঁর অতি কুতূহলে॥ উপনীত হল যবে ব্যাধের ভবন। গৃহশোভা দেখি ঋষি বিস্ময়ে মগন॥ উপনীত হয়ে ক্রমে আপন আগার। মাতা-পিতা-পদে নতি করে তুলাধার॥ পতিরতা ভার্য্যা সঙ্গে ভকতির ভরে। শ্বশুর-শাশুড়ী-পদে নমস্কার করে॥ প্রণমিয়া ভক্তিভরে ব্যাধ ভক্তিমান। করপুটে পুরো-ভাগে করে অবস্থান॥ পুত্রেরে সম্বোধি পিতা কহেন তখন। যাহ বৎস কর এবে অতিথি পূজন॥ পিতার আদেশে ব্যাধ উচিত বিধানে। অতিথি সৎকার করে ঋষির নন্দনে॥ বিশ্রামান্তে ঋষিবর সুখেতে বসিলে। মাতা-পিতা-পাশে ব্যাধ যায় কুতূহলে॥ মাতৃ-পিতৃ-পূজা করি হরিষে মগন। ভার্য্যারে সম্বোধি কহে মধুর বচন॥ থাক থাক প্রিয়তমে মাতা-পিতা-পাশে। ভোজনাদি আয়োজন করিবে নিমেষে॥ ভোজনাদি যোগাইতে পিতার মাতার। ভার্য্যারে নিযুক্ত করি ব্যাধ তুলাধার॥ অতিথি সকাশে পুন করিয়া গমন। ধীরে ধীরে তাঁর পাশে বসিল তখন॥ বিস্ময়ে আকুল হৃদি তাহারে হেরিয়া। জিজ্ঞাসেন বিপ্রবর নিকটে বসিয়া॥ কহ কহ তুলাধার জিজ্ঞাসি তোমায়। কিরূপে লভিলে জ্ঞান পাইলে কোথায়॥ কি হেতু তোমার হেন জ্ঞান উপজিল।

জানিতে হৃদয়ে বড় কৌতুক হইল ॥ ভস্মীকৃত করিয়াছি সেই বিহঙ্গম। বল বল সেই বক হয় কোন জন ॥ বহুদিন তপ করি না পাই যে জ্ঞান। কিরূপে লভিলে তাহা ওহে মতিমান ॥

ঋষির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। ধীরে ধীরে তুলাধার কহিল তখন ॥ একদিন মৃগ পক্ষী ধরিবার তরে। কুতূহলে যাই আমি কানন ভিতরে ॥ নানা-পক্ষী নানা মৃগ করিয়া নিধন। গহন কাননে আমি করি বিচরণ ॥ সহসা নয়নে হেরি বিপ্রের তনয়। জ্বলন্ত অনল যেন তেজের নিলয় ॥ তাঁহারে হেরিয়া আমি পুলকিতমনে। ধীরে ধীরে উপনীত তাঁর সন্নিধানে ॥ এদিকে শুনহ এক দৈবের ঘটন। জাল পাতি রেখেছিনু পক্ষীর কারণ ॥ সহসা বিহগ এক তাহাতে পড়িল। অদূরে তাহার শিশু তরুপরি ছিল ॥ পিতারে হেরিয়া বন্দী বিহগনন্দন। চীৎকারে ব্যাকুল হৃদে করয়ে রোদন ॥ অবশেষে চঞ্চুপুটে সলিল লইয়া। ধীরে ধীরে পিতৃমুখে সমর্পিল গিয়া ॥ কিন্তু হায় দৈববশে পক্ষীর তনয়। সহসা জালেতে পড়ি বন্দীভূত হয় ॥ যেমন পড়িল আর তখনি মরিল। আশ্চর্য্য ঘটনা শুন অমনি ঘটিল ॥ পক্ষীদেহ ত্যজি সেই বিহগনন্দন। অবিলম্বে দিব্য বপু করিল ধারণ ॥ ত্রিদিববাসীরা সবে থাকি শূন্যোপরে। স্তুতিবাদ করে তার হরিষ অন্তরে ॥ তাহা হেরি মম হৃদে বিস্ময় সঞ্চার। আমারে সম্বোধি কহে বিপ্রের কুমার ॥ শুন শুন মোর বাক্য ব্যাধের নন্দন। সেই বিহঙ্গমে তুমি করেছ বন্ধন ॥ উহার তনয় অই জল দিতে গিয়া। বিসর্জ্জিল নিজপ্রাণ জালেতে পড়িয়া ॥ নিজের বিপদ নাহি করি বিবেচনা। গিয়াছিল করিবারে পিতার অর্চ্চনা ॥ এই পুণ্যফলে পক্ষী শুভগতি পায়। দিব্য দেহে সুরপুরে বিমানেতে যায় ॥ এখন শুনহ ব্যাধ আমার বচন। সদা মাতা-পিতা-পদ কর আরাধন ॥ দিব্য জ্ঞান পাবে তুমি তাঁদের কৃপায়। সত্য সত্য ব্যাধপুত্র কহিনু তোমায় ॥ বিপ্রের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। আনন্দে স্বগৃহে আমি ফিরিনু তখন ॥ প্রতিজ্ঞা করিয়া আমি আপন অন্তরে। মাতা পিতা পূজা করি ভকতির ভরে ॥ নাহি করি তপ জপ নাহি করি দান। নাহি জানি ব্রত যজ্ঞ ওহে মতিমান ॥ একমাত্র জানি পিতা-মাতার চরণ। ধরাধামে অন্য পুণ্য না জানি কখন ॥ পিতৃসেবা-ফলে আমি লভিয়াছি জ্ঞান। কহিনু নিগূঢ় কথা ওহে মতিমান ॥ যেই দিন বনমাঝে বিপ্রের নন্দন। জ্ঞান উপদেশ মোরে করেন অর্পণ ॥ সেই দিন বিপ্রগৃহে করি অবস্থিতি। প্রভাতে উঠিয়া বিপ্রে করিয়া প্রণতি ॥ গৃহে আসি পিতৃপদে করিনু প্রণাম। তদবধি পিতৃসেবা করি অবিরাম ॥ মৃগমাংস ব্যবসায়ে বৈশ্যবৃত্তি করি। পিতৃসেবা করি দিন-যামিনী বিহরি ॥ ভাগ্যফলে লভিয়াছি পতিব্রতা সতী। পিতৃভক্তি ফলে উহা জানিবে সুমতি ॥ কলত্র সহিত ধর্ম্ম করি আচরণ। অতিথি অর্চ্চনা আর পিতার সেবন ॥ পিতৃ-আজ্ঞা বিলঙ্ঘিয়া তুমি হে সুজন। গিয়া-

ছিলে সিন্ধুতীরে তপস্যা কারণ॥ তথায় ভূখিক আদি কত জীবচয়। তব কেশোপরি সবে লইল আশ্রয়॥ সেই মদে মত্ত হয়ে কর বিচরণ। শুন শুন বলি শুন বিপ্রের নন্দন॥ তোমারে না হেরি তব পিতা ঋষিবর। দিবানিশি মনস্তাপে কাতর অন্তর॥ সেই হেতু তব তপ স্থির কভু নয়। যাহা কর তাহে নাহি ফল কিছু হয়॥ বকরূপে তব তপ থাকিয়া আকাশে। করিল পুরীষ ত্যাগ তব শিরঃকেশে॥ তব পিতৃ-মনস্তাপে ভস্মীভূত হয়ে। পড়িল তোমার তপ ভূতলে খসিয়ে॥ সেই ভস্ম হেরিয়াছ ওহে তপোধন। ইথে গর্ব্ব কর তুমি কিসের কারণ॥ তব তপে বকভস্ম কভু নাহি হয়। কহিনু নিগূঢ় তত্ত্ব ওহে মহোদয়॥ এখন আমার বাক্য ধর তপোধন। গৃহে গিয়া সেবা কর পিতা মাতার চরণ॥ মাত-পিতা তেয়াগিয়া পশিয়া কাননে। অথবা সাগর তীরে ঐকান্তিক মনে॥ যাহা কিছু তপ জপ করিয়াছ তুমি। বিফল সকলি তব কহিলাম আমি॥ সত্য বটে অনশনে করিয়াছ তপ। একাসনে কতকাল করিয়াছ জপ॥ স্বচক্ষে নিরখি তব শরীর শোষণ। হয়েছে বিফল কিন্তু সব অকারণ॥ এখন আমার বাক্য শুন মন দিয়া। অবিলম্বে যাও তুমি গৃহেতে ফিরিয়া॥ মাতা-পিতা সেবা কর ভক্তিযুত মনে। মনোরথ সিদ্ধ হবে কহি তব স্থানে॥ দুরদৃষ্টবশে জীব জনমে ধরায়। এ ভৌম নরকে আসি কত কষ্ট পায়॥ পুরুষের রক্ত পড়ি জননী জঠরে। দুরদৃষ্টবশে জীবে উৎপাদন করে॥ দশমাস দশদিন জঠরে থাকিয়া। অশেষ যাতনা ভুঞ্জে কাতর হইয়া॥ পূর্ব্বজন্মকৃত কার্য্য করিয়া স্মরণ। জঠরে থাকিয়া জীব কাঁদে অনুক্ষণ॥ বলে কোথা ওহে হরি জগত নিধান। এ ঘোর বিপদে নাথ কর পরিত্রাণ॥ রক্ষ রক্ষ দীনবন্ধো দিয়া পদাশ্রয়। জঠর-যাতনা সদা দহিছে হৃদয়॥ কি বলে তোমারে ডাকি আমি মতিহীন। জঠর-যাতনা ভুঞ্জি হইতেছি ক্ষীণ॥ ও পদ তরণী দেহ এ অধম জনে। পার কর গুণসিন্ধো জঠর যন্ত্রণে॥ ভবের কাণ্ডারী তুমি সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। তোমা হতে সৃষ্টি স্থিতি তোমাতে প্রলয়॥ সগুণ নির্গুণ তুমি গুণের অতীত। তুমি নিত্য তুমি সত্য জগতে বিদিত॥ দেবের দেবতা তুমি সবার ঈশ্বর। তব পদে নতি করি ওহে সৃষ্টিধর॥ তুমি সত্য নিরঞ্জন কলুষনাশক। তুমি ভূ তুমি ভুব স্বর্লোক-পালক॥ তুমি জীব তুমি শিব তুমি নিত্যময়। অজ্ঞানীর জ্ঞান তুমি ক্ষীণের আশ্রয়॥ কখন কি রূপ ধর ওহে বিশ্বপ্রাণ। তোমা বিনা এ বিপদে কে করিবে ত্রাণ॥ তোমার মহিমা নাথ যেই জন জানে। তাহার অসাধ্য কিবা এ তিন ভুবনে॥ কখন সাকার তুমি কভু নিরাকার। কে বুঝিবে তব তত্ত্ব ওহে গুণাধার॥ স্বরূপ তোমার কিবা ওহে বিশ্বযোনি। মূঢ়মতি হয়ে বল কি বুঝিব আমি॥ কতবার এ যাতনা সহিবারে হয়। তবু হৃদিমাঝে কেন দুর্ম্মতি উদয়॥ বিশ্বের বিধাতা তুমি সংসারে প্রচার। তবু কেন নাহি বুঝে মন দুরাচার॥ সবার বিধাতা তুমি করুণা-

নিধান। জঠর-যাতনা হতে কর পরিত্রাণ ॥ জ্ঞানদাতা তুমি দেব নিত্য সনাতন। তব কৃপাবশে জ্ঞান লভে জীবগণ ॥ ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর তুমি ওহে কৃপাময়। অধম জনের প্রতি হও দয়াময় ॥ ভক্তেরে করহ ত্রাণ ভিক্ষা তব পায়। পরিত্রাণ পায় পাপী তোমার কৃপায় ॥ পুরুষ-প্রধান তুমি বিশ্বের ঈশ্বর। অনাদি অনন্ত দেব তুমি দণ্ডধর ॥ দয়ার আধার তুমি কর্ম্মফলদাতা। বিকার-বিহীন নাথ ব্রহ্মাণ্ডের পাতা ॥ তোমার চরণে কোটি কোটি নমস্কার। দয়া ক'রি কর দেব অধমে নিস্তার ॥ কোটি কোটি নমস্কার তোমার চরণে। পাতকী উপরে চাহ করুণ-লোচনে ॥ কে জানে তোমার তত্ত্ব ওহে সনাতন। কোটি কোটি করি তব শ্রীপদে বন্দন ॥ শরণ লইনু পদে কর পরিত্রাণ। পুনঃপুনঃ করি তব চরণে প্রণাম ॥ এ ঘোর বিপদে নাথ উদ্ধার এবার। ভ্রমে কভু পাপপথে নাহি যাব আর ॥ পরমাত্মা তুমি নাথ ব্রহ্ম সনাতন। প্রণমামি ভক্তিভরে যুগল চরণ ॥ তুমি সূক্ষ্ম তুমি স্থূল জগত সংসারে। বিরাজ করিছ সদা বিবিধ আকারে ॥ তুমি হে পরম তত্ত্ব জীবের জীবন। তোমারে চিন্তিয়া মুক্তি লভে যোগীজন ॥ নির্গুণ সগুণ তুমি তুমি নিরাকার। তোমার চরণে নাথ কোটি নমস্কার ॥ তোমার মায়ায় মুগ্ধ হয়ে জীবগণ। পুনঃপুনঃ আসে যায় কে করে গণন ॥ অতুল মহিমা তব কি বলিব আর। ভক্তি ভরে তব পদে করি নমস্কার ॥ যোগীর অন্তরে তুমি সদত থাকিয়া। মনসাধে কর ক্রীড়া আনন্দে মাতিয়া ॥ নাদাত্মক দেব তুমি তুমি নাদবীজ ॥ বিধাতা হয়েন তব নাভি-সরসিজ ॥ তব রাঙ্গা পদে করি কোটি নমস্কার। জঠর যাতনা হতে করহ উদ্ধার ॥ তুমি হর্ত্তা তুমি কর্ত্তা ত্রিলোকের পাতা। কিবা সুখ কিবা দুঃখ তুমি ফলদাতা ॥ যেই জন যেইরূপ করে আচরণ। কর্ম্ম অনুসারে ফল করহ অর্পণ ॥ তোমা হতে জন্মে জীব তোমা হতে লয়। কুকর্ম্ম ফলেতে দুঃখ পায় জীবচয় ॥ এখন মিনতি নাথ তোমার চরণে। জঠর যাতনা হতে রক্ষ এই জনে ॥ তোমারে সাধিব হয়ে একান্ত অন্তর। পিতৃ-মাতৃ-পদে ভক্তি রাখিব অটল ॥ পুনঃ যাতে জন্ম মৃত্যু লভিতে না হয়। কায়মনে তা করিব ওহে দয়াময় ॥ এইরূপে গর্ভে থাকি করিয়া রোদন। পূর্ণকালে গর্ভ হতে লভয়ে জনম ॥ সূতিকা-বায়ুর ভরে আকৃষ্ট হইয়া। গর্ভ হতে পড়ে জীব মায়ায় মোহিয়া ॥ কোটি কোটি বৃশ্চিকেতে করিলে দংশন। যেরূপ যাতনা পায় ভবে জীবগণ ॥ ভূমিষ্ঠ হবার কালে সেইরূপ হয়। কহিনু তোমার স্থানে ওহে মহোদয় ॥ যখন আসন্ন কাল হয় উপনীত। তখনো তদ্রূপ কষ্ট পাইবে নিশ্চিত ॥ পিতা মাতা শিশুগনে করেন পোষণ। তাঁদের সমান গুরু নাহি কোন জন ॥ পিতা মাতা তুষ্ট হলে তুষ্ট দেবগণ। পিতৃলোকে মহাতৃপ্তি পায় পিতৃজন ॥ পিতারে পরম গুরু যেই জন ভাবে। সঙ্কটে না পড়ে সেই থাকি এই ভবে ॥ ইহকালে সুখে থাকি অন্তিমে সে জন। বিমানে চড়িয়া যায় অমর-ভবন ॥ যেই জন্য এসে-

ছিলে ওহে তপোধন । বলিনু তোমার পাশে সে সব কথন ॥ ব্যাধমুখে জ্ঞান-বাণী শুনি ঋষিবর । আনন্দে বিহ্বল হয় হরিন-অন্তর ॥ পিতা মাতা পূজিবারে একচিত্ত হয়ে । ব্যাধেরে সম্ভাষি গেল গৃহেতে ফিরিয়ে ॥

চতুর্থ অধ্যায় ।

গুরুলক্ষণ, গুরুভক্তি, পুরুষলক্ষণ, স্ত্রীলক্ষণ, পুত্র লক্ষণ ও পতিভক্তি কথন ।

শান্তং সুশীলং ধর্ম্মজ্ঞং শাস্ত্রজ্ঞং চারুদর্শনম্ ।
দয়ালুং পুত্রিণং দান্তং গৃহস্থং গুরুমাশ্রয়েৎ ॥
বেদানাঞ্চ গুরূণাঞ্চ ভেদো বালাদিনা কুতঃ ।
পাতয়েন্নরকে ঘোরে গুরুভেদকরং নরম্ ॥
পতিরেব গুরুঃ স্ত্রীণাং যদি স্যাৎ পতিতোঽপি সঃ ।
ছায়য়া দেবপত্নীনামনুকূলো ভবেৎ পতিঃ ॥
গৃহেষু তনয়ো ভূষা ভূষা সংসদস্য পণ্ডিতঃ ।
সুবুদ্ধিঃ পুংসু ভূষা স্যাৎ স্ত্রীষু ভূষা সলজ্জতা ॥

অনন্তর ব্যাস ঋষি আনন্দিতমনে । কহিলেন সম্বোধিয়া জৈমিনি মুনিবরে ॥ দুর্ল্লভ গুরুর কথা বলিব এবার । গুরু বিনা নাহি গতি ভবের মাঝার ॥ দুর্ল্লভ মানুষজন্ম করিয়া ধারণ । গুরুমন্ত্রে সুদীক্ষিত নহে যেই জন ॥ গুরুর প্রসাদে পরব্রহ্মে নাহি হেরে । সে জন অধম বলি খ্যাত চরাচরে ॥ যাহা কিছু সেই জন করয়ে ভোজন । বিষ সম করি সব করি যে গণন ॥ অজ্ঞান তম-সাবৃত মানব হৃদয় । গুরু-উপদেশে হয় জ্ঞানের উদয় ॥ জ্ঞানদানে গুরুদেব করেন মার্জ্জন । গুরুর সমান নাহি এ তিন ভবন ॥ একমাত্র গুরু ভিন্ন কাহার শকতি । মূঢ়মতি জনে দিতে সুজ্ঞান সুমতি ॥ গুরুর প্রসাদে হয় শমন বিজয় । গুরু তুষ্টে নাহি থাকে যমদূতভয় ॥ সযত্নে গুরুর সেবা করিবে সুজন । ভববন্ধ হবে মুক্ত শাস্ত্রের বচন ॥ সুশীল ধর্ম্মজ্ঞ শান্ত চারু দরশন । শাস্ত্রবেত্তা পুত্রবন্ত দয়ালু সুজন ॥ এ হেন গৃহস্থ জন গুরুযোগ্য হয় । শাস্ত্রের বচন ইহা কভু মিথ্যা নয় ॥ শাঠ্যশূন্য ধর্ম্মরত দান্ত যেই জন । অন্তর নির্ম্মল যাঁর সহাস্য বদন ॥ সুখভোগে অনাসক্ত সদা ধর্ম্মে মতি । গুরুপদ-বাচ্য হয় সেই মহামতি ॥ গুরুপুত্র কিম্বা পৌত্র যেই কেহ হয় । সবারে গুরুর সম ভাবিবে নিশ্চয় ॥ গুরু সনে ভেদ কভু নাহিক ভাবিবে । ভেদজ্ঞানে গুরু-হত্যা পাপে লিপ্ত হবে ॥ গুরুবংশ-জাত জন যদি মূর্খ হয় । তথাপি তাহার

পূজা করিবে নিশ্চয়॥ নানা মূর্ত্তি ধরে যথা অমর নিকর। সেইরূপ গুরুদেব বহু মূর্ত্তিধর॥ পুত্র পৌত্র আদি রূপে বিরাজে সদাই। কহিলাম শাস্ত্র কথা আজি তব ঠাঁই॥ দেব সনে গুরুদেবে ভেদ না ভাবিবে। ভাবিলে নরকে সেই পতিত হইবে॥ গুরুর নিকটে সদা রহিবে দাঁড়ায়ে। বসিবে তাঁহার কাছে অনুজ্ঞা লইয়ে॥ গলবস্ত্রে সবিনয়ে রবে সর্ব্বক্ষণ। ভীতভাবে সদা রবে গুরুর সদন॥ যবে গুরু দাঁড়াবেন তখনি দাঁড়াবে। বসিলে আদেশ লয়ে তবে ত বসিবে॥ গুরুদেব যেইকালে করিবে শয়ন। তাঁহার চরণ সেবা করিবে তখন॥ যবে গুরুদেব কোথা গমন করিবে। আপনি তাঁহার পাছু অনুগামী হবে॥ চপলতা না দেখাবে গুরুর সদন। গীত-বাদ্য অহঙ্কার করিবে বর্জ্জন॥ জিজ্ঞাসিলে তবে বাক্য কহিতে হইবে॥ জিজ্ঞাসা না কৈলে সদা মৌনভাবে রবে॥ করিবেন গুরুদেব যাহা আচরণ। নিষেধ করিবে নাহি তাহে কদাচন॥ গুরুপাদোদক সদা মস্তকে ধরিবে। ভক্তিভরে পদপূজা সতত করিবে॥ নানা-বিধ মিষ্টদ্রব্য করাবে ভোজন। সতত গুরুর পদে রাখিবেক মন॥ গুরুদেব আহারাদি করিবার পরে। তাঁহার প্রসাদ খাবে ভকতির ভরে॥ গুরু যদি প্রত্যক্ষেতে করে অবস্থান। পৃথক্ পূজা না করিবে শুন মতিমান॥ তাঁহার চরণপূজা করিতে হইবে। সুরপুরে তবে তার সুগতি হইবে॥ পিতৃ-মাতৃ-ভক্ত আর শান্ত সেই জন। শিবপূজারত সাধু ভক্তিপরায়ণ॥ শিষ্যের হৃদয়-ভাব সেই জন জানে। সে জন গুরুর যোগ্য শাস্ত্রের বিধানে॥ চারিবর্ণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিপ্রগণ হয়। ব্রাহ্মণ নারীর গুরু জানিবে নিশ্চয়। জ্ঞানেতে প্রবীণ হয় সেই বিপ্রজন। বয়সে কনিষ্ঠ হলে করিবে পূজন। গুরুতন্ত্র গুরুমন্ত্র রাখিবে গোপন। প্রকাশে সিদ্ধির হানি শিবের বচন॥ গুরু সহ দেবতারে বিভিন্ন ভাবিলে। সে জন অধম যায় নরক মাঝারে॥ গঙ্গা দুর্গা কিম্বা হরি অথবা ঈশান। ইহাদের ভেদ নাহি যথা মতিমান॥ সেরূপ গুরুতে দেবে করিবে ভাবনা। দেবভাবে গুরুদেবে করিবে অর্চ্চনা॥ শুন এবে পতিভক্তি করিব বর্ণন। পতির সমান নাহি ভবে কোন জন॥ রমণীর গুরু পতি পতি-মাত্র সার। চিন্তিবেক পতি-পদ হৃদে অনিবার॥ পতি সম স্ত্রীর কেহ নাহি কোন স্থান। পতিত হলেও পতি গুরুর সমান॥ যখন রমণী করে দেবতা পূজন। একান্ত অন্তরে পতি সহায় তখন॥ পতি বিনা নাহি আর রমণীর গতি। বিফল জীবন তার বিহনে সে পতি॥ তপ জপ দান যজ্ঞ নহে পতি কাছে। পতি সম বল কেবা ধরাধামে আছে॥ কিবা পূজা কিবা তীর্থ কিবা ধর্ম্মজ্ঞান। কিছুই কিছুই নহে পতির সমান॥ পতি বিনা রমণীর সকলি অসার। পতিধন বিনা স্ত্রীর নাহি কিছু আর॥ যেই নারী পতিরতা তারে বলি সার। অবহেলে যায় সেই ভবসিন্ধু পার॥ সেই ভার্য্যা নিরন্তর পতি-প্রেমকরী। যে জন অন্তিমে যায় অমর-নগরী॥ ইহলোকে মহাসুখ সেই নারী

পায়। তাহার নিকটে নাহি যমদূত যায়॥ যেমন জনমি পুত্র ভক্তিযুত মনে। সেবিবে সতত মাতা-পিতার চরণে॥ সেইরূপ নারীজন্ম করিয়া ধারণ। করিবেক নিরন্তর পতি-আরাধন॥ পতিব্রতা যেই নারী থাকে নিরন্তর। পাতক না স্পর্শে কভু তাহার অন্তর॥ নারীজাতি লজ্জাশীলা সতত হইবে। কিছুতেই লোভ নাহি কদাচ করিবে॥ পতির সহিত যবে করিবে শয়ন। নির্লজ্জা হইবে নারী কেবল তখন॥ নারীজাতি সদা রবে সহাস্য বদনে। মনোব্যথা না বলিবে পতির সদনে॥ সদা প্রীতি প্রকাশিবে পতির সকাশ। তবে ত তাহার কীর্ত্তি হইবে প্রকাশ॥ সন্তান সন্ততি যত্নে করিবে পালন। দেখিবে পুত্রের সম পরের নন্দন॥ নারীজাতি সদা হবে পতিসুখে সুখী। পতির দুঃখেতে নারী সদা হবে দুঃখী॥ যদি পতি কভু করে বিদেশে গমন। সুখভোগ সবে নারী দিবে বিসর্জ্জন॥ গৃহদ্রব্য সাবধানে সতত রাখিবে। সযত্নে সকল জনে ভোজন করাবে॥ পতিভক্তি যেই নারী না জানে কখন। খাইলে তাহার অন্ন পাতকী সে জন॥ একান্ত অন্তরে যেই পতিধনে ভজে। পতিব্রতা তারে বলে জগতসমাজে॥ কামবশে দুই পতি করে যেই নারী। কুলটা তাহারে বলে শাস্ত্রের বিচারি॥ যদি ভজে তিন পতি ধর্ষিণী সে হয়। চারি স্বামী হলে পরে পুংশ্চলী নিশ্চয়॥ পঞ্চ পতি যেই নারী করে কামবশে। বেশ্যা বলি সেই দুষ্টা ধরাধামে ঘোষে॥ তাহার অধিক পতি যদি কভু করে। মহাবেশ্যা বলি সেই খ্যাত চরাচরে॥ এরূপ রমণী সহ করিলে রমণ। দুস্তর নিরয়ে পড়ে সেই অভাজন॥ বহু বহু বর্ষ থাকে নরকে পড়িয়া। তির্য্যক্‌যোনি ধরে শেষে ধরাধামে গিয়া॥ যেই কোন কারণেতে রমণী সুন্দরী। যদি চাহে পতি প্রতি রোষনেত্র করি॥ উল্কামুখ নরকেতে সে করে গমন। মহাকষ্ট দেয় তারে যমদূতগণ॥ সেই নারী দেহে ধরে যত রোমচয়। ততকাল নরকেতে নিপতিত রয়॥ সপ্ত জন্ম পতিহীনা হয় সেই নারী। মহাকষ্ট পায় ভুমে দিবস শর্ব্বরী॥ ব্রাহ্মণী হইয়া যেই পতিরে ছাড়িয়া। অপর ব্রাহ্মণ সনে বিহরে মাতিয়া॥ তপ্তজল নামে আছে নরক দুর্ব্বার। তাহাতে পড়িয়া কষ্ট পায় অনিবার॥ ক্ষত্রিয়ের নারী কিম্বা বৈশ্যের রমণী। অথবা শূদ্রের গৃহে হইয়া শূদ্রাণী॥ নিজ নিজ পতি ছাড়ি স্বজাতি অপরে। লইয়া আনন্দে মাতি কামেতে বিহরে॥ অন্তিমে তাহার গতি নরক-মাঝার। নরকে পড়িয়া কষ্ট পায় অনিবার॥ পতিব্রতা যেই নারী জগত-মাঝারে। বিধানে গৃহের কাজ যেই নারী করে॥ ভক্তিভরে সদা ধর্ম্ম যে করে পালন। পতি বিনা অন্য জনে নাহি যার মন॥ জগতে তাহারে পূজা করে সর্ব্বলোকে। ইহকালে বাস করে সেই নারী সুখে॥ ধরাধামে সেই নারী দেবতারূপিণী। তাহে প্রতিষ্ঠিতা রহে নিখিল অবনী॥ [illegible] ঋষি বলিহে তোমায়। তনয় বিহনে গৃহ শোভা নাহি পায়॥ [illegible]তার ভূষণ [illegible] যেই সুপণ্ডিত।

সুবুদ্ধি পুরুষ-ভূষা জানিবে নিশ্চিত॥ সলজ্জশীলতা ভূষা রমণীর হয়। শাস্ত্রের বচন ইহা কভু মিথ্যা নয়॥ মূর্খ বিপ্র মৃত সম জানিবে সুক্ষম। সভাতলে মৃতসম বুদ্ধিহীন জন॥ নির্লজ্জ রমণী হয় মৃতার সমান। অদক্ষিণ যজ্ঞ মৃত জানিবে ধীমান॥ সলিলবিহীনা নদী যেম দুর্গম। কুসুমহীনা বুদ্ধি যথা শোভা নাহি পায়॥ রাজাহীন রাজ্য যথা দুঃখের কারণ। পতিহীনা নারী জাতি জানিবে তেমন॥ বিবিধ ভূষণ কিম্বা নবীন যৌবন। চারুবর কেশপাশ সুবেণী ধারণ॥ যাহা কিছু মধুরতা নারীজাতি ধরে। কিছু নাহি পায় শোভা বিধবা-শরীরে॥ গুরুচরিত কথা পরম পবিত্র। পিতৃ-মাতৃ-ভক্তি আর নারীর চরিত্র॥ শিষ্যকর্ম্ম পুত্রকর্ম্ম করিনু বর্ণন। এবে কি শুনিতে বাঞ্ছা কহ তপোধন॥

পঞ্চম অধ্যায়।

তীর্থনির্ণয়, জয়া বিজয়া সহ শঙ্করীর তীর্থযাত্রা, জয়া-বিজয়ার নিকটে গঙ্গামাহাত্ম্য বর্ণন, গঙ্গাস্তোত্র ও তীর্থ-উৎপত্তি কথন।

তীর্থানি সন্ত্যসংখ্যানি দিবি ভূমৌ নভস্যপি।
তেষাং প্রাধান্যতঃ প্রাহ তীর্থানাং বায়ুরেব হি॥
ইত্যুক্ত্বা সহ তাভ্যাং সা মুদিতাভ্যাং শিবা সতী।
হিমালয়মগাদ্যত্র গঙ্গা বহন্তি বেগিতা॥
ধ্যায়েৎ শিবে ত্বাং শশিশুক্লবর্ণাং, চতুর্ভুজাং পদ্মবরাভয়াযুতৈঃ।
মুক্তাক্ষ শুক্লে মকরে বসন্তীং, ত্রিলোচনাং দেবনুতামলঙ্কৃতাং॥

জাবালি জিজ্ঞাসে পুনঃ বেদব্যাস প্রতি। তুমি হে জগত-গুরু ওহে মহামতি॥ কত তীর্থ আছে বিশ্বে কহ তপোধন। শুনিবারে কুতূহলী হইতেছে মন॥ ভূতলে আকাশে কিম্বা আর সুরপুরে। কোন্ কোন্ তীর্থ আছে বলহ আমারে॥ কোন্ তীর্থে কিবা ফল কহ মহাশয়। তীর্থের স্বরূপ আর কার্য্য সমুদয়॥ ব্যাস বলে শুন শুন ওহে তপোধন। বহুসংখ্য তীর্থ আছে কে করে গণন॥ কতক স্বর্গেতে আর কতক ভূতলে। কতক বিরাজ করে আকাশ-উপরে॥ সার্দ্ধ তিন কোটি আছে তীর্থের নির্ণয়। কত বা বলিব বল ওহে মহোদয়॥ সামান্যত বায়ু হয় তীর্থের প্রধান। সূক্ষ্ম তত্ত্ব এইমাত্র কহি তব স্থানে॥ সার্দ্ধ তিন কোটি হয় তীর্থের গণন। কতিপয় বাক্যরূপী জানিবে

ভুজন ॥ কতগুলি দেহরূপী কত কালাত্মক। ইন্দ্রিয়রূপক কত পাদপরূপক ॥ দেবগণ অধিষ্ঠান করেন যথায়। তীর্থ বলি সেই স্থান বিখ্যাত ধরায় ॥ তাহার স্বরূপ ফল করিব বর্ণন। মন দিয়া শুন ওহে মহাতপোধন ॥ বিজয়া ও জয়া নামে গৌরী সহচরী। তাদের নিকটে পূর্ব্বে কহিল ঈশ্বরী ॥ সেই সব বিস্তারিয়া বলিব তোমায়। শুনিলে পাতক কভু নিকটে না যায় ॥ ব্যাসের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। জাবালি জিজ্ঞাসে পুনঃ ওহে তপোধন ॥ কোথায় রুদ্রাণী দেবী ত্রিলোক জননী। সখীদ্বয়-পাশে কহে তীর্থের কাহিনী ॥ কি হেতু করেন তিনি তীর্থের বর্ণন। জিজ্ঞাসি তোমারে প্রভু বলহ এখন ॥ রুদ্রাণীর মুখপদ্ম-বিগলিত বাণী। শুনিয়া যুড়াক শ্রুতি কহ মহামুনি ॥ অমৃত সমান তীর্থমাহাত্ম্য কথন। তব পাশে বিবরিয়া বলে কোন্ জন ॥ তব মুখে শুনি আমি চরিতার্থ হই। তুমি হে জগত-গুরু সবার গোঁসাই ॥

জাবালিরে সমুৎসুক দেখি দ্বৈপায়ন। ধীরে ধীরে [illegible] কহেন তখন ॥ একদা পার্ব্বতী দেবী কৈলাসশিখরে। [illegible] করে ॥ নির্জ্জনে আছেন বসি জগত-ঈশ্বরী। তা[illegible] দুই সহচরী ॥ গিরিজে জননি দুর্গে গিরিশভাবিনি। [illegible] রুদ্রাণী ॥ দেবের আরাধ্য তুমি জননী সবার। ভক্তজনে [illegible] আছে অনিবার ॥ যত তীর্থ ধরাধামে আছে গো জননী। দেখাও মোদের মাত রুদ্রের ঘরণী ॥ সব তীর্থে স্নান করি এই আকিঞ্চন। পূরাও মোদের বাঞ্ছা ধরি গো চরণ ॥ সখীদের বাক্য শুনি কৈলাস ঈশ্বরী। হাসিতে হাসিতে কন শুন সহচরী ॥ মম সহ চল সখী বিজয়ে গো জয়ে। দেখাব সকল তীর্থ আনন্দ-হৃদয়ে ॥ তোমাদিগে সর্ব্বতীর্থে করাইব স্নান। আমারো বাসনা তীর্থে করিব পয়াণ ॥ এত বলি শিবা সতী সখীযুগ সনে। চলিলেন হিমালয়ে পুলকিত-মনে ॥ ক্রমে ক্রমে উপনীত গিরি হিমালয়। যথায় জাহ্নবীদেবী বেগবতী বয় ॥ উপনীত হয়ে তথা সখীদ্বয় সনে। জাহ্নবী-সলিলে স্নান করেন বিধানে ॥ কৈলাসে ফিরেন পুনঃ হরষিত হয়ে। তাহা দেখি সখীদ্বয় জিজ্ঞাসে বিস্ময়ে ॥ কোথা যাও মহাদেবি বুঝিবারে নারি। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ নাহি করিলে ঈশ্বরী ॥ সর্ব্বতীর্থে বিচরিব বাসনা অন্তরে। একমাত্র তীর্থ হেরি যাইতেছ ফিরে ॥ সখীদের এই বাক্য করিয়া শ্রবণ। মৃদুভাসে মহাদেবী বলেন তখন ॥ সর্ব্বতীর্থ-স্নান-ফল হয়েছে সবার। জাননা কি গঙ্গাদেবী জগতের সার ॥ জাহ্নবী ভূতলে সর্ব্বতীর্থ-প্রসবিনী। জাহ্নবী সমান তীর্থ নাহি দেখি শুনি ॥ সকল লোকের মাতা ধর্ম্মের দেবতা। জাহ্নবী সমান স্থান নাহি দেখি কোথা ॥ জাহ্নবী-সলিলে পূত অখিল ভুবন। ত্রিলোকে বিরাজে দেবী কর দরশন ॥ কিবা স্বর্গ কিবা শূন্য কিবা ধরাতল। পাতালে বিরাজে দেবী পর্ব্বত-শিখর ॥ জাহ্নবী সমান নাহি গুণে গুণবতী। গঙ্গার সমান নাহি বিশ্বে পুণ্যবতী ॥

যথায় বিরাজে গঙ্গা পবিত্র সে দেশ। সুখদ মোক্ষদ তথা নাহি শোকলেশ ॥ সুখের বসতি তথা নাহি কোন ভয়। এমন পবিত্র স্থান কোথা সখীদ্বয় ॥ স্বর্গলাভ সুখলাভ মোক্ষলাভ আর। সম্পত্তি সুকীর্ত্তি এই পঞ্চধা প্রকার ॥ এই পঞ্চ ফল হয় জাহ্নবী দর্শনে। কহিলাম সার কথা তোমাদের স্থানে ॥ ব্রাহ্মণ আশ্রয় বিনা সৃষ্টি নাহি হয়। সেরূপ জাহ্নবীযোগে তীর্থ সমুদয় ॥ যত তীর্থ ধরাধামে আছে বিরাজিত। জাহ্নবী-উদরে তাহা বিরাজে নিশ্চিত ॥ ভ্রূণহত্যা গুরুহত্যা করি যেইজন। জাহ্নবী সলিলে ধরে দেহ-বিসর্জ্জন ॥ গঙ্গাদেবী মাতৃসম তারে দেন স্থান। যমদণ্ডে পাপীগণে করে পরিত্রাণ ॥ কিবা দান কিবা যজ্ঞ তপস্যাচরণ। কিবা স্নান কিবা অন্য ধরম করম ॥ এই সব অনুষ্ঠানে যেই পুণ্য হয়। জাহ্নবী আশ্রয়ে বাসে সেই সমুদয় ॥ এই সুরনদী গঙ্গা ত্রিপথগামিনী। ইহাঁরে স্মরিলে নাহি বিপদ যে গণি ॥ গঙ্গা প্রতি ভক্তি নাহি করে যেই জন। তাহার উদ্ধার নাহি হয় কদাচন ॥ সর্ব্বধর্ম্মহীন সেই পাতকীপ্রবর। সে জন অন্তিমে পায় দুর্গতি বিস্তর ॥ কিবা আমি কিবা শিব কিবা নারায়ণ। গঙ্গার নিগূঢ় তত্ত্ব না জানি কখন ॥ অধিক কি বলি আর ওগো সখীদ্বয়। সর্ব্বতীর্থফল এই পাইলে নিশ্চয় ॥ সর্ব্বতীর্থ-স্নানফল হইল দোঁহার। সর্ব্বতীর্থ দরশন গঙ্গাতেই সার ॥ শিবার বচন শুনি কহে সখীগণ। কিরূপে প্রতীতি করি তোমার বচন ॥ প্রত্যক্ষে না হেরে যাহা তাহে সুধীগণ। অপ্রত্যক্ষে বিশ্বাস নাহি করে কদাচন ॥ বিজয়া-জয়ার বাক্য শুনিয়া রুদ্রাণী। কহিলেন ধীরে ধীরে সুমধুর বাণী ॥ শুন শুন সখীদ্বয় আমার বচন। আমার সাক্ষাতে কর গঙ্গার স্তবন ॥ স্তবে তুষ্ট কর তাঁরে ভকতির ভরে। সর্ব্বতীর্থ-ভব গঙ্গা দেখিবে অচিরে ॥ যাহা মুখে আসে তাহা করি উচ্চারণ। ভক্তিভরে জাহ্নবীরে করহ স্তবন ॥ যাহা বলি আরাধনা করিবে দোঁহায়। গঙ্গাস্তব বলি তাহা রটিবে ধরায় ॥ শিবার এতেক বাক্য শ্রবণ করিয়া। জয়া সহ গঙ্গাস্তব করিল বিজয়া ॥ ভক্তিভরে স্তব করে দুই সহচরী। নিকটে দাঁড়ায়ে দেখে কৈলাস ঈশ্বরী ॥

নমস্তে জননী গঙ্গে ত্রিলোকপাবনী। বিষ্ণুপাদসমুদ্ভবা দুঃখবিনাশিনী ॥ পরম পবিত্র সেই বিষ্ণুর চরণ। লভিয়াছ তুমি মাত অখিল কারণ ॥ জীবের হিতার্থ তুমি ত্রিলোক মাঝারে। ত্রিপথগামিনী হলে সদয় অন্তরে ॥ নাহি জানি স্তব-স্তুতি করি নমস্কার। নাহি জানি জননী গো স্বরূপ তোমার ॥ অজ্ঞান আঁধার নাশি দোঁহার অন্তরে। তোমার স্বরূপজ্ঞান দেহ কৃপা করে ॥ কিবা ব্রহ্মা কিবা বিষ্ণু কিবা পঞ্চানন। কিবা সিদ্ধ কিবা যোগী অমর সগণ ॥ তব তত্ত্ব নাহি বুঝে মোরা মূঢ়মতি। কিরূপে করিব স্তব ওগো ভগবতী ॥ তব আগমনে ধন্য অবনী হইল। পুণ্যবতী ধরাদেবী ভুবনে রটিল ॥ তব তত্ত্ব কে বুঝিবে মূঢ়বুদ্ধি নর। অজ্ঞান আঁধারে সবে আছে নিরন্তর ॥ কিবা

নর কিবা নারী কিবা জন্তুগণ। তব সুধাজল পান করে অনুক্ষণ॥ সতত তোমার পদে করে নমস্কার। ওপদে ভকতি মাগো জানিবে দোঁহার॥ তব তটে নিবসতি করে যেই জন। তোমার পবিত্রনীরে দেহ বিসর্জ্জন॥ অথবা তোমার তীরে আনন্দ অন্তরে। তোমার পবিত্র নাম সদা গান করে॥ ভববন্ধ ঘুচে তার নাহিক সংশয়। অন্তিমে তাহারে তুমি দেও পদাশ্রয়॥ তোমা বিনা পাতকীর নাহিক উপায়। তব নামে যমদূত দূরেতে পলায়॥ সকল দেবের দেব সেই পঞ্চানন। নিজ শিরোপরি তোমা করিয়া ধারণ॥ আপনারে ধন্য-বান করেছেন জ্ঞান। কে আছে জননী বল তোমার সমান॥ সর্ব্বত্র কাহারো গতি না করি দর্শন। কিন্তু তব গতিবাধা না দেখি কখন॥ অখণ্ড গমন তব ব্রহ্মাণ্ড মাঝারে। কার শক্তি আছে তব গমন নিবারে॥ শশি সম শুভ্রবর্ণা তুমি গো জননী। চতুর্ভুজ শ্বেতবর্ণ মকরবাহিনী॥ পদ্মাবরাভয়ামৃত চারি ভুজে শোভে। ত্রিনয়না মনোরমা কিবা মনলোভে॥ দেবগণে অহর্নিশি করিছে বন্দন। তব অঙ্গে শোভে মাত বিবিধ ভূষণ॥ তুমি শান্তা তুমি শিবা করি নমস্কার। তুমি গঙ্গে তব পদে প্রণাম দোঁহার॥ কোটি চন্দ্র সম কান্তি মকরবাসিনী। তব পদে পুনঃপুনঃ নমামি নমামি॥ অভয় কমল বর শোভি-তেছে ভুজে। অমৃত-পূরিত ঘট আহা কি বিরাজে॥ ভূষণে ভূষিতা দেবী ত্রিনেত্রধারিণী। শ্বেতাননা গৌরবস্ত্রা নূপুর-শোভিনী॥ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবা-রাধ্যা করি নমস্কার। কলুষ-নাশিনী দেবী পাতকী-নিস্তার॥ লোকের জননী মাত তোমারে প্রণাম। সর্ব্বতীর্থভবে দেবী দেহ জ্ঞানদান॥

এইরূপে স্তব করে সখী দুই জন। অকস্মাৎ সমুজ্জ্বল নিখিল ভুবন॥ সচকিতে চারিদিকে চাহে সখীদ্বয়। দেখে গঙ্গা দয়াময়ী হয়েছে উদয়॥ সম্মুখে আগত দেবী মকরবাসিনী। জয়া-বিজয়ার মুখে নাহি সরে বাণী॥ মৌনভাবে দাঁড়াইল নিস্পন্দ হইয়া। সঘনে রোমাঞ্চ উঠে কাঁপিতেছে হিয়া॥ দেখিতে দেখিতে আসে যত দেবগণ। কত সিদ্ধ কত ঋষি কে করে গণন॥ গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ রক্ষ আদি করি। অপ্সরা আসিল কত কহিবারে নারি॥ মহর্ষি বাল্মীকি তথা করে আগমন। আমিও ছিলাম তথা ওহে তপোধন॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আদি দেবতা নিকর। সাজায় কুসুম দিয়া গঙ্গা-কলেবর॥ সুগন্ধি চন্দন দেয় নানা অলঙ্কার। জাহ্নবী-অঙ্গের শোভা অতি চমৎকার॥ দেবী-অঙ্গ হতে আসি তীর্থ বাহিরায়। নানাবর্ণ সেই তীর্থ ব্যাপিল ধরায়॥ পূর্ণমূর্ত্তি ধরি আর ধরি বিভূষণ। গঙ্গার শরীর হতে হয় নিঃসরণ॥ সবার সাক্ষাতে তীর্থরাজি প্রকাশিয়া। গঙ্গারে করিল স্তব হরিষ হইয়া॥ বিমলবদনা দেবী ত্রিলোকপাবনী। জ্যোতিরূপা তুমি মাত অমৃত-ধারিণী॥ কোটিচন্দ্র সম কান্তি তুমি দ্রবময়ী। সুরধুনী গঙ্গে দেবী সদানন্দময়ী॥ প্রসীদ প্রসীদ দেবী করি নমস্কার। পাপীগণে কৃপা করি করিলে উদ্ধার॥ শ্বেতরূপা তুমি দেবী

ত্রিনেত্রভূষণা। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব করে তোমার সাধনা ॥ বেগেতে ব্রহ্মাণ্ড তুমি পার নাশিবারে। রতন-কিরীট শোভে তব শিরোপরে ॥ কামরূপা তুমি দেবী কামপ্রদায়িনী। শ্যামল কুন্তল-ধরা তীর্থপ্রসবিনী ॥ তুমি দেবী শিবারাধ্যা শঙ্করের প্রিয়ে। বসতি তোমার দেবী শিবশিরালয়ে ॥ অচ্যুত চরণ হতে তোমার উদ্ভব। তোমা হতে পুণ্যময় হইতেছে ভব ॥ ব্রহ্মানন্দময়ী তুমি ব্রহ্ম-স্বরূপিণী। ব্রহ্মনদী সুরধুনী ব্রহ্মত্বদায়িনী ॥ ভেদশূন্যা তুমি দেবী তুমি ভেদকরী। দোষহীনা নিন্দাহীনা তুমি দিগম্বরী ॥ কমলা বিমলা তুমি প্রপঞ্চ-রহিতা। তত্ত্ব-ব্রহ্ম পরাত্মিকা সকলের মাতা ॥ সঙ্গহীনা ভোগহীনা করুণা আধার। দীনহীনে কর তুমি সঙ্কটে নিস্তার ॥ দিগম্বরপ্রিয়া তুমি বীররূপধরা। আকাশবাসিনী দেবী সার হতে সারা ॥ স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে তব অবস্থান। দুর্গতি-হারিণী কর দুঃখে পরিত্রাণ ॥ হংস বক কারণ্ডব আদি জলচর। আনন্দে বিহরে তব সলিল উপর ॥ তব তটে বসি দেবগণ হৃষ্টমনে। পরমাত্ম-ধনে চিন্তে মুদিত-নয়নে ॥ তোমার পবিত্র নাম করিলে স্মরণ। ব্রহ্মহত্যা আদি পাপ হয় বিনাশন ॥ সুখদা মোক্ষদা তুমি বিশ্বের জননী। প্রণবস্বরূপ তুমি হ্রীঙ্কার-রূপিণী ॥ তীর্থপ্রসবিনী মাত করি নমস্কার। ভগবতী তুমি দেবী করুণা আধার ॥ ক্লেঙ্কারাদি বীজরূপী তুমি চন্দ্রমুখী। তোমারে চিন্তিয়া যোগী নিজহৃদে সুখী ॥ গৃহীর গৃহিণী তুমি রাজার কমলা। তব পদে মতি যেন রহে মা অচলা ॥ সন্যাসীর মতি তুমি যোগীর যোগিনী। তুমি শ্রুতি তুমি স্মৃতি কবিত্বদায়িনী ॥ কালরূপা কপালিনী তরুণী কুমারী। অগতির গতি তুমি শঙ্কর-সুন্দরী ॥ মন্দাকিনী রূপে তুমি আছ সুরপুরে। ভোগবতী রূপে রহ পাতাল নগরে ॥ জাহ্নবী রূপেতে মর্ত্ত্যে করিছ বিহার। সীতারূপে পূর্ব্বদিকে আছ অনিবার ॥ ভদ্রারূপে উত্তরেতে আছ দিবানিশি। তোমার মহিমা বল কে জানে মহেশি ॥ দক্ষিণে অলকনন্দা রূপে শোভমান। ধরায় কে আছে বল তোমার সমান ॥ তুমি ব্রাহ্মী তুমি শৈবী বৈষ্ণবী যুবতী। কুমারী বিকটা তুমি তুমি সরস্বতী ॥ শ্মশানবাসিনী দেবী কপালমালিনী। পদ্মমুখী ভাগীরথী শ্মশান-বাসিনী ॥ আমরা যতেক তীর্থ এ বিশ্ব মাঝারে। তোমা হতে জন্মিয়াছি নমামি তোমারে ॥ তোমা প্রতি যেই জন অতি ভক্তিমান। তাহারে করিব মোরা সঙ্কটেতে ত্রাণ ॥ তোমার প্রতি ভক্তিশূন্য হয়ে যেই নর। ভ্রমিবে সকল তীর্থ দেশ-দেশান্তর ॥ তাহারে না দিব স্থান আমরা সকলে। কহিনু জননী তব চরণ-কমলে ॥ দেবের জননী তুমি তীর্থের জননী। লোকের জননী মাগো ধর্ম্মের সাক্ষিণী ॥ তোমা হতে আমা সবা জনম ধারণ। তব পদে শত শত করিগো বন্দন ॥ তব দরশনে ব্রহ্মপদ লাভ হয়। তব পদে নতি করি তীর্থ সমুদয় ॥ এইরূপে স্তব করি যত তীর্থগণ। অবিলম্বে অন্তর্দ্ধান হইল তখন ॥ রুদ্রাণী সহিত গঙ্গা একরূপা হৈল। বিজয়া জয়ার সহ ভাবিয়া ব্যাকুল ॥

চমকিতে চারিদিকে ঘন ঘন চায়। কেবল পার্ব্বতী তথা দেখিবারে পায়॥ দেবগণ ঋষিগণ নাহি কেহ আর। সম্মুখে দাঁড়ায়ে শিবা সখী দোঁহাকার॥ বিস্ময় মানিয়া জয়া আর সে বিজয়া। সতী সহ যায় দোঁহে কৈলাসে ফিরিয়া॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

গৃহীগণের কর্ত্তব্য, সৌভাগ্যের কারণ, তীর্থপ্রাদুর্ভাব ও তীর্থমাহাত্ম্য প্রভৃতি বর্ণন।

সাধুসঙ্গে মতির্যস্য সদা সত্যপরায়ণঃ।
তদ্‌গৃহে নিবসেল্লক্ষ্মী স রমানন্দপূরকঃ॥
প্রোক্তং যঃ প্রথমং তীর্থং গঙ্গাখ্যং পাবনং পরং।
অস্যামন্যানি তীর্থানি কথয়ামি যথাযথং॥
তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
যস্মাদ গঙ্গা প্রভবতি তীর্থন্তৎ প্রথমং মতং॥

জাবালি জিজ্ঞাসে ব্যাসে ওহে তপোধন। শুনিয়া অদ্ভুত কথা কুতূহলী মন॥ শুনিতে বাসনা কিন্তু পরিতৃপ্ত নয়। যত শুনি তত হৃদে অভিলাষ হয়॥ কিরূপ করিলে গৃহী ধর্ম্মলাভ করে। লক্ষ্মী বৃদ্ধি হয় কিসে বলহ আমারে॥ কিরূপে সৌভাগ্য লাভ করে জনগণ। কত তীর্থ কোথা আছে করহ ব[illegible] এতেক বচন শুনি ব্যাস মহামতি। বলিলেন শুন শুন কর অবগতি॥ গঙ্গা-দরশন পরে জয়া ও বিজয়া। হৈমবতী প্রতি কহে ওগো ভবজায়া॥ তব কৃপাবলে গঙ্গা করি দরশন। সর্ব্বতীর্থফল লাভ করিনু এখন॥ তীর্থকৃত পুণ্যস্তব করিনু শ্রবণ। শুনিলে দুর্গতি যাহে হয় বিমোচন॥ অশ্বমেধযজ্ঞ-ফল যাহে লাভ হয়। গয়াশ্রাদ্ধ-শত ফল লভয়ে নিশ্চয়॥ তব কৃপাবশে দেবি সকলি লভিনু। সর্ব্বতীর্থস্নান-ফল আমরা পাইনু॥ যে বাক্যে আমরা স্তব করেছি গঙ্গায়। স্তব বলি খ্যাত হল তোমার কৃপায়॥ এখন জিজ্ঞাসি তোমা ওহে ভবজায়া। ঘুচাহ মনের সন্দ সব বিবরিয়া॥ কি কাজে সংসারে নর খ্যাতি লাভ করে। ধর্ম্মকর্ম্মে জন্মে মতি কিসে মান বাড়ে॥ পরলোকে স্বর্গসুখ কিসে লাভ হয়। প্রকাশিয়া বল দেবী হইয়া সদয়॥ লক্ষ্মীকৃপা নাহি যার সে জন দুর্ব্বল। সংসার-মাঝারে রহে হইয়া অচল॥ মনে নাহি সুখ তার সদা ক্ষুণ্ণ মন। ম্লানমুখে দিবানিশি রহে অনুক্ষণ॥ অর্থ বিনা পদে পদে বিপদ ঘটন। তাহার হৃদয়ে সুখ না থাকে কখন॥ কিবা উচ্চ কিবা নীচ যেই কেন হয়। ভাগ্য বিনা কেহ নাহি আদর করয়॥ অর্থ বিনা গণ্য মান্য কেহ নাহি

করে। লক্ষ্মীহীনে বাঁচি বল কি ফল সংসারে॥ কিরূপে সে লক্ষ্মীকৃপা সদা লাভ হয়। আমা দোঁহা পাশে বল হইয়া সদয়॥ সংক্ষেপে তীর্থের কথা করিনু শ্রবণ। বিস্তারি শুনিতে বাঞ্ছা করিতেছে মন॥ কোন্ তীর্থ কোথা আছে কহ কৃপা করি। কোন্ তীর্থে কিবা ফল কহ গো ঈশ্বরী॥ এতেক শুনিয়া বাণী রুদ্রের ঘরণী। কহিলেন ধীরে ধীরে সুমধুর বাণী॥ শুন শুন মন দিয়া প্রাণ-সহচরী। একে একে বিবরিব সকল বিস্তারি॥ বিধির সৃজিত জীব যাবত সংসারে। তাঁহার ইচ্ছায় সদা বিচরণ করে॥ যাবত জীবের মধ্যে মানব প্রধান। চিন্তা বুদ্ধি জ্ঞানে নাহি তাহার সমান॥ কর্ম্মগুণে নরজন্ম ধরে জীবগণ। ক্ষত্র বৈশ্য কেহ শূদ্র কেহ বা ব্রাহ্মণ॥ চারি বর্ণ নর-মধ্যে ব্রাহ্মণ প্রধান। সে হেতু সংসারে বিপ্র পায় বহুমান॥ তপ জপ ক্রিয়া কাণ্ড ব্রাহ্মণে করিবে। শাস্ত্রমতে বেদবিধি যথা আচরিবে॥ তিন সন্ধ্যা সন্ধ্যাবিধি করিবে ব্রাহ্মণ। ধর্ম্মশাস্ত্র ভক্তিভরে করিবে পঠন॥ করিবেন বেদপাঠ পড়িবে পুরাণ। করিবেক যথাবিধি ধর্ম্ম অনুষ্ঠান॥ লোভ ছাড়ি করিবেক ধর্ম্মের রক্ষণ। সুকীর্ত্তি লভিতে বিপ্র করিবে যতন॥ অপবাদে ভয় যার সদত অন্তর। লোভ নাহি করে যেই পরদ্রব্যোপর॥ পরসুখে হিংসা নাহি করে যেই জন। ভক্তিভরে ধর্ম্মকথা করয়ে শ্রবণ॥ ধর্ম্ম বিনা অন্যে কভু মন নাহি দেয়। গুরুদত্ত মন্ত্রধন ভক্তি করি নেয়॥ সদা বিষ্ণুপদে রাখে অচলা ভকতি। তাহারে ব্রাহ্মণ বলি কর অবগতি॥ তাঁহার তেজেতে কাঁপে কিবা দেব নর। সত্য ত্রিভুবনে শোভে তাঁহার অন্তর॥ অগ্নির দাহিকাশক্তি তাঁহারে হেরিয়ে। ভীত হয়ে দূরে যায় সঘনে পলায়ে॥ ব্রহ্মতেজ তাঁর কাছে নিস্তেজ সমান। তাঁহাকে প্রকৃত বলি ধর্ম্ম নিষ্ঠাবান॥ বেদসম তাঁর বাক্য জানিবে নিশ্চয়। সর্ব্বভূতে তাঁর জ্ঞান সমভাবে রয়॥ এরূপ বিপ্রের মান্য জগতে বিদিত। তাঁর সম প্রভাবান নাহিক নিশ্চিত॥ যথার্থ ক্ষত্রিয় যেই ধরণী ভিতর। শাস্ত্রমত গুণবান হবে সেই নর॥ দাতা নাহি রবে কেহ তাহার সমান। ধর্ম্মগুণে বিভূষিত সেই মতিমান॥ সমরে সুদক্ষ হবে সেই মহাজন। না করিবে দুর্ব্বলেরে অস্ত্র নিক্ষেপণ॥ প্রাণান্তে কখন নাহি রণে ভঙ্গ দিবে। সমরে মরিলে তবু দিব্য গতি পাবে॥ ভয়ার্ত্তে আশ্রিতে নাহি মারিবে কখন। ক্ষত্রিয় নামের যোগ্য হয় সেই জন। ইহকালে সুখে থাকি সেই মহামতি। পরকালে দিব্যধামে হয় তার গতি॥ বৈশ্যের লক্ষণ এবে করহ শ্রবণ। সরল-স্বভাব শান্ত হবে স্থিরমন॥ অতিথি অর্চ্চনা বৈশ্য সদত করিবে। একান্ত অন্তরে মিথ্যা বচন ত্যজিবে॥ করিবে ভকতিভরে ঈশ্বর চিন্তন। গোসেবা করিবে হয়ে ঐকান্তিক মন॥ সর্ব্বজীবে আত্মভাব সদত দেখিবে॥ দ্বেষ হিংসা ঘৃণা হৃদে কভু না রাখিবে॥ অতিথি-আলয় আর দেবতা-মন্দির। সাধ্যমতে করিবেক বৈশ্য মহাধীর॥ তীর্থস্থানে সাধ্যমতে দিবে অর্থদান। যথার্থ বৈশ্যের

চিহ্ন এই ত ধীমান ॥ সেই বৈশ্য ধরাধামে বহুকীর্ত্তি পায়। পরকালে দিব্যরথে সুরপুরে যায় ॥ শূদ্রের উচিত কাজ পূজিবে ব্রাহ্মণে। রাখিবেক সদা মতি বিপ্রের চরণে ॥ ভৃত্যসম আজ্ঞাধীন রবে চিরদিন। পালিবে বিপ্রের আজ্ঞা শূদ্র অনুদিন ॥ শূদ্রের দেবতা বিপ্র শাস্ত্রের বচন। বিপ্র তুষ্টে চরিতার্থ শূদ্রের জীবন ॥ বিপ্র তুষ্টে ধর্ম্মলাভ করে শূদ্রগণ। সঙ্কটে তারণকর্ত্তা বিপ্র মহাজন ॥ শূদ্র হয়ে বেদমন্ত্র কভু না পড়িবে। কভু নাহি ভ্রমবশে তপ আচরিবে ॥ এই সবে অধিকারী নহে শূদ্রগণ। বিপ্র সহবাসে হয় জ্ঞান উপার্জ্জন ॥ বিপ্রের কৃপায় সেই দিব্যগতি পায়। অন্তিমে সে জ্ঞানবলে সুরপুরে যায় ॥ দেবতা ব্রাহ্মণে ভক্তি যেই নারী করে। ব্রত উপবাসে সদা কাল হরে ॥ সেই নারী ইহ-লোকে সুখলাভ করি। চরমে বিমানে চড়ি যায় সুরপুরী ॥ বিধবা হইয়া যেই সুখ আশা করে। হিংসা দ্বেষ সদা রহে যাহার অন্তরে ॥ রাক্ষসী সমান হাত নাড়ি কথা কয়। ধরণী সরার মত যার জ্ঞান হয় ॥ পদভরে শব্দ হয় ধরণী উপরে। অন্তর সতত পূর্ণ গর্ব্ব-অহঙ্কারে ॥ কপটে মুখেতে করে অমৃত বর্ষণ। তাদৃশী রমণী থাকে যাহার ভবন ॥ সপ্ত ঊর্দ্ধ সপ্ত পর পুরুষ তাহার। বিষম যাতনা পায় নরক মাঝার ॥ তাহার পাপেতে পতি পুণ্যবান হয়ে। দারুণ যাতনা পায় পড়িয়া নিরয়ে ॥ পত্নী-দোষে নরকেতে হয় নিমগন। আপনার পুণ্যরাশি করে বিসর্জ্জন ॥ সেই নারী পতিব্রতা পতি-পরায়ণা। সদা ভক্তি করি করে পতির অর্চ্চনা ॥ পতি গুরু পতি ধ্যান পতিমাত্র সার। স্বামীর চরণে মতি রাখে অনিবার ॥ পতিরে যদ্যপি হেরে মলিন বদন। অন্তর বিদীর্ণ হয় পুড়ে যায় মন ॥ পতির সহাস্য মুখ নয়নে হেরিলে। অন্তর ভাসয়ে যার আনন্দসলিলে ॥ পতি যদি করে কভু বিদেশে গমন। অহর্নিশি যেই নারী বিষণ্ন বদন ॥ কভু নাহি মন্দবাক্য যাহার বদনে। অসন্তোষ মন্দভাব নাহি যার মনে ॥ একমাত্র পতি যার অঙ্গের ভূষণ। পতি বিনা নাহি চাহে অন্য কিছু ধন ॥ কিসে পাবে ভাবে সদা পতির আদর। শ্বশুর শাশুড়ীপরে ভকতি অন্তর ॥ পুত্র সম দেব-রেরে করয়ে পালন। যার ব্যবহারে সদা খুসী সর্ব্বজন ॥ বিধবা হইয়া যেই নিরামিষ খায়। যামিনী যাপন করে কুশের শয্যায় ॥ আহারে বিহারে কভু না রহে বাসনা। একান্ত অন্তরে করে পতির ভাবনা ॥ কবরী বন্ধন নাহি করে কোন কালে। সতত হৃদয় ভাসে বিষাদ-সলিলে ॥ সকল বিলাস ভোগে করি বিসর্জ্জন। নির্জ্জনে সতত করে সময় যাপন ॥ যে শয্যা উপরে পতি করিত শয়ন। প্রদক্ষিণ করে যেই অকপট মন ॥ অহর্নিশি ঈশ্বরের নাম জপ করে। আজীবন বাস করে পিতার আগারে ॥ কভু নাহি যায় যেই অপর আলয়। উৎসবে কদাচ নাহি আনন্দ উদয় ॥ বিশুদ্ধ বসন সদা করে পরিধান। সদা কাল করে যেই ধর্ম্ম অনুষ্ঠান ॥ তাদৃশ বিধবা নারী অতি পুণ্যবতী। তার যশে প্রপূরিত সসাগরা ক্ষিতি ॥ পরকালে স্বর্গবাস তাহার নিশ্চয়। পিতৃ-মাতৃকুল

তার পায় অভ্যুদয় ॥ যেই বংশে সেই নারী ধরেছে জনম। সে বংশ পরম পুণ্য করে উপার্জ্জন। রমণী সংসারে সার শাস্ত্রের বিচার। কল্যাণকারিণী নারী জগতে প্রচার ॥ গৃহিণী বিহনে কভু গৃহী নাহি হয়। আদরের বস্তু নারী শাস্ত্রে হেন কয় ॥ চিরকাল পরাধীনা রমণীর জাতি। একেরে আশ্রয় করি করে অবস্থিতি ॥ বাল্যকালে থাকে নারী পিতার আশ্রয়ে। ক্রীড়ার কৌতুকে হরে আনন্দ হৃদয়ে ॥ যথাকালে পতিকরে করিয়া অর্পণ। শান্তিলাভ করে পিতা শাস্ত্রের বচন ॥ বিবাহ অবধি পতি সকলের সার। পতি গতি পতি মুক্তি শাস্ত্রের বিচার ॥ তরুর আশ্রয়ে থাকে লতিকা যেমন। পতি তরু ধরি রহে রমণী তেমন ॥ বৃদ্ধকালে পুত্রবশ নারীজাতি হয়। রমণীর স্বাধীনতা কভু নাহি রয় ॥ পরের গৃহেতে নারী কভু না রাখিবে। রাখিলে আপন দোষে অনর্থ বাধিবে ॥ যতনের ধন সদা যতন করিয়া। ছায়া সম নিজপাশে বিবেক রাখিয়া ॥ পিঞ্জরের পক্ষী যদি দ্বার খোলা পায়। অমনি কোথায় উড়ি তখনি পলায় ॥ নারী জাতি সেইরূপ করিয়া বিচার। যতনে রাখিবে সদা আপন আগার ॥ লজ্জারূপ আবরণে ঢাকা নারীজাতি। আবরণ বিনা কভু না করিবে স্থিতি ॥ একমাত্র পতিভক্তি রমণীর সার। তার কাছে নহে কিছু তীর্থ ব্রত বার ॥ পতি যদি তুষ্ট রহে পত্নীর উপর। পদে পদে সুমঙ্গল তার সহচর ॥ সংসার-সাগরে নারী সুখের তরণী। ছায়ারূপে সমাগত মানব অবনী ॥ দয়া শান্তি ক্ষমা আদি যত গুণ আছে। সকলি বিরাজে নারী-হৃদয়ের মাঝে ॥ এত গুণ ধরে তবু রমণীর পাশে। সর্ব্বনাশ ঘটে গুপ্ত কথার প্রকাশে ॥ গুপ্তকথা নারীপাশে করিবে গোপন। নারীর বুদ্ধির বশ না হবে কখন ॥ নারী পরে যদি করে অধিক বিশ্বাস। পরিণামে সেই জনে ঘটে সর্ব্বনাশ ॥ যেই নারী দ্রুতপদে করয়ে গমন। পদভরে বসুমতী কাঁপে ঘনে ঘন ॥ উচ্চভাষে কহে কথা করিয়া চীৎকার। হাসিয়া ঢলিয়া পড়া স্বভাব যাহার ॥ উৎসবের নাম শুনি অমনি দৌড়ায়। তামাসা দেখিতে যথা ইচ্ছা তথা যায় ॥ অন্যেরে বিষণ্ণ দেখি আনন্দিত মন। শুনিতে পরের গুহ্য আকুল শ্রবণ ॥ পতিরে ছাড়িয়া থাকি অন্যের আগার। পরিচর্য্যা করি তথা আনন্দ অপার ॥ ঈদৃশ রমণীজনে যে করে আদর। মনস্তাপে দগ্ধ হয় তাহার অন্তর ॥ তাহার সংসারে সুখ কভু নাহি রয়। পদে পদে বিঘ্ন তার অবশ্যই হয় ॥ নীচের সহিত বাস কভু না করিবে। সংসর্গ-দোষেতে নারী মলিন হইবে ॥ যেই নারী উচ্চবংশে ধরেছে জনম। যাহার পবিত্র গুণ বিদিত ভুবন ॥ সে যদি কদাপি করে নীচ-সহবাস। বুদ্ধি নষ্ট ধর্ম্ম নষ্ট ঘটে সর্ব্বনাশ ॥ বেশ্যারে কদাপি নাহি বিশ্বাস করিবে। বিশ্বাস করিলে পরে প্রমাদ ঘটিবে ॥ ধর্ম্মের বিদ্বেষী যেই নাস্তিক যে-জন। মুক্তিপথ যেই নাহি করয়ে চিন্তন ॥ বেদাচারে নিন্দা করে যেই মূঢ়-মতি। সর্ব্বধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত যাহাদের মতি ॥ তাহাদের সঙ্গে বাস কভু না

করিবে। আলাপেতে ধর্ম্মনষ্ট নিশ্চয় হইবে॥ চণ্ডাল হইয়া হয় ধর্ম্মপরায়ণ। ঈশ্বর-চরণে সদা রাখে যদি মন॥ দ্বেষ হিংসা কভু যদি না থাকে অন্তরে। পূজ্য বলি সেই জন খ্যাত চরাচরে॥ শুদ্ধভাবে জগদীশে যে করে চিন্তন। ধর্ম্ম প্রতি ভক্তি রাখে যেই অনুক্ষণ॥ সমভাবে সর্ব্বজীবে সদা রাখে দয়া। অহঙ্কারে মত্ত নাহি হয় যার হিয়া॥ হিংসা দ্বেষ কভু নাহি যাহার অন্তরে। সদা সত্য ধনে যেই রাখে সমাদরে॥ সাধু-সঙ্গ লভিবারে যাহার যতন। লক্ষ্মীর কৃপার পাত্র হয় সেই জন॥ রমার করুণা হয় যাহার উপরে। সদা-কাল নারায়ণ রহে তার ঘরে॥ পিতৃ-মাতৃপদে ভক্তি করে যেই জন। আত্মীয় স্বজনে করে মিষ্ট সম্ভাষণ॥ ভ্রাতার মন্ত্রণা লয়ে করে সব কাজ। সৌভাগ্য অতুল তার হয় ধরামাঝ॥ কমলা তাহারে দয়া করে নিরন্তর। সে সব সুজন বলি খ্যাত চরাচর॥ যে গৃহে রমণীগণ পতি-অনুগামী। পতি প্রতি নাহি কহে কভু কটু বাণী॥ পতি প্রতি কোপদৃষ্টি কভু নাহি করে। কমলা অচলা সদা রহে সেই ঘরে॥ যেই গৃহে নারীজাতি নিজ কলেবর। সঁপেছে পতির পদযুগল উপর॥ পতির অবাধ্য কভু কোনকালে নয়। কমলা অচলা তথা অবশ্যই হয়॥ গোলোক সমান হয় সে গৃহীর ঘর। শোক তাপ কভু তথা না হয় গোচর॥ মিথ্যা বাক্য যেই জন কভু নাহি বলে। সাক্ষ্য নাহি দেয় যেই বিচারের কালে॥ রমার কৃপার পাত্র সেই জন হয়। শাস্ত্রের বচন ইহা কভু মিথ্যা নয়॥ পিতৃশ্রাদ্ধ দৈবকর্ম্ম করে যেই জন। ধর্ম্মকর্ম্মে মতি সদা রাখে অনুক্ষণ॥ সাধু সহবাস হেতু অন্বেষণ করে। সৌভাগ্য অতুল হয় তাহার আগারে॥ দান করি অহঙ্কার না করে যে জন। অর্থীগণে বাক্যসুধা করে বরিষণ॥ তাহার আগারে লক্ষ্মী সদা বাস করে। সুযশ তাহার ঘোষে অবনী-মাঝারে॥ সমরে বীরত্ব করি যেই নরবর। মদগর্ব্বে কভু নহে উন্মত্ত অন্তর॥ পরমুখে আত্মগুণ শুনিবার তরে। উৎকণ্ঠা নাহিক হয় যাহার অন্তরে॥ রূপ-বতী পরনারী করিয়া দর্শন। কামেতে আকুল নাহি হয় যেই জন। জননী সমান জ্ঞান পরনারী করে। ভক্তি শ্রদ্ধা আছে সদা যাহার অন্তরে॥ যেই জন বাপী কূপ করিয়া খনন। তৃষ্ণাতুরে জলরাশি করে বিতরণ॥ বিপ্রকরে সমাদরে ভূমি দান করে। স্নান করি ভ্রমে যেই তীর্থ-তীর্থান্তরে॥ নাশিতে দীনের দুঃখ যাহার মনন। যার মন নহে কভু পাপেতে মগন॥ সেই জনে রমাদেবী করে কৃপা দান। ধরায় নাহিক তার সম পুণ্যবান॥ পতির কুকাজ হেরি আপন নয়নে। যে রমণী সন্তাপিত হয় মনে মনে॥ পতি প্রতি ভক্তি নাহি যেই নারী করে। সেই নারী বাস করে যাহার আগারে॥ কমলা তাহারে ছাড়ি যথা ইচ্ছা যায়। সেই গৃহী পদে পদে বহুবিঘ্ন পায়॥ আপন ভার্য্যারে ত্যজি সেই অভাজন। পরনারী প্রেমবশে থাকে অনুক্ষণ॥ কুলটা লইয়া করে দিবস যাপন। পরনারী প্রেমসুধা পীয়ে অনুক্ষণ॥ তাহার সৌভাগ্য নাহি

কোন দিন হয়। পদে পদে তার ভাগ্যে দুরদৃষ্টোদয়॥ ধর্ম্মার্থে প্রদত্ত ধন যে করে হরণ। পরসুখে ক্লিষ্ট হয় যেই অভাজন॥ ভোজন সময়ে বিপ্রে উঠাইয়া দেয়। পথিকের ধন হরি যেই জন লয়॥ কুকথায় নিরন্তর রত যেই জন। পর-স্ত্রী মোহবশে করয়ে হরণ॥ যে জন গচ্ছিত ধন অপহরি লয়। কমলা তাহারে ছাড়ে জানিবে নিশ্চয়॥ যেই দুষ্ট কাড়ি লয় পরের গরাস। যে জন অপরে করে সমূলে নিরাশ॥ পরদ্রব্য আত্মসাৎ করে যেই জন। প্রাপ্য অর্থ দিতে লোকে করয়ে পীড়ন॥ একজনে দান দিতে দেখি দ্বেষে মরে। দাতা-জনে দান দিতে নিবারণ করে॥ কমলা সরোষে চান তাহার উপর। দেহকষ্ট মনঃকষ্ট পায় নিরন্তর॥ কন্যাধনে যেই জন ধনবান হয়। তার ভাগ্যে কভু নাহি হয় সুখোদয়॥ অন্তিমে সে জন যায় নরক মাঝারে। শাস্ত্রের লিখন ইহা খ্যাত চরাচরে॥ কন্যা বিক্রী করি অর্থ লয় যেই জন। পুত্রে পোষ্যপুত্র দেয় যেই অভাজন॥ কমলা তাহারে ছাড়ে জানিবে নিশ্চয়। তাহার সুযশ ভূমে কভু নাহি হয়॥ প্রণাম না করে যেই গুরুজনে হেরি। মিষ্টভাষ নাহি করে আত্মীয় নেহারি॥ সম্পত্তি যদ্যপি তার হয় দরশন। দুর্ভাগ্যের হেতু হয় সেই সব ধন॥ সে ধনে বিপদ তার পদে পদে হয়। অন্তিমে তাহার গতি দুর্জ্জয় নিরয়॥

অতঃপর হৈমবতী সহচরীদ্বয়ে। কহিলেন সম্বোধিয়া আনন্দ-হৃদয়ে॥ এখন তীর্থের কথা করহ শ্রবণ। গঙ্গাতীর্থ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করেছি বর্ণন॥ বুধগণ সেই পদ সদা হেরে ধ্যানে। উদ্ভব জাহ্নবী দেবী সে বিষ্ণু-চরণে॥ এই হেতু গঙ্গাতীর্থ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়। গঙ্গাস্নানে সর্ব্বতীর্থ-ফল যে নিশ্চয়॥ ধ্রুবাদি লোকেতে গঙ্গা-সম্ভেদক-স্থল। নবসংখ্য বলি খ্যাত আছে চরাচর॥ বিরাজে পবন-পথে সেই তীর্থগণ। মহাবেগে গঙ্গা তথা হতেছে বহন॥ সিদ্ধ সাধ্য দেবর্ষিরা আনন্দিত মনে। যাতায়াতে স্নান করে সবে সেই স্থানে॥ সুমেরু-শিখরে তীর্থ অতি মনোহর। ধারাপাত নামে উহা খ্যাত চরাচর॥ তথায় জাহ্নবী ঊর্দ্ধলোক ভেদ করি। কলকল মহানাদে পড়িছে ঈশ্বরী॥ সেই স্থানে চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া। চারিদিকে যান দেবী পবিত্র করিয়া॥ বঙ্ক্ষু-ভদ্র পশ্চিমেতে পূর্ব্বে সীতালক। উত্তরেতে ভদ্রোত্তর দক্ষিণে নন্দক॥ চারি-দিকে চারি নাম করেন ধারণ। চারিভাগে নাম চারি করহ শ্রবণ॥ সুমেরুর নীচে নীচে যথা অষ্ট গিরি। তথায় ষোড়শ তীর্থ শুন সহচরী॥ বিস্তারি তাহার নাম শুন দিয়া মন। শুনিলে সার্থক হয় জীবের জীবন॥ গন্ধমাদনক গিরি পূর্ব্বে শোভা পায়। পরপাত পূর্ব্বপাত বিরাজে তথায়॥ এই তীর্থদ্বয়ে স্নান করে যেই জন। পাতক তাহার দেহে না থাকে কখন॥ পশ্চিম পর্ব্বতে আছে মহা তীর্থদ্বয়। শঙ্করী ও বিলসন্তী নাম-পরিচয়॥ পুণ্যপ্রভা প্রকাশাক্ষী গোমতী গোতমী। মালকর্ণা মালস্রোতা এই ছয় গণি॥ ইহারা উত্তরদিকে

শোভে অনুক্ষণ। মহাতীর্থ এই সব বিদিত ভুবন॥ মালদর্শা মহাবেগা অবন্তী আদি গণি। শিবেশ্বরী শম্ভুমুখী ও ব্রহ্মবেগিনী॥ এই ছয় তীর্থ শোভে দক্ষিণ পর্ব্বতে। পরম পবিত্র স্থান খ্যাত পৃথিবীতে॥ পশ্চিম উত্তর পূর্ব্ব পর্ব্বতের মাঝে। মহাফল তিন তীর্থ তথায় বিরাজে॥ শঙ্খপাত নাম সেই তীর্থের বাখান। কহিলাম শাস্ত্রকথা তোমাদের স্থান॥ হিমালয় মহাগিরি নিতম্বে তাহার। শিবস্রোত নামে তীর্থ পুণ্যের আধার॥ গঙ্গাদ্বার চতুঃসংখ্য অবনীমণ্ডলে। ভদ্রাশ্বে ভারতে আর কুরু কেতুমালে॥ ব্রহ্মদ্বার শিবদ্বার তেজোদ্বার আর। চতুর্থ পরমপুণ্য নাম হরিদ্বার॥ সপ্তস্রোত নামে তীর্থ হরিদ্বার পাশে। সপ্তর্ষি মণ্ডল যথা নিরন্তর বসে॥ স্বর্নদী সপ্তধারূপে তথায় বহিছে। পরম পবিত্র স্থান বিশ্বসৃষ্টি মাঝে॥ কেতুমালে শিবানদী হয়েছে মিলিত। তথায় গোকল তীর্থ ভুবনে বিদিত॥ গোমতী সহিত আর ভানুমতী সনে। মিলিছে জাহ্নবী দেবী কুরু পুণ্যস্থানে॥ সোমতীর্থ হয় তথা যথা পুণ্যোদয়। তথায় করিলে স্নান বহু পুণ্য হয়॥ তথায় মিলিয়া পুনঃ জাহ্নবী সুন্দরী। পুনশ্চ বিভিন্নভাবে বহে সুরেশ্বরী॥ সোমমান তীর্থ সেই কহি তব স্থান। নিরন্তর যায় তথা যারা পুণ্যবান॥ ভদ্রাশ্বে বৈষ্ণবী আর নামেতে মাকরী। নদীদ্বয় সহ মিলে জাহ্নবী সুন্দরী॥ সঙ্গম স্থলেতে তীর্থ নামেতে সাকল। বিচ্ছেদ স্থানেতে তীর্থ নামেতে দেবল॥ সাগরসঙ্গম তীর্থ ভুবনে বিদিত। তথায় গমনে পুণ্য লভয়ে নিশ্চিত॥ যেখানে যেখানে তীর্থ বিরাজে ভারতে। গঙ্গার সংযোগ আছে তাহাতে তাহাতে॥ জহ্নুতীর্থ মহাতীর্থ মহা ফলোদয়। জাহ্নবী বিরাজে তথা সতত নিশ্চয়॥ প্রয়াগ নামেতে তীর্থ ভারত মাঝারে। অক্ষয় নামেতে বট কিবা শোভা ধরে॥ যমুনা ও সরস্বতী এই তীর্থদ্বয়। মিলিয়াছে গঙ্গা সহ জানিবে নিশ্চয়॥ তথায় গমন করি যেই সাধুজন। স্নান দান করে আর মস্তক মুণ্ডন॥ পিতৃকুল পায় তার অচিরে সুকৃতি। সে জন চরমে করে সুরপুরে গতি॥ ম্লেচ্ছও যদ্যপি করে মস্তক মুণ্ডন। তথাপি সুকৃতি লাভ শাস্ত্রের বচন॥ বসন্তক নামে তীর্থ ভুবন ভিতর। বিরাজে বাসন্তীদেবী তথা নিরন্তর॥ বারাণসী মহাতীর্থ অতি পুণ্যস্থান। যাহার সমান তীর্থ নাহি বিদ্যমান॥ শিবের নগরী সেই সাধুর নিবাস। যাহার মহিমা আছে ধরায় প্রকাশ॥ উত্তর-বাহিনী গঙ্গা সতত তথায়। মরণ দুর্লভ তথা বিদিত ধরায়॥ কিবা জলে কিবা স্থলে তথায় মরিলে। ভবধামে জন্ম নাহি হয় কোন কালে॥ স্বর্ধুনী মণিকর্ণিকা বিরাজে তথায়। মুক্তিফল দেন দেবী জীবেরে যথায়॥ কত শত শিবলিঙ্গ বারাণসীপুরে। কাহার শকতি আছে গণিবারে পারে॥ ভিন্ন ভিন্ন নামে সব তীর্থ বলি খ্যাত। মৎস্যপুরাণেতে আছে সকলি বর্ণিত॥ পদ্মাবতী সমাগম হয়েছে যথায়। পরম পবিত্র তীর্থ জানিবে তথায়॥ ত্রিবেণী পরম তীর্থ জানে সর্ব্ব-

জন। তথা স্নানে মহাপুণ্য হয় উপার্জ্জন॥ সহস্র ধারায় গঙ্গা কলকল রবে। বেগবতী মহাবেগে পড়িছে অর্ণবে॥ মহাপুণ্য তীর্থ সেই শাস্ত্রের বচন। মহাফল পায় তথা গেলে সাধুজন॥ তথায় শূন্যেতে থাকি অথবা যে স্থলে। দেহত্যাগ করে কিম্বা থাকিয়া সলিলে॥ মুকতি সে জন লভে জানিবে নিশ্চয়। বাঞ্ছা পূর্ণ হবে তার নাহিক সংশয়॥ ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবালয় দ্বিজ-নিকেতন। তীর্থ বলি গণ্য হয় শাস্ত্রের বচন॥ বিশেষত দেবপীঠ যথা যথা আছে। তাহাও পরম তীর্থ বলি সবা কাছে॥ এত বলি শিবা সতী মধুরবচনে। কহিলেন সখীদ্বয়ে ওগো বরাননে॥ গঙ্গাতে যাবত তীর্থ আছে বিরাজিত। কহিনু দোঁহার পাশে হইলে বিদিত॥ ধরাতলে অন্য তীর্থ যাহা যাহা আছে। মন দিয়া শুন তাহা বলি দোঁহা কাছে॥

সপ্তম অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ-মাহাত্ম্য ও তুলসী উপাখ্যান।

নিবসন্তি দ্বিজা যত্র তীর্থন্তৎ ক্ষিতিমণ্ডলে।
যেষাং হি চরণৌ তীর্থং সর্ব্বতীর্থসমাশ্রয়ৌ॥
তুলসীমূলমারভ্য যাবদ্ধস্তাশ্চ ষোড়শ।
দশদিক্ষু মহাতীর্থং ভাষেন সুরবন্দিত।
যত্র চ শ্রীফলতরুঃ সোপি দেশঃ সুতীর্থকঃ।
তুলসীবৎ সমাখ্যাতো বৃক্ষমামলকং তথা॥

পার্ব্বতী সম্বোধি কহে জয়ে গো বিজয়ে। দ্বিজগণ থাকে যথা আনন্দ-হৃদয়ে॥ সেই স্থান তীর্থ বলি গণনীয় হয়। শাস্ত্রের বচন ইহা কভু মিথ্যা নয়॥ বিপ্রের চরণ হয় তীর্থের সমান। সর্ব্ব তীর্থ বিপ্রপদে করে অধিষ্ঠান॥ বিপ্রের চরণে মতি অচলা রাখিলে। অবহেলে যায় সেই ভবপারে চলে॥ ভবার্ণবে কর্ণধার বিপ্রের চরণ। বিপ্রের চরণ বাঞ্ছা করে দেবগণ॥ বিপ্রের সন্তোষে তুষ্টি দেবগণ পায়। বিপ্র রুষ্টে পদে পদে বিপদ ঘটায়॥ দুর্ভাগ্য-বশেতে বিপ্র যদি রুষ্ট হয়। গোলোকবিহারী তারে না হন সদয়॥ তার প্রতি লক্ষ্মীদৃষ্টি কভু নাহি রহে। সেজন দারিদ্র্যাগুণে দিবানিশি দহে॥ এ হেতু বিপ্রের পদ করিবে পূজন। ভক্তিভরে প্রণমিবে করিলে দর্শন॥ শুন শুন মন দিয়া সহচরীদ্বয়। পদ্মবন মহাতীর্থ শাস্ত্রে হেন কয়॥ পরম পবিত্র তীর্থ তুলসীকানন। তুলসীকাননে সদা রহে জনার্দ্দন॥ তুলসীপাদপ যথা আছে

শোভমান। মূল হতে ষোল হাত করিয়া প্রমাণ॥ দশদিকে এইরূপ করিয়া নির্ণয়। তার মধ্যে নিরূপিত সেই স্থান হয়॥ মহাতীর্থ বলি তাহা শাস্ত্রের বিচার। সুরগণ পূজে তাহা কি বলিব আর॥ পবিত্র শ্রীফল তরু যথায় বিরাজে। সে স্থান পরম তীর্থ সংসারের মাঝে॥ তুলসী সমান তীর্থ আমলক হয়। শাস্ত্রের বচন ইহা জানিবে নিশ্চয়॥

সখীদ্বয় জিজ্ঞাসিল ওগো মহেশানি। শুনিতেছি তব মুখে সুধাসম বাণী॥ তুলসী শ্রীফল এই দুই তরুবর। ইহাদের জন্মকথা করহ গোচর॥ তুলসী-মাহাত্ম্য আর তত্ত্বনিরূপণ। শ্রীফল-গৌরব তার স্বরূপ কথন। কৃপা করি এই সব কহ গো বিস্তারি। শুনিতে বাসনা বড় ওগো সুরেশ্বরি॥ সখীদ্বয়-বাক্য শুনি বিশ্বের জননী। কহিলেন ধীরে ধীরে সুমধুর বাণী॥ শুনহ অপূর্ব্ব কথা জয়ে গো বিজয়ে। পুরাকালে কৈলাসেতে শিবের আলয়ে॥ ধর্ম্মদেব নামে বিপ্র ছিল একজন। সুশীল সজ্জন অতি বিষ্ণুপরায়ণ॥ সতত ধর্ম্মেতে মতি আছিল তাহার। চিন্তিত হরির পদ হৃদে অনিবার॥ বৃন্দা নামে ছিল তার রূপসী পত্নী। পতিপরায়ণা সাধ্বী ধর্ম্ম-আচরিণী॥ পতি-অনুগতা হয়ে সতত থাকিত। পতিসুখে সুখী দুঃখে দুঃখিতা হইত॥ সতত করিত বৃন্দা পতির পূজন। পতির আদেশ নাহি করিত লঙ্ঘন॥ করিত দেবতা-পূজা পতি-আজ্ঞা ধরি। ভাবিত পতির পদ দিবা বিভাবরী॥ সহাস্যবদনী সতী সদা তপস্বিনী। সুলক্ষণা সবিনয়া বিপ্রের গৃহিণী॥ সর্ব্বদা সকলে তাঁরে সম্মান করিত। কৈলাসে পরম সুখে দম্পতী থাকিত॥ বৃন্দার শরীরে ছিল সর্ব্ব সুলক্ষণ। সম্মান করিত তাঁরে কৈলাসের জন॥ ধর্ম্মদেব সদা ছিল ধর্ম্ম-কর্ম্মে মতি। সতত কৃষ্ণের প্রতি করিত ভকতি॥ সতত কৃষ্ণের গুণ করিয়া গায়ন। ঋষিগণ-কাছে সদা করিত ভ্রমণ॥ সহাস্যবদনে বিপ্র সর্ব্বদা থাকিত। ভক্তিভরে ধর্ম্মোপরে অন্তর রাখিত॥ পরম সুরূপ বিপ্র ধর্ম্মপরায়ণ। সঙ্গীত-বিদ্যাতে পটু ছিল বিলক্ষণ॥ সাধুগণ সদা মান্য করিত তাহায়। ভ্রমিত সঙ্গীত করি যথায় তথায়॥ ভক্তিভরে বিষ্ণুগুণ করিত বর্ণন। সকলের চিত্ত তাহে হত বিমোহন॥ একদিন ধর্ম্মদেব ভ্রমিতে ভ্রমিতে। উপনীত হন আসি বিপ্রের সভাতে॥ মনসুখে কৃষ্ণগুণ করিয়া বর্ণন। সুস্বরে সঙ্গীত করে সেই মহাজন॥ তাঁর মুখে কৃষ্ণগুণ শুনিয়া সকলে। আনন্দ-নীরেতে ভাসে অতি কুতূহলে॥ কৃষ্ণগুণ ভক্তিভরে করিয়া বর্ণন। বিমুগ্ধ হইয়া পড়ে ব্রাহ্মণের মন॥ দেখিতে দেখিতে বেলা হল অতিশয়। ভোজনের যথাকাল সমতীত হয়॥ এ দিকে বিপ্রের পত্নী বৃন্দা রূপবতী। বিধানে অর্চ্চনা করে আগত অতিথি॥ অতিথি আসিয়াছিল গৃহেতে তাঁহার। উচিত বিধানে করে তাঁহার সৎকার॥ ক্ষুধাতে কাতর ধনী তথাপি কি করে। পতির আগেতে কভু ভুঞ্জিবারে নারে॥ কৈলাস-শিখরে ছিল যত প্রতিবাসী। ইচ্ছাবশে ভ্রমিবারে লাগিল

রূপসী ॥ অকস্মাৎ ধর্ম্মদেব ধর্ম্মপরায়ণ। বিপ্রসভা হতে আসে আপন ভবন ॥ দূর হতে পতিধনে আগত দেখিয়া। গৃহেতে আসিল বৃন্দা চঞ্চল হইয়া ॥ পত্নীরে চঞ্চলা হেরি বিপ্রের নন্দন। রোষভরে অভিশাপ দিলেন তখন ॥ "ক্ষুধার্ত্ত হইয়া নিজগৃহ তেয়াগিয়া। ভ্রমিতেছ যথা তথা ঘুরিয়া ফিরিয়া ॥ আমার উপরে তব নাহিক অন্তর। আমার সেবায় তব এত অনাদর ॥ গৃহেতে আসিব আমি নাহি ভয় মনে। চঞ্চল হইয়া ভ্রম যেখানে সেখানে ॥ এই হেতু অভিশাপ করিনু অর্পণ। রাক্ষসী হইয়া ভূতে কর বিচরণ ॥" সুদারুণ অভিশাপে অভিশপ্ত হয়ে। ভূতলে আসিল বৃন্দা বিষাদ-হৃদয়ে ॥ রাক্ষসী আকার ধরি বিপ্রের ঘরণী। বনে বনে ভ্রমে সদা থাকি একাকিনী ॥ ক্ষুধায় কাতর হয়ে যারে যারে পায়। রোষভরে বৃন্দা সতী তাহারেই খায় ॥ সিংহ ব্যাঘ্র খড়্গী আর শশ আদি করি। মহিষ ঘোটক মৃগ ছাগ আর করী ॥ পশু পক্ষী নর আদি যাহা কিছু পায়। উদর পূরণ হেতু তখনি তা খায় ॥ কিন্তু দেখ কিবাশ্চর্য্য দৈবের ঘটন। রাক্ষসী হয়েও আছে ধর্ম্ম প্রতি মন ॥ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব আর গোধন হেরিলে। কভু নাহি খায় বৃন্দা ক্ষুধায় মরিলে ॥ এই তিন ছাড়া আর যাহা কিছু পায়। ভক্ষণ করিয়া তাহা ভ্রমিয়া বেড়ায় ॥ ক্রমে ক্রমে বহু জীব করিল আহার। ধরাতলে হৈল বহু অস্থি স্তূপাকার ॥ জীবজন্তু কিছু আর ক্রমে নাহি মিলে। ছটফট করে বৃন্দা ক্ষুধার অনলে ॥ তিনদিন নিরাহারে করি অবস্থান। কৈলাস গিরিতে বৃন্দা করিল পয়াণ ॥ তথা গিয়া চিন্তা করে কি করিব হায়। ক্ষুধায় জ্বলিছে হৃদি প্রাণ বাহিরায় ॥ যাহারা হেথায় বাস করে নিরন্তর। সকলেই শিবভক্ত বিপ্র কলেবর ॥ কাহারে ভীষণ দন্তে করিব প্রহার। কেহ নাহি কবলিত হইতে আমার ॥ শিবলোকে আছে এই বৃক্ষ বহুতর। ইথে বা কি রূপে আমি পূরিব উদর ॥ এ সব হিংসিলে হব পাপে নিমগন। হায় হায় প্রাণ যায় কি করি এখন ॥ এইরূপে বৃন্দা সতী রাক্ষসী হইয়া। চিন্তাকুলা হয়ে ভ্রমে ঘুরিয়া ফিরিয়া ॥ বিপ্রগণ তারে হেরি কৈলাস পর্ব্বতে। পরস্পর কহে কথা বিষাদিত চিতে ॥ হায় হায় এই বৃন্দা গুণে গুণবতী। কোন দোষে নহে দোষী পতিরতা সতী ॥ তথাপি ধরিল বৃন্দা রাক্ষসী আকার। দৈব হতে নাহি বল জানিলাম সার ॥ নারী জাতি লোভী যদি হয় কদাচন। মহাদোষে দোষী বলে শাস্ত্রের বচন ॥ অলোভী হইয়া বৃন্দা রাক্ষসী আকার। দৈব হতে নাহি বল জানিলাম সার ॥ বাহুবল মহাবল অনেকেই বলে। ক্ষীণ হয়ে সুখী কিন্তু হয় ভাগ্যফলে ॥ অতএব ভাগ্যকথা কি বলিব আর। দৈব হতে নাহি বল জানিলাম সার ॥ ধন-বল মহাবল অনেকেই কয়। সামর্থ্য পরম বল কেহ কেহ কয় ॥ কেহ বলে বুদ্ধিবল প্রধান সবার। দৈব হতে নাহি বল জানিলাম সার ॥ তপস্যা পরম বল কহে কোন জন। ঐশ্বর্য্য মহৎ বল কেহ কেহ কন ॥ কিন্তু মম মনে হয় এ হেন বিচার। দৈব হতে নাহি বল জানিলাম সার ॥

ধনবান বুদ্ধিমান যেই কোন জন। পরবশে দিনপাত করি অনুক্ষণ ॥ আপনারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করয়ে বিচার। দৈব হতে নাহি বল জানিলাম সার ॥ সতত কর্ত্তব্য কাজে হবে যত্নবান। সদাচারে সুনিয়মে সদা সাবধান ॥ সতত জানিবে ধীর করিয়া বিচার। দৈব হতে শ্রেষ্ঠ বল নাহি কিছু আর ॥ সাধ্যমতে যত্ন করি যদি মিথ্যা হয়। তাহে নাহি হবে কভু দুঃখিত হৃদয় ॥ সতত করিবে মনে এই সুবিচার। দৈব হতে শ্রেষ্ঠ বল নাহি কিছু আর ॥ পৌরুষে জিনিতে দৈবে বাঞ্ছে যেই জন। মূর্খ বলি সেই জন বিদিত ভুবন ॥ তাহার হৃদয় সদা অজ্ঞান আঁধার। দৈব বল নাহি বুঝে সেই পাপাচার ॥ দৈব হতে স্বর্গ লাভ দৈবে মোক্ষ হয়। ত্রিলোক দৈবের বশ জানিবে নিশ্চয় ॥ অতএব মনে মনে করিবে বিচার। দৈব হতে শ্রেষ্ঠ বল নাহি কিছু আর ॥ প্রাক্তন করম দৈব ঈশ্বর-চেষ্টিত। উভয় সমান হয় জানিবে নিশ্চিত ॥ অতএব মনে মনে করিবে বিচার। দৈব হতে শ্রেষ্ঠ বল নাহি কিছু আর ॥ পূর্ব্বকৃত ধর্ম্মফলে এই বৃন্দা সতী। অবশ্য লভিবে মুক্তি পাবে অব্যাহতি ॥ কৃষ্ণের পবিত্র নাম করিয়া শ্রবণ। পুনশ্চ অপূর্ব্ব তনু করিবে ধারণ ॥

এত বলি বিপ্রগণ পাপহরস্বরে। কৃষ্ণ নাম করে গান আনন্দের ভরে ॥ রাক্ষসী-রূপিণী বৃন্দা পীড়িত ক্ষুধায়। কৃষ্ণনাম শুনি ধনী ভ্রমিয়া বেড়ায় ॥ হরিনাম শুনি বৃন্দা থাকি অনাহারে। সপ্তাহে ত্যজিল প্রাণ কৈলাস শিখরে ॥ একবর্ষ পরে সখী শুন অতঃপর। একদা আমার সহ দেব দিগম্বর ॥ কাননের শোভা হেরি ভ্রমিছেন বনে। কুতূহলে বনশোভা হেরিছি নয়নে ॥ মালতী মল্লিকা যূথী মন্দার তগর। শেফালী কুটজ কুন্দ চম্পক কেশর ॥ বন্ধুক শিরীষ মুচুকুন্দ আদি করি। নানা-পুষ্পে কিবা শোভা আহা মরি মরি ॥ কত তরু বন মাঝে কিবা শোভা ধরে। হেরিলে দর্শকমন বিমোহিত করে ॥ কদম্ব পনস চূত শিংশপা চন্দন। লাঙ্গলী অশ্বত্থ বট বহু পুরাতন ॥ হিন্তাল পিয়াল শাল নমেরু বিদার। গুবাক খর্জ্জূর তাল বেতস রসাল ॥ কত তরু সারি সারি কে করে গণন। দেখিয়া আনন্দ-নীরে হলেম মগন ॥ কোকিল পাদপপরে আনন্দের ভরে। কুহু কুহু রব করি জনমন হরে ॥ অলিকুল সদাকুল গুন্ গুন্ রবে। বসিতেছে পুষ্প হতে পুষ্পান্তরে সবে ॥ মোদের সহিতে গণ করিছে গমন। কেহ নাচে কেহ গায় আনন্দে মগন ॥ করবাদ্য বক্ত্রবাদ্য কেহ কেহ করে। হুঙ্কার করিছে কেহ আনন্দের ভরে ॥ লম্ফে ঝম্ফে যায় সবে হরিষে মগন। আনন্দে সঙ্গেতে যান দেব পঞ্চানন ॥ মনোহর পুষ্করিণী কানন ভিতর। বিমল সলিলে শোভে পদ্ম বহুতর ॥ ভ্রমিতে ভ্রমিতে তথা উপনীত হয়ে। দেখিনু অপূর্ব্ব এক বিস্মিত হৃদয়ে ॥ রাক্ষসী-রূপিণী বৃন্দা ত্যজিয়া জীবন। পুষ্করিণীতীরে আছে হয়ে নিপতন ॥ দিব্য তেজে মৃত দেহ কিবা শোভা পায়। বিস্ময়ে আকুল হেরি ব্রাহ্মণ-জায়ায় ॥ আমারে সম্বোধি তবে দেব শূলপাণি। কহিলেন

শুন শুন ওগো সুরেশানি ॥ এই দেখ গিরিসুতে বৃন্দা রূপবতী। রাক্ষসী-রূপিণী ধনী গুণে গুণবতী ॥ বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণের পত্নী এই হয়। পরম বৈষ্ণবী ধনী জানিবে নিশ্চয় ॥ দৈববশে হয়েছিল রাক্ষসী আকার। জীবন ত্যজেছে তবু সৌন্দর্য্য অপার ॥ মরিয়াছে রূপবতী পূর্ণ সম্বৎসর। তথাপি নহেক নষ্ট দেহের কলেবর ॥ শ্রীবিষ্ণু-ভকতিমাত্র জানিবে কারণ। সে ভক্তি-মাহাত্ম্য বল কে করে বর্ণন ॥ কৃষ্ণনাম ভক্তিভরে শ্রবণ করিয়া। সে ফলে না হয় নষ্ট ব্রাহ্মণীর কায়া ॥ দেখ দেখ মহেশ্বরি উহার শরীরে। কি পবিত্র মহানাম কিবা শোভা ধরে ॥ প্রভুর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। বৃন্দা প্রতি দৃষ্টি করি বিস্ময়ে মগন ॥ দিব্য তেজে দীপ্তিমতী হেরিয়া তাহারে। কহিলাম সম্বোধিয়া দেবদেব হরে ॥ ওহে প্রভু দিগম্বর শুনহ বচন। বিষ্ণুনাম বৃন্দা-অঙ্গে কর দরশন ॥ দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্র দেখিবারে পাই। বিস্মিত হলেম হেরি শুনহ গোঁসাই ॥ আমার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। শম্ভুর যতেক গণ আনন্দে মগন ॥ হর্ষভরে মহামন্ত্র পড়িতে লাগিল। পড়িতে পড়িতে সবে বিস্ময়ে ডুবিল ॥ অনন্তর হর্ষভরে শিবের কিঙ্কর। পরশ করিল সবে বৃন্দা-কলেবর ॥ তাদের সংস্পর্শে অঙ্গ খণ্ড খণ্ড হৈল। প্রতি খণ্ডে মহামন্ত্র শোভিতে লাগিল ॥* দ্বাদশ অক্ষর মধ্যে প্রত্যেক অক্ষরে। বিষ্ণুর সহস্র নাম কিবা শোভা ধরে ॥ কোটি কোটি খণ্ড হৈল বৃন্দার শরীর। শঙ্কর কহেন তবে বচন গম্ভীর ॥ রাক্ষসী এ বৃন্দা ধর্ম্মদেবের সুন্দরী। পতি-অভিশাপ হেতু হয় নিশাচরী ॥ রাক্ষসী রূপেতে বিপ্রে হিংসা না করিল। সেই ফল বৃন্দাভাগ্যে অবশ্য ফলিল ॥ সতত বিষ্ণুর প্রীতি করিত সাধন। অতএব বৃথা দেহ না হবে কখন ॥ তরু-রূপে যাক বৃন্দা অবনীমণ্ডলে। করুক বিষ্ণুর প্রীতি অতি কুতূহলে ॥ আমার বচন গণ† করহ শ্রবণ। পাদপ হইয়া বৃন্দা ধরুক জনম ॥ শুন শুন গিরিসুতে বচন আমার। ধরুক জনম বৃন্দা অবনী মাঝার ॥ ইহার পত্রেতে হবে হরির অর্চ্চনা। ইহা বিনা নাহি হবে বিষ্ণুর সাধনা ॥ ইহাতে সন্তুষ্ট হবে যথা জনার্দ্দন। মাল্য মুক্তা অলঙ্কারে না হবে তেমন ॥ তুলসী ইহার নাম জগতে হইবে। পরম পবিত্র বলি ধরায় রটিবে ॥ তকারে বুঝিবে মৃত্যু সংযোগ উকারে। লসী শব্দে মৃতা হয়ে যেন নৃত্য করে ॥‡ তুলসী শব্দের এই ব্যুৎপত্তি যে হয়। পরম পবিত্র হবে জানিবে নিশ্চয় ॥ শ্রীবিষ্ণুর মহামন্ত্র দ্বাদশ অক্ষর। ইহার প্রত্যেক দলে রবে নিরন্তর ॥ তুমি আর আমি শিব এই দুই জন। তুলসীতে অধিষ্ঠিত রব অনুক্ষণ ॥ ইহার উপাস্য হবে দেব নারায়ণ। বিষ্ণুর পরম প্রিয়া হবে অনুক্ষণ ॥

* ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়। এইটীই বিষ্ণুর দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র।

† শিবের অনুচর বিশেষকে গণ কহে।

‡ ত শব্দে মৃত্যু, উ শব্দে যোগ, লসী শব্দে নৃত্য করে অর্থাৎ দীপ্তি পায়। মৃতা হইয়া যে দিব্য তেজে দীপ্তি পায়।

তুলসী পরম মান্য হইবে জগতে। প্রণমিবে সাধুজন ঐকান্তিক চিতে॥ তুল-সীর পত্র বিনা বিষ্ণু আরাধন। বিফল হইবে দেবি সব অকারণ॥ একমাত্র তুলসীতে যদি পূজা করে। সর্ব্ব ফল হবে তার শাস্ত্রের বিচারে॥ এইরূপ মহেশ্বর কহিছে বচন। হেনকালে শুন সখী আশ্চর্য্য ঘটন॥ অকস্মাৎ ধর্ম্মদেব আগত তথায়। বৃন্দাশোকে ক্ষীণতনু জর্জ্জরিত-কায়॥ বৃন্দা বৃন্দা বলি সদা করিছে রোদন। কোথা বৃন্দে কোথা প্রিয়ে দেহ দরশন॥ কোথা গেলে প্রাণ-কান্তে করহ করুণা। তিলেক নহি যে স্থির তোমা ধন বিনা॥ বিনা দোষে অভিশাপ অর্পিনু তোমায়। তাহার উচিত ভোগ হতেছে আমায়॥ ধিক ধিক মোরে ধিক আমি নরাধম। বৃথায় জনম মম বৃথায় জীবন॥ বিপ্রেরে কাতর হেরি দেব পঞ্চানন। মিষ্টভাষে প্রবোধিয়া করেন সান্ত্বন॥ শিবের সান্ত্বনা-বাক্যে প্রবোধ পাইয়া। স্থিরভাবে শিবপদে প্রণাম করিয়া॥ পুনশ্চ কহিল বিপ্র ধিক ধিক মোরে। মোহবশে নাহি বন্দি দেব মহেশ্বরে॥ সাক্ষাতে পরম দেবদেব পঞ্চানন। তাঁরে না বন্দিয়া আমি করিছি রোদন॥ এত বলি প্রণ-মিয়া মহেশ-চরণে। ভক্তিভাবে রহে বিপ্র শিবের সদনে॥ বৃন্দার বৃত্তান্ত যত জানি অবশেষ। মহেশে সম্বোধি পুনঃ কহেন বিশেষ॥ নিবেদি তোমারে প্রভু ওহে পঞ্চানন। তুলসী রূপেতে বৃন্দা ধরিল জনম॥ বিষ্ণুর সন্তোষ হেতু তুলসী সুন্দরী। ধরাতলে জন্মে যদি ওহে ত্রিপুরারি॥ এই ভিক্ষা তব পাশে ওহে পঞ্চানন। তরুমূল হব আমি এই আকিঞ্চন॥ প্রেয়সীর প্রিয় বাঞ্ছা করি নিরন্তর। তুলসী তরুর মূল হব দিগম্বর॥ শুনিয়া বিপ্রের বাণী দেব শূলপাণি। তথাস্তু বলিয়া বর দিলেন তখনি॥ এ দিকে শিবের আজ্ঞা ধরি শিরোপরে। অনুচরগণ যায় অবনী মাঝারে॥ বৃন্দার শরীর তারা সঙ্গেতে লইয়ে। উপনীত ধরাতলে হরিষ-হৃদয়ে॥ গোবর্দ্ধন নামে গিরি অতি মনোহর। পরম পবিত্র স্থান খ্যাত চরাচর॥ যমুনা বিরাজে তথা রমণীয় সাজে। অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি দেশ তথায় বিরাজে॥ বৃন্দাবন নাম তার অতি মনোহর। কৃষ্ণপ্রিয় স্থান সেই খ্যাত চরাচর॥ গোপনীয় স্থান সেই এ তিন ভুবনে। যোগীজন ধ্যান করে ঐকান্তিক মনে॥ তথায় কালিন্দীতটে অনুচরগণ। বৃন্দার পবিত্র দেহ করিল রোপণ॥ শিবের আদেশ সাধি হরিষ অন্তরে। অনুচরগণ গেল কৈলাস-শিখরে॥

অষ্টম অধ্যায়।

তুলসী-প্রাদুর্ভাব ও তন্মাহাত্ম্য।

অথ সখ্যৌ কার্ত্তিকে বৈ মাসি দামোদরপ্রিয়ে।
অমাবস্যাস্থিতৌ পৃথ্ব্যাং প্রাতঃ প্রাদুর্ব্বভূব সা॥
কার্ত্তিকে মাসি তে পত্রমেকং যচ্ছতি যো জনঃ।
স গোসহস্রদানস্য ফলমাপ্নোতি মানবঃ॥

অনন্তর হৈমবতী মধুর বচনে। কহিলেন সখীদ্বয়ে আনন্দিত মনে॥ শুন গো বিজয়ে জয়ে করহ শ্রবণ। তার পর কিবা হৈল করিব বর্ণন॥ কৃষ্ণের পরম প্রিয় কার্ত্তিক মাসেতে। উদিত তুলসী দেবী হলেন জগতে॥ অমাবস্যা দিনে দেবী প্রভাত সময়ে। আবির্ভূত হন ভূমে জয়ে গো বিজয়ে॥ বিষ্ণুর প্রীতির হেতু জন্মিল সুন্দরী। শিবের সন্তোষ হেতু ভুবিতে ঈশ্বরী॥ তরুরূপে জনমিল যমুনার কূলে। দেখিতে এলেন বিষ্ণু অতি কুতূহলে॥ তুলসী দর্শন তরে দেব মহেশ্বর। অবনীতে উপনীত সহিতে অমর॥ দেখেন অপূর্ব্ব তরু যমুনার কূলে। নাচিতেছে বায়ুভরে তালে তালে দোলে॥ জলদ-বরণ আভা শ্যামলবরণা। অসংখ্য পল্লব পত্রে অতি শোভমানা॥ মহামায়াময়ী দেবী তেজে দীপ্তিমতী। গন্ধে আমোদিত স্থলী করে রূপবতী॥ শিব বিষ্ণু দুই জন নেহারি তাঁহারে। আনন্দে বিহ্বল হন নেত্র ভাসে নীরে॥ শিব-কৃষ্ণে পুরোভাগে করি দরশন। মূর্ত্তিমতী রূপবতী হলেন তখন॥ শ্যামাঙ্গী সুচারুমুখী দ্বিভুজ-ধারিণী। শঙ্খ-পদ্মকরা সতী সহাস্য-ভাষিণী॥ পরিধান শুভ্র বাস নবীনা যুবতী। কপালে সিন্দুরবিন্দু অতি রূপবতী॥ বিবিধ ভূষণ শোভে শ্রীমতীর গায়। মরি মরি কিবা শোভা বলা নাহি যায়॥ বদন-কমল-বাস ছুটে চারিদিক। আকুল হইয়া অলি ধায় সেই দিক॥ নারায়ণে পুরোভাগে করি দরশন। আনন্দে তুলসী দেবী করেন স্তবন।

নমো নমঃ ভগবন তুমি নারায়ণ। জগতের পতি তুমি অখিল-কারণ॥ চিদানন্দময় দেব পরম ঈশ্বর। কংসারাতি অধোক্ষজ তুমি দণ্ডধর॥ তুমি শিব তুমি বিষ্ণু তোমা নমস্কার। পাতকী জনারে হরি করহ উদ্ধার॥ লক্ষ্মীকান্ত তুমি হরি নৃসিংহ আকার। তোমার চরণে প্রভু করি নমস্কার॥ একমাত্র ভক্ত জন তোমারেই পায়। তর্কেতে তোমার তত্ত্ব কে পায় কোথায়॥ বেদান্তের বেদ্য তুমি বিদ্যাবিদ্যাপার। তোমার চরণে নাথ করি নমস্কার॥ শ্রুতিগম্য শ্রুতিস্তুত্য

তুমি মহাজন। নমস্কার করি তোমা ওহে নিরঞ্জন॥ নবীন নীরদ-শ্যাম তোমার মূরতি। তব পদে কায়মনে করিতেছি নতি॥ অরূপ সরূপ তুমি তুমি বহুরূপ। বুঝিতে না পারি নাথ তোমার স্বরূপ॥ পত্র পুষ্প জলে তোমা পূজে সর্ব্বজন। তোমার চরণ বন্দি ওহে সনাতন॥ সুখ-দুঃখ-দাতা তুমি এ ভব-সংসারে। তুমি অজ তুমি ভব নমামি তোমারে॥ আমি তব সুখকরী তুমি মম প্রভু। তোমা প্রতি মতি যেন নাহি টলে কভু॥ নমো নম হরে নম তোমা নমস্কার। অধীনীরে কর কৃপা ওহে কৃপাধার॥ এইরূপে স্তব করি তুলসী তখন। প্রণমিয়া প্রদক্ষিণ করে জনার্দ্দন॥ পুনঃ করযোড় করি বিমল-বচনে। স্তব করে জনার্দ্দনে ঐকান্তিক মনে॥ ওঙ্কার স্বরূপ তুমি করি নমস্কার। তুমি শিব তব পদে প্রণতি আমার॥ তুমি শিব তুমি হরি দক্ষযজ্ঞনাশী। কৈটভ অন্ধকরিপু ত্রিপুরবিনাশী॥ শ্রীগৌরীর পতি তুমি তুমিই শঙ্কর। নমস্তে নমস্তে দেব করুণা-সাগর॥ এইরূপে স্তব করে তুলসী সুন্দরী। বলিলেন মৃদুভাষে দেবদেব হরি॥ শ্রীমতী তুলসী বৃন্দে বৃন্দাবনপ্রিয়ে। স্থিরভাবে রহ মর্ত্ত্যে আনন্দ হৃদয়ে॥ যত দিন চন্দ্র তারা রবে বিদ্যমান। তাবৎ ধরণীধামে কর অধিষ্ঠান॥ সুরাসুর নর নাগ সবে ভক্তিভরে। করিবে তোমার পূজা হরিষ অন্তরে॥ তব পত্র বিনা পূজা না হবে আমার। অদ্য হতে এই বিধি কহিলাম সার॥ সর্ব্বদা সকলে তোমা করিবে বন্দন। ধরাধামে থাক দেবি হর্ষে অনুক্ষণ॥ নৈবেদ্য কুসুম আর যত বিভূষণ। একদিকে এই সব করিয়া স্থাপন॥ একদিকে তব পত্র রাখিয়া সাদরে। পূজিবে সকলে মোরে কহিনু তোমারে॥ প্রদক্ষিণ করি তোমা যেই সাধুজন। প্রণমিবে তরুতলে ভক্তি করি মন॥ প্রদক্ষিণে সপ্তদ্বীপা ভূমে যেই ফল। সত্য সত্য সেই জন লভিবে সকল॥ কিবা শ্রাদ্ধ কিবা দান নৈবেদ্য দাপন। অথবা যে কোন কর্ম্ম অথবা তর্পণ॥ তব পত্র বিনা কিছু কভু নাহি হবে। জগতের লোকে সবে তোমারে বন্দিবে॥ তব পত্রে মোর পূজা করিলে সাধন। তুষ্ট হবে সর্ব্বদেব কহিনু বচন॥ কার্ত্তিকের মাসে যেই অতি ভক্তিভরে। তব এক পত্র দিয়া পূজিবে আমারে॥ গোসহস্র-দান-ফল পাবে সেই জন। আমার বচন মিথ্যা নহে কদাচন॥ তব পত্রে মালা গাঁথি যেই সাধুজন। মাঘ মাসে মম গাত্রে করিবে অর্পণ॥ অশ্বমেধ-ফল আমি দিব সেই জনে। কহিলাম সার কথা তোমার সদনে॥ তব পত্রে শয্যা করি যেই সাধুজন। বৈশাখ মাসেতে মোরে করিবে অর্পণ॥ নিজ আত্মা দিব তারে কহিনু নিশ্চয়। আমার বচন মিথ্যা কভু নাহি হয়॥ তব পত্রজলে মোরে যেই সাধুজন। ভক্তিভরে বৈশাখেতে করিবে সিঞ্চন॥ সতত অমৃত-নীরে সিঞ্চিব তাহায়। মনের মানস মোর কহিনু তোমায়॥ তব পত্র-সুধারসে বাসিত করিয়ে। আষাঢ়ে অর্পিবে জল ভক্তিযুত হয়ে॥ ভবধামে পুন তার না হবে জনম। কহিলাম সত্য কথা তোমার সদন॥ যথা তথা তব পত্র পড়িবে ভূতলে। শিবের আদেশে আমি ধরিব তা শিরে॥

তব পত্রজলে সিক্ত করিয়া ওদন। যেই নর ভক্তিভরে করিবে ভোজন॥ অমৃত সমান অন্ন বলিবে তাহারে। ভাগ্যবান ভাগ্যবশে তাহা লাভ করে॥ গঙ্গা-জল ভক্তি করি করিয়া মিশ্রণ। তব পত্র-সুধারস যে করে ভোজন॥ সে জন তোমার তত্ত্ব জানিবে নিশ্চয়। সোঽহং তত্ত্ব জানে সেই নাহিক সংশয়॥ স্পর্শ করি তব পত্র যেই নরাধম। বলিবে লোকের কাছে অসত্য বচন॥ দারুণ নরকে তার নাহিক উদ্ধার। কল্পকোটি কাল রবে নরক মাঝার॥ তব কাষ্ঠে মালা করি করিলে ধারণ। অথবা তোমার কাষ্ঠে ঘষিয়া চন্দন॥ অনুলেপ দিবে যেই আপন শরীরে। পুণ্যবান সেই জন অবনী মাঝারে॥ পুত্র যথা অনুগামী সতত পিতার। সেরূপ রহিব আমি বশগ তাহার॥ এত বলি হরি হর আর দেবগণ। অবিলম্বে তিরোধান হলেন তখন॥

তুলসীর জন্মকথা করিয়া কীর্ত্তন। সখীদ্বয়ে হৈমবতী কহেন বচন॥ শুনিলে বিজয়ে জয়ে তুলসী-আখ্যান। ইহাঁরে করিবে পূজা যেই মতিমান॥ বিষ্ণুপ্রণয়িনী হন তুলসী সুন্দরী। ইহার মহিমা সখী কি বলিতে পারি॥ দর্শনে স্পর্শনে ধ্যানে স্নান-সম্মার্জ্জনে। প্রণামে পূজনে জপে পত্রের চয়নে॥ যে যে মন্ত্র সাধুজন করিবে পঠন। একে একে সেই সব করহ শ্রবণ। "তুলসি জননি দেবি বিষ্ণু-প্রিয়তমে। ব্রাহ্মণবল্লভে মাত প্রিয়-দরশনে॥ হরি দৃষ্টে তব দীপ্তি অতি শোভা ধরে।"* দর্শনে ইত্যাদি মন্ত্র পড়িবে সাদরে॥ তুলসী দর্শনে সাধু করিবে প্রণাম। দারুণ নরকে তাহে হবে পরিত্রাণ॥ "নমামি তোমারে মাত বিষ্ণুপ্রীতিকরী। বিষ্ণু-অঙ্গ-হর্ষকরী তুলসী ঈশ্বরী॥ পবিত্র করহ দেবি মম কলেবর।"† এই মন্ত্রে প্রণমিবে শুন তার পর॥ প্রদক্ষিণ করি পরে প্রণাম করিবে। তুলসীর ছায়া কভু ভ্রমে না লঙ্ঘিবে॥ যে মন্ত্রে তুলসী স্পর্শ করিবে সুজন। বলিতেছি তাহা এবে শুন দিয়া মন॥ "বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর যেই সনাতন। তাঁহার চরণ-পদ্মে থাক অনুক্ষণ॥ প্রিয়-দরশনে তোমা করি গো স্পর্শন। আমার পাতক রাশি কর বিনাশন॥"‡ এই মন্ত্রে স্পর্শিবেক তুলসী সুন্দরী। মুক্তি লভি সেই জন যাবে সুরপুরী॥ তুলসী তরুর তল করিতে মার্জ্জন। যে মন্ত্র পড়িতে হয় করহ শ্রবণ॥ "তুলসি কল্যাণি তব

* এই মন্ত্র পড়িয়া তুলসী দর্শন করিতে হয় যথা—

"দেবি বিষ্ণুপ্রিয়ে মাতস্তুলসি প্রিয়দর্শনে।
হরিদর্শনদীপ্তার্চ্চিঃ প্রসীদ দ্বিজবল্লভে॥"

† তুলসী প্রণাম মন্ত্র যথা—

"বিষ্ণুপ্রীতিকরে মাতর্নমস্তে তুলসীশ্বরি।
পবিত্রীকুরু মেঽঙ্গানি বিষ্ণ্বঙ্গহর্ষকারিণি॥"

‡ তুলসী স্পর্শ মন্ত্র যথা—

"বৈকুণ্ঠেশ্বরপাদাব্জবাসিনি প্রিয়দর্শনে।
স্পৃশামি ত্বাং মহাপাপসংক্ষয়ায়ে প্রণাশনে॥"

স্থল মনোহর। যথা আসি ক্রীড়া করে অমর-নিকর॥ সেই স্থল আমি এবে করি মা মার্জ্জন। মম প্রতি সুপ্রসন্ন হও অনুক্ষণ॥"* মূল হতে চতুর্দ্দিকে হস্তঃ চতুষ্টয়। এ মন্ত্রে মার্জ্জিবে জলে সহিতে গোময়॥ ষড়ক্ষর মন্ত্রে† পূজা করিতে হইবে। সাধ্যমতে উপচার অর্পণ করিবে॥ অষ্টোত্তর শত জপ পূজা অবসানে। করিবে ষড়র্ণ মন্ত্রে বিহিত বিধানে॥‡ যে মন্ত্রে তুলসীপত্র করিবে চয়ন। বলিতেছি বিবরিয়া শুন দিয়া মন॥ "গোবিন্দ-চরণ-প্রিয়ে তুলসি কল্যাণি। কেশবার্থে তব পত্র তুলি গো জননি॥ সুপ্রসন্না হও মোরে শুভদরশনে।"§ এ মন্ত্রে তুলসীপত্র তুলিবে বিধানে॥ পর্য্যুষিত পত্রে পূজা অবশ্য হইবে। তাহাতে পূজার দোষ কভু না ঘটিবে॥ অশুচি হইয়া কিম্বা অপবিত্র করে। কদাচ তুলসী স্পর্শ না করিবে নরে॥ পশ্চিমাস্যে না করিবে তুলসী চয়ন। পক্ষান্ত দ্বাদশী তিথি করিবে বর্জ্জন॥ রাত্রিকালে সন্ধ্যাকালে সংক্রান্তি সময়ে। কদাচ তুলসীপত্র না তুলিবে নরে॥ বিষ্ণুপূজা হেতু যদি আবশ্যক হয়। লইবে তুলসীপত্র নিষিদ্ধ সময়॥ কিন্তু অল্প পরিমাণে তুলিতে হইবে। বিষ্ণুপূজা মত মাত্র গ্রহণ করিবে॥ যখন তুলসীপত্র করিবে চয়ন। শাখা ভঙ্গ নাহি হয় যেন কদাচন॥ অধিক কম্পিত যেন শাখা নাহি হয়। বিষ্ণুপ্রিয় হবে তবে জানিবে নিশ্চয়॥ তুলসীমূলের মাটি মস্তকে ধরিলে। সূর্য্যসম মহাতেজ পায় পুণ্যফলে॥ জাহ্নবী-মৃত্তিকা কিম্বা লইয়া চন্দন। অথবা তুলসী-মাটি করিয়া গ্রহণ॥ তাহাতে তুলসীপত্র করিয়া লেপন। মস্তক উপরে রাখে যেই সাধুজন॥ তীর্থতুল্য পুণ্যবান সেই জন হয়। তীর্থ দরশন তারে হেরিলে নিশ্চয়॥ যথায় বিরাজ করে তুলসী-কানন। তথা অধিকার নাই যমের কখন॥ যেই জন প্রাণ ত্যজে তুলসী কাননে। যাতনা না পায় সেই ভবের বন্ধনে॥ পরিষ্কার উচ্চস্থান করিয়া নির্ম্মাণ। তথায় তুলসী তরু রোপিবে ধীমান॥ যেই জন এইরূপে করে ভক্তিভরে। অক্ষয় স্বরগবাস তাহার কপালে॥ শ্রাদ্ধে দানে তপে হোমে সন্ধ্যাদি পূজনে। পুরাণ পঠনে কিম্বা পুণ্য আচরণে॥ করিবে তুলসী পাশে কর্ম্ম আচরণ। মহাপুণ্য হবে তাহে শাস্ত্রের বচন॥ অপূর্ব্ব তুলসী-

* তুলসীস্থল মার্জ্জন মন্ত্র যথা—

"মাতস্তুলসি কল্যাণি স্থলন্তে সুমনোহরং।
ক্রীড়ন্ত্যাগত্য বিবুধা মার্জ্জয়ে ত্বাং প্রসীদ মে॥"

† তুলসী পূজন ষড়ক্ষর মন্ত্র যথা—

"ওঁ তুলস্যৈ নমঃ।"

‡ জপমন্ত্র যথা—

"ওঁ তুলস্যৈ নমঃ।"

§ তুলসী চয়ন মন্ত্র যথা—

"মাতস্তুলসি কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে।
কেশবার্থে চিনোমি ত্বাং প্রসীদ শুভদর্শনে॥

কথা শ্রুতিসুখকর। তোমাদের কাছে সখি করিনু গোচর॥ যেই জন ভক্তি-ভাবে করয়ে শ্রবণ। মনোরথ সিদ্ধ হয় পাপ-বিনাশন॥ কলিদোষ দূরে যায় শ্রবণ করিলে। পুণ্যপথে ধায় মতি শ্রীহরির বরে॥ শিবের পরম প্রিয় শ্রীহরি-রঞ্জন। তুলসীচরিত কথা পাতকনাশন॥

নবম অধ্যায়

বৈকুণ্ঠে নারায়ণের স্বপ্ন দর্শন, লক্ষ্মীসহ নারায়ণের কৈলাসে যাত্রা, পথিমধ্যে শিব সাক্ষাৎ ও কথোপকথন।

এতেষু যো ময়া প্রোক্তো বৈকুণ্ঠাখ্যো মনোরমঃ।
নারায়ণস্য দেবস্য পরমং ধাম বিশ্রুতং॥
তত্রৈকদা হরির্নিদ্রাসময়ে দদৃশে শিবং।
কোটিচন্দ্রপ্রতীকাশং ত্রিলোচনবিরাজিতং॥

সখীদ্বয়ে সম্বোধিয়া রুদ্রের ঘরণী। কহিলেন ধীরে ধীরে সুমধুর বাণী॥ শ্রীফল মাহাত্ম্য-কথা করিব বর্ণন। মন দিয়া সখী দোঁহে করহ শ্রবণ॥ শ্রীফল-মাহাত্ম্য-কথা যেই জন শুনে। শিব সম হয় সেই শিবের বচনে॥ অদ্ভুত কাহিনী আগে শুন সখীদ্বয়। শেষেতে শুনিবে দোঁহে বিল্ব-পরিচয়॥ ব্রহ্ম-লোক বিরাজিত ব্রহ্মাণ্ড উপরে। সনাতন পিতামহ তথা বাস করে॥ ব্রহ্ম-ধামে যারা সবে করে অবস্থান। চতুর্ব্বাহু চতুর্ম্মুখ সবে বেদবান॥ তার ঊর্দ্ধে শিবলোক অতি মনোরম। শিবাত্মক তথাকার অধিবাসীজন॥ তদূর্দ্ধে বৈকুণ্ঠ-ধাম শ্রীহরির স্থান। তথায় যাহারা করে সুখে অধিষ্ঠান॥ পীতবাস পরিধান শ্যামলবরণ। শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম করে সুশোভন॥ কুণ্ডল শোভিছে কিবা শ্রবণে সবার। চরণে নূপুর বাজে রূপের আধার॥ চতুর্ভুজ সবে মরি চারু কলেবর। তার ঊর্দ্ধে দুর্গালোক অতি মনোহর॥ দুর্গালোকে বাস করে যত নারীগণ। পরম রূপসী সবে বিদিত ভুবন॥ কামরূপ নামে দেশ ধরণী মাঝারে। দুর্গালোক সম উহা জানিবে অন্তরে॥ তদূর্দ্ধে গোলোক ধাম মহা-তেজোময়। তাহার সমান স্থান নাহি বিশ্বময়॥ পৃথিবীতে যেই তীর্থ নামে বৃন্দাবন। অভেদ গোলোক সহ শাস্ত্রের বচন॥ যে কয় প্রধান লোক করিনু বর্ণন। বৈকুণ্ঠ তাহার মধ্যে অতি মনোরম॥ দেবদেব নারায়ণ তথা বাস করে। লক্ষ্মীসহ সদা দেব আনন্দে বিহরে॥ নিদ্রাবশে একদিন দেব নারা-য়ণ। অদ্ভুত স্বপন এক করেন দর্শন॥ সম্মুখে দাঁড়ায়ে যেন দেব শূলপাণি।

কি বলিব রূপের ছটা কোটিচন্দ্র জিনি ॥ ত্রিশূল ডমরু করে ভালে ত্রিলোচন। ভুজঙ্গ-ভূষিত অঙ্গ বিভূতি ভূষণ॥ পৃথ্বী জল তেজ বায়ু আকাশ মণ্ডল। যজমান সোম রবি অমর নিকর॥ অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি সবে চারিভিতে। বেড়িয়া করিছে স্তুতি ঐকান্তিক চিতে॥ হর্ষভরে নৃত্য করে দেব দিগম্বর। সপ্তস্বরে গান করে অতি মনোহর॥ অপূর্ব্ব স্বপন হেরি দেব জনার্দ্দন। ত্রস্ত হয়ে নগ্নভাবে উঠেন তখন॥ অকস্মাৎ এইভাব নিরখি কমলা। কি হলো কি হলো বলি উঠেন চপলা॥ দুইজনে স্তব্ধভাবে রহে কতক্ষণ। কমলা জিজ্ঞাসে-পরে ওহে জনার্দ্দন॥ কি স্বপ্ন দেখিলে নাথ বলহ আমারে। আমি তব প্রণয়িনী জানিবে অন্তরে॥ লক্ষ্মীর এতেক বাণী করিয়া শ্রবণ। কহিতে না পারে কিছু দেব জনার্দ্দন॥ হর্ষভরে মুখে কিছু বাণী নাহি সরে। আন্দোলিত-মনে ভাবে দেব দিগম্বরে॥ অবশেষে ধৈর্য্য ধরি কমললোচন। কহিলেন ধীরে ধীরে মধুর বচন॥ স্বপনে হেরিনু প্রিয়ে দেব মহেশ্বর। চিদানন্দময় আহা দিব্য কলেবর॥ অদ্ভুত তাঁহার রূপ বর্ণিবারে নারি। উঠ উঠ চল শীঘ্র কৈলাস নগরী॥ স্বচক্ষে হেরিব আজি দেব ত্রিলোচন। অনুমানে বুঝি মোরে কৈলেন স্মরণ॥ আমার পরম ভাগ্য হেরিব তাঁহারে। স্মরেছেন ভাগ্যবশে এই অধীনেরে॥ পতির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। ব্যস্তভাবে লক্ষ্মীদেবী উঠেন তখন॥ চলিলেন নারায়ণ কৈলাস নগরে। কমলা সহিতে দেব হরিব অন্তরে॥ এদিকে কৈলাসনাথ দেব মহেশ্বর। গমনে মানস করি বৈকুণ্ঠ নগর॥ আসিছেন দ্রুতগতি আনন্দিতমনে। পথিমাঝে দেখা দোঁহে হরি পঞ্চাননে॥ আমিও হরের সহ ছিলাম তখন। লক্ষ্মীসহ দরশনে পুলকিত মন॥ বিষ্ণুর দর্শন হেতু শিব অভিলাষী। শিব দরশনে বাঞ্ছা করে কালশশী॥ উভয়ের বাঞ্ছা কৈল উভয়ে পূরণ। আনন্দে উভয়ে করে প্রেম আলিঙ্গন॥ উভয়ে উভয়ে করে বিহিত প্রণাম। জুড়াল উভয়ে হেরি উভয়ের প্রাণ॥ অকস্মাৎ দেখা হেতু বিস্ময়ে মগন। পুলকে পূরিত তনু বিমোহিত মন॥ আনন্দে নয়নে বহে বারি অনিবার। জিজ্ঞাসে স্বাগত আদি দোঁহে দোঁহাকার॥ অনন্তর উমাপতি মধুর বচনে। জিজ্ঞাসেন মিষ্টভাষে দেব নারায়ণে॥ স্বপনে হেরিনু তব দিব্য কলেবর। যেরূপ করিছি এবে প্রত্যক্ষ গোচর॥ জলদ শ্যামল বপু অতি বিমোহন। শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম করে সুশোভন॥ বামভাগে শোভে কিবা কমলা রূপসী। ত্রিলোক মোহিত করে তব রূপশশী॥ চিদানন্দময় তুমি দেব নারায়ণ। বল বল কোথা এবে করিছ গমন॥ ভাগ্যবশে তোমা ধনে দেখিনু হেথায়। দয়া করি দিলে তুমি দর্শন আমায়॥

হরের এতেক বাক্য শুনিয়া শ্রীহরি। কহিলেন মিষ্টভাষে ওহে ত্রিপুরারি॥ আমিহ স্বপনবশে হেরিনু তোমায়। স্বপনে দেখেছি যথা হেরিছি হেথায়॥ একাদশ রুদ্র তুমি অষ্টমূর্ত্তিধারী। নমস্কার নমস্কার ওহে ত্রিপু-

রারি ॥ পিনাক শোভিছে করে পার্ব্বতীর পতি। পুনঃপুনঃ আমি তোমা করি হে প্রণতি ॥ এস এস প্রভু এস বৈকুণ্ঠনগরে। পূজিব তোমারে নাথ হরিব অন্তরে ॥ যোগীর ঈশ্বর তুমি পার্ব্বতীর পতি। সর্ব্বফলদাতা নাথ অগতির গতি ॥ তব দরশন হেতু করিয়া মনন। করিতেছিলাম নাথ কৈলাসে গমন ॥ ভাগ্যবশে পথিমাঝে লভিনু তোমারে। চল চল শীঘ্র নাথ বৈকুণ্ঠনগরে ॥ তোমারে পূজিয়া বাঞ্ছা করিব পূরণ। যোগীর ঈশ্বর তুমি সাধনের ধন ॥ হরির এতেক বাক্য শুনি উমাপতি। কহিলেন মিষ্টভাষে আনন্দিতমতি ॥ আত্মার স্বরূপ তুমি ওহে সনাতন। তোমাতে আমাতে ভেদ না আছে কখন ॥ মনে মনে অভিলাষ করেছি তোমারে। আনন্দে লইয়া যাব কৈলাসনগরে ॥ অতএব বিলম্বেতে নাহি প্রয়োজন। শীঘ্রগতি চল যাই মদীয় ভবন ॥ এইরূপে প্রেমভরে দোঁহে পরস্পর। দোঁহারে লইয়া যেতে একান্ত অন্তর ॥ কাহার আলয়ে কেবা করিবে গমন। নিশ্চয় করিতে নাহি পারে দুই জন ॥ উভয়ে সংশয়ে দোলে এ হেন সময়। দেবর্ষি নারদ আসি উপনীত হয় ॥ অভ্যর্থনা করি তাঁর হরি পঞ্চানন। মধ্যস্থ করিয়া তাঁরে জিজ্ঞাসে তখন ॥ বলহ নারদ ঋষি বিচারিয়া মনে। দোঁহামাঝে কেবা যাবে কাহার ভবনে ॥ দোঁহার বচন শুনি দেব তপোধন। নির্ণয় করিতে নারি ভ্রমচিত্ত হন ॥ কহিলেন অবশেষে হরি পঞ্চাননে। কমলা পার্ব্বতী দোঁহে আছে বিদ্যমানে ॥ ইহাঁরা মন্ত্রণাদক্ষ জিজ্ঞাস দোঁহায়। যাহার আলয়ে যেতে হইবে যাহায় ॥ নারদের বাক্য শুনি হরি পঞ্চানন। আমা দোঁহে ডাকি তবে কহেন বচন ॥ কহ গো গিরিজে কহ কমলে অচলে। দোঁহামাঝে কেবা যাব কাহার আগারে ॥ এতেক বচন শুনি বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বরী। কহিলেন শুন শুন শ্রীহর শ্রীহরি ॥ এই কর্ম্মে মধ্যবর্ত্তী হবে গিরিসুতা। মন্ত্রণাবিষয়ে এঁর আছয়ে দক্ষতা ॥ মধ্যস্থে নিযুক্ত কর উমারে দোঁহায়। কৃপা করি হেন কাজে ত্যজহ আমায় ॥ লক্ষ্মীর বচন শুনি শিব জনার্দ্দন। আমারে সম্বোধি তবে কহেন তখন ॥ কহগো গিরিজে কহ তুমি গো চতুরে। দোঁহামাঝে কেবা যাব কাহার আগারে ॥ তাঁহাদের এই বাক্য করিয়া শ্রবণ। অকূল চিন্তার হ্রদে ডুবিনু তখন ॥ পরস্পর দোঁহে প্রেম সমান সমান। এক আত্মা দোঁহে কিছু নাহি দেখি আন ॥ তাঁহারা সন্দেহে মুগ্ধ হয়েছে যেমন। সেরূপ সন্দেহে ভ্রান্ত হল মম মন ॥ অবশেষে ধৈর্য্য ধরি কহিনু দোঁহারে। শুন হরি শুন হর বলি সবাকারে ॥ তোমাদের উভয়ের যেরূপ প্রণয়। তাহা দেখি মম জ্ঞানে হেন বোধ হয় ॥ হরগৃহে হরিগৃহে কিছু ভিন্ন নাই। আমার মনের কথা বলি দোঁহা ঠাঁই ॥ শুন নাথ শুন হরি দোঁহাকেই বলি। দোঁহার যেমন প্রেম নয়নে নেহারি ॥ তাহাতে আমার মনে হেন জ্ঞান হয়। এক আত্মা এক তনু কিছু ভিন্ন নয় ॥ আরো বলি শুন নাথ শুন জনার্দ্দন। দোঁহার যেমন প্রীতি করি দরশন ॥ তাহাতে আমার মনে হেন

বোধ হয়। কেহ কারো পূজনীয় কখনই নয়॥ অধিক বলিব কিবা কেশব ও ভব। দোঁহার প্রীতি হেরি হয় অনুভব॥ তোমাদের ভেদজ্ঞান করে যেই জন। চির-অনুতাপে সেই হইবে দহন॥ আমার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। আনন্দে মগন হন হরি পঞ্চানন॥ যাঁহাদিগে ধ্যান করে তাপসনিকর। সেই বিষ্ণু সনাতন আর দিগম্বর॥ উভয়ে প্রশংসা মোরে করিতে লাগিল। হর্ষভরে রমাপতি প্রণাম করিল॥ মহানন্দে আলিঙ্গন করে পঞ্চানন। হরি হরপাশে করে বিদায় গ্রহণ॥ রমাপতি রমা সহ বৈকুণ্ঠনগরে। হর সহ যাই আমি কৈলাসশিখরে॥ নারদ যথেচ্ছ স্থানে করেন গমন। অদ্ভুত স্বপন কথা করিনু কীর্ত্তন॥

দশম অধ্যায়।

বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীসহ বিষ্ণুর কথোপকথন, শিবমাহাত্ম্য, লক্ষ্মীকর্তৃক শিবপূজা ও স্তনকর্ত্তন এবং বিল্ববৃক্ষের জন্ম।

শিবাদন্যঃ প্রিয়ো মেঽস্তি ভক্ত্যা যঃ শিবপূজকঃ।
শিবস্যাপূজকো দেবি ন কদাপি প্রিয়োঽধমঃ॥
শিবপূজাং সমারেভে কর্ত্তুং পত্যাজ্ঞয়া সখি।
দিনে দিনে শিবে ভক্তির্ববৃধে পূজয়া শ্রিয়ঃ॥
যশ্চ ছিন্নস্তনো দত্তো মল্লি[illegible] শুভে।
সোঽস্তু বৃক্ষঃ ক্ষিতৌ পুণ্যো নাম্না শ্রীফল ইত্যুত॥

বৈকুণ্ঠে যাইয়া হরি আনন্দিতমনে। বসিলেন লক্ষ্মীসহ রতন-আসনে॥ অনন্তর হর্ষভরে কমলা সুন্দরী। জিজ্ঞাসেন পতিধনে ওহে মুর-অরি॥ ওহে দেব জগন্নাথ প্রসন্ন-আত্মন। তুমি পতি তুমি প্রভু তুমি ভগবন॥ মনের বাসনা এক জিজ্ঞাসি তোমারে। কে কে প্রিয়তম তব অবনীমাঝারে॥ গুরুর প্রধান হয় জঠর-ধারিণী। আত্মা হতে পুত্রধনে শ্রেষ্ঠ বলি মানি॥ সুহৃদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ প্রাণের দয়িতা। এইত আমার জ্ঞান ওহে বিশ্বপাতা॥ আমি তব প্রণয়িনী প্রাণের সমান। আমা হতে প্রিয় যদি থাকে কোন স্থান॥ বিবরিয়া বল তাহা ওহে জনার্দ্দন। মম প্রতি কৃপা যদি থাকে অনুক্ষণ॥ দেবীর এতেক বাক্য শুনিয়া শ্রীহরি। কহিলেন ভগবান শুনগো সুন্দরি॥ তোমা হতে প্রিয়তম নাহি কোন জন। একমাত্র আছে কিন্তু দেব পঞ্চানন॥ অকারণ প্রিয় মম সেই শূলপাণি। নিজ কায় সম তাঁরে মনে মনে জানি॥ রমণী নরের হয় পুত্রের কারণ। অথবা গেহের জন্য অথবা যৌবন॥ পিণ্ড হেতু পল হয় শাস্ত্রে হেন

বলে। অথবা কীর্ত্তির হেতু বিদিত সকলে ॥ সুখের কারণ হয় ধন উপার্জ্জন। অথবা ব্রাহ্মণগণে করিতে রক্ষণ ॥ ধর্ম্মার্থে শরীর হয় অতি প্রিয়তম। শরীর রক্ষণে তাই করয়ে যতন ॥ রমণীর শ্রেষ্ঠ যথা পতিমাত্র হয়। পুরুষের পক্ষে নারী কভু তথা নয় ॥ অকারণ প্রিয় পতি জানিবে সুন্দরী। সহেতু প্রেয়সী প্রিয়া মনেতে বিচারি ॥ এই হেতু পতি সহ প্রদীপ্ত অনলে। সহগামী হয়ে নারী নিজদেহ পুড়ে ॥ রমণী যদ্যপি মরে পতিরে রাখিয়া। পুনশ্চ বিবাহ করে পুলকে পূরিয়া ॥ পুরুষে পুরুষে প্রীতি হয় অকারণ। বলিতেছি সেই কথা শুন দিয়া মন ॥ একদা স্বইচ্ছাবশে অবনীমাঝার। প্রিয়জন লাভ হেতু ভ্রমি অনিবার ॥ যেরূপ ভ্রমিছি আমি দিক দিগন্তরে। দেখিব সেরূপ আমি ভ্রমিতে যাহারে ॥ অকারণ প্রিয় মম হবে সেই জন। হেন স্থির করি মনে ভ্রমি অনুক্ষণ ॥ সহসা হেরিনু প্রিয়ে দেব পঞ্চাননে। ভ্রমিছেন মম সম যেখানে সেখানে ॥ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বিদ্যা বারেক হেরিলে। প্রিয় বলি বোধ হয় যথা সেইকালে ॥ তেমতি দোঁহার প্রীতি তখনি জন্মিল। এক আত্মা সম যেন উভয়ে মিলিল ॥ যেই হর সেই আমি শুনলো সুন্দরি। উভয়ে অভেদ যথা ঘটস্থিত বারি ॥ ভক্তিভরে যেই করে শিবের পূজন। শিব হতে প্রিয় মম সেই সাধুজন ॥ শিবপূজা নাহি করে যেই অভাজন। আমার অপ্রিয় হয় সেই নরাধম ॥

পতির এতেক বাক্য শুনিয়া পদ্মিনী। আপনারে তিরস্কার করেন তখনি ॥ ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ আমি অভাগিনী। শিবার্চ্চনে পরাঙ্মুখী রহিয়াছি আমি ॥ পতির অপ্রিয় আমি নাহিক সংশয়। পুনঃপুনঃ এই কথা নারায়ণী কয় ॥ প্রিয়ারে কাতর দেখি দেব জনার্দ্দন। মা ভৈ মা ভৈ রবে করেন সান্ত্বন ॥ বলিলেন শুন প্রিয়ে বচন আমার। কিছুমাত্র দোস নাহি জানিবে তোমার ॥ বলি নাই শিবপূজা তোমা করিবারে। কি দোষ তোমার ইথে শুনলো সরলে ॥ অদ্য হতে হরপূজা কর নিরন্তর। শিবসম হবে মম অতি প্রিয়তর ॥ পতির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। ত্বরিতে নারদে লক্ষ্মী ডাকেন তখন ॥ তাঁর পাশে পূজাবিধি শুনিয়া সুন্দরী। পতির আদেশে পূজা করেন ঈশ্বরী ॥ দিনে দিনে শিবভক্তি বাড়িল তাঁহার। চিন্তা করে শিবধনে হৃদে অনিবার ॥ এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে। একদা জলধিসুতা অতি কুতূহলে ॥ শিবভক্তি হৃদে ধরি পতিধনে কয়। শুন শুন জগন্নাথ ওহে দয়াময় ॥ কি পুষ্পে পূজিলে তুষ্ট হন আশুতোষ। বিবরিয়া কর মোর হৃদে পরিতোষ ॥ সে পুষ্প সহস্র আনি মনের হরিষে। প্রত্যহ পূজিব আমি ধূর্জ্জটি মহেশে ॥ সংকল্প করিয়া আমি করিব পূজন। মনের মানস পূর্ণ কর জনার্দ্দন ॥ লক্ষ্মীর এতেক বাক্য শুনিয়া শ্রীহরি। কহিলেন শুন প্রিয়ে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বরী ॥ প্রাণের অধিক তুমি প্রাণপ্রিয়তমে। অসীম ভকতি তব দেব পঞ্চাননে ॥ পঞ্চানন তব

প্রতি প্রসন্ন নিশ্চয়। শুন বলি মহাদেব যাহে তুষ্ট হয়॥ অষ্টোত্তর শত ধেনু বৎসের সহিত। দুগ্ধবতী হবে সবে ভূষণে ভূষিত॥ বিপ্রকরে সেই ধেনু করিলে অর্পণ। যেই পুণ্য উপার্জ্জন করে নরগণ॥ করবীর পুষ্পদানে সেই পুণ্য হয়। শিবের পরম তোষ জানিবে নিশ্চয়॥ তাহার দ্বিগুণ ফল রক্ত করবীরে। অথবা যদ্যপি পূজে শ্বেত করবীরে॥ রজতে করিলে পূজা যেই ফল হয়। শেফালী কুসুমে তার কোটি গুণোদয়॥ শেফালীর শতগুণ কুন্দপুষ্প করে। মল্লীপুষ্পে তাহা হতে শতগুণ ধরে॥ মুক্তাতে গঠিয়া লিঙ্গ মুক্তাতে পূজিলে। যেই পুণ্য লভে সাধু অবনীমণ্ডলে॥ দ্রোণপুষ্পে যদি পূজা করে সাধুজন। সেই পুণ্য অনায়াসে করিবে অর্জ্জন॥ শিবলিঙ্গ সুবর্ণেতে করিয়া গঠিত। যদ্যপি কাঞ্চন দিয়া করয়ে পূজিত॥ তাহে যেই পুণ্য হয় শুন পরিচয়। পূজিলে চম্পকফুলে সে পুণ্য নিশ্চয়॥ বৈশাখে সুপুণ্য মাসে ধবল চামরে। বীজন করয়ে যদি দেবদেব হরে॥ তাহে যেই ফল হয় ওগো বরাননে। সে ফল পূজিলে হয় শিরীষকুসুমে॥ নাগকেশরক পুষ্পে যদি পূজে হর। সেজন অবশ্য পায় অশ্বমেধ-ফল॥ মুচকুন্দ ফুলে যদি পূজে পঞ্চানন। গয়াশ্রাদ্ধফল তারে দেন ত্রিলোচন॥ তুলসী অর্পিলে তার তিনগুণ ফল। তগরে পূজিলে পায় চান্দ্রায়ণ-ফল॥ কাশীধামে উপবাসে যেই ফল হয়। বক্রপুষ্পে শিবে পূজি সে ফল নিশ্চয়॥ পরমাত্মা শিবধনে যেই সাধুজন। ধুস্তুর কুসুম দিয়া করয়ে পূজন॥ শত একাদশী কৈলে যেই ফল হয়। সে জন লভিবে তাহা নাহিক সংশয়॥ কেতকী কুসুম নাহি দিবে পঞ্চাননে। অন্য অন্য পুষ্প কথা শুন বরাননে॥ যে সব পুষ্পের কথা করিনু বর্ণন। সমস্ত কুসুম দিয়া করিলে অর্চ্চন॥ যেই ফল হয় তাহে ওগো বরাননে। সেই ফল হয় পদ্মকুসুমে পূজনে॥ পদ্মপুষ্প হতে শ্রেষ্ঠ অন্য পুষ্প নাই। সে পুষ্পে পূজিলে তুষ্ট শঙ্কর গোঁসাই॥ সংকল্প করিয়া প্রিয়ে ভক্তিযুতমনে। কমলপুষ্পেতে পূজ উমাপতি ধনে॥

পতির এতেক বাক্য শুনি পদ্মালয়া। পদ্ম পুষ্প দিতে শিবে সংকল্প করিয়া॥ বৃক্ষ হতে নিজে তুলি নিজে ধৌত করে। কায়মনে দেন শেষে স্বর্ণ লিঙ্গোপরে॥ সহস্র কমল তুলি ত্রিবার গণিয়া। ভক্তিভাবে প্রতিদিন পূজে বিষ্ণু-জায়া॥ এইরূপে একবর্ষ অতীত হইলে। একদা কমলা স্নান সরোবর-জলে॥ পবিত্র অন্তরে স্নান করিয়া তথায়। তুলিয়া কমল গণে দ্বিবার তাহায়॥ প্রক্ষালন করি তাহা পুন না গণিল। সসম্ভ্রমে পূজাগৃহে আগত হইল॥ পূজা করি স্বর্ণলিঙ্গে ঐকান্তিকমনে। একে একে পদ্মপুষ্প দেন ত্রিনয়নে॥ শুন গো বিজয়ে জয়ে অদ্ভুত ঘটন। এক দুই করি গণি করেন অর্পণ॥ নিঃশেষ হইল পুষ্প কিছু নাহি আর। দুই পদ্ম ন্যূন হৈল,একি চমৎকার॥ শিবভক্তা পদ্মালয়া অন্তরে বিস্ময়। বলে হায় কিবা হৈল এবে কিবা হয়॥ দুটী পদ্ম কোথা

গেল কিছু নাহি জানি। আনিলাম ভ্রমবশে নাহি বুঝি গণি॥ অথবা গোপনে কেহ করিল হরণ। কিছু না বুঝিতে পারি ইহার কারণ॥ চয়নে ক্ষালনে আর পূজার সময়ে। প্রত্যহ ত্রিবার গণি একান্ত হৃদয়ে॥ দ্বিবার গণিনু আজি ভ্রমের কারণ। ভক্তির শৈথিল্য মম হয়েছে দর্শন॥ ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ ধিক্ ধিক্ মোরে। বিষম বিপাকে আজি পড়িলাম ফেরে॥ ভ্রমবশে হৈল আজি অনর্থ ঘটন। সংকল্প বিনষ্ট হয় কি করি এখন॥ নিজহস্তে পুষ্প তুলি পূজি শূলপাণি। পরদ্বারা পুষ্প আজি কিরূপেতে আনি॥ আসন ত্যজিয়া যেতে নাহিক কোথায়। পদ্ম বিনা সংকল্প যে বৃথা হয়ে যায়॥ মনে মনে এইরূপ করিয়া চিন্তন। বিহিত উপায় পরে করে নিরূপণ। বিষ্ণুবাসে কমলা [illegible] বিচারিল মনে। বলেছিল জনার্দন আমার সদনে॥ একদা বিহারকালে দেব জনার্দন। বলেছিল মিষ্ট ভাবে মধুর বচন॥ "[illegible] তুমি শুন গো রূপিণী। তব কুচযুগ এই দুটী কমলিনী॥ তোমা সরোবরে [illegible] করিয়া যতন। প্রফুল্ল কমল দুই করেছে রোপণ॥ পরম প্রীতিপদ এই [illegible] স্তনদ্বয়। নিরখি আমার হৃদে আনন্দ উদয়॥ মম স্তন [illegible] সম [illegible] মিথ্যা নহে তাহা [illegible] এ তিন ভুবনে॥ এই দুই স্তনপদ্মে পূজিলে শঙ্কর। সহস্র হইবে পূর্ণ না হব কাতর॥ অবশ্য কেশব তুষ্ট হবেন ইহাতে। [illegible] আনন্দ পাব আপনার চিতে॥ এইরূপ স্থির করি কমলবাসিনী। কস্তুরী আপন হাতে নিলেন তখনি॥ স্তনচ্ছেদে সমুদ্যত হলেন যেমন; দেবীরে সম্বোধি শুন কহিল বচন॥ শুন শুন পদ্মালয়ে বলি গো তোমায়। [illegible] তব অঙ্গে জন্মার্থ দোঁহার॥ আমা দোঁহা দিয়া পূজা করহ শঙ্কর। হইব [illegible] দোঁহে পবিত্র অন্তর॥ স্তনের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। বলিলেন [illegible] মধুর বচন॥ মম শির যথা পূজে দেব মহেশ্বর। তোমরা উভয়ে তথা পূজহ ঈশ্বর॥ আমা সরোবরে দোঁহে ধরেছ জনম। শিবের পূজনে হও এবে নিয়োজন॥ শ্রীহরি শঙ্করে যথা নাহি কিছু ভেদ। তোমা দ্বয় সহ পদ্মে তেমনি অভেদ॥ কর শির মুখ সম মম কলেবরে। জনমিয়া [illegible] বলি দোঁহাকারে॥ সহস্র কমল পূর্ণ কর দুইজনে। নিয়োজিত হও দোঁহে [illegible]॥ এত বলি বাম স্তন বাম করে ধরি। দক্ষিণ করেতে দেবী নিলেন কস্তুরী॥ ভক্তিভরে দক্ষকরে করিয়া ছেদন। অকাতরে শিবে [illegible] করেন অর্পণ॥ সেই স্তন বিষ্ণু পূর্ব্বে করিত মর্দ্দন। লিঙ্গোপরে শোভে তাহা [illegible]॥ পঞ্চাক্ষর মন্ত্রে দেবী করিলেন দান। অন্তরে বেদনা তাহে কিছু নাহি পান॥ বাম স্তন শিবে দিয়া কমলবাসিনী। আপনারে কৃতকৃত্য মানিলেন গণি॥ [illegible] শেষ স্তন করিতে ছেদন। পুনশ্চ কস্তুরী করে করেন গ্রহণ॥ বাম কুচ ছেদ হেরি দেব মহেশ্বর। একান্ত আকুল হন ব্যথিত অন্তর॥ পু [illegible] স্তন কাটে দেবী দেখিতে না পারি। স্বর্ণলিঙ্গে আবির্ভূত হন ত্রিপুরারি॥ মিষ্টভাবে

নিবারিয়া বলেন তখন। না কাট না কাট মাত আপনার স্তন॥ যে স্তন করেছ দেবি প্রথমে কর্ত্তন। পুন পূর্ব্ববৎ হবে আমার বচন॥ তোমার পরমা ভক্তি জানিয়াছি আমি। পূর্ণ তব মনোরথ কমলবাসিনী॥ ছিন্ন স্তন অর্পিয়াছ মম লিঙ্গোপরে। পুণ্যবৃক্ষ হবে উহা সংসার মাঝারে॥ মূর্ত্তিমতী তব ভক্তি রূপেতে জন্মিবে। শ্রীফল উহার নাম জগতে ঘুষিবে॥ যত দিন চন্দ্র সূর্য্য রবে বিদ্যমান। তাবত শ্রীফল তরু হবে অবস্থান॥ তব কীর্ত্তি রবে দেবি ভুবন মাঝার। পরম প্রণয়ী হবে শ্রীফল আমার॥ শ্রীফল পত্রেতে মোর হইবে পূজন। পরম সন্তুষ্ট হব তাহে অনুক্ষণ॥ কিবা পুষ্প কিবা মুক্তা প্রবাল কাঞ্চন। কোটি অংশ সম নাহি হবে কদাচন॥ যেমন আমার প্রিয় জাহ্নবীর জল। তেমতি জানিবে দেবি হইবে শ্রীফল॥ ত্রিপত্রে পূজিলে আমি পাব পরিতোষ। পূজনে অর্পিব আমি অন্তরে সন্তোষ॥ ত্রিপথে শ্রীফল যদি ধরয়ে জনম। তার পত্র মম প্রিয় কহিনু বচন॥ হরের এতেক বাক্য শুনি হরি-জায়া। পুলকে পূরিত তনু হরষিত কায়া॥ পুনঃপুনঃ গঙ্গাধরে করেন প্রণাম। ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ ওহে ভগবান॥ কারণ-কারণ তুমি ওহে দয়াময়। আত্মারে নিবেদি তোমা তুমি সদাশয়॥ একমাত্র গতি তুমি পরম ঈশ্বর। তব পদে নমস্কার ওহে দিগম্বর॥ এই রূপে পুনঃপুনঃ স্তুতিবাদ করি। প্রদক্ষিণ নমস্কার করেন ঈশ্বরী॥ পুনঃ পুনঃ উঠে আর নমস্কার করে। শিবের আদেশে শেষে রহে যোড়করে॥ গদাধর বচনে দেবী করেন স্তবন। কৃতার্থ মানিয়া হৃদে হরিষে মগন॥

নমো নম বিশ্বপতে শশাঙ্কশেখর। শশাঙ্ক শোভিছে ভালে ওহে দিগম্বর॥ সহাস্য বদন তব ওহে ত্রিনয়ন। ধবল বৃষভ-পরে কর আরোহণ॥ তোমারে প্রণমে যেই ভক্তিযুত মনে। কৃপা-চক্ষে চাহ তুমি সেই জন-পানে॥ দেবের দেবতা তুমি ত্রিগুণ-নায়ক। তোমা পাশে ব্যর্থ হয় কামের সায়ক॥ ধুস্তূর কুসুমে তুমি পুলকিত হও। ডিণ্ডিম বাজায়ে তুমি মহানন্দ পাও॥ সুখের সাগরে তুমি সতত বিহারী। জয় জয় জয় শম্ভো ওহে ত্রিপুরারি॥ পার্ব্বতীর নাথ তুমি ওহে ত্রিনয়ন। প্রসন্ন আমার প্রতি হও অনুক্ষণ॥ কখন সাকার তুমি কভু নিরাকার। এ বিশ্ব তোমার লীলা অতি চমৎকার॥ কিবা অগ্নি কিবা রবি কিবা শশধর। নক্ষত্র তারকা কিম্বা অমর নিকর॥ সবার ঈশ্বর তুমি ওহে ত্রিনয়ন। তব ইচ্ছাবশে বিশ্ব হতেছে সৃজন॥ সৃজিছ পালিছ তুমি তুমিই নাশিছ। নিজ মূর্ত্তি নিজ হৃদে সতত চিন্তিছ॥ সতত শ্মশানে তুমি কর বিচ-রণ। চিতাভস্ম তব অঙ্গে কিবা সুশোভন॥ কটিতটে বাঘছাল তুমি দিগম্বর। কপাল শোভিছে করে ভালে শশধর॥ অক্ষমালা শোভে বক্ষে বিভূতি ভূষণ। উষ্ণীরূঢ় শিরে শোভে পন্নগ ভূষণ॥ বিলম্বিত জটাভার ওহে গঙ্গাধর। ভূত-নাথ আশুতোষ দয়ার সাগর॥ সতত বিরাজ তুমি সাধুর অন্তরে। মহেশ

সর্ব্বেশ নাথ প্রণমি তোমারে ॥ দুঃখ হর ক্ষয় কর নীলকণ্ঠধারী। তোমা ধনে হৃদে যেন নিরন্তর স্মরি ॥ লক্ষ্মীর এতেক স্তব করিয়া শ্রবণ। প্রসন্ন বদনে কন দেব পঞ্চানন ॥ কল্যাণি শ্রীহরি-কান্তে বলি গো তোমারে। বর মাগ যা চাহিবে দিব তা তোমারে ॥ হরের এতেক বাক্য শুনি পদ্মালয়া। প্রসন্ন বদনে কন পুলকে পূরিয়া। তোমা প্রতি ভক্তি হেতু ওহে শূলপাণি। আদ্যা-শক্তি বিষ্ণুজায়া হইয়াছি আমি ॥ তোমা ধনে প্রত্যক্ষেতে করিনু দর্শন। কি আর বাঞ্ছিত আছে ওহে পঞ্চানন ॥ মনের বাসনা পূর্ণ তোমা দরশনে। নমস্কার নমস্কার তোমার চরণে ॥ একমাত্র তোমা প্রতি একান্ত ভকতি। এই বর মাগি হৃদে ওহে পশুপতি ॥ ভক্তের পূরাও বাঞ্ছা ওহে গঙ্গাধর। আশু-তোষ তব নাম খ্যাত চরাচর ॥ গুণের অতীত তুমি গুণের কারণ। সৃষ্টি স্থিতি লয় হেতু তুমি ত্রিনয়ন ॥ তুমি হর্ত্তা তুমি কর্ত্তা তুমি বিশ্বপাতা। এ বিশ্ব তোমার লীলা বিধির বিধাতা ॥ তব আজ্ঞাবশে বিধি করেন সৃজন। বৈকুণ্ঠের পতি করে সবারে পালন ॥ অধিক কি বলি নাথ তোমার চরণে। সতত প্রণাম করি ভক্তিযুত মনে ॥ হরি হরে ভেদ জ্ঞান যেন নাহি হয়। তোমা প্রতি ভক্তি যেন নিরন্তর রয় ॥ অন্য বরে মম বাঞ্ছা কিছুমাত্র নাই। মনের কপাট খুলি বলিনু গোঁসাই ॥ দেবীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। তথাস্তু বলিয়া বর দেন পঞ্চানন ॥ দেখিতে দেখিতে হর হন অন্তর্দ্ধান। বৈকুণ্ঠে কমলা সুখে করে অবস্থান ॥ এ দিকে শুনহ পরে অপূর্ব্ব ঘটন। কপালমোচন ক্ষেত্রে শ্রীফল-জনম ॥ কমলার স্তন হতে জন্মে তরুবর। মনোহর অঙ্গ আহা পরম সুন্দর ॥

একাদশ অধ্যায়।

বিল্ববৃক্ষ-মাহাত্ম্য।

ঊর্দ্ধপত্রং ভবো জ্ঞেয়ঃ পত্রং বামং বিধিঃ স্বয়ম্।
অহং দক্ষিণপত্রঞ্চ ত্রিপত্রদলমিত্যুত ॥
অস্য ছায়াঞ্চ পত্রঞ্চ লঙ্ঘয়েন্ন পদা স্পৃশেৎ।
হন্তি লঙ্ঘনাদায়ুঃ পাদস্পর্শাৎ শ্রিয়ং হরেৎ ॥

সখীদ্বয়ে সম্বোধিয়া কহে হৈমবতী। শুন শুন তার পর অপূর্ব্ব ভারতী ॥ বৈশাখের শুক্লপক্ষে তৃতীয়া তিথিতে। জন্মিল শ্রীফলতরু পবিত্র ভারতে ॥ শ্রীফল-মাহাত্ম্য এবে করিব বর্ণন। মন দিয়া সখীদ্বয় করহ শ্রবণ ॥ জন্মিল শ্রীফল শুনি দেব নারায়ণ। ব্রহ্মা ইন্দ্র সহ আর লয়ে দেবগণ ॥ উপনীত হর্ষ-

ভরে সকলে তথায়। দেবনারীগণ সবে হৃষ্টমনে যায়॥ সকলে দেখিল তরু
অতি মনোহর। মৃদুল ত্রিপত্রে শোভে সেই তরুবর॥ স্নিগ্ধ শ্যাম মনোরম
তেজে দীপ্তিমান। ভক্তিভরে সবে হেরি করয়ে প্রণাম॥ জলসেক করে সবে
সেই তরুমূলে। সুখভরে রহে তথা মন-কুতূহলে॥ অনুক্ষণ তরুবরে রক্ষা
করে সবে। সকলে সম্বোধি বিষ্ণু কহিলেন তবে॥ একবিংশ নাম তরু করিবে
ধারণ। মালূর শ্রীফল বিল্ব বর ত্রিনয়ন॥ শাণ্ডিল্য শৈলূষ শিব পুণ্য শিব-
প্রিয়। দেবাবাস তীর্থপদ পাপঘ্ন বিজয়॥ জয় বিষ্ণু শুক্লবর্ণ কোমলচ্ছদক।
সংযমী ধূম্রাক্ষ বিংশ ও শ্রাদ্ধদেবক॥ একবিংশ নামে তরু প্রথিত হইবে।
পরম পবিত্র বলি ধরায় রটিবে॥ মূল হতে শতধনু পরিমিত স্থান॥ * পুণ্য-
তীর্থ বলি তাহা হইবে প্রমাণ॥ অধোভাগে ভূমিগর্ভে তেমতি জানিবে।
ত্রিপত্র ত্রিতয় তীর্থ মনে বিচারিবে॥ ঊর্দ্ধপত্র হর সম বামপত্র বিধি। দক্ষপত্রে
আমি নিজে রব নিরবধি॥ বিল্বপত্র বিল্বচ্ছায়া চরণে স্পর্শন। না করিবে সাধু-
জন লঙ্ঘিবে কখন॥ দেবা লঙ্ঘে আয়ুঃশেষ হইবে তাহার। চরণে স্পর্শিলে
লক্ষ্মী না রহিবে আর॥ সহস্র কমল পুষ্পে করিলে পূজন। সেই পুণ্য উপা-
র্জ্জন করে সাধুজন॥ বিল্বপত্রে পূজে যদি সেই ফল হয়। আমার পরম প্রিয়
জানিবে নিশ্চয়॥ দর্শনে প্রণামে স্পর্শে স্নান-সম্মার্জ্জনে। দেবতা-পূজনে
কিম্বা চয়নে ও দানে॥ যে কালে যে মন্ত্র হবে করিতে পঠন। বলিতেছি একে
একে শুন দিয়া মন। "বিল্ববৃক্ষ মহাভাগ শঙ্করের প্রিয়। শিব-দর্শনদ তুমি
তুমি জ্যোতির্ম্ময়॥ জলধি-সুতার স্তন তুমি হে শ্রীফল। প্রসন্ন সতত হও
আমার উপর॥" † এই মন্ত্রে হৃষ্টমনে বিল্বতরুবর। দর্শন করিয়া প্রণমিবে
তার পর॥ "নমস্কার করি বিল্ব তুমি হে শঙ্কর। হর্ষদ! মঙ্গল কর মম কলে-
বর॥" ‡ এ মন্ত্রে করিবে সাধু অষ্টাঙ্গে প্রণাম। মম ভক্ত সেই জন মহাপুণ্য-
বান॥ পরম বৈষ্ণব সেই নাহিক সংশয়। সে জন আমার প্রিয় জানিবে
নিশ্চয়॥ "শঙ্কর-পূজক বিল্ব মহা-তরুবর। প্রিয়স্পর্শ স্পর্শি আমি তব কলে-

* ধনুঃ—চারিহস্ত পরিমিত স্থান। কোন কোন মতে বর্ণিত আছে যে, বিল্ববৃক্ষের মূল হইতে যে কোন দিকেই হউক, পাঁচ শত ধনু পরিমিত স্থান তীর্থ বলিয়া পরিগণিত। এরূপ মূলের নিম্নেও ভূগর্ভমধ্যে পাঁচশত ধনু পরিমিত স্থান মহাতীর্থ বলিয়া কথিত।

† বিল্ববৃক্ষ দর্শনের মন্ত্র যথা।—

"বিল্ববৃক্ষ মহাভাগ মহেশস্য সদা প্রিয়।
শিবদর্শন জ্যোতিষ্মন প্রসীদাব্ধিসুতাস্তন॥"

কোন কোন গ্রন্থে "শিবদর্শকন জ্যোতিঃ প্রসাদাব্ধিসুতাস্তন" এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

‡ বিল্ববৃক্ষ প্রণাম মন্ত্র যথা।—

"ওঁ নমো বিল্ব তরবে সদা শঙ্কররূপিণে।
সকলানি মমাঙ্গানি কুরুষ্ব মম হর্ষদ॥"

বর ॥ আমার পাতকরাশি কর বিনাশন।" * এই মন্ত্রে বিল্বতরু করিবে স্পর্শন ॥ "ওহে তরুবর তব তল মনোহর। ক্রীড়া করে আসি যথা বিবুধ-নিকর ॥ সেই স্থল মার্জ্জি আমি দেবতরুবর। কৃপা করি প্রীত হও আমার উপর ॥" † এই মন্ত্রে তরুতল করিবে মার্জ্জন। পরম বৈষ্ণব সেই সেই সাধুজন ॥ দশ দশ হাত মাপি তরুমূল হতে। মার্জ্জিবে গোময় জলে প্রান্তে চারিভিতে ॥ দশাক্ষর মন্ত্রে বিল্বে করিবে পূজন ॥ ‡ পূজান্তে শকতিমতে জপ আচরণ ॥ বিল্বপত্র যেই মন্ত্রে চয়ন করিবে। মন দিয়া শুন তাহা বলিতেছি এবে ॥ "পুণ্যবৃক্ষ মহাভাগ মালূর শ্রীফল। শিবপূজা হেতু তুলি পত্রক সকল ॥" § এই মন্ত্রে ভক্তিভরে করিবে চয়ন। পূর্ণান্ত দ্বাদশী সন্ধ্যা মধ্যাহ্ন বর্জ্জন ॥ এসব সময়ে নাহি কদাপি তুলিবে। বিফল হইবে পূজা অনর্থ ঘটিবে ॥ না করিবে শাখাভঙ্গ কিম্বা আরোহণ। নিম্ন হতে পত্রপুঞ্জ করিবে চয়ন ॥ নিম্ন হতে শক্ত যদি কভু নাহি হবে। উপরে উঠিবে তবু শাখা না ভাঙ্গিবে ॥ খণ্ডিতাখণ্ডিত পত্র যেইরূপ হয়। সবেতে প্রসন্ন শিব হবেন নিশ্চয় ॥ ছয় মাস পরে পত্র পর্য্যুষিত হবে। তবে পূজা হেতু তাহা বর্জ্জন করিবে ॥ পূজিবেক বিল্বপত্রে অমর নিকরে। কিন্তু নাহি দিবে কভু সূর্য্য লম্বোদরে ॥ যথায় বিরাজ করে বিল্বের কানন। বারাণসী পুরী তাহা শাস্ত্রের বচন ॥ পঞ্চ বিল্ব থাকে যথা তথা নিজে হর। মনের সুখেতে বাস করে নিরন্তর ॥ সপ্ত বিল্বদ্রুম যথা সদা শোভা পায়। দুর্গা সহ দিগম্বর নিবসে তথায় ॥ এক বিল্ব যথা থাকে তথা পঞ্চানন। আমা সহ অধিষ্ঠিত রবে অনুক্ষণ ॥ এই সব মহাতীর্থ করিনু বর্ণন। দেবের বাঞ্ছিত ইহা অমিথ্যা বচন ॥ ঈশান কোণেতে বিল্ব যে ভবনে রয়। বিপদ আপদ তথা কভু নাহি হয় ॥ বাটীর পূর্ব্বেতে যদি জন্মে তরুবর। সেই গৃহে সর্ব্বসুখ হবে নিরন্তর ॥ না রবে দক্ষিণে হলে শমনের ভয়। পশ্চিমে জন্মিলে বিল্ব পুত্রবান হয় ॥ শ্মশানে প্রান্তরে কিম্বা

* বিল্ববৃক্ষ স্পর্শ করিবার মন্ত্র যথা।—

"শিবপত্রক মালব প্রিয়স্পর্শ মহাতরো।
স্পৃশামি ত্বাং মহাপাপমস্মাকং প্রণাশয় ॥"

† বিল্ববৃক্ষতল মার্জ্জনের মন্ত্র যথা।—

"দেববৃক্ষবর শ্রেষ্ঠ তলন্তে সুমনোহরঃ।
ক্রীড়ন্ত্যাগত্য বিবুধা মার্জ্জয়ে তৎ প্রসীদ মে ॥"

‡ বিল্ববৃক্ষ পূজার দশাক্ষর মন্ত্র যথা।—

"ওঁ নমো রুদ্রায় শ্রীফলায়।"
পূজান্তে এই দশাক্ষর মন্ত্রই শক্ত্যনুসারে জপ করিবে।

§ বিল্বপত্র চয়নের মন্ত্র যথা।—

"পুণ্যবৃক্ষ মহাভাগ মালূর শ্রীফল প্রভো।
মহেশপূজনার্থায় ত্বৎপত্রাণি চিনোম্যহং ॥"

তরঙ্গিনী তীরে। শ্রীফল পাদপ জন্মে কিম্বা বনান্তরে॥ সিদ্ধপীঠ সেই স্থান শাস্ত্রের বচন। নিরন্তর তথা রহে দেব পঞ্চানন॥ অঙ্গনের মধ্যভাগে বিল তরুবর। ভ্রমে না রোপিবে কভু মানব নিকর॥ দৈবে যদি জন্মে তবে ভক্তি-যুত মনে। পূজিবে বিধানে তাহা শিব সম জ্ঞানে॥ চৈত্র হতে চারি মাস একান্ত অন্তরে। প্রত্যহ একটী পত্র শিব শিরোপরে॥ যে জন অর্পণ করে শুন পরিচয়। লক্ষ ধেনু দান পুণ্য সে লভে নিশ্চয়॥ মধ্যাহ্ন সময়ে যেই একান্ত অন্তরে। পবিত্র হইয়া বিল্বে প্রদক্ষিণ করে॥ সুমেরু প্রদক্ষিণেতে হয় যেই ফল। অনায়াসে সেই ফল পায় সেই নর॥ কদাচ করিবে নাহি শ্রীফল ছেদন। বিল্বকাঠ কভু নাহি করিবে দহন॥ না করিবে যজ্ঞ বিনা কিছুতে বিক্রয়। অন্যথা করিলে তার অশুভ নিশ্চয়॥ বিল্বের চন্দন যেবা ধরে শিরো-পরে। সে জন না যাবে কভু যম অধিকারে॥ তাহার যতেক পাপ হবে বিনা-শন। পরম বৈষ্ণব সেই সেই সাধুজন॥ বিল্বপত্র বিল্ববীজ যদি পড়ে ভূমে। অমনি শঙ্কর শিরে ধরেন যতনে॥ চৈত্র হতে চারিমাস করিয়া যতন। বিল্ব-মূলে জলসেক করে যেই জন॥ পিতৃলোকে পিতৃকুল তৃপ্ত হয় তার। সাধু বলি সেই জন বিদিত সংসার॥ চৈত্র হতে চারিমাস ভ্রমেন শঙ্কর। নব বিলপত্রে ইচ্ছু হন নিরন্তর॥ বিলপত্রে তুষ্ট হয়ে দেব পঞ্চানন। ভক্তজনে ভুক্তি মুক্তি করেন অর্পণ॥ বৈদ্যনাথ নামে শিব হরিদ্রানগরে। বিলবৃক্ষ আছে তথা খ্যাত চরাচরে। স্বর্ণবৃক্ষ বলি তার বিদিত আখ্যান। সতত বিরাজে তথা শঙ্কর ধীমান॥ কামরূপে কামরুদ্র কাশীতে আদিম। শ্রীফল সে কাঞ্চীপুরে তীরথ প্রাচীন॥ এই সব তরুবর পুণ্যের আকর। দর্শনে স্পর্শনে পুণ্য হয় বহু-তর॥ এইরূপে দেবদেব প্রভু নারায়ণ। বিল্বের মাহাত্ম্য-কথা করেন বর্ণন॥ হেনকালে দেবদেব শশাঙ্ক-শেখর। উপনীত তথা আসি সবার গোচর॥ হরেরে হেরিয়া বিষ্ণু আর প্রজাপতি। বিলপত্রে বিল্বদলে পূজে পশুপতি॥ অনন্তর সবে মিলি করেন গমন। আপন আপন স্থানে যত দেবগণ॥ বিল্বের মাহাত্ম্য-কথা করিয়া বর্ণন। হৈমবতী সখীদ্বয়ে কহেন তখন॥ শিবতত্ত্ব-কথা সখী অতি পুণ্যবতী। কহিলাম দোঁহাপাশে মধুর ভারতী॥ সাধুগণ হৃদি ভরি করিবে শ্রবণ। শ্রুতিসুখ মুক্তিপ্রদ বিষ্ণুর বচন॥ জনার্দ্দনে শিবে সখি কিছু ভেদ নাই। মায়াবশে অন্ধজনে ভ্রমে ঠাঁই ঠাঁই॥ শিবের নিকটে বিল্বমাহাত্ম্যকীর্ত্তন। অথবা করিবে সাধু সাদরে শ্রবণ॥ শোক তাপ মনঃক্ষোভ নাহি রবে আর। ঘুচিবে সকল তার মনের আঁধার॥

দ্বাদশ অধ্যায়

প্রভাসে শিবাদি দেবগণ ও হৈমবতী লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবীগণের
গমন, লক্ষ্মী সহ পার্ব্বতীর কথোপকথন, আমলকীর
উৎপত্তি ও তন্মাহাত্ম্য।

বিল্বস্য চ তুলস্যাশ্চ যে গুণা কথিতা সখি।
তে তে গুণাঃ সর্ব্বএব আমলক্যাং সমাহিতাঃ॥

তুলসী বিল্বের কথা যাবত শুনিয়ে। পুনশ্চ জিজ্ঞাসে পরে সহচরীদ্বয়ে॥ শুনিয়া তোমার মুখে অপূর্ব্ব ভারতী। আনন্দ-সলিলে ভাসি ওগো হৈমবতী। জিজ্ঞাসি তোমারে দোঁহে কহ গো বচন। তুলসী শ্রীফল যথা পাপবিনাশন॥ সেরূপ আছে কি বৃক্ষ আর কোন নামে। প্রকাশিয়া বল তাহা দোঁহার সদনে॥ আর কিবা বৃক্ষ আছে শিব-বিষ্ণু-প্রিয়। দোঁহা পাশে বল তাহা যদি দয়া হয়॥ শুনিতে বাসনা বড় করি গো সুন্দরি। তুমি কর্ত্রী তুমি দেবী তুমি সহচরী॥ মনের মানস পূর্ণ কর দোঁহাকার। শুনিতে কৌতুক হৃদে হয়েছে অপার॥ সখী দোঁহাকার বাক্য করিয়া শ্রবণ। হাসিতে হাসিতে দেবী কহেন তখন॥ আমলক নামে আছে এক তরুবর। তুলসী বিল্বের সম অতি পুণ্যকর॥ বিষ্ণুর পরম প্রিয় শিব-প্রিয়তম। আমি আর লক্ষ্মী দোঁহে করেছি রোপণ॥ একদা সকলে মিলি যত দেবগণ। পুণ্যতীর্থ প্রভাসেতে করেন গমন॥ পুণ্য দিনে প্রভাসেতে দেবযাত্রা হৈল। হংস-যানে প্রজাপতি সুখেতে চলিল॥ ভূতগণ সঙ্গে যান দেব পঞ্চানন। পতি সহ আমি তথা করিনু গমন॥ উপনীত শ্রীগোবিন্দ কমলা সহিতে। প্রসন্ন-বদনে সবে আসে চারিভিতে॥ ইন্দ্র চন্দ্র যম অগ্নি বরুণ পবন। কুবের নৈঋত আর রুদ্র দেবগণ॥ দেবঋষি ব্রহ্মঋষি আসিল বিস্তর। নারদ কশ্যপ কণ্ব ব্যাস পরাশর॥ গোতম বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র মেধাতিথি। জাবালি জৈমিনি আষ্টি সেন মহামতি। জামদগ্ন্য ভরদ্বাজ পিপ্পলাদ আদি। জৈগীষব্য পৈল আর কে করে অবধি॥ শিষ্য উপশিষ্য সহ আসিল সকলে। স্নান দান করে সবে মন-কুতূহলে॥ বেদাঙ্গ-পারগ সবে বেদে বিচক্ষণ। পুণ্যকর্ম্ম করি সবে হরিষে মগন॥ বিপ্রগণ আসি সবে হরিষ অন্তরে। পূজা করে চতুর্মুখে আর হরিহরে॥ যথাবিধি দেবগণে করিয়া পূজন। তীর্থের পরম শোভা করে দরশন॥ এ দিকে লক্ষ্মীর সহ বসি এক স্থানে। কত কথা কহি আমি আনন্দিতমনে॥ অকস্মাৎ হৈল মন পূজিতে শ্রীহরি। শিবার্চ্চনে মতি করে কমলা

সুন্দরী ॥ সম্বোধি লক্ষ্মীরে আমি কহিনু তখন। জলধি-নন্দিনি শুন আমার বচন ॥ করিয়াছি মনে মনে এ হেন বাসনা। করিব বাঞ্ছিত দ্রব্যে হরি-আরাধনা ॥ জীবের জীবন হরি নিত্য সনাতন। সাধুর পরম পূজ্য অখিল রঞ্জন ॥ অতএব বল বল কমলা সুন্দরি। কি দ্রব্য সৃজিয়া এবে পূজিব শ্রীহরি ॥ আমার এতেক বাক্য কমলা শুনিয়া। হর্ষভরে অষ্ট অঙ্গে প্রণাম করিয়া ॥ দণ্ডবৎ রহে দেবী ভূমের উপর। বাহুদ্বয়ে ধরি আমি তুলি তার পর ॥ ঘন ঘন প্রীতিভরে করি আলিঙ্গন। গদগদ বাক্যে দেবী কহেন তখন ॥ তোমার বাসনা যাহা কহিলে সুন্দরি। আমিহ করেছি স্থির সেরূপ বিচারি ॥ মনে মনে বহুক্ষণ করেছি মনন। করিব বাঞ্ছিত দ্রব্যে শঙ্কর-পূজন ॥ শুন গো বিজয়ে জয়ে অপূর্ব্ব ঘটনা। মনে মনে দুজনার একরূপ বাসনা ॥ আনন্দে দোঁহার নেত্রে পড়ে অশ্রু-জল। অমল সলিল পড়ে ভূমির উপর ॥ জন্মিল নেত্রজলে চারি তরুবর। কিবা শোভা ধরে সখি পল্লব-নিকর ॥ অমল সলিল হতে হইল জনম। আমলকী নাম হৈল এই সে কারণ ॥ শ্যামল পল্লব সব অতি মনোহর। স্কন্ধ মূল কন্দরিত শোভার আকর ॥ তুলসী বিল্বের গুণ হয়েছে বর্ণিত। ইহাতেও সেই সব জানিবে নিশ্চিত ॥ ঋষিগণ শিষ্য সহ করি দরশন। আনন্দ-জলধি-নীরে হলেন মগন ॥ শিব বিষ্ণু সম জ্ঞানে আনন্দের ভরে। আমলকী-স্তব করে তাপস-নিকরে ॥ "নমস্কার আমলকী বিষ্ণুপ্রিয়তমা। শিবপ্রিয়া রম্যপ্রভা দিব্য মনোরমা ॥ পত্রমালাবিভূষণা নমামি শ্রীমতী।" * করিবে এ মন্ত্রে আমলকী পূজা আদি ॥ এই বৃক্ষে তিন তীর্থ আছে বিরাজিত। বিল্বমূলে যথা পূর্ব্বে হয়েছে বর্ণিত ॥ শিব বিষ্ণু আর সেই দেব পদ্মাসন। আমলকী বৃক্ষে স্থিতি করে অনুক্ষণ ॥ শুন শুন সখীদ্বয় বলি তার পরে। সর্ব্ব-তীর্থ-জল আনি হরিষ অন্তরে ॥ সিঞ্চন করেন বৃক্ষ যত বিপ্রগণ। অতুল আনন্দে সবে হৈল নিমগন ॥ অবশেষে দেব আর মুনির সাক্ষাতে। পূজিলাম বৃক্ষে আমি পুলকিত চিতে ॥ কমলা সাদরে পূজা করে পঞ্চানন। জয় জয় নাদে পূরে পুণ্য তপোবন ॥ ঘন ঘন পুষ্পবৃষ্টি আকাশ উপরে। শঙ্খনাদে মুহুর্মুহুঃ চারিদিক পূরে ॥ আমলকী দেখি হর্ষ সকলে হরিল। ধাত্রী নামে এই হেতু বিখ্যাত হইল ॥ আমলকী নমস্কার করিয়া বিধানে। দেব দ্বিজ সবে গেল আপন ভবনে ॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবে তিনে আনন্দ বিধান। আমলকী তীর্থে তাঁরা করে অধিষ্ঠান ॥ ধরাধামে আমলকী আনন্দদায়িনী। পুণ্যবতী পুণ্যদাত্রী ত্রিতাপনাশিনী ॥ বিধানে সকলে পূজা করিবে ইহার। রোপিয়া নমিয়া পাবে আনন্দ অপার ॥

* মন্ত্র যথা

"নমামামলকীং দেবীং পত্রমালাদ্যলঙ্কৃতাং।
শিববিষ্ণুপ্রিয়াং দিব্যাং শ্রীমতীং সুন্দরপ্রভাং"

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

কলির ভয়ে ব্রহ্মার নিকট ঋষিগণের গমন, ব্রহ্মার চক্ষু হইতে
নিমিষ দেবের উৎপত্তি, নৈমিষারণ্যের উদ্ভব।

পুরা সর্ব্বে মুনিগণাঃ মিলিত্বা ব্রহ্মসংসদি ।
ব্রহ্মাণং শরণাপন্নাঃ কলিভীতা অথাব্রুবন্ ॥
পৃথিবী কলিনা ব্যাপ্তা নৃণাং সন্তাপহারিণা ।
বয়ং তপোধনা ব্রহ্মন্ কুত্র তিষ্ঠামহে ক্ষিতৌ ॥
এবং সঞ্চিন্তিতো ব্রহ্মা চক্রে কর্ণিকাপ্রভুঃ ।
শশাঙ্ককোটিবদনো দ্বিবাহুশ্চ ত্রিলোচনঃ ॥
...কৃত স্তবে পৃথ্ব্যাং সোহাষ্ট্রৈঃ সমীপতঃ ।
বিপ্রাঃ সোহন্তর্দ্দধে দেবো নিমিষাগ্রাঃ সমীক্ষ্য ॥
বিস্মিতা মনবস্তত্র জগদস্তত্র তৈ মিথঃ ।
তদাদেবোত্তমং ক্ষেত্রং নিমিষক্ষেত্রমাশ্রিতং ॥

বিজয়া জয়ারে কহে গিরিজা সুন্দরী। তীর্থ-পরিচয় বলি শুন সহচরী॥ গঙ্গা ছাড়া যে যে তীর্থ অবনী-মাঝারে। একে একে শুন তাহা বলি দোঁহা-কারে। প্রভাস নামেতে তীর্থ অতি পুণ্যতম। সিদ্ধ সাধ্য কত বসে কে করে গণন॥ দক্ষশাপে অভিশপ্ত তারকার পতি। এই স্থানে যক্ষ্মা হতে পান অব্যাহতি॥ ইহার পশ্চিমে তীর্থ নামে পৃথূদক। পরম পবিত্র স্থান বিমল উদক॥ এই স্থানে প্রতিদিন আসি জলনিধি। মনের হরিষে স্নান করে নিরবধি॥ তাহার পশ্চিমে তীর্থ বিন্দু-সরোবর। যাহার পবিত্র কথা খ্যাত চরাচর॥ এই স্থানে চতুর্ম্মুখ করিয়া গমন। হর্ষভরে অশ্রুবারি করে বিসর্জ্জন॥ সুতপা কর্দ্দম নামে যেই প্রজাপতি। বহুতপ করে হেথা করিয়া বসতি॥ ইহার উত্তরে ব্রহ্মতীর্থ শোভা পায়। পূর্ব্বমুখী সরস্বতী বহিছে যথায়॥ তাহার পশ্চিমে শোভে নৈমিষ কানন। অসংখ্য তাপস তথা করে বিচরণ॥ ধর্ম্ম-কর্ম্মে নিরন্তর মানস সবার। কলির নাহিক তথা কোন অধিকার॥ নৈমিষে প্রশংসা কেন করে ঋষিগণ। মন দিয়া শুন সখী করিব বর্ণন॥ পুরাকালে ঋষিগণ শিষ্যগণ লয়ে। কলিভয়ে উপনীত ব্রহ্মার আলয়ে॥ ব্রহ্মার নিকটে গিয়া লইয়া শরণ। কহিলেন সবিনয়ে ওহে ভগবন॥ অব্যয় অনন্ত তুমি তুমি দেবেশ্বর। বিরাজ করিছ তুমি হংসের উপর॥ সত্ত্বমূর্ত্তি সনাতন চতু-র্ভুজধারী। চতুর্ম্মুখ তব পদে নমস্কার করি॥ লোহিতবরণ তুমি দেবের

দেবতা। বিপ্রগণে রক্ষা কর ওহে বিশ্বপাতা॥ তোমার স্বরূপ তর্কে কে পায় কোথায়। পুনঃপুনঃ নমস্কার করি তব পায়॥ প্রণবের অধিষ্ঠাতা তুমি পদ্মাসন। নমস্কার করি তোমা ওহে ভগবন॥ অষ্টনেত্র তুমি দেব পদ্মোপরে স্থিতি। কমল-আকর তোমা করি হে প্রণতি॥ অক্ষসূত্রধারী দেব কমণ্ডলু করে। নমো নম দেবদেব তব পদতলে॥ সতত তিলক শোভে তব শিরোপরে। বদ্ধশিখ তুমি দেব কুশ শোভে করে॥ পুস্তক শোভিছে এক করেতে তোমার। তোমার চরণে দেব করি নমস্কার॥ গলে শোভে যজ্ঞসূত্র ওহে সনাতন। গায়ত্রীর পতি তুমি ওহে ভগবন॥ হরি-হরারাধ্য তুমি দেবর্ষি-পূজিত। তব দেহে সত্য ধর্ম্ম আছে প্রতিষ্ঠিত॥ ঋক যজু সামাথর্ব্ব বেদ-চতুষ্টয়। তব মুখ-চারি হতে হয়েছে উদয়॥ অনন্ত অনাদি তুমি নিত্য অবিনাশী। তব পদে মতি যেন রহে দিবানিশি॥ ভক্তিভরে তব পদে করি নমস্কার। ভক্তজনে কৃপা করি করহ উদ্ধার॥ ঋষিদের বাক্য শুনি দেব পদ্মাসন। প্রসন্ন-বদনে কন মধুর বচন॥ মনোগত বিবরিয়া বলহ সবায়। কি হেতু আগত সবে নিকটে আমার॥ ঋষিগণ কহে শুন ওহে ভগবন। পৃথিবী কলিতে ব্যাপ্ত হতেছে এখন॥ মানবের সর্ব্ব হরে কলি দুরাচার। কিরূপে তাহার হাতে লভিব উদ্ধার॥ ধরাধামে কোথা মোরা তপস্যা করিব। কলিহস্তে মুক্ত হয়ে কোথা বা থাকিব॥ এতেক বচন শুনি দেব পদ্মাসন। মনে মনে ক্ষণকাল করেন চিন্তন॥ চিন্তিতে চিন্তিতে তাঁর নয়ন হইতে। জন্মিল মূরতি এক অপূর্ব্ব ভূমিতে॥ চন্দ্র কোটি জিনি কিবা ধবল বরণ। শুভ্রবাস শ্বেত মাল্য অতি সুশোভন॥ মৃদু মৃদু হাস্য শোভে বদন-সরোজে। ললাটে বিশাল দুটী নয়ন বিরাজে॥ দ্বি বাহু ধরিছে দেব জপমালা করে। দিব্য কমণ্ডলু এক শোভে অন্য করে॥ নেহারি তাঁহারে তবে যত মুনিগণ। সবিনয়ে পদ্মাসনে জিজ্ঞাসে তখন॥ এ মহাপুরুষ কেবা কহ কৃপাধার। ইহাঁরে হেরিয়া মন মোহিছে সবার॥ বিধি কহে শুন সব তাপসনিকর। নিমিষ ইহাঁর নাম পুরুষ-প্রবর॥ সত্যকালোচিত দেহ করেন ধারণ। উপনীত তোমাদের হিতের কারণ॥ যাহ সবে পুরোবর্ত্তী করিয়া ইহাঁরে। যথা যাবে তথা যাবে অবনী-মাঝারে॥ যেই স্থানে অবস্থিতি করিবেন ইনি। সেই স্থানে তোমা সবে রবে যত মুনি॥ এ দিব্য পুরুষ যথা হবে তিরোধান। করিবে সে স্থানে সবে সুখে অবস্থান॥ কলির নাহিক রবে তথা অধিকার। তপস্যা করিবে তথা সুখে অনিবার॥ ব্রহ্মার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। নিমিষেরে পুরোবর্ত্তী করিয়া তখন॥ ধরাতলে চলে যত তাপসনিকর। উত্তর-কুরুতে যান পুরুষ-প্রবর॥ সঙ্গে সঙ্গে অনুগামী যত তপোধন। ছায়ার সমান সবে করিছে গমন॥ বহু গিরি বহু বর্ষ করিয়া লঙ্ঘন। হিমাদ্রি-দাক্ষিণ-বর্ষে উপনীত হন॥ ভারত তাহার নাম অতি পুণ্যধাম। তথায় সৌরাষ্ট্র নামে আছে একস্থান॥ তাহার

নিকটে আসি ভ্রমিতে ভ্রমিতে। দিব্যমূর্ত্তি অন্তর্হিত দেখিতে দেখিতে॥ নিমিষের অন্তর্দ্ধানে যত মুনিগণ। চারিদিকে নেত্রপাত করেন তখন॥ যেই দিকে নেত্রপাত করে মুনিচয়। সেই দিক দেখে যেন নারায়ণময়॥ স্থাবর জঙ্গম সব বিষ্ণুময় হেরে। বিস্মিত তাপসগণ আনন্দের ভরে॥ চমৎকৃত হয়ে সবে কহেন তখন। নিমিষ নামেতে স্থান রটিবে ভুবন॥ পরম পবিত্র স্থান জনমন হরে। নৈমিষ অরণ্য বলি রটিবে সংসারে॥ না রহিবে এই স্থানে কলি-অধিকার। কল্যাণদায়ক হবে অবনী-মাঝার॥ পশু পক্ষী লতা দ্রুম নর আদি করি। এ স্থানে থাকিবে যারা নিবসতি করি॥ সবে নারায়ণ তুল্য হইবে নিশ্চয়। গঙ্গাতীর বাসে যথা সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥ কিবা যজ্ঞ কিবা দান কিবা অধ্যয়ন। সর্ব্বকার্য্যে উপযুক্ত নৈমিষ কানন॥ ভারতবর্ষ শোভে জম্বুদ্বীপ মাঝে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বর উহা মানব-সমাজে॥ ভারতে যতেক তীর্থ আছে যেই স্থান। নৈমিষ কানন তাহে সবার প্রধান॥ এত বলি মুনিগণ আনন্দ অন্তরে। পাতার কুটীর করি তথা বাস করে॥ মনসুখে সবে হয়ে কৃষ্ণপরায়ণ। তপ দান যজ্ঞ হোম করে অনুক্ষণ॥ পরম বৈষ্ণব-ক্ষেত্র নৈমিষ কানন। অদ্যাপি বসতি করে যত [illegible]গণ॥ উগ্রশ্রবা যিনি লোমহর্ষণ নন্দন। এস্থানে করেন তিনি পুরাণ কীর্ত্তন॥ শ্রবণ করেন যত তাপস নিকর। বিবিধ পুরাণ কহে সূত বিজ্ঞবর॥ যেরূপে উৎপন্ন হয় নৈমিষ কানন। কহিলাম সখীদ্বয় সেই বিবরণ॥ এই কথা যেই জন শুনে ভক্তিভরে। কলির দারুণ কোপ না হয় তাহারে॥ মুনিগণ-কৃত এই ব্রহ্মার স্তবন। জন্মান্তরে মুক্ত হয় শুনে যেই জন॥ মুক্ত হয়ে হরি-দেহে মিশাইয়া যায়। ভুঞ্জিবারে নাহি হয় সংসারের দায়॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

বিবিধ তীর্থ কথন এবং তৎপ্রসঙ্গে জাতিমাহাত্ম্য ও শালগ্রাম শিলা বিবরণ।

পুলহস্যাশ্রমস্তীরে গণ্ডকাস্তীর্থমুত্তমং।
গণ্ডকী চ নদী তীর্থং গিরের্গণ্ডকতো ভবা॥
যত্র শালগ্রামশিলা বজ্রকীটেন নির্ম্মিতাঃ।
ভবন্তি তন্মহত্তীর্থং ক্ষিতৌ ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্॥
জাতয়ো বহবো যত্র যতঃ তত্তীর্থমুত্তমং।
হিংসা না কার্য্যা জাতীনাং জাতিপ্রসারতো ভবেৎ॥

অনন্তর গিরিজায়া সম্বোধিয়া কয়। তীর্থকথা মন দিয়া শুন সখীদ্বয়॥

গণ্ডকী নদীর তীরে পুলহ আশ্রম। অনুত্তম তীর্থ বলি বিদিত ভুবন॥ গণ্ডকী পরম তীর্থ অতি পুণ্যবতী। গণ্ডক ভূধর হতে হয়েছে উৎপত্তি॥ যথা শাল-গ্রাম শিলা আছে বিদ্যমান। বজ্রকীট সেই শিলা করিছে নির্ম্মাণ॥ তাহাও পরম তীর্থ অবনীমাঝারে। খ্যাত আছে সখীদ্বয় এ তিন সংসারে॥ শিলাচক্র-বিবরণ শুন মন দিয়া। সে তত্ত্ব জানিলে হয় সুপবিত্র কায়া॥ বজ্র-কীটরূপী হয়ে দেব নারায়ণ। পাষাণ সতত তিনি করেন কর্ত্তন॥ তাহাতে শিলার সৃষ্টি গণ্ডক ভূধরে। সেই শিলা পূজে সবে হরিষ অন্তরে॥ চারি চক্র এক ছিদ্র বনমালা যার। লক্ষ্মী নারায়ণ সেই শাস্ত্রের বিচার॥ এক চক্র আছে যার নাহি বনমালা। লক্ষ্মী জনার্দ্দন সেই নাশে ভবজ্বালা॥ গোষ্পদ ভূষণ থাকে বনমালা আর। দুইটী ছিদ্রেতে চক্র বিরাজে যাহার॥ তাহার আখ্যান হয় দেব রঘুনাথ। করিবে ভকতিভরে তাঁরে প্রণিপাত॥ দুই চক্র এক ছিদ্রে বিরাজে যাহার। নবীন নীরদ সম বর্ণ শোভে যার॥ তার নাম হবে শুন দধিবামনক। ভক্তিভরে গৃহে তাঁরে রাখিবে সাধক॥ ছোট ছোট দুটী চক্র যাহাতে দেখিবে। বনমালা বিভূষণ যাহাতে হেরিবে॥ তার নাম হবে সখি জানিবে শ্রীধর। পূজিবে তাঁহারে সুখে মানব নিকর॥ স্থূলাকৃতি গোলাকৃতি যেই শিলা হবে। মনোহর দুই চক্র যাহে বিরাজিবে॥ বনমালা আদি চিহ্ন নাহিক যাহায়। দামোদর নাম তার জানিবে ধরায়॥ গোলাকৃতি দুই চক্র যাহাতে রহিবে। ধনু-শর-তূণচিহ্ন যাহে বিরাজিবে॥ বলরাম তার নাম হবে ধরাধাম। শাস্ত্রের বচন ইহা বেদের প্রমাণ॥ সাত চক্র আছে যার বাণচিহ্ন আছে। তূণ-চিহ্ন ছত্রচিহ্ন যাহাতে বিরাজে॥ মধ্যম বর্ত্তুলাকৃতি যেই শিলা হয়। রাজরাজে-শ্বর সেই জানিবে নিশ্চয়॥ চৌদ্দ চক্র আছে যাহে জলদবরণ। অনন্ত তাহার নাম বলে সাধুজন॥ দুই চক্র আছে যার শ্যামল বরণ। গোষ্পদের চিহ্ন অঙ্গে হয় বিভূষণ॥ শ্রীমধুসূদন নামে সেই শিলা হয়। গৃহীজনে পূজে সদা আনন্দ হৃদয়॥ এক চক্র আছে যাহে চিহ্ন সুদর্শন। গদাচিহ্ন আছে যার অঙ্গ-বিভূষণ॥ গদাধর নাম তার সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। বলিলাম দোঁহাপাশে ওগো সখীদ্বয়॥ চক্র-চিহ্ন গদাচিহ্ন দুই ছিদ্রে যার। সাধুগণ বলে নাম হয়গ্রীব তার॥ বিকৃত শিলার অগ্র যদি দৃষ্ট হয়। ভয়ঙ্কর দুই চক্র যদি তাহে রয়॥ নরসিংহ নাম তার হয় ধরাতলে। গৃহীর উচিত নয় রাখে তারে ঘরে॥ সংসার-বিরাগী তারে করিবে পূজন। গৃহী নাহি কভু তারে করিবে রক্ষণ॥ গৃহীজন নরসিংহে যদি রাখে ঘরে। সংসারে বিরাগ জন্মে তাহার অন্তরে॥ সংসার ছাড়িয়া সেই করে বিচ-রণ। তীর্থে তীর্থে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ফিরে সেই জন॥ বিকৃত দুইটী চক্র আছে যে শিলায়। বনমালা বিভূষণ রহিবে তাহায়॥ লক্ষ্মী-নরসিংহ নাম কহিবে তাহারে। ঐশ্বর্য্য অতুল হয় তাহারে পূজিলে॥ দুই চক্র দ্বারভাগে বিরাজে যাহায়। প্রকৃতি পুরুষ মূর্ত্তি চিহ্নিত তাহায়॥ বাসুদেব নাম তার বলে সর্ব্ব-

জন। ভক্তি করি পূজে তারে যত সাধুগণ॥ ক্ষুদ্র চক্র বহু ছিদ্র আছয়ে যাহাতে। প্রদ্যুম্ন তাহার নাম প্রসিদ্ধ ধরাতে॥ গৃহে যদি সেই শিলা করয়ে স্থাপন। মহাসুখ পায় গৃহী শাস্ত্রের বচন॥ মধ্যভাগে এক ছিদ্রে দুই চক্র রহে। সুদর্শন-শিলা সেই সর্ব্বলোকে কহে॥ সেই শিলা গৃহে যদি করয়ে স্থাপন। ধনলাভ সুখলাভ করে গৃহীজন॥ গোলাকৃতি পীত-বর্ণ সেই শিলা হয়। অনিরুদ্ধ তার নাম সকলেই কয়॥ তাহারে স্থাপন করি গৃহে যেই জন। বিধিমতে প্রতিদিন করয়ে পূজন॥ রাজ্যলাভ হয় তার নাহিক সংশয়। শাস্ত্রের বচন ইহা কভু মিথ্যা নয়॥ যেই শিলা গোলাকার করিবে দর্শন। তাহারে গৃহেতে যদি করয়ে স্থাপন॥ লক্ষ্মীমান হয় সেই শাস্ত্রের বিচারে। সাধিতে শত্রুতা তার কেহ নাহি পারে॥ শালগ্রাম বিনা ধর্ম্ম কভু নাহি হয়। শালগ্রাম যথা থাকে তথা তীর্থময়॥ শালগ্রাম-শিলা জল যেই পান করে। মহাপুণ্যবান সেই অবনী-মাঝারে॥ শালগ্রাম-শিলা রহে যাহার আলয়। লক্ষ্মী জনার্দ্দন তথা নিরন্তর রয়॥ দান যজ্ঞ পূজা আদি যে কোন করম। শালগ্রাম সন্নিধানে করিবে সাধন॥ নতুবা বিফল হবে জানিবে নিশ্চয়। সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ শিলা নাহিক সংশয়॥ প্রত্যহ ভকতি করি হরিষ অন্তরে। শালগ্রাম-শিলোদক যেই পান করে॥ ইহলোকে সুখে থাকি অন্তে সেই জন। বিমানে চড়িয়া করে গোলোকে গমন॥ ভববন্ধে তারে নাহি বন্দী হতে হয়। সমূলে তাহার পাপ বিনাশে নিশ্চয়॥ শালগ্রাম স্পর্শি যদি মিথ্যা কথা বলে। সে জন নরকে পড়ে মহাপাপফলে॥ নিরত তুলসী রবে শিলার উপর। তুলসী বিহনে হরি হবেন কাতর॥ যেই জন পূজাকালে শালগ্রামোপরে। তুলসী অর্পণ নাহি করে ভক্তিভরে॥ পরজন্মে দুঃখী হয়ে জন্মে সেই জন। বিবাহ তাহার ভাগ্যে না ঘটে কখন॥ রমণী বিহনে পায় অশেষ যন্ত্রণা। কভু নাহি পূরে তার চিত্তের কামনা॥ বনে বনে ভ্রমে সেই হইয়া কাতর॥ মনের আগুণে দহে তাহার অন্তর॥ অবশেষে দেহ ত্যজি অতি কষ্ট পেয়ে। পুনঃ বন্দীভূত হয় সংসারের ঘোরে॥ জন্ম জন্ম এইরূপে কত কষ্ট পায়। বিধির লিখন বল কে কোথা খণ্ডায়॥ যেই জন বিজ্ঞ হয় বুদ্ধে বিচক্ষণ। সদা শালগ্রাম গৃহে করিবে স্থাপন॥ তীর্থ বলি সেই গৃহ বিচা-রিবে মনে। বিবাদ কখন নাহি রবে সে ভবনে॥ সঙ্কটেতে শালগ্রাম করি-বেন ত্রাণ। নিজে হরি দুঃখহারী সদা বিদ্যমান॥ শালগ্রাম রাখে যেই ভক্তি করি ঘরে। নারায়ণ সদা তুষ্ট তাহার আগারে॥ তুলসী-কাননে শিলা করিয়া স্থাপন। ভক্তিভরে নিত্য পূজা করে যেই জন॥ দেবর্ষি সমান তেজ ধরে সেই নরে। বাক্য সিদ্ধি হয় তার নারায়ণ-বরে॥ বৃন্দাবন সম তীর্থ হয় সেই স্থান। দর্শনে পাপের মুক্তি শাস্ত্রের বিধান॥ শিলার মাহাত্ম্য বল কে বলিতে পারে। অনন্ত অনন্ত মুখে বর্ণিবারে নারে॥ শালগ্রাম-শিলা রহে

যাহার ভবন। পরম পবিত্র তীর্থ কহে সাধুজন॥ গণ্ডক-ভূধরে শিলা সমুৎ-
পন্ন হয়। বজ্রকীটে শিলা কাটি করিছে নিশ্চয়॥ এই হেতু সেই গিরি অতি
পুণ্যতম। পবিত্রা গণ্ডকী নদী অতি মনোরম॥ পবিত্র পরম তীর্থ হয় সেই
স্থান। বহু যোগী বহু সিদ্ধ করে অধিষ্ঠান॥ মলয়-পর্ব্বতে শোভে অগস্ত্য-
আশ্রম। তীর্থরাজ বলি তাহা বিদিত ভুবন॥ মহেন্দ্র পর্ব্বতে ভৃগুরামের
আলয়। তীর্থ বলি খ্যাত ভূমে আছে পরিচয়॥ রঙ্গনাথ নামে শিব কিবা
শোভা-ধরে। বিরাজিছে সদা প্রভু কাবেরীর তীরে॥ মহাতীর্থ সেই স্থান জানে
সর্ব্বজন। সাধুজনে ভক্তিভরে করে দরশন॥ বাসন্তী-আলয় শোভে বিন্ধ্য-
গিরি পরে। তীর্থ বলি সেই স্থান খ্যাত চরাচরে॥ শ্রীশৈল ঋষভ গিরি তীর্থ-
মধ্যে গণি। গোকর্ণ পরম তীর্থ কহে যত মুনি॥ পম্পাসর-সর তীর্থ অতি মনো-
রম। সূর্পারক তীর্থ আর দণ্ডককানন॥ মাহিষ্মতী পুরী আর বিশালা নগরী।
ত্রিতকূপ কাঞ্চীদ্বয় বেঙ্কটাদি করি॥ এই সব তীর্থ বলি জানে সর্ব্বজনে। বহু
পুণ্যলাভ হয় এ সব দর্শনে॥ সরযূ যমুনা পম্পা কৌশিকী কাবেরী। সরস্বতী
চন্দ্রভাগা আর গোদাবরী॥ বিপাশা নর্ম্মদা কৃতমালা তাম্রপর্ণী। বিটোদকা
আদি করি যত তরঙ্গিনী॥ জলতীর্থ বলি সবে কহে মুনিগণ। দর্শনে স্পর্শনে
পুণ্য হয় উপার্জ্জন॥ মথুরা দ্বারকা আর গোবর্দ্ধন গিরি। যমুনার তীর আর
বৃন্দাবন পুরী॥ কুরুক্ষেত্র সেতুবন্ধ গৌতম-আশ্রম। অযোধ্যা পরম তীর্থ কহে
ঋষিগণ॥ কামকোষ্ঠী ব্রহ্মনদ-তীরে শোভা ধরে। কামরূপ বলি খ্যাত এ
তিন সংসারে॥ মম যোনিপীঠ সেই ওগো সখীদ্বয়। পরম পবিত্র তীর্থ জানে
বিশ্বময়॥ যখন মরিনু আমি দক্ষের আগারে। যোনি মম পড়ে সেই পবিত্র
নগরে॥ মঙ্গলকোষ্ঠক পীঠ উজ্জয়িনী পুরী। বিরাজে মঙ্গলচণ্ডী জগত ঈশ্বরী॥
কল্যাণদায়িনী দেবী বরপ্রদায়িনী। পবিত্র করেন দেবী পুরী উজ্জয়িনী॥
আমার মূরতি সেই অন্য কেহ নয়। জানিবে পরম তত্ত্ব ওগো সখীদ্বয়॥ যেই
স্থানে অবস্থিতি করে জ্ঞাতিগণ। তীর্থরাজ বলি তাহা কহে মুনিগণ॥ জ্ঞাতি-
হিংসা না করিবে ভ্রমে কদাচন। জ্ঞাতির সম্মান সদা করিবে সুজন॥ সহস্র
ব্রাহ্মণ তুল্য একমাত্র জ্ঞাতি। স্বর্ণ তুল্য বিপ্র হয় জানে সর্ব্বক্ষিতি॥ স্বজনে
বিপ্রের তুল্য করিবে অর্চ্চনা। জ্ঞাতি জনে হৃষ্টচিত্তে করিবে মাননা॥
জ্ঞাতি জন দুঃখী হলে করিবে পালন। সহায় বিপত্তিকালে হবে সর্ব্বক্ষণ॥
জ্ঞাতির মঙ্গল চিন্তা সতত করিবে। কায়মনে সুমঙ্গল নিয়ত বাঞ্ছিবে॥ জ্ঞাতি
জনে ঋণদান করি যেই জন। লোভবশে সুদ লয় সেই নরাধম॥ বংশ লোপ
হয় তার জানিবে নিশ্চয়। দেহান্তে প্রেতত্ব পেয়ে মহাকষ্ট পায়॥ নিঃসন্তান
জ্ঞাতিজন যদি কভু হয়। পুত্র দান করে তারে যেই মহোদয়॥ জন্ম জন্ম সেই
জন হয় প্রজাপতি। ধরাধামে চিরদিন রহে তার কীর্ত্তি॥ সহস্রেক শিব-
লিঙ্গ স্থাপিত করিলে। যেই পুণ্য উপার্জ্জন করে সেই ফলে॥ ব্রাহ্মণ স্থাপনে

হয় সে পুণ্য নিশ্চয়। কহিলাম সার কথা ওহে সখীদ্বয়॥ জ্ঞাতির হিতার্থে যদি মন্দ কাজ করে। পাপে লিপ্ত নাহি হয় কভু সেই নরে॥ বান্ধবার্থে রাজ-দ্বারে করিবে গমন। কায়মনে হিতকারী হবে সর্ব্বক্ষণ॥ শ্মশান-আলয়ে আর নৃপতির দ্বারে। সঙ্গে যায় যেই জন বন্ধু বলি তারে॥ নিজের শীলতাগুণে অতি যত্ন করে। জ্ঞাতি-বহ্নি নিবারিবে বুদ্ধিমান নরে॥ জ্ঞাতি কাষ্য যত্ন করি করিবে উদ্ধার। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞাতি জন ধরণী মাঝার॥ অতএব জ্ঞাতি-জন যেই স্থানে রয়। তীর্থরাজ তুল্য তাহা জানিবে নিশ্চয়॥ জ্ঞাতি-কার্য্য জ্ঞাতি-কথা করিনু বর্ণন। কথার প্রসঙ্গে সখী দোঁহার সদন॥ যেই জন জ্ঞাতি-কথা পড়ে কিম্বা শুনে। জ্ঞাতিপ্রিয় হয়ে থাকে আনন্দিত-মনে॥ জলতীর্থ-মধ্যে শ্রেষ্ঠ পবিত্র পুষ্কর। দেশতীর্থ মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীগয়া নগর॥ যেখানে যেখানে হয় পুরাণ পঠন। যেখানে যেখানে আছে কমলকানন॥ গুরুর আলয় যথা যথায় বিরাজে। তীর্থ বলি সেই সেই খ্যাত ধরামাঝে॥ শালগ্রাম-শিলা যথা করে অবস্থান। তথা হতে দুই ক্রোশ করিয়া প্রমাণ॥ তীর্থরাজ বলি শাস্ত্রে করয়ে নির্ণয়। কহিলাম শাস্ত্রকথা নাহিক সংশয়॥ বৈদ্যনাথ মহা-তীর্থ কৈলাস সমান। বক্রেশ্বর পুণ্যতীর্থ খ্যাত সর্ব্বস্থান॥ পাপহরা নামে নদী যথায় বিরাজে। তীর্থ নামে গণ্য তাহা তাপস-সমাজে॥ পবিত্র সলিল তার অতি মনোহর। ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে আছে বর্ণনা বিস্তর॥ ধরাধামে দেবপীঠ আছে বহুতর। কত তীর্থ কত ক্ষেত্র জানে কোন নর॥ প্রসিদ্ধ যতেক আছে কহিনু দোঁহায়। ভাগ্যবশে দরশন সাধুজন পায়॥ শ্রীপুরুষোত্তম তীর্থ সাগ-রের তীরে। সনাতন দেব যথা সদা বাস করে॥ মোক্ষক্ষেত্র সেই স্থান জানে সর্ব্বজন। দেখিবারে সাধুজন করে আকিঞ্চন॥ কামাখ্যা দ্বারকা আর শ্রীপুরু-ষোত্তম। প্রয়াগ পরম ধাম আর বৃন্দাবন॥ শ্রীগয়া নগরী আর বারাণসী পুরী। এই কয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ওগো সহচরী॥ বনবাসকালে রাম যেখানে যেখানে। করিয়াছিলেন বাস লক্ষ্মণের সনে॥ সেই সেই স্থান হয় তীর্থের প্রধান। অষ্টোত্তর শত সংখ্য আছে বিদ্যমান॥ দোঁহার বচনে সখি মনের হরিষে। বর্ণিলাম তীর্থরাজি দোঁহাকার পাশে॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

দেহেন্দ্রিয়াদি তীর্থ, কালতীর্থ ও বৈশাখাদি কৃত্য কথন।

অথাতঃ শৃণু বক্ষ্যামি তীর্থমিন্দ্রিয়দেহতঃ।
বিপ্রাণাং চরণৌ তীর্থে গবাং পৃষ্ঠং তথা মতং॥
এতে যত্র হি তিষ্ঠন্তি তচ্চ তীর্থমুদাহৃতং।
স্ত্রীণাং সর্ব্বাণি চাঙ্গানি তীর্থাখ্যকানি সর্ব্বিদঃ॥
বৈশাখে যো বসেৎ কাশ্যাং শুচৌ শ্রীপুরুষোত্তমে।
কামরূপে কার্ত্তিকেয়ে প্রয়াগে মাঘমাসি চ।
যত্র কুত্র মৃতঃ সোঽপি নির্ব্বাণমুক্তিভাগ্ভবেৎ॥

কহিলেন হৈমবতী শুন সখীদ্বয়। বিবরিব দোঁহা পাশে তীর্থ-পরিচয়॥ তীর্থ বলি গণ্য হয় বিপ্রের চরণ। গো-পৃষ্ঠ পরম তীর্থ কহে সুধী জন॥ গোগণ বিচরে যথা তথা তীর্থস্থান। মহত্তীর্থ যথা বিপ্র করে অধিষ্ঠান॥ নারীর সকল অঙ্গ তীর্থ বলি গণি। শিশুর মস্তক তীর্থ কহে যত মুনি॥ নিজের নয়ন তীর্থ কহে সাধুগণ। অথবা পরম তীর্থ দক্ষিণ শ্রবণ॥ পুরাণ পঠন আর অমিথ্যা বচন। বাক্যতীর্থ বলি ইহা জানে সাধুজন॥ যেই চিত্ত সদা রহে দেবতা উপরে। চিন্তা আধি আদি কভু নাহি যে অন্তরে॥ তাহারে মানস-তীর্থ কহে সাধুগণ। শুন শুন সখীদ্বয় আমার বচন॥ তীর্থ বলি গণ্য হয় দাতাজন-কর। যেই কর সদা হয় দেবপূজা-কর॥ ভূতশুদ্ধি প্রাণায়াম অন্তস্তীর্থ বলি। শাস্ত্রের বচন ইহা শুন সহচরী॥ মন্ত্রপূত আসনেরে তীর্থ বলি কয়। শাস্ত্রমতে তীর্থ বলে পৈতৃক-নিলয়॥ কালতীর্থ এবে আমি করিব বর্ণন। অবধানে মনোযোগে করহ শ্রবণ॥ শাক্ত শৈব সৌর আর বৈষ্ণবাদি করি। মতভেদ আছে বটে ওগো সহচরী॥ একমাত্র কাল কিন্তু জানিবে নিশ্চয়। নারায়ণ প্রভু সবা নাহিক সংশয়॥ কাল সহ নারায়ণে কিছু ভিন্ন নাই। বিশেষ বর্ণিয়া কহি তোমাদের ঠাঁই॥ একমাত্র কাল হয় ত্রিবিধ প্রকার। বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ অতীত যে আর॥ সূর্য্য আর চন্দ্রমার গতি অনুসারে। পরমাণু ক্ষণ আদি কত নাম ধরে॥ কালের উপাধি হয় অনেক প্রকার। সংক্ষেপে সকল কথা করিব প্রচার॥ ষষ্টি দণ্ডে অহোরাত্র আছয়ে নির্ণয়। পঞ্চদশ দিবসতে এক পক্ষ হয়॥ দুই পক্ষে মাস হয় জানে সর্ব্বজন। শুক্ল কৃষ্ণ দুই নাম করয়ে ধারণ॥ চন্দ্র-কলা বৃদ্ধি পায় পঞ্চদশ দিনে। শুক্লপক্ষ বলি তাহা বিদিত ভুবনে॥ পঞ্চদশ তিথি তাহে শুক্লা বলি গণি।

দেবকার্য্যে সুপ্রশস্ত কহে যত মুনি ॥ স্নান দান উৎসবাদি যাহা কিছু হয় ॥ শুক্লপক্ষে সুপ্রশস্ত সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥ প্রতিপদ আদি করি পঞ্চদশ দিনে। শশাঙ্কের কলা হ্রাস হয় ক্রমে ক্রমে ॥ কৃষ্ণপক্ষ কহে তারে শাস্ত্রের বিচার। অনুচিত স্নান দান উৎসবাদি আর ॥ এইরূপ শুক্ল কৃষ্ণ পক্ষের নির্ণয়। দুই পক্ষে পিতৃদের অহোরাত্র হয় ॥ দুই রূপ মাস আছে সৌর চান্দ্রমান। দুই দুই মাসে ঋতু শাস্ত্রের বিধান ॥ ষড় ঋতু হলে হয় পূর্ণ সম্বৎসর। দ্বি-অয়নে এক বর্ষ আছে পূর্ব্বাপর ॥ উত্তর-অয়ন আর দক্ষিণ-অয়ন। ইথে এক বর্ষ ধরে জানে সর্ব্বজন ॥ দেবতাগণের দিন এক বর্ষে হয়। কহিলাম সখীদ্বয় কালের নির্ণয় ॥ আষাঢ় কার্ত্তিক মাঘ বৈশাখ এ চারি। তীর্থ সম কয় মাস জানিবে সুন্দরি ॥ বাঞ্ছিত সকল হয় এই চারি মাসে। কহিতেছি সখীদ্বয় শুনহ বিশেষে ॥ এই চারি মাসে নর হবিষ্য করিবে। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বি সতত থাকিবে ॥ স্নান দান জপ হোম গুরুর পূজন। বিপ্র-পূজা পুরাণাদি পঠন শ্রবণ ॥ উদ্যান তড়াগ বাপী প্রতিষ্ঠাদি করি। করিবে এ চারি মাসে স্মরিয়া শ্রীহরি ॥ বৈশাখে কাশীতে বাস করে যেই জন। আষাঢ়ে পুরুষোত্তম হয়ে শুদ্ধমন ॥ কামরূপে কার্ত্তিকেতে করে অবস্থান। মাঘ মাসে রহে যেই শ্রীপ্রয়াগধাম ॥ যথা তথা দেহত্যাগ করে সেই জন। নির্ব্বাণ পদবী পায় শাস্ত্রের বচন ॥ যে যে মাসে যে যে স্থানে বাসের নির্ণয়। সে সে মাসে সেই স্থানে যদি মৃত্যু হয় ॥ স্থলে জলে কিম্বা বনে যথা ইচ্ছা মরে। সে জন সুগতি লভে শাস্ত্রের বিচারে ॥ গঙ্গাগর্ভে মৃত্যু হলে যেই ফল হয়। সে জন অবশ্য তাহা লভিবে নিশ্চয় ॥ আষাঢ়ে পূজিবে ইষ্টে পদ্মপুষ্প দিয়া। কার্ত্তিকে তুলসীদলে সংযত হইয়া ॥ মাঘ মাসে কুন্দ পুষ্পে করিবে পূজন। বৈশাখেতে বিল্বপত্রে শাস্ত্রের বচন ॥ যখন যখন পূজা করিতে হইবে। বিবিধ নৈবেদ্য আর প্রদীপ অর্পিবে ॥ উক্ত চারি মাসে আছে বিশেষ সময়। কালতীর্থ বলি তার আছে পরিচয় ॥ শুন শুন সহচরি করিব বর্ণন। বিশেষ বিশেষ কাল শাস্ত্রের লিখন ॥ বৈশাখের শুক্লপক্ষে যে তিথি তৃতীয়া। সুধীজন বলে তারে পবিত্র অক্ষয়া ॥ এই দিনে গঙ্গাদেবী হিমালয়-ঘরে। চতুর্ভুজ রূপে দেখা দেন সবাকারে ॥ পুরাণে কথিত আছে শুনহ বচন। সত্যযুগ এই দিনে হয় উৎপাদন ॥ তীর্থ বলি এই দিন খ্যাত চরাচরে। ক্রিয়াকাণ্ড করে ইথে মানবনিকরে ॥ বৈশাখের শুক্লপক্ষে সপ্তমী যে তিথি। সর্ব্বজন জানে উহা মহা-পুণ্যবতী ॥ জাহ্নবী সপ্তমী বলে শাস্ত্রের বচন। করিবে এই দিনে সাধু গঙ্গার অর্চ্চন ॥ * পবিত্র

* বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষীয়া সপ্তমীকে গঙ্গাসপ্তমী বা জাহ্নবী সপ্তমী কহে। বর্ণিত আছে যে, এই দিনে জহ্নু মুনি গঙ্গাকে পান করিয়াছিলেন। পরে পুনরায় দক্ষিণ কর্ণ দিয়া বহির্গত করিয়া দেন। এই দিনে গঙ্গা দেবীর পূজা এবং গঙ্গাজলে দেবতা ও পিতৃতর্পণাদি করিলে সকল পাপ দূর হইয়া থাকে। এই স্থানে তদ্বিষয়ে শাস্ত্রের প্রমাণ উদ্ধৃত হইল যথা ;—

বৈশাখ মাসে শুক্লা একাদশী। মহাপুণ্যতমা তিথি বলে সব ঋষি॥ এই সবে কালতীর্থ কহে ঋষিগণ। বিশেষ বলিছি আর শুন দিয়া মন॥ বৈশাখে দ্বাদশী তিথি শুক্লপক্ষ হবে। জলদানে সুপ্রশস্ত সে তিথি জানিবে॥ * বৈশাখে পূর্ণিমা তিথি মহাপুণ্যময়। বিশাখা নক্ষত্র তাহে সমান্বিত হয়॥ কাল তীর্থ বলি গণ্য শাস্ত্রের বিচারে। বলিলাম স্নেহবশে সখী দোঁহাকারে॥ আষাঢ়ে দ্বিতীয়া তিথি শুক্লপক্ষ হবে। পবিত্র বৈষ্ণবী তিথি তাহারে জানিবে॥ † আষাঢ়ে সপ্তমী তিথি তীর্থ বলি গণি। সূর্য্যপ্রীতিকরী হয় আরো যে দশমী॥ শুক্লপক্ষ সব কিন্তু বুঝিতে হইবে। একাদশী মন্বন্তরা পবিত্র জানিবে॥ এই দিনে অনুরাধা নক্ষত্র মিলিলে। হরির পরম প্রিয় সর্ব্বশাস্ত্রে বলে॥ এই দিনে জগৎপতি করেন শয়ন। মহাপুণ্য দিন এই শাস্ত্রের বচন॥ আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথি অতি পুণ্যতরা। শাস্ত্রমধ্যে খ্যাত যাহা বলি মন্বন্তরা॥ আষাঢ়ে পঞ্চমী তিথি কৃষ্ণপক্ষ হবে। নাগদেবী প্রিয়া তিথি তাহারে জানিবে॥ শাস্ত্রে তারে বলে নাগপঞ্চমী আখ্যান। মনসা আদির পূজা করিবে বিধান॥ ‡ কার্ত্তিকের

"বৈশাখশুক্লসপ্তম্যাং জাহ্নবী জহ্নুনা পুরা।
ক্রোধাৎ পীতা পুনস্ত্যক্তা কর্ণরন্ধ্রাত্তু দক্ষিণাৎ॥
তস্যাং সমর্চ্চয়েদ্দেবীং গঙ্গাং গগনমেখলাম্।
স্নাত্বা সমাহিতমনাঃ স যজ্ঞঃ সর্ব্বতো নরঃ॥
তস্যাং সন্তর্পয়েদ্দেবান্ পিতৄন্ মন্ত্রান্ যথাবিধি।
সাক্ষাৎ পশ্যন্তি তে গঙ্গাং স্বর্গকামা নরোত্তমাঃ॥

* এই দিনে জলদানে মহাপুণ্য হয়, এই জন্যই এই দিনে পিপীতকী দ্বাদশীর ব্যবস্থা আছে। প্রমাণ যথা।—

"বৈশাখে শুক্লপক্ষে তু দ্বাদশী বৈষ্ণবী তিথিঃ।
স্বর্ণকলং জলং দত্বা প্রভুঃ কেশবমুত্তমং॥
পূজয়েদ্ গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্ধূপদীপৈর্বিধানতঃ।
পিপীতকীতি বিখ্যাতা বৈশাখে বৈষ্ণবী তিথিঃ।
নরো বা যঃ করোত্যেতাং নারী বা ব্রতমুত্তমং।
ইহ পুত্রাদিসংযুক্তো ধনধান্যসমন্বিতঃ।
অন্তে প্রযাতি স্বর্লোকং বৈষ্ণবং পদমুত্তমম্॥

† এই পবিত্র দিনেই রথযাত্রা হয়। এই দিনে হরি দর্শনে ভববন্ধ বিনাশ পায় যথা।—

"রথে তু বামনং দৃষ্ট্বা মধুসূদনঞ্চ গোবিন্দং দোলায়াং তথা।
রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥

‡ শাস্ত্রে এই তিথিকে নাগপঞ্চমী কহে। এই দিনে মনসা ও অন্যান্য নাগের পূজা করিলে সর্প ভয় থাকে না। যথা।—

"আষাঢ়ী পূর্ণিমা যা তু তৎপরে নাগপঞ্চমী।
গৌণশ্রাবণকৃষ্ণায়াং পঞ্চমী নাগপঞ্চমী॥
দেবীং সম্পূজ্য মন্ত্রৈশ্চ নাগান্ সর্পভয়াপহান্।
পঞ্চম্যাং পূজয়েন্নাগাননন্তাদ্যান্ মহোরগান্॥
ক্ষীরসর্পিস্তু নৈবেদ্যং দেয়ং সর্পবিষাপহং॥

শুক্লপক্ষে প্রতিপদ দিনে। দ্যূত-প্রতিপদ বলি বিখ্যাত ভুবনে॥ গিরিজা সহিতে দেবদেব পঞ্চানন। জয়প্রদ এই ব্রত করেন সাধন॥ মহাপুণ্য দিন এই কালতীর্থ হয়। ইহাতে করিলে কর্ম্ম সফল নিশ্চয়॥ তৎপরে দ্বিতীয়া তিথি অতি পুণ্যতম। পূজিবে যমুনাযমে হয়ে শুদ্ধমন॥ সহোদরা সহোদরে করিবে পূজন। নানা ভক্ষ্য ভূষণাদি করিবে অর্পণ॥ চন্দন তাম্বূল মাল্য ভ্রাতায় অর্পিবে। সোদর সোদরা দোঁহে নিষ্পাপ হইবে॥ আয়ুর্বৃদ্ধি ধর্ম্মবৃদ্ধি হবে দোঁহাকার। কলহ বিদ্বেষ পাপ নাহি রবে আর॥ সুজন-সংসর্গলাভ শাস্ত্রের বচন। দিনে দিনে ধর্ম্মোপরে দৃঢ় হবে মন॥ এদিনে কলহ হিংসা কভু না করিবে। অধ্যয়ন অধ্যাপন সকল ত্যজিবে॥ ভগিনী বিশুদ্ধ হয়ে আনন্দিত-মনে। ভোজন করাবে বিপ্রে বিহিত বিধানে॥ বিধানে ভ্রাতার পূজা করিবে ভগিনী। আজীবন রবে সুখে দিবস যামিনী॥ তৎপরে অষ্টমী তিথি কালতীর্থ কয়। গোপূজা করিলে তাহে মঙ্গল নিশ্চয়॥ তৎপরে নবমী তিথি অতি পুণ্যতম। এই দিনে ত্রেতাযুগ হয় উৎপাদন॥ তৎপরে দ্বাদশী তিথি অতি পুণ্যতর। শয়ন হইতে উঠে দেব দামোদর॥ কার্ত্তিকী পূর্ণিমা তিথি তীর্থদিন কয়। ইহাতে করিলে পুণ্য সুফল নিশ্চয়॥ এই দিনে ভক্তি করি দেব দামোদরে। পূজিবে তুলসীদলে একান্ত অন্তরে॥ প্রদীপ নৈবেদ্য বহু করিবেক দান। বহু পুণ্য উপার্জ্জন করিবে ধীমান॥ কার্ত্তিকী নবমী তিথি কৃষ্ণপক্ষে হবে। যুগান্ত বলিয়া তাহা অন্তরে জানিবে॥ তীর্থদিন বলি তাহা জানিবে অন্তরে। সাধুজনে পুণ্যকর্ম্ম এই দিনে করে॥ অতঃপরে চতুর্দ্দশী রটন্তী আখ্যান। অরুণ উদয়কালে করিবেক স্নান॥ কভু নাহি রবে তার শমনের ভয়। কালতীর্থ বলি উহা জানিবে নিশ্চয়॥ মাঘমাসে শুক্লপক্ষে চতুর্থী পাইয়ে। করিবে গৌরীর পূজা পুলকিত হয়ে॥ বরদা চতুর্থী তারে সর্ব্ব-শাস্ত্রে কয়। পরম পবিত্র দিন নাহিক সংশয়॥ তৎপরে পঞ্চমী তিথি অতি পুণ্যতম। মহাকালী সরস্বতী লক্ষ্মীর পূজন॥ বহুবিধ উপহারে এ তিনে পূজিবে। মনের বাসনা তাহে নিশ্চয় পূরিবে॥ তৎপরে সপ্তমী শুক্লা অতি পুণ্যকরী। মহাপুণ্য দিন এই শুন সহচরী॥ অরুণ উদয়কালে পবিত্র সলিলে। যেই জন করে স্নান আনন্দ অন্তরে॥ সূর্য্যদেবে অর্ঘ্য দেয় আনন্দিত-মনে। সপ্তজন্ম-পাপ তার নাশে সেইক্ষণে॥ এই দিনে গঙ্গাস্নান করে যেই জন। শত-সূর্য্যগ্রহফল পায় সেই জন॥ স্নানে আর অর্ঘ্যদানে যে মন্ত্র পড়িবে। মন দিয়া শুন সখি বলিতেছি তবে॥ "সপ্তজন্মে যেই পাপ করেছি সঞ্চয়। ইহ জন্মে আর মম যত পাপ হয়॥ সে পাপ নাশুন মম মাকরী সপ্তমী। রোগ শোক নষ্ট হোক এই মাগি আমি॥" * এই মন্ত্রে বিধিমতে করিবেক স্নান।

* এই মন্ত্রে স্নান করিবে যথা।—"যদ্যজ্জন্মকৃতং পাপং ময়া জন্মসু সপ্তসু।
তন্মে রোগঞ্চ শোকঞ্চ মাকরী হন্তু সপ্তমী॥"

এবে শুন যেই মন্ত্রে দিবে অর্ঘ্যদান॥ "সপ্তমী সবার মাতা সপ্ত-সপ্তিকে। সপ্তব্যাহৃতিকে দেবি প্রণমি তোমাকে॥ রবিমণ্ডলেতে মাত তব অধিষ্ঠান। ভক্তি করি তোমা মাত করিগো প্রণাম॥ * তৎপরে অষ্টমী তিথি ভীষ্মাষ্টমী বলে। তর্পণ করিবে তিন তিলযুক্ত জলে॥ বৈয়াঘ্রপদ্যাদি মন্ত্রে করিবে তর্পণ। † তাহে তুষ্ট নারায়ণ আর পিতৃগণ॥ তৎপরে নবমী তিথি মহানন্দা বলে। বিষ্ণুপ্রীতিকর দিন জানিবে সকলে॥ ভীষ্মেরে পাইয়া দেবদেব নারায়ণ। এইদিনে হইলেন হন নিগমন॥ তৎপরে পূর্ণিমা তিথি যুগাদ্য আখ্যান। গন্ধপুষ্পে নারায়ণে পূজিবে বিধান॥ তৎপরে অষ্টমী তিথি কৃষ্ণপক্ষে যেই। মহাপুণ্যকর দিন জানিবেক সেই॥ শাক দানে পিতৃগণে পূজে সাধুজন। শাকাষ্টক শ্রাদ্ধ বলে শাস্ত্রের বচন॥ চতুর্দ্দশী তিথি পরে কৃষ্ণপক্ষে হয়। শিবের পরম প্রিয় জানিবে নিশ্চয়॥ সেই রাত্রে মহেশ্বরে করিবে পূজন। শিবরাত্রি নাম তার বিদিত ভুবন॥ কে বর্ণিতে পারে শিবরাত্রির মহিমা। অনন্ত অনন্ত মুখে নারে দিতে সীমা॥ কিবা স্বর্গ কিবা মর্ত্ত্য পাতাল নগর। নাগ নর আদি রহে অমর-নিকর॥ এই রাত্রে চারি যামে জাগিয়া রহিয়ে। শঙ্করের করে পূজা হৃষ্টচিত্ত হয়ে॥ উপবাস জাগরণ প্রমোদ অর্চ্চন। শিব-রাত্রে এই চারি যে করে সাধন॥ ধর্ম্মশীল কৃতী সেই এতিন ভুবন। সদা রক্ষা করে তারে দেব পঞ্চানন॥ এই চারি কর্ম্ম মধ্যে এক কর্ম্ম কৈলে। যাবত পাতক তার নাশিবে সমূলে॥ চতুর্দ্দশী রাত্রে কিম্বা জন্মাষ্টমী দিনে। দেবী মহাষ্টমী দিনে সুপবিত্র মনে॥ এই তিন দিনে যেই করে উপবাস। মুক্তিপথ তার সখি সম্মুখে প্রকাশ॥ তদন্তর অমাবস্যা অতি পুণ্যকর। সাধুর বচন ইহা শাস্ত্রের গোচর॥ চারি মাসে কালতীর্থ যে যে দিন হয়। বলিলাম দোঁহা পাশে ওগো সখীদ্বয়॥ এই সব দিনে পুণ্য করম করিবে॥ মহা-পুণ্যদিন এই অন্তরে জানিবে॥ শুভদিন অন্য অন্য মাসে যাহা আছে। বলিতেছি সখীদ্বয় দোঁহাকার কাছে॥ পুরাণে পবিত্র কথা অপূর্ব্ব বর্ণন। শুনিলে পাতক নাশ শাস্ত্রের বচন॥

* অর্ঘ্যদান মন্ত্র যথা।—

"জননী সর্ব্বলোকানাং সপ্তমী সপ্তসপ্তিকে।
সপ্তব্যাহৃতিকে দেবি নমস্তে রবিমণ্ডলে॥"

† মন্ত্র যথা —

"বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্রায় সাংকৃতিপ্রবরায় চ।
অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্মবর্ম্মণে॥"

———।

ষোড়শ অধ্যায়।

কালতীর্থবিশেষ কথন ও অগস্ত্যার্ঘ্যদান।

পঞ্চমী চৈত্রমাসস্য শুক্লা তীর্থমুদাহৃতং।
যত শ্রীব্রহ্মলোকাদ্ধি সম্প্রাপ্তা মানবালয়ং॥
তস্মাত্তাং পূজয়েত্তত্র যস্তং লক্ষ্মীর্ন মুঞ্চতি।
এষা শ্রীপঞ্চমী কার্য্যা বিষ্ণুলোকগতিপ্রদা॥

সখীদ্বয়ে সম্বোধিয়া কহেন পার্ব্বতী। শুন শুন সখীদ্বয় অপূর্ব্ব ভারতী॥ চৈত্রমাসে শুক্লা তিথি পঞ্চমী হইবে। তীর্থদিন বলি তাহা মনে বিচারিবে॥ এই দিনে লক্ষ্মী দেবী ব্রহ্মলোক হতে। অবতীর্ণ হন আসি মানব ভূমেতে॥ এই দিনে লক্ষ্মীপূজা করে যেই জন। কমলা তাহারে নাহি ত্যজেন কখন॥ শ্রীপঞ্চমী পূজা যেই করে ভক্তিভরে। বিষ্ণুলোকে গতি তার শাস্ত্রের বিচারে॥ চৈত্রমাসে শুক্লাষ্টমী পাতক-নাশিনী। শাস্ত্রমধ্যে নাম তার অশোক অষ্টমী॥ অশোক-অষ্টমী দিনে যেই মতিমান। অশোক-কলিকা-যুক্ত জল করে পান॥ জন্মাবধি সেই জন শোক নাহি পায়। শাস্ত্রের বচন ইহা কহিনু দোঁহায়॥ এই দিনে গঙ্গাস্নান করিয়া সুজন। কলিকা-মিশ্রিত-জল করিবে সেবন॥ যে মন্ত্রে করিবে সাধু জাহ্নবীতে স্নান। অশোক-কলিকা-জল করিবেক পান॥ মন দিয়া শুন মন্ত্র করিব বর্ণন। পাতক বিনাশ যাহে সন্তাপ নাশন॥ "মধু-মাসে সমুদ্ভব অভীষ্ট-দায়ক। শোক-সন্তাপিত আমি শুন হে অশোক॥ ভক্তি করি তোমা আমি করিতেছি পান। শোক নাশ হয় যাহে কর সে বিধান॥" * এই মন্ত্র ভক্তিভরে করি উচ্চারণ। অশোক-মিশ্রিত বারি করিবে সেবন॥ "গঙ্গে দেবি শিবে মাত শোকবিনাশিনি। শোকহীনে মহে-শ্বরি শুন গো জননি॥ শোক যেন নাহি হয় ইহ পরকালে।" † এ মন্ত্রে করিবে স্নান জাহ্নবী-সলিলে॥ শ্রীরাম নবমী পরে অতি পুণ্য তিথি। সংযুত সে দিন পুষ্যা নক্ষত্র সংহতি॥ রাবণ বিনাশ হেতু দেব জনার্দ্দন। এই দিনে

---

* মন্ত্র যথা,—

"ত্বামশোক হরাভীষ্ট মধুমাসসমুদ্ভব।
পিবামি শোকসন্তপ্তো মামশোকং সদা কুরু॥"

† মন্ত্র যথা;—

"গঙ্গে দেবি শিবে মাতরশোকে শোকনাশিনি।
ইহলোকে পরত্রাপি শোকং হর মহেশ্বরি॥"

ধরাধামে অবতীর্ণ হন ॥ এই দিনে ভক্তি করি হরির অন্তরে। সৌমিত্রি ভরত সীতা আর রঘুবরে ॥ যথাবিধি পূজা করি উপবাসী রহে। সংসার জ্বালায় সেই কভু নাহি দহে ॥ ধরাধামে পুন সেই না ধরে জনম। মনসুখে রহে সদা বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥ পরদিনে দশমীতে আনন্দ অন্তরে। ভোজন করাবে বিচক্ষণ বিপ্রবরে ॥ শতসংখ্যা তিলহোম করিবে সুজন। শাস্ত্রের বিধান এই কহিনু বচন ॥ চৈত্রমাসে শুক্ল পক্ষে ত্রয়োদশী তিথি। রামের করিবে পূজা শাস্ত্রে হেন বিধি ॥ সর্ব্বকাম সিদ্ধ হবে নাহিক সংশয়। শাস্ত্রের বচন ইহা কভু মিথ্যা নয় ॥ চৈত্র মাসে শুক্লপক্ষে চতুর্দ্দশী হবে। মদনাখ্যা নাম তার সকলে জানিবে ॥ শিবপ্রিয় তিথি সেই শিবানীর প্রিয়। করিবে মদনপূজা শুন সখীদ্বয় ॥ পূজিবেক শিবগৌরী মূলমন্ত্র স্মরি। চৈত্রার্চ্চন ফল হবে শুন সহচরী ॥ কর্পূর কুঙ্কুম মাল্য অগুরু চন্দন। বিবিধ নৈবেদ্য ছত্র বস্ত্র বিতরণ ॥ এই সব দিয়া পূজা করিলে বিধানে। কাটাবে যামিনী কাল রহি জাগরণে ॥ অশ্বমেধ শত ফল হইবে তাহায়। কহিনু শাস্ত্রের বিধি সখি দোঁহাকায় ॥ সৌভাগ্যদা চৈত্রী চিত্রা নক্ষত্র সংযুতা। তাহাতে পূজিবে মোরে হয়ে হর্ষযুতা ॥ চন্দ্রলোকে যাবে সেই নাহিক সংশয়। শাস্ত্রের বচন ইহা কভু মিথ্যা নয় ॥ চৈত্রী মন্বন্তরা যদি হয় রবিবারে। শনিবারে কিম্বা হয় বৃহস্পতিবারে ॥ সেই দিনে স্নান করে যেই সাধু জন। অশ্বমেধাধিক পুণ্য করে উপার্জ্জন ॥ দান করে যদি কিছু অক্ষয় তা হয়। তর্পণ করিলে পিতৃগণ তৃপ্ত রয় ॥ বৈশাখের শুক্লপক্ষে তৃতীয়ার দিনে। যব উৎপাদিত হয় এই ধরাধামে ॥ যুগ প্রবর্ত্তিত করে দেব জনার্দ্দন। ব্রহ্মলোক হতে গঙ্গে আসেন ভুবন ॥ এই দিনে যবহোম করিবে বিধানে। অর্চ্চনা করিবে যব দিয়া নারায়ণে ॥ দ্বিজগণে যবদান করিবে সুজন। যবান্ন ব্রাহ্মণগণে করাবে ভোজন ॥ কৈলাস শঙ্কর ভগীরথ নৃপবরে। হিমালয় গঙ্গা আর যাবত সাগরে ॥ পূজিবে ভকতি করি সাধু বিচক্ষণ। মহাপুণ্য হবে তাহে শাস্ত্রের বচন ॥ কিবা স্নান কিবা দান কিবা হোম তপ। কিবা শ্রাদ্ধ ধর্ম্মকর্ম্ম অথবা কি জপ ॥ এই দিনে শ্রদ্ধা সহ কৈলে আচরণ। অনন্ত হইবে তাহা শাস্ত্রের বচন ॥ বিশেষতঃ যদি করে জাহ্নবীর তীরে। অক্ষয় হইবে তাহা শাস্ত্রের বিচারে ॥ জ্যৈষ্ঠমাসে শুক্লপক্ষে চতুর্থী দিনেতে। অবতীর্ণা হন উমা মানব-ভূমেতে ॥ সেই দিনে গৌরী-পূজা সৌভাগ্য-কারণ। করিবে ভকতি ভরে সেই সাধুজন ॥ নৃত্যগীত মহোৎসব বিধানে করিবে। নানাবিধ উপচার দেবীরে অর্পিবে ॥ বিল্বদলে হোম-কার্য্য করিবে সাধন। তৃপ্তরূপে বিপ্রগণে করাবে ভোজন ॥ জ্যৈষ্ঠমাসে শুক্লপক্ষে যে তিথি দশমী। দশহরা নাম তার শাস্ত্রে হেন জানি ॥ হস্তা-ঋক্ষ-সমন্বিত এই দিন হয়। স্নান দানে পাপনাশ জানিবে নিশ্চয় ॥ যে কোন নদীর জলে করিয়া গমন। তিলোদক পিতৃগণে করিলে অর্পণ ॥

দশজন্ম-পাপক্ষয় হয় সেই ফলে। এদিনে পূজিবে গঙ্গা পবিত্র অন্তরে॥ চন্দন কুসুম মাল্য করিবে অর্পণ। শুনিবে পড়িবে কিম্বা গঙ্গার স্তবন॥ ভোজন করাবে যত ব্রাহ্মণ-নিকরে। মহাপুণ্য হবে তাহে শাস্ত্রের বিচারে॥ এই দিনে গঙ্গাদেবী হিমালয় হতে। অবতীর্ণ হন আসি মানব-ভূমেতে॥ এ হেতু পূজিবে ইথে দেব মহেশ্বর। ভগীরথ কুলশৈল ধরণী সাগর॥ পূজিবে ভকতি করি দেব পদ্মাসনে। হংস কারণ্ডব কহ্ল আদি পক্ষীগণে॥ সিত শত করবীরে হোম অনুষ্ঠান। শাস্ত্রবিধি অনুসারে করিবে ধীমান॥ দশহরা পূজা করে যেই নরোত্তম। ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র হোক অথবা ব্রাহ্মণ॥ অশ্বমেধ আদি যজ্ঞে যেই ফল হয়। সেজন লভিবে তাহা নাহিক সংশয়॥ জ্যৈষ্ঠমাসে জ্যেষ্ঠাযুতা পূর্ণিমা হইবে। অনুরাধাযুতা কিম্বা ঐ তিথি জানিবে॥ মহাজ্যৈষ্ঠী নাম তার অতি পুণ্যদিন। ফলাধিকা শনিযোগে বলয়ে প্রবীণ॥ এ দিনে পুরুষোত্তমে করিলে দর্শন। অন্তিমে সেজন যায় বৈকুণ্ঠ ভবন॥ গঙ্গাস্নান করে যেই একান্ত হৃদয়ে। মুক্তিপদ পায় সেই অন্তিম সময়ে॥ চন্দ্রগ্রহ সহস্রের ফল হয় তার। সূর্য্যগ্রহ-শত-ফল শাস্ত্রের বিচার॥ স্নান দান জপ শ্রাদ্ধ একান্ত অন্তরে। এই দিনে করে যদি জাহ্নবীর তীরে॥ মহাফল হয় তাহে শাস্ত্রের বচন। কহিলাম সখীদ্বয় যথার্থ কথন॥ আষাঢ়ী পঞ্চমী তিথি কৃষ্ণপক্ষ হবে। উপাকর্ম্মে সুপ্রশস্ত সে তিথি জানিবে॥ মহাবাজসনি-শাখাধ্যায়ী বিপ্রগণ। উপাকর্ম্মে তাহাদের শাস্ত্রের বচন॥ জনার্দ্দন শ্রাবণীয়া কৃষ্ণাষ্টমী দিনে। ভাদ্র-অষ্টবিংশ দিনে জন্মে ধরাধামে॥ কৃষ্ণরূপে জন্ম লন দেবকী উদর। জন্মাষ্টমী বলি খ্যাত আছে চরাচর॥ গন্ধ মাল্য বস্ত্র আদি করিয়া অর্পণ। করিবে কৃষ্ণের পূজা যেই সাধু জন॥ গোধূমপিষ্টক আর ক্ষীর আদি করি। ভক্ষ্য ভোজ্য দিবে যত অতি ভক্তি করি॥ নানাবিধ ফল মূল করিবে অর্পণ। নৃত্যগীত মহোৎসবে রাত্রি জাগরণ॥ প্রতিমা নির্ম্মাণ করি পূজিবে তাহায়। শ্রীকৃষ্ণ নন্দের বধূ দেবকী সবায়॥ সর্ব্বসিদ্ধি হবে তাহে শাস্ত্রের বচন। বিধানে রাত্রিতে পূজা করিবে সুজন॥ রোহিণীসংযুতা যদি নিশীথিনী হয়। ফলাধিক হবে তাহে জানিবে নিশ্চয়॥ কৃষ্ণজন্ম কথা আর মাহাত্ম্য বর্ণন। মন দিয়া ভক্তিভরে করিবে শ্রবণ॥ উপবাস জাগরণ উৎসবাদি করি। করিবে সাধক হৃদে স্মরিয়া শ্রীহরি॥ যদ্যপি জয়ন্তী যোগ এই দিনে হয়। ফলাধিক্য হয় তাহে জানিবে নিশ্চয়॥ জন্মাষ্টমী দিনে অর্দ্ধ-নিশার সময়। করিবে বৈদিকী ক্রিয়া শাস্ত্রে হেন কয়॥ শৈশবে কৌমারে আর বার্দ্ধক্যে যৌবনে। যেই পাপ উপার্জ্জন করে সপ্তজন্মে॥ স্বল্প কিম্বা বহু হোক নাশে সমুদয়। জন্মাষ্টমী ফলে সখী কহিনু নিশ্চয়॥ জপ হোম আদি করি ধর্ম্ম অনুষ্ঠান। শতগুণ ফল তার ইথে নাহি আন॥ জন্মাষ্টমী ব্রত করে যেই সাধুজন। মনের মানস পূর্ণ শাস্ত্রের বচন॥ উপবাসে মহাপাপ নাশে

সমুদয়। কহিলাম দোঁহা পাশে ওগো সখীদ্বয় ॥ এইরূপে বিধিমতে করিয়া পূজন। পরদিন প্রত্যুষেতে হয়ে একমন ॥ নদী কিম্বা তড়াগেতে করিয়া গমন। করিবে ভকতি করি প্রতিমা স্মাপন ॥ মহোৎসব করি পরে গৃহেতে যাইবে। অষ্টমীর অন্তে পরে পারণ করিবে ॥ করিবে বৈষ্ণব সহ বিধানে পারণ। হর্ষ-ভরে নিরন্তর রবে নিমগন ॥ গুরুদেবে কিম্বা বিপ্রে দক্ষিণা অর্পিবে। নবমীতে গো-অর্চ্চনা বিধানে করিবে ॥ ধেনুগণে প্রীত কৈলে ধনবৃদ্ধি হয়। অতুল সম্পত্তি গৃহে নিরন্তর রয় ॥ কৃষ্ণপক্ষে ভাদ্রপদে ছন্দোগ দ্বিজের। উপাকর্ম্ম হবে তাহে বিচার শাস্ত্রের ॥ পুষ্যা ঋক্ষ হবে তাহে শাস্ত্রের নির্ণয়। কহিলাম সার কথা ওগো সখীদ্বয় ॥ ভাদ্রমাসে শুক্লপক্ষে তৃতীয়া দিবসে। মন্বন্তরা নাম তার শাস্ত্রেতে প্রকাশে ॥ স্নান দান শুভকর্ম্ম করিবে তাহায়। মহাপুণ্য হবে তাহে কহিনু দোঁহায় ॥ তৎপরে পঞ্চমী তিথি হবে যেই দিন। মনসার পূজা তাহে করিবে প্রবীণ ॥ তৎপরে সামান্যা ষষ্ঠী পাপহরা নাম। মহাপুণ্য হয় তার যেই করে স্নান ॥ শুক্ল প্রতিপদ হতে আরম্ভ করিয়ে। পৃথিবী পালেন ইন্দ্র হরি-আজ্ঞা লয়ে ॥ ধান্য আদি শস্য ক্রমে করে উৎপাদন। এ হেতু ইন্দ্রের পূজা করিবে সুজন ॥ বিশেষতঃ শচী-পূজা করিবে সে দিনে। আয়ুধ-নিকরে আর অনুচরগণে ॥ পটেতে দেবের মূর্ত্তি করিয়া নির্ম্মাণ। বিশেষে পূজিবে রাজা হয়ে ভক্তিমান ॥ প্রতিদিন এইরূপে করিবে পূজন। একপক্ষ নিয়মিত শাস্ত্রের বচন ॥ দ্বাদশীতে নরপতি শক্রোত্থান করি। বিধানে করিবে পূজা স্মরিয়া শ্রীহরি ॥ হরি-পার্শ্বপরিবর্ত্ত হয় সেই দিনে। শ্রবণদ্বাদশী নাম শ্রবণা মিলনে ॥ কশ্যপ-ঔরসে আর অদিতি-জঠরে। এ দিনে বামনদেব নিজ-জন্ম ধরে ॥ পরম বৈষ্ণব যেই যেই সাধুজন। স্নান দান উপবাস করিবে সে জন ॥ ইহার সপ্তাহ পরে অগস্ত্যার্ঘ্য দিন। অগস্ত্যেরে দিবে অর্ঘ্য যে জন প্রবীণ ॥ সঘৃত পায়স অন্ন তাম্রপাত্রে লয়ে। নানা ভক্ষ্য ফল পঞ্চরতন মিশায়ে ॥ বিধানে অগস্ত্য দেবে করিবে অর্পণ। মনোরথ হবে সিদ্ধ শাস্ত্রের বচন ॥ পুরুষ অঙ্গুষ্ঠমাত্র চতুর্ভুজধারী। কুম্ভজাত এইরূপ মনেতে বিচারি ॥ স্বর্ণ-প্রতিমাতে পূজা করিবে পূজন। বসিবেক পূজাকালে দক্ষিণ বদন ॥ পট্টাম্বর-বিভূষিত প্রতিমা করিয়া। ধান্য আদি ভক্তিভরে যথাবিধি দিয়া ॥ ঘটেতে প্রতিমা সেই করিলে স্থাপন। বিধানে করিবে পূজা যেই সাধুজন ॥ পয়স্বিনী ধেনু বিপ্রে করিবেক দান। অগস্ত্যার্ঘ্য দিতে এই আছয়ে বিধান ॥ "কাশ-পুষ্পনিভ অগ্নি-মারুত-নন্দন। মিত্রাবরুণের পুত্র তুমি ভগবন ॥ কুম্ভযোনে তোমা আমি করি নমস্কার।"* প্রণমিবে এই মন্ত্রে শাস্ত্রের বিচার ॥ অবশেষে হোমকার্য্য করিতে হইবে।

* মন্ত্র যথা ;—

"কাশপুষ্পপ্রতীকাশ অগ্নিমারুতসম্ভব।
মিত্রাবরুণয়োঃ পুত্র কুম্ভযোনে নমোঽস্তু তে ॥"

চন্দ্রলোকে সেই সাধু অন্তিমে যাইবে ॥ রূপবান্ রোগহীন হবে সেই জন। শাস্ত্রের বচনে ইহা জানে মুনিগণ ॥ সপ্ত অর্ঘ্য সমর্পণ করিবে ধীমান। যাবত অগস্ত্য শূন্যে করে অধিষ্ঠান ॥ ভক্তিভরে বিপ্রগণে করাবে ভোজন। পরমান্ন ফল মত করিবে অর্পণ ॥ প্রভুত দক্ষিণা দিবে ব্রাহ্মণের করে। পূজিবে সংযত হয়ে পবিত্র অন্তরে ॥ "মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি যেন হয় ভগবন। তোমার প্রসাদে বিঘ্ন না হয় কখন ॥ ভক্তি ভরে পূজা আমি করিব তোমার। আমার বিপদ নাশ কর দয়াধার ॥" এরূপ প্রার্থনা করি পবিত্র অন্তরে। পূজিবে বিধানে কাশীবাসী অগস্ত্যেরে ॥ অগস্ত্যার্ঘ্য-কাল আর তীর্থ-পরিচয়। বলিলাম দোঁহা পাশে ওগো সখীদ্বয় ॥ অবশিষ্ট কালতীর্থ করিব বর্ণন। সখী দোঁহে অবধানে করহ শ্রবণ ॥

সপ্তদশ অধ্যায়।

পিতৃকৃত্যাদির কালকথন।

[illegible] ।
[illegible] শ্রাদ্ধং সর্ব্বকামিভিঃ ॥

যে যে তিথি পিতৃগণে তৃপ্তিপ্রদ হয়। বলিতেছি মন দিয়া শুন সখীদ্বয় ॥ অশ্বযুক-কৃষ্ণপক্ষ-তিথি যাহা হবে। তাহাতে পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ সুজন করিবে ॥ পিতৃগণ তাহে প্রীতি সমধিক পান। সুপুত্র করিবে ইথে শ্রাদ্ধের বিধান ॥ আমারে জানিবে সখী পিতৃস্বরূপিণী। শ্রাদ্ধেতে পরম তুষ্ট হয়ে থাকি আমি ॥ কন্যারাশিগত যবে রবিদেব হয়। তাহাতে করিবে শ্রাদ্ধ যত নরচয় ॥ শ্রাদ্ধ-রূপা মম পূজা মহাপ্রীতিকরী। আমি স্বাহা আমি স্বধা শুন সহচরী ॥ ওঙ্কার-রূপিণী আমি নমস্বরূপিণী। শ্রাদ্ধরূপা মম পূজা সন্তোষকারিণী ॥ নিদ্রাগত হন যবে বিষ্ণু সনাতন। সর্ব্বত্র বিরাজি আমি এতিন ভুবন ॥ করিবে অপর পক্ষে শ্রাদ্ধ দিনে দিনে। অশক্তে পঞ্চমী তিথি আছয়ে বিধানে ॥ অথবা দশমী দিনে করিবে সুজন। যদ্যপি তাহাতে শক্ত না হয় কখন ॥ অমাবস্যা-দিনে শ্রাদ্ধ করিবে নিশ্চয়। তাহাতে যদি ক্ষম কভু নাহি হয় ॥ দীপান্বিতা তিথি যবে উদয় হইবে। ভক্তিভরে তাহে শ্রাদ্ধ অবশ্য করিবে ॥ অপর পক্ষেতে শ্রাদ্ধ আর যে তর্পণ। করিবে ভকতিভরে যেই সাধুজন ॥ গঙ্গাজলে

কিম্বা অন্য জলাশয়ে গিয়ে। করিবে তর্পণ তিলে পবিত্র হৃদয়ে॥ নিষিদ্ধ দিবস হলে তর্পণ করিবে। সতিল তর্পণে বাধা কিছু নাহি রবে॥ পুত্রবান্ সাধু হব যেই মহাজন। মঘাতিথে পিণ্ডদান না দিবে কখন॥ যেই জন প্রাণত্যাগ করেছে সলিলে। অথবা ত্যজেছে প্রাণ পড়িয়া অনলে॥ চতুর্দ্দশী দিনে কার্য্য হইবে তাহার। অমাবস্যা দিনে হবে কামিনী আচার॥ উপসর্গ-মৃত কিম্বা আত্মঘাতী জনে। পিণ্ডোদক দিবে তারে অমাবস্যাদিনে॥ যেই নারী দেহ ত্যজে সূতিকা আগারে। অমাবস্যা দিনে পিণ্ড দিবেক তাহারে॥ অষ্টমীতে শাকশ্রাদ্ধ করে যেই জন। পিতৃগণ মহাতুষ্ট তার প্রতি হন॥ ত্রয়োদশীদিনে সাধু হয়ে একমন। করিবেক শ্রাদ্ধ দিয়া পায়স-ওদন॥ কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথি যুগাদ্যা আখ্যান। মহা পুণ্যকর দিন শাস্ত্রের বিধান॥ মন দিয়া এবে সখী করহ শ্রবণ। শরৎকালে পূজাদিন করিব বর্ণন॥

এইরূপে পুণ্যকথা করিয়া শ্রবণ। জাবালি ব্যাসের কাছে জিজ্ঞাসে তখন॥ তব মুখে মধুমাখা শুনিয়া ভারতী। পিপাসা বাড়িছে আরো ক্ষান্ত নহে মতি॥ যত শুনি তত বাঞ্ছা করিতেছে মন। মনের সন্দেহ দূর কর ভগবন॥ স্বধারূপা পিতৃরূপা দেবীরে কহিলে। প্রণবরূপিণী বলি বর্ণন করিলে॥ ইহার কারণ বল ওহে মতিমন। জানিবারে কুতূহলী হইতেছে মন॥ অকালে শারদী পূজা কেন বা হইল। ইহার কারণ মোরে বিবরিয়া বল॥ তোমার চরণে প্রভু করি নমস্কার॥ বিবরিয়া নাশ মম মনের আঁধার॥ তব কৃপাবলে হয় অজ্ঞানীর জ্ঞান। পুরাণ-রচিতা তুমি সবার প্রধান॥ এতেক বচন শুনি ব্যাস মহামতি। কহিলেন জাবালিরে কর অবগতি॥ দুর্গার মুখেতে শুনি তীর্থ-পরিচয়। জিজ্ঞাসা করিল তাঁরে পুন সখীদ্বয়॥ তুমি দেবী সহচরী তুমিই জননী। ভুক্তি-মুক্তিদাত্রী তুমি দোঁহে মোরা জানি॥ পিতৃরূপা কিসে তুমি স্বধারূপা কিসে। প্রকাশ করিয়া বল দোঁহাকার পাশে॥ কি কারণে শরৎকালে তব পূজা হয়। অকালে তোমার পূজা এ বড় সংশয়॥ মনের আঁধার যাহে নাশে দোঁহাকার। কৃপা করি কর তাহা করি নমস্কার॥ দোঁহার বচন শুনি দেবী হৈমবতী। বলিতে লাগিলা দোঁহে অপূর্ব্ব ভারতী॥

অষ্টাদশ অধ্যায়।

দেবগণ সহ ব্রহ্মার বৈকুণ্ঠে গমন, দশাননের দৌরাত্ম্য কথন, নারায়ণের নরলোকে অবতীর্ণ হইতে প্রতিজ্ঞা, ব্রহ্মা ও নারায়ণের কৈলাসে গমন, অষ্টাদশভুজার উৎপত্তি এবং দেবগণের ও শূলপাণির বানরাদি রূপে জন্মগ্রহণ করিতে অঙ্গীকার।

ব্রহ্মোবাচ।—লঙ্কায়াং রাক্ষসপতিস্ত্রিদিবস্থে দুরাসদঃ।
তং নিহন্তুং ক্ষিতৌ নাথ মানুষীং তনুমাশ্রয়॥
ভগবানুবাচ।—ব্রহ্মন সত্যমিদং প্রোক্তং ময়াপি নিশ্চয়েন বৈ।
মানুষোঽহং ভবিষ্যামি তং বধিষ্যামি রাক্ষসং॥

সখী দোঁহে সম্বোধিয়া কহে হৈমবতী। শুন শুন সখী তবে অপূর্ব্ব ভারতী॥ দশরথ নামে রাজা পূর্ব্বেতে আছিল। যাঁর যশে দশদিকে ধরণী পূরিল॥ কোশলের অধিপতি সেই নরপতি। যজ্ঞা দাতা বিচক্ষণ সদা ধর্ম্মে মতি॥ পরাক্রমে নাহি ছিল তাঁহার সমান। সূর্য্যবংশ-ধুরন্ধর সেই মতিমান॥ সার্দ্ধ সপ্ত শত ভার্য্যা আছিল তাঁহার। রূপে গুণে সবে ধন্যা পৃথিবী মাঝার॥ কৌশল্যা কৈকেয়ী আর সুমিত্রা রূপসী। এই তিন জন ছিল প্রধানা মহিষী॥ সুভগা সুশীলা তিনে সুচারু-লোচনা। সেরূপ ধরায় নাহি ছিল কোন জনা॥ কিন্তু কি দুঃখের কথা বিধির লিখন। কেহ নাহি পুত্রমুখ করে দরশন॥ পুত্র বিনা দশরথ বিষাদিত মনে। দিবস যামিনী রহে পত্নীগণ সনে॥ কিসে পুত্র লাভ হবে ভাবে নররায়। দিন দিন জীর্ণ শীর্ণ চিন্তাকুল কায়॥ পুত্র হেতু রাজা করে যজ্ঞ আয়োজন। শুনহ অপূর্ব্ব কথা করিব বর্ণন॥ বিভাণ্ডক নামে ছিল তাপস-প্রবর। ঋষ্যশৃঙ্গ তার পুত্র অতি গুণধর॥ তাঁহারে আনিয়া যজ্ঞ করিবে সাধন। মন্ত্রণা করিয়া স্থির করেন রাজন॥ এদিকে অমরপুরে অমর নিকর। ব্রহ্মা সহ উপনীত বৈকুণ্ঠ নগর॥ নারায়ণে প্রণমিয়া দেব প্রজাপতি। কহিলেন ধীরে ধীরে বিনয় ভারতী॥ নারায়ণ জগন্নাথ বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর। জনার্দ্দন হৃষীকেশ বেদ-অগোচর॥ অনাথের নাথ তুমি তুমি হে কেশব। দেব-দেব সনাতন তুমি হে মাধব॥ বিপদে পড়িয়া লই তোমার শরণ। নিবেদন করি শুন ওহে নিরঞ্জন॥ রাবণ রাক্ষসপতি বসে লঙ্কাপুরে। তার উপদ্রবে কষ্ট পায় চরাচরে॥ তাহারে বধিতে নাথ যাহ ধরাতল। দেবকার্য্যে ধর প্রভু নর-কলেবর॥ সবার অবধ্য হয়ে সেই দশানন। এই বর তারে

আমি করেছি অর্পণ ॥ লভিয়া বাঞ্ছিত বর সেই দুরাশয়। আনন্দে আপন মনে মহাসুখে রয় ॥ মানুষের হাতে বধ না হবে কখন। মোহবশে এই বর না করে গ্রহণ ॥ নরলোক ভক্ষ্য তার জানে সর্ব্বক্ষিতি। এত ভাবি অই বর না নিল দুর্ম্মতি ॥ অবজ্ঞা করিল নরে তুচ্ছ করি জ্ঞান। অমর বলিয়া হৃদে করে অনুমান ॥ অতএব নরদেহ করিয়া ধারণ। কণ্টক রাবণে শীঘ্র করহ নিধন ॥ মহারাজা দশরথ কোশলের পতি। পুত্রার্থে যজ্ঞের সূত্র করিছেন ক্ষিতি ॥ বৈষ্ণব-প্রধান সেই নৃপতি-প্রবর। পুত্ররূপে তাঁর গৃহে যাহ দামোদর ॥

ব্রহ্মার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। ধীরে ধীরে নারায়ণ কহেন তখন ॥ যা বলিলে সত্য বটে সব আমি জানি। নিশ্চয় করেছি আমি মনে অনুমানি ॥ মানুষ হইয়া যাব অবনী-মাঝারে। অবহেলে বিনাশিব রক্ষ দুরাচারে ॥ কিন্তু এক গুপ্তকথা আছে তব সনে। কিঞ্চিৎ প্রতীক্ষা কর বৈকুণ্ঠ ভবনে ॥ দেবগণ নিজগৃহে করুন গমন। সাহায্য করিবে কিন্তু অমর সগণ ॥ যখন মানবরূপে জন্মিব ধরায়। বানর ভল্লুক রূপে জন্মিবে সবায় ॥ এত বলি দেবগণে চাহি জনার্দ্দন। যেরূপে জন্মিবে সবে কহেন তখন ॥ যথাযথ নিয়োজিত করিয় সবায়। মিষ্টভাবে দেবগণে করেন বিদায় ॥ দেবগণ নিজস্থানে করিলে গমন ব্রহ্মা সহ দেবদেব প্রভু জনার্দ্দন ॥ কৈলাস-শিখরে যান যথা মহেশ্বর। বি[illegible] জেন আমা সহ হরিব-অন্তর ॥ বিধি বিষ্ণু দোঁহে হেরি দেব পঞ্চানন। হরি[illegible] দোঁহার পূজা করেন সাধন ॥ অবশেষে তিন জনে আনন্দ অন্তরে। ধীরে ধীরে উপনীত আমার গোচরে ॥ প্রণাম করিতে মোরে দেব তিনজন। সহাস্য-বদনে হন উদ্যত যেমন ॥ অমনি এক ভগবতী জলদবরণী। বাহিরিল মম দেহ হইতে তখনি ॥ অষ্টাদশ-ভুজা দেবী চন্দ্রকলা শিরে। জয়ন্ত্যাদি অষ্ট দেবী চারিদিকে ঘেরে ॥ নানাবিধ বিভূষণে কিবা শোভমানা। নবীন যৌবনী ধনী বিশাল-লোচনা ॥ নৃত্য করে হরভরে স্বর্ণ-সিংহাসনে। কল্যাণী স্বরূপা দেবী ভূষিত ভূষণে ॥ তাঁহারে হেরিয়া হর হরি পদ্মাসন। প্রণমিয়া মনোবাঞ্ছা করে নিবেদন ॥ হরের সমক্ষে পরে বৈকুণ্ঠের পতি। কহিলেন চণ্ডিকারে বিনয়-ভারতী ॥ বিষ্ণুমায়ে তুমি মাত সবার জননী। নিবেদি তোমারে দেবি শুন গো ভবানী ॥ প্রজাপতি দেব সহ করি আগমন। রাবণের বধ হেতু করে নিবেদন ॥ সেই হেতু নরতনু ধারণ করিয়া। নরধামে যাব দেবহিতার্থী হইয়া ॥ আমার সহায় হেতু যত দেবগণ। বানর ভল্লুককুলে ধরিবে জনম ॥ কিন্তু এক কথা মাত নিবেদি তোমায়। রাবণ তোমার ভক্ত বিদিত ধরায় ॥ নিরন্তর দুরাচার তব পদ সেবে। আজীবন হৃদে ভাবে দেবদেব ভবে ॥ তব ভক্তে শিব ভক্তে অথবা আমার। কিরূপে বধিব মাতঃ চিন্তি অনিবার ॥ তোমা দেব দেবী দোঁহে কৃপা বিতরণে। দর্পিত করেছ মাগো সেই দশাননে ॥ বিশে ষতঃ তুমি মাগো লঙ্কার ঈশ্বরী। কিরূপে নাশিব দুষ্টে সদা চিন্তা করি ॥ অত

এব তব পদে মিনতি আমার। উপায় করিয়া কর ত্রিলোক উদ্ধার॥ কিরূপে নিহত হবে দুষ্ট দশানন। তাহার উপায় মাতঃ কর নিরূপণ॥ বিষ্ণুর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। হাসি হাসি চণ্ডী দেবী কহেন বচন॥ সত্য সত্য নারায়ণ সেই রক্ষপতি। মম সেবা করে সদা করিয়া ভকতি॥ সদা আরাধনা করে দেব পঞ্চাননে। তাদৃশী সম্পত্তি হৈল সেই সে কারণে॥ দুর্ল্লভ তাহার কিছু নাহি ধরাতলে। যাহা চায় তাহা পায় পূর্ব্ব-ভাগ্যফলে॥ আত্মবিনাশের হেতু এবে দশানন। পীড়ন করিছে দুষ্ট এ তিন ভুবন॥ কিরূপে দুরাত্মা হবে সমূলে সংহার। মনে মনে আমি তাহা ভাবি অনিবার॥ তাহারে দিয়াছে বর দেব পদ্মাসন। নিরন্তর মম সেবা করে দুরাত্মন॥ আরাধনা করে সদা দেব মহেশ্বরে। কভু নাহি হিংসা করে তোমার উপরে॥ আমাদের হতে বধ এবে নাহি হয়। উপায় তাহার এক হয়েছে নির্ণয়॥ মানুষ তাহার ভক্ষ্য ভাবি দুরাত্মন। নর হতে অবধ্যত্ব না করে গ্রহণ॥ অতএব মনুষ্যপথ আছয়ে নির্ণয়। পূর্ব্ব হতে ব্রহ্মা তার করেছে নিশ্চয়॥ দশাননে বধ হেতু মানুষ আকারে। যাহ তুমি নারায়ণ অবনী মাঝারে॥ কিন্তু এক কথা বলি শুন দিয়া মন। রাবণে ত্যজিলে আমি করিবে নিধন॥ নতুবা তাহারে বধ করিতে নারিবে। অজিতে উপায় এক শুন বলি তবে॥ মানুষ সপোতে তুমি যাইলে ধরায়। তব পত্নী লক্ষ্মীদেবী যাবেন তথায়॥ আমারি বিভূতি লক্ষ্মী আর কেহ নয়। তাঁহারে হরিবে সেই দুষ্ট দুরাশয়॥ লক্ষ্মী দেবী যাবে যবে রাক্ষস-আগারে। ত্যজিব তখন আমি রাক্ষস-প্রবরে॥ মম প্রতিনিধিরূপা কমলা সুন্দরী। অপমান হবে যবে দুষ্ট-করে পড়ি॥ তখন পাপের ভ্রাস হইবে তাহার। অবহেলে তব করে হইবে সংহার॥ অতএব ধরাতলে যাহ নারায়ণ। রাবণ নিধনে মন কর নিয়োজন॥ সতত আমারে হৃদে করিবে স্মরণ। সাহায্য করিব আমি কহিনু বচন॥ আরো এক কথা বলি শুন মন দিয়ে। শঙ্করে করিবে সেবা ভক্তিযুত হয়ে॥ দেবীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। মহানন্দে শিব প্রতি চাহে নারায়ণ॥ দেবীর আদেশে হরি শম্ভুরে নেহারে। বুঝি পঞ্চানন তাহা ভাসে সুখ-নীরে। উৎফুল্ল-নয়নে তবে কহেন বচন। আমিও বানরী-গর্ভে ধরিব জনম॥ তোমার আনন্দ হেতু ওহে দামোদর। করিব অদ্ভুত কর্ম্ম ত্রিলোক-দুষ্কর॥ তোমার আদেশ সদা করিব পালন। তব কৃপাবশে হব অমিতবিক্রম॥ আমি যবে লঙ্কাপুরে করিব গমন। লঙ্কেশ্বরী লঙ্কাপুরী ত্যজিবে তখন॥ আমার মনের কথা করিনু বর্ণন। কি করিবে ব্রহ্মা তাহা বলুন এখন॥ শিবের এতেক বাক্য শুনি লক্ষ্মীপতি। আনন্দ-সলিলে মগ্ন হন মহামতি॥ আনন্দাশ্রু নেত্রযুগে পড়িতে লাগিল। হর্ষ-ভরে ব্রহ্মা পানে নেত্রপাত কৈল॥ বিষ্ণুর হৃদয়-ভাব বুঝিয়া তখন। কহিলেন ধীরে ধীরে দেব পদ্মাসন॥ ভল্ল কযোনিতে আমি যাব ধরাতল। তব মন্ত্রী

হব নাথ বলে মহাবল॥ শুভাশুভ হিতাহিত করিব বিচার। মনের বাসনা যাহা করিনু প্রচার॥ পূর্ব্ব হতে ধর্ম্ম আগে করেছে গমন। বিভীষণ রূপে তথা ধরেছে জনম॥ সর্ব্বথা রাক্ষসে নাশ ধর্ম্মই করিবে। নররূপে অতি শীঘ্র যাই নাথ তবে॥ এইরূপে পরামর্শ হলে সমাপন। ব্রহ্মাদি সকলে হন আনন্দে মগন॥ যথা পরামর্শ তথা করিলেন কাজ। রাবণে মারিতে বিষ্ণু যান ধরামাঝ॥ যথাকালে রাবণেরে করেন নিধন। অপূর্ব্ব ভারতী উহা পাতক-নাশন॥ পুত্র হেতু দশরথ যজ্ঞক্রিয়া করে। চরু ভাগ করি দেন মহিষীগণেরে॥ চারিভাগ চরু হয় এই সে কারণ। চারি অংশে জন্ম লন দেব জনার্দ্দন॥ এই কথা যেই জন পড়ে কিম্বা শুনে। অবহেলে তরে সেই ভবের বন্ধনে॥

ঊনবিংশ অধ্যায়।

রাম, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের জন্ম, বিশ্বামিত্র সহ রামের গমন, তাড়কা বধ, সীতা পরিণয়, পরশুরামের দর্প চূর্ণ ও সীতাহরণ প্রভৃতি কথন।

কৌশল্যা সুষুবে রামং ভরতং কেকয়ী নৃপাৎ।
সুমিত্রা সুষুবে পুত্রৌ শত্রুঘ্নলক্ষ্মণৌ যমৌ॥
রামশ্চ ভরতশ্চৈব শ্যামৌ দূর্ব্বাদলপ্রভৌ।
পীতৌ লক্ষ্মণশত্রুঘ্নৌ সর্ব্বে সুন্দরবিগ্রহাঃ॥

কহিলেন হৈমবতী শুন তার পর। দশরথ মহারাজা সূর্য্যবংশধর॥ ঋষ্য-শৃঙ্গে লয়ে যজ্ঞ সমাধা করিল। সেই যজ্ঞ-চরু লয়ে রাণী তিনে দিল॥ চরু ভাগ করি সবে করিল ভোজন। রাণীগণ গর্ভবতী তাহাতেই হন॥ কৌশল্যা কৈকেয়ী আর সুমিত্রা মহিষী। গর্ভবতী হয়ে সুখে রহে দিবানিশি॥ হর্ষভরে উথলিল রাজার অন্তর। পৌর জানপদগণ আনন্দে বিহ্বল॥ ক্রমে পূর্ণগর্ভ সবে হইল যখন। মহিষী ত্রিতয় করে প্রসব তখন॥ ধরিলেন জন্ম রাম কৌশল্যা-উদরে। জন্মিল ভরত দেব কৈকেয়ী-জঠরে॥ সুমিত্রা প্রসবে ধনী যুগল সন্তান। লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন দুই পুত্র গুণবান॥ নবদূর্ব্বাদল শ্যাম ভরত ও রাম। লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন পীত অতি গুণধাম॥ সুন্দর মূরতি সবে কমললোচন। রূপে আলোকিত হৈল রাজার ভবন॥ সুলক্ষণ-সমন্বিত লক্ষ্মণ সুধীর। রাম-অনুগত সদা হলেন প্রবীর॥ শত্রুঘ্ন ভরত-বশ সতত হইল। পুত্র চারি পেয়ে রাজা আনন্দে মজিল॥ সর্ব্বগুণে গুণবান পুত্র চারিজন। সকলের মন সদা

করে বিমোহন ॥ সর্ব্বভূতে দয়াবান্ সদা ধর্ম্মমতি। আনন্দ-সাগরে ভাসিলেন নরপতি ॥ দিনে দিনে বাড়ে সবে শশিকলা প্রায়। বিদ্যাশিক্ষা নরপতি সাদরে করায় ॥ সর্ব্ব বিদ্যাবিশারদ হৈল পুত্রগণ। ধনুর্ব্বিদ্যা যুদ্ধবিদ্যা করে অধ্যয়ন ॥ সর্ব্ববিদ্যা-পারদর্শী যখন হইল। হেরিয়া নৃপতি সুখ-সলিলে ভাসিল ॥ চারি জন ক্রমে হৈল সর্ব্ববিদ্যা-পার। তথাপি রামেতে স্নেহ অধিক রাজার ॥ নিকটে নিকটে সদা রাখেন রাজন। তিলার্দ্ধ হেরিলে নাহি ব্যাকুলিত মন ॥ রাজার জীবনধন রাম গুণনিধি। রামের বদন রাজা হেরে নিরবধি ॥ এই রূপে কিছু কাল হলে অবসান। এক দিন বিশ্বামিত্র অযোধ্যায় যান ॥ মহাতপা সেই ঋষি কুশিক-নন্দন। দশরথ-পাশে আসি উপনীত হন ॥ সাদরে নৃপতি তাঁরে করি সমাদর। জিজ্ঞাসা করেন শেষে ওহে মুনিবর ॥ ভাগ্যবশে তব পদ করিনু দর্শন। সার্থক আমার রাজ্য সফল জীবন ॥ কোথা হতে আগমন কি হেতু হেথায়। বর্ণিয়া সার্থক কর অধম জনায় ॥ রাজার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। উত্তরে কহেন তবে কুশিক-নন্দন ॥ তব পাশে আগমন ওহে নরবর। দুর্দ্দান্ত রাক্ষস-ভয়ে হইয়া কাতর ॥ যজ্ঞ-বিঘ্ন করে সেই সব দুরাচার। মহারথ রামে দিয়া করহ উদ্ধার ॥ রামেরে আমার করে করহ অর্পণ। রাক্ষস মারিবে রাম কমললোচন ॥ নতুবা করম কাণ্ড সব লুপ্ত হয়। বিবেচিয়া কর যাহা মনেতে উদয় ॥ ঋষির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। ক্ষণকাল মৌনভাবে রহিল রাজন ॥ মনেতে ভাবিল রাজা কি করি উপায়। তিলেক না হেরি রামে প্রাণ বাহিরায় ॥ এ দিকে মুনির বাক্য না কৈলে পালন। অভিশাপ দিয়া ক্রোধে করিবে গমন ॥ এত ভাবি অতিকষ্টে বিশ্বামিত্র-করে। লোক মনোহর রামে সমর্পণ করে ॥ আশীর্ব্বাদ করি ঋষি উঠিল তখন। পিতারে প্রণমি রাম কমললোচন ॥ লক্ষ্মণ সহিতে যান তপোধন সনে। হেরিয়া বনের শোভা আনন্দিত মনে ॥ পথিমাঝে তাড়কারে করেন নিধন। দুর্দ্দান্ত রাক্ষসী সেই বিকটদর্শন ॥ তাহাতে হইয়া তুষ্ট কুশিক-নন্দন। দিব্য অস্ত্রবিদ্যা রামে করেন অর্পণ ॥ অতঃপরে যান রাম মুনির সহিতে। যেখানে রাক্ষস-ভয় যজ্ঞের স্থলেতে ॥ রামেরে হেরিয়া যত তপোধনগণ। আনন্দ-সলিলে সবে হন নিমগন ॥ রামের আদেশে সবে যজ্ঞ আরম্ভিল। দেখিতে দেখিতে শূন্য মেঘেতে ঢাকিল ॥ অন্ধকার হৈল দিক ধূলিরাশি উড়ে। ঘন ঘন সিংহনাদ হুহুঙ্কার ছাড়ে ॥ রামেরে সম্বোধি কহে যত মুনিগণ ॥ রাক্ষস আসিছে দেখ কমললোচন। সুবাহু নামেতে রক্ষ অতি দুরাশয়। এখনি করিবে নাশ যজ্ঞ সমুদয় ॥ মারীচ সহায়ে দুষ্ট আসিছে ত্বরিতে। উপায় করহ যজ্ঞ হয় যেই মতে ॥ মুনির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। সুবাহু রাক্ষসে রাম করেন নিধন ॥ মারীচেরে নিঃসারিত এক বাণে করি। বহু দূরে দুরাচারে দিলেন যে ফেলি ॥ অত্যদ্ভুত কাণ্ড হেরি যত তপোধন।

রামেরে আশীষ সবে করে ঘনে ঘন ॥ এইরূপে যজ্ঞ রক্ষা করি রঘুবর। লক্ষ্মণ সহিতে হন হরিষ অন্তর ॥ বিশ্বামিত্র সহ শেষে শ্রীরাম লক্ষ্মণ। মিথিলা নগরে যান সঙ্গে মুনিগণ ॥ গোতমের ভার্য্যা যিনি অহল্যা সুন্দরী। পাষাণ হইয়াছিল পথিমাঝে পড়ি ॥ ইন্দ্র সহ মুনিভার্য্যা রতিক্রিয়া করে। সে হেতু গোতম ঋষি শাপিল তাহারে ॥ পতি-শাপে আছে ধনী পাষাণ হইয়ে। তাহারে উদ্ধারে রাম পাদপদ্ম দিয়ে ॥ রামের চরণ স্পর্শে পূর্ব্ব দেহ পায়। পুনঃ পতি আসি তাঁরে সঙ্গে লয়ে যায় ॥ অবশেষে মিথিলাতে শ্রীরাম লক্ষ্মণ। বিশ্বামিত্র সহ ক্রমে উপনীত হন ॥ মিথিলার অধীশ্বর জনক নৃপতি। রাজর্ষি বলিয়া খ্যাত জানে সর্ব্বক্ষিতি ॥ রামেরে হেরিয়া তিনি আনন্দে বিহ্বল। পরিচয় দেন তাঁরে কুশিক-কোঙর ॥ দাশরথী দোঁহাকার পরিচয় পেয়ে। জনক নৃপতি পান আনন্দ হৃদয়ে ॥ হরধনু ছিল সেই জনকের ঘরে। ধনুক ভাঙ্গিবে যেই তুলি নিজ করে ॥ তাহারে জানকী কন্যা করিবে অর্পণ। এই ত প্রতিজ্ঞা করে জনক রাজন ॥ কত রাজা রাজপুত্র আসি মিথিলায়। অপমানে লজ্জা পেয়ে সঘনে পলায় ॥ ভাঙ্গা দূরে থাক কেহ তুলিবারে নারে। অবিবাহিতা আছে সীতা জনক-আগারে ॥ দেবের অসাধ্য ধনু অতি বিভীষণ। শুনিয়া রামের হৈল কুতূহলী মন ॥ সভাতলে আনাইয়া সেই ধনুবর। করেতে তুলিয়া লন রাম রঘুবর ॥ যোজনা করিয়া গুণ টঙ্কার করিল। মহানন্দে ধনুবর ভাঙ্গিয়া ফেলিল ॥ আনন্দে পূরিল সব মিথিলা নগরী। রাজাজ্ঞায় গেল দূত দশরথ-পুরী ॥ পুত্রগণ সহ অযোধ্যার অধীশ্বর। হর্ষভরে উপনীত জনক নগর ॥ শুভ দিনে শুভ লগ্নে জনক রাজন। চারি জনে চারি কন্যা করেন অর্পণ ॥ সীতারে অর্পণ করে শ্রীরামের করে। ভরতের হস্তে দেন মাণ্ডবী কন্যারে ॥ উর্ম্মিলা নামেতে কন্যা রূপসী আছিল। লক্ষ্মণ সহিতে তার বিবাহ হইল ॥ শ্রুতকীর্ত্তি নামে কন্যা শত্রুঘ্ন-করে। অর্পণ করিল রাজা হরিষ অন্তরে ॥ আনন্দে পূরিল সব মিথিলা নগর। নৃত্য গীত মহোৎসব হয় নিরন্তর ॥ এই রূপে শুভকার্য্য হলে সমাপন। রাম আদি সবে করে অযোধ্যা গমন ॥ পথেতে পরশুরাম সহ দেখা হয়। তার দর্প খর্ব্ব করে রাম গুণময় ॥ রোষভরে স্বর্গপথ রুধিলেন তার। যে ধনু করেতে তার শোভে অনিবার ॥ সেই ধনু লয়ে রাম করিয়া সন্ধান। ভার্গবের দর্প চূর্ণ করেন ধীমান ॥ অবশেষে ভৃগুরাম অবনত শিরে। পুনঃ পুনঃ নতি করে রাম রঘুবরে ॥ পরিশেষে সবে যান অযোধ্যাভবন। বধূগণে হেরি সবে আনন্দে মগন ॥ জানকী সহিতে রাম আনন্দে বিহরে। মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী সীতা অবনীমাঝারে ॥ জগতের হিত হেতু দেব নারায়ণ। চারিরূপে ধরাতলে অবতীর্ণ হন ॥ কে বুঝিবে তাঁর লীলা অনন্ত মহিমা। অনন্ত অনন্তমুখে নারে দিতে সীমা ॥ এইরূপে কিছু দিন করিলে যাপন। ভরত মাতুল গৃহে করেন গমন ॥ এ দিকে নৃপতি বৃদ্ধ অযো-

ধ্যার পতি। রাজ্যভার দিতে রামে করিলেন মতি॥ শুনিয়া আনন্দে মাতে যত প্রজাগণ। রামরাজ্যে রব মোরা সার্থক জীবন॥ সার্থক ধরিনু প্রাণ মানব-আগারে। সার্থক নিবসি মোরা অযোধ্যানগরে॥ কিবা বৃদ্ধ কিবা যুবা কিবা বালগণ। রাম রাজা হবে শুনি হরিষে মগন॥ হায় হায় দৈবলিপি খণ্ডিবার নয়। অদ্ভুত ঘটনা হয় শুন সখীদ্বয়॥ কৈকেয়ী মধ্যমা রাণী কেকয়-নন্দিনী। রাম রাজা হবে ইহা দাসী-মুখে শুনি॥ মনোদুঃখে ভাবে সতী কি হবে উপায়। কিরূপে আমার পুত্র এই রাজ্য পায়॥ বর্ষাকালে সুরধুনী উদ্বেল যেমন। দাসী-বুদ্ধে কৈকেয়ীর সেইরূপ মন॥ দাসী-পরামর্শে সতী এইরূপ করে। সত্যপাশে বদ্ধ করে অযোধ্যা-ঈশ্বরে॥ দুই বর মাগে সতী রাজার সদন। ভরতে সাম্রাজ্যদান রামনির্ব্বাসন॥ ভরত হইবে রাজা রাম যাবে বনে। দুই বর লয় দেবী রাজার সদনে॥ রামশোকে ঘন ঘন মূর্চ্ছিত রাজন। কৈকেয়ী রামেরে কহে করিতে গমন॥ কৈকেয়ীর কটুবাক্যে রামের অন্তর। সাগর সমান কিছু না হৈল বিকল॥ হাসিমুখে রাজ্যলক্ষ্মী করি পরিহার। কাননে যাইতে রাম হন আগুসার॥ পিতৃসত্য পালিবারে রাম গুণনিধি। প্রজাগণে শোকার্ণবে ফেলি নিরবধি॥ অরণ্যগমনে মন করি রঘুবর। প্রণাম করেন পিতৃ-চরণ উপর॥ কৌশল্যা জননী আর সুমিত্রা জননী। দোঁহারে প্রণাম করে রাম গুণমণি॥ হাসিতে হাসিতে রাম করেন গমন। জানকী সঙ্গেতে আর অনুজ লক্ষ্মণ॥ পিধান বল্কল বাস শিরে জটাভার। মুনিবেশ ধরি রাম হন আগুসার॥ পুনঃপুনঃ ত্বরা করে কেকয়-নন্দিনী। বিপ্রগণে ধেনু দান করে রঘুমণি॥ শুক্লপক্ষ দশমীতে পুষ্যাযুক্ত তিথি। রাজ্য ত্যজি বনে যান রাম গুণনিধি॥ সুমন্ত্র রথেতে রামে করি আরোপণ। সরযূ নদীর তীরে করেন গমন॥ সঙ্গে সঙ্গে পৌরগণ কান্দিতে কান্দিতে। কেহ যায় কেহ লুঠে পড়িয়া মাটীতে॥ হা রাম হা রাম বলি কান্দে ঘন ঘন। তোমার সঙ্গেতে মোরা করিব গমন॥ তোমা বিনা রাজ্যে আর কিরূপে রহিব। অনলে সলিলে কিম্বা জীবন ত্যজিব॥ পাপরাজ্যে আর নাহি রব কোন জন। যথা রাম তথা মোরা করিব গমন॥ দুর্গম প্রান্তরে কিম্বা অরণ্য মাঝারে। যথা যাবে সঙ্গে রাম লহ সবাকারে॥ এইরূপে কান্দে যত জানপদগণ। প্রবোধ বচনে রাম করেন সান্ত্বন॥ অবশেষে রথ হতে অবতীর্ণ হয়ে। সরযূ পারেতে যান নৌকায় চড়িয়ে॥ ক্রমে গঙ্গা দরশনে আনন্দ উদয়। অনুজ জানকী দোঁহে হরিষ হৃদয়॥ মৎস্য মাংস উপহার করিয়া অর্পণ। জানকী জাহ্নবীপূজা করেন তখন॥ প্রণমিয়া স্তবপাঠ করেন সাদরে। অবশেষে যান সবে জাহ্নবীর পারে॥ শৃঙ্গবের পুরে সবে উপনীত হন। গুহের আলয় তথা নিষাদ-নন্দন॥

এদিকে সুমন্ত্র আর পুরবাসীগণ। অযোধ্যানগরে পুনঃ করে আগমন।

হা রাম হা রাম বলি দশরথ রায়। রামে চিন্তা করি সদা ব্যাকুলিত কায়॥ নাহি ক্ষুধা নাহি নিদ্রা নাহিক পিপাসা। কোথা রাম কোথা রাম দেখিবার আশা॥ পাষাণী কৈকেয়ী গৃহে কেন বা আসিল। ভুজঙ্গিনী হয়ে মোর রামেরে দংশিল॥ মণিহার ভাবি কণ্ঠে করিনু ধারণ। ভুজঙ্গিনী-মালা হবে না ভাবি কখন॥ অমৃত বলিয়া তোরে রাখিলাম ঘরে। গরল হইলি তুই মম ভাগ্যফলে॥ কি দোষ করিল রাম ওরে পাপীয়সী। তোমা প্রতি ভক্তিমান রাম দিবানিশি॥ গুণের আকর রাম দয়ার আধার। কি দোষে পাঠালি তারে গহন কান্তার॥ এত বলি মূর্চ্ছাগত হলেন রাজন। ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে ক্ষণে অচেতন॥ জীর্ণ শীর্ণ ক্ষীণ তনু ক্রমেতে হইল। প্রাণপাখী দেহ হতে উড়িয়া পলাল॥ বিধির লিখন কভু খণ্ডন না যায়। দৈবেরে খণ্ডিবে বল কে আছে কোথায়॥ দৈব হতে মহাবল কিছু নাহি আর। দৈববশে যায় রাম কানন মাঝার॥ দৈববশে কৈকেয়ীর মন বিঘটিল। দৈববশে নরপতি জীবন ত্যজিল॥ অযোধ্যানগরে সদা হয় হাহাকার। যেদিকে ফিরিয়া চাহ সকলি আঁধার॥ নাহি সেই কান্তি আর নাহিক আনন্দ। পশু পক্ষী নর আদি সবে নিরানন্দ॥ পুত্রশোকে শোকাতুরা কৌশল্যা মহিষী। তাহাতে পতির শোকে কান্দে দিবানিশি॥ ক্ষণে ক্ষণে অচেতন ক্ষণে সচেতন। কভু উঠে কভু বসে ব্যাকুলিত মন॥ এরূপে রোদনময় অযোধ্যানগর। এদিকে বনের কথা শুন অতঃপর॥

এদিকে বনের মধ্যে রঘুর নন্দন। সঙ্গে সঙ্গে সীতা আর অনুজ লক্ষ্মণ॥ গুহকে সম্ভাষি সবে কাননে কাননে। ধনু করে ধরি ভ্রমে যেখানে সেখানে॥ ভরদ্বাজ তপোধন বিদিত ধরায়। তাঁর আজ্ঞা লয়ে রাম চিত্রকূটে যায়॥ রহিলেন চিত্রকূটে মনের হরিষে। অনুজ জানকী দোঁহে রহেন সকাশে॥ এদিকে অযোধ্যাপুরী অরাজক হেরে। বশিষ্ঠাদি সবা সহ পরামর্শ করে॥ মাতুল আলয় হতে ভরতেরে আনে। ভরত আসেন তবে অযোধ্যাভবনে॥ পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করি সমাপন। জননীরে কহে কত ভৎসনা বচন॥ অবশেষে অনুচর সঙ্গেতে লইয়ে। রামোদ্দেশে যান বনে ব্যগ্রচিত্ত হয়ে॥ সঙ্গেতে শত্রুঘ্নদেব করেন গমন। রাণীগণ যান সবে রামের সদন॥ বহু স্থান বহু গিরি অতিক্রম করি। ভরদ্বাজে বন্দি যান চিত্রকূট গিরি॥ দেখিলেন সবে তথা কমললোচন। জটাচীর ধরি আছে রঘুর নন্দন॥ অনুজ লক্ষ্মণ আছে সম্মুখে দাঁড়ায়ে। বামপাশে সীতাদেবী আনন্দে বসিয়ে॥ প্রণমি ভরত কহে রামেরে তখন। অপরাধ ক্ষম মম কমললোচন॥ কিছু নাহি জানি আমি তব পদ বিনা। দিবানিশি হৃদে করি ও পদ ভাবনা॥ অরাজক হল এবে অযোধ্যা-নগরী। চল চল ওহে নাথ মোরে কৃপা করি॥ সিংহাসনে বসি কর প্রজার পালন। সার্থক হউক আমা সবার জীবন॥ আমার রাজ্যেতে কিছু নাহি অধি-

কার। সেবিব যাবত জীব চরণ তোমার ॥ ভরতের এই বাক্য করিয়া শ্রবণ। কহিলেন মৃদুভাষে কমললোচন ॥ প্রাণের ভরত ভাই তব দোষ নাই। বিধির নির্ব্বন্ধবশে কর্ম্মফল পাই॥ মাতার নাহিক দোষ শুনহ ভরত। ভক্তিভরে পূজা কর সদা তাঁর পদ ॥ পিতৃ-সত্য পালিবারে আসিয়াছি বন। নিয়ম পালিয়া যাব অযোধ্যা ভবন॥ নতুবা দুস্তর পাপে পতিত হইব। বংশের কলঙ্ক হয়ে নরকে ডুবিব ॥ আমার বচন ভাই করহ শ্রবণ। রাজ্যে গিয়া প্রজা রক্ষা করহ এখন॥ পুত্র সম প্রজাগণে সতত পালিবে। গুরুজনে নিরন্তর ভকতি করিবে॥ বুদ্ধিমান্ গুণবান্ তুমি হে সুজন। তোমারে অধিক কিবা বলিব এখন॥ রামের বচন শুনি কেকয়ী-কুমার। কহিলেন করযোড়ে ওহে গুণাধার॥ বরঞ্চ এ ছার প্রাণ দিব বিসর্জ্জন। রাজ্য লয়ে নাথ মম কিবা প্রয়োজন॥ তব পদ সেবিবারে জন্মেছি ধরায়। সেবিব তোমার পদ চিন্তিব তোমায়॥ যদ্যপি অধীনে ত্যাগ কর দয়াময়। জীবন ত্যজিব আমি নাহিক সংশয়॥ ভরতের বাক্য শুনি কমললোচন। প্রবোধি পাদুকা-দ্বয় করেন অর্পণ॥ যত দিন রব আমি কানন মাঝারে। পাদুকা লইয়া রাজ্য কর ভক্তিভরে॥ মম প্রতিনিধিরূপে রাখি পাদুকায়। পুত্র সম সদা পাল প্রজা সমুদায়॥ এত বলি ভরতেরে প্রবোধ-বচনে। বিদায় করেন রাম অযোধ্যা-ভবনে॥ বশিষ্ঠাদি সবা সহ সম্ভাষণ করি॥ সবারে বিদায় দেন ভবের কাণ্ডারী॥ ভরত রামের আজ্ঞা ধরি শিরোপরে। পাদুকা লইয়া যান হরিষ অন্তরে॥ অযোধ্যা হেরিলে হয় দুঃখের উদয়। এ হেতু না যান তথা কেকয়ী-তনয়॥ নন্দীগ্রামে অবস্থিতি করিয়া তখন। পাদুকারে সিংহাসনে করেন স্থাপন॥ প্রতিনিধিরূপে রাজ্য পালিতে লাগিল। ভরতের গুণ হেরি সবে খুসী হৈল॥

এ দিকে শ্রীরাম যান দণ্ডক-কানন। জানকী সহিতে আর অনুজ লক্ষ্মণ॥ বিরাধ নামেতে দৈত্য তথা বাস করে। তাহারে মারেন রাম হরিষ অন্তরে॥ পঞ্চবটী বনে শেষে করিয়া গমন। তথায় থাকিতে রাম করেন মনন॥ কুটীর দুখানি বান্ধি পঞ্চবটী বনে। হরিষেতে তিন জনে রহেন সেখানে॥ এক দিন শূর্পনখা নামেতে রাক্ষসী। মায়া করি হয় দুষ্টা পরম-রূপসী॥ ঠমকে ঠমকে চলে দিব্যরূপ ধরি। উপনীত ধীরে ধীরে রাম বরাবরি॥ রামেরে করিতে পতি করিয়া মনন। সীতারে গিলিতে যায় রাক্ষসী তখন॥ দুষ্টার দুর্ব্বুদ্ধি হেরি অনুজ লক্ষ্মণ। রাক্ষসীর নাসা কর্ণ করেন ছেদন॥ ছিন্ন-নাসা শূর্পনখা রাবণ-ভগিনী। কান্দিতে কান্দিতে গৃহে ফিরিল তখনি॥ খর দূষণক আদি বহু নিশাচর। নিরন্তর বাস করে কানন ভিতর॥ শূর্পনখা সবা পাশে আত্ম-বিবরণ। বিবরিয়া আর্ত্তস্বরে করিল রোদন॥ তখন রাক্ষসগণ অতি রোষভরে। উপনীত রাম পাশে কানন ভিতরে॥ ঘোর যুদ্ধ সবে মিলি আরম্ভ করিল। অবহেলে রঘুবর সবারে নাশিল॥ রাম-করে সব নষ্ট হইল যখন। শূর্পনখা লঙ্কাপুরে করিল

গমন ॥ সকল বৃত্তান্ত কহে ভ্রাতার সদনে। সীতার রূপের কথা কহে তার স্থানে ॥ ভগ্নীর এতেক দুঃখ করি দরশন। মহাক্রোধে জ্বলি উঠে লঙ্কার রাজন ॥ বিশেষতঃ সীতা-রূপ শুনিয়া শ্রবণে। কামে জ্বর জ্বর কৈল দুষ্ট দশাননে ॥ হরিতে রামের সীতা করিয়া মনন। মারীচে সহায় তবে কৈল দশানন ॥ মারীচ তাড়কাপুত্র রামবল জানে। অনেক নিষেধ করে দুষ্ট দশাননে ॥ আসন্ন সময় যার হয় উপস্থিত। তাহার হৃদয়ে নাহি থাকে হিতাহিত ॥ মারীচের কথা নাহি শুনে দশানন। সীতারে হরিতে করে প্রতিজ্ঞা তখন ॥ রাবণ মারিবে কিম্বা শ্রীরাম মারিবে। নিশ্চয় একের হাতে মরিতে হইবে ॥ মারীচ এতেক ভাবি সম্মত হইল। সোণার হরিণ-রূপ ধারণ করিল ॥ শ্রীরাম আছেন বসি জানকীর সনে। সম্মুখে লক্ষ্মণ ভাই আছে বিদ্যমানে ॥ সোণার কুরঙ্গ সেই এ হেন সময় ॥ নাচিতে নাচিতে তথা উপস্থিত হয় ॥ জানকী-সম্মুখে মৃগ নাচিতে নাচিতে। কত রঙ্গ ভঙ্গ করে হেলিতে দুলিতে ॥ কাঞ্চন-কুরঙ্গ হেরি জানকীর মন। তার চর্ম্ম নিতে ব্যগ্র হইল তখন ॥ কহেন রামেরে ডাকি ওহে গুণমণি। আনি দেহ মারি ওই সোণার হরিণী ॥ দেখ দেখ নাথ মৃগ কেমন সোণার। লইব উহার চর্ম্ম বাসনা আমার ॥ শীঘ্র যাহ প্রাণকান্ত করহ ধারণ। ঐ দেখ সোণার মৃগ করে পলায়ন ॥ বিলম্ব না কর নাথ কমললোচন। সোণার কুরঙ্গ শীঘ্র কর আনয়ন ॥ সীতারে ব্যাকুলা হেরি কমললোচন। মৃদুভাষে রঘুপতি কহেন তখন ॥ কেন প্রিয়ে ব্যাকুলিতা হৃদয়হারিণী। ত্বরা মারি আনি দিব সোণার হরিণী ॥ আমি বিদ্যমানে তব কিসের অভাব। জান না কি তব বশ রামের স্বভাব ॥ এত বলি অনুজেরে করি সম্বোধন। কহিলেন মিষ্টভাষে কমললোচন ॥ লক্ষ্মণ প্রাণের ভাই করহ শ্রবণ। জানকীরে রক্ষা কর করিয়া যতন ॥ মৃগ মারিবারে যাই গহন-কাননে। রাখিলাম জানকীরে তোমার সদনে ॥ অবহিত হয়ে সদা করিবে রক্ষণ। মৃগ মারি অবিলম্বে আসিব এখন ॥ লক্ষ্মণেরে এই বলি রাম রঘুবর। মৃগ ধরিবারে যান কানন ভিতর ॥ মৃগের পশ্চাতে রাম কাননে কাননে। ভ্রমিয়া হলেন ক্লান্ত সূর্য্যের কিরণে ॥ মহাকষ্টে ঘন ঘন চারিদিকে চায়। কুত্রাপি মৃগের নাহি দরশন পায় ॥ পরিশেষে মনোদুঃখে কানন ভিতরে। বিশ্রাম কারণে বসে পাদপের মূলে ॥ অকস্মাৎ নেত্রপাত করেন যেমন। সোণার হরিণী নেত্রে পড়িল তখন ॥ ব্যস্তভাবে রঘুবর উঠিয়া সত্বর। মৃগের উদ্দেশে মারে দিব্য এক শর ॥ ছিন্নমূল বৃক্ষ যথা পড়ে ধরাতলে। তেমতি সোণার মৃগ পড়িল ভূতলে ॥ হা লক্ষ্মণ বলি মৃগ ত্যজিল জীবন। দিব্য দেহ ধরি যায় অমর-ভবন ॥ * রামচন্দ্র হানে যবে শর বিভীষণ। তখন দুরাত্মা

---

* পুরাণান্তরে বর্ণিত আছে যে, মারীচ বৈকুণ্ঠে হরির দ্বারী ছিল, সনকের শাপে রাক্ষস-রূপে ধরাতলে জন্ম গ্রহণ করে। পরে রামের হস্তে নিহত হইয়া শাপাবসানে পুনরায় বৈকুণ্ঠ যায়।

ডাকে বলিয়া লক্ষ্মণ ॥ "কোথায় লক্ষ্মণ ভাই" এই শব্দ শুনি। কান্দিয়া উঠিল দেবী জনক-নন্দিনী ॥ সীতা সতী শব্দ শুনি ভাবে মনে মনে। সকাতরে ডাকিল কে এবে যে লক্ষ্মণে ॥ সহসা আবার শব্দ "কোথায় লক্ষ্মণ। ত্বরা করি আসি ভাই করহ রক্ষণ ॥ দুর্দ্দান্ত রাক্ষসে বুঝি বিনাশে আমারে। প্রাণের অনুজ এবে ডাকি যে তোমারে ॥" দারুণ শবদ শুনি জনক-নন্দিনী। শুষ্ক মুখ বিষাদিত হলেন জননী ॥ ডাকিয়া লক্ষ্মণে তবে বলেন বচন। আর্য্যপুত্র বহুক্ষণ করিল গমন ॥ কান্দিতেছে প্রাণ মম ব্যাকুলিত কায়। নিশাচর হাতে বুঝি নাথ মারা যায় ॥ কানন মাঝারে বুঝি রক্ষ দুরাচার। নাথের অমূল্য প্রাণ করিল সংহার। বিপদে পড়িয়া নাথ ডাকিছে তোমারে। ত্বরা করি যাহ এবে বাঁচাতে তাঁহারে। সীতার বচন শুনি দেবর লক্ষ্মণ। প্রবোধিয়া কহিলেন মধুর বচন ॥ ব্যাকুলিত কেন মাত কিসের কারণে। হৃদি হতে ভয় দূর করহ এক্ষণে ॥ হেন বীর কেবা আছে জগত মাঝারে। রামের সম্মুখে আসি যুঝিবারে পারে ॥ মৃগ মারি বীরবর আসিবে এখন। চিন্তা ত্যজ স্থির কর আপনার মন ॥ দেবরের এত বাক্যে জনক-নন্দিনী। কটুবাক্য কহে কত কর্ণে নাহি শুনি ॥ কহিল যদ্যপি নাহি যাইবে লক্ষ্মণ। বিষ পানে দিব আমি প্রাণ বিসর্জ্জন ॥ শ্রীরামের যদি ঘটে কোন অমঙ্গল। নিবাইব মনাগুণ পশি চিতা-নল ॥ এতেক বচন শুনি করি যোড়কর। কহিল লক্ষ্মণ তবে সীতার গোচর ॥ বুদ্ধিমতী বলি খ্যাত তুমি গো জননী। এ হেন বচন কৈলে কিরূপে না জানি ॥ যখন কাননে রাম করেন গমন। আমারে ডাকিয়া আজ্ঞা করেন তখন ॥ সীতারে রাখিবে ভাই অতি যতনে। প্রাণান্তে না ছাড়ি যাবে কভু কোন স্থানে ॥ তাঁহার আদেশ দেবি কিরূপে লঙ্ঘিব। উপায় বলহ যাহা তাহাই করিব ॥ লক্ষ্মণের এই বাক্য করিয়া শ্রবণ। নীরবে জানকী দেবী রহেন তখন ॥ সীতার মনের ভাব বুঝিয়া লক্ষ্মণ। প্রণাম করিয়া তাঁরে কহেন বচন ॥ রামের সাহায্য হেতু চলিলাম বনে। অদ্য হতে মিথ্যা-ভাষী জানিবে লক্ষ্মণে ॥ কুলেতে অনৃতভাষী কেহ নাহি ছিল। পাপাত্মা হইতে তাহা বংশেতে জন্মিল ॥ লক্ষ্মণ এতেক বলি উঠিয়া সত্বরে। চলিলেন রাম হেতু কানন মাঝারে ॥ ইতি অবসরে তথা লঙ্কা-অধিপতি। ভিক্ষুক হইয়া আসি কহে সীতাপ্রতি ॥ তোমারে হেরিতে দেবী কৌশল্যা জননী। অভি-লাষী হয়ে মোরে পাঠালেন তিনি ॥ অবিলম্বে তব মুখ করি দরশন। এখনি পুনশ্চ হেথা করিবে প্রেরণ ॥ এত বলি বল করি রথেতে তুলিয়া। জানকীরে নিল দুষ্ট আনন্দে হরিয়া ॥ স-বেগে উঠিল রথ গগন উপরে। দশানন নিজ-মূর্ত্তি সেইকালে ধরে ॥ রাক্ষসের রথোপরে অপহৃতা হেরি। রোদন করেন উচ্চে জনক-কুমারী ॥ পবন-গতিতে রথ চলিছে গগনে। ভীতা হয়ে সীতা সতী বলেন রাবণে ॥ পামর অধম ত্বরা ছাড়হ আমায়। রঘুবীর আসি শীঘ্র

বধিবে তোমায় ॥ দেবর লক্ষ্মণ যদি করে আগমন। এখনি তোমারে তিনি করিবে নিধন ॥ ছাড় শীঘ্র ছাড় দুষ্ট কর পরিত্রাণ। নচেৎ রামের হাতে যাইবে পরাণ ॥ শীঘ্র ছাড় দুরাচার যাহ নিজস্থান। নচেৎ শমন-পুরে করিবে পয়াণ ॥ সীতার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। হাসিয়া বলিল তবে দুষ্ট দশানন ॥ শুন ধনি রূপবতি বলি গো তোমায়। কি ছার দেখাহ ভয় রাবণ রাজায় ॥ দুর্ব্বল মানব জাতি তোমার শ্রীরাম। কি শক্তি সে ধরে বল আমার সমান ॥ আমার বচন রাখ পলাশলোচনে। আমারে ভজহ তুমি আনন্দিত মনে ॥ দুষ্টের দারুণ বাক্য করিয়া শ্রবণ। সীতাদেবী কহে তারে সক্রোধ বচন ॥ দুরাত্মা অধম রক্ষ হৃদে নাহি ভয়। কি শক্তি ধরিস রামে করিবারে জয় ॥ তোমারে ভজিতে বল ওরে দুরাত্মন্। হেন বাক্য হৃদিমাঝে না কর কখন ॥ জীবন ত্যজিব আমি পশিয়া অনলে। অথবা মরিব আমি ডুবিয়া সলিলে ॥ অথবা গরল পানে ত্যজিব জীবন। রামে বিনা হৃদে নাহি জানি অন্য জন ॥ দিবস যামিনী ভাবি রামের চরণ। জীবনসর্ব্বস্ব মম রঘুর নন্দন ॥ সীতার এতেক বাক্য শুনি লঙ্কাপতি। পুনশ্চ কহিল তাঁরে বিনয়-ভারতী ॥ তোমার চরণে মম এই নিবেদন। আলিঙ্গনে পরিতৃপ্ত করহ এখন ॥ পরম রূপসী তুমি গুণে গুণবতী। যৌবন অর্পণ কর অধমের প্রতি ॥ লঙ্কায় আমার রাণী আছে যতজন। সেবিবে নিয়ত তারা তোমার চরণ ॥ অতুল ঐশ্বর্য্য যত আছয়ে আমার। আজি হতে সেই সব জানিবে তোমার ॥ কটাক্ষে আমার প্রতি কর দরশন। মিনতি চরণে তব করে দশানন ॥ রাবণের কটুকথা করিয়া শ্রবণ। ক্রোধভরে সীতাদেবী কহেন তখন ॥ রে মূঢ় পাপাত্মা তোরে করি দরশন। আমারে লঙ্ঘিতে তুমি করিয়াছ মন ॥ দুরাশা হৃদয় হতে কর বিসর্জ্জন। তোমারে ভজিতে হলে ত্যজিব জীবন ॥ কোথা রাম রঘুবীর ওহে গুণমণি। রাক্ষসে হরিয়া নিল তোমার গৃহিণী ॥ কুরঙ্গ ধরিতে নাথ গিয়াছ কাননে। এদিকে তোমার নারী হরে দশাননে ॥ অন্তরে বিষাদ বড় রহিল আমার। এ অধীনী তব মুখ না হেরিবে আর। কোথা আছ প্রাণনাথ রক্ষ অবলায়। একা দেখি দুরাচার মোরে লয়ে যায় ॥ গুণের দেবর কোথা আছরে লক্ষ্মণ। শীঘ্র আসি রাক্ষসেরে করহ নিধন ॥ আমার বচন শুন বনচরগণ। রাম পাশে মোর বার্ত্তা কয়ো নিবেদন ॥ কহিও তোমরা সবে কমললোচনে। হরেছে তোমার ভার্য্যা দুষ্ট দশাননে ॥ শুন বনদেবী সবে কানন মাঝার। প্রাণনাথে বলো সবে মম সমাচার ॥ শুন শুন সূর্য্যদেব ওহে দিনমণি। তোমার কুলের বধূ জনকনন্দিনী ॥ দুরাচার লঙ্কাপতি রাক্ষস রাবণ। তোমার সমক্ষে মোরে করিল হরণ ॥ কুলবধূ মোরে তুমি রক্ষিতে নারিলে। তোমার কলঙ্ক হবে জগত সংসারে ॥ এইরূপে বহু খেদ করি রূপবতী। গাত্র হতে অলঙ্কার ফেলে দ্রুতগতি ॥ কোথাও কেয়ূর ফেলে কোথাও কঙ্কণ। কোন স্থানে দিল ফেলি

চরণ ভূষণ ॥ উত্তরীয় বাস ত্যজি জনক-কুমারী। শূন্যমনে বসে সতী রথের উপরি॥ এদিকেতে দুরাচার লঙ্কার রাজন। শীঘ্রগতি যায় চলি লঙ্কা-নিকেতন॥ জটায়ু বিহগশ্রেষ্ঠ এ হেন সময়। শূন্যভরে সেই স্থানে উপনীত হয়॥ রথোপরি জানকীরে করি নিরীক্ষণ। ব্যাকুল হইল পক্ষী বিষণ্ণবদন॥ মনে মনে চিন্তে পক্ষী একি চমৎকার। গিয়াছেন রঘুবর কানন মাঝার॥ তাঁর অন্বেষণে গেছে অনুজ লক্ষ্মণ। সীতা কেন রক্ষরথে করি দরশন॥ ক্ষণকাল এইরূপ চিন্তা করি মনে। জটায়ু জিজ্ঞাসে তবে দুষ্ট দশাননে॥ ব্রহ্মবংশে জন্মিয়াছ লঙ্কার রাজন। নিজ শির দিয়া কৈলে হরের পূজন॥ বাহুবলে তুলেছিলে কৈলাস অচল। একে একে জিনিয়াছ দেবতা সকল॥ কত শত অত্যদ্ভুত করেছ করম। জানকীরে কি কারণে করিলে হরণ॥ যত যত বীর আছে বিশ্বের মাঝারে। সবার প্রধান তুমি খ্যাত চরাচরে॥ তব ভুজবল খ্যাত অখিল ভুবন। একচ্ছত্র রাজা তুমি ওহে দশানন। তব বল খ্যাত আছে জগত মাঝারে। অব্যর্থ তোমার শর জানিহে অন্তরে॥ অতুল ধনের পতি তুমি লঙ্কাপতি। তব পাশে তুচ্ছ অতি দেবতার পতি॥ দেবনারীগণ সদা সেবিছে তোমায়। তবে কেন হরি লও জানকী সীতায়॥ বীর হয়ে কেন হলে এ হেন অজ্ঞান। সীতারে ছাড়িয়া ত্বরা করহ পয়াণ॥ জনক-কুমারী এই রামের ললনা। সীতারে সামান্যা নাহি কর বিবেচনা॥ দশরথ নরপতি অযোধ্যা নগরে। যাঁর বলবীর্য্য কীর্ত্তি জানে চরাচরে॥ তিনি মম প্রিয়সখা শুন দশানন। তাঁর পুত্রবধূ তুমি করিছ হরণ॥ আমার সমক্ষে তুমি হরিবে তাহারে। কভু নাহি হবে তাহা কহিনু তোমারে॥ বীর বলি তুমি খ্যাত ওহে দশানন। বীরকার্য্য করি হর জানকী রতন॥ কাপুরুষ সম কেন গোপনে হরিয়া। যাইতেছ ওরে দুষ্ট বিমানে চড়িয়া॥ বিহঙ্গের বাক্যে নাহি শ্রুতিপাত করি। রথে আরোহিয়া দুষ্ট যায় লঙ্কাপুরী॥ দুরাত্মার অহঙ্কার করি দরশন। গর্ব্বভরে বিহঙ্গম কহিল তখন॥ শুন শুন দুরাত্মন্ ওরে দশানন। হরিয়া অন্যের ভার্য্যা করিছ গমন॥ সামান্যা না ভাব এঁরে দেবতার নারী। আমার সমক্ষে তাঁরে করিতেছ চুরি॥ জটায়ু আমার নাম শুন দুরাত্মন্। আমার প্রতাপে ভয় পায় দেবগণ॥ আমার নখর হের বজ্রের সমান। খণ্ড খণ্ড করি তোর বধিব পরাণ॥ ক্ষণকাল থাক তুই ওরে দুরাত্মন। এখনি উচিত ফল করিব অর্পণ॥ বিহগের গর্ব্ববাক্য করিয়া শ্রবণ। ক্রোধভরে কহে তারে লঙ্কার রাজন॥ কেবা দুরাত্মন তুই পক্ষী দুষ্টমতি। কি সাহসে রণ হেতু করিতেছ মতি॥ লঙ্কার অধিপ আমি নাম দশানন। কে আছে আমার সহ করিবারে রণ॥ পরাণ লইয়া ত্বরা করহ পয়াণ। অব্যর্থ আমার বাণ অমোঘ সন্ধান॥ সামান্য বিহঙ্গ তুই কিবা তোর বল। পলায়ন কর শীঘ্র নাহি পেতে ফল॥ রাক্ষসের এই বাক্য করিয়া শ্রবণ। বিহঙ্গ পড়িল রণে করিয়া গর্জ্জন॥

নখাঘাতে পক্ষাঘাতে ধ্বজা ভাঙ্গি ফেলে। পদাঘাতে মারে অশ্ব অতি কুতূহলে॥ দশটী মুকুট ছিল রাবণের শিরে। চরণ-আঘাতে পক্ষী ফেলি দিল দূরে॥ মহা ক্রোধে অন্ধ হয়ে তবে দশানন। ব্রহ্ম-অস্ত্র ধনুকেতে করিল যোজন॥ মন্ত্র পড়ি দিব্য বাণ ছাড়িল রাবণ। পক্ষীপক্ষ ভস্ম হয়ে পড়িল তখন॥ হীনপক্ষ হয়ে আর রবে কার বলে। কুষ্মাণ্ড সমান পক্ষী পড়িল ভূতলে॥ কণ্ঠাগত হয়ে রহে তাহার জীবন। রামেরে বলিবে বলি সীতার ঘটন॥ এদিকে রাবণ রাজা রথসজ্জা করি। সীতারে লইয়া যায় রাক্ষস নগরী॥ রাবণ রাখিল তাঁরে অশোক কাননে। দিবা নিশি ভাবে সীতা রামচন্দ্র ধনে॥ শিরে করাঘাত করি করেন ক্রন্দন। দুঃখভরে কান্দে প্রাণ স্বামীর কারণ॥ কোথা রাম দয়াময় দেহ দরশন। তোমার গৃহিণী আজি অশোক কানন॥ কুরঙ্গ মারিতে কেন পাঠালাম বনে। হারালাম নিজদোষে তোমা হেন ধনে॥ কোথা নাথ প্রাণকান্ত দেহ দরশন। তোমার বিহনে মম না রহে জীবন॥ দুরাচার দশানন হরিয়া আমারে। আনিয়াছে রাখে করি জলনিধি পারে॥ এইরূপে সীতা দেবী করেন রোদন। দুনয়নে জলধারা পড়ে অনুক্ষণ॥ এদিকে অমরপুরে ব্রহ্মার আদেশে। দেবরাজ আসে ত্বরা জানকী সকাশে॥ দিব্য চরু আনি তাঁরে করেন অর্পণ। সেই চরু সীতাদেবী করেন ভোজন॥ ক্ষুধানাশ তৃষ্ণানাশ তাহাতেই হইল। নিরাহারে সীতাদেবী তথায় রহিল॥

এদিকে কুরঙ্গে মারি কমললোচন। মনসুখে দ্রুতপদে করেন গমন॥ অকস্মাৎ পথিমধ্যে দেখিয়া লক্ষ্মণে। জিজ্ঞাসা করেন রাম বিষাদিত মনে॥ কেন ভাই আসিয়াছ বল দেখি শুনি। রাখিলে সীতারে কেন বল একাকিনী॥ গহন কানন এই অতি ভয়ঙ্কর। সীতার বিপদ বুঝি হৈল ঘোরতর॥ জ্যেষ্ঠের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। অনুজ কহেন ধীরে বিনয় বচন॥ বিলম্ব হেরিয়া তব সীতা গুণবতী। ব্যাকুল অন্তরা সতী হইলেন অতি॥ অন্তরে বিপদ তব ভাবিয়া সুন্দরী। কটূক্তি করেন কত আমার উপরি॥ এই হেতু আসিয়াছি তব অন্বেষণে। দ্রুতগতি চল প্রভু দেবীর সদনে॥ গহন কাননে সীতা আছে একাকিনী। চল প্রভু শীঘ্র চল ওহে রঘুমণি॥ অনুজের এই বাক্য করিয়া শ্রবণ। রামের হৃদয় হৈল বিষাদে মগন॥ কান্দিতে কান্দিতে কন শুনরে লক্ষ্মণ। হেন কাজ কেন ভাই করিলে সাধন॥ অবলা সরলা সীতা রাখিয়া কাননে। কেন বা আসিলে ভাই মম অন্বেষণে॥ দ্রুতগতি চল ভাই প্রাণের লক্ষ্মণ। কি জানি কপালে আছে বিধির লিখন॥ এত বলি রঘুবর অতি দ্রুততর। লক্ষ্মণ সহিতে যান আশ্রমে সত্বর॥ কুটীরের তিন কোণ করি অন্বেষণ। চতুর্থ কোণেতে যেতে না চলে চরণ॥ রামের অন্তরে সদা হতেছে উদয়। আমাদের পর্ণশালা এই বুঝি নয়॥ এই পর্ণশালা যদি হইত আমার। চরণ-কমল চিহ্ন থাকিত সীতার॥ এইমাত্র প্রিয়া সনে মিষ্ট সম্ভাষণে। কত কথা

কহিয়াছি বসি এই স্থানে ॥ এত ভাবি লক্ষ্মণেরে করি সম্বোধন। কহিলেন শুন ওরে প্রাণের লক্ষ্মণ ॥ এ কুটীর সে কুটীর হইলে আমার। নিশ্চয় চরণ-চিহ্ন থাকিত সীতার ॥ আমার মনের ভ্রম হয়েছে নিশ্চয়। এ কুটীর সে কুটীর কভু বুঝি নয় ॥ এত বলি ত্বরা করি রাম রঘুমণি। প্রবেশ করেন গিয়া কুটীরে তখনি ॥ সীতারে তথায় নাহি করি দরশন। হা সীতা হা সীতা বলি করেন রোদন ॥ কান্দিতে কান্দিতে মূর্চ্ছা হইল তাঁহার। অজ্ঞান হইয়া পড়ে ধরণী মাঝার ॥ ক্ষণ পরে পুনঃ সংজ্ঞা পায় রামধন। অধোমুখে থাকি করে অশ্রু বরিষণ ॥ ব্যাকুল হইয়া পরে জানকীর তরে। জিজ্ঞাসেন সম্বোধিয়া পাদপ-নিকরে ॥ দূরদৃষ্টি তরু সব আছয়ে সবার। কোথায় গিয়াছে বল জানকী আমার ॥ কমলা সমানা প্রিয়া জনকনন্দিনী। বুদ্ধিমতী গুণবতী আমার গৃহিণী ॥ শুন বনচরগণ জিজ্ঞাসি সবায়। তোমরা জান কি কেহ জানকী কোথায় ॥ এই রূপে রঘুবর করিয়া ক্রন্দন। পাগল সমান ভ্রমে গহন-কানন ॥ ক্ষণে ধায় ক্ষণে রহে ক্ষণে অচেতন। কখন ফিরিয়া করে কুটীরে গমন। পড়িয়া আছিল পদ্ম কুটীর ভিতরে। সে পদ্ম করিত শোভা জানকীর শিরে ॥ সেই পদ্ম তুলি রাম করিয়া গ্রহণ। পুনঃপুনঃ সেই পদ্মে করেন চুম্বন ॥ লক্ষ্মণে সম্বোধি কন রাম রঘু-বর। সীতার শিরের পদ্ম হের মনোহর ॥ এত বলি কমলেরে কহেন বচন। তুমি পদ্ম প্রেয়সীর অতি প্রিয়তম। তোমারে হেরিলে মম পরাণ জুড়ায়। বল দেখি সীতাদেবী আছয়ে কোথায় ॥ প্রিয়ার প্রণয়ী তুমি এই হেতু ধরি। তোমারে রাখিনু পদ্ম হৃদয় উপরি ॥ এত বলি পদ্ম লয়ে রাম রঘুবর। রাখিলেন সমা-দরে হৃদয় উপর ॥ পাগলের সম রাম কাননে কাননে। এইরূপে ভ্রমে সদা জানকী বিহনে ॥ রামের অবস্থা হেরি বিষণ্ণ লক্ষ্মণ। সঙ্গে সঙ্গে সদা বনে করেন ভ্রমণ ॥ গোদাবরী পুণ্য নদী করি দরশন। আদরে তাহারে রাম জিজ্ঞাসে তখন ॥ বল বল গোদাবরী জানকী কোথায়। দিবানিশি আছ তুমি আনন্দে হেথায় ॥ হায় হায় কোথা প্রিয়ে রহিলে এখন। তোমার বিহনে মম না রহে জীবন ॥ তব মুখপদ্ম সদা পড়িতেছে মনে। হৃদয় ফাটিছে স্মরি কুরঙ্গ নয়নে ॥ বিম্ব সম ওষ্ঠাধর হতেছে স্মরণ। অন্তরে জাগিছে তব মরাল-গমন ॥ পীনোন্নত পয়োধর স্মরিয়া অন্তরে। দহিতেছি দিবানিশি, স্মরিয়া তোমারে ॥ বল বল গোদাবরী নাহি সহে আর। কোথায় গিয়াছে বল জানকী আমার ॥ এত বলি লক্ষ্মণেরে করি সম্বোধন। পুনশ্চ কহেন রাম করুণ বচন ॥ দেখরে লক্ষ্মণ ভাই গিরি মনোহর। এই দেখ পঞ্চবটী পরম সুন্দর ॥ সেই সব পুষ্প বৃক্ষ শোভা করে বনে। সেই বায়ু বহিতেছে পুষ্পগন্ধ সনে ॥ সেই সব অলি-কুল গুণ গুণ করি। বসিতেছে সদানন্দে কুসুম উপরি ॥ সেই গোদাবরী হের কানন ভিতর। কল কল রবে সতী বহে নিরন্তর ॥ পিক-কুল করে গান বসি তরুপরে। নাচিতেছে শিখি-কুল আনন্দ-অন্তরে ॥ সেই সব আছে কিন্তু সীতা-

দেবী নাই। অন্তর দহিছে মম শুন ওরে ভাই॥ সুধাকর বিনিন্দিত সীতার বদন। নাহি হেরি হৃদি মম হতেছে দহন॥ এই স্থানে পুষ্প-খেলা সীতাদেবী সনে। করেছিনু ওরে ভাই আনন্দিত-মনে॥ সেই সব পুষ্প হের আছয়ে হেথায়। জানকী রতন মম রহিল কোথায়॥ বহুক্ষণ না বাঁচিব শুনরে লক্ষ্মণ। সীতার বিহনে আমি ত্যজিব জীবন॥ সীতাহারা হয়ে মম জীবনে কি ফল। বৃথায় জীবন মম বৃথাই সকল॥ এই রূপে খেদ করি জানকীর পতি। দিবা-নিশি ভ্রমে বনে নহে স্থির মতি॥ জানকী জানকী বলি করে হাহাকার। অধমেরে দেহ প্রিয়ে দেখা একবার॥ কি দোষ করিনু বিধি তব পদতলে। কি দোষে প্রাণের সীতা আমার হরিলে॥ ক্ষণকাল না হেরিলে প্রিয়ার বদন। দশদিক শূন্য আমি করি দরশন॥ সীতার মধুর হাসি নাহি নিরখিলে। ক্ষণেক তাঁহার সহ বিরহ ঘটিলে॥ প্রলয় সমান জ্ঞান হইত তাহায়। হায় হায় সীতা মম রহিল কোথায়॥ প্রথম বিবাহ করি আসি নিকেতনে। প্রণয়-পাশেতে বদ্ধ হই প্রিয়া সনে॥ বাসর-গৃহেতে দোঁহে করিয়া শয়ন। কত কথা দুইজনে করি আলাপন॥ সেই সব ভাব এবে উদিয়া অন্তরে। মর্ম্মে মর্ম্মে দগ্ধী-ভূত করিছে আমারে। জানকী রতন মম রহিলে কোথায়। কি দোষে করিয়া দূষী ত্যজিলে আমায়॥ কবে পুনঃ তব মুখ হেরিবে লোচন। কবে কর্ণ তব বাক্য করিবে শ্রবণ॥ প্রেম সম্ভাষণ দোঁহে আর কি হইবে। আর কি তোমার মুখ নয়ন হেরিবে॥ আর কি ডাকিবে মোরে মিষ্ট সম্ভাষণে। আর কি করিবে ক্রীড়া এ অধম সনে॥ পূর্ব্ব কথা মনে মনে করিলে স্মরণ। জ্বলন্ত আগুনে যেন পুড়ি অনুক্ষণ॥ কোথা প্রাণপ্রিয়ে আসি দেহ দরশন। কি দশা হয়েছে মম কর নিরীক্ষণ॥ রাজ্য ত্যজি পশি এই গহন-কাননে। ভুলেছিনু সব দুঃখ থাকি তব সনে। তব সুধা কথা শুনি জুড়াত জীবন। প্রিয়তমে তুমি মম হৃদয় রতন॥ শশধর বিনিন্দিত তোমার বদন। সতত হৃদয় মাঝে হেরি অনু-ক্ষণ॥ কুসুম কোমল তব রম্য কলেবর। কিবা মৃদু সুকোমল তব দুই কর॥ যাহা হেরি তাই মৃদু সকলি তোমার। তোমার বিচ্ছেদ কিন্তু বজ্রের আকার॥ এইরূপে প্রিয়াশোকে রাম রঘুবর। ক্রন্দন করিয়া ভ্রমে অরণ্য ভিতর॥ ভ্রমিতে ভ্রমিতে যান পুষ্পের কাননে। দেখিলেন নানাপুষ্প শোভে সেই স্থানে॥ গন্ধে আমোদিত করে কানন ভিতর। ভ্রমিতেছে চারিদিকে নানা-বনচর॥ গুণ গুণ রবে অলি কুসুমে কুসুমে। মধুপান করে বসি আনন্দিত মনে॥ তাহা দেখি শোকভরে রঘুর নন্দন। অনুজে ডাকিয়া কহে মধুর বচন॥ শুনরে প্রাণের ভাই লক্ষ্মণ সুমতি। এই স্থানে আছে মম প্রিয়া রূপবতী॥ নয়ন মিলিয়া ভাই কর দরশন। বনপুষ্প বনচরে কর নিরীক্ষণ॥ বনচরে বনপুষ্পে মিলিত হইয়ে। লয়েছে প্রাণের সীতা বিভাগ করিয়ে॥ কমলের বন ওই করেে দর্শন! প্রিয়ার কমল মুখ করেছে স্মরণ॥ ওই দেখ পশুপক্ষী মিলিত হইয়া।

প্রেয়সীর পদ্মনেত্র নিয়াছে হরিয়া ॥ বনবাসী যত অই কুসুম-নিকর। হরিয়াছে প্রেয়সীর হাসা মনোহর ॥ চিকুর চিকণ অই আমার প্রিয়ার। লয়েছে অপরাজিতা করি বলাৎকার ॥ দন্তপাঁতি কুন্দ-কলি করেছে গ্রহণ। মধুর সুস্বর নিল কোকিল সগণ ॥ বিম্বফল হরিয়াছে ওষ্ঠ মনোহর। গৃধিনী হরেছে হের শ্রবণ সুন্দর ॥ পশুপতি সিংহ কটি করিয়া হরণ। মনের আনন্দে ভ্রমে কাননে কানন ॥ গজপতি নিল হরি মন্দ মন্দ গতি। চম্পক নিয়াছে কান্তি দেখ মহামতি ॥ হায় হায় প্রেয়সীরে একাকী পাইয়ে। সকল হরিল সবে বিভাগ করিয়ে ॥ এইরূপে কান্দি রাম জানকীর তরে। পাগল হইয়া ভ্রমে কানন ভিতরে ॥ বলে প্রিয়ে কোথা আছ দেহ দরশন। তোমার বিহনে মম তাপিত জীবন ॥ কোথা গেলে প্রিয়তমে এস একবার। বিপদ সময়ে আসি করহ উদ্ধার ॥ তোমার বিচ্ছেদে যায় আমার জীবন। হৃদয় ফাটিছে নাহি হেরিয়া বদন ॥ প্রাণপ্রিয়তমা তুমি জনক-নন্দিনী। না সহে বিরহ তব হৃদয়হারিণী ॥ বারেক আসিয়া মোরে দেহ দরশন। তোমারে নেহারি হোক শীতল জীবন ॥ তোমার বিরহে বোধ প্রলয় সমান। এখনো জীবিত আছে এ পোড়া পরাণ ॥ শিবধনু ভাঙ্গি লাভ করিনু তোমায়। হারানু গহন বনে সে ধনে হেলায় ॥ যার মুখ দেখিতাম দিবস যামিনী। কোথায় রহিল সেই জনক-নন্দিনী ॥ তব মুখসুধা প্রিয়ে করিয়া স্মরণ। জ্বলন্ত অনলে হৃদি দহে অনুক্ষণ ॥ এক সঙ্গে বসিতাম সহিতে যাহার। করিতাম মনসুখে যা সহ বিহার ॥ মধুর ভাষণে যারে তুষিতাম সদা। সুধা বরিষণ কর্ণে হত যার কথা ॥ সতত রহিত যেই হৃদয় উপরে। বিরাজ করিত সদা হরিষ অন্তরে ॥ ত্যজিল আমারে সেই হৃদয় রতন। কোথায় প্রেয়সী মম রহিলে এখন ॥ এইরূপে রঘুমণি করিয়া রোদন। পাগল সমান ভ্রমে কাননে কানন ॥ ডাকিয়া বলেন ভাই শুনরে লক্ষ্মণ। প্রিয়ার বিরহে মম না রহে জীবন ॥ অগ্নিকুণ্ড কঁর ভাই পশিব তাহায়। বিরহ যাতনা আর সহা নাহি যায় ॥ রামের এতেক ভাব করি দরশন। করযোড়ে সবিনয়ে কহেন লক্ষ্মণ ॥ হের প্রভু কিবা শোভে কুসুমকানন। বসন্তের আগমন কর দরশন ॥ ধীরে ধীরে বহিতেছে মলয়-সমীর। বনচর সবে ফেলে আনন্দের নীর ॥ চল প্রভু বন মাঝে করিব গমন। হেরিয়া বনের শোভা শান্ত হবে মন ॥ ভ্রাতার এতেক বাক্য শুনি রঘুবর। প্রবেশে তাহার সহ কানন ভিতর ॥ যাইয়া কানন মাঝে বিপদ হইল। পঞ্চবাণ পঞ্চ বাণ হৃদয়ে হানিল ॥ বন-শোভা হেরি সীতা হইল স্মরণ। থর থর কাঁপে অঙ্গ না চলে চরণ ॥ শ্রীরাম কহেন কামে বিষণ্ণ অন্তরে। কেন বাণ মার কাম আমার উপরে ॥ সীতার বিরহে মম আকুল জীবন। তাহার উপরে কেন কর জ্বালাতন ॥ মড়ার উপরে কেন কর খড়্গাঘাত। তোমার চরণে করি কোটি প্রণিপাত ॥ বিচ্ছেদ জ্বালায় আমি দহি অনুক্ষণ। আসিনু শীতল হতে গহন কানন ॥ কি দোষ তোমার দিব অদৃষ্ট

আমার। বিধির লিখন কভু নহে খণ্ডিবার॥ তাই বলি কাম মোরে ত্যজহ এখন। আমারে ছাড়িয়া কর অন্যত্র গমন॥ এই বলি রঘুমণি কান্দিতে কান্দিতে। সরোবর-তীরে যান হাঁটিতে হাঁটিতে॥ বিমল সলিলে পূর্ণ রম্য সরোবর। ফুটিয়াছে নানাবিধ পদ্ম মনোহর॥ মধু আশে অলিগণ কমলিনী পরে। করিতেছে মধুপান বসিয়া সাদরে॥ তাহা দেখি রঘুমণি ব্যাকুলিত মন। অলিগণে সম্বোধিয়া কহেন বচন॥ কি করিস্ শোন দুষ্ট ওরে দুরাচার। এমন্ কুকাজ কর সম্মুখে আমার॥ সীতার বদন সম এই কমলিনী। কি কারণে মধুপান করিতেছ শুনি॥ এতেক কহিয়া রাম সরোবরে গিয়ে। নিলেন কমল তুলি হরিষ হৃদয়ে॥ মুহুর্ম্মুহুঃ পদ্ম প্রতি করে নিরীক্ষণ। ক্ষণে ক্ষণে বক্ষোপরে করেন স্থাপন॥ চুম্বন করেন পদ্মে প্রেমের আবেগে। কভু আলিঙ্গন করে মদনের বেগে॥ হেনকালে সমুদিত দেব শশধর। যাহারে হেরিলে হয় সুস্নিগ্ধ অন্তর॥ তাহারে হেরিয়া রাম ব্যাকুলিত মন। তাহার কিরণে রাম তাপিত জীবন॥ সরোষে গর্জ্জিয়া তাঁরে কহে রঘুমণি। দুরাচার শশধর তোরে অনুমানি॥ তোমার কিরণে মম দহিছে অন্তর। এখনি উচিত ফল দিব শশধর॥ এই দেখ তীক্ষ্ণ শর হাতেতে আমার। অব্যর্থ সন্ধান চন্দ্র জানিবে ইহার॥ প্রিয়ার মুখের তুলা যদি নাহি হতে। ফেলিতাম তোমা কাটি এখনি ভূমিতে॥ এত বলি রঘুমণি করিয়া ক্রন্দন। কোথা প্রিয়ে সীতা-দেবী বলে ঘন ঘন॥ কোথায় জানকী মম রহিলে কোথায়। একবার আসি দেখা দেহ গো আমায়॥ তোমার বিরহে মম দহিছে জীবন। দেখা দিয়া অধীনেরে করহ রক্ষণ॥ এত বলি লক্ষ্মণেরে করি সম্বোধন। কহিলেন শুন ভাই প্রাণের লক্ষ্মণ॥ দশরথ মম পিতা অযোধ্যার পতি। বন মাঝে সঙ্গে ভাই লক্ষ্মণ সুমতি॥ ভাঙ্গিলাম হরধনু মনের হরিষে। কত অস্ত্র লভি বিশ্বামিত্রের সকাশে॥ কত শত নিশাচরে করিনু নাশন। কত বীর মম হস্তে হৈল নিপাতন॥ কিন্তু ধিক শত ধিক এ অধম জনে। রাখিতে নারিনু ভাই জানকী রতনে॥ এইরূপে রঘুমণি বিষণ্ণ অন্তরে। বহু খেদ করি ভ্রমে কানন ভিতরে॥ শ্রান্ত হয়ে বসি পরে পাদপের মূলে। ভাবিতে লাগেন রাম বিষণ্ণ অন্তরে॥ ভাবিতে ভাবিতে তন্দ্রা আসিল তাঁহার। নিদ্রাযোগে হেরে স্বপ্ন দয়ার আধার॥ সীতাদেবী যেন আসি হরিষ অন্তরে। বসিলেন হাস্যমুখে রাম-বক্ষোপরে॥ অমনি প্রসারি বাহু রঘুর নন্দন। চুম্বন করেন মুখে সীতার তখন॥ বাহুপাশে ধরি গলে রাখে বক্ষোপর। মনের হরিষে লীলা করে রঘুবর॥ মনে মনে মহাসুখ শ্রীরাম লভিল। অকস্মাৎ নিদ্রা কোথা চলিয়া পলাল॥ শশব্যস্তে চক্ষু চাহি রঘুর নন্দন। সীতারে না হেরি শোকে করেন রোদন॥ দ্বিগুণ বাড়িল শোক আকুল অন্তর। শিরে করাঘাত করে রাম রঘুবর॥ বলে প্রিয়ে কেন মোরে ছলনা করিলে। অকারণে কিবা দোষে আমারে

ত্যজিলে॥ হায় বিধি তব দোষ কিবা দিব আর। সকলি করম-ফল অদৃষ্ট আমার॥ জন্ম জন্ম কত পাপ করেছিনু আমি। কাননে কাননে তাই নিরন্তর ভ্রমি॥ কোথা সীতে প্রিয়তমে দেহ দরশন। মরিল দেখহ আসি তব রাঘধন॥ তোমার বিচ্ছেদে প্রাণ বুঝি বাহিরায়। অবিলম্বে ছার প্রাণ ত্যজিয়া পলায়॥ এইরূপে রামচন্দ্র কাননে কাননে। নিরত সতত রহে সীতা অন্বেষণে॥ রামের দুর্দ্দশা হেন করি দরশন। বনবাসী সবে করে দুঃখেতে রোদন॥ এই রূপে রামচন্দ্র কান্দিয়া কান্দিয়া। ভ্রমিছেন প্রিয়া তরে খুঁজিয়া খুঁজিয়া॥ বিরহ-যাতনা বশে হয়ে সকাতর। সরোবরে নামে রাম সলিল ভিতর॥ শীতল থাকুক দূরে যাতনা বাড়িল। তখনি উঠিয়া রাম কান্দিতে লাগিল॥ উন্মত্ত হইয়া রাম করে বিচরণ। পাছু পাছু ম্লানমুখ সুমিত্রানন্দন॥ ভ্রমিতে ভ্রমিতে যান অরণ্য মাঝারে। প্রিয়ার নূপুর রাম দরশন করে॥ তাড়াতাড়ি তুলি লয়ে নূপুর সীতার। গগনের চাঁদ যেন হাতেতে তাঁহার॥ লক্ষ্মণেরে বলে রাম মধুর বচন। নূপুর করিত শোভা সীতার চরণ॥ কিবা মিষ্ট বাদ্য হত তাঁহার চরণে। দহিছে হৃদয় ভাই সে সব স্মরণে॥ প্রাণের লক্ষ্মণ ভাই দেখ আর বার। নিশ্চয় পাইবে বুঝি আরো অলঙ্কার॥ রামের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। মিষ্টভাবে কহে তাঁরে সুমিত্রা-নন্দন॥ দেবীর ভূষণ আমি কিছু নাহি জানি। সতত হেরেছি তাঁর চরণ দুখানি॥ পদ বিনা অন্য অঙ্গ না হেরি কখন। কেমনে চিনিব নাথ অন্য আভরণ॥ অনুজের এই বাক্য করিয়া শ্রবণ। চরণ নূপুর লয়ে করে বিচরণ॥ ভ্রমিতে ভ্রমিতে পরে কানন ভিতরে। সীতার উত্তরী বস্ত্র এক স্থানে হেরে॥ হরিষে অমনি তাহা করিয়া গ্রহণ। প্রেমভরে হৃদি পরে করেন স্থাপন॥ কভু কান্দে কভু হেরে কভু পথে চলে। কখন বসন লয়ে রাখে বক্ষোপরে॥ বাড়িল দ্বিগুণ শোক জ্বলিল আগুন। আকুল হইয়া রাম কান্দে পুনঃপুন॥ বলে কোথা প্রাণপ্রিয়ে জনক-নন্দিনী। অলঙ্কার ফেলি কোথা গেলে সুবদনী॥ নিদারুণ বিধি হায় কি কাজ করিলে। কি দোষে আমার প্রিয়া হরিয়া লইলে॥ এইরূপে কান্দে রাম কানন ভিতরে। সহসা কবন্ধ দেখা দিল তার পরে॥ দুষ্টের দুর্ব্বুদ্ধি হেরি রঘুর নন্দন। অবিলম্বে শরাঘাতে করেন নিধন॥ কবন্ধ রামের করে ত্যজি কলেবর। দিব্যদেহে গেল সেই অমর-নগর॥

অবশেষে রামচন্দ্র ভ্রমিতে ভ্রমিতে। কানন ভিতরে যান লক্ষ্মণ সহিতে॥ জটায়ু বিহগে পরে করেন দর্শন। শ্বাসমাত্র আছে তার ভূতলে শয়ন॥ রক্ত-ধারা পড়িতেছে ক্ষতদেহ হতে। সীতার বৃত্তান্ত বলে রামের সাক্ষাতে॥ সীতারে হরণ কৈল দুষ্ট দশানন। এত বলি পক্ষীবর ত্যজিল জীবন॥ মৃত্যু-কালে রঘুবর করুণ বচনে। কহিলেন সম্বোধিয়া বিহগ-প্রধানে॥ দিব্য দেহে বৈকুণ্ঠেতে করহ গমন। পিতার সহিতে তথা হবে দরশন॥ এইরূপে বরদান

করি রঘুবর। বিহগের অন্ত্যক্রিয়া করে তার পর ॥ অবশেষে শবরীরে উদ্ধার করিয়ে। অনুজ সহিতে ভ্রমে বিষণ্ণ হৃদয়ে ॥ অবশেষে ঋষ্যমূকে করেন গমন। যথায় সুগ্রীব রহে বানর-রাজন ॥ হনুমান নল নীল বানর নিকর। সকলে তথায় রহে হরিস অন্তর ॥ মহাবল বালী বলে করিয়া হরণ। সুগ্রীবের রমণীরে করেছে গ্রহণ ॥ রাজ্য হতে সুগ্রীবেরে দিয়াছে তাড়ায়ে। সুগ্রীব রয়েছে শেষে ঋষ্যমূকে গিয়ে ॥ সুগ্রীব সহিতে রাম বন্ধুতা করিয়া। রাজ্য দিবে বলি তারে সন্তুষ্ট করিয়া ॥ পদবেগে অস্থিকুট করিয়া ক্ষেপণ। সপ্ত শাল ভেদ করে রঘুর নন্দন ॥ অবশেষে বালি বধ করি রঘুবর। করিলেন সুগ্রীবেরে কিষ্কিন্ধ্যা-ঈশ্বর ॥ পূর্ব্বে বালি বান্ধে লেজে দুষ্ট দশাননে। হেন বীরে মারে রাম আনন্দিত মনে ॥ শ্রাবণ মাসেতে বালি হৈল নিপাতন। সিংহাসনে বসে তবে সুগ্রীব রাজন ॥ সীতা উদ্ধারিতে বীর প্রতিজ্ঞা করিয়ে। পুরমধ্যে গেল কপি হৃষ্টচিত্ত হয়ে ॥ কার্ত্তিক মাসেতে পরে পৌর্ণমাসী দিনে। সুগ্রীব আসিল পুনঃ রামের সদনে ॥ দূতদ্বারা কপিগণে করি আনয়ন। সুগ্রীব রামেরে ডাকি কহেন তখন ॥ শুনহ আমার বাক্য ওহে রঘুবর। আসিয়াছে যত ঋক্ষ বানর নিকর ॥ জাম্বুবান বালিপুত্র অঙ্গদাদি করি। আসিয়াছে কত শত হের সারি সারি ॥ তোমার আদেশ সবে করিবে পালন। করুক ইহারা সবে সীতা অন্বেষণ ॥ একমাস মধ্যে পুনঃ ফিরিয়া আসিবে। সীতার সম্বাদ আনি আমারে কহিবে ॥ এত বলি কপিগণে করিল প্রেরণ। অসংখ্য অসংখ্য কপি করিল গমন ॥ উত্তরে পূর্ব্বেতে কেহ পশ্চিমেতে যায়। হনুমানে দক্ষভাগে সুগ্রীব পাঠায় ॥ হনুমান মহাবীর দেব পঞ্চানন। রামকার্য্য হেতু তার ভূমে আগমন ॥ সাধিতে দুষ্কর কর্ম্ম সেই মহামতি। সুগ্রীব-আদেশে বীর করিলেন গতি ॥ রামের অঙ্গুরী বীর করিল গ্রহণ। সীতারে দেখাবে বলি এই নিদর্শন ॥ নানাস্থান পর্য্যটন করে বীরবর। কত নদ কত বন কত বা ভূধর ॥ ক্রমে ক্রমে একমাস অতীত হইল। কুত্রাপি সীতার তত্ত্ব কিছু না পাইল ॥ হনুমান মহাভীত হইল তখন। ভাবিল ফিরিয়া গেলে নিশ্চয় মরণ ॥ অতীত হইল এবে নির্দ্দিষ্ট সময়। তত্ত্ব বিনা ফিরি গেলে মরণ নিশ্চয় ॥ সুগ্রীব মারিবে মোরে সন্দেহ কি আর। এ ছার পরাণ আজি দিব পরিহার ॥ হায় হায় রামকার্য্য না হৈল সাধন। বিফল পরাণ মম বিফল জীবন ॥ হনুমান মনে মনে চিন্তিছে এমন। সম্পাতি নামেতে পক্ষী দিল দরশন ॥ বৃদ্ধ পক্ষী পক্ষহীন ছিল বহুদিন। রাম নাম শুনি সেই বিহগ প্রবীণ ॥ পুনশ্চ পাইল পক্ষ বিহগ-প্রবর। হনুমানে ডাকি তবে করিছে উত্তর ॥ লঙ্কাপুরে আছে সীতা অশোক কাননে। হরিল রামের সীতা দুষ্ট দশাননে ॥ সম্পাতির এই বাক্য করিয়া শ্রবণ। আনন্দে উল্লাস হয় যত কপিগণ ॥ আনন্দে সকলে গেল জলনিধি তীরে। সাগর হেরিয়া সবে অন্তরে শিহরে ॥ কে যাবে সাগরপারে কি

হবে উপায়। ভাবিয়া বানরকুল হতচিত্ত প্রায়॥ হনুমান মহাবীর কারল মনন। সিন্ধুপারে অবহেলে করিতে গমন॥ পুলকে পূরিয়া বীর উঠিল গগনে। রাম রাম বলি উচ্চে আনন্দিত মনে॥ যে জন করিতে পারে জগত সংহার। এ কোন বিচিত্র কার্য্য ভাবহ তাহার॥ অম্বরে উঠিল বীর মনের হরিষে। মনে ভাবে যাব আজি জননী সকাশে॥

বিংশ অধ্যায়।

হনুমানের লঙ্কায় গমন, সীতাদর্শন ও তৎসহ কথোপকথন, লঙ্কা-দাহ, চণ্ডিকা দর্শন প্রভৃতি বর্ণন।

ততঃ স সিংহিকাং হত্বা দৃষ্ট্বা মৈনাকমেব চ।
সায়ং বিবেশ লঙ্কায়াং বায়ুনা ভ্রমতো পুরীং॥
অশোককাননং গত্বা পুষ্পিতং পাদপৈ র্বৃতং।
তত্র গত্বা রাক্ষসীমধ্যে স্থিতাং পরমসুন্দরীং।
দৃষ্ট্বা নির্ণীতবান্‌ সীতা সাধ্বীচিহ্নৈঃ সুধীঃ কপিঃ॥

সখীদ্বয়ে সম্বোধিয়া কহে হৈমবতী। শুন গো বিজয়ে জয়ে অপূর্ব্ব ভারতী॥ বায়ুবেগে বায়ুপুত্র উঠিয়া গগনে। সমুদ্রপথেতে যায় লঙ্কা নিকেতনে॥ পথিমধ্যে সিংহিকারে করি বিনাশন। মৈনাক পর্ব্বত স্পর্শি পবন-নন্দন॥ সন্ধ্যাকালে উপনীত রাবণ-নগরে। পুরী ভ্রমি ফিরে বীর ব্যাকুল অন্তরে॥ সপ্তরাত্রি লঙ্কাপুরে করিল ভ্রমণ। কত চিত্র বিচিত্রাদি করে দরশন॥ কিন্তু কোথা সীতাদেবী দেখিতে না পায়। ব্যাকুল হইয়া বীর ঘুরিয়া বেড়ায়॥ বহু চিন্তা করি শেষে বানর-কুঞ্জর। উপনীত হৈল এক কানন ভিতর॥ অশোক বনের নাম সুন্দর সুঠাম। নানা পুষ্প মুকুলিত তাহে বিদ্যমান॥ দেখিল তথায় এক পরমা সুন্দরী। রাক্ষসীগণেতে তাঁরে রহিয়াছে বেড়ি॥ দেখিয়া বুঝিল হনু সীতা দেবী হবে। সাধ্বী-চিহ্ন হেরি বীর মনে মনে ভাবে॥ তরু-পরে বীরবর করি আরোহণ। সীতারে সম্বোধি কহে মধুর বচন॥ কিন্তু তাহে সীতাদেবী বিশ্বাস না করে। ছদ্মবেশী দশাননে ভাবেন অন্তরে॥ ভৎর্সনা বাক্যেতে বহু করেন তর্জ্জন। অবশেষে কপি বলি প্রবোধিল মন॥ বৃক্ষ হতে নামি তবে হনু বীরবর। সীতাপদে প্রণমিয়া করিল উত্তর॥ রামদাস আমি মাত নাম হনুমান। তোমার চরণে মাত করি গো প্রণাম॥ কমল সমান তব যুগল লোচন। কেন তাহে বাষ্পবারি হতেছে পতন॥ সুচারু মোহন বপু

সংসারের সার। কি হেতু নিরখি তাহা মলিন আকার॥ পূর্ণচন্দ্র জিনি ত
সুন্দর বদন। মলিন নিরখি তাহা কিসের কারণ॥ হনুর বচন শুনি জনক
কুমারী। কান্দিতে লাগিল ধনী নেত্রে বহে বারি॥ বলিলেন প্রাণকান্তে ম
করি দর্শন। নিরত নয়নে বারি হয় নিপতন॥ নাথের বিরহবিষ পশিয়
অন্তরে। কাঞ্চন বরণ মম কালীসম করে॥ দুষ্ট দশানন-ভাব করি নিরীক্ষণ
শুকায় নিয়ত মম কমল আনন॥ এতেক বিলাপ-বাক্য করিয়া শ্রবণ। কহি
লেন হনুমান্ মধুর বচন॥ রোদন সম্বর মাত আমার মিনতি। অচিরে হইবে
তব বিপদে মুকতি॥ বালীরে নিপাতি রাম কমল-নয়ন। সুগ্রীবেরে রাজ্য
ভার করেছে অর্পণ॥ সুগ্রীব সঙ্গেতে সখ্য হয়েছে তাঁহার। অচিরে হইবে
মাত মুকতি তোমার॥ মারিব রাবণে কিম্বা মরিব সবাই। মনের বাসনা এই
কহি তব ঠাই॥ এত বলি অভিজ্ঞান করেন প্রদান। অঙ্গুরী পাইয়া সীতা
শোকে ভাসমান॥ বক্ষেতে রাখিয়া সীতা কান্দিতে লাগিল। অবশেষে মিষ্ট-
ভাষে হনুরে কহিল॥ কি আর বলিব তোমা গুণের নিধান। নাথের বৃত্তান্ত
দিলে মম বিদ্যমান॥ চিরজীবী হও তুমি বচনে আমার। রামে মতি সদা যেন
থাকয়ে তোমার॥ এরূপে অনেক রাত্রি কথোপকথনে। প্রণমি উঠিল হনু
সীতার চরণে॥ পুরী দরশন করি ভ্রমিয়া বেড়ায়। ঈশান কোণেতে পরে
দেখিবারে পায়॥ তিন্তিড়ী বনের মধ্যে অতি মনোহর। মন্দির বিরাজে এক
পরম সুন্দর॥ মন্দির শোভিছে এক অশোকের মূলে। নেহারিলে সেই শোভা
জনমন ভুলে॥ মণি মুক্তা প্রবালেতে হয়েছে নির্ম্মাণ। এ হেন মন্দির কোথা
নাহি বিদ্যমান॥ শৈলশৃঙ্গ সম তাহে সুবিপুল দ্বার। কপাট শোভিছে কিবা
শোভার আধার॥ দ্বারদেশে হনুমান করিয়া গমন। অত্যদ্ভুত মূর্ত্তি এক করে
দরশন॥ শ্যামাঙ্গী রুচিরাননা স্বর্ণ সিংহাসনে। চতুর্ভুজা ত্রিলোচনা সহাস্য-
বদনে॥ মন্দার পুষ্পের মালা শোভে শিরোপরে। অট্ট অট্ট হাস্য কিবা বদন
কমলে॥ যৌবন ভরেতে দেবী কিবা শোভা পায়। নূপুরের ধ্বনি পদে মরি
কি তাহায়॥ দিগম্বরী রসভরে করিছে নর্ত্তন। শঙ্খ ঘণ্টা আদি বাদ্য করে ঘন
ঘন॥ অষ্টবর্ণ অষ্টজন যোগিনী মিলিয়ে। আনন্দে রয়েছে সবে দেবীরে
বেড়িয়ে॥ দিগম্বরী তারা সবে অতি বিমোহন। পুলকে পূরিত সবে সহাস্য-
বদন॥ দেবীর মুখেতে সদা রাবণের জয়। অট্ট অট্ট হাস্য বিনা আর কিছু
নয়॥ মারুতি দেবীরে হেরি অতি দর্পভরে। হুঙ্কার করিয়া বীর নামে তার
পরে॥ হনুর হুঙ্কারে ভয় যোগিনীরা পায়। দিগম্বরী আশ্বাসিয়া কহেন
তাহায়॥ কে তুমি কোথায় হতে কর আগমন। কি হেতু এথায় বল স্বরূপ
বচন॥ দেবীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। ধীরে ধীরে হনুমান কহিল তখন॥
হনুমান মম নাম পবন-তনয়। রামদাস বলি মোরে জানিবে নিশ্চয়॥ আসি-
য়াছি জানকীর নিতে অন্বেষণ। আমার এতেক বল করহ শ্রবণ॥ পর্ব্বত

কানন সহ এই বসুমতী। দন্তেতে নাশিতে মম আছয়ে শকতি॥ এক গ্রাসে সসাগরা ধরণী লইয়ে। ভুঞ্জিবারে পারি আমি সানন্দ হৃদয়ে॥ তুমি কেবা তাহা মোরে করহ বর্ণন। রাবণের জয় বাঞ্ছা কর ঘনে ঘন॥ হনুর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। চণ্ডিকা কহেন তবে মধুর বচন॥ হিমগিরি-কন্যা আমি চণ্ডিকা আখ্যান। মহাভুজা দিগম্বরী শুন মতিমান॥ রাবণের ভক্তি আমি করি দরশন। বশীভূত হয়ে হেথা রহি অনুক্ষণ॥ পার্ব্বতী অপর নাম জানিবে আমার। ভীমরূপ মোরে কপি দেখাও তোমার॥ ভয়ঙ্কর রূপ তব করিব দর্শন। মনে মনে এই মম বড় আকিঞ্চন॥ চণ্ডীর এতেক বাক্য শুনি হনুমান। কামরূপী নিজ বপু ধরিল ধীমান॥ বিকট হইল চক্ষু ভীষণ আকার। বিকট বদন কিবা ভয়ের আধার॥ দেখিলেন দেবী সেই বানর-শরীরে। রাক্ষসেরা কত শত নিবসতি করে॥ কেহ নখে কেহ দন্তে করে অবস্থান। কোটি কোটি রক্ষ মৃত দেখে বিদ্যমান॥ লোমকূপে শত শত বানর বিরাজে। শীর্ষদেশে রামচন্দ্র কিবা মরি রাজে॥ নবদূর্ব্বাদল শ্যাম কমল লোচন। ধনু করে শিরোপরে রঘুর নন্দন॥ বাণের অগ্রেতে দেখে দুষ্ট দশানন। ত্যজিয়াছে মহাকষ্টে আপন জীবন॥ বামহস্তে দাশরথী রাম রঘুবীর। ধরিয়াছে কুম্ভকর্ণে যেই মহাবীর॥ হনুর ললাটে আরো শোভিছে লক্ষ্মণ। রোচনা-তিলক যেন করেছে ধারণ॥ অতিকায় ইন্দ্রজিত এই দুই জন। লক্ষ্মণ মুষ্টির মধ্যে করিছে ধারণ॥ লক্ষ্মণের কিরীটেতে জনক-নন্দিনী। রামের চরণে দৃষ্টি করিতেছে ধনী। ভ্রূমধ্যে রাক্ষস সহ লঙ্কা নিকেতন। হৃদয়ে বিরাজে কিবা ধর্ম্মী বিভীষণ॥ মূর্ত্তিমান ধর্ম্ম সম সেই বিভীষণ। আনন্দে হয়েছে যেন লঙ্কার রাজন॥ এইরূপে মহেশ্বরী বানর-শরীরে। অত্যদ্ভুত কত কাণ্ড নিরীক্ষণ করে॥ অবশেষে সবিনয়ে কহেন বচন। জানি জানি কপিবর তুমি পঞ্চানন॥ রাবণে নাশিতে তুমি অবনীমাঝারে। অভেদ রামেতে তোমা জানিহে অন্তরে॥ রামকার্য্য করিবারে ওহে হনুমন। কি করিতে হবে মোরে বলহ এখন॥ দেবীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। কহিলেন হনুমান মধুর বচন॥ লঙ্কাপুরী ত্যজি দেবী যাহ অন্য স্থানে। সীতা-অপমান করে দুষ্ট দশাননে॥ তার জয় বাঞ্ছা তুমি কর কি কারণ। তুমি রৈলে রামকার্য্য না হবে সাধন॥ তুমি রৈলে রাম নাহি রাবণে বধিবে। রাবণ রহিলে বিশ্ব বিনাশ পাইবে॥ শক্তিরূপা তুমি দেবী লঙ্কা নিকেতন। তুমি রৈলে বধ নাহি হবে দশানন॥ হনুর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। ধীরে ধীরে চণ্ডী দেবী কহেন বচন॥ সীতা-অপমানে মম হৈল অপমান। বলিলাম সত্য কথা তব বিদ্যমান॥ আমারে ত্যজিতে লঙ্কা বলিলে বচন। রাবণ-নগরী আমি দিব বিসর্জ্জন॥

চণ্ডীর বচন শুনি পবন-তনয়। গদগদ-বাক্যে কহে করিয়া বিনয়॥ মহেশ্বরী তুমি দেবী পর্ব্বত-নন্দিনী। লঙ্কেশ্বরী কালরূপা বিন্ধ্য-নিবাসিনী॥ ব্রহ্ম-

বিরু শিবারাধ্যা তুমি আদ্যাশক্তি। বৈষ্ণবী ভকত-প্রিয়া তুমিই মুকতি॥ সৃষ্টিকর্ত্রী রক্ষাকর্ত্রী সংহার-কারিণী। দেবদেব-রক্ষাকর্ত্রী তুমি সনাতনী॥ যাহে পরাভব হয় দুষ্ট দশানন। সে বর রামেরে দেহ এই নিবেদন॥ রাবণ নিধনে কর সাহায্য প্রদান। এই ভিক্ষা মাগি দেবী তব বিদ্যমান॥ হনুর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। মিষ্টভাষে চণ্ডী দেবী কহেন তখন॥ এই বর দিনু আমি রঘুর নন্দনে। করিবেন পরাজয় দুষ্ট দশাননে॥ সীতা লাভ কীর্ত্তি লাভ রাজ্য লাভ হবে। অযোধ্যানগরে রাম সিংহাসন পাবে॥ কিন্তু এক কথা বলি করহ শ্রবণ। সাহায্যের বিঘ্ন কিন্তু করি দরশন॥ কালবশে সহায়তা অনুচিত হয়। রাবণ আমার ভক্ত জানিবে নিশ্চয়॥ তবে এক কথা বলি করহ শ্রবণ। ক·· হেতু করে সবে দেবতা-বোধন॥ অবশেষে পূজা করে বিহিত বিধানে। কহিলাম সার কথা তোমার সদনে॥ এইরূপে পূর্ব্বে সব দেবতা মিলিয়ে। করিল রামের পূজা সানন্দ হৃদয়ে॥ রাবণ বধিতে রাম ভূমে অবতার। সামান্য নহেন তিনি সার হতে সার॥ আমারে পূজিলে রাম রাবণে জিতিবে। অকালে আমার পূজা কেমনে হইবে॥ যথাকাল অপেক্ষিয়া বিলম্ব করিলে। দুর্জ্জয় হইবে লঙ্কা জানিবে অন্তরে॥ রাবণ অজেয় হবে শুন হনূমন। এ হেতু করুন্ রাম আমার বোধন॥ মম বরে দশাননে করিবেন জয়। সুবর অর্পিনু হয়ে সানন্দ হৃদয়॥ দেবীর এতেক বাক্য শুনি হনুমান। মিষ্ট-ভাষে কহে তাঁরে করিয়া প্রণাম॥ তুমি স্বাহা দেবগণ-সন্তোষ করিতে। তুমি দেবী স্বধা পিতৃগণে সন্তোষিতে॥ অতএব রাম-পূজা করহ গ্রহণ। শ্রাদ্ধরূপা তোমা রাম করিবে পূজন। দর্শপর্ব্ব সৃজিয়াছে দেব প্রজাপতি। পিতৃগণ তাহে তুষ্ট শুন ভগবতী॥ দর্শদিনে কব্য তাঁরা করেন ভোজন। রামদত্ত কব্য তুমি করহ গ্রহণ॥ রামের শ্রাদ্ধ দেবী করিয়া গ্রহণ। তাঁর উপকার তুমি করহ সাধন॥ অমা নামে চন্দ্রকলা বিদিত ভুবনে। অমৃতরূপিণী কলা জানে সর্ব্ব-জনে॥ নির্ব্বাণ-মুকতিরূপী সেই কলা হয়। সেই কলা তুমি দেবী নাহিক সংশয়॥ স্বাহা স্বধা তুমি দেবী তুমি সনাতনী। তুমি দেবী পিতৃদের সে কব্য-রূপিণী॥ হনুর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। চণ্ডীদেবী ফুল্লমুখে কহিছে তখন॥ যা কহিলে ওহে কপি তাহাই হইবে। লঙ্কাপুরী দাশরথী যখন আসিবে॥ পিতৃরূপা হব আমি জানিবে তখন। রামদত্ত কব্য আমি করিব গ্রহণ॥ অপর্ব্ব হলেও পর্ব্ব সেই দিন হবে। মম বাক্য কভু নাহি বিফল জানিবে॥ পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ রাম করিবে যখন। পিতৃরূপে আমি তাহা করিব গ্রহণ॥ র... বধিবে রাম নাহিক সংশয়। অমাবস্যাদিনে যেন শ্রাদ্ধকার্য্য হয়॥ ত... যুদ্ধেতে রাম জিনিবে রাবণে। কহিলাম তথ্যকথা তোমার সদনে॥ ... এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। সবিনয়ে কহে তবে পবননন্দন॥ যা ... গো দেবী তাহাই করিব। অবিলম্বে যুদ্ধে মোরা প্রবৃত্ত হইব॥ ...

হ র হন স্বরূপ তখন॥ আসি-পর্ব্বত

পাশে মম এই নিবেদন। ক্ষণকাল স্থানান্তরে করহ গমন ॥ তোমারে পূজিব আমি হরষিতমনে। এক কার্য্য আছে আগে কহি তব স্থানে ॥ তোমার সাক্ষাতে তাহা না হবে সাধন। ক্ষণকাল রহ দূরে এই নিবেদন ॥

কথোপকথনে ক্রমে শেষ রাত্রি হয়। পীঠ ত্যজি মহাদেবী স্থানান্তরে রয় ॥ হেনকালে হনূমান আনন্দিত মনে। প্রবেশ করিল গিয়া সুরম্য উদ্যানে ॥ কানন ভাঙ্গিয়া বীর করে ছারখার। নাহি বৃক্ষ নাহি ফল নাহি কিছু আর ॥ দূতমুখে শুনি তবে রাজা দশানন। রোষভরে বহু রক্ষ করেন প্রেরণ ॥ সবারে মারিয়া বীর পবন-নন্দন। রক্ত দিয়া চণ্ডিকার করিল পূজন ॥ পূজাকালে চণ্ডী-দেবী পীঠে অধিষ্ঠান। রক্ত দিয়া পাদ্য হনু করিল প্রদান ॥ পুষ্প সহ বৃক্ষ সব উপাড়িয়া ফেলে। চণ্ডীরে পূজিল পুষ্পে অতি কুতূহলে ॥ রাক্ষসের রক্তে করে আচমন দান। মহাবীর বায়ুসুত মহাবুদ্ধিমান ॥ অক্ষ আদি কতিপয় রাবণ-তনয়। হনূ সহ যুদ্ধে তথা উপনীত হয় ॥ সবারে মারিয়া বীর পবননন্দন। চণ্ডীকারে বলি দিয়া আনন্দে গমন ॥ অবশেষে মেঘনাদ আসিয়া তথায়। মহা-যুদ্ধ করে কত কথা নাহি যায় ॥ ঘোর যুদ্ধে ক্রমে নিশা হৈল অবসান। রাবণে দেখিতে ইচ্ছু বীর হনূমান ॥ প্রভাতেতে মেঘনাদ হনূরে বান্ধিল। রাবণ নিকটে তারে উপনীত কৈল ॥ বিদ্রূপ করিতে তারে করিয়া মনন। লেজেতে আগুন দিতে বলে দশানন ॥ রাবণ-আদেশে সবে হনূরে ধরিয়া। ঘৃতযোগে পুচ্ছে দিল আগুন জ্বালিয়া ॥ জ্বলিয়া উঠিল লেজে দীপ্ত হুতাশন। অগ্নিশিখা ক্রমে উঠি স্পর্শিল গগণ ॥ দীপরূপ হৈল তাহা চণ্ডীর পূজনে। পবননন্দন বীর হাসে মনে মনে ॥ সবেগে বন্ধন খুলি পবন-নন্দন। বড় বড় বৃক্ষ হস্তে করিল গ্রহণ ॥ রাক্ষসেরা দেখি ভয়ে পলাইল দূরে। সবেগে চলিল হনু আনন্দের ভরে ॥ যাহারে সম্মুখে পায় মারে বৃক্ষবাড়ি। লেজের আঘাত কারে করে তাড়াতাড়ি ॥ অগ্নি লাগি রাক্ষসেরা কেহ কেহ পুড়ে। কান্দিতে কান্দিতে কেহ পলাইল ডরে ॥ বেগে ধায় কেহ নাহি পাছু দিকে চায়। বৃক্ষ হাতে হনূমান দ্বারে দ্বারে ধায় ॥ এক গৃহে অগ্নি দিয়া যায় অন্য স্থান। ঘর পুড়ে দ্বার পুড়ে হাসে হনূ-মান ॥ এক চালে উঠি বীর আর চালে পড়ে। ছারখার করে ক্রমে রাবণ-নগরে ॥ কত শত নিশাচর পুড়িয়া মরিল। পুত্র-শোকে ভার্য্যা-শোকে কত বা দহিল ॥ অর্দ্ধপোড়া হয়ে কেহ ছটফট করে। যাতনা পাইয়া কেহ পড়ে গিয়া জলে ॥ অগ্নিময় হৈল হায় রাবণ-নগরী। হাতে হাতে পাপফল দিলেন হনূ[illegible]রি ॥ কি হলো কি হলো বলি ভাবে দশানন। স্বর্ণলঙ্কা হৈল যেন শোকের ত্রপম[illegible] ॥ এইরূপে লঙ্কা দগ্ধ করি বীরবর। উত্তরিল পুন গিয়া সীতার গোচর ॥ ত্যজি[illegible] বৃত্তান্ত কহে জানকী-সদনে। শুনিয়া জানকী-দেবী হরষিত মনে ॥ চ[illegible] হনূরে তবে কহিলেন সতী। শুন বৎস শুন বীর শুন হে মারুতি ॥ স্বরী[illegible] দুর্দ্দশা চক্ষে করিলে দর্শন। বলিও এ সব কথা নাথের সদন ॥ অচিরে

রাবণে মারি রাম রঘুমণি। উদ্ধার করেন যেন দুঃখিনী অধীনী॥ অপেক্ষা করিয়া আমি তাঁর আগমন। আশার আশেতে করি জীবন ধারণ॥ দুইমাস আছি আমি অশোক-কাননে। বলিও সকল কথা নাথের সদনে॥ আর যদি বেশী দিন করি অবস্থান। নিশ্চয় জানিবে আমি ত্যজিব পরাণ॥ রামের নিকটে বৎস বলো এই কথা। আমার করিও গতি তুমিও সর্ব্বথা॥ সীতার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। দুঃখভরে হনু করে অশ্রু বরিষণ॥ সীতার বচনে বীর স্বীকার করিয়া। প্রবোধ বচনে তাঁরে আশ্বাস অর্পিয়া॥ জলধি-কুলেতে বীর করে আগমন। জয় রাম বলি উঠে গগনে তখন॥ মুহূর্ত্তেকে উপনীত সাগরের পার। জাতিগণ হেরি পায় আনন্দ অপার॥ সঙ্গেতে যাহারা ছিল সীতা অন্বেষণে। অপেক্ষা করিতেছিল আসি সেই স্থানে॥ হনুরে দেখিয়া তারা আনন্দে মগন। শুনিল তাহারা সবে লঙ্কা-বিবরণ॥ শুনিলে বিজয়ে জয়ে অপূর্ব্ব আখ্যান। বলিলাম রামকথা দোঁহা বিদ্যমান॥ পিতৃরূপা কেন আমি কি কারণে হই। বলিলাম বিবরিয়া দোঁহাকার ঠাঁই॥ অপূর্ব্ব পুরাণ কথা করিলে শ্রবণ। অবহেলে ভববন্ধ হয় বিমোচন॥

একবিংশ অধ্যায়।

হনুমান কর্ত্তৃক রামের নিকট সীতাবৃত্তান্ত কথন, সাগরবন্ধন, লঙ্কায় সসৈন্যে রামের উপস্থিতি, বহুসংখ্যক রাক্ষসনিধন, দেবগণ কর্ত্তৃক ভগবতীর স্তব এবং দেবীর বোধনোদ্যোগ।

অথাগতা ততঃ ষড়ভির্দ্দিনৈঃ পবননন্দনঃ।
অঙ্গদাদ্যৈঃ সহ শ্রীমান দদর্শ রঘুনন্দনং॥
প্রণম্য সর্ব্ববৃত্তান্তং জগাদ মুদিতাননঃ।
রামোঽপি দশমীং শুক্লাং শ্রাবণে মাসি নির্ণয়ন্;
সর্ব্বয়া সেনয়া সার্দ্ধং যাত্রাং চক্রে মুদান্বিতঃ॥

অঙ্গদাদি সহ তবে পবন-নন্দন। ঋষ্যমূক অভিমুখে করিল গমন॥ উপনীত আসি ক্রমে ছয় দিন পরে। দেখা দিল সবে আসি রামের গোচরে॥ বৃত্তান্ত প্রণমিয়া ফুল্ল মনে কহিল সকল। শুনি পুলকিত-চিত রাম রঘুবর॥ শ্রাবণ তখন শুক্লা দশমী তিথিতে। যাত্রা করে রঘুবর লঙ্কা নগরীতে॥ দুই দিন আসি রাত্র করি পর্য্যটন। তৃতীয় দিবসে করে সাগর দর্শন॥ দ্বাদশীতে উপনীত পর্ব্বতোপরী।

জলধির তীরে। কি রূপে যাইবে ভাবে সাগরের পারে॥ রাবণ রাজার ভাই নাম বিভীষণ। ত্রয়োদশী দিনে আসি রামের সদন॥ শরণ লইল তাঁর করিয়া বিনয়। আশ্রয় দিলেন তাঁরে রাম দয়াময়॥ বন্ধুরূপে বিভীষণে করিয়া গ্রহণ। লঙ্কারাজ্য দিবে তাঁরে কহেন তখন॥ বিভীষণ সুমন্ত্রণা করয়ে অর্পণ। সেইমতে কার্য্য করে রঘুর নন্দন॥ তিন রাত্রি নিয়মেতে করিয়া যাপন। সাগরে প্রসন্ন করে কৌশল্যা-নন্দন॥ সিন্ধুরাজে তুষ্ট করি আনন্দ হৃদয়ে। সেতু বান্ধে আরম্ভিল কপি-সৈন্য লয়ে॥ তীর হতে একশতবিংশতি যোজন। সলিল উপরে হবে সেতুর বন্ধন॥ ময়পুত্র নল বীর বাঁন্ধিতে লাগিল। রামের মহিমা জলে পাষাণ ভাসিল॥ কত গিরি কত বৃক্ষ পর্ব্বত-শিখর। রাশি রাশি আনি সেতু বান্ধিতে তৎপর॥ শ্রাবণী-পূর্ণিমা দিনে নল মহাবীর। চৌদ্দ যোজনের পথ বান্ধিল গভীর॥ পর দিনে চতুস্ত্রিংশ যোজন বান্ধিল। সাতান্ন যোজন তার পর দিনে হৈল॥ পোনের যোজন বান্ধে চতুর্থ দিবসে। সেতু বান্ধি বীরগণ সুখনীরে ভাসে॥ জয় জয় ধ্বনি হয় সাগর-উপর। বানর-কটক সবে আনন্দে বিহ্বল॥ "দেখি নাই শুনি নাই কভু কোন কালে। পাষাণেতে সেতু বান্ধে সাগরের জলে॥ সাগরে যাহার আজ্ঞা অপ্রতিত হয়। সে রামের জয় হৌক জয় জয় জয়॥" এইরূপ জয়নাদ হইতে লাগিল। অসংখ্য অসংখ্য কপি একত্রে মিলিল॥ কৃষ্ণপক্ষে পুষ্যাযুক্ত ত্রয়োদশী দিনে। উত্তরিল রামচন্দ্র সাগর-দক্ষিণে॥ মহাবাহু রামচন্দ্র সঙ্গে বিভীষণ। দক্ষিণ তীরেতে আসি উপনীত হন॥ সংবাদ পাইয়া ভয় দশানন পায়। মুহুর্মুহুঃ শোকভরে চারিদিক্ যায়॥ ক্ষণে ক্ষণে কহে রায় প্রলাপ বচন। ক্ষণে চিন্তা ক্ষণে কম্প ক্ষণে মতি ভ্রম॥ পরামর্শ নাহি শুনে নহে বুদ্ধি স্থির। কটুবাক্য বলে সবে দশানন-বীর॥ এ দিকেতে রামচন্দ্র অঙ্গদে ডাকিয়ে। দূতরূপে লঙ্কাপুরে দিলেন পাঠায়ে॥ মহাবল বালিপুত্র করিয়া গমন। রাবণ রাজার করে মুকুট হরণ॥ স্ববলে মুকুট তুলি আনন্দ-হৃদয়ে। রামচন্দ্র-পুরোভাগে উপনীত গিয়ে॥ নিশ্চয় হইবে যুদ্ধ করি বিবেচনা। রাবণ অমাত্য সহ করয়ে মন্ত্রণা॥ সযতনে পুরী রক্ষা করিতে লাগিল। দ্বারে দ্বারে বহু সৈন্য রক্ষিত করিল॥ কপি-সৈন্য সঙ্গে করি রাম রঘুবর। উপনীত হন গিয়া রাবণ-নগর॥ বানরে ঘেরিল লঙ্কা আশ্চর্য্য ঘটন। মহাবল কপি-সৈন্য করিছে ভ্রমণ॥ কিবা জলে কিবা স্থলে [illegible]ক্ষর উপরে। প্রান্তরে গৃহেতে কোঠে অথবা প্রাচীরে॥ যথায় ফিরাও [illegible] [illegible]র কিছু নাই। বানর ভল্লূক মাত্র দেখিবারে পাই॥ অনন্তর মহা-[illegible] নন্দন। সবারে ডাকিয়া কন মধুর বচন॥ হনুমান বিভীষণ বালির [illegible] জাম্বুবান লক্ষ্মণাদি সমাগত হয়॥ সবারে কহেন রাম মধুর বচনে। [illegible] সনা এক করিয়াছি মনে॥ বিধানে করিব শ্রাদ্ধ এই মম মন। [illegible] অতিথি করি দরশন॥ অদ্য হতে এই পক্ষে যত তিথি হবে।

ভক্তিভরে পিতৃগণে সন্তোষিব সবে॥ অমা তিথি খ্যাত বলি পরব-রূপিণী। অভেদ তাহার সহ দেবী সনাতনী॥ অতএব অদ্য হতে আরম্ভ করিয়ে। করিব প্রত্যহ শ্রাদ্ধ ভক্তিযুক্ত হয়ে॥ রামের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। মৃদুভাষে হনুমান কহিল তখন॥ আমার বচন শুন কমললোচন। অবিলম্বে শ্রাদ্ধ-বিধি কর আয়োজন॥ জয় লাভ হবে তাহে নাহিক সংশয়। ঘুষিবে জগতে কীর্ত্তি কহিনু নিশ্চয়॥ জগতে সকলে শ্রাদ্ধ এইরূপে করিবে। ধন-লাভ বিপন্নাশ ইহাতেই হইবে॥ বুদ্ধিলাভ হবে তাহে কহিনু বচন। কামনা হইবে পূর্ণ ধর্ম্ম উপার্জ্জন॥ অপর পক্ষেতে শ্রাদ্ধ যেই জন করে। সতিল তর্পণ করে জাহ্নবী সলিলে॥ বহু বহু অশ্বমেধ-ফল তার হয়। কহিলাম রঘুবর জানিবে নিশ্চয়॥ হনুর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। আনন্দ-সলিলে ভাসে রঘুর নন্দন॥ হনুমানে আলিঙ্গিয়া মনের হরিষে। দক্ষিণ মুখেতে পরে শ্রাদ্ধ হেতু বসে। যে দিন প্রথম শ্রাদ্ধ আরম্ভ করিল। ভীষণ রাক্ষস সব সে দিনে আসিল॥ পাঠাল সবারে দুষ্ট রাক্ষস রাবণ। চতুরঙ্গ বল আসে করিয়া গর্জ্জন॥ সেনাপতি অকম্পন অমিতবিক্রম। হনুমান যুদ্ধে তারে করিল নিধন॥ তাহা দেখি দাশরথী আনন্দে মগন। প্রতিদিন শ্রাদ্ধ করে রঘুর নন্দন॥ যথাবিধি শ্রাদ্ধ রাম প্রতিদিন করে। প্রত্যহ ব্যাপৃত থাকে ভীষণ সমরে॥ প্রথমতঃ অকম্পন হইল নিধন। ধূম্রাক্ষ তাহার পর হৈল নিপাতন॥ ধূম্রাক্ষ মরিলে পরে বজ্রদংষ্ট্র আসে। বজ্রদংষ্ট্রে রামসৈন্য মারে অনায়াসে॥ বজ্রদংষ্ট্র হত হলে রাবণ রাজন। অপার চিন্তায় বীর হৈল নিমগন॥ পাঠায় শেষেতে বীর প্রহস্ত মাতুলে। প্রহস্ত আসিল রণে চতুরঙ্গ দলে॥ তাহার সহিতে হয় ঘোর-তর রণ। দেবাসুর নর আদি সবে ভীতমন॥ সমস্ত রজনী যুদ্ধ হৈল ঘোর-তর। প্রভাতে প্রহস্ত মরে মহাবলধর॥ প্রহস্ত মরিল দেখি রাজা দশানন। আকুল অন্তরে ভাবে কি হবে এখন॥ পিতারে কাতর হেরি রাবণ-তনয়। ইন্দ্রজিত নামে যেই উপনীত হয়॥ মায়াবী রাবণ-পুত্র বলে মহাবল। পিতার আদেশে আসে করিতে সমর॥ নাগপাশ ত্যজি বীর রাবণ নন্দন। রাম লক্ষ্মণেরে দোঁহে করিল বন্ধন॥ গরুড় হইতে মুক্ত দাশরথীদ্বয়। রাবণ হেরি তাহা মানিল বিস্ময়॥ অবশেষে রণমাঝে রাবণ আসিল। ঘোরতর মাহ আরম্ভ করিল॥ রাম-রাবণের যুদ্ধ মহাভয়ঙ্কর। কাঁপে স্বর্গ কাঁপে কাঁপে রসাতল॥ দশ সহস্রক কোটি সৈন্য পড়ে রণে। হেন যুদ্ধ ক না দেখে নয়নে॥ কত মুণ্ড ধরাতলে গড়াগড়ি যায়। রক্তনদী ধরাতলে ধায়॥ কত স্কন্ধ উঠি নৃত্য করিতে লাগিল। কুম্ভীর ম নদীতে ভাসিল॥ অক্ষৌহিণী মহাবীর হলে নিপতন। স্কন্ধ এক আনন্দে নর্তন॥ দশস্কন্ধ উঠি নৃত্য করিবার পর। এক মুণ্ড উঠি খল খল॥ এইরূপে কত মুণ্ড উঠিতে লাগিল। যুদ্ধ হেরি

কাঁপিল ॥ দুই দিন দিবানিশি করিয়া সমর। মহাবীর লঙ্কানাথ হৈল জর জর ॥ রথ অশ্ব কাটে তার রঘুর নন্দন। রণে ভঙ্গ দিয়া বীর করে পলায়ন ॥ কুম্ভকর্ণ মহাবল রাবণের ভাই। এদিকে রাবণ ভাবে তাহারে জাগাই ॥ নিদ্রাগত আছে বীর বিধির বিপাকে। না জানে যে লঙ্কাপুরী মজিয়াছে শোকে ॥ কুম্ভকর্ণ মহাবল হেন শক্তি ধরে। অখিল বানরী সেনা গিলিবারে পারে ॥ বহু যত্নে জাগরিত করিল তাহায়। তাহা হেরি দেবগণ ব্যাকুলিত-কায় ॥ ব্রহ্মার নিকটে সবে করিয়া গমন। বিনয় বচনে কহে যত দেবগণ ॥ শুন শুন প্রজাপতি নিবেদি তোমায়। কুম্ভকর্ণ মহাবীর জাগিল লঙ্কায় ॥ পঞ্চ-লক্ষ কোটি সৈন্য সঙ্গেতে করিয়ে। রাম সনে যাবে যুদ্ধে রোষান্বিত হয়ে ॥ যতেক রাক্ষস-সেনা অতীব দুর্জ্জয়। রামের লাগিয়া মোরা ব্যাকুল-হৃদয় ॥ বাসনা করেছি মোরা করি স্বস্ত্যয়ন। রামের কল্যাণ মোরা করিব সাধন ॥ এবে তুমি মত কর ওহে দয়াময়। রামের লাগিয়া মোরা ব্যাকুল-হৃদয় ॥ দেবতাগণের বাক্য করিয়া শ্রবণ। মনে মনে প্রজাপতি করেন চিন্তন। যথা-কাল সমাগত হইয়া আসিল। কুম্ভকর্ণ মহাবীর অকালে জাগিল ॥ শুক্লপক্ষে হবে জানি রাবণ নিধন। দেবীর আদেশ বিনা না হবে মরণ ॥ বিবেচিয়া যদি দুষ্ট দেবী-পূজা করে। অবধ্য হইবে তবে জানিহ অন্তরে ॥ দেবী প্রবোধিতে এবে সমুচিত হয়। এত চিন্তি প্রজাপতি দেবগণে কয় ॥ রামের মঙ্গল হেতু সকলে মিলিয়ে। স্বস্ত্যয়ন কর সবে হরিব হৃদয়ে ॥ আমিও করিব সবা সহ স্বস্ত্যয়ন। করিতে হইবে কিন্তু দেবীর বোধন ॥ নতুবা বাসনা সিদ্ধি কভু নাহি হবে। দেবীর করুণা বিনা দুষ্ট না মরিবে ॥ ব্রহ্মার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। সকলে মিলিয়া করে দেবীর স্তবন ॥

পরম দেবতা তুমি কমল-নয়না। তোমারে প্রণমি কালী শিবা ত্রিলোচনা ॥ বরদা শাম্ভবী দেবী তুমিই শাঙ্করী। ভক্তিরূপা ভক্তিপ্রিয়া ভবানী ঈশ্বরী ॥ ভৈরবী ভীষণাননা শঙ্কর-বল্লভা। ভীমা ভীমাননা তুমি বিষ্ণুরূপা শুভা ॥ বিষ্ণু-রক্ষাকরী দেবী তুমিই বৈষ্ণবী। সংহারকারিণী তুমি কপর্দ্দিনী দেবী ॥ সৃষ্টি স্থিতি-দুর্গমরী করাললোচনা। তব শিরে শশধর শ্যামলবরণা ॥ তুমি শ্বেতা তুমি গৌরী মোহ কৌমারী। দেবতার শক্তিরূপা বিচিত্র সুন্দরী ॥ বিচিত্রা দ্বিভুজা তুমি তুমি কাঞ্চনজা। কভু ষড়ভুজা তুমি কভু অষ্টভুজা ॥ অষ্টাদশ বাহু কভু করহ ধারণ। জিনীমা ষোড়শ বা করহ গ্রহণ ॥ কভু লক্ষ নেত্র তব বিরাজে শরীরে। পুত্তলিকারূপিণী তুমি প্রণমি তোমারে ॥ তুমি স্থূল তুমি সূক্ষ্ম নিষ্কল-রূপিণী। তুমি পরে প্রণাধর্ব্ব কামবিহারিণী ॥ দীর্ঘজিহ্বা অপ্রেময়া তুমি স্তবনীয়া। কায়গম্যা কর অধিষ্ঠান্ধ্যাদ্রিনিলয়া ॥ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড দেবী তোমার জঠরে। আকাশ-রূপা করি ম প্রণমি তোমারে ॥ শৈলেশ-নন্দিনী তুমি ত্রিলোক-পাবনী। শিব-কভু মিত্রদেবী পর্ব্বতবাসিনী ॥ বিল্বদলে তুমি দেবী কর অধিষ্ঠান। শ্রীদুর্গা

দুর্গতিহরা করি গো প্রণাম ॥ শান্ত জনে প্রিয়া তুমি শান্তি-স্বরূপিণী। পদ্মালয়া পদ্মনেত্রা কমলবাসিনী॥ তুমি স্বাহা তুমি স্বধা হ্রীঙ্কার স্বরূপা। তুমি বুদ্ধি তুমি শুদ্ধি তুমি দিবা ক্ষপা ॥ জগতের কর্ত্রী তুমি বিশ্বের জননী। সার হতে সারা দেবী ব্রহ্ম সনাতনী ॥ বিশ্বের প্রধানা তুমি বিশ্বের কারিণী। চিদানন্দ-ময়ী দেবী সুখ-বিধায়িনী ॥ সকলের মূল তুমি পরমা ঈশ্বরী। সব হতে শ্রেষ্ঠা তুমি বিশ্বের ঈশ্বরী ॥ তুমি সত্ত্ব তুমি রজঃ তুমি তমোগুণ। তোমার চরণে দেবী নমি পুনঃপুন ॥ কল্যাণকারিণী তুমি কল্যাণদায়িনী। গুণবতী বুদ্ধিমতী শত্রু-বিনাশিনী ॥ দুর্গতি বিনাশ হয় তোমায় স্মরণে। সবার ঈশ্বরী তুমি নমামি চরণে ॥ তুমি মুক্তি তুমি ভুক্তি তুমি আদ্যাশক্তি। সবার আশ্রয় তুমি অগতির গতি ॥ তুমি লজ্জা তুমি তুষ্টি তুমি সরস্বতী। তুমি শ্রদ্ধা তুমি দয়া তুমি তুষ্টি ধৃতি ॥ বিরাজ করিছ তুমি স্থাবর জঙ্গমে। তোমার মহিমা বল কে জানে ভুবনে ॥ যোগিনী প্রধানা তুমি তুমি যোগমায়া। আমা সবা পরে দেবী বিতর গো দয়া ॥ ব্রহ্মাণ্ড উদরী দেবী কারণ-কারণ। তব পদে মোরা সবে লইনু শরণ ॥ কৃপাচক্ষে চাহ দেবী দেবগণ প্রতি। সংসার-কারিণী তুমি অগতির গতি ॥ সৃজিছ পালিছ তুমি করিছ হরণ। তত্ত্বময়ী তোমা পদে লইনু শরণ ॥ ভক্তি-বশে তোমা পায় যত যোগীচয়। বিরাজ করহ তুমি যোগীর হৃদয় ॥ নিত্যানন্দ স্বরূপিণী সবাকার সার। তুমি না রাখিলে দেবী নাহিক নিস্তার ॥ আমরা তোমার পদে লইনু শরণ। বিপদে রক্ষহ মাতঃ যত দেবগণ ॥ তোমার চরণে মতি রাখে যেই জন। কি ভয় তাহার বল এ তিন ভুবন ॥ শ্রীদুর্গা তোমার নাম দুর্গতি-হারিণী। তোমার চরণ বিনা কিছু নাহি জানি ॥ পরমা প্রকৃতি তুমি সবাকার মূল। কত দৈত্য তব করে হয়েছে নির্ম্মূল ॥ তোমার করুণা খ্যাত স্থাবর জঙ্গমে। রক্ষা কর মহাদেবী প্রণমি চরণে ॥ নিজ দেহে এই বিশ্ব করিছ ধারণ। তোমার মহিমা বল জানে কোন জন ॥ বহুকাল যোগী জন থাকি এক-মনে। না বুঝে তোমার তত্ত্ব ওগো ত্রিনয়নে ॥ তব কৃপাবলে মুক্তি জানি গে[illegible] নিশ্চয়। বিপদে পড়িয়া তোমা ডাকে দেবচয় ॥ অকপট ভক্তি যদি র[illegible] তবোপরে। দুর্ল্লভ কি রহে তার এ ভব সংসারে ॥ তুমি কৃপা কর যারে [illegible] ও ত্রিনয়নে। কি ভয় তাহার বল এ তিন ভুবনে ॥ তব পদে মহাদেবী [illegible] কো নমস্কার। দেবগণে কৃপা করি করহ উদ্ধার ॥

এইরূপে স্তব করে যত দেবগণ। অন্তর্যামী সনাতনী জানেন তখন[illegible] ॥ দি[illegible] কন্যারূপ দেবী করিয়া ধারণ। দেবগণে কৃপা করি দেন দরশন ॥ তাঁহা[illegible] হেরিয়া যত অমর-নিকর। প্রণমে সকলে উঠে আনন্দ-অন্তর ॥ বলে[illegible] দেবী [illegible] সবারে কর পরিত্রাণ। অম্বিকে তোমার পদে করি গো প্রণাম ॥ দে[illegible]বতাগণে বাক্য করিয়া শ্রবণ। দিব্যকন্যা কহে তবে মধুর বচন ॥ শুন শুন দেবগণ কা[illegible] গো সবার। পাঠালেন দুর্গা দেবী জাগাইবে আমায় ॥ বোধন [illegible] করহ স[illegible]

বিল্ববৃক্ষ-মূলে। প্রবোধিতা হবে দেবী তোমাদের তরে॥ তোমাদের উপরোধে হবে প্রবোধন। মনের হরিষে তাঁরে করহ পূজন॥ স্তবন প্রণাম আর বিধানে অর্চ্চন। এ সবে দেবীরে শীঘ্র করহ ভজন॥ মনোরথ সিদ্ধি হবে নাহিক সংশয়। দশাননে রঘুবর করিবেন জয়॥ এত বলি দিব্যকন্যা হন অন্তর্দ্ধান। ব্রহ্মা সহ দেবগণ ক্ষিতিতলে যান॥ বিল্ববৃক্ষ মূলে সবে উপস্থিত হয়ে। দেবীর আদেশ পালে আনন্দ-হৃদয়ে॥

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্ত্তৃক দেবীর বোধন ও পূজা, কুম্ভকর্ণ-মেঘনাদ রাবণাদিবধ, সীতার অগ্নিপরীক্ষা, বিভীষণকে রাজ্যদান, সেতুবন্ধে শিবস্থাপন, রামের অযোধ্যাগমন প্রভৃতি বর্ণন।

পৃথিব্যাং সমাগত্য ব্রহ্মা দেবগণৈঃ সহ।
নির্জ্জনে কাপি দদৃশে বিল্ববৃক্ষং সমাহিতে॥
তস্যৈকপত্রে রুচিরে রুচিরাং পরমাবালিকাং।
নিদ্রিতাং তপ্তহেমাভাং বিম্বোষ্ঠীং তনুমধ্যমাং॥
বিরিঞ্চিরথ তাং দৃষ্ট্বা বিস্মিতোৎফুল্লচিত্তবৎ।
তুষ্টাব তাং প্রণম্য সর্ব্বৈঃ সুরগণৈঃ সহ॥

সখীদ্বয়ে সম্বোধিয়া কহে হৈমবতী। শুন শুন তার পর অপূর্ব্ব ভারতী॥ দেবগণ সহ ব্রহ্মা আসি ধরাতলে। প্রবেশে নির্জ্জন এক কানন ভিতরে॥ দুর্গম কাননে পশি হেরেন লোচনে। মনোহর বিল্ববৃক্ষ শোভে সেই স্থানে॥ মনোহর পত্রে তার সুচারু-রূপিণী। নিদ্রিতা রয়েছে এক অপূর্ব্ব কামিনী॥ কাঞ্চনবরণী বিম্ব সম ওষ্ঠাধর। নিশ্চেষ্টা রুচিরা অলঙ্কৃত কলেবর॥ নবপঙ্ক-জনীমালা শোভিছে শরীরে। বিরিঞ্চি হেরিয়া তাঁরে বিস্মিত অন্তরে॥ চিত্র-পুত্তলিকা সম কমল-আসন। স্তম্ভিত হইয়া রহে বিস্ময়ে মগন॥ দেবগণ সহ তারে প্রণাম করিয়ে। দেবীর করেন স্তব হরিষ হৃদয়ে॥ শঙ্কর-অঙ্কেতে দেবী সর অধিষ্ঠান। মহেশী তোমার পদে করি গো প্রণাম॥ ভূতলে আসিলে তুমি রূপা করি সবে। তোমার মহিমা বল কে বুঝিবে ভবে॥ কভু শত্রুরূপা তুমি কভু মিত্ররূপা। দুর্গা দেবী তমি মাত জননী স্বরূপা॥ যোগীগণ বহুকাল

চিন্তিয়া অন্তরে। তথাপি তোমার তত্ত্ব বুঝিবারে নারে॥ বিকার-রহিত তুমি সূক্ষ্ম-স্বরূপিণী। কভু একা বহুরূপা তুমি গো জননী॥ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড দেবী তোমার জঠরে। হর হরি কিম্বা আমি জানি না তোমারে॥ তুমি স্বাহা তুমি স্বধা তুমিই ওঙ্কার। লজ্জাদি সকল বীজ তুমি বষট্‌কা[illegible] [illegible]মি নর তুমি নারী সর্ব্বস্বরূপিণী। প্রণমি তোমার পদে শুন গো জননী॥ প্রসন্ন বরদা হও সবার উপর। তোমারে শরণ লয় অমর নিকর॥ কালরূপা তুমি দেবী তোমারে প্রণাম। কালরূপে চরাচরে কর অধিষ্ঠান॥ তুমি বর্ষ তুমি মাস ঋতু ও অয়ন। স্বধারূপে কব্য তুমি করহ ভোজন॥ স্বাহারূপে হব্য-ভোক্তা তুমি গো জননী। প্রণমি তোমার পদে তার গো ভবানী॥ দেবরূপে শুক্লপক্ষে তুমি পূজনীয়া। পিতৃরূপে কৃষ্ণপক্ষে সর্ব্বসেবনীয়া॥ প্রপঞ্চ-রহিতা তুমি সত্যস্বরূপিণী। তোমার বোধন হেতু প্রণমি জননী॥ জননী প্রসন্না হও দেবতা উপর। তোমারে প্রণমে সব দেবতা নিকর॥ তুমি সূক্ষ্ম তুমি স্থূল এ মহীমণ্ডলে। তব পদ চিন্তা করে যেই ভক্তিভরে॥ মুক্তিপদ পায় সেই তোমার কৃপায়। কৃপাময়ি কৃপা কর দেবতা সবায়॥ উচ্চকে করহ নীচ নীচে উচ্চ কর। তোমার মহিমা দেবি কি বুঝিব বল॥ তোমা হতে চন্দ্র সূর্য্য লভিল জনম। তোমার মহিমা জ্ঞাত এ তিন ভুবন॥ চন্দ্রকে করিতে পার দেব দিবাকর। ইচ্ছিলে করিতে পার সূর্য্যে শশধর॥ অকালে তোমারে দেবি করি আরাধনা। শক্তিরূপা হও মাতঃ করিয়া করুণা॥ অকালে করিছি মোরা তোমার বোধন। প্রসন্না হইয়া কৃপা কর বিতরণ॥ তোমার কৃপায় শক্তি ধরিছে রাবণ। তব কৃপা আশে রাম করিছেন রণ॥ রুদ্র আদি দেবগণে অথবা আমাতে। যেই শক্তি আছে দেবী সবার দেহেতে॥ সর্ব্বশক্তি রামে দেবী করহ প্রদান। তুমি দেবী সর্ব্বদেহে সদা অধিষ্ঠান॥ অকালে তোমার মাতঃ করেছি বোধন। প্রসন্না হইয়া কৃপা কর বিতরণ॥ এইরূপ স্তুতিবাদ করিয়া শ্রবণ। নিদ্রা ত্যজি মহেশ্বরী উঠেন তখন॥ পরম যুবতী রূপ ধারণ করিল। দেবগণ-পুরোভাগে আবির্ভূত হৈল॥ উগ্রচণ্ডী নাম দেবী করেন ধারণ। দেবগণে সম্বোধিয়া কহেন বচন॥ শুন শুন দেবগণ বচন আমার। মনের বাসনা পূর্ণ হবে সবাকার॥ মনোমত বর সবে করহ গ্রহণ। শুনিয়া আনন্দে মগ্ন যত দেবগণ॥ অবশেষে সবিস্ময়ে দেব পদ্মযোনি। কহিলেন নিবেদন শুন গো ভবানী॥ রাবণ নিধন আর রামে কৃপা তরে। অকালে বোধন আমি করেছি তোমারে॥ আশ্বিন-নবমী আজি আর্দ্রাযুক্ত তিথি। বোধন করিনু তব ওগো ভগবতি॥ অদ্য হতে হবে যবে রাবণ নিধন। তদবধি তব দেবী করিব পূজন॥ তদন্তরে বিসর্জ্জন করিব তোমায়। নিজ স্থানে যাবে দেবী আপন ইচ্ছায়॥ এইরূপে ক্ষিতিতলে কিম্বা সুরপুরে। অথবা পাতালে যারা নিবসতি করে॥ যাবত বিধির সৃষ্টি হবে অবস্থিত। তাবত

তোমার পূজা করিবে নিশ্চিত ॥ কৃষ্ণপক্ষে নবমী যে আর্দ্রাযুক্তা হবে। বোধন তাহাতে দেবি তোমার করিবে ॥ বিধানে করিবে সবে তোমার অর্চ্চন। তোমার চরণে দেবি এই নিবেদন ॥ বিধির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। জগতের উপকার করিতে সাধন ॥ ইহকালে পরকালে জীবেরে তরিতে। কহিলেন দয়াবতী আনন্দিত চিতে ॥ তোমার বচন সত্য হোক পদ্মাসন। তোমা হতে হৈল মম অকালে বোধন ॥ সাধিব তোমার কাজ ওহে পদ্মাকর। অদ্যই মরিবে কুম্ভকর্ণ মহাবল ॥ ত্রয়োদশী দিনে অতিকায় যে মরিবে। লক্ষ্মণ তাহারে রণে বিনষ্ট করিবে ॥ চতুর্দ্দশী তিথি যবে হইবে উদয়। রাবণ সমরে যাত্রা করিবে নিশ্চয় ॥ অমাবস্যা দিনে রাত্রি নিশীথ সময়ে। মেঘনাদ বীর যাবে শমন-আলয়ে ॥ মকরাক্ষ প্রতিপদে হইবে নিধন। দ্বিতীয়াতে বহুবীর হবে নিপতন ॥ রামের ধনুক যাহা সুমেরু সমান। সপ্তমীতে তাহে আমি হব অধিষ্ঠান ॥ রাম রাবণের যুদ্ধ অষ্টমীতে হবে। ত্রিলোক নিবাসী সবে দর্শন করিবে ॥ অষ্টমী-নবমী-সন্ধি হবে যেইক্ষণ। রাবণের মুণ্ড সব হবে নিপতন ॥ পুনঃ পুনঃ শিরোবৃন্দ জন্মিবে পড়িবে। নবমীতে অপরাহ্নে জীবন ত্যজিবে ॥ দশমীতে জয়ী হবে রঘুর নন্দন। আনন্দ-জলধিনীরে হবেন মগন ॥ এরূপে পোনের দিন মম পূজা হবে। আনন্দে মজিয়ে সবে উৎসব করিবে ॥ বিল্বমূলে তের দিন পূজিয়া আমারে। সপ্তমীতে গৃহে মোরে আনিয়া সাদরে ॥ যথাবিধি তিনদিন করিবে পূজন। নানাবিধ উপহার করিবে অর্পণ ॥ জাগরণ করি রবে আনন্দের ভরে। রহিবে অষ্টমী দিনে উপবাস করে ॥ নবমীতে বলিদান করিবে বিধানে। আমার করিবে পূজা অতীব যতনে ॥ আমার যোগিনীগণে করিবে পূজন। ধূপদীপ নৈবেদ্যাদি করিবে অর্পণ ॥ অষ্টমী-নবমী-সন্ধি যেইকাল হয়। বাসর-আত্মক বলি জানিবে নিশ্চয় ॥ তন্মধ্যে নবমী ভাগ কল্পাত্মক বলি। কহিলাম তব পাশে কমণ্ডলুধারী ॥ সর্ব্বস্ব অর্পিয়া মোরে করিবে পূজন। কিবা বিপ্র কিবা ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্রগণ ॥ বিষয় কার্য্যাদি সব বর্জ্জন করিবে। কলহ মাৎসর্য্য হিংসা হৃদে না রাখিবে ॥ না করিবে অধ্যাপন আর অধ্যয়ন। ক্রয়বিক্রয়াদি কর্ম্ম না করিবে রণ ॥ কর্ষণাদি কার্য্য নাহি করিবে কখন। গীত বাদ্য কাজে রত রবে অনুক্ষণ ॥ ভোজন করাবে বিপ্রে সন্তুষ্ট করিয়ে। তুষিবে রমণী জনে আনন্দ-হৃদয়ে ॥ ঘৃতযুক্ত বিল্বপত্র লইয়া আদরে। যতনে করিবে হোম অর্পিয়া অনলে ॥ এইরূপে মম পূজা করে যেই জন। সর্ব্বেশ্বর হবে সেই আমার বচন ॥ মদীয় শারদী পূজা যেই নাহি করে। সে জন অন্তিমে যায় নরক ভিতরে ॥ পিতৃগণে প্রপীড়ন করে সেই জন। আমার বচন মিথ্যা নহে কদাচন ॥ মহাবিপদ্ জাল হতে সমুদ্ধার করে। মহাষ্টমী নাম ইথে খ্যাত চরাচরে ॥ বিপুল সম্পত্তি লাভ এই সে কারণ। মহা নবমী বলিয়া

বিখ্যাত ভুবন ॥ কর্ম্মসিদ্ধ হয় বলি জগত সংসারে। বিজয়া দশমী নাম খ্যাত চরাচরে ॥ মূলা পূর্ব্বা উত্তরাষাঢ়া শ্রবণা এ চারি। সপ্তমী অবধি হবে ওহে দৈত্য-অরি ॥ এ চারি নক্ষত্র চারি দিবসে হইলে। বহুতর ফল ইথে জানিবে সকলে ॥ আমারে করিলে পূজা ওহে পদ্মাসন। মহাতৃপ্তি হয় মম জানিবে সুজন ॥ রাবণে করিয়া বধ রঘুর নন্দন। জগতে অতুল কীর্ত্তি করিবে স্থাপন ॥ সেরূপ তোমার কীর্ত্তি হবে ভূমণ্ডলে। মম পূজা সৃষ্টি হেতু সেই পুণ্যফলে ॥ অতএব মম পূজা কর পদ্মাসন। পীঠদেবগণে পূজা করহ এখন ॥ স্বর্গেতে আমার পূজা করহ মিলিয়ে। ক্ষিতিতলে কর পূজা আনন্দ-হৃদয়ে ॥ এত বলি মহাদেবী হন অন্তর্ধান। দেবগণ সুখনীরে হন ভাসমান ॥ স্বর্গেতে পূজিল সবে করিয়া উৎসব। ক্ষিতিতলে আসি পূজা করিলেন সব ॥ মনুষ্যরূপেতে আসি অমর নিকরে। দেবী-পূজা করে সবে হরিষ অন্তরে ॥ নবমীতে কুম্ভকর্ণ হৈল নিপতন। তাহারে বিনাশে রাম রঘুর নন্দন ॥ অবশেষে অতিকায় বিনষ্ট হইল। রাবণ সমরে গিয়া প্রবেশ করিল ॥ অবশেষে মেঘনাদ হৈল নিপতন। শুক্ল দ্বিতীয়াতে মকরাক্ষ বিনাশন ॥ এইরূপে নয় দিন দিবস শর্ব্বরী। ঘোরতর রণ হয় বর্ণিবারে নারি ॥ কপিসৈন্য লক্ষ-সংখ্য বিনষ্ট হইল। কোটি সংখ্য রক্ষসেনা সমরে পড়িল ॥ ক্রমে ক্রমে কোটি কোটি রণমাঝে পড়ে। কত অশ্ব গজ রথী পদাতি বা মরে ॥ বহুসংখ্য স্কন্ধ উঠি নাচিতে লাগিল। কাটা মুণ্ড উঠি রণে হাসিতে থাকিল ॥ রণভূমে রক্ত-নদী মহাবেগে বয়। ভাসিয়া চলিল তাহে মুণ্ডমালাচয় ॥ ঊর্দ্ধমুখে কাকগণ রক্তপান করে। রণ হেরি লাগে ভয় সবার অন্তরে ॥ তৃতীয়া অবধি রাম রাবণের রণ। মহাভয়ানক রূপে চলে অনুক্ষণ ॥ নয়দিন ক্রমাগত চলিল সমর। স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল কাঁপে থর থর ॥ কত শর মারে রাম রাবণ উপরে। রাবণ শরেতে শর নিবারণ করে ॥ বাক্যযুদ্ধ দুইজনে কত বা হইল। ভীষণ কার্ম্মুক রাম করেতে ধরিল ॥ ধনুক করেতে রাম ধরেন যখন। হইল তাঁহার মূর্ত্তি অতি বিভীষণ ॥ বাণে বাণে কাটাকাটি দুই জনে হয়। ভীষণ সমর হেরি হৃদে লাগে ভয় ॥ ক্ষণে রাম ব্যথা পান রাবণের বাণে। কখন রাবণ রথে রহে অচেতনে ॥ দুই জনে মহাবীর সমরে দুর্জ্জয়। কেহ কারে নাহি পারে করিবারে জয় ॥ শন্ শন্ বাণ উঠে আকাশ উপরে। ক্ষণে ক্ষণে অন্ধকার চারি দিকে করে ॥ ক্ষণে ক্ষণে অগ্নিময় দশদিক হয়। কিন্তু কেহ কারো হস্তে নাহি হয় জয় ॥ দেবগণ শূন্যে থাকি করে দরশন। রামের কল্যাণ চিন্তা করে অনুক্ষণ ॥ অবশেষে ক্রোধ ভরে রঘুর নন্দন। মহাভার মহাধনু করেন গ্রহণ ॥ মেরুতুল্য মহাগুরু ধনুক লইয়ে। দশ বাণ জুড়ে রাম সন্ধান করিয়ে ॥ যেমন ছাড়িল বাণ রাম রঘুবর। দশ বাণ পড়ে গিয়া রাবণ-উপর ॥ অষ্টমী নবমী সন্ধি সেই কালে হয়। রক্ষ শিরে পড়ে বাণ এ হেন সময় ॥ দশ

মুণ্ড কাটি রাম ফেলেন যেমন। পুন দশ মুণ্ড জন্মে অদ্ভুত ঘটন ॥ যতবার কাটে রাম তত বার উঠে। ইহা দেখি রঘুবর পড়েন সঙ্কটে ॥ অষ্টোত্তর শত বার করেন ছেদন। তত বার পুন শির শিরে সুশোভন ॥ অবশেষে নবমীতে অপরাহ্ন কালে। রণ মাঝে দশানন পড়িল ভূতলে ॥ মহাবীর বিংশহস্ত বীর দশানন। রণ মাঝে ধরাশায়ী হইল যখন ॥ থর থর বসুমতী কাঁপিতে লাগিল। সাগর ভূধর যত কাঁপিয়া উঠিল ॥ লোকের কণ্টক দুষ্ট হইলে নিধন। রামের উপরে হয় পুষ্প বরিষণ ॥ আনন্দ-সলিলে ভাসে অমর নিকর। শোকে তাপে পূর্ণ হৈল রাবণ নগর ॥ নারীগণ আসি সবে কান্দিতে লাগিল। বিভীষণ রাবণের সৎকার করিল ॥ প্রভাতে দশমী দিনে রঘুর নন্দন। সবার সমক্ষে করে সীতা আনয়ন ॥ সীতারে জননী জ্ঞানে বানর সকলে। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে একান্ত অন্তরে ॥ পরস্পর কহে সবে যত কপিগণ। যার জন্যে ধরা মোরা করিনু ভ্রমণ ॥ নদ নদী গিরি আদি প্রান্তরে কাননে। যাঁহার লাগিয়া মোরা ভ্রমি স্থানে স্থানে ॥ সুগ্রীব যাহার লাগি রামের সুহৃদ। যাহার লাগিয়া বালী হৈল নিপতিত ॥ যার লাগি লঙ্কাপুরী ভস্মীভূত হৈল। যার লাগি রঘুবর সাগর বান্ধিল ॥ যার লাগি দশানন হৈল নিপতন। বংশে বাতী দিতে নাহি রহে একজন ॥ সেই সীতা পতিব্রতা জনক-নন্দিনী। সম্মুখে হেরিছি মোরা যেমন জননী ॥ এত বলি কপিগণ হরিষ অন্তরে। প্রণমি সীতার পদে ভাসে সুখ নীরে ॥ এ দিকে রামের মনে জন্মিল সংশয়। বহুদিন রহে সীতা রাক্ষস আলয় ॥ যদ্যপি জানকী সতী জানি মনে মনে। অপবাদ হতে পারে আনিলে ভবনে ॥ লোকে দোষ দিলে তার বিফল জনম। পরীক্ষা করিয়া সীতা করিব গ্রহণ ॥ মনে মনে এত চিন্তি রাম রঘুবর। সীতারে পশিতে কহে অগ্নির ভিতর ॥ অগ্নিতে যদ্যপি সীতা প্রাণে নাহি মরে। নির্দ্দোষী বলিয়া তাঁরে নিবেন আগারে ॥ এইরূপ আজ্ঞা করে সূর্য্যবংশধর। হেনকালে উপনীত দেবতা নিকর ॥ ব্রহ্মা আদি দেবগণ করি আগমন। রামেরে কহেন কত নিষেধ বচন ॥ কোন বাক্যে কর্ণপাত কিছু নাহি করি। সীতার পরীক্ষা হেতু আজ্ঞা দেন হরি ॥ পতির আদেশে সীতা আগুনে পশিল। সতী-গুণে অগ্নি যেন শীতল হইল ॥ বিকৃত হইবে অঙ্গ আগুনে পশিলে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য কাণ্ড হেরিল সকলে ॥ অগ্নিতে জীবিতা রহে জনক নন্দিনী। এ হেন অদ্ভুত কাণ্ড নাহি দেখি শুনি ॥ পবিত্রা সীতারে জানি রঘুর নন্দন। সবার সমক্ষে তাঁরে করেন গ্রহণ ॥ বানর ভল্লুক যত রণে মরেছিল। অমৃত বর্ষিয়া ইন্দ্র সবারে বাঁচাল ॥ অবশেষে রামচন্দ্র [illegible] লয়ে। লঙ্কারাজ্যে রাজা করে আনন্দ হৃদয়ে ॥ অবশেষে লঙ্কা হতে বাহির [illegible] শিবমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া ॥ পিতৃসত্য রঘুবর করিয়া পালন। আসিলেন পুনরায় অযোধ্যা ভবন ॥ রামে হেরি পৌরগণ আনন্দে মগন। সার্থক ভাবিল সবে আপন

জীবন ॥ বসিলেন রামচন্দ্র অযোধ্যা-আসনে। পুত্র সম পালে রাম যত প্রজাগণে ॥ এগার হাজার বর্ষ করিয়া শাসন। ব্রহ্মলোকে রঘুবর করেন গমন ॥ শুনিলে বিজয়ে জয়ে অপূর্ব্ব আখ্যান। বলিলাম কালতীর্থ দোঁহা বিদ্যমান ॥ এখন শুনহ সখী বলি দোঁহাকারে। আশ্বিনের পৌর্ণমাসী বিদিত সংসারে। কালতীর্থ বলে তারে শুন সখীগণ। তাহার বিশেষ কথা করিব বর্ণন ॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

কোজাগরী কৃত্য, দীপান্বিতা কৃত্য ও অন্যান্য কালতীর্থ কথন।

আশ্বিন্যাং পৌর্ণমাস্যান্তু লক্ষ্মীঃ কমলসম্ভবা।
রাত্রৌ ভ্রমতি সর্ব্বত্র কৃপয়া কেবতী দিদ ॥
উপোষ্য দিবসং সর্ব্বং প্রদোষে মাং প্রপূজ্য চ।
নারিকেলোদকং পীত্বা কো জাগর্ত্তি মহীতলে ॥
তস্মাহমনুগচ্ছামি ধর্ম্মার্থকামমোক্ষদা।
তস্মাৎ সংপূজয়েল্লক্ষ্মীং ভক্ত্যা শক্ত্যা সবিধয ॥

আশ্বিনে পূর্ণিমা দিনে কমল-আলয়া। নিশাকালে ভ্রমে দেবী পুলকে পূরিয়া ॥ ধরামাঝে সর্ব্ব স্থানে করেন ভ্রমণ। নিজমুখে এই বাক্য করি উচ্চারণ ॥ "উপবাসী থাকি দিনে প্রদোষে আমারে। পূজা করি নারিকেল-জল পান করে ॥ জাগিয়া আছয়ে কেবা করি অন্বেষণ। চতুর্ব্বর্গ তারে আমি করিব অর্পণ ॥" এ হেতু পূজিবে লক্ষ্মী অতি ভক্তি করি। শক্তিমত উপহারে ওগো সহচরী ॥ লক্ষ্মী লাভ বাঞ্ছা করে সেই সাধুজন। প্রদোষে লক্ষ্মীর পূজা করিবে সে জন ॥ তার পর অমাবস্যা দীপান্বিতা নাম। তাহাতে করিবে সাধু শ্রাদ্ধের বিধান ॥ পার্ব্বণবিধিক শ্রাদ্ধ করিবে সুজন। সন্ধ্যাকালে করিবেক পিতৃ বিসর্জ্জন ॥ এই দিনে নিশাকালে কালিকাসুন্দরী। অসুর বধের হেতু দেবী দিগম্বরী ॥ সুপর্ব্ব স্থাপিতে দেবী করে আগমন। পদভরে ধরাদেবী কাঁপে ঘন ঘন ॥ সহিতে না পারি পৃথ্বী দেবী-পদভর। মুহুর্মুহুঃ বসুন্ধরা কাঁপে থর থর ॥ ধরণী চলিল যেন পাতাল নগরে। যত জীব ভয় পেয়ে কাঁপে থরে থরে ॥ তাহা দেখি আশুতোষ দেব পঞ্চানন। শব হয়ে ভূমিতলে করে আগমন ॥ দেবীর চরণতলে পড়ি পঞ্চানন। বক্ষোপরে কালিকারে করেন ধারণ ॥ তখন ধরণী স্থির কূর্ম্ম হৈল স্থির। অনন্ত হলেন সুস্থ যিনি মহাবীর ॥

কালিকারে এই দিনে এ হেতু পূজিবে। পুষ্প অর্ঘ্য পশু বলি সাদরে অর্পিবে ॥ বসন ভূষণ রত্ন পায়স ওদন। যথাবিধি কালিকারে করিবে অর্পণ ॥ সমর্পিবে দীপমালা অতি ভক্তিভরে। করিবেক নৃত্যগীত আনন্দ-অন্তরে ॥ করিবেক উপবাস জিতেন্দ্রিয় হয়ে। নিশাকালে সাধুজন রহিবে জাগিয়ে ॥ অবশেষে কালিকারে করিবে পূজন। হৃদি মাঝে দেবীরূপ করিবে চিন্তন ॥ শ্যামলবরণা দেবী চতুর্ভুজ ধরে। বরাভয় বামকরে কিবা শোভা করে ॥ দক্ষিণ করেতে অসি নৃমুণ্ডধারিণী। প্রলয় আঁধার সম সুকৃষ্ণরূপিণী ॥ উজ্জ্বলা পাতক-হরা দেবী দিগম্বরা। শবরূপ শিবোপরে করাল অধরা ॥ মুক্তকেশী লল-জ্জিহ্বা সহাস্য-বদনী। মুখে রক্তধারা বহে দানবনাশিনী ॥ সত্ত্বরূপা সদা শুদ্ধা নিষ্কলা কেবলা। ভূষণে ভূষিতা পীনোন্নত পয়োধরা ॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র কাল আদি দেবগণ। ভক্তিভরে দেবী-পদে করেন বন্দন ॥ চারিদিকে যোগিনীরা নাচিতে নাচিতে। বেড়িয়া রয়েছে তাঁরে আনন্দিত চিতে ॥ রক্ত মদ্য সবে করিয়া গ্রহণ। পরস্পর পরস্পরে করিছে অর্পণ ॥ এইরূপে কালি-কারে চিন্তিয়া অন্তরে। পূজিবেক সাধুজন অতি ভক্তিভরে ॥ দেবপ্রীতি হেতু আর বিষ্ণুপ্রীতি তরে। মহাষ্টমী বিধানেতে পূজিবে সাদরে ॥ আগম বিধানে কিম্বা করিবে পূজন। নিশাকালে নানাবাদ্য করিবে বাদন ॥ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তেতে পরে দিবে বিসর্জ্জন। বিপুল দক্ষিণা বিপ্রে করিবে অর্পণ ॥ ভোজন করাবে বিপ্রে তার পরদিনে। বহুবিধ পুণ্য হয় শাস্ত্রের বচনে ॥ কার্ত্তিকী-পূর্ণিমা তিথি খ্যাত তার পর। রাসোৎসব দিন সেই জানে চরাচর ॥ শ্রীকৃষ্ণ গোপিকা সহ হরিষ অন্তরে। বৃন্দাবনে রাসলীলা এই দিনে করে ॥ অতএব প্রতিমাতে বিহিত বিধানে। পূজিবে গোপিকাগণে গোপিকা রঞ্জনে ॥ অনশনে দিবাভাগ করিয়া যাপন। অতীত হইলে সন্ধ্যা সাধক সুজন ॥ পূর্ণিমাতে নন্দসুতে করিবে পূজন। বিবিধ সুমিষ্ট খাদ্য করিবে অর্পণ ॥ কৃষ্ণের স্বরূপ চিন্তা করি-বেক মনে। যাঁহার কৃপায় নর যায় মোক্ষধামে ॥ নবীন নীরদ শ্যাম কমল-লোচন। বনমালা-বিভূষিত উজ্জ্বল বরণ ॥ কেয়ূর ও হার শোভে দিব্য কলে-বরে। তপ্তস্বর্ণ সম বস্ত্র পরিধান করে ॥ ললাটে শোভিছে কিবা রোচনা-তিলক। কুন্তল বিরাজে মরি গোপিকা-নায়ক ॥ চরণে নূপুর বাজে রুণু রুণু করি। মদন-বিভ্রান্ত নেত্র আহা মরি মরি ॥ কাঞ্চন বরণী রসবতী নারীগণ। কাম ভাবে কৃষ্ণ প্রতি করে নিরীক্ষণ ॥ কামবশে শীৎকার ঘন ঘন করে। কটি হতে বস্ত্র সব খসি খসি পড়ে। আরক্ত সবার নেত্র অতি মনোহর। সবার মাঝেতে কৃষ্ণ সুনীল সুন্দর ॥ বহুসংখ্য গোপীগণ আছে সেই স্থানে। সবার কাছেতে কৃষ্ণ বিরাজে সেখানে ॥ কৃষ্ণের মায়ায় সবে বিমোহিত মন। সকলেই দেখে কৃষ্ণ সবার সদন ॥ রমণীয় বৃন্দাবনে কানন ভিতরে। সুগন্ধী কুসুম কত নানাশোভা ধরে ॥ তথায় বিরাজ করে নন্দের নন্দন।

চিন্তিবে এরূপে কৃষ্ণে যেই সাধু জন॥ যথাবিধি পূজা করি করিবে স্তবন। তুমি হরি বিশ্বধারী ব্রহ্ম সনাতন॥ পরিত্রাণ কর মোরে কৃপার সাগর। দয়া-সিন্ধো দীনবন্ধো গুণের আকর॥ ইচ্ছা করি তুমি হরি বিশ্বরে সৃজিলে। দিনকরে শশধরে যতনে রাখিলে॥ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমিই কারণ। তব কৃপাবশে মহাবিরাট জনম॥ করুণা করিয়া দীনে করহ উদ্ধার। তব পদে কোটি কোটি করি নমস্কার॥ বেদেতে আছয়ে তব মাহাত্ম্য বর্ণন। বুঝিবারে পারে হেন আছে কোন জন॥ বাণী দেবী জড়ীভূতা বর্ণিবারে গেলে। সহস্র বদনে শেষ নারে কোন কালে॥ যতদিনে হয় দেব বিধির পতন। নিমেষ তোমার তাহে বিখ্যাত ভুবন॥ ভক্তজনে দৃষ্টি যেন রহে কৃপাময়। বঙ্কিম কটাক্ষ তব উদ্ধারে নিশ্চয়॥ স্বেচ্ছাময় তুমি দেব সবাকার সার। তব কৃপা-বশে হয ভবসিন্ধু পার॥ বিকার রহিত তুমি আকার রহিত। তোমার মাহাত্ম্য আছে বেদেতে বিদিত॥ কৃপা করি অধীনেরে করহ রক্ষণ। তব তত্ত্ব বুঝিবারে নারে কোন জন॥ যে দিকে ফিরাও তুমি সেই দিকে মতি। গোপিকারমণ তুমি অখিলের পতি॥ কৃপালয় কৃপাসিন্ধো অধম তারণ। বিপিনবিহারী তুমি অখিলকারণ॥ বিশ্বের রক্ষক তুমি বিশ্বের ঈশ্বর। কত অবতার ধর ধরণী উপর॥ গোপবাসে হলে তুমি নন্দের তনয়। কিন্তু ব্যাপ্ত আছ প্রভু সর্ব্ব বিশ্বময়॥ আপন ইচ্ছায় থাক বৃন্দাবন ধামে। অবতীর্ণ ধরা-ভার নাশের কারণে॥ তুমি দেব মায়া করি নাশিলে পূতনা। কে বুঝিবে ওহে হরি তোমার ছলনা॥ শকট করেছ চূর্ণ চরণ-আঘাতে। বিনাশিলে তৃণাবর্ত্তে নিমেষ মধ্যেতে॥ কালীয়ে করিলে তুমি নিমেষে দমন। বামকরে গোবর্দ্ধন করিলে ধারণ॥ স্রষ্টা পাতা ধাতা তুমি বিশ্বেতে সবার। গোপিকা-মোহন তুমি অখিল-আধার॥ কিবা দেব কিবা দৈত্য যক্ষ আদি করি। তোমার সৃজিত সব ওহে বিশ্বধারী॥ গুণভেদে রূপভেদ হয়েছে তোমার। ব্রহ্ম বিষ্ণু শিব এই ত্রিবিধ আকার॥ কটাক্ষে করহ সৃষ্টি কটাক্ষে পালন। কটাক্ষে করহ তুমি অখিল নিধন॥ যখন থাকহ নাথ নিদ্রাবেগ ঘোরে। তখন সকলে বলে প্রলয় তাহারে॥ তব পদে মতি যেন রহে নিরন্তর। তব ভক্ত পাশে যম নহে অগ্রসর॥ ভক্তের সাধিতে হিত তুমি দয়াময়। নিরন্তর রহ তুমি সচেষ্ট-হৃদয়॥ দিনকর শশধর তোমার আদেশে। দিবানিশি শূন্যে রহি কিরণ প্রকাশে॥ তোমার কৃপায় সূর্য্য তেজে তেজোময়। শশধর শীতকর সদা সুধাময়॥ তোমা হতে আদ্যা শক্তি হয়েছে উদ্ভব। পূর্ণ ব্রহ্ম তুমি হরি তুমিই মাধব॥ তোমার কৃপায় নাথ ভবসিন্ধু তরি। অন্তকালে পাই যেন ও চরণ-তরী॥ ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ কিছু নাহি চাই। তব পদে ভক্তিমাত্র মাগি তব ঠাঁই॥ নিষ্কাম হইয়া পূজে তোমারে যে জন। সাযুজ্য মুকতি তারে করহ অর্পণ॥ নির্ব্বাণ পদবী সেই অবহেলে পায়। তব দেহে দিব্য তেজে মিশাইয়া যায়॥

আমারে করহ দয়া ওহে যোগেশ্বর। যজ্ঞেশ্বর তুমি হরি রাধার ঈশ্বর॥ কিবা যজ্ঞ কিবা দান শ্রাদ্ধাদি তর্পণ। যে জন তোমারে সব করয়ে অর্পণ॥ অন্তকালে কোলে তুমি সেই জনে লও। ভক্ত বলি নিজ অঙ্গে মিশাইয়া দেও॥ নমামি নমামি দেব চরণে তোমার। ভক্তজনে দয়া যেন রহে অনিবার॥ এইরূপে স্তব পাঠ করি ভক্তি ভরে। পূজিবেক যথাবিধি শাস্ত্রের বিচারে॥ স্বাগত আসন পাদ্য নৈবেদ্য বসন। রত্ন ভূষণাদি দিয়া করিবে অর্চ্চন॥ বিপ্রগণে নিমন্ত্রিয়া সাদরে আনিবে। নৃত্যগীত বাদ্যে গোপিকোৎসব করিবে॥ যথাবিধি পূজি বিপ্রে করাবে ভোজন। বিপ্রেরে দক্ষিণা বহু করিবে অর্পণ॥ পরদিনে মহোৎসব করিয়া সাদরে। বিসর্জ্জন দিবে পরে একান্ত অন্তরে॥ বিপ্রগণে মিষ্ট দ্রব্য করাবে ভোজন। বহুপুণ্য হবে তাহে শাস্ত্রের বচন॥ পুত্র পৌত্র বন্ধু বৃদ্ধি হইবে তাহার। পাতক তাহার দেহে নাহি রবে আর॥ ইহলোকে সুখে থাকি অন্তে সেই জন। বৈকুণ্ঠে হরির পাশে করিবে গমন॥ তদন্তরে মার্গশীর্ষে পৌর্ণমাসী তিথি। মহাপুণ্য-প্রদা বলে তাপস-সংহতি॥ মৃগশিরাযুক্ত যদি সেই দিন হয়। কালতীর্থ বলি উহা জানিবে নিশ্চয়॥ পৌষ মাসে রবিবারে অমাবস্যা হলে। শ্রবণা ও ব্যতীপাত তাহাতে মিলিলে॥ অর্দ্ধোদয় বলি তারে কহে ঋষিচয়। কোটি সূর্য্যগ্রহ সম সেই দিন হয়॥ স্নান দান শ্রাদ্ধ আদি সেদিনে করিবে। এ দিন সমান কালতীর্থ নাহি হবে॥ দুর্ল্লভ এ হেন দিন শাস্ত্রের বচন। এ দিন কামনা করে পুণ্যলিপ্সুগণ॥ তৎপরে ফাল্গুন মাসে ধবলা* দ্বাদশী। মহাপুণ্য তিথি তারে বলে যত ঋষি॥ গোবিন্দদ্বাদশী হয় তাহার আখ্যান। করিবে গোবিন্দে ইথে পূজার বিধান॥ এই দিনে গোবিন্দেরে করিবে পূজন। স্বর্গে দেব-দেবীগণ করয়ে অর্চ্চন॥ নৈবেদ্য চন্দনে পুষ্পে পূজিবে সাদরে। পূজাকালে রবে অতি বিশুদ্ধ অন্তরে॥ পূর্ব্বদিনে শুদ্ধভাবে করিবে সংযম। মনে মনে গোবিন্দেরে করিয়া স্মরণ॥ পূর্ব্বাহ্নে দ্বাদশী দিনে বিশুদ্ধ হইয়ে। চয়ন করিবে পুষ্প একান্ত হৃদয়ে॥ তুলসীর পত্র আরো করিবে চয়ন। দ্বাদশ নৈবেদ্য করি করিবে পূজন॥ দ্বাদশ প্রকার পুষ্পে পূজিতে হইবে। দ্বাদশ ব্রাহ্মণে পরে ভোজন করাবে॥ ফলমূল নিজে শেষে করিবে ভোজন। সমাহিত-চিত্তে রবে হয়ে শুদ্ধমন॥ সুরভি দেবেন্দ্র আর গিরি গোবর্দ্ধন। গোপগোপী গোধনের করিবে পূজন॥ চন্দনাদি দিয়া পূজা করিবে সবারে। বহু পুণ্য হবে তাহে শাস্ত্রের বিচারে॥

সম্বোধিয়া গিরিজারে জয়া ও বিজয়া। জিজ্ঞাসা করিল পুন ওগো হরজায়া॥ ভাদ্রমাসে দ্বাদশীতে গোবিন্দপূজন। এই ত বিধান আছে জানে সর্ব্বজন॥ ফাল্গুনী দ্বাদশী তবে কেন পুণ্যবতী। বিবরিয়া কহ ইহা

*ধবলা—শুক্লপক্ষীয়া।

ওগো ভগবতী ॥ সখীদ্বয়-বাক্য শুনি গিরিজা সুন্দরী। কহিলেন শুন বলি ওগো সহচরী ॥ কোনকালে ভাদ্রমাসে দেব পুরন্দর। গোবিন্দে করেন পূজা যিনি দেবেশ্বর ॥ দ্বাদশী তিথিতে গোপ গোপিকা মাঝারে। অভিষিক্ত করে ইন্দ্র সুরভির ক্ষীরে ॥ সমুদ্র শুনিয়া ইহা করেন চিন্তন। মম জলে অভিষিক্ত হন নারায়ণ ॥ কিন্তু ইন্দ্র ভাদ্রমাসে দ্বাদশী তিথিতে। করিলেন অভিষিক্ত সুরভি-ক্ষীরেতে ॥ আমার জলেতে অভিষেক না করিল। ইন্দ্রের এমন মতি কেন বা হইল ॥ আমিও দ্বাদশী দিনে শ্রীগোবিন্দ ধনে। করিব যে অভিষেক অতীব যতনে ॥ মম জল বিনা সেই দ্বাদশী সুন্দরী। কিরূপে আগত হৈল বুঝিবারে নারি। মনে মনে এইরূপ করিয়া চিন্তন। সমুদ্র ব্রাহ্মণমূর্ত্তি করিল ধারণ ॥ অবিলম্বে গেল চলি মানব-আগারে। ভাদ্রীয়া দ্বাদশী তরে অন্বেষণ করে ॥ সযতনে সর্ব্বস্থান করে বিচরণ। ফাল্গুন মাসেতে ক্রমে পায় দরশন ॥ দ্বাদশী তিথিরে হেরি তটিনীর পতি। মনে মনে রোষাবিষ্ট হইলেন অতি ॥ তাহা দেখি ভীত হয়ে দ্বাদশী সুন্দরী। আবির্ভূতা হন আসি দিব্যমূর্ত্তি ধরি ॥ গৌরবর্ণা পীতবস্ত্রা দ্বিভুজ-ধারিণী। শ্যামপৃষ্ঠা সুমধ্যমা জনবিমোহিনী ॥ পরম সুন্দরী মূর্ত্তি করিয়া ধারণ। সবিনয়ে জলেশ্বরে কহেন বচন ॥ ভাদ্রীয়া দ্বাদশী আমি শুনহ সাগর। ফাল্গুনে আসিনু আমি তোমার গোচর ॥ আমারে ফাল্গুনীরূপে করিয়া কল্পন। দ্বাদশীর ব্রত তুমি করহ সাধন ॥ এত শুনি জলনিধি কহিল তখন। কি হেতু দ্বাদশী দেবী হও ভীতমন ॥ তব তিথে দেবরাজ সানন্দ অন্তরে। করিলেন অভিষিক্ত বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বরে ॥ অভিষিক্ত হয়ে বিষ্ণু বলিরে ছলিয়া। ইন্দ্রেরে দিলেন রাজ্য বামন হইয়া ॥ এ হেতু তোমাতে আমি করিব পূজন। সেই সনাতনে যিনি যাদব নন্দন ॥ অদ্য হতে ফাল্গুনেতে যত নরগণ। দ্বাদশী পাইয়া যত্নে করিবে অর্চ্চন ॥ ত্রয়োদশী দিনে কথা শ্রবণ করিবে। বিপ্র ভোজনান্তে তবে আপনি খাইবে ॥ দ্বাদশী এতেক শুনি করিল প্রণাম। আবির্ভূত নন্দসুত দোঁহা বিদ্যমান ॥ সাধনের ধনে তথা করি দরশন। সাগর আনন্দনীরে হলেন মগন ॥ পুলকে পূরিত হৈল সর্ব্ব কলেবর। গোবিন্দের অভিষেকে হলেন তৎপর ॥ যথাবিধি অভিষেক করিয়া তখন। মনে মনে পুলকিত জলনিধি হন ॥ শঙ্খধ্বনি জয়ধ্বনি চারিদিক পূরে। ঘন ঘন পুষ্পবৃষ্টি দেবগণ করে ॥ ইন্দ্র আদি দেবগণ স্তব আরম্ভিল। শ্রীকৃষ্ণে নেহারি সবে আনন্দে ভাসিল ॥ অভিষিক্ত হয়ে কৃষ্ণ সম্ভাষি সবায়। আনন্দিত মনে তবে নিজ বাসে যায় ॥ সমুদ্র কৃতার্থ হয়ে গেল নিজস্থান। দেবগণ সুখনীরে হন ভাসমান ॥ গোবিন্দ দ্বাদশীব্রত করিনু বর্ণন। মহাপুণ্য হয় ইথে যে করে সাধন ॥ কিবা নর কিবা নারী এ ব্রত করিবে। বর্ষে বর্ষে দ্বাদশীতে করিতে হইবে ॥ শুদ্ধকালে ফাল্গুনেতে দ্বাদশী

পাইয়ে। আরম্ভ করিবে ব্রত শুদ্ধচিত্ত হয়ে॥ দ্বাদশ বরষ কাল করিতে হইবে। নর নারী ভক্তি ভরে গোবিন্দে পূজিবে॥ শুদ্ধকালে অবশেষে হবে সমাপন। অনলে দ্বাদশ হোম করিবে অর্পণ॥ দ্বাদশ ব্রাহ্মণবরে নিমন্ত্রণ করি। সুমিষ্ট দ্বাদশ দ্রব্য দিবে ভক্তি করি॥ দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্র জপিতে হইবে। দ্বাদশ শ্লোকস্তব সাদরে পড়িবে॥ "জগতের আদি তুমি তুমিই ওঙ্কার। ব্রহ্মের স্বরূপ তুমি জগত-আধার॥ অনন্ত তুমি হে দেব তুমি গদাধর। প্রণমি তোমার পদে ওহে সর্ব্বেশ্বর॥ কিছুতে নহ ত ক্ষীণ ওহে নারায়ণ। নাহিক তোমার ক্ষয় পুরুষ-উত্তম॥ নবীন জলদশ্যাম পলাশ-লোচন। ভক্তি ভরে নতি করি তোমার চরণ॥ মুক্তিকামী নরগণ হয়ে একমন। নিরন্তর সেবা করে তোমার চরণ॥ তব মায়াবশে মুগ্ধ হয় জীবগণ। চিদাত্মাস্বরূপে তুমি হৃষ্ট অনুক্ষণ॥ তোমার চরণে দেব করি নমস্কার। ভক্তজনে দয়া যেন থাকে অনিবার॥ যে জন তোমারে দেব করয়ে ভজন। তাহার করহ তুমি ভয় বিনাশন॥ তুমি ভব্য তুমি ভব ওহে সনাতন। জলধি সলিলে তুমি করহ শয়ন। ভবশক্ত তুমি দেব ভবের লক্ষণ। তোমার চরণপদ্মে করি গো বন্দন॥ গরিষ্ঠ গিরীশ তুমি গগনরূপক। বন্দনীয় বরবীজ গগনব্যাপক॥ গহনস্বরূপ তুমি ওহে সনাতন। নিরন্তর নতি করি তোমার চরণ॥ তুমি তেজ তেজোরূপ প্রসাদরূপক। তব তেজে প্রদীপিত হয় সর্ব্বলোক॥ তৈজস আত্মক তুমি ওহে সনাতন। তোমার চরণে করি সতত বন্দন॥ বালরূপী তুমি দেব বাণীর ঈশ্বর। তুমি বায়ু তুমি বন্ধু তুমি বীরবর॥ বাহুবল-যুক্ত তুমি ওহে সনাতন। তোমার চরণে করি সতত বন্দন॥ তুমি সুখ সুখগম্য তুমি সুখদাতা॥ সুন্দর পুরুষ তুমি সবাকার পাতা॥ সমুদ্র উপরে তুমি করহ শয়ন। তোমার চরণে করি সতত বন্দন॥ তুমি দ্বেষ্য ও দ্বেষ্যক ত্রিকোটি দেবতা। তুমি দেব দেবদেব সবার নিয়ন্তা॥ তোমার চরণে করি সতত বন্দন। অখিল বিশ্বেতে ব্যাপ্ত তুমি সনাতন॥ বামদেবরূপী তুমি তুমিই বামন। বালতনু তুমি দেব করহ ধারণ॥ তুমি দেব লীলাবশে বরাহ আকার। তোমার চরণে নাথ করি নমস্কার॥ তুমি যজ্ঞ তুমি যজ্বা তুমি যজমান। যজুরাদি বেদবেদ্য তোমারে প্রণাম।" এইরূপে স্তবপাঠ করিবে সুজন। সর্ব্ববেদসার স্তব জানে সর্ব্বজন॥ ব্রহ্মলোকে এই স্তব সদা গীত হয়। সার হতে সার স্তব নাহিক সংশয়॥ এই স্তব প্রতিদিন করিয়া পঠন। ভগবান বাসুদেবে করিবে রঞ্জন॥ বিশেষতঃ ফাল্গুনের দ্বাদশী দিবসে। স্তবপাঠ করি দেবে নমিবে বিশেষে॥ সর্ব্বপাপে মুক্ত হবে সেই সাধুজন। অন্তিমে বৈকুণ্ঠ পুরে করিবে গমন॥ অতঃপর গুরুদেবে করিয়া প্রণাম। বিপুল দক্ষিণা তাঁরে করিবে প্রদান॥ গোবিন্দ দ্বাদশী ব্রত করে যেই জন। মনোবাঞ্ছা হয় তার অচিরে পূরণ॥ তৎপরে ফাল্গুন মাসে পৌর্ণ-

মাসী হয়। মন্বন্তরা বলি তারে ঋষিগণ কয়॥ ফাল্গুনের কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশী তিথি। যদ্যপি সংযুক্ত হয় বারুণ সংহতি॥ বারুণী তাহার নাম বিদিত ভুবন। মহাপুণ্য দিন এই জানে সর্ব্বজন॥ ত্রিবিধ বারুণী হয় শাস্ত্রের বিধানে। বিবরিয়া বলি তাহা দোঁহা বিদ্যমানে॥ বারুণ সংযুক্তা হলে বারুণী আখ্যান। শনিবার যোগে মহাবারুণী যে নাম॥ মহামহা নাম ধরে শুভযোগ পেলে। এই দিনে স্নান দান যেই জন করে॥ কোটি কোটি সূর্য্যগ্রহণেতে যেই ফল। দুর্ল্লভ সে ফল পায় মানব নিকর॥ তৎপরে তৃতীয়া শুক্লা মন্বন্তরা নাম। সে দিনে করিবে নর স্নান পূজা দান॥ কালতীর্থ মাসে মাসে যেই দিনে হয়। বলিলাম বিবরিয়া ওগো সখীদ্বয়॥ দিব্য জ্ঞান লাভ হয় এ সব শুনিলে। অন্তিমে সুগতি লভে এই পুণ্যফলে॥

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

বিশেষ বিশেষ পুণ্যদিন কথন।

স্বজন্মদিবসশ্চৈব পিত্রোশ্চমরণবাসরঃ।
দৃশ্যতে চ গুরুযত্র তদা তীর্থং লভ্যতে॥
পুরাণপাঠকালশ্চ পুরাণারম্ভকস্তথা।
যদাবক্ষসমাপ্তিশ্চ স কালস্তীর্থমুচ্যতে॥

দেবী বলে শুন জয়ে শুন গো বিজয়ে। জন্মদিনে তীর্থ বলে তাপসনিচয়ে॥ পিতৃ মাতৃ পরলোক যেই দিনে হয়। গুরুপদ দরশন যে দিনে উদয়॥ তীর্থকাল বলি তাহা জানিবে অন্তরে। মহাপুণ্য দিন সেই শাস্ত্রের বিচারে॥ সৎকর্ম্ম সাধনে বাঞ্ছা হয় যেই ক্ষণ। সেই কাল তীর্থ বলি জানে সর্ব্বজন॥ সোমবারে অমাবাস্যা রবিতে সপ্তমী। মঙ্গলে চতুর্থী আর গুরুতে অষ্টমী॥ সূর্য্যগ্রহ সম কাল এই সব হয়। সাধুগণ-পূজনীয় এই দিনচয়॥ কুজবারে চতুর্দ্দশী অথবা অষ্টমী। শাস্ত্রের বিচারে ইহা কালতীর্থ গণি॥ চন্দ্রগ্রহণশত তুল্য এই দিন হয়। পুণ্য কার্য্য করে ইথে যত সাধুচয়॥ পুষ্যা-সমন্বিতা যদি হয় গুরুবারে। সেই দিন গঙ্গাস্নান যেই জন করে॥ তিন কোটি কুল সেই করয়ে উদ্ধার। এই কয় দিন হয় পবিত্রের সার॥ দিনক্ষয় ব্যতীপাত রবিসংক্রমণ। সৎকর্ম্ম যেই দিনে সাধু করে আরম্ভণ॥ পুণ্যদিন বলে সবে শাস্ত্রের বিচারে। সাধুগণ এই দিনে স্নান দান করে॥ মার্গশীর্ষে শুক্লপক্ষে

দ্বাদশী তিথিতে। বরাহ অসুর বধ হয়েছে ধরাতে॥ লোকের হিতের তরে দেব নারায়ণ। এইদিনে বরাহেরে করেন নিধন॥ বরাহ দ্বাদশী বলে এই সে কারণে। পুণ্যকাজে বহু পুণ্য হয় এই দিনে॥ মাঘমাসে বুধবারে সিতাষ্টমী হলে। বহু ফল হয় ইথে সুকাজ করিলে॥ এই দিনে হয় সখী বুধের জনম। এহেতু পবিত্র দিন বলে সর্ব্বজন॥ ভাদ্রমাসে চতুর্দ্দশী শুক্লপক্ষে হবে। অনন্ত দেবেরে তাহে সযত্নে পূজিবে॥ কার্ত্তিকে কৃত্তিকাযোগে কার্ত্তিক-অর্চ্চন। ইত্যাদি তিথির কথা করিনু বর্ণন॥ পবিত্র দিবস সব যেই সেই হয়। বলিনু সংক্ষেপে তাহা ওগো সখীদ্বয়॥ যেই দিনে যেই কার্য্য শাস্ত্রের বিধান। সে দিনে সাধিবে তাহা সেই মতিমান॥ পুণ্যকাজে মহাফল শাস্ত্রের বচন। এ হেতু সতত মন রাখে সাধুজন॥ এখন শুনিতে যাহা অভিলাষ হয়। বলহ আমার পাশে ওগো সখীদ্বয়॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

বাঙ্মাহাত্ম্য, বাক্যের উৎপত্তি, পুরাণ উপপুরাণ ও রামায়ণাদির উৎপত্তি, সরস্বতীর জন্ম, ধরাতলে সরস্বতীর ভ্রমণ ও বাল্মীকি-মুখে অধিষ্ঠান এবং পুরাণসংখ্যাদি কথন।

বাচো বেদাঃ সংহিতাশ্চ বাচো মন্ত্রাঃ স্বপুষ্কলাঃ।
বাচঃ কাব্যং পুরাণানি বাচঃ শাস্ত্রাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ॥
উপপূর্ব্বং মহৎপূর্ব্বং পুরাণং দ্বিবিধং মতং।
অষ্টাদশৈব সংখ্যাতান্যাভ্যানি সখীদ্বয়॥
রামায়ণং মহাকাব্যমাদৌ বাল্মীকিনা কৃতং।
তন্মূলং সর্ব্বকাব্যানামিতিহাসপুরাণয়োঃ॥

বিজয়া জয়ার সহ আনন্দ হৃদয়ে। জিজ্ঞাসা করিল পুনঃ ওগো হরজায়ে॥ যে পুরাণ তুমি দেবী করিছ কীর্ত্তন। ইহা মূল কিম্বা দেবী আছে অন্যতম॥ কিরূপে পুরাণ সৃষ্টি বল দেখি শুনি। দোঁহার কৌতুক দূর করগো ভবানী॥ সখী দোঁহাকার বাক্য করিয়া শ্রবণ। কহিলেন ভগবতী শুন দিয়া মন॥ পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা যাহা বিনির্ম্মাণ করি। যতনে গোপনে রাখে হৃদয় উপরি॥ সেই সব প্রকাশিব দোঁহার সদনে। ভক্তিমতী তোমা দোঁহে জানিতেছি মনে॥ শুনিতে বাসনা বড় হয়েছে দোঁহার। এহেতু বর্ণিব সব করিয়া বিস্তার॥ মহাগোপনীয় ইহা শুন সহচরী। পূর্ব্বকালে পদ্মযোনি সৃষ্টি-অধিকারী॥ বিশ্ব-

সৃষ্টি হেতু বাঞ্ছা করি পদ্মাসন। আগে নব প্রজাপতি করেন সৃজন॥ দশদিক অন্ধকার করি দরশন। মনে মনে অত্যদ্ভুত ভাবেন তখন॥ বাক্যের উৎপত্তি নাহি সেই কালে হয়। বোবা হয়ে পদ্মযোনি নিরন্তর রয়॥ যেই নব প্রজাপতি করিল সৃজন। তাহারাও বোবা হয়ে রহে অনুক্ষণ॥ এইরূপে চিন্তাকুল দেব পদ্মযোনি। আকাশ হইতে উঠে অকস্মাৎ বাণী॥ "তপ" এই দুই বর্ণ উচ্চারিত হয়। তাহে চমকিত হন ব্রহ্মা মহাশয়॥ জগৎ ব্যাপয়ে যথা রবির কিরণ। ব্যাপিল সে শব্দ তথা অখিল ভুবন॥ দশদিক জ্যোতির্ম্ময় তখনি হইল। পদ্মযোনি হৃদে তবে নির্ব্বৃতি পাইল॥ চারিমুখে চারিদিকে ঘন ঘন চায়। মনে মনে পদ্মযোনি মহাসুখ পায়॥ অবশেষে প্রথমেতে দেব পদ্মাসন। সুনির্ম্মল বাক্যপুঞ্জ করেন সৃজন॥ তার পর চারি বেদ সংহিতাদি করি। ক্রমে ক্রমে সৃজে সব সৃষ্টি-অধিকারী॥ প্রথমে বিধাতা হতে বাক্যের সৃজন। পরম পবিত্র বাক্য বিদিত ভুবন॥ অমৃত সমান বাক্য বিদিত ভুবনে। বাক্যেতে পবিত্র সব জানে সর্ব্বজনে॥ বাক্য বেদ বাক্য মন্ত্র সংহিতা পুরাণ। বাক্য কাব্য বাক্য সত্য নাহি তাহে আন॥ ধৈর্য্য শৌর্য্য গাম্ভীর্য্যাদি বাক্য হতে হয়। বাক্য হতে লভে জীব সর্ব্বত্র বিজয়॥ এহেতু হইল আগে বাক্যের সৃজন। ব্রহ্মস্বরূপক বাক্য শাস্ত্রের বচন॥ অকারাদি স্বর আর ককারাদি হল। বিধাতা করেন সৃষ্টি অক্ষর সকল॥ এই সব বর্ণ মিলি বাক্যের সৃজন। অবশেষে ভাষা সৃষ্টি করে পদ্মাসন॥ ছাপ্পান্ন সংখ্যক ভাষা বিধাতা সৃজিল। ভাষা বোধ হেতু ব্যাকরণাদি হইল॥ ব্যাকরণে পদজ্ঞান লভে নরগণ। দর্শনেতে অর্থজ্ঞান জানে সর্ব্বজন॥ পুরাণে ধর্ম্মের জ্ঞান মন্ত্রেতে মুকতি। এই সব ক্রমে সৃজে সৃষ্টি অধিপতি॥ বাক্য ব্রহ্মরূপ বোধ করিবে অন্তরে। সেই বাক্যে মিথ্যা কহি যেই কাজ করে॥ মিথ্যাবাদী বলে তারে এ তিন ভুবন। অন্তিমে সে জন করে নরকে গমন॥ বরঞ্চ আপন প্রাণ দিবে বিসর্জ্জন। অথবা আপন শির করিবে ছেদন॥ তথাপি অসত্য কথা কভু না কহিবে। অসত্য হইতে পাপ কিছু নাহি ভবে॥ সত্য বাক্য গুরুসেবা সবার প্রধান। দুই গুণ আছে যার সেই মতিমান॥ বিরাজে এ দুই গুণ শরীরে যাহার। তপ জপে কিবা কাজ আছয়ে তাহার॥ পুরাণ দ্বিবিধ হয় জানে সর্ব্বজন। উপপূর্ব্ব মহৎপূর্ব্ব শাস্ত্রের বচন॥ মহাপুরাণের সংখ্যা অষ্টাদশ হয়। তত সংখ্যা আছে উপপুরাণে নিশ্চয়॥ যথাক্রমে নাম সব করিব কীর্ত্তন। সাবধানে অবহিতে করহ শ্রবণ॥ মহাপুরাণের মধ্যে ব্রহ্ম হয় আদি। দ্বিতীয় পুরাণ পদ্ম কর অবগতি॥ তৃতীয় পুরাণ আখ্যা ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ। বৈষ্ণব চতুর্থ বলি শাস্ত্রের বিধান॥ ব্রহ্মবৈবর্ত্তক হয় জানিবে পঞ্চম। নৃসিংহ-পুরাণ ষষ্ঠ অতি মনোরম॥ ভবিষ্য সপ্তম হয় গারুড় তৎপর। নবমের লিঙ্গাখ্যান শৈব তার পর॥ একাদশ বরাহ যে মার্কণ্ড দ্বাদশ। ত্রয়োদশ বলে

স্কন্দে কূর্ম্ম চতুর্দ্দশ ॥ পঞ্চদশ হয় মৎস্য সুরম্য আখ্যান। ষোড়শ বলিয়া গণি আগ্নেয় পুরাণ ॥ বায়ব্য পুরাণ সপ্তদশ মধ্যে গণি। ভাগবতে অষ্টাদশ বলিয়া বাখানি ॥ উপপুরাণের কথা শুন দিয়া মন। একে একে সব কথা করিব বর্ণন ॥ প্রথমতঃ হয় আদি আদিত্য দ্বিতীয়। বৃহন্নারদীয় উপপুরাণে তৃতীয় ॥ চতুর্থ নারদ পঞ্চ নন্দীক-ঈশ্বর। ষষ্ঠমধ্যে গণনীয় বৃহন্নন্দীশ্বর ॥ শাম্ব সপ্ত অষ্ট ক্রিয়াযোগসার হয়। নবম কালিকা বলি আছে পরিচয় ॥ পরে ধর্ম্ম তার পর বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর। শিবধর্ম্ম বিষ্ণুধর্ম্ম ক্রমে পর পর ॥ তৎপরে বামন আর বারুণ পুরাণ। ষোড়শ নৃসিংহ পরে ভার্গব আখ্যান ॥ বৃহদ্ধর্ম্ম অষ্টাদশ সার হতে সার। উপপুরাণের সংখ্যা করিনু বিস্তার ॥ মারীচ কপিল আদি সংহিতা বিস্তর। সবে আছে ধর্ম্মকথা খ্যাত চরাচর ॥ রামায়ণ মহাকাব্য বিদিত সংসারে। বাল্মীকি মহর্ষি তাহা বিরচিত করে ॥ সকল কাব্যের মূল সেই রামায়ণ। ইতিহাস পুরাণের আদিম কারণ ॥ সংহিতা-সবার মূল রামায়ণ হয়। সবার আদর্শ উহা জানিবে নিশ্চয় ॥ হরি অংশে বেদব্যাস ধরেন জনম। মহাভারতাখ্য গ্রন্থ করেন রচন ॥ রামায়ণ মহাকাব্য আদর্শ করিয়া। বিরচে ভারতকথা সানন্দ হইয়া ॥ পুরাণ সংহিতা আর যাহা কিছু হয়। রামায়ণ আদর্শেতে করেছে নিশ্চয় ॥ পুরাণ সংহিতা কত ব্যাসের রচন। কতিপয় রচিয়াছে অন্য অন্য জন ॥ সবেতে ধর্ম্মের কথা অধর্ম্ম বিনাশ। শাস্ত্রে মতি জন্মে আর বুদ্ধির প্রকাশ ॥ ধর্ম্মকথা নিরন্তর পড়ে যেই জন। তাহাতেই মুগ্ধ হয় তাহাদের মন ॥ মন্বাদি ধরমশাস্ত্র ভারত পুরাণ। কিম্বা রামায়ণ আদি সুরম্য আখ্যান ॥ ধর্ম্মার্থে সবার সৃষ্টি হয়েছে জানিবে। এ হেতু পড়িবে আর অভ্যাস করিবে ॥ করাইবে সযতনে শিষ্যে অধ্যাপন। করিবেক শাস্ত্রমতে কার্য্য আচরণ ॥ এইরূপে সযতনে যেই জন করে। অবহেলে সেই জন যায় ভবপারে ॥ কার্য্যাকার্য্য বিনির্ণয় আছয়ে ইহায়। পড়িলে সাদরে ইহা মহাজ্ঞান পায় ॥ প্রজাপতি বর্ণভাষা করিয়া সৃজন। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পরে সৃজে পদ্মাসন ॥ অবশেষে জগতের উপকার তরে। প্রজাপতি পদ্মাসন চিন্তেন অন্তরে ॥ শাস্ত্র বিনা ধর্ম্মজ্ঞান কিরূপে হইবে। এত ভাবি ব্যাকরণ সৃজিলেন তবে ॥ এই শাস্ত্রে সবিশেষে পদজ্ঞান হয়। শাস্ত্র অর্থজ্ঞান তাহে জন্মিল নিশ্চয় ॥ অনুষ্টুপ আদি করি ছন্দের সৃজন। করিলেন অবশেষে দেব পদ্মাসন ॥ অবশেষে সরস্বতী ধরিল জনম। অক্ষর-আত্মিকা দেবী ধবল বরণ ॥ ভূষণ-ভূষিতা দেবী ত্রিনেত্রধারিণী। ধরিছেন চারিভুজ শশাঙ্কমৌলিনী ॥ সুধা বিদ্যা মুদ্রা অক্ষগুণ এই চারি। চারিভুজে ধরিছেন পরমা সুন্দরী ॥ চারুনেত্রা সুন্দরীরে করি দরশন। কহিলেন মিষ্টভাষে দেব পদ্মাসন ॥ কে তুমি কোথায় হতে হৈল আগমন ! আমার নিকটে তব কিবা আকিঞ্চন ॥ কেবা পিতা কেবা মাতা

কহ গো সুন্দরি। কি কার্য্য করিব তব বল ত্বরা করি॥ বিধির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। মিষ্টভাষে সরস্বতী কহেন তখন॥ বর্ণব্রহ্ম হতে আমি জনম ধরিনু। সরস্বতী মম নাম তোমারে কহিনু॥ আমার অগ্রেতে তুমি ধরেছ জনম। তুমি মম ভ্রাতা হও ওহে পদ্মাসন॥ এবে যাহা বলি আমি কর অনুগতি। থাকিবার স্থান মোরে দেহ ওহে বিধি॥ পতি মম হবে কেবা কর নিরূপণ। তব কীর্ত্তি হেতু মম জনম ধারণ॥ দেবীর এতেক বাক্য শুনি পদ্মযোনি। কহিলেন শুন শুন ওগো সুবদনি॥ তোমার জনমে মম সুখের সঞ্চার। মম প্রিয় হেতু তব হৈল আগুসার॥ হেরিছ আমার এই মুখচতুষ্টয়। ইহাতে করহ দেবি সুখেতে আশ্রয়॥ আমার হৃদয়ে আছে দেব নারায়ণ। তব প্রিয় পতি হবে সেই সনাতন॥ কবির বদনে হও কবিতা শকতি। তাঁহারা সৃজিবে শাস্ত্র ওগো সরস্বতী॥ শাস্ত্র-অধিষ্ঠাত্রী দেবী তুমিই হইবে। নারায়ণ তব পতি হৃদয়ে জানিবে॥ সেই হরি বিশ্ব-আত্মা বিশ্বের ভাবন। সকল শাস্ত্রের আত্মা সেই নারায়ণ॥ বিধির এতেক বাক্য শুনি সরস্বতী। কহিলেন সবিনয়ে মধুর ভারতী॥ একাকিনী হয়ে আমি বহু কবি মুখে। কিরূপে রহিব বিধি কহ ত আমাকে॥ যুক্তিযুক্ত এই বাক্য নহে পদ্মাসন। ইহার উপায় মোর কর নিরূপণ॥ দেবীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। কহিলেন মিষ্টভাষে দেব পদ্মাসন॥ ত্রিলোক ভ্রমণ কর ওহে সরস্বতী। যোগ্যপাত্র দেখি দিবে কবিতা শকতি॥ বিষ্ণুর চরিত্র হয় সর্ব্বনিদর্শন। ভবিষ্যৎ রূপে তাহা করিনু কল্পন॥ যোগ্যপাত্র দেখি শক্তি করহ অর্পণ। বিষ্ণুর চরিত্র সেই করিবে কীর্ত্তন॥ তার প্রতি কৃপা তুমি করিবে সুন্দরী। সেই কবি তব কৃপা যাহার উপরি॥ বিধির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। তাঁহার মুখেতে দেবী রহেন তখন॥ বাঞ্ছিত পাত্রের তরে জগত মাঝারে। ভ্রমণ করেন দেবী আকুল অন্তরে॥ নাগলোকে সুরলোকে করিয়া ভ্রমণ। সত্যযুগ ক্রমে দেবী করেন যাপন॥ অবশেষে ত্রেতাযুগ সমাগত হৈল। সরস্বতী ধরা মাঝে ভ্রমিতে লাগিল॥ দেখিলেন এক স্থানে মহা তপোধন। তপেতে জ্বলিছে যেন তপন-কিরণ॥ তমসা নদীতে স্নান করি ঋষিবর। পিতৃদেব-তর্পণাদি করি তার পর॥ শিষ্য সহ বনশোভা করি দরশন। ভ্রমিছেন বনমাঝে মহাতপোধন॥ কনকবরণ জটা শিরে শোভা পায়। ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান স্মিতমুখ তায়॥ তাম্রবর্ণ শিরোদেশ কুশ শোভে করে। সুগভীর নাভিদেশ কিবা শোভা ধরে॥ মদমত্ত গজ সম মনোহর গতি। আজানুলম্বিত বাহু বক্ষ উচ্চ অতি॥ যাতায়াতে মুনিগণ করিছে প্রণাম। রোগ-শোক-হীন ঋষি বাল্মীকি আখ্যান॥ তমসাতীরস্থ বনে ভ্রমিতে ভ্রমিতে। দেখিলেন ঋষিবর পক্ষী আচম্বিতে॥ পক্ষীবরে ব্যাধ এক করে নিপাতন। পতি মৃত দেখি করে পক্ষিণী রোদন॥ পতি তরে সকরুণে কান্দিতে লাগিল। তাহা দেখি ঋষি-হৃদি শোকেতে ডুবিল॥

শোকাবেগে হতজ্ঞান তাপসের মন। তাহা দেখি শিষ্যগণ মলিন-বদন॥ সরস্বতী দেবী ইহা করি দরশন। ঋষিদুঃখ নিবারিতে করেন মনন॥ সহসা ঋষির মুখে করে অধিষ্ঠান। শোক দূর করিবারে ঋষিমুখে যান॥ যেমন ঋষির মুখে করেন গমন। অমনি ব্যাধেরে ডাকি কহে তপোধন॥ চারিপদ শ্লোক ছুটে ঋষির আননে। "মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাস্তং" জানিবে প্রথমে॥ "ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ" দ্বিতীয় চরণ। "যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেক" পরে উচ্চারণ॥ "অবধীঃ কামমোহিতং" শেষ পাদ হয়। চারিপাদ শ্লোক ঋষি মুখে উচ্চারয়॥ কামে মুগ্ধ ক্রৌঞ্চদ্বয় করে বিচরণ। তাহার একেরে তুমি করিলে নিধন॥ এহেতু প্রতিষ্ঠালাভ না হবে কখন। এই বাক্য ব্যাধে ডাকি কহে তপোধন॥ জয়নাদ ত্রিভুবনে উঠে ঘন ঘন। শ্লোক শুনি যত ঋষি আনন্দে মগন॥ পক্ষী-শোক হৃদি হতে করি পরিহার। শ্লোকোচ্চারি ঋষি পায় আনন্দ অপার॥ সহসা তথায় আসি দেব পদ্মাসন। বাল্মীকিরে সম্বোধিয়া কহেন বচন॥ শুন শুন মহামুনে বচন আমার। বাণীদেবী অধিষ্ঠিত বদনে তোমার॥ সেই বাণী ভগবতী কাব্যস্বরূপিণী। অধিষ্ঠিতা তব মুখে ওহে মহামুনি॥ পূর্ব্ব হতে করিয়াছি সব নিরূপণ। কাব্যরূপে বেদবক্তা হবে তপোধন॥ সৃষ্টিকর্ত্তা আমি ব্রহ্মা লীলাকর্ত্তা হরি। তদ্গুণ-কীর্ত্তনকর্ত্তা তোমারে বিচারি॥ হরিগুণ সংকীর্ত্তন কর তপোধন। সৃষ্টিরক্ষাকর হবে আমার বচন॥ ধর্ম্মরূপা বিষ্ণু-লীলা পাতকহারিণী। বর্ণন করিয়া ধর্ম্মে স্থির কর তুমি॥ তোমা হতে হবে ভবে ধর্ম্মের স্থাপন। বিষ্ণুর যতেক লীলা করহ বর্ণন॥ ব্রহ্মরূপা সরস্বতী তোমার বদনে। জন্মিয়াছে শ্লোকরূপে ওহে মহামুনে॥ মনে মনে কিছুমাত্র না কর চিন্তন। চতুর্ব্বর্গ কাব্য হতে হইবে সাধন॥ নীচমুখে যদি হয় কবিতা সৃজন। অমান্য তাহারে নাহি করিবে কখন॥ পাতকী হইয়া যদি কাব্যকর্ত্তা হয়। সেই ফলে পুণ্যবান হয় পাপীচয়॥ তোমার কবিতা হয় সদর্থে পূরিত। মহাপুণ্যপ্রদ ইহা জানিবে নিশ্চিত॥ যেই শ্লোক তব মুখে হৈল উচ্চারণ। কাব্য নাম ধরে ইহা জানিবে সুজন॥ এরূপে বর্ণিবে যত ওহে মহামতি। মহাকাব্য বলি হবে ভুবনে বিখ্যাতি॥ ছোট ছোট সর্গ ইথে করিবে রচন। নারদের উপদেশ করিয়া গ্রহণ॥ নারদের মুখে শুনি হবে জ্ঞানবান। রচনা করহ শীঘ্র ওহে মতিমান॥ জন্মিবেন রামরূপে দেব নারায়ণ। তাঁর ভাবী কথা তুমি করহ রচন॥ মহাকাব্য হবে ইহা ধরণী মাঝারে। অনুগামী হবে তব যত কবিবরে॥ তোমার কবিতা হেরি যত কবিগণ। বিবিধ কবিতা পরে করিবে রচন। তব তুল্য কবি নাহি হবে কোন জন। ত্রিকালজ্ঞ সত্যবাদী হবে তপোধন॥ কবি ব্রহ্মা কবি বিষ্ণু কবি পঞ্চানন। ধর্ম্মবক্তা রসবক্তা কবি যেই জন॥ কবির বর্ণনা কভু মিথ্যা নাহি হয়। সৃষ্টিকর বলি কবি বিখ্যাত নিশ্চয়॥ দেবেন্দ্র উপেন্দ্র যম আদি

দেবগণ। কবির বশগ তাঁরা নিরন্তর রন॥ কবির বশগ সদা নরগণ রয়। বেদের সাক্ষাৎ লভে যত কবিচয়॥ মহাকবি তুমি মুনি আমার বচনে। বর্ণন করহ তুমি এবে রামায়ণে॥ রামের ভবিষ্য কথা করহ বর্ণন। মহাকাব্য বলি তাহা রটিবে ভুবন॥ যেরূপ করিবে তুমি তাপসপ্রবর। সেইরূপ আচরিবে দেব দামোদর॥ চন্দ্রতারা যতকাল রবে বর্ত্তমান। তোমার রচিত কাব্য রবে বিদ্যমান॥ বিষ্ণুগুণ গান হেতু কাব্য নাম হবে। ইহার কবচ সবে সাদরে শুনিবে॥ * কবচ জপিয়া পরে ওহে তপোধন। সপ্তকাণ্ড ক্রমে ক্রমে করহ বর্ণন॥ এত বলি ব্রহ্মধামে যান পদ্মযোনি। কবিত্ব পাইয়া সুখে ভাসে মহামুনি॥ সুপবিত্র রামায়ণ উৎপত্তি কথন। ভবসিন্ধু পারে যায় করিলে শ্রবণ॥

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

রামায়ণে বর্ণিত বিষয় ও রামায়ণ মাহাত্ম্য।

অত্র রামচরিতস্য ব্যপদেশেন সর্ব্বশঃ।
সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ সমুদ্দিষ্টা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ।
স্ত্রীধর্ম্মা রাজধর্ম্মাশ্চ ব্রহ্মধর্ম্মাশ্চ পুষ্কলাঃ।
বৈশ্যধর্ম্মাঃ শূদ্রধর্ম্মা ধর্ম্মাশ্চ গৃহিণাস্তথা।
নানাদেবচরিত্রাণি শত্রুমিত্রকথা অপি।
ইতিহাসস্বরূপেণ সর্ব্বে ধর্ম্মা নিরূপিতাঃ।
রামায়ণস্য প্রস্তাবে যোঽন্যপ্রস্তাবমাচরেৎ।
সর্ব্বপাপাশ্রয়ঃ স স্যাদ্যস্তাশী সর্ব্বভুগ্ যথা॥

হৈমবতী কহে পুনঃ করহ শ্রবণ। বাল্মীকি রচনা করে কাব্য রামায়ণ রামের চরিত কথা বর্ণনের ছলে। সর্ব্বধর্ম্ম নিরূপিত কৈল কুতূহলে॥ বর্ণা

* রামায়ণকবচ যথা—ওঁ নমোঽষ্টাদশতত্ত্বরূপায় রামায়ণায় মহামন্ত্রস্বরূপায় মা নিষাদেতি মূলং শিরোঽবতু অনুক্রমণিকা বীজং মুখমবতু ঋষ্যশৃঙ্গোপাখ্যানমৃষির্জিহ্বামবতু জানকী নাতো হনুষ্ট্‌প্‌ছন্দোঽবতু গলং কৈকেয্যাজ্ঞা দেবতা হৃদয়মবতু সীতালক্ষ্মণানুগমনশ্রীরামহর্ষাঃ প্রমাণং জঠরমবতু ভবতু ভক্তিঃ শক্তিরবতু মে মধ্যং শক্তিমান্ ধর্ম্মো মুনীনাং পালনং নমোরু রক্ষতু মারীচবচনপ্রতিপালনমবতু পাদৌ সুগ্রীবমৈত্রমর্থোঽবতু স্তনৌ নির্ণয়ো হনুমচ্চেষ্টাবতু বাহু বার্ত্তা সম্পাতিপক্ষোদ্গমোঽবতু স্কন্ধৌ প্রযোজনং বিভীষণরাজ্যং গ্রীবাং মে মা বদতু রাবণবধ স্বরূপমবতু কর্ণৌ সীতোদ্ধারলক্ষণমবতু নাসিকে অবগম্য মন অনুবোঽবতু জীবাত্মানং লবকাল লক্ষণসম্বাদোঽবতু নাভিং আচরণীয়ং শ্রীরামাদিধর্ম্মং সর্ব্বং সমাবতু। ইতি রামায়ণকবচং রামায়ণবাচকাঃ পঠেয়ুঃ॥

শ্রম সংবিভাগ করিল কীর্ত্তন। রাজধর্ম্ম ব্রহ্মধর্ম্ম নারীর ধরম॥ বৈশ্যধর্ম্ম শূদ্রধর্ম্ম গৃহীধর্ম্ম আর। দেবতাচরিত্র কত করিল বিস্তার॥ শত্রু-মিত্র-কথা ইথে হয়েছে বর্ণন। ইতিহাস ছলে আছে ধর্ম্ম নিরূপণ॥ মঙ্গল কামনা করে যেই সাধু জন। স্মরণ করিবে নিত্য এই রামায়ণ॥ পড়িবে বুঝিবে অর্থ করিয়া যতন। মহাপুণ্য সেই জন করিবে অর্জ্জন॥ রামায়ণ সপ্তকাণ্ড রহে যার ঘরে। অধর্ম্ম কদাপি নাহি তাঁহার আগারে॥ বিপদ তাহারে কভু ভ্রমে না ঘিরিবে। শুভগতি সেই জন পরিণামে পাবে॥ যার গৃহে রামায়ণ নাহি বিদ্যমান। তাহার আগার যেন শ্মশান সমান॥ পিতৃগণ কৃপাদৃষ্টি তারে নাহি করে। দেবগণ সদা ত্যজে তাহার আগারে॥ অহোরাত্র মধ্যে সেই করিয়া যতন। পূর্ণ সর্গ কিম্বা অর্দ্ধ না করে পঠন॥ এক শ্লোক অর্দ্ধ শ্লোক কিম্বা নাহি পড়ে। নরাধম বলি সেই খ্যাত চরাচরে॥ মা নিষাদ আদি শ্লোক যে করে পঠন। পঞ্চবর্ষ শিশু যদি হয় সেই জন॥ মহাকবি হবে সেই নাহিক সংশয়। ঋষির বচন ইহা কভু মিথ্যা নয়॥ আদিকাণ্ড যদি কেহ করে অধ্যয়ন। অনাবৃষ্টি গ্রহভয় না রহে কখন॥ মহাপীড়া সে জনের কভু নাহি হয়। সর্ব্বপাপে মুক্ত সেই হইবে নিশ্চয়॥ পুত্রজন্ম বিবাহাদি মঙ্গল করম। অথবা যদ্যপি হয় গুরু দরশন॥ করিবে দ্বিতীয়কাণ্ড ইথে অধ্যয়ন। অথবা শুনিবে ইহা ঋষির বচন॥ রাজদ্বারে বনমাঝে বহ্নি-জলভয়ে। পড়িবে অরণ্যকাণ্ড একান্ত হৃদয়ে॥ অথবা যতন করি করিবে শ্রবণ। অচিরে বিপদে মুক্ত হবে সেই জন॥ মিত্রলাভে কিম্বা নষ্ট দ্রব্য অন্বেষণে। পড়িবে কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ড একান্ত যতনে॥ অথবা শুনিবে সাধু হয়ে একমন। নিশ্চয় বাঞ্ছিত-ফল হইবে সাধন॥ দেবকার্য্যে কিম্বা শ্রাদ্ধে ঐকান্তিক মনে। পড়িবে সুন্দরাকাণ্ড একান্ত যতনে॥ অথবা শুনিবে চিত্ত স্থির করি নর। বাঞ্ছিত হইবে সিদ্ধি শুন অতঃপর॥ বিবাদে গর্হিতকাজে অরাতি-বিজয়ে। পড়িবেক লঙ্কাকাণ্ড একাগ্র-হৃদয়ে॥ অথবা শুনিবে যেই হয়ে একমন। সুখী হবে সেই জন শাস্ত্রের বচন॥ যাত্রাকালে হর্ষকার্য্যে যেই সাধুজন। পবিত্র উত্তরকাণ্ড করে অধ্যয়ন॥ অথবা শ্রবণ করে একাগ্র অন্তরে। ইহকালে পরকালে সুখ-লাভ করে॥ ভক্তিকামী ভক্তি লভে মোক্ষার্থী মুকতি। জ্ঞানার্থী লভয়ে জ্ঞান সাধু শুভগতি॥ বাল্মীকি-রচিত কাব্য পড়িলে শুনিলে। দিব্যগতি পায় সেই অতি অবহেলে॥ মাঘমাসে আদিকাণ্ড দ্বিতীয় ফাল্গুনে। চৈত্রে আরণ্যককাণ্ড পড়িবে যতনে॥ বৈশাখে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড পড়িবে সুজন। সুন্দরাকাণ্ডক জ্যৈষ্ঠে করিবে পঠন॥ আষাঢ়ে পড়িবে শেষ রম্যকাণ্ডদ্বয়। শাস্ত্রের বিধান ইহা ওগো সখীদ্বয়॥ ব্রহ্মচারী সমাহিত জিতেন্দ্রিয় হয়ে। শুদ্ধকাল শাস্ত্রমতে বিচারি দেখিয়ে॥ রামায়ণ পড়ে কিম্বা করয়ে শ্রবণ। তাহার পুণ্যের কথা শুন দিয়া মন॥ নারীহত্যা পিতৃহত্যা ব্রহ্মহত্যাকারী। গোহত্যা অথবা যেই

করে স্বর্ণ চুরি॥ সুরাপান করে আর গুর্ব্বিণী হরণ। গোদেব উপরে করে দ্বেষ আচরণ॥ ইত্যাদি পাতকে রত যদ্যপিও হয়। তথাপি অচিরে নষ্ট হয় সমুদয়॥ ত্রিলোকপাবন মহাকাব্য রামায়ণ। দেবের দুর্ল্লভ ইহা শাস্ত্রের বচন॥ রামায়ণ সংকীর্ত্তন যেই স্থানে হয়। দেবগণ অধিষ্ঠিত সেই স্থানে রয়॥ পিতৃগণ তীর্থগণ তথা বিদ্যমান। শাস্ত্রের বচন ইহা কভু নহে আন॥ যেই কালে অধ্যয়ন হয় রামায়ণ। অন্য কথা সেইকালে তুলে যেই জন॥ সর্ব্বপাপে পাপী হয় সেই নরাধম। মৎস্যভোজী সর্ব্বভোক্তা মানব যেমন॥ রামায়ণ শুনি যদি সাধুর সকাশে। শোক দুঃখ পরিতাপ যদি নাহি নাশে॥ মানব জনমে সেই বঞ্চিত অধম। তার সম মহাপাপী নাহি কোন জন॥ আশ্বিনে শরৎকালে মহাপূজা দিনে। রামায়ণ অধ্যাপন করিলে যতনে॥ ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবারাধ্যা দেবী ভগবতী। প্রসন্ন হইয়া দেন তাহারে সুকতি॥ অভীষ্ট সফল হয় নাহিক সংশয়। আমার বচন সখী কভু মিথ্যা নয়॥ মহাকাব্য রামায়ণ করি অধ্যয়ন। অথবা সাধুর মুখে করিয়া শ্রবণ॥ কৃপণতা তেয়াগিয়া হরিষ অন্তরে। বিপুল দক্ষিণা দিবে ব্রাহ্মণের করে॥ আত্ম দারা সুত দিবে না হবে কাতর। অনিন্দ্য রামায়ণ দোঁহার গোচর॥ রামায়ণ গুণগাথা করিতে বর্ণন। কেহ ক্ষম নহে সখী এ তিন ভুবন॥ শ্রবণ করয়ে যেই একান্ত অন্তরে। মুক্তি আজ্ঞাকারী তার রহে করতলে॥ ভবের দুর্ল্লভ রামচরিত আখ্যান। সংক্ষেপে বলিনু সখী দোঁহা বিদ্যমান॥

সপ্তবিংশ অধ্যায়

বেদব্যাসের জন্ম, সুমেরু পর্ব্বতে দেবগণের সভা, ঋষিগণের সভায় আগমন, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ঋষিগণকে পুরাণ ও ভারত প্রণয়নে অনুমোদন, সকলের পরামর্শ এবং জনক রাজার নিকট ঋষিগণের গমন।

ততঃ কালে গতে দ্বীপে দ্বাপরান্তে হরেঃ কলা।
বেদব্যাসো বভূবাথ সত্যবত্যাং পরাশরাৎ॥
চক্রে বেদতরোঃ শাখাঃ দৃষ্ট্বা পুংসোঽল্পমেধসঃ।
তদা ব্রহ্মসভায়াং বৈ সমাযাতা মহর্ষয়ঃ॥

ব্রহ্মোবাচ। ঋষীণাং খলু সর্ব্বেষাং মধ্যে কোঽত্র সমর্থকঃ।
স করোতু পুরাণানি মহাভারতমেব চ॥

মুনয় ঊচুঃ। সর্ব্বে বয়ং সমর্থাঃ স্মঃ পুরাণকরণে প্রভো।
যো যৎপুরাণকর্ত্তা স্যাৎ তস্মৈ তদ্বিনিযুজ্যতাং॥

ব্রহ্মোবাচ। সর্ব্বে গচ্ছত রাজানং জনকং ধর্ম্মদর্শিনং।
স বো বিবাদভঙ্গায় মধ্যস্থঃ প্রভবিষ্যতি॥
ইত্যুক্তাস্তে মুনিগণাঃ সর্ব্বে সত্যার্থদর্শিনঃ।
যযুস্তে যত্র জনকো রাজা ধর্ম্মার্থদর্শকঃ॥

রামায়ণ মহাকাব্য হইলে রচন। বাল্মীকি সকাশে উপনীত পদ্মাসন॥
ালিলেন সম্বোধিয়া শুন মুনিবর। বিরচিলে রামায়ণ কাব্য মনোহর॥ তোমার
র্ত্তব্য কাজ নাহি কিছু হেরি। লভিলে অতুল কীর্ত্তি ধরণী উপরি॥ ধর্ম্মরূপ
চিরস্থায়ী সুযশ লভিলে। পরম নির্ব্বৃতি পেলে অতি পুণ্যফলে॥ কিন্তু এক
কথা বলি শুন দিয়া মন। সরস্বতী তব মুখে স্থিত অনুক্ষণ॥ গগনসম্ভবা
দবী তোমার বদনে। অবস্থিতি হেতু বাঞ্ছা করিছেন মনে॥ অতএব মম
াক্য করহ ধারণ। মহাভারতাদি গ্রন্থ করহ রচন॥ ভারত পুরাণ আদি
ানা ইতিহাস। শ্লোকাকারে সযতনে করহ প্রকাশ॥ কল্পনা করেছি
আমি নিজ মনে মনে। শ্লোকরূপে সেই সব কর মহামুনে॥ ব্রহ্মার এতেক
াক্য করিয়া শ্রবণ। বাল্মীকি মধুর ভাষে কহেন তখন॥ সকলি জানহ
প্রভু তুমি অন্তর্যামী। নিবেদি মনের কথা ওহে পদ্মযোনি॥ মোক্ষের সাধন
রচিয়াছি রামায়ণ। ক্ষোভমোহবিবর্জ্জিত হয়েছি এখন॥ আর কোন কাজে

মম নাহি যায় মন। নির্ব্বৃতি হইল মম ওহে পদ্মাসন॥ দ্বাপরে জন্মিবে বেদ-ব্যাস মহামতি। বিহার করিবে তাঁর মুখে সরস্বতী॥ মহাভারতাদি ব্যাস করিবে রচন। পুরাণ উপপুরাণ বহু করিবে সৃজন॥ অল্প পুণ্যে ধর্ম্মে মতি কভু নাহি হয়। ধর্ম্মে মতি জন্মাইতে ব্যাস মহাশয়॥ বহুগ্রন্থ বিরচিবে করিয়া যতন। জন্মিবেন বিষ্ণু-অংশে সেই দ্বৈপায়ন॥ করিবেন বেদভাগ সেই মহামতি। কহিলাম সার কথা কর অবগতি॥ বিরচিয়া রামায়ণ ওহে পদ্মাসন। কৃতার্থ হয়েছি আমি কহিনু বচন॥ যবে বেদব্যাস আসি জন্মিবে ধরায়। বিবরিব কাব্যবীজ তাঁরে সমুদয়॥ তাহা শুনি বহু গ্রন্থ করিয়া রচন। কল্যাণ লভিবে সেই ব্যাস তপোধন॥ এত শুনি হংসযানে সৃষ্টি-অধিকারী। চলিলেন মনসুখে আপন নগরী॥ তথাস্তু বলিয়া দেব করেন গমন। অবিলম্বে ব্রহ্মপুরে উপনীত হন॥

অবশেষে বহুকাল অতীত হইল। দ্বাপর দ্বিতীয় যুগ ক্রমে দেখা দিল॥ সত্যবতী-গর্ভে বেদব্যাস তপোধন। পরাশর-ঔরসেতে ধরেন জনম॥ হরি অংশে জনমিল সেই মহামতি। কৃতার্থ তাঁহারে পেয়ে দেবী সত্যবতী॥ অল্প-বুদ্ধি নরগণে করি দরশন। বেদ ভাঙ্গি শাখা করে সেই তপোধন॥ এক-দিন মেরুশিরে দেব পদ্মাসন। করিলেন সভা এক লয়ে দেবগণ॥ মহর্ষি সমূহ আসি উপনীত হৈল। পরাশর ব্যাস আর কশ্যপ কপিল॥ ভার্গব পুলস্ত্য ক্রতু পরম-উদার। যাজ্ঞবল্ক্য বৃহস্পতি গুণের আধার॥ পুলহ হারীত বিষ্ণু শঙ্খ কাত্যায়ন। বিশ্বামিত্র বামদেব ভৃগু তপোধন॥ বশিষ্ঠ লিখিত জৈগীষব্য আদি করি। গালব গৌতম দক্ষ গণিবারে নারি॥ বালিখিল্য ঋষি গণ করে আগমন। তেজস্বী অঙ্গিরা ঋষি দিল দরশন॥ প্রজানাথ মনু নিজে উপনীত হৈল। অসংখ্য অসংখ্য মুনি সভাতে আসিল॥ বিধানে সবারে পূজি দেব পদ্মাসন। বসিতে সবারে দেন বিচিত্র আসন॥ অবশেষে সকলেরে করি সম্বোধন। কহিলেন পদ্মযোনি মধুর বচন॥ মহাকাব্য রামায়ণ করিয়া কল্পন। বাল্মীকিরে উপদেশ করিনু অর্পণ॥ তাহা শুনি ঋষিবর কাব্য বির-চিল। পঁচিশ সহস্র শ্লোক তাহাতে হইল॥ বহু সর্গ বিরচিল মহা তপো-ধন। সপ্তকাণ্ডে সমাহিত হৈল রামায়ণ॥ প্রথম বাসনা মম হয়েছে পূরণ আর এক বাঞ্ছা আছে শুন ঋষিগণ॥ পুরাণ দ্বিবিধ আর ভারত আখ্যান কল্পনা করেছি আমি কর অবধান॥ সংক্ষেপেতে শ্লোকাকারে রচিতে হইবে রচিবারে সবা মধ্যে কে বল পারিবে॥ সমর্থ হইবে ইথে যেই তপোধন ভারত পুরাণ তিনি করহ রচন॥ অনুরোধ করেছিনু বাল্মীকি ঋষিরে অনিচ্ছু হইলেন তিনি ইহা রচিবারে॥ রামায়ণ বিরচিয়া সেই তপোধন লভিলেন চিরশান্তি শুনহ বচন॥ বিধির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। নীরবে সভায় রহে যত তপোধন॥ নারদ প্রণমি শেষে করি যোড়কর।

কহিলেন সবিনয়ে ওহে সৃষ্টিকর॥ প্রণমি তোমার পদে করি নিবেদন। পূর্ব্বের বৃত্তান্ত প্রভু করহ স্মরণ॥ আদিকাব্য বিরচিতা মহা তপোধন। বাল্মীকি তোমার পাশে কৈল নিবেদন॥"দ্বাপরে জন্মিবে বেদব্যাস মহামতি। বিহার করিবে তাঁর মুখে সরস্বতী॥ মহাভারতাদি তিনি করিবে রচন। পুরাণ উপপুরাণ বহু করিবে সৃজন॥ অল্প কাজে ধর্ম্মে মতি কভু নাহি হয়। ধর্ম্মে মতি জন্মাইতে ব্যাস মহাশয়॥ বহু গ্রন্থ বিরচিবে করিয়া যতন। জন্মিবেন বিষ্ণু-অংশে সেই দ্বৈপায়ন॥ করিবেন বেদভাগ সেই মহামতি। কহিলাম সার কথা কর অবগতি॥ বিরচিয়া রামায়ণ ওহে পদ্মাসন। কৃতার্থ হয়েছি আমি কহিনু বচন॥ যবে বেদব্যাস আসি জন্মিবে ধরায়। বিতরিব কাব্য-বীজ তাঁরে সমুদায়॥ তাহা শুনি বহু গ্রন্থ করিয়া রচন। কল্যাণ লভিবে সেই ব্যাস তপোধন॥" বাল্মীকির বাক্য প্রভু স্মরিয়া অন্তরে। আজ্ঞা কর ব্যাসদেবে গ্রন্থ রচিবারে॥ অন্য কেহ যদি ইথে ক্ষমবান হয়। তাহারে করহ আজ্ঞা যাহা রুচি কয়॥ নারদের বাক্য শুনি যত তপোধন। করযোড়ে বলে প্রভু ওহে পদ্মাসন॥ অনুমতি কর যদি ওহে মহাশয়। বিরচিব সবে মোরা পুরাণ নিচয়॥ অথবা ব্যাসেরে প্রভু কর অনুমতি। একাকী রচুন এই ব্যাস মহামতি॥ ঋষিদের বাক্য শুনি দেব পদ্মাসন। মনে মনে বহুক্ষণ করেন চিন্তন॥ একেরে অর্পিলে ভার অন্যে ক্রুদ্ধ হয়। বিরোধের কার্য্য করা ইথে যোগ্য হয়॥ এত ভাবি সম্বোধিয়া মধুর বচনে। কহিলেন সার কথা যত ঋষিগণে॥ শুন শুন ঋষিগণ আমার বচন। নারদের মুখে সব করিলে শ্রবণ॥ বাল্মীকি আমারে পূর্ব্বে কহিল যেমন। অবগত হলে সবে ওহে তপোধন॥ সকলে সমর্থ হও পুরাণ রচনে। কারে ভার দিব আমি চিন্তিতেছি মনে॥ বিরোধ যাহাতে নাহি পরস্পরে হয়। উচিত বিধান তার করা যুক্তি হয়॥ অতএব মম বাক্য করহ শ্রবণ। জনক রাজার কাছে করহ গমন॥ ধর্ম্মদর্শী সেই রাজা মধ্যস্থ হইবে। বিচারিয়া নৃপবর বিবাদ ভাঙ্গিবে॥ ব্রহ্মার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। জনক সমীপে চলে যত তপোধন॥ ধর্ম্মমার্গদর্শক রাজা সেই খানে রয়। সেই খানে ঋষিগণ উপনীত হয়॥

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

জনক রাজা কর্তৃক ব্যাসকে ভারত ও কতিপয় পুরাণ রচনে এবং
অন্যান্য সকলকে অন্যান্য পুরাণ রচনে নিরূপণ, সকলকে
বাল্মীকির নিকটে গমন করিতে উপদেশ, বাল্মীকি
নিকটে ঋষিগণের প্রস্থান।

কর্তা মহাভারতস্য বেদব্যাসো হি নাপরঃ।
ষট্‌ত্রিংশতঃ পুরাণানাং ব্যাসশ্চান্যে চ যো দ্বিজাঃ॥
কিন্তু গচ্ছত বাল্মীকিং মহর্ষিং চিরজীবিনং।
স বো বিধাস্যতে শ্রেয়ং আদিকাব্যকৃতী কৃতী॥

ঋষিগণে নিরখিয়া জনক রাজন। উঠিলেন ব্যস্তভাবে ত্যজিয়া আসন॥ আদরে সবার পূজা করি নরপতি। জিজ্ঞাসা করেন পরে মধুর ভারতী॥ কি কারণে সবাকার এথা আগমন। সূর্য্যসম মহাতেজা ওহে ঋষিগণ॥ সর্ব্বশাস্ত্র-অর্থবোদ্ধা তোমরা সকলে। সর্ব্ব-অর্থ দর্শী সবে জানিহে অন্তরে॥ সকলের পূজনীয় সব তপোধন। তোমাদের কৃপা বাঞ্ছা করি অনুক্ষণ॥ আমরা গৃহস্থ হই গৃহধর্ম্মে থাকি। ঋষিগণ-কৃপা হলে মনে মনে সুখী॥ তোমাদের কৃপাদৃষ্টি যদি কভু হয়। সর্ব্বসিদ্ধি তাহে মোরা জানিহে নিশ্চয়॥ তোমরা বৈষ্ণব সাধু শান্ত দরশন। অনুগ্রহ লোকপরে করে বিতরণ॥ কৃতার্থ তোমরা সবে কভু মিথ্যা নয়। আমারে দর্শন দিলে হইয়া সদয়॥ ইহাপেক্ষা কিবা বাঞ্ছা করে গৃহীজন। সাধুসঙ্গ গৃহস্থের কল্যাণ কারণ॥ রাজার এতেক বাক্য শুনিয়া সকলে। কহিলেন মিষ্টভাবে মন-কুতূহলে॥ যা বলিলে সত্য বটে জনক রাজন। তোমারে দেখিতে মোরা করি আগমন॥ মূর্ত্তিমান ধর্ম্ম ভূমি জনক নৃপতি। ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী মোরা সবে কর অবগতি॥ ব্রহ্মার আদেশে মোরা করি আগমন। জিজ্ঞাসা আছয়ে এক করহ শ্রবণ॥ ছত্রিশ পুরাণ আর ভারত আখ্যান। বিরচিবে সভামধ্যে কোন মতিমান॥ তাঁহারে নির্দ্দেশ কর ওহে মহাশয়। এই হেতু তব পাশে আসি সমুদয়॥ এই পরাশর ঋষি মহা তপোধন। সর্ব্বধর্ম্মবক্তা ইনি অতি মহাজন॥ ইহাঁর নিকটে মোরা ধর্ম্মকথা শুনি। উচিত বিধান যাহা কর নৃপমণি॥ বক্তব্য মোদের যাহা জনক রাজন। বলিবেন পরাশর সে সব কথন॥ মোরা শ্রোতামাত্র হই তুমি নিরূপক। কহিলাম সার কথা শুনহ জনক॥ জনক এতেক শুনি সুমধুর

শ্বরে। কহিলেন প্রণমিয়া ঋষি পরাশরে॥ শক্তিপুত্র মহাভাগ করি নমস্কার। কি কথা বলিল ব্রহ্মা দয়ার আধার॥ বিবাদ ভঞ্জনে কিবা হয়েছে সংশয়। বিবরিয়া মোর পাশে কহ সমুদয়॥ রাজার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। পরাশর মিষ্টভাষে কহেন তখন॥ ব্রহ্মার নিকটে মোরা করিলে গমন। সবারে সম্বোধি কন দেব পদ্মাসন॥ রচিল, বাল্মীকি ঋষি কাব্য রামায়ণ। ভারত পুরাণ বল কে করে রচন॥ তোমাদের মধ্যে যেবা ক্ষমবান হয়। প্রকাশ করিয়া বল ঋষি সমুদয়॥ নারদ ব্রহ্মার বাক্য করিয়া শ্রবণ। ভারতের কর্ত্তা করে ব্যাসে নিরূপণ॥ আমরা সক্ষম হই সে সব রচিতে। প্রতিবাদ করি তাই নিজ নিজ চিতে॥ তাহা দেখি দেবদেব কমল-আসন। তব পাশে পাঠালেন শুনহ রাজন॥ বিবাদ ভঞ্জন কর ওহে মহোদয়। কৃতার্থ হইয়া যাই নিজ নিজালয়॥ এতেক বচন শুনি জনক রাজন। কহিলেন শুন বলি তপোধনগণ॥ স্বয়ম্ভু নারদ দোঁহে ব্যাসপক্ষ হৈল। কেন বা সম্মতি তাহে না দিলে সকল॥ দেবদেব পদ্মযোনি প্রভু সবাকার। সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ দয়ার আধার॥ তিনি যবে বেদব্যাসে করেন নির্ণয়। অনুমতি দেহ তাহে ওহে ঋষিচয়॥ বিবাদ করিয়া যবে কৈলে আগমন। তখন আমার বাক্য করহ শ্রবণ॥ সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী ব্যাস নাহিক সংশয়। সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ তোমরা নিশ্চয়॥ অতএব এক কথা করহ শ্রবণ। হরির মাহাত্ম্য কিছু করহ বর্ণন॥ রাজার এতেক বাক্য শুনি পরাশর। কহিলেন শুন শুন ওহে নৃপবর॥ প্রভুর মাহাত্ম্য বল কে বর্ণিতে পারে। কিঞ্চিৎ বলিব আমি জ্ঞান অনুসারে॥ "কৃষ্ণের মঙ্গল নাম করিলে কীর্ত্তন। কোটি কোটি মহাপাপ হয় যে দহন॥"* রাজারে সম্বোধি পরে ব্যাস মহামতি। কহিলেন শুন শুন ওহে নরপতি॥ "নামের যাবতী শক্তি পাতক নাশনে। তত পাপ করিবারে নারে পাপীজনে॥"† তাপসদ্বয়ের বাক্য শুনিয়া রাজন। সবারে সম্বোধি পরে কহেন তখন॥ মহাভারতের কর্ত্তা বেদব্যাস হবে। রচিবারে অন্যজন কভু না পারিবে॥ ছত্রিশ পুরাণ ক্রমে হবে বিরচন। কতক করিবে ব্যাস কত অন্য জন॥ কিন্তু এক কথা বলি কর অবধান। অবিলম্বে যাহ সবে বাল্মীকির স্থান॥ আদিকাব্যকর্ত্তা সেই কৃতী মহামতি। তাঁহার নিকটে তথ্য কর অবগতি॥ তাঁর পাশে তত্ত্বকথা করিয়া শ্রবণ। জ্ঞানলাভ ক্ষেমলাভ কর সর্ব্বজন॥ একদা আকাশে পক্ষী করিছে গমন।

---

* পরাশররচিত শ্লোক যথা—

কৃষ্ণেতি মঙ্গলং নাম যস্য বাচি প্রবর্ত্ততে।
ভস্মীভবন্তি রাজেন্দ্র মহাপাতককোটয়ঃ॥

† ব্যাসরচিত শ্লোক যথা—

নাম্নোঽস্য যাবতী শক্তিঃ পাপনির্হরণে হরেঃ।
তাবৎ কর্ত্তুং ন শক্লোতি পাতকং পাতকী জনঃ॥

তাহার নিকটে আমি করেছি শ্রবণ॥ যেরূপ শুনেছি আমি শুন ঋষিচয়। খগবর শূন্যে থাকি মোরে ডাকি কয়॥ "বাল্মীকি তাপস যিনি রচে রামায়ণ। সেই মহাতপা কহে এ সব বচন॥ দ্বাপরে জন্মিবে বেদব্যাস মহামতি। বিহার করিবে তাঁর মুখে সরস্বতী॥ মহাভারতাদি তিনি করিবে রচন। পুরাণ উপপুরাণ বহু করিবে সৃজন॥ অল্পকালে ধর্ম্মে মতি কভু নাহি হয়। ধর্ম্মে মতি জন্মাইতে ব্যাস মহাশয়॥ বহু গ্রন্থ বিরচিবে করিয়া যতন। জন্মিবেন বিষ্ণু অংশে সেই দ্বৈপায়ন॥ করিবেন বেদভাগ সেই মহামতি। কহিলাম সার কথা কর অবগতি॥ বিরচিয়া মনোহর কাব্য রামায়ণ। কৃতার্থ হয়েছি আমি কহিনু বচন॥ যবে বেদব্যাস আসি জন্মিবে ধরায়। বিবরিব কাব্যবীজ তাঁরে সমুদায়॥ তাহা শুনি বহু গ্রন্থ করি বিরচন। কল্যাণ লভিবে সেই ব্যাস তপোধন॥ বাল্মীকির মুখে আমি শুনেছি যেমন। কহিলাম তব পাশে জনক রাজন॥ চিন্তা নাহি কর মনে ওহে নরপতি। জনম ধরিবে ভূমে ব্যাস মহামতি॥" এরূপ বিহগ-মুখে করেছি শ্রবণ। অতএব যাহ সবে বাল্মীকি সদন॥ দ্বিতীয় ব্রহ্মার সম সেই মুনিবর। কাব্য-সৃষ্টিকর্ত্তা তিনি তাপস প্রবর॥ তাঁর অনুগ্রহ লাভ করিয়া সকলে। মহাকবি বলি খ্যাত হবে ভূমণ্ডলে॥ তমসাতীরেতে বসি সেই তপোধন। হৃদিমাঝে দিবানিশি জপে রামায়ণ॥ রাজার এতেক বাক্য শুনি মুনিগণ। বাল্মীকি সকাশে সবে করিল গমন॥ তমসাতীরেতে যথা আদি কবি রয়। উপনীত তথা আসি ঋষি সমুদয়॥ পুরাণে ধর্ম্মের কথা সার হতে সার। ভক্তিভরে শুনে যদি হয় ভবপার॥ জপে তপে কিবা-কাজ শ্রাদ্ধে কিবা ফল। শুনিলে ধর্ম্মের কথা লভয়ে সকল॥ ধর্ম্ম হতে ধরাধামে নাহি কিছু আর। ধর্ম্মবলে তরে জীব বিপদে উদ্ধার॥ ধর্ম্মে মতি রাখিবারে যেই করে মন। পুরাণ করিবে পাঠ অথবা শ্রবণ। পড়াবে শুনাবে সবে অতি যত্ন করে। পরিণামে মহাসুখ লভিবে অন্তরে॥ চিদানন্দ লাভে যদি করহ মনন। দিবানিশি ধর্ম্মকথা করহ শ্রবণ॥

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

মুনিগণ কর্ত্তৃক বাল্মীকি সকাশে আগমন কারণ নিবেদন, বাল্মীকি কর্ত্তৃক ব্যাসকে ভারত ও অন্যান্য পুরাণ রচনে এবং অন্যান্য. ঋষিগণকে স্ব স্ব মতানুসারে ধর্ম্মশাস্ত্র প্রকাশে অনুমতি-প্রদান, ঋষিগণের প্রস্থান, বাল্মীকি সকাশে ব্যাসের অবস্থিতি।

আদৌ মহাভারতাখ্যাং বেদব্যাসঃ করিষ্যতি।
এবং মহাপুরাণানি ব্যাস একঃ করিষ্যতি॥
কর্ত্তা চোপপুরাণানাং ব্যাসোহন্তোপি কদাচন।
বেদব্যাসঃ শ্লোককর্ত্তা সর্ব্বেষামেব সর্ব্বতঃ॥
লেখকঃ কোপি বক্তা চ কোপি চার্থনিরূপকঃ।
কর্ত্তারঃ সংহিতানাঞ্চাপরে মন্বাদয়ো দ্বিজাঃ॥

তাপস নিকর গিয়া তমসার তীরে। বাল্মীকি ঋষিরে সবে দরশন করে॥ যেন সূর্য্যদেব ভূমে হয়েছে উদয়। চারিদিকে ঘেরি আছে শিষ্য সমুদয়॥ মহাতেজা ঋষিবরে করি দরশন। ভক্তিভরে সবে তাঁরে করেন বন্দন॥ ব্রহ্মারে প্রণমে যথা অমর নিকর। ঋষিরে প্রণমে তথা হয়ে ভক্তিপর॥ বাল্মীকি তাপসগণে করি দরশন। স্বাগত আদিতে করি বিধানে পূজন॥ আসনে বসিলে পরে জিজ্ঞাসে সবায়। আগমন সবাকার কি হেতু হেথায়॥ পরাশর ব্যাস আদি ওহে মুনিগণ। আমার নিকটে সবে কিসের কারণ॥ সূর্য্য সম প্রভাবান তোমরা সকলে। কিসের লাগিয়া বল এখানে আসিলে॥ বাল্মীকি বচন শুনি যত ঋষিগণ। ধীরে ধীরে সবিনয়ে কহেন তখন॥ একদা কমলযোনি ডাকিয়া সকলে। কহিলেন স্পষ্টভাবে অতি কুতূহলে॥ ভারত পুরাণ আদি করিতে রচন। সক্ষম হইবে কেবা বল ঋষিগণ॥ নারদ ব্রহ্মার বাক্য করিয়া শ্রবণ। মহাকবি বলি ব্যাসে করে নিরূপণ॥ বিরচিবে বেদব্যাস ভারত পুরাণ। নারদ কহেন ইহা সবা বিদ্যমান॥ পুরাণ রচিতে কিন্তু সবে মতি করে। তাহা দেখি পদ্মযোনি ভাবেন অন্তরে॥ 'মোদের বিরোধ হবে ভাবি পদ্মাসন। জনক-রাজার কাছে করেন প্রেরণ॥ বিবাদ ভঞ্জন হবে জনকের পাশে। এহেতু চলিনু মোরা তাঁহার সকাশে॥ আমা সবাকারে হেরি জনক রাজন। যথাবিধি পূজা করি জিজ্ঞাসে তখন॥ কি কারণে ঋষিগণ

আসিলে হেথায়। বলিয়া কৃতার্থ কর অধীন জনায়॥ তাঁহার বচন শুনি শক্তির নন্দন। বলিলেন বিবরিয়া গমন কারণ॥ বিবাদ ভঞ্জন তরে জনক নৃপতি। বলিলেন যাহা তাহা শুন মহামতি॥ জনক বলিল শুন ওহে ঋষি-গণ। সর্ব্বশাস্ত্র-মূলকর্ত্তা দেব পদ্মাসন॥ তাঁহার আদেশে ব্যাস ভারত রচিবে। নারদ বলিল ইথে অন্যথা না হবে॥ বিরচিবে বেদব্যাস ভারত পুরাণ। ইথে হৃদে ঋষিগণ নাহি কর আন॥ আমিও পূর্ব্বেতে স্থির জানি-য়াছি মনে। ভারত রচিবে ব্যাস আরো যে পুরাণে॥ ইহাতে বিবাদ সবে না কর কখন। আরো এক কথা বলি করহ শ্রবণ॥ বাল্মীকি সকাশে সবে যাহ কুতূহলে। যেই জন কবি হবে তাঁর কৃপাবলে॥ রচিবে সেজন তবে ভারত পুরাণ। বলিলাম সার কথা সবা বিদ্যমান। আদি কাব্যকর্ত্তা সেই মহা তপো-ধন। কাব্যবীজজ্ঞাতা তিনি ওহে ঋষিগণ॥ তাঁহার নিকটে সবে করহ গমন। সে হেতু এসেছি মোরা তোমার সদন॥ আদি কবি মহামুনি প্রণমি তোমায়। কৃপা করি কবিশক্তি অর্পহ সবায়॥

বাল্মীকি এতেক শুনি কহেন তখন। শুনহ আমার কথা ওহে মুনিগণ॥ সত্ত্বরূপী নারায়ণ সত্য সনাতন। তাঁহার বশগ এই অখিল ভুবন॥ তাঁ বশে কর্ম্মীগণ যত কর্ম্ম করে। যেদিকে ফিরান তিনি সেই দিকে ফিরে॥ তাঁহা হতে সৃষ্টি হয় তাঁহাতেই লয়। তাঁহার নিয়োগে রহে ব্রহ্মা মহাশয়॥ তাঁহার নিয়োগে মোরা চলি অনুক্ষণ। তাঁহার আদেশে স্থিত যত দেবগণ॥ তিনি ধর্ম্ম তিনি ক্রিয়া তিনিই সকল। তিনি ব্যাপ্ত চরাচর সর্ব্ব ভূমণ্ডল॥ তাঁহার আদেশে আমি রচি রামায়ণ। পরম নির্বৃতি ভুঞ্জি হৃদে অনুক্ষণ॥ মহাকবি ব্যাসে তিনি করেছে সৃজন। করিবেন বেদব্যাস ভারত রচন॥ পূর্ব্ব হতে বিধি ইহা নিরূপণ কৈল। বিধির নিয়মে ব্যাস ধরায় আসিল॥ রচিবেন বেদব্যাস দ্বিবিধ পুরাণ। কহিলাম তথ্য কথা সবা বিদ্যমান॥ তোমরা যতেক ঋষি আনন্দ-অন্তরে। রচিবে পুরাণ বহু সকলে সাদরে॥ ব্যাসের প্রসাদে সবে রচিবে পুরাণ। ইহাতে সন্দেহ মনে নাহি দিবে স্থান॥ ব্যাসদেবে কাব্যবীজ শিখাইব আমি। তাহে কৃতকৃত্য হবে যত সব মুনি॥ ভারত রচিবে আগে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন। তদন্তে পুরাণে ঋষি নিয়োজিবে মন॥ একমাত্র ব্যাস-দেব পুরাণ রচিবে। উপপুরাণের সৃষ্টি অনেক করিবে॥ কিছু কিছু তোমা সবে করিবে রচন। শ্লোককর্ত্তা হবে জেন কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন॥ তোমরা কেহ বা বক্তা কেহ বা লেখক। কেহ বা কেহ বা হবে অর্থ-নিরূপক॥ মনু অত্রি যাজ্ঞ-বল্ক্য বিষ্ণু কাত্যায়ন। হারীত অঙ্গিরা আপস্তম্ব আর যম॥ উশনা সম্বর্ত্ত পরাশর বৃহস্পতি। লিখিত গৌতম শঙ্খ দক্ষ মহামতি॥ শাতাতপ ও বশিষ্ঠ ইঁহারা সকলে। সংহিতা রচিতা হবে ধরণীমণ্ডলে॥ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রয়োজক হইবে আখ্যান। বলিলাম সার কথা সবা বিদ্যমান॥ কেহ হবে বক্তা কেহ

অর্থকারী হবে। কোন কোন মুনিবর লেখক হইবে॥ অন্য অন্য মুনিগণ করহ শ্রবণ। স্ব স্ব মতে গ্রন্থ সবে করহ রচন॥ এখন সকলে যাও নিজ নিজা-গারে। ব্যাসদেব রবে মাত্র আমার আগারে॥ কাব্যবীজ ব্যাসে আমি করিব অর্পণ। তাঁহার প্রসাদে কবি হবে সর্ব্বজন॥ বাল্মীকি-বচন শুনি তাপস নিকর। নিজ নিজ বাসে গেল হরিষ অন্তর॥ প্রণাম করিয়া সবে করিল প্রস্থান। রহিল কেবল মাত্র ব্যাস মতিমান॥ বাল্মীকি সুতপা ঋষি করিয়া আদর। কাব্যবীজ ব্যাসদেবে দেন তার পর॥ বর্ণিব সে সব কথা শুন সখী-দ্বয়। শুনিলে না রবে হৃদে সংসারের ভয়॥

ত্রিংশ অধ্যায়।

কাব্যবীজ উপদেশ প্রসঙ্গে বাল্মীকি কর্ত্তৃক ব্যাসের নিকট বর্ণ-চতুষ্টয়ের উৎপত্তি ও কর্ম্ম নিরূপণ, মহাভারতের তত্ত্ব-মাহাত্ম্য ও কবচাদি বর্ণন।

বেদঃ পরিণতো ভূত্বা মহাভারততাং গতঃ।
বিষ্ণোর্মুখাৎ সমুদ্ভূতা ব্রাহ্মণা যে তপস্বিনঃ।
বাহুতঃ ক্ষত্রিয়া জাতাঃ পৃথিবীজনপালকাঃ।
উরুভ্যো জজ্ঞিরে বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ পাদতলা মুনে॥
ভারতং পরমং পুণ্যং ভারতং বেদসম্মিতং।
ভারতং ভবনে যস্য তস্য হস্তগতো জয়ঃ॥

বেদব্যাসে সম্বোধিয়া বাল্মীকি তখন। জিজ্ঞাসা করেন ওহে মহাতপো-ধন॥ শুনিতে বাসনা কিবা বলহ আমায়। ভারত আদির বীজ বলিব তোমায়॥ ঋষির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। মহামতি ব্যাসদেব কহেন তখন॥ ভারত কাহার নাম তাহে কিবা ফল। কিরূপে রচিব তাহা ওহে মুনিবর॥ কিরূপে লভিব শক্তি ভারত রচনে। প্রকাশিয়া বল তাহা অধীন সদনে॥ ব্যাসের বচন শুনি বাল্মীকি তখন। কহিলেন শুন বলি ওহে তপোধন। হইয়াছে বেদ হতে ভারত সৃজন। বেদ-পরিণাম ইহা জানিবে সুজন॥ জন্মিয়াছে বিপ্রগণ বিষ্ণুমুখ হতে। পৃথিবী-পালক ক্ষত্র জন্মেছে বাহুতে॥ উরু হতে বৈশ্য আর পদে শূদ্রগণ। চারি বর্ণ সৃষ্টি হয় শুন তপো-ধন॥ যজন যাজন অধ্যাপন অধ্যয়ন। দান দানপ্রতিগ্রহ এ ছয় করম॥ বিপ্রের করম ইহা শাস্ত্রের বিচারে। ক্ষত্রের করম যাহা শুন তার পরে॥ বিপ্র-

পূজা প্রজারক্ষা যুদ্ধ আর দান। করগ্রহ এই পঞ্চ কার্য্যের বিধান ॥ সতত এ পঞ্চ কাজ ক্ষত্রিয় করিবে। চারি কাজে বৈশ্যজন নিরত রহিবে ॥ বিপ্র-ক্ষত্রসেবা আর ধন উপার্জ্জন। বানিজ্য ও দান এই চারিটী করম ॥ বৈশ্যের এ চারি কাজ শাস্ত্রের প্রমাণে। শূদ্রের করম এবে শুন অবধানে ॥ বিপ্রসেবা ক্ষত্রসেবা বৈশ্যসেবা আর। কৃষিকর্ম্ম এই কয় শূদ্রের আচার ॥ চারি জাতি যোগ্য কর্ম্ম করিনু বর্ণন। বেদযোগ্য বিপ্র ক্ষত্র আর বৈশ্যগণ ॥ স্ত্রী-শূদ্রগণের নাহি বেদে অধিকার। এ হেতু ভারত সৃষ্টি শুন গুণাধার ॥ বেদে অধিকারী নাহি হয় যেই জন। পড়িবে ভারত তারা হয়ে শুদ্ধমন ॥ ইহাতে বেদার্থ জ্ঞান হইবে নিশ্চয়। শাস্ত্রের বচন ইহা নাহিক সংশয় ॥ ভারত করেছে পূর্ব্বে দেব নারায়ণ। তার বীজ পরাৎপর কাব্য রামায়ণ ॥ আগে রামায়ণ করি প্রভু দয়া-ময়। ব্রহ্মারে অর্পণ করে হইয়া সদয় ॥ কৃপা করি ব্রহ্মা মোরে করেন অর্পণ। শ্লোকবন্ধে আমি তাহা করেছি রচন ॥ বেদার্থ সম্মত করি করেছি বিস্তার। মনোজ্ঞ রুচির কাব্য কি বলিব আর ॥ পুনশ্চ কমলাসন আসি মোর পাশে। ভারত রচিতে বলে তাঁহার আদেশে ॥ তাহাতে অনিচ্ছা করি না করি স্বীকার। এ হেতু তোমার সৃষ্টি ওহে গুণাধার ॥ ভারত রচনা হেতু ওহে তপোধন। নারা-য়ণ স্বয়ং তোমা করেছে সৃজন ॥ রামায়ণ হতে আরো করিয়া বিস্তার। ভারত রচনা কর ওহে গুণাধার ॥ যেই ভাবে রামায়ণ হয়েছে সৃজন। সে ভাবে করহ তুমি ভারত রচন ॥ রামায়ণে ভারতেতে বিশেষ যা আছে। শুন শুন বিবরিয়া বলি তব কাছে ॥ যেইরূপ নিরূপণ কৈল নারায়ণ। বর্ণিব সে সব কথা করহ শ্রবণ ॥ একমাত্র স্বয়ং দেব পরমাত্মা বিভু। সুখ-দুঃখ-বিবর্জ্জিত একমাত্র প্রভু ॥ লীলাবশে সেই হরি ধরে নানারূপ। বিশ্বময় তিনি কালাকালের স্বরূপ ॥ সেই দেব লক্ষ্মীপতি নিজ ইচ্ছাবশে। মানব-রূপেতে আসে মানব-সকাশে ॥ দশানন বধচ্ছলে নানাক্রীড়া করি। ধর্ম্ম উপদেশ দেন বৈকুণ্ঠ-বিহারী ॥ বর্ণাশ্রম ব্যবহার করে প্রদর্শন। সেই লীলা বর্ণি আমি করি রামা-য়ণ ॥ পরমাত্মারূপী হন জানকীর পতি। রামায়ণে তাঁর লীলা ওহে মহা-মতি ॥ একমাত্র প্রভু সেই কমললোচন। কৃষ্ণরূপে দ্বাপরেতে করে আগমন ॥ নাশিতে ধরণী-ভার দেবদেব হরি। কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ মথুরা নগরী ॥ জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই দুইজন। অবতীর্ণ ধরাধামে নর-নারায়ণ ॥ সেই নর নারায়ণ অবনী মণ্ডলে। কৃষ্ণার্জ্জুন রূপে সমাগত কুতূহলে ॥ পাণ্ডুর তৃতীয় পুত্র অর্জ্জুন সুবীর। তাঁহারে জানিবে নর শুনহ সুধীর ॥ দুঃখহারী যেই কৃষ্ণ দেবকী নন্দন। তাঁহারে জানিবে মুনে বলি নারায়ণ ॥ ভারত কেবল নর-নারায়ণ-ময়। সার কথা এইমাত্র আর কিছু নয় ॥ নারা-য়ণময় মাত্র হয় নারায়ণ। উভয়ে প্রভেদ এই করিনু বর্ণন ॥ গোপনীয় কথা এই কারে না বলিবে। প্রকাশে সিদ্ধির হানি নিশ্চয় জানিবে ॥ ভারত

কেবল নরনারায়ণাত্মক। বেদের সম্মত ইহা পুণ্যের জনক॥ ভারত বিরাজ করে যাহার আগারে। হস্তগত জয় তার জানিবে অন্তরে॥ সমুদ্রজলের নাহি যথা পরিমাণ। সুমেরুর গুহা বল কে পায় সন্ধান॥ বিষ্ণুর মহিমা বল কে গণিতে পারে। ভারতে ততেক পুণ্য ভক্তেরে বিতরে॥ যেমন শূন্যের সীমা কভু কোথা নাই। কালগতি পরিমাণে কেহ কোথা নাই॥ হরিলীলা অপ্রমেয় বিদিত যেমন। ভারতের ভাব হৃদে জানিবে তেমন॥ স্বর্গে দেবগণ করে ভারত শ্রবণ। পাতালে পরমাদরে শুনে সর্ব্বজন॥ ক্ষিতিতে আদরণীয় কহিনু তোমায়। ভারত সমান বস্তু নাহিক কোথায়॥ নানা অর্থ নানা কথা ভারতে বিরাজে। ষড়দরশন আছে ভারতের মাঝে॥ ভারতে বিরাজ করে ধরম সকয়। ভারতে যাবত কথা লয়েছে আশ্রয়॥ অনাহারে নহে যথা শরীর ধারণ। ভারত বিহনে কথা নাহিক তেমন॥ রাত্রিকালে বিপ্রগণ যেই পাপ করে। প্রভাতে ভারত পাঠে সেই সব হরে॥ দিবাভাগে যত পাপ করে আচরণ। সন্ধ্যায় ভারত পাঠে হয় বিনাশন॥ গৃহেতে ভারত সদা করিবে স্থাপন। ভক্তিভরে সদা গ্রন্থে করিবে পূজন॥ সাধুগণে করিবেক ভারত প্রদান। শুনিবে পড়িবে সদা হয়ে ভক্তিমান॥ এইরূপে যেই করে একান্ত অন্তরে। সার্থক জনম তার অবনী ভিতরে॥ ভারত শুনিয়া কিম্বা করি অধ্যয়ন। বিপুল দক্ষিণা বিপ্রে যে করে অর্পণ॥ গয়াশ্রাদ্ধ শত আর বৃষোৎসর্গ শত। রাজসূয় অশ্বমেধ আদি যজ্ঞ যত॥ ইহার সমান ফল পায় সেই জন। শাস্ত্রের প্রমাণ ইহা ওহে তপোধন॥ ভারত পড়িয়া কিম্বা শ্রবণ করিয়া। সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিবে একাগ্র হইয়া॥ ভারত পাঠের ফল করিনু বর্ণন। পড়িবে কবচ যাহা পাতক নাশন॥ * কবচ ধরিয়া কর ভারত রচন। কবচ প্রসাদে হবে কামনা পূরণ॥ ফলসিদ্ধি হবে তাহে নাহিক সংশয়। নিশ্চয় বলিনু আমি ওহে মহাশয়॥ কাব্যবীজ রামায়ণ কর অধ্যয়ন। পুরাণের মূল

---

* মহাভারত কবচ যথা ;—

ওঁ নমো ভগবতে তুভ্যং বাসুদেবায় ধীমহি।
নরায় পরমেশায় জীবায় পরমাত্মনে।
আদিপর্ব্ব পাতু মূলং বীজং পাতু দ্বিতীয়কং।
ঋষির্নারায়ণঃ পাতু শক্তী রামায়ণং তথা।
বিরাটপর্ব্বচ্ছন্দশ্চ দেবদেবস্তথোঽবতু।
প্রমাণম্ভগবদ্গীতা শক্তিমান পাতু ভীষ্মকঃ।
প্রতিপাদ্যং দ্রোণপর্ব্ব কর্ণপর্ব্বার্গকোঽবতু।
নির্ণয়ঃ শৈলপর্ব্ব স্যাৎ কস্থা পাতু গদাদিকং।
প্রয়োজনং শান্তিপর্ব্ব স্বরূপশ্চাশ্বমেধকঃ।
লক্ষণঞ্চাবগম্যঞ্চ লয়শ্চান্তোস্তবর্ণনাঃ।
অবাদাঽরণীরঞ্চ পর্ব্বাশ্চর্য্যমন্ত্রোত্তবং॥

ইহা ওহে তপোধন। অষ্টাদশ সংখ্যা হয় যাবত পুরাণ। কিবা মহা কিবা উপ ওহে মতিমান॥ মহাপুরাণের তত্ত্ব অষ্টাদশ হয়। উপপুরাণের অই জানিবে নিশ্চয়॥ ভাগবত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরাণেতে। বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ যে উপপুরাণেতে॥ অতএব শুন ব্যাস মহাতপোধন। যাবত পুরাণ তুমি করহ রচন॥ ভারত পুরাণ সব রচ মহামতি। জগতে বাড়িবে তব অতুল সুখ্যাতি॥ ব্রহ্মার বচন আমি করিনু পালন। কাব্যবীজ মহাতত্ত্ব করিনু জ্ঞাপন॥ অন্য অন্য ঋষিগণ যাহা বিরচিবে। সবা প্রতি কৃপাদৃষ্টি তুমিই করিবে॥ আদি-কবি বাল্মীকির শুনিয়া বচন। ব্যাসদেব প্রণমিয়া বলেন তখন॥ কৃতার্থ হইনু আমি ওহে কবিবর। তোমার প্রসাদে কবি হৈনু অতঃপর॥ তব পাশে রামায়ণ করি অধ্যয়ন। সন্তোষ লভিনু হৃদে ওহে তপোধন॥ বিরচিব তবাদেশে ভারত পুরাণ। ধর্ম্মকথা প্রকাশিব ওহে মতিমান॥ এরূপ বলিয়া পরে ব্যাস মহামতি। মৌনভাবে সবিনয়ে করে অবস্থিতি॥ সহসা ভারত মূর্ত্তি করিয়া গ্রহণ। উপনীত হয় আসি ব্যাসের সদন॥ ছত্রিশ পুরাণ আর সংহিতা সকলে। মূর্ত্তিমান হয়ে আসে সানন্দ অন্তরে॥ বাল্মীকিরে প্রণমিয়া ব্যাসেরে নমিল। অবিলম্বে পুনরপি তিরোহিত হৈল॥ অনন্তর ব্যাসদেব মুনিগণে লয়ে। বদরিকাশ্রমে যান সানন্দ হৃদয়ে॥ শুন গো বিজয়ে জয়ে কর অবধান। বর্ণিলাম সার কথা দোঁহা বিদ্যমান॥ এখন চলহ দোঁহে ওগো সহচরী। সবে মিলি যাই যথা দেব ত্রিপুরারি॥ এইরূপে উপাখ্যান করিয়া বর্ণন। জাবালিরে কহে পুন ব্যাস তপোধন॥ শুনিলে জাবালি ঋষি অপূর্ব্ব আখ্যান। গিরিজা বলিল যাহা সখী বিদ্যমান॥ শুনি সহচরী দোঁহে প্রফুল্ল বদন। পুলকে পূরিত তনু হয় ঘন ঘন॥ অবশেষে সতী সহ সখী দুইজনে। প্রফুল্ল অন্তরে গেল কৈলাস সদনে॥ এবে কি শুনিতে বাঞ্ছা ওহে তপোধন। প্রকাশ করিয়া বল করিব বর্ণন॥ বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণেতে জাবালি সংবাদে। পূর্ব্ব-খণ্ড সমাপন হৈল নিরাপদে॥ ব্যাসের চরণে নমি দ্বিজ কালী কয়। পুরাণে নির্ব্বাণ পদ জানিবে নিশ্চয়॥

ইতি পূর্ব্বখণ্ড সমাপ্ত।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ।

উত্তরখণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

প্রকৃতি হইতে সত্ত্ব, রজঃ, তম, গুণত্রয়ের উৎপত্তি; ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতির জন্ম; জল ও বায়ুর সৃষ্টি, প্রকৃতির নারায়ণরূপ ধারণ, ব্রহ্মার চতুর্ম্মুখ উৎপাদন, শবরূপে ব্রহ্মা-বিষ্ণু শিবের নিকট প্রকৃতির গমন, শিবের লিঙ্গরূপ ও প্রকৃতির যোনিরূপ ধারণ, এবং গঙ্গা দুর্গা সাবিত্রী লক্ষ্মী সরস্বতীর মূলকারণ নির্দ্দেশ।

পুরা জগদিদং নাসীদদৃষ্টমাসদব্যয়ম্।
চন্দ্রসূর্য্যাদিরহিতং শূন্যরূপং তমোময়ং॥
একঃ স পুরুষশ্চোক্তো ন দ্বিতীয়ো ব্যবস্থিতঃ।
সিসৃক্ষাং পুরুষঃ প্রাপ যদা কৈবল্যমাস্থিতঃ॥
তদৈব প্রকৃতের্যোগাদেকং ব্রহ্ম ত্রিধা বভৌ।
সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ॥

জাবালি জিজ্ঞাসে পুনঃ ব্যাসের সদন। রুদ্রাণী-মহিমা প্রভু করিলে বর্ণন॥ পূর্ব্বেতে বলিলে তুমি গঙ্গা পুণ্যতমা। সারাৎসারা পরাৎপরা সর্ব্বোত্তমোত্তমা॥ কেবা তিনি কিবা রূপে হইল উৎপত্তি। কিরূপে জন্মিল গঙ্গা কহ মহামতি॥ কিরূপে হলেন তিনি গিরির নন্দিনী। কিরূপে সলিলরূপ ধরে সুরধুনী॥ ধরাতলে কিবারূপে হৈল আগমন। এই সব বিবরিয়া কহ তপোধন॥ জাবালির বাক্য শুনি ব্যাস মহামতি। কহিলেন শুন বলি অপূর্ব্ব ভারতী॥ পুরাতন ইতিহাস করিব বর্ণন। মন দিয়া সেই কথা করহ শ্রবণ॥ পুরাকালে শুক নামে মহাতপোধন। জৈমিনি শিষ্যেরে করি শাস্ত্র অধ্যাপন॥

আদেশ করেন যেতে জাহ্নবীর তীরে। শুনিয়া জৈমিনি প্রশ্ন করে কর-যোড়ে॥ তদুত্তরে শুক যাহা করেন বর্ণন। সেই সব সবিস্তার করহ শ্রবণ॥ শুক বলে শুন শুন ওহে মহামতি। বিবরিব তব পাশে অপূর্ব্ব ভারতী॥ পূর্ব্ব-কালে ছিল বিশ্ব ঘোর তমোময়। নাহি চন্দ্র নাহি সূর্য্য নাহি গ্রহচয়॥ প্রকৃতি পুরুষ মাত্র ছিল দুই জন। তৃতীয় জগতে নাহি ছিল কোন জন॥ কৈবল্যে সংস্থিত সেই পুরুষ-প্রবর। সৃষ্টি হেতু বাঞ্ছা হৃদে করে অতঃপর॥ একমাত্র ব্রহ্ম তবে প্রকৃতির যোগে। ইচ্ছাবশে সুবিভক্ত হন তিন ভাগে॥ প্রকৃতি হইতে জন্মে সত্ত্ব রজ তম। তিন গুণ তিন জন করেন ধারণ॥ প্রথম সাত্ত্বিক নাম দ্বিতীয় রাজস। তমোগুণে তৃতীয়ের আখ্যান তামস॥ একমাত্র ব্রহ্ম হতে হয় তিন জন। তিন গুণ তিন জন করেন ধারণ॥ প্রকৃতি হেরিয়া ইহা চিন্তেন অন্তরে। এতিন মাঝারে লবে কোন জন মোরে॥ মনে মনে এইরূপ করিয়া চিন্তন। পরব্রহ্ম রূপ দেবী করেন ধারণ॥ অনন্তর অপ (জল) সৃষ্টি করিয়া প্রকৃতি। রূপ তাহে নিয়োজিত করিলেন সতী॥ জলেতে আশ্রয় করে করেন গ্রহণ। নারা শব্দে জল হয় শাস্ত্রের বচন॥ অয়ন শব্দের অর্থ আশ্রয় যে জন। জলে বাস কৈলে তারে নারায়ণ কয়॥ এরূপে প্রকৃতি ধরে নাম নারায়ণ। পুরুষ শরীর দেবী করেন ধারণ॥ এদিকে সাত্ত্বিক আদি সেই তিন জন। সদা জলে ভাসি সবে করেন ভ্রমণ॥ স্থান নাহি হেরি সবে চিন্তে মনে মনে। সহসা আকাশবাণী শুনিলেন কাণে॥ "তপ তপ" এই শব্দ গগনে উঠিল। শব্দ মাত্র জলরাশি স্তব্ধীভূত হৈল॥ তখন আত্মাতে আত্মা করিয়া নিবেশ। তপে নিজ নিজ মন করেন প্রবেশ॥ তাঁহাদিগে তপে মগ্ন করি নিরীক্ষণ। প্রকৃতি আপন মনে করেন চিন্তন॥ পরীক্ষা করিতে তিনে হইবে আমায়। এত ভাবি মনে মনে চিন্তিয়া উপায়॥ শবরূপ ধরে দেবী বিকট আকার। ছিন্ন ভিন্ন কলেবর বদন বিশাল॥ স্থানে স্থানে রক্ত মাংস পড়িছে খসিয়া। রক্তেতে পূরিত দেহ যেতেছে ভাসিয়া॥ আলুলিত কেশপাশ বলনে না যায়। বীভৎস আকার দেবী ধরিল মায়ায়॥ সাত্ত্বিকের পাশে আগে করেন গমন। সাত্ত্বিক তাঁহারে হেরি ফিরায় বদন॥ পুনশ্চ সম্মুখে দেবী গমন করিল। অমনি সাত্ত্বিক মুখ পুনশ্চ ফিরাল॥ আবার সম্মুখে সতী করেন গমন। অমনি সাত্ত্বিক তাঁর ফিরান বদন॥ এইরূপে তিন দিক করিয়া ভ্রমণ। দক্ষিণ দিকেতে দেবী করেন গমন॥ এইরূপে চারি মুখ সাত্ত্বিকের হৈল। পলায়নে মন তবে সাত্ত্বিক করিল॥ তাহা দেখি তাঁরে ত্যজি প্রকৃতি সুন্দরী। শবরূপে ভাসি ভাসি যান জলোপরি॥ সাত্ত্বিকে প্রকৃতি করে লোহিত বরণ। ব্রহ্মা নাম সেই দেব করিল ধারণ॥ সৃষ্টি-কর্ত্তা দেবী তারে করিলেন পরে। অনন্তর তথা হতে চলেন সত্বরে॥ রাজসের কাছে শেষে করেন গমন। রাজস সহস্র শীর্ষ করিল ধারণ॥ সহস্র নয়ন হৈল চরণ হাজার। দশদিক ব্যাপ্ত করে দেহের বিস্তার॥ আত্মবশে সেই দেব মুদিয়া

ধ্যান। সলিল উপরে রহে করিয়া শয়ন॥ তাহা দেখি তাঁরে ত্যজি প্রকৃতি সুন্দরী। করিলেন শুক্লবর্ণ সত্ত্ব-আবাচারী॥ তাহাকে অর্পেন পরে পালনের ভার। তথা হতে পরে দেবী হন আগুসার॥ ক্রমে উপনীত হন তামস সদন। শবরূপে তাঁর পাশে উপনীত হন॥ কিন্তু নাহি পারিলেন সমাধি ভাঙ্গিতে। অবশেষে চিন্তি দেবী আপনার চিতে॥ করিলেন গন্ধবাহী বায়ুর সৃজন। বায়ু তাঁর পূতিগন্ধ করিয়া গ্রহণ॥ তামসের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে করিল যোজনা। ভাঙ্গিল তাহার ধ্যান হইল চেতনা॥ নয়ন মেলিয়া শবে করে দরশন। পূতিগন্ধ-পরিপূর্ণ দীতহস দশন॥ জানুদেশে লগ্ন আছে সলিল উপরে। তাহা দেখি উঠিলেন ব্যাকুল-অন্তরে॥ শবেরে ধরিয়া তার বক্ষোপরে চড়ি। সমাধিতে দেন মন সলিল উপরি॥ তখন প্রকৃতি দেবী হইয়া চেতন। শিবের আশ্রয় তবে করেন গ্রহণ॥ শক্তিরূপে শিবধনে করেন আশ্রয়। শিবেরে পাইয়া সতী আনন্দিত হয়॥ এ দিকে পুরুষ শবে করি আরোহণ। পুনরায় প্রকৃতিরে চিনিল তখন॥ অবশেষে লিঙ্গরূপ ধরে মহেশ্বর। অঙ্গুষ্ঠ সমান মাত্র হয় কলেবর॥ লিঙ্গরূপী মহেশ্বরে করি দরশন। শবরূপ ত্যজি দেবী যোনিরূপা হন॥ লিঙ্গরূপী মাহেশ্বর প্রবেশি তাহায়। প্রজা সৃষ্টি হেতু দেব জলমধ্যে যায়॥ প্রকৃতি পুরুষ দোঁহে সলিল ভিতরে। যাবত রহিবে শবে এ হেন প্রকারে॥ মাহেশ্বরী ভক্তি ভবে তত দিন রবে। বিয়োগে প্রলয় হবে নিশ্চয় জানিবে॥ যোনির মধ্যে ভগবতী লিঙ্গ মহেশ্বর। উভয়ে পূজিলে তুষ্ট দেব চরাচর॥ এ দুয়ে পূজিলে সকলেরে পূজন। না পূজিলে সৃষ্টিলোপ শাস্ত্রের বচন॥ ইহাদের পূজা না করি যে জন। হরিণ অন্ন করে আপনি ভোজন॥ সকল বিষয়ে সেই পরাজিত হয়। নিশ্চয় সকল স্থানে পরাভূত হয়॥ যখন হইল লিঙ্গ সলিলে মগন। প্রকৃতি শবের দশা ভাবিয়া তখন॥ স্বমূর্তি দেন শিবে প্রাণসিদ্ধি তরে। ত্রিগুণ-আত্মক শিব হইলেন পরে॥ এক গুণে সৃষ্টি হয় দ্বিতীয়ে পালন। তিন গুণ মিলি করে অখিল নিধন॥ এ হেতু ত্রিগুণ শিব করেন ধারণ। শুক্লবর্ণ নীলরক্ত ভাবে ত্রিনয়ন॥ এ দিকে শুনহ শ্রমে অপূর্ব্ব ভারতী। ব্রহ্মা বিষ্ণু দুইজন না হেরি প্রকৃতি॥ নিরানন্দ হয়ে জলে করেন ভ্রমণ। ব্যাকুল হইয়া চিন্তা করেন তখন॥ দোঁহারে ব্যাকুল হেরি সদয় অন্তরে। পরমা প্রকৃতি দেখা দেন তার পরে॥ নিরাকারা জ্যোতিরূপা করি দরশন। স্তবে তুষ্টা করে ব্রহ্মা বিষ্ণু দুই জন॥ তুমি দেবী নিরাকারা আদিমা প্রকৃতি। ষোড়শ বিকার তব সনাতনী সতী॥ আমরা তোমার বশ আছি অনুক্ষণ। আমা দোঁহা ত্যজ দেবি কিসের কারণ॥ একমাত্র শিবে তুমি করেছ আশ্রয়। একি তব বিবেচনা অন্তরে উদয়॥ এতেক বচন শুনি প্রকৃতি তখন। মিষ্টভাষে দোঁহা প্রতি কহেন বচন॥ সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণ আমার। তিন গুণে তিন জন হও গুণাধার॥ করিয়াছি পরিত্যাগ তোমা দোঁহাকারে। কস্তু

হেন চিন্তা নাহি করিও অন্তরে। তিন গুণে তোমা তিন হয়েছ যেমন। পঞ্চ রূপে হব আমি জানিবে তেমন॥ ত্রিগুণ-আত্মিকা আমি জানিবে প্রকৃতি। পঞ্চ রূপা হব আমি কর অবগতি॥ এখন আমার বাক্য করহ শ্রবণ। চতুর্মুখ ব্রহ্ম কর প্রজার সৃজন॥ পরম পুরুষ বিষ্ণু করহ পালন। প্রলয় করিবে [illegible] শিব ত্রিনয়ন॥ করহ মানসী সৃষ্টি তোমা মহাশয়। আমার সৃজন কর [illegible] সদয়॥ যদি তাহে প্রজা বৃদ্ধি না কর দর্শন। তবেত করিবে পরে জঙ্গম সৃজন॥ পুরুষ রমণী দোঁহে সৃজন করিবে। প্রজাবৃদ্ধি হবে তাহে অন্তরে জানিবে॥ পুংরূপী হবেন শিব স্ত্রীরূপিণী আমি। দোঁহে হব লিঙ্গরূপী ও যোনিরূপিণী॥ মাহেশ্বরী সৃষ্টি হবে জগত মাঝারে। এই হেতু যোনিলিঙ্গ সলিল ভিতরে॥ পঞ্চনারী রূপ আমি করিয়া ধারণ। আশ্রয় করিব আমি তোমা সর্ব্বজন॥ গঙ্গা দুর্গা লক্ষ্মী আর দেবী সরস্বতী। পঞ্চম সাবিত্রী এই কর অবগতি॥ প্রকৃতি পঞ্চক রূপে করিব গ্রহণ। নানারূপী হব লোকে শুন সর্ব্বজন॥ ব্রহ্মা সৃষ্টি আরম্ভিলে হব নানারূপ। কহিলাম সবা পাশে জানিবে স্বরূপ॥ নিজ নিজ কার্য্যে এবে করহ গমন। এত বলি নিবর্ত্তিল প্রকৃতি তখন॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সৃষ্টি বিসৃষ্টি প্রকরণ।

অথ প্রথমং পুরাণঃ বিষ্ণুঃ সত্ত্বাশ্রিতো [illegible]।
[illegible] জলে তস্য নাভেঃ পদ্মমভূৎ [illegible]।
তস্মিন্নেব মহাপদ্মে সৃষ্টিং সমুপচক্রমে।
কালমাদৌ সসর্জ্জেশ দণ্ডক্ষণলবাদিকং।
ততো মহত্তত্ত্বমভূৎ ততোঽহং সমজায়ত।
তন্মাত্রাণি ততঃ পঞ্চ তেভ্যো ভূতানি পঞ্চ বৈ॥

জৈমিনির [illegible] জিজ্ঞাসিয়া শুক তপোধন। কহিলেন শুন ঋষে পরের ঘটন॥ পূর্ণরূপী বিষ্ণু সেই পুরুষ রতন। সত্ত্ব গুণ অবলম্বি দেব সনাতন॥ শয়ন করিয়া রহে সলিল উপরে। জন্মিল কমল তাঁর নাভি সরোবরে॥ সেই পদ্মে সৃষ্টি বাঞ্ছা করি নারায়ণ। করিলেন সর্ব্ব আগে কালের সৃজন॥ দণ্ড ক্ষণ লব আদি সকলি জন্মিল। মহত্তত্ত্ব অহংতত্ত্ব তদন্তে হইল॥ তন্মাত্র জন্মিল পঞ্চ শুন তপোধন। তাহা হতে পঞ্চ ভূত করেন সৃজন॥ পৃথ্বী জল তেজ বায়ু আর যে গগন। যথাক্রমে পঞ্চভূত হইল সৃজন॥ সাশ্রয় তন্মাত্র তাহে ক্রমেতে

হইল। পঞ্চভূতে পঞ্চগুণ ক্রমেতে সৃজিল ॥ পৃথিবীতে গন্ধগুণ রসগুণ জলে। তেজে রূপগুণ বায়ু স্পর্শগুণ ধরে ॥ আকাশেতে শব্দগুণ হৈল তার পরে। পঞ্চভূতে দেহ সৃষ্টি হয় অনন্তরে ॥ তাহাতে জীবের সৃষ্টি কর্ম্মহেতু হইল। জীব-রূপে বিষ্ণু তাহে অধিষ্ঠিত হৈল ॥ প্রকৃতি [illegible] । এক দেব নানারূপ করিল ধারণ ॥ "আমরা তোমারে আদি [illegible] করি। জীব-রূপে রহে দেব নানাবেশী হয়ে ॥ প্রকৃতি ত্রিগুণ হয় শাস্ত্রের বিচার। অবিদ্যা দ্বিবিধ রূপ বিদ্যা নাম আর ॥ সেই বিদ্যা মুক্তি হেতু হয় শাস্ত্র লোকে। গঙ্গা আদি নাম সব কহিয়াছি আগে ॥ অবিদ্যা দ্বিবিধ হয় কহিলাম যাহা। পরমা একের নাম দ্বিতীয়ের মায়া ॥ প্রকৃতির সেই শক্তি আবরিকা নাম। তাহারেই মায়া কহে শাস্ত্রের বিধান ॥ পরমা শকতি আছে জীবে অধিষ্ঠিত। সেই জীব বিষ্ণুরূপী জানিবে নিশ্চিত ॥ সেই শক্তি মায়া দ্বারা সমাবৃত হয়ে। পরমারে দেখিবারে না পায় হৃদয়ে ॥ তপস্যা প্রভৃতি করি ধর্ম্ম আচরণ। ইহাতে পরমা কভু যদি তুষ্টা হন ॥ তাঁহার প্রসাদে তবে পেয়ে তত্ত্বজ্ঞান। তাঁহারে হেরিতে পায় সেই মতিমান ॥

ব্রহ্মার মানস পুত্র হৈল তার পরে। দশ জন মহাতেজা খ্যাত চরাচরে ॥ বশিষ্ঠ অঙ্গিরা অত্রি ক্রতু মহামতি। পুলস্ত্য পুলহ ভৃগু নারদ সুমতি ॥ মহা-তেজা দক্ষ আর তেজস্বী কর্দ্দম। ব্রহ্মার মানস পুত্র এই দশ জন ॥ জন্মিয়া পিতাকে কহে এই দশ জন। কি করিব বল তাত ওহে ভগবন ॥ এই কথা শুনি ব্রহ্মা কহিতে লাগিল। প্রজাসৃষ্টি হেতু তোমাদের সৃষ্টি হৈল ॥ শুন শুন পুত্রগণ আমার বচন। প্রজা উৎপাদনে মন কর নিয়োজন। ব্রহ্মার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। অক্ষম হইয়া তবে যত পুত্রগণ ॥ একান্তে বসিয়া সবে আরম্ভিল তপ। দেবমুনি ধ্যান করে চিন্তামণি রূপ ॥ আরো বহু পুত্র ব্রহ্মা করে উৎপাদন। অন্য অন্য পুরাণেতে আছে বিবরণ ॥ অবশেষে প্রজাপতি ব্রহ্মা মহাভাগ। প্রজা হেতু নিজদেহ করে দুই ভাগ ॥ বামার্দ্ধে সুচারুরূপা যুবতী রমণী। শতরূপা নাম তাঁর বিশ্ববিমোহিনী ॥ পুরুষ দক্ষিণ অর্দ্ধে স্বায়ম্ভুব নাম। মনু বলি যাঁর খ্যাতি আছে ধরাধাম ॥ অবশেষে হৃদি হতে কন্দর্প জন্মিল। মৈথুনধর্ম্মেতে ক্রমে প্রজাসৃষ্টি হৈল ॥ স্বায়ম্ভুব হতে শতরূপার জঠরে। দুই পুত্র তিন কন্যা ক্রমে জন্ম ধরে ॥ আকূতি প্রসূতি দেবহূতি তিন নামে। তিন কন্যা জনমিল বিধির বিধানে ॥ প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ পুত্র-দ্বয়। পঞ্চ জন জনমিল শুন মহাশয় ॥ প্রজাগণ রহে কোথা ভাবিয়া অন্তরে। শূকরের রূপ বিষ্ণু ধরি তার পরে ॥ উদ্ধারিল বসুমতী দেব নিরঞ্জন। বসুমতী প্রজাগণে করেন ধারণ ॥ রুচিকরে আকূতিকে করিয়া প্রদান। স্বায়ম্ভুব মনু তাহে মহাতুষ্টি পান ॥ দেবহূতি দত্ত হৈল কর্দ্দমের করে। দক্ষকরে প্রসূতিরে অর্পিলেন পরে ॥ ক্রমে ক্রমে প্রজাবৃদ্ধি হইতে লাগিল। বহু প্রজা জন্মি

বিশ্ব অখিল ব্যাপিল ॥ কর্দ্দম হইতে দেবহূতির জঠরে । নবসংখ্য পুত্র যথাক্রমে জন্ম ধরে ॥ বশিষ্ঠাদির স্ত্রী যত অরুন্ধতী আদি । রুচি হতে প্রসবিল সুদতী আকূতি ॥ দক্ষের ঔরসে তার প্রসূতি-জঠরে । বহুসংখ্য কন্যাগণ ক্রমে জন্ম ধরে ॥ স্বাহা নাম্নী কন্যাদান অগ্নিকরে করে । সতী নাম্নী কন্যা দেন দেব মহেশ্বরে ॥ ত্রয়োদশ কন্যা দেন কশ্যপ সুজন । তাহাদের নাম বলি করহ শ্রবণ ॥ অদিতি দিতি দনু কাষ্ঠা তিমি । ক্রোধবশা তাম্রা কদ্রু বিনতা ও মুনি ॥ সুরসা ও ভাগ্যবতী এই তের জন । ইহাদের গর্ভে জন্মে বহু পুত্রগণ ॥ অদিতির গর্ভে জন্মে সূর্য্য মহাশয় । সূর্য্য হতে মনু পরে নিজ জন্ম লয় ॥ ইহা হতে সূর্য্যবংশ খ্যাত চরাচরে । পুণ্যকীর্ত্তি মহাযশা বিদিত সকলে ॥ দিতিগর্ভে দৈত্যগণ ধরিল জনম । দনু হতে জনমিল দানবের গণ ॥ অশ্ব আদি পশুগণ কাষ্ঠা হতে জন্মে । অরিষ্টা ধরয়ে যত তরুলতাগণে । সুরসা প্রসবে পঞ্চনখ পশুগণ । তিমিগর্ভে কুম্ভীরাদি ধরয়ে জনম ॥ গোমহিষাদির জন্ম মুনির জঠরে । এইরূপে প্রজাবৃদ্ধি ধরণী মাঝারে ॥ অত্রিপত্নী কার্দ্দমীতে তিন পুত্র জন্মে । দত্ত চন্দ্র ও দুর্ব্বাসা সর্ব্বলোকে জানে ॥ ব্রহ্মাবিষ্ণু-শিবাত্মক এই তিন জন । চন্দ্র হতে বুধ পরে ধরয়ে জনম ॥ বুধ হতে পুরূরবা জন্মে তার পরে । এইরূপে চন্দ্রবংশ খ্যাত চরাচরে ॥ এরূপে মানবী সৃষ্টি ধরায় হইল । চারি ভাগে নরগণ বিভক্ত হইল ॥ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারি জাতি ব্যাপিল জন্মিয়া সব সসাগরা ক্ষিতি ॥ সুরাসুর নর পক্ষী পশু আদি গণ । বৃক্ষলতা চারি জাতি করিবে গণন ॥ অবশেষে সন্ধ্যা জন্মে ব্রহ্মার নন্দিনী । কামেতে মোহিত হয়ে দেব পদ্মযোনি ॥ নিজকন্যা প্রতি মন করিয়া তখন । মনে মনে চিন্তা পরে করে পদ্মাসন ॥ বহু চিন্তা করি শেষে শরীর ত্যজিল । তাহাতে নীহার সৃষ্টি ধরায় হইল ॥ সন্ধ্যারে ত্রিতয় মূর্ত্তি করে পদ্মাসন । প্রাতঃ সায়ং ও মধ্যাহ্ন জানে সর্ব্বজন ॥ পুনশ্চ শরীর ধরি দেব পদ্মাসন । সুদারুণ ক্রোধ অঙ্গে করেন ধারণ ॥ মহারুদ্র তাহে জন্মে শুন মহাশয় । ধূর্জ্জটি ইহার নাম আছে পরিচয় ॥ কামনাশ হেতু হয় তাঁহার সৃজন । ভীষণ তাঁহার মূর্ত্তি অদ্ভুত দর্শন ॥ নীলরক্ত বর্ণ তাঁর শিরে জটাভার । ত্রিনেত্র দ্বিমুখ দেব ভীষণ আকার ॥ কভু পঞ্চমুখ দেব করিছে ধারণ । ত্রিবক্ত্র কখন দেব চতুর-আনন ॥ বহুমুখ কভু কভু ধরে বিশ্বময় । কোটি সূর্য্য সম যেন দীপ্ত কলেবর ॥ ঘন ঘন বিঘূর্ণিত হতেছে নয়ন । মুহুর্ম্মুহু দীর্ঘশ্বাস করে নিঃসরণ ॥ বিকট দশন শোভে আনন-মাঝারে । ধাবিত হতেছে যেন মত্ততার ভরে ॥ রোষভরে বলে মুখে মারয় দ্রাবয় । ভ্রাময় ভ্রাময় আর বলে উচ্চাটয় ॥ ভীষণ আকার তাঁর ভীষণ দর্শন । জগতে গ্রাসিতে যেন উদ্যত তখন ॥ তাঁহার ভীম মূর্ত্তি দেখি পদ্মযোনি । একাদশ ভাগে ভক্ত করেন তখনি ॥ একাদশ রুদ্র তাহে ধরিল জনম । উগ্ররূপী সবে হয় ভীম দরশন ॥ সৃষ্টিলোপকারী

সবে দেখি পদ্মযোনি। ভীত হয়ে দক্ষে ডাকি বলেন তখনি॥ শুন বৎস মহা-ভাগ আমার বচন। এই হের তব একাদশ ভ্রাতৃগণ॥ মহা উগ্র সবে হেরি হৃদে লাগে ভয়। নিজগুণে বশীভূত কর সমুদয়॥ যাহাতে আমারে নাহি করে বিনাশন। তাহার উপায় তাত করহ এখন॥ ব্রহ্মার বচন শুনি দক্ষ মহাশয়। পিতৃহিত হেতু হয়ে একান্ত হৃদয়॥ যোগবলে রুদ্রগণে বশীভূত করে। সর্প-বিষ নাশে যথা মহামন্ত্রবলে॥ ক্রোধ ত্যজি স্থিরচিত্ত হৈল রুদ্রগণ। তাহার পরেতে শুন অদ্ভুত ঘটন॥ রুদ্রগণ হতে ভয়ে ব্রহ্মার শরীরে। যে বিকৃতি জন্মেছিল ক্ষণেকের তরে॥ তাহা হতে যক্ষ রক্ষ জন্মে বহুগণ। গন্ধর্ব্বাদি জন্মে কত কে করে গণন॥ এইরূপে সৃষ্টি করে ব্রহ্মা পদ্মযোনি। ইচ্ছাবশে পালে বিষ্ণু যিনি অন্তর্যামী॥ ইচ্ছাবশে অবতার হন নিরঞ্জন। ধরার দুর্ব্বহ ভার করেন মোচন॥

তৃতীয় অধ্যায়।

সতীর জন্ম, দক্ষকর্তৃক সতীর স্বয়ম্বরানুষ্ঠান, অন্যের অজ্ঞাতে শিবের সভাতলে আগমন ও বরমাল্য গ্রহণ, শিবের প্রস্থান, দক্ষ কর্তৃক শিবনিন্দা এবং দধীচি মুনি কর্তৃক দক্ষ সকাশে শিবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন।

> শিবায় দত্তমাল্যাং তাং দৃষ্ট্বা দক্ষোঽতিকোপনঃ।
> হাহাকারং তদা চক্রে সতীং প্রতি শিবং প্রতি॥
> [illegible]সি কিং মম শিবং পতিমুপাগতা।
> [illegible] নিঃশ্রেষ্ঠো ভস্মভূষিতোঽমঙ্গলং পতিঃ॥
> আনন্দিতা মহিষী কিন্তু জাতা পূর্ণ মনোরথে।
> বিগতস্তৎ শিবানামা যেন রূপবতী বৃতা॥

কহিলেন শুকদেব শুন তপোধন। অপূর্ব্ব কাহিনী ক্রমে করিব বর্ণন॥ প্রকৃতি ত্রিবিধা হয় বলিয়াছি আগে। এক নাম বিদ্যা যারে জানে সর্ব্বলোকে॥ পঞ্চবিধ সেই বিদ্যা জানে সর্ব্বজন। অর্দ্ধভাগে দাক্ষায়ণী হয়েছে সৃজন॥ সাবিত্রী সুন্দরী জন্মিয়াছে এক পাদে। লক্ষ্মী সরস্বতী দোঁহে জন্মে অন্য পাদে॥ দাক্ষায়ণী সতী গিয়া পিতার আগারে। পিতৃ যজ্ঞে নিজ দেহ বিসর্জ্জন করে॥ শিবনিন্দা পিতৃ মুখে করিয়া শ্রবণ। রোষবশে দুঃখভরে ত্যজেন জীবন॥ দেহ ত্যজি দুই মূর্ত্তি করেন ধারণ। গঙ্গা উমা দুই নাম বিদিত ভুবন॥

শুকের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। জিজ্ঞাসে জৈমিনি তবে মধুর বচন॥ দাক্ষায়ণী দেহ ত্যজে কিসের কারণে। কেন বা নিন্দিল দক্ষ দেব পঞ্চাননে॥ কেন সতী দ্বিধা মূর্ত্তি হইয়া সুন্দরী। উমা গঙ্গা রূপে যান হিমালয়পুরী॥ সবিস্তার এই সব করহ কীর্ত্তন। শিষ্যোপরে স্নেহ যদি থাকে তপোধন॥ শিষ্যের আগ্রহ হেরি শুক মহাশয়। কহিলেন শুন সবে সব পরিচয়॥ পুরাকালে দক্ষ যিনি খ্যাত প্রজাপতি। লভিলেন ক্রমে ক্রমে অনেক সন্ততি॥ বহুসংখ্য কন্যা জন্মে দক্ষের আগারে। সবার কনিষ্ঠা সেই সতী নাম ধরে॥ অলোকসামান্য রূপে অতি রূপবতী। এমন রূপসী নাহি কাহার বসতি॥ কন্যার মোহন রূপ করি দরশন। মনে মনে দক্ষরায় করেন চিন্তন॥ এমন সুরূপা কন্যা কাহারে অর্পিব। স্বয়ম্বর [illegible] অবশ্য করিব॥ নিজে সতী যোগ্য পতি করি দরশন। তাহার গলেতে মাল্য করিবে অর্পণ॥ মনে মনে এই স্থির করি দক্ষরায়। সমস্ত বিশ্বের লোকে সংবাদ পাঠায়॥ বিনয় করিয়া সবে করে নিমন্ত্রণ। কিন্তু নাহি মহেশ্বরে করে আমন্ত্রণ॥ মনোহর সভা দক্ষ করিয়া নির্ম্মাণ। সবারে বসিতে দিল যথাযোগ্য স্থান॥ শুনহ জৈমিনি বলি অপূর্ব্ব ঘটন। দিবানিশি সতী শিবে করে আরাধন॥ কিসে সতী পাবে পতি দেব পঞ্চাননে। দিবানিশি ভাবে তাহা একান্তিক মনে॥ শিব আরাধনা সতী করে অনুক্ষণ। ইহার বৃত্তান্ত নাহি জানে কোন জন॥ অনন্তর প্রজাপতি শুভ লগ্ন কালে। কন্যারে প্রবেশ করাইল সভাতলে॥ পরম সুন্দরী কন্যা গৌরাঙ্গ বরণী। কম্বুকণ্ঠী ধনী মরালগামিনী॥ চন্দ্রকোটি সম শুভ্র অমল বসন। সতীদেবী চারু অঙ্গে করেছে ধারণ॥ বান্ধিয়াছে কেশপাশ সুগন্ধি কুসুমে। সিন্দূর-তিলক ভালে অলকা বদনে॥ সুচারু-লোচনা দেবী সতী কৃশোদরী। এ হেন রূপের তুলা কভু নাহি হেরি॥ রত্নাকরে শোভে যথা লক্ষ্মী গুণবতী। সভাতে আসিল তথা সতী রূপবতী॥ সুগন্ধি কুসুম-মাল্য শোভিতেছে করে। হেরিছে সভার সবে উৎসুক অন্তরে॥

সতীরে সম্বোধি পরে দক্ষ প্রজাপতি। কহিলেন শুন বৎসে আমার ভারতী। সভাতলে চারিদিকে করি নিরীক্ষণ। যোগ্যপতি হেরি তাঁরে করহ বরণ॥ দেব দৈত্য ঋষি আদি আছে সভাতলে। যারে ইচ্ছা বর তারে মন-কুতূহলে॥ চারু-কলেবরা যথা তুমি গো সুন্দরী। বরণ করহ তথা সুন্দর নেহারি॥ ত্রিনেত্রে দর্শন করি করহ বরণ। মনের বাসনা মোর হউক পূরণ॥ পিতার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। চারিদিকে সতী তবে ফিরান নয়ন॥ মনোহর সভা দেবী হেরেন নয়নে। দেব দৈত্য ঋষি আদি বসে স্থানে স্থানে॥ মহেশ্বরে কিন্তু নাহি করেন দর্শন। শিবশূন্য সভা হেরি করেন চিন্তন॥ শিবেরে বিদ্বেষ করি জনক আমার। শিবশূন্য সভা এই করিল বিস্তার॥ কেবা

বেদে কয় ॥ শিবনিন্দা দক্ষমুখে করিয়া শ্রবণ। দধীচি সম্বোধি দক্ষে কহেন বচন ॥ পদ্মপলাশলোচন শিবে কেন নিন্দা কর। সামান্য নহেন সেই দেব মহেশ্বর ॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিন জন। অভেদ একৈক আত্মা নিত্য সনাতন ॥ তোমার ভাগ্যের সীমা নাহি মহামতি। কন্যারূপে তব গৃহে আসিয়া প্রকৃতি ॥ পরম পুরুষ সেই দেব পঞ্চানন। আপন সৌভাগ্য নাহি কারহ চিন্তন ॥ কেন শিবে নিন্দা কর ওহে প্রজাপতি। না জানি কি হেতু তব হৈল হেন মতি ॥ কেবা শিব কেবা সতী না বুঝিয়া মনে। দুরদৃষ্ট বশে নিন্দা কর পঞ্চাননে ॥ ঋষির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। তদুত্তরে দক্ষ রায় কহেন তখন ॥ জানি জানি শিবে জানি শ্মশানেতে রয়। অনুচর সদা যার ভূত প্রেত চয় ॥ উলঙ্গ হইয়া সদা ভিক্ষা করি ফিরে। পাগল সমান কথা বদনেতে বলে ॥ গুণহীন রূপহীন বুদ্ধি নাহি যার। কিরূপে হইবে পতি আমার কন্যার ॥ পদ্মযোনি ব্রহ্মা সবে করেন সৃজন। প্রজাগণে নারায়ণ করেন পালন ॥ ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন দোঁহে জানি যে অন্তরে। শিবের ঐশ্বর্য্য বল গেল কোথাকারে ॥ ঐশ্বর্য্য থাকিলে কেন হেন আচরণ। ভিক্ষুক বেশেতে করে শ্মশানে ভ্রমণ ॥ দক্ষের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। দধীচি পুনশ্চ কহে শুনহ রাজন ॥ ভিক্ষুক বলিলে শিবে ওহে মহামতি। বল দেখি যায় শিব কাহার বসতি ॥ কার দ্বারে ভিক্ষা করে দেব পঞ্চানন। সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বকর্ত্তা সেই সনাতন ॥ তাঁর গুণ বলিবারে পারে কোন জন। যোগীজন তাঁরে হৃদে করয়ে চিন্তন ॥ সর্ব্বেশ্বর হন সেই ওহে মহামতি। তব কন্যা মূর্ত্তিমতী সাক্ষাৎ প্রকৃতি ॥ অতএব মোর বাক্য করহ শ্রবণ। শিবনিন্দা কভু নাহি করিও রাজন ॥ ঋষির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। তদুত্তরে দক্ষ রাজ কহেন বচন ॥ সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বকর্ত্তা যদি মহেশ্বর। কিরূপে বিশ্বাস করি ওহে ঋষিবর ॥ প্রত্যক্ষে হেরিলে তবে বিশ্বাস যে হয়। পরমুখে দোষগুণ না হয় প্রত্যয় ॥ স্বচক্ষে ব্যভার তার করি দরশন। কিসে বিশ্বাসিতে পারি বল তপোধন ॥ দক্ষের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। পুনশ্চ দধীচি মুনি কহেন বচন ॥ যেরূপ সেরূপ হোক দেব মহেশ্বর। তাঁহারে আনিয়া কন্যা দেহ অতঃপর ॥ তাঁহার বিধানে পূজা করিয়া রাজন। সতীরে তাঁহার করে করহ অর্পণ ॥ শুনিয়া এতেক বাক্য দক্ষ প্রজাপতি। কহিলেন শুন ওহে ঋষি মহামতি ॥ অধুনা সতীরে দুষ্টা করি যে গণন। মম কন্যা বলি এরে না করি চিন্তন ॥ এত বলি দক্ষ রাজা অতি রোষভরে। সভা হতে উঠি যান ঘরের ভিতরে ॥ সভা ভাঙ্গি সবে গেল নিজ নিজালয়। শিবে পতি পেয়ে সতী সানন্দ হৃদয় ॥

চতুর্থ অধ্যায়।

সতীকে দর্শনার্থ বৃদ্ধবেশে দক্ষালয়ে মহেশ্বরের আগমন, সতীর সখী
নীলকুন্তলার বৃদ্ধরূপ ধারণ, দক্ষের অনুচর নন্দীসহ
শিবের সাক্ষাৎ ও কথোপকথন।

কদাচিৎ স মহেশানঃ সতীং দ্রষ্টুং সমাগতঃ।
দক্ষালয়ং ভিক্ষুরূপো বৃদ্ধো মলিনবাসবান্।
স্কন্ধে কন্থাং বহন্ জীর্ণাং নানাধূলিবিধূষিতাং।
সর্বাঙ্গে পলিতশ্মশ্রুঃ পাত্রঞ্চ করে দধৎ।
[illegible] জীর্ণকলেবরঃ।
[illegible] কম্পমানশিরাস্তথা।
এবংরূপো মহাদেবো বৃদ্ধরূপ দ্বিজোত্তম॥

জৈমিনিরে সম্বোধিয়া শুক মহামতি। কহিলেন শুন পরে অপূর্ব্ব ভারতী॥
সতীরে দেখিতে বাঞ্ছা করি মহেশ্বর। এক দিন উপনীত দক্ষের নগর॥
বৃদ্ধবেশে ভিক্ষুরূপ করেন ধারণ। ছেঁড়া কাঁথা স্কন্ধে দেব করেন বহন॥
ধূলিরাশি কাঁথা হতে রাশি রাশি পড়ে। ভিক্ষা হেতু মৃৎপাত্র শোভিতেছে
করে॥ সধূলি তণ্ডুল সেই মৃৎপাত্রেতে আছে। জীর্ণদণ্ড করে এক মরি কি
সেজেছে॥ হিলে জীর্ণকলেবর দেব ত্রিলোচন। সর্ব্বাঙ্গে পলিত বলী বৃদ্ধের
লক্ষণ॥ শুভ্রবর্ণ শিরোদেশ কাঁপে থর থর। এইরূপে ক্রমে দেব ভোলা
মহেশ্বর॥ ভ্রমিতে ভ্রমিতে দেখে সতী রূপবতী। সপ্ত সখী পরিবৃতা অপূর্ব্ব
মূরতি॥ তাদের নিকটে বৃদ্ধ করিয়া গমন। সখীগণে সম্বোধিয়া কহেন বচন॥
কেবা এই রূপবতী সুচারুরূপিণী। স্বর্ণময়ী দেবী যেন জ্বলিছে তবনী॥ পুর-
দেবী বলি এরে অনুমান হয়। দেখি বিমোহিত চিত বত মরময়॥ বৃদ্ধের বচন
শুনি যত সখীগণ। হাস্যমুখে মৃদুস্বরে কহিল তখন॥ শুন শুন ওহে বৃদ্ধ বলি
গো তোমায়। দক্ষের নন্দিনী ইনি জানিবে ধরায়॥ মহাবুদ্ধি পিতা এঁর কল্পি
বরম্বর। সকলেরে নিমন্ত্রণ করে অতঃপর॥ নিমন্ত্রণ পেয়ে আসে যত দেবগণ।
কিন্তু নাহি মহেশ্বরে করে নিমন্ত্রণ॥ উদ্দেশে এ সতী বরে দেব মহেশ্বরে।
অযোগ্য বলিয়া শিবে দক্ষ নিন্দা করে॥ তবু হর্ষে রহে সতী দিবস যামিনী।
মনের দুঃখ নাহি কিছুমাত্র গণি॥ শিবেরে বরিয়া দেবী কৃতার্থা হইল। হইচিত্তে
যথা তথা ভ্রমিতে লাগিল॥ দক্ষ আর যত আছে তাঁর বন্ধুগণ। সতীর লাগিয়া

সবে দুঃখী অনুক্ষণ॥ এতেক বচন বৃদ্ধ করিয়া শ্রবণ। হাসি২ মিষ্টভাষে কহেন তখন॥ শুনিয়াছি এই সতী দক্ষের নন্দিনী। পরোক্ষে পতিত্বে বরে দেব শূলপাণি॥ হেন রূপবতী নারী পেয়ে ত্রিনয়ন। কেন বা ইঁহারে নাহি করেন স্মরণ॥ ভাল ভাল আর কথা জিজ্ঞাসি সবারে। সর্ব্ব দেবগণ ছিল সভার ভিতরে॥ সবারে ছাড়িয়া সতী বরে পঞ্চানন। কেন হেন কাজ করে বলহ কারণ॥ এখন আমার বাক্য ধরহ সকলে। শিবসম মোরে জ্ঞান করহ অন্তরে॥ সম্মতি সকলে যদি করহ অর্পণ। তা হলে সতীরে আমি করি যে গ্রহণ॥ শ্মশানে মশানে ভ্রমে সেই মহেশ্বর। তাহাতে সতীতে হয় অনেক অন্তর॥ রাজার দুহিতা সতী অতি রূপবতী। কদাচারী ভিক্ষু সেই দেব পশুপতি॥ ভাগ্যবশে দক্ষরাজ পেয়েছে ইঁহারে। নারীরূপে লব আমি কহিনু সবারে॥ বৃদ্ধের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। রত্নমুখী নামে সখী কহিল তখন॥ অহে মূর্খ বৃদ্ধ তুমি কি কথা কহিলে। অবহেলা কৈলে সেই দেবতা নিকরে॥ সেই সতী ভিক্ষুকেরে করিবে বরণ। ছি ছি ছি লাজেতে মরি না বল এমন॥ অতি জীর্ণ ভিক্ষু তুমি ইন্দ্রিয় বিকল। মৃত্যু সমান বাক্য তোমার সকল॥ বাঁচিতে বাসনা যদি থাকে হে অন্তরে। অবিলম্বে পলায়ন কর স্থানান্তরে॥ হাসিতে হাসিতে সখী এই সব বলে। অন্য সখী তারে তবে নিবারণ করে॥ নীলকুন্তলা যে নাম সে সখীর হয়। নিবারিয়া এমতে সেই তবে কয়॥ শুন সখী রত্নমুখী চিনিতে নারিলে। সামান্য ভিক্ষুক বৃদ্ধে না ভাব অন্তরে॥ ইনিই সাক্ষাৎ শিব নাহিক সংশয়। মূর্খের হৃদয়ে ভ্রান্তি ইঁহা হতে হয়॥ হের সখী সতীপানে করহ দর্শন। একদৃষ্টে হেরে সতী ভিক্ষুক-বদন॥ দেবতাচরিত্র বল কে বুঝিতে পারে। পণ্ডিত হইয়া মূঢ় হয়েন অন্তরে॥ এত শুনি রত্নমুখী কহিল তখন। তোমাতে সতীতে ভেদ না হেরি কখন॥ বুদ্ধিমতী তুমি সখী আমা সবাকার। মূঢ় হয়ে মোরা বল কি বুঝিব আর॥ এতেক বচন শুনি সে নীলকুন্তলা। পুনশ্চ কহিতে লাগে না হয়ে চপলা॥ এই বৃদ্ধ দেবদেব শিব সনাতন। বিশ্বেশ্বর যোগেশ্বর অখিলরঞ্জন॥ তুমি মূঢ়ে কিছু নাহি বুঝিতে পারিলে। মহামূর্খ দক্ষরাজ জানিনু অন্তরে॥ শিবে নিন্দা কৈল দক্ষ না বুঝি কারণ। অচিরে তাহার ফল পাবে সেই জন॥ সর্ব্বগুণে গুণবতী সতী রূপবতী। তিনি কি করিবে মূর্খে আপনার পতি॥ ইন্দ্র আদি দেবগণ হয়ে একমন। যাঁহার চরণ সেবা করে অনুক্ষণ॥ সেই দেব পশুপতি সতীর যে পতি। শুন শুন রত্নমুখী মম এই মতি॥ যেবা যাহা বলে তাহা না করি গণন। আমার মনের কথা কহিনু এখন॥ রত্নমুখী হেন বাক্য করিয়া শ্রবণ। ক্রোধভরে কহে তবে সরোষ বচন॥ মহামূর্খ মোরে তুমি বলিলে কুন্তলে। * হেন বাক্য আর তুমি না বলিও

* কুন্তলা — অর্থাৎ নীলকুন্তলা।

মোরে ॥ এখন আমার বাক্যে বৃষরূপী হও। শিবেরে বহিয়া পথে ভ্রমিয়া বেড়াও ॥ তব পৃষ্ঠে মহেশ্বর করি আরোহণ। পথিমাঝে মহাসুখে করুন গমন ॥ শুনিয়া কুন্তলা কহে ভাগ্য বলি মানি। আমার পৃষ্ঠেতে রবে দেব শূলপাণি ॥ ভাগ্যবশে হব আমি শিবের বাহন। শিব শিবা দোঁহে সদা করিব দর্শন ॥ কুন্তলা এতেক বলি বৃষরূপ হৈল। বৃষোপরে আরোহণ মহেশ করিল ॥ ঘন ঘন জয়ধ্বনি গগনেতে হয়। শূন্য হতে বর্ষে কত কুসুমনিচয় ॥ বৃষোপরে ভিক্ষু যদি করে আরোহণ। দক্ষের নগরে গোল উঠিল তখন ॥ “আসিয়াছে সতীপতি” এই কোলাহল। এই কথা কহে যত নিবাসী সকল ॥ দেখিতে দেখিতে তিরোহিত পঞ্চানন। পরস্পর কহে তবে নগরের জন ॥ কোথা শম্ভু কোথা শম্ভু এই ত আছিল। হেথা হতে কোথা বল পুনরপি গেল ॥ কেহ বলে দেখিয়াছি অমুক আগারে। এইরূপ গোলমাল উঠিল নগরে ॥ এইরূপে সর্ব্ব আত্মা দেব মহেশ্বর। ক্রীড়া করি ঘুরে ফিরে দক্ষের নগর ॥ দেখিতে না পায় কেহ আশ্চর্য্য ঘটন। শুনহ তাহার পর অপূর্ব্ব কথন ॥ তার্কিক আছিল এক নন্দী নাম ধরি। অন্বেষণ করে সেই শিবে ঘুরি ফিরি ॥ নগর-বাহিরে পরে করিয়া গমন। সেখানে সেখানে করে শিবে অন্বেষণ ॥ দেখিল নির্জ্জনে হর করিয়া শয়ন। ক্ষুধাভরে জীর্ণতনু মলিন বদন ॥ মহাবল শুভ্র বৃষ নিকটে বিরাজে। হেরি নন্দী মহাখুসী নিজ হৃদিমাঝে ॥ শুভ্ররূপী মহেশ্বরে করি দরশন। হর্ষভরে নন্দী তাঁরে প্রণমে তখন ॥ মহেশায় নম বলি করে নমস্কার। শুনিয়া পরম তুষ্ট ভোলা দয়াধার ॥ নন্দীরে সম্বোধি বৃদ্ধ কহেন তখন। প্রণাম করিলে মোরে কিসের কারণ ॥ লোক উপদ্রবে আমি শঙ্কিত হইয়ে। রহিয়াছি নির্জ্জনে নিশ্চিন্ত হৃদয়ে ॥ বৃদ্ধের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। বিনয়বচনে নন্দী কহিল তখন ॥ জানি জানি তুমি শিব ওহে দয়াময়। ইচ্ছাবশে বৃদ্ধরূপ করেছ আশ্রয় ॥ বৃদ্ধরূপে ওহে দেব করি আগমন। কি হেতু সবারে নাথ কর বিড়ম্বন ॥ মোর নাম নন্দী আমি দক্ষ-অনুচর দধীচি ঋষির শিষ্য তিনি বিপ্র-বর ॥ সর্ব্বতত্ত্ববেত্তা শুনি তিনি বিচক্ষণ। তাঁর শিষ্য হই আমি ওহে ত্রিনয়ন ॥ নন্দীর এতেক বাক্য শুনি মহেশ্বর। নন্দীরে সম্বোধি পুন কহে তার পর ॥ মহেশ্বর বলি মোরে কিরূপে জানিলে। সেই কথা বল দেখি শুনি কুতূহলে ॥ আমারে অন্বেষ কেন ওহে মহামতি। কেন বা তোমার হৃদে জন্মে হেন মতি ॥ শিবের বচনে নন্দী করি যোড়কর। সবিনয়ে কহে দেব ওহে দণ্ড-ধর ॥ বুদ্ধিরূপী তুমি দেব দাক্ষায়ণীপতি। তুমি দেব দণ্ডধর সবাকার গতি ॥ তব কৃপাবশে আমি জানিনু সকল। তুমি হে কৈলাসপতি দেব মহেশ্বর ॥ নন্দীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। বৃদ্ধরূপ ত্যজি তবে দেব পঞ্চানন ॥ নিজের মোহন বেশ ধারণ করিল। বৃষভ বাহনে মরি কিবা শোভা হৈল ॥ শশিকোটি সম কান্তি অতি মনোহর। ধরিল মোহনরূপ দেব দিগম্বর ॥

মূর্ত্তিমান মহেশ্বরে করি দরশন। ভক্তিভরে নন্দী তবে করয়ে স্তবন॥ ভবের কাণ্ডারী তুমি সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়াদি তোমা হতে হয়॥ তুমি সত্য তুমি নিত্য তুমি নিরঞ্জন। সগুণ নির্গুণ তুমি ত্রিগুণ কারণ॥ তুমি হে দেবের দেব ত্রিলোক ঈশ্বর। অজর অমর তুমি তুমি সৃষ্টিধর॥ ত্রিতাপ নাশন তুমি কলুষ নাশক। ভূলোক স্বর্লোক তুমি সবার পালক॥ জীবদেহে দশাক্রম তোমা হতে হয়। তুমি জীব তুমি আত্মা পরাত্মা নিশ্চয়॥ তোমা হতে অজ্ঞানীরা লাভ করে জ্ঞান। কামনাপূরক তুমি বিশ্বের পরাণ॥ বিশ্বনাথ দয়াময় গুণের আধার। ভক্তি যেন তব পদে থাকে অনিবার॥ কোটিশত কল্পে যাঁর না হয় দর্শন। সাক্ষাতে হেরিছি সেই নিত্য নিরঞ্জন॥ ইহা হতে মম ভাগ্য আর কিবা আছে। কি আর বলিব নাথ আমি তব কাছে॥ বহু পুণ্য করিয়াছি জনমে জনমে। সে কারণে দরশন করি তোমা ধনে॥ তুমি দেব নিরঞ্জন নাম আশুতোষ। কামধেনু সম তুমি ভক্তের সন্তোষ॥ শ্মশানে বিচর তুমি অগতির গতি। শিরে শোভে জটাভার দাক্ষায়ণীপতি॥ শিরো-পরে সুরধুনী ভালে শশধর। চন্দ্রভানু কিবা আঁখি ওহে দিগম্বর॥ শত কোটি ইন্দু সম চারু কলেবর। ত্রিগুণ ধারক দেব ভালে শশধর॥ সতীপতি যোগী-বর মহাযোগধারী। তুমি বিধি তুমি শিব তুমি সেই হরি॥ প্রধানরূপক তুমি ওহে শূলপাণি। দক্ষসুতা সতী দেবী প্রধানারূপিণী॥ অন্তরূপে যে পুরুষ শরীরনগরে। সেই তুমি নাহি মন কহিনু গোচরে॥ "আমার আমার" বলে যেই মূঢ় জন। "আমি করি আমি হরি" কথা অনুক্ষণ॥ সে জন তোমার তত্ত্ব বুঝিবারে নারে। তুমি প্রভু তুমি গুরু প্রণমি তোমারে॥ তুমি সত্ত্ব তুমি রজঃ তমোগুণধারী। পুরাতন মহেশ্বর সকল-সংহারী॥ সদাপরে যোগী ভক্তেচ্ছ ওহে ত্রিনয়ন। প্রণমি প্রণমি তব কমলা চরণ॥ সতত বাসনা দেব আমার অন্তরে। নিরন্তর থাকি নাথ তোমার গোচরে॥ তোমার সমীপে নাথ আসিনু এখন। সতীপদে সুপ্রসন্ন হও অনুক্ষণ॥ নন্দীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। তুষ্ট হয়ে কহে তারে দেব ত্রিলোচন॥ যদ্যপি তোমার মতি আছে মমোপরে। প্রসন্ন হইনু আমি দানিতে অন্তরে॥ মনোমত বর তোমা করিনু প্রদান। বাসনা হইবে পূর্ণ ওহে মতিমান॥ এখন আমার বাক্য করহ শ্রবণ। সতীর নিকটে আমি করিব গমন॥ বরণ করেছে মোরে দক্ষের কুমারী। তিলার্দ্ধ তাহারে ছাড়ি থাকিবারে নারি॥ এত বলি দ্বিজরূপ করিয়া ধারণ। নন্দী সহ চলে তবে দেব ত্রিলোচন॥ যথায় দক্ষের কন্যা সখীগণ সনে। নন্দী সহ দিগম্বর আসে সেই স্থানে॥ শিবের প্রসাদে নন্দী পুলক অন্তর। মনোমত বর পেয়ে রহে নিরন্তর॥ পুরাণে সুধার কথা পুণ্যের প্রকাশ। পাতক গরল হয় সমূলে বিনাশ॥

পঞ্চম অধ্যায়

—•••••••••••—

শিব কর্ত্তৃক সতী হরণ ও কন্যাশোকে দক্ষের খেদ।

বিপ্রশ্চ শিবরূপোহসৌ প্রণতাং প্রাহ শিবাং তদা।
পাণিভ্যাং চন্দ্রবৈশ্বাপা ক্রোড়ে কৃত্বা সমুদগমৌ।
ততো মহান্ চতৎ পুর্য্যাং হাহাকারো দ্বিজোত্তম॥
সর্ব্বে পশ্যন্তি চাকাশে শিবো যাতি সতীং হরন্।
দক্ষশ্চ দিব্যজ্ঞানী হি মূর্চ্ছাবিমুগ্ধমানসঃ॥
উবাচ কিং সতী যাতা শিবং প্রাপ্য মনা সতা।
পরাবর্ত্তস্ব মে পুত্রীং শিবাবাসাং সতী কিল॥
শানয়ে মে হা নাহি পুত্রি কথাংশি নিরাশ মাং।
অশোগাং পতিমাপ্তাসি দুঃখেন যেন কষ্টণা॥

জৈমিনিরে সম্বোধিয়া শুক মহামতি। কহিলেন শুন পরে অপূর্ব্ব ভারতী॥ দক্ষপুর-উপবনে যথা ঋষিগণ। নিরন্তর করে বাস আনন্দে মগন॥ বিপ্ররূপে আসে তথা দেব মহেশ্বর। সতী-লাভ হেতু বাঞ্ছা করি নিরন্তর॥ সপ্তসখী পরিবৃতা দক্ষের নন্দিনী। বিহরে সানন্দে তথা সহাস্যবদনী॥ ভ্রমিতে ভ্রমিতে শিবে করে দরশন। বিপ্ররূপী পুষ্পপাত্র করে সুশোভন॥ সঙ্গে সঙ্গে নন্দী আসে আনন্দের ভরে। ঊর্দ্ধপুণ্ড্র মরি কিবা শোভে শিবশিরে॥ পরিধান এক-বাস উত্তরী অপর। যজ্ঞসূত্র শোভে গলে শ্বেত-কলেবর॥ মুখে সদা বেদ পাঠ উচ্চরবে করে। বিষ্ণুগুণ গান করে হরিস অন্তরে॥ সেইরূপ বিপ্রবরে করি দরশন। দাক্ষায়ণী ভক্তিভরে করেন বন্দন॥ অমনি বিপ্রের রূপ ত্যজি মহেশ্বর। ধরিলেন শিবরূপ দিব্য কলেবর॥ প্রণতা সতীরে করে করিয়া ধারণ। ক্রোড়ে করি শূন্যভরে করেন গমন॥ দেখি যত ঋষিগণ বিস্ময়ে ডুবিল। হাহাকার ধ্বনি পুরে অমনি উঠিল॥ ঊর্দ্ধমুখে দেখে সবে গগন উপরে। সতী হরি যান শিবে আনন্দের ভরে॥ বাম উরুদেশে শিব সতীরে রাখিয়া। চলিছেন শূন্যে বাম বাহুতে বেড়িয়া॥ কোটিচন্দ্র সম কান্তি শোভে মহেশ্বর। কনকলতিকা সতী দিব্য কলেবর॥ মহাতেজ উঠি শিব শিবা দোঁহা-কার। আকাশমণ্ডলে শোভে হইয়া বিস্তার॥ বিস্ময়ে আকুল হয়ে যত জীব-গণ। ঊর্দ্ধমুখে শূন্যভরে করে নিরীক্ষণ॥ ঊর্দ্ধমুখে দক্ষ দেখে শিব শিবা দোঁহে। কোটি সূর্য্য সম কান্তি নভোমার্গে রহে॥ যেই দিকে দক্ষরাজ ফিরান নয়ন। সতীময় সেই দিক করেন দর্শন॥ দৃষ্টিপথবহির্ভূত যাবৎ না হৈল।

ঊর্দ্ধমুখে সবে শিবে দেখিতে লাগিল ॥ মুহূর্ত্ত মধ্যেতে শিব শিবা দুই জন। অন্তর্হিত হয়ে যান শিবের সদন ॥ দক্ষরাজ দিব্যজ্ঞান তখন হারাল। দিব্য-জ্ঞান হয়ে মোহে বিমোহিত হৈল ॥ সতী শোকে প্রজাপতি করেন রোদন। বলে মম প্রাণসমা সতী রত্ন ধন ॥ চলিল শিবের সহ করিতে দর্শন। শীঘ্র মোর নন্দিনীরে কর আনয়ন ॥ শিবালয় হতে শীঘ্র আনহ সতীরে। এত বলি কান্দে দক্ষ সতীশোক ভরে ॥ হা বৎসে আমারে ছাড়ি কোথায় চলিলে। অযোগ্য পতি সে হৈল নিজ কর্ম্মফলে ॥ এইরূপে খেদ করে দক্ষ প্রজাপতি। সহসা দধীচি তথা আসে মহামতি ॥ বিলপিতে দক্ষে দেখি কহে তপোধন। কেন দক্ষ প্রজানাথ করিছ রোদন ॥ পণ্ডিত হইয়া কেন মূঢ়বুদ্ধি ধর। নাহি বুঝি কিবা রূপ তোমার অন্তর ॥ দেখিয়া শুনিয়া বুদ্ধি কেন নাহি হয়। তোমার গতিক দেখি মানিনু বিস্ময় ॥ কিবা শূন্যে কিবা মর্ত্ত্যে অথবা সলিলে। প্রান্তরে গহনে বনে বৃক্ষের উপরে ॥ পশু পক্ষী আদি সব যাহা কিছু আছে। পুংরূপী স্ত্রীরূপী আদি যে সব বিরাজে ॥ দিব্যজ্ঞানে চক্ষু মিলি কর দরশন। শিবসতী-ময় সব হেরিবে রাজন ॥ শিবনিন্দাফল রায় না পাবে যাবত। শিবসতী তত্ত্ব নাহি বুঝিবে তাবত ॥ বিধির নির্ব্বন্ধ হায় না হয় খণ্ডন। বাঞ্ছিত হয়েছ দক্ষ কহিনু বচন ॥ পরাৎপর ব্রহ্ম সেই সবার ঈশ্বর। উপেক্ষা করিলে তাঁরে ওহে দণ্ডধর ॥ বক্ষেতে রতন লভি করিলে বর্জ্জন। আমার বচন এবে করহ ধারণ ॥ সাক্ষাৎ প্রকৃতি সতী জানিবে অন্তরে। পরম পুরুষ সেই দেব মহেশ্বরে ॥ মঙ্গল কামনা যদি করহ রাজন। হৃদিমাঝে শিবশিবা চিন্ত অনুক্ষণ ॥ ঋষির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। দক্ষ রায় কহে তবে মধুর বচন ॥ যা বলিলে ঋষে সত্য নাহিক সংশয়। প্রকৃতিরূপিণী সতী জানি যে নিশ্চয় ॥ অনাময় বিষ্ণু যিনি নিত্য সনাতন। পরম পুরুষ তিনি জানি সর্ব্বক্ষণ ॥ মহেশ হইতে দেব কেহ নাহি আর। এ কথা বিশ্বাস নাহি হতেছে আমার ॥ ঋষিগণ সত্যবাদী জানি গো অন্তরে। তথাপি না মতি মম হবে মহেশ্বরে ॥ শিবেরে বিদ্বেষ করি কিসের কারণ। বলিতেছি সেই কথা শুন দিয়া মন ॥ পুরাকালে ব্রহ্মা হন ক্রোধাকুলমতি। একাদশ রুদ্র তাহে জনমিল ক্ষিতি ॥ ব্রহ্মসৃষ্টি লোপ তারা করিতে লাগিল। তাহা হেরি বিধিহৃদে ভয় উপজিল ॥ আমারে ডাকিয়া বিধি কহেন তখন। শুন শুন দক্ষ বৎস আমার বচন ॥ তুমি মম প্রিয় পুত্র মম আজ্ঞা ধর। একাদশ রুদ্রগণে বশীভূত কর ॥ আমার আজ্ঞায় বৎস রাখ সর্ব্বজনে। প্রশ্রয় না পায় যেন রাখিবে যতনে ॥ ব্রহ্মার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। রুদ্রগণে বশীভূত রাখি অনুক্ষণ ॥ একাদশ রুদ্রগণে সৃজে পদ্মযোনি। ভীমকর্ম্মা সবে উগ্র ওহে মহামুনি ॥ যাহার অংশেতে সবে ধরিল জনম। মনে মনে ভাব দেখি সে জন কেমন ॥ যদ্যপি সে জন হৈত কভু সদাচার। একাদশ রুদ্র নাহি হৈত কদাচার ॥ অতএব হেন জনে কন্যাদান দিতে। কভু নাহি

জান বুঝি আপনার চিতে ॥ সৎপাত্রে কন্যাদান শাস্ত্রের বচন। কুলকীর্ত্তি হয় তাহে অতি সুলক্ষণ ॥ এ হেতু সুবংশজকে কন্যাদান দিবে। শাস্ত্রের বিচারে পুণ্য সে জন লভিবে ॥ এই হেতু স্বয়ম্বর করি আয়োজন। কদাচারী শিবে নাহি করি আমন্ত্রণ ॥ যতকাল রুদ্রগণ মম বশে রবে। তাবত বিদ্বেষ আমি করিব যে শিবে ॥ সৌম্যমূর্ত্তি ধরি একাদশ রুদ্রগণ। যখন শিবের সহ হইবে মিলন ॥ শান্ত সদাচারী জানি শিবেরে তখন। বিধানে করিব মান্য শুহে তপোধন ॥ এত বলি দধীচিরে দক্ষ প্রজাপতি। প্রণমিয়া নিজগৃহে করিলেন গতি ॥ বিদায় লইয়া মুনি করিল গমন। আপন আশ্রমে আসি উপনীত হন ॥ সতীর হরণ কথা পাতকনাশন। শুনিলে ভবের বন্ধ হয় বিমোচন ॥ পরমা প্রকৃতি সেই সার হতে সার। তাঁহা হতে সৃষ্টি স্থিতি পুনশ্চ সংহার ॥ কিবা বিধি কিবা হর কিবা নারায়ণ। প্রকৃতি হইতে সব হয়েছে সৃজন ॥ প্রকৃতি বিহনে গতি নাহি কিছু আর। সে পদ চিন্তহ সাধু হৃদে অনিবার। নির্ব্বাণ পদবী লাভে যদি থাকে মন। শিবশিবা দোঁহে আস্থা কর সমাপন ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

দক্ষালয়ে নারদের গমন, দক্ষের যজ্ঞ অনুষ্ঠান, দক্ষযজ্ঞে গমনে শিবসকাশে সতীর প্রার্থনা ও তর্কবিতর্ক, সতীর কালীবেশ ও দশমহাবিদ্যা-মূর্ত্তি ধারণ, বেদ ও আগমের মাহাত্ম্য, শাক্ত ও বৈষ্ণবের অভেদ কথন এবং সতীর দক্ষযজ্ঞে যাত্রা।

অথ সংপ্রেষ্য দেবর্ষিং দক্ষ [illegible] ।
চরিষ্যন্ কিল লোকেষু উপকারায় সর্ব্বদা ॥
নারদ উবাচ। অহো প্রজাপতে দক্ষ [illegible]
[illegible] ॥
[illegible] ।
[illegible] ॥
ইত্যুক্ত্বা তু মুনিবরে গতে নিজ [illegible] ।
দক্ষোঽপি চিন্তয়ামাস কর্ত্তব্যং মন্ত্রিভিঃ সহ ॥
প্রেতভূমিপ্রিয়ঃ শম্ভুরাগমিষ্যতি মে পুরং ।
অহং পুণ্যক্রিয়ানুষ্ঠং করিষ্যামি সুরৈঃ সহ ॥
ইদং মম পুরং পুণ্যং পুণ্যকর্ম্মবিশোধিতং ।
নৈবাগমিষ্যতি তদা এষ এবাস্তু নিশ্চয়ঃ ॥

জৈমিনিরে সম্বোধিয়া শুক মহামতি। কহিলেন শুন পরে অপূর্ব্ব ভারতী ॥ দেবর্ষি নারদ যিনি মহাতপোধন। ইচ্ছাবশে দক্ষালয়ে উপনীত হন ॥ দক্ষেরে সম্বোধি পরে কহিতে লাগিল। শুন শুন প্রজাপতি ওহে মহাবল ॥ শিব-নিন্দা কর তুমি শুনিয়া শ্রবণে। পরিশোধ দিতে শিব করিয়াছে মনে ॥ সমুচিত ফল তোমা দিবে পঞ্চানন। প্রকাশ করিয়া বলি করহ শ্রবণ ॥ ভূতগণ সহ শিব আসি তব পুরে। অস্থি ভস্ম আদি ক্ষেপ করিবে নগরে ॥ এত বলি দেবঋষি করিল প্রস্থান। মনে মনে চিন্তা করে দক্ষ মতিমান ॥ মন্ত্রীগণ সহ যুক্তি করেন রাজন। যাহে ফল দিতে নারে দেব পঞ্চানন। মন্ত্রীগণে সম্বোধিয়া কহিতে লাগিল। শুন শুন মম বাক্য অমাত্য সকল। শ্মশাননিবাসী শম্ভু আসিবে নগরে। পুণ্যকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিব সাদরে ॥ পুণ্য অনুষ্ঠান করি লয়ে সুরগণ। মম পুরী পুণ্য বলি বিখ্যাত ভুবন ॥ পুণ্যকর্ম্মে বিশোধিত করিলে নগর। কভু না আসিতে পারে সেই মহেশ্বর ॥ কদাচার মহেশ্বর

জানে সর্ব্বজন। নগরে আসিলে পাপ স্পর্শিবে তখন॥ এইরূপে প্রজাপতি করি যুক্তি সার। সাদরে যজ্ঞের সূত্র করিল বিস্তার॥ শিবের বিদ্বেষ মতি দক্ষের জন্মিল। বিশ্ব ব্যাপি সবাকারে নিমন্ত্রণ দেন॥ দেব ঋষি সিদ্ধ যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর। সিদ্ধ সাধ্য পিতৃগণ রাক্ষস অপ্সর॥ দৈত্য নর ভুজঙ্গমে করি আমন্ত্রণ। আনিলেক দক্ষ রায় আপন ভবন॥ শিব শিবা দোঁহাকারে কভু না বলিল। নিমন্ত্রণ করি সবে এ কথা কহিল॥ শিবে নিমন্ত্রণ নাহি করিলাম আমি। আনিলাম নাহি যজ্ঞে কন্যা দাক্ষায়ণী॥ এই হেতু না আসিবে যজ্ঞে যেই জন। যজ্ঞভাগ তারে আমি না দিব কখন॥ দক্ষের এতেক বাক্য শুনি দেবগণ। শিবশূন্য সভাতলে করে আগমন॥ দক্ষভয়ে সভাতলে সকলে আসিল। শিবশূন্য সভাতলে সকলে বসিল॥ বিপুল যজ্ঞের কথা কি করি বর্ণন। স্থানে স্থানে বস্ত্রস্তূপ রাখে সর্ব্বজন॥ অন্নরাশি স্থানে স্থানে পর্ব্বত সমান। ঘৃত-ক্ষীর-দুগ্ধ-নদী হৈল বহুস্থান॥ মিষ্টান্ন লড্ডুকস্তূপ রাখে সারি সারি। কদলী প্রভৃতি ফল বর্ণিবারে নারি॥ কত খায় কত দেয় না হয় গণন। খাও খাও দেও দেও কেবল বচন॥ এইরূপে যজ্ঞ করে দক্ষ মহামতি। ওদিকে কৈলাসে শুন অপূর্ব্ব ভারতী॥ কৈলাসে থাকিয়া সতী করিল শ্রবণ। পিতা দক্ষ করিয়াছে যজ্ঞ আয়োজন॥ গমন করিতে তথা করিয়া মনন। বিনয়ে শিবের পাশে করে নিবেদন॥ ওহে দেব মহেশান লোকের ঈশ্বর। শরণাগতের বাঞ্ছা পূর্ণ কর হর॥ ব্রহ্মরূপে তুমি কর প্রজার সৃজন। বিষ্ণুরূপে সবাকারে করিছ পালন॥ ত্রিগুণধারক তুমি ওহে দিগম্বর। তমোগুণে প্রকাশিত হও নিরন্তর॥ প্রলয়কালে এই বিশ্ব করহ নিধন। তোমাতে বিলীন হয় স্থাবর জঙ্গম॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে আশ্রিয়া প্রকৃতি। তোমাতে নিশ্চলা হয়ে আছে নিরবধি॥ তোমার আশ্রয় হেতু প্রকৃতি সুন্দরী। দিবানিশি যত্নবতী ওহে ত্রিপুরারি॥ অতএব ওহে দেব দেবের ঈশ্বর। প্রসন্ন হইয়া কৃপা কর অতঃপর॥ দেবীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। মিষ্টভাবে কহে তবে দেব পঞ্চানন॥ কি হেতু করিছ স্তব ওহে সনাতনি। প্রকাশিয়া বল তাহা করিব এখনি॥ পতির করুণা হেরি প্রকৃতি তখন। হৃষ্টভাবে কহে সতী ওহে পঞ্চানন॥ দেবের দেবতা তুমি ওহে মহেশ্বর। আমার বচন শুন ওহে দিগম্বর॥ তোমার শ্বশুর দক্ষ বুদ্ধে বিচক্ষণ। করিয়াছেন যজ্ঞ এক করিনু শ্রবণ॥ যদি দেব অনুমতি করহ প্রদান। উভয়ে চলহ যাই দক্ষ বিদ্যমান॥ আমরা তথায় গেলে ওহে ত্রিনয়ন। করিবেন প্রজাপতি সম্মান যতন॥ দেবীর এতেক বাক্য শুনি দিগম্বর। মধুর বচনে তবে করেন উত্তর॥ হেন চিন্তা কভু সতী না করিও মনে। বিনা নিমন্ত্রণে যাবে জনক ভবনে॥ বিনা নিমন্ত্রণে তথা করিলে গমন। মৃত্যুর সমান তাহা শুনহ বচন॥ কুলগর্ব্বে বিদ্যাগর্ব্বে ধনের গরবে। গর্ব্বিত হয়েছে তব জনক জানিবে॥ গর্ব্ব করি মোরে দক্ষ করিল

হেলন। দক্ষের অন্তর হয় গর্ব্বেতে মগন॥ আমার শ্বশুর সেই দক্ষ প্রজা-পতি। মম অপমান লাগি স্থির করি মতি॥ করেছেন সুবৃহৎ যজ্ঞ আয়োজন। তথা যেতে বাঞ্ছা কর কিসের কারণ॥ শ্বশুরের প্রিয়কার্য্য করিবে জামাতা। নিয়ম করেছে ইহা জগত বিধাতা॥ জামাতা অমান্য হয়ে শ্বশুর-আলয়ে। কভু নাহি যাবে তথা শুন ওগো প্রিয়ে॥ শ্বশুর হইলে তুষ্ট জামাতা উপরে। রূপবৃদ্ধি প্রজ্ঞাবৃদ্ধি হয় সেই ফলে॥ জামাতা জামাতার গুরু জামাতার ভাই। সম্মানের পাত্র সব কহি তব ঠাঁই॥ সাধ্যমতে এ সবারে করিবে পূজন। নতুবা ধর্ম্মের লোপ শাস্ত্রের বচন॥ জামাতার প্রিয় বাঞ্ছা করিয়া অন্তরে। সম্মান করিবে সাধু আপন কন্যারে॥ তনযার অপমান যদি কভু হয়। জামাতার অপমান তাহাতে নিশ্চয়॥ শ্বশুরের পুত্রগণ একান্ত অন্তরে। দেবজ্ঞানে পূজিবেক ভগিনীপতিরে॥ বয়োজ্যেষ্ঠ ভগ্নীপতি দেবতা সমান। একান্ত অন্তরে তার করিবে সম্মান॥ এরূপ শাস্ত্রের বিধি করি অনাদর। অপমান কৈল মোরে দক্ষ দণ্ডধর॥ না করিয়া জামাতারে যজ্ঞে নিমন্ত্রণ। পুণ্যকর্ম্ম অনুষ্ঠান করে সেই জন॥ সত্য সত্য স্বেচ্ছাবশে সেই প্রজাপতি। মম করে নাহি দিল তোমা গুণবতী॥ নিজ ইচ্ছাবশে তুমি বরিলে আমারে। মম আজ্ঞা সযতনে পালিবে অন্তরে॥ পতি-আজ্ঞা যেই ভার্য্যা করয়ে লঙ্ঘন। সুখ শান্তি সেই নারী না পায় কখন॥ হরের এতেক বাক্য শুনি গুণবতী। কহিলেন মিষ্টভাষে বিনয়-ভারতী॥ যা বলিলে ওহে প্রভু নাহিক সংশয়। সত্য সত্য এই কথা ওহে দয়াময়॥ কিন্তু এক কথা বলি ওহে ত্রিনয়ন। পিতৃগৃহে মহোৎসব করিয়া শ্রবণ॥ কিরূপে ধৈরয ধরি রহিব হেথায়। কন্যা হয়ে পারে কি তা বল গো আমায়॥ পিতার গৃহেতে আমি করিব গমন। নিমন্ত্রণে ইথে নাথ কিবা প্রয়োজন॥ তথা মম আগমন অপেক্ষা করিয়া। অবশ্য রয়েছে পিতা পথ নিরখিয়া॥ অতএব আমি তথা করিব গমন। অনুমতি দেহ ইথে ওহে ত্রিলোচন॥ আমার সম্মান তথা নিশ্চয় হইবে। তাহাতেই তব মান অন্তরে জানিবে॥ পিতা যদি মুগ্ধ হন ওগো ত্রিনয়ন। বদি নাহি তব তত্ত্ব জানে সেই জন॥ তাহা বলি অভিমান করিয়া অন্তরে। কেন নাথ নিজভাগ ত্যজ অবহেলে॥ অজ্ঞান দক্ষেরে জ্ঞান করহ প্রদান। অধিক কি কব নাথ তব বিদ্যমান॥ অতএব মম বাক্য শুন মহেশ্বর। উভয়ে চলহ যাই দক্ষের নগর॥ দেবীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। উত্তরে কৈলাসনাথ কহেন বচন॥ যা বলিলে এই সব ওগো দাক্ষায়ণী। পূর্ব্ব হতে এই সব ভাবিয়াছি আমি॥ যজ্ঞেতে গমন করা দক্ষের আলয়। কিবা তব কিবা মম উচিত না হয়॥ অনাদর করি মোরে দক্ষ প্রজাপতি। যজ্ঞ আয়োজন কৈল শুন ওগো সতী॥ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে লয়ে সুরগণ। ইহার উচিত ফল পাবে সেই জন॥ যদ্যপি পিতার গৃহে যাহ তুমি এবে। আপনার অমঙ্গল আপনি ঘটাবে॥

তথা তোমা সমাগত করি দরশন। মম নিন্দা দক্ষ রাজা করিবে তখন॥ সে নিন্দা দুঃসহ হবে শুনিতে তোমার। অতএব নাহি যেও দক্ষের আগার॥ বুদ্ধিমতী তুমি সতী মম বাক্য ধর। মম হিতবাক্য প্রিয়ে অন্যথা না কর॥ শিবের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। পুনঃ দাক্ষায়ণী কহে বিনয় বচন॥ যা বলিলে ওহে দেব মিথ্যা কিছু নয়। কিন্তু এক যুক্তি আছে শুন পরিচয়॥ কিবা যজ্ঞ কিবা দান তপ আচরণ। সবার ঈশ্বর তুমি ওহে ত্রিনয়ন॥ সর্ব্বদেব-অধিপতি সর্ব্ব যজ্ঞেশ্বর। তুমিই সবার গতি পরম-ঈশ্বর॥ না বলুক্ তোমারে কিম্বা করুক্ অনাদর। যজ্ঞেতে তোমার পূজা হবে মহেশ্বর॥ যদি তুমি নাহি যাও ওহে পঞ্চানন। পরোক্ষে তোমার পূজা হইবে সাধন॥ ইহাপেক্ষা সাক্ষাতেতে করিয়া গমন। শাস্ত্রমত পূজা দেব করহ গ্রহণ॥ কিবা নিমন্ত্রণে কিম্বা বিনা নিমন্ত্রণে। উভয়ে সমান বোধ ভেবে দেখ মনে॥ বিশেষতঃ তুমি নাথ যোগীর ঈশ্বর। মান অপমান দোঁহে সম দিগম্বর॥ সতীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। মধুর বচনে কহে দেব পঞ্চানন॥ আহ্বানে অথবা অনাহ্বানে মহেশ্বরি। যোগী হয়ে হৃদে আমি কিছু নাহি ধরি॥ কিন্তু যজ্ঞে গমনেতে নাহি প্রয়োজন। তাহার কারণ বলি করহ শ্রবণ॥ মান্যের করিবে পূজা শাস্ত্রের বিধান। পূজকের গৃহে যাবে পূজ্য মতিমান॥ অপূজকের পূজা যেই পূজা নাহি বলি। সে পূজায় কোন ফল নাহি গো সুন্দরি॥ যেই পূজা পূজ্যজনে করি অনাদর। বিপদের হেতু তাহা জানিবে বিফল॥ পূজ্যের অর্চ্চনা যদি কভু নাহি করে। অমঙ্গল পদে পদে সেই জনে ঘেরে॥ অতএব কিবা তব অথবা আমার। উচিত না হয় যেতে দক্ষের আগার॥ তথা গিয়া মম নিন্দা শুনিলে শ্রবণে। সহিতে নারিবে কভু আপনার প্রাণে॥ জীবন ত্যজিবে সতি তা হলে নিশ্চয়। দক্ষ যজ্ঞ ধ্বংস হবে নাহিক সংশয়॥ নিজ-নিন্দা নিজমুখে করিয়া শ্রবণ। যদ্যপি দক্ষেরে আমি করি গো নিধন॥ পিতৃবধে কভু তুমি প্রীত নাহি হবে। এহেতু তথায় যেতে মানা করি এবে॥ আমার মনের কথা করিনু বর্ণন। ইচ্ছা হয় যাহা দেবি করহ এখন॥ হরের এতেক বাক্য শুনি দাক্ষায়ণী। কহিলেন শুন শুন ওহে শূলপাণি॥ যজ্ঞে গেলে তব নিন্দা শুনিতে হইবে। এহেতু তথায় যেতে নিষেধিলে এবে॥ পূর্ব্বে স্বয়ম্বরে যবে তোমারে লভিনু। উদ্দেশে তোমারে ডাকি একথা কহিনু॥ তব নিন্দা যেন মম কর্ণে নাহি যায়। যদি তব নিন্দা হয় শুনিতে আমায়॥ তখনি নিজের প্রাণ দিব বিসর্জ্জন। জন্মান্তরে তোমা ধনে করিব গ্রহণ॥ এ প্রার্থনা করে-ছিনু স্বয়ম্বরকালে। এবে মনোযোগী নহ কেন মমোপরে॥ তব অনুগ্রহ যদি রহে মমোপর। শুনিতে না পাব বাক্য তব নিন্দাকর॥ অনুগ্রহ যদি নাহি কর পঞ্চানন। যদ্যপি তোমার নিন্দা করি গো শ্রবণ॥ জানিব আপনি মোরে কৈলে পরিত্যাগ। তখনি ছাড়িব প্রাণ ওহে মহাভাগ॥ সতীর এতেক বাক্য

করিয়া শ্রবণ। পঞ্চানন মিষ্টভাষে কহেন তখন ॥ স্বয়ম্বরে যে প্রার্থনা করে-
ছিলে তুমি। তখনি সেধেছি তাহা ওগো দাক্ষায়ণী ॥ বধিরতা করেছিনু
তোমারে অর্পণ। সে হেতু আমার নিন্দা না কৈলে শ্রবণ ॥ এবে নিন্দা
শুনিবারে করিছ বাসনা। নৈলে যজ্ঞে যেতে কেন করিছ কামনা ॥ মম নিন্দা
যেই জন করে অবিরাম। তাহার গৃহেতে তুমি করিছ পয়াণ ॥ নিষেধ না করি
আর শুন হে বচন। নিজ ইচ্ছা হয় যাহা করহ এখন ॥ অপকর্ম্ম করি নিজে
মূঢ়মতি জন। পরের উপরে দোষ করয়ে অর্পণ ॥ শিবের এতেক বাক্য শুনি
দাক্ষায়ণী। স্থিরনেত্রে মৌনভাবে রহেন তখনি ॥ শিবপানে একদৃষ্টে করে
নিরীক্ষণ। শূলপাণি শিবানীরে করেন দর্শন ॥ দেবীর নয়ন তিন হৈল ভয়-
ঙ্কর। সে জ্যোতিঃ নেহারি শিব বিমুগ্ধ অন্তর ॥ রোষ ভরে জ্বলিতেছে দেবীর
লোচন। ভালনেত্রে ঘন ঘন অগ্নি বরিষণ ॥ ঘন ঘন অট্টহাস করিছে সুন্দরী।
ভূষণে ভূষিতা দেবী করাল-অধরী ॥ বিকট দশনপংক্তি দেখি লাগে ভয়।
কলেবরে স্বেদজল মহাবেগে বয় ॥ কনকবরণ দেবী করি বিসর্জ্জন। ঘোরতর
কৃষ্ণবর্ণ করেন ধারণ ॥ ঘন ঘন রোমাঞ্চিত হয় কলেবর। বক্ষে শোভে পীনো-
ন্নত যুগ পয়োধর ॥ চারি ভুজ কিবা শোভে দেবীর শরীরে। মরালগামিনী
দেবী যৌবনের ভরে ॥ মুক্তকেশী বিবসনা করালবদনী। পদভরে বিকম্পিত
হতেছে অবনী ॥ কৈলাস অচল কাঁপে শরীরের ভরে। অপরূপ বিরাজে দেবী
শ্যাম কলেবরে ॥ এরূপ শ্যামলা রূপ করিয়া ধারণ। তখনি উঠেন দেবী ত্যজিয়া
আসন ॥ তাঁহার এরূপ রূপ হেরি শূলপাণি। বিমোহিত হয়ে ধৈর্য্য হারান
তখনি ॥ ভীত হয়ে পলায়নে করিয়া মনন। মুক্তচিত্তে ধাবমান হন পঞ্চানন ॥
মহেশে পলাতে দেখি দাক্ষায়ণী সতী। মা ভৈ মা ভৈ বলি কহেন ভারতী ॥
না পলাহ না পলাহ ওহে মহেশ্বর। কেবা কার কথা শুনে ধাবিত শঙ্কর ॥
পলায়নপরায়ণ শঙ্করে হেরিয়া। ধরিলেন দশমূর্ত্তি দেবী মহামায়া ॥ যেই
দিকে মহেশ্বর করে পলায়ন। সেই দিকে শঙ্করীরে করেন দর্শন ॥ পলায়নে
অসমর্থ হইয়া শঙ্কর। নেত্র মুদি সেই স্থানে রহে তার পর ॥ ক্ষণ পরে পুন
নেত্র করি উন্মীলন। শ্যামারে সম্মুখভাগে করেন দর্শন ॥ কিবা হাসি বিরা-
জিছে বদনকমলে। সমুজ্জ্বল শ্যাম আভা চারু কলেবরে ॥ দক্ষিণাভিমুখী
দেবী পীনপয়োধরা। মুক্তকেশী দিগম্বরী দিব্যকলেবরা ॥ শ্যামলবরণা দেবী
সহাস্যবদনী। দেবীরে হেরিয়া দেবদেব শূলপাণি। কাঁপিতে কাঁপিতে ভয়ে
কহেন বচন কি হেতু ধরিলে দেবী শ্যামল বরণ ॥ ভয়দ মূরতি বল কেন বা
ধরিলে। এবে ইহার হতেছি আমি বিহ্বল অন্তরে ॥ চারিদিকে যত মূর্ত্তি করি
নিরীক্ষণ। ইহার মধ্যেতে তুমি হও কোন জন ॥ হরের বচন শুনি কহে দাক্ষা-
য়ণী। শুনহ প্রকৃত কথা ওগো শূলপাণি। আদিমা প্রকৃতি আমি ওহে পঞ্চা-
নন। দক্ষের আলয়ে আমি ধরিনু জনম ॥ তুমি হে পুরুষোত্তম ওহে মহেশ্বর।

তোমারে লভিতে ধরি গৌর কলেবর ॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু দোঁহে আর তুমি পঞ্চানন। যেই কালে তিন জনে ধরিলে জনম ॥ সেই কালে যাই আমি শবের আকারে। ব্রহ্মা বিষ্ণু দুই জন উপেক্ষিল মোরে ॥ বিকৃত আকার মোরে করি দরশন। গ্রহণ করিলে মোরে ওহে ত্রিনয়ন ॥ তদবধি বশীভূত আমি যে তোমার। তুমি সুহৃদ তুমি ভর্ত্তা পরাণ আমার ॥ প্রকৃতির প্রিয় তুমি পুরুষরতন। তোমারে লভিতে পতি করিয়া মনন ॥ জনম ধরিনু আমি দক্ষের আলয়ে। তোমারে পাইয়া পতি সানন্দ হৃদয়ে ॥ স্বয়ম্বরে তব নিন্দা শুনিতে না হয়। এ হেতু রাখিয়া বাঞ্ছা আপন হৃদয় ॥ বাঞ্ছিত করেছ পূর্ণ সেই সে সময়ে। তাহাতে হয়েছি প্রীত আপন হৃদয়ে ॥ তুমি যে করিবে ত্যাগ ওহে পঞ্চানন। পূর্ব্বেই করেছি আমি ইহা নিরূপণ ॥ যদি তব নিন্দা আমি শুনিবারে পাই। তখনি ত্যজিব প্রাণ কহি তব ঠাঁই ॥ তুমিও কহিলে দেব ওহে সনাতন। যজ্ঞে গেলে মম নিন্দা করিবে শ্রবণ ॥ যদি তথা যাহ দেবি হব অসন্তোষ। অত এব বলি শুন ওহে আশুতোষ ॥ দক্ষজ শরীর এই দিব বিসর্জ্জন। এ দেহে তোমার পাশে না রব কখন ॥ এই স্থির করি আমি আপন অন্তরে। দশ দেবী মূর্ত্তি ধরি তোমার গোচরে ॥ আমার বিভূতি ইহা ওহে পঞ্চানন। আমার অসাধ্য নাহি এ তিন ভুবন ॥ দক্ষযজ্ঞ নাশে যদি করহ বাসনা। এখনি পূরাতে পারি তোমার কামনা ॥ তোমারে আমার শক্তি দেখাবার তরে। হইলাম দশমূর্ত্তি সানন্দ অন্তরে ॥ আদিমা প্রকৃতি আমি ওহে পঞ্চানন। আমা হতে সত্ত্ব রজঃ ত্রিগুণ সৃজন ॥ রাজসাদি তিন জনে করিয়া সৃজন। নিরাকারে জ্যোতিরূপে রহি অনুক্ষণ ॥ রাজসাদি তিন জন সলিল উপরে। ভ্রমিতে ভ্রমিতে হন বিষণ্ণ অন্তরে ॥ তাহা দেখি নিরাকারে আকাশে থাকিয়া। "তপ তপ" দৈববাণী কহিনু চাহিয়া ॥ তাহা শুনি তপে মন দেও তিন জন। অন্তর্হিত হৈনু আমি জানিবে তখন ॥ সত্ত্বগুণী ব্রহ্মা জল করিল সৃজন। তপোমগ্ন দেখি সবে ভাবি মনে মন ॥ আমারে লইবে কেবা এ তিন ভিতরে। এত ভাবি শব রূপ ধরি তার পরে ॥ ভাসিতে ভাসিতে আমি করিনু গমন। যথা তিনে রয়েছিলে তপেতে মগন ॥ প্রথমে গেলাম আমি সাত্ত্বিকের পাশে। মোরে হেরি ফিরে দেব এপাশে ওপাশে ॥ তাহাতে চারিটী মুখ জন্মিল তাহার। করিনু রাজস তারে ওহে গুণাধার ॥ ব্রহ্মা নামে অভিহিত হৈল সেই জন। রক্তিম বরণ তারে করিনু তখন ॥ রাজসের পাশে শেষে গমন করিলে। নয়ন মুদিয়া সেই রহিল সলিলে ॥ তাহা দেখি সত্ত্বমূর্ত্তি করিনু তাহায়। বিষ্ণু নামে অভিহিত হইলেন ধরায় ॥ অন্তর্যামী সর্ব্বভূত হৈল সেই জন। তা হতে সাত্ত্বিকী সৃষ্টি হইল ঘটন ॥ অবশেষে সত্ত্ব রজ তম তিন গুণে। সংহারক করি দেব তোমা পঞ্চাননে ॥ সংহারকারিণী সৃষ্টি ইহারেই কয়। সত্ত্বেতে সাত্ত্বিকী সৃষ্টি জানিবে নিশ্চয় ॥ রজোগুণে রাজসিকী ওহে

ত্রিনয়ন। একমাত্র আমা হতে সকলি সৃজন॥ রাজসী সৃষ্টির কর্ত্তা ব্রহ্মা মহাশয়। সাত্ত্বিকীর প্রভু বিষ্ণু যিনি দয়াময়॥ আমা হতে দ্বিধা হয় পুরুষ প্রধান। জীবাত্মা পরাত্মা এই আছে অভিধান॥ আমি যে প্রকৃতি হই ত্রিবিধ আকার। মায়া বিদ্যা ও পরমা তিন নাম যার॥ তিন গুণে সুশোভিত আমি অনুক্ষণ। তোমাকে আশ্রয় করি আছি পঞ্চানন॥ কিন্তু অংশরূপে ব্রহ্মা বিষ্ণু দোঁহাকারে। আশ্রয় করিয়া আছি জানিবে অন্তরে॥ লক্ষ্মী সরস্বতী আর সাবিত্র্যাদি করি। সকলি আমার অংশ ওহে দৈত্য-অরি॥ তব প্রীতি হেতু আমি দক্ষের আগারে। জনম ধরিনু দেব সতীর আকারে॥ আমা হতে সূক্ষ্ম যেই সে মূল প্রকৃতি। কহিনু নিগূঢ় তত্ত্ব ওহে পশুপতি॥ দশ দেবী মূর্ত্তি যাহা হেরিছ নয়নে। মহাবিদ্যা বলি খ্যাত কহি তব স্থানে॥ দশ জনে দশ নাম করেন ধারণ। দশ নাম শুন এবে ওহে পঞ্চানন॥ কালী তারা ধূমাবতী ভুবন-ঈশ্বরী। ষোড়শী ভৈরবী বগলামুখী সুন্দরী॥ মাতঙ্গী ও ছিন্নমস্তা এই দশ জন। দশ মহাবিদ্যা এই ওহে ত্রিনয়ন॥ দেবীর এতেক বাক্য শুনি শূলপাণি। জিজ্ঞাসা করেন পুন ওগো দাক্ষায়ণী॥ দশদিকে দশ মূর্ত্তি করি নিরীক্ষণ। মহাবিদ্যা বলি খ্যাত করিনু শ্রবণ॥ কার কোন নাম হয় ওগো ভগবতি। বিবরিয়া বল তাহা করি অবগতি॥ হরের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। ভগবতী দাক্ষায়ণী কহেন তখন॥ শুনহ সকল কথা ওহে পঞ্চানন। পুরোভাগে যারে তুমি করিছ দর্শন॥ শ্যামলবরণা দেবী সুরূপরূপিণী। শোভিতেছে যেই দেবী ওহে শূলপাণি॥ কালী দেবী হন ইনি ওগো মহেশ্বর॥ ছিন্নমস্তা দক্ষিণেতে হেরহ শঙ্কর॥ সুকালবর্ণা যাঁরে হেরিছ গগনে। তারা দেবী হন ইনি কহি তব স্থানে॥ ভুবন ঈশ্বরী দেব বামে সুশোভন। পশ্চাতে বগলামুখী ওহে পঞ্চানন॥ নৈঋতে হেরহ দেব শোভিছে সুন্দরী। ঈশানে ষোড়শী দেবী ওহে পুর-অরি॥ বায়ুকোণে মাতঙ্গীরে করহ দর্শন। অগ্নিকোণে ধূমাবতী সুশোভিতা হন॥ তোমার শরীরে আমি ভৈরবীরূপিণী। দশ মহাবিদ্যা এই ওহে শূলপাণি॥ তব দ্বেষ করে পিতা দক্ষ মহামতি। যদ্যপি বাসনা কর ওহে পশুপতি॥ এই সব বিদ্যাবলে অতি কুতূহলে। সমস্ত পিতারে আমি বিনাশিব হেলে॥ এই সব মহাবিদ্যা বিমুক্তিদায়িনী। ইহাঁদের আরাধনা কর শূলপাণি॥ মারণোচ্চাটন ক্ষোভ মোহন দ্রাবণ। স্তম্ভন সংহার বশীকরণ জৃম্ভণ। যাহা তব বাঞ্ছা হয় ওহে মহেশ্বর। এই সব বিদ্যাবলে সেই সব কর॥ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে যাহা পঞ্চানন। সকল করিনু আমি তোমারে বর্ণন॥ মনে মনে ক্ষুণ্ণ নাহি হও কদাচন। আমার বচনে মন কর নিয়োজন॥ দশমহাবিদ্যাতত্ত্ব গোপনীয় হয়। প্রকাশ না কর কভু ওহে দয়াময়॥ দিব্যজ্ঞানে মোরে তুমি করহ দর্শন। জগদম্বা মোরে বলি জান ত্রিনয়ন॥ মম আরাধনা কর ওহে মহেশ্বর। জগত

ওগো সুরেশ্বরি। যাহা ইচ্ছা কর তাহা নিষেধ না কার॥ মুক্তকেশা কালী দেবী জলদ-বরণী। শঙ্করের বাক্য শুনি চলেন তখনি॥ চারি নাহু [illegible] গগন উপরে। ব্যাঘ্রচর্ম্ম কটিতটে কেবা শোভা ধরে॥ পীনোন্নত-পয়োধরা উজ্জ্বল-নয়নী। পবন গতিতে দেবী চলেন তখনি॥ সার হতে সার [illegible] পুরাণ। শুনিলে অন্তিমে হয় দিব্যলোকে স্থান॥

সপ্তম অধ্যায়।

পিত্রালয়ে কালীবেশে সতীর উপস্থিতি, দক্ষের জামাতৃ-নিন্দন ও পতিনিন্দা শ্রবণে সতীর দেহত্যাগ।

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

জৈমিনিরে সম্বোধিয়া শুক মহামতি। কহিলেন শুন [illegible] দক্ষের আলয়ে সতী করিলে গমন। পরম আনন্দে মত্ত হৈল [illegible]॥ [illegible] মুখ্যা আদি নগরের জন। নিজ নিজ কার্য্য সবে নিয়া [illegible]॥ [illegible] দেখিতে আসে দক্ষের আগারে। সতীরে হেরিয়া সবে হরিষ অন্তরে॥ [illegible] য়ণী দক্ষগৃহে করি আগমন। অন্তঃপুরে প্রবেশিল মাতার সদন॥ [illegible] পরে মাতা কন্যারে পাইয়া। নিজ ক্রোড়ে নিল দেবী আনন্দে ভাসিয়া॥ [illegible] বদনে হা বদনে বলি করেন রোদন। নেত্রজলে নিজ অঙ্গ করেন [illegible] কন্যারে সম্বোধি কহে শুন গো জননি। দেবদেব শিব হন পতি যাঁর স্বামী আমাদিগে শোকহ্রদে করি নিমগন। সুখে ছিলে ওগো বাছা লয়ে পতিধন এবে শোক নাশ হৈল তোমারে পাইয়ে। সর্ব্বথা আনন্দ আজি জন্মিল হৃদয়ে শিবে দ্বেষ করি তব পিতা মূঢ়মতি। করিল যজ্ঞের সূত্র শুন ওগো সতী॥ [illegible] করিলেন মহেশ্বরে যজ্ঞে নিমন্ত্রণ। তোমারে আনিলু নাহি আপন ভবন নিশিতে দুঃস্বপ্ন আজি হেরিয়াছি আমি। শুন শুন সেই কথা প্রাণের নন্দিনী স্কন্ধহীন হয়ে দক্ষ যিনি প্রজাপতি। মূত্রকুণ্ডতটে তিনি করিছেন স্থিতি বিকট রাক্ষসগণ নাচিতে নাচিতে। আসিতেছে ভীমবেগে তাঁহারে খাইতে

কেহ নাচে কেহ হাসে রক্ত করে পান। অট্টহাস করে কেহ কেহ করে গান॥ দক্ষের মস্তক কেহ করিয়া ছেদন। কন্দুক করিয়া ক্রীড়া করে ঘন ঘন॥ ভূত প্রেত পিশাচাদি কত অগণন। দক্ষে প্রদক্ষিণ করি করিছে নর্ত্তন॥ হাসিতে হাসিতে কেহ প্রদক্ষিণ করে। দেখিতেছি মোরা সবে থাকিয়া নগরে॥ ব্যাকুল হইয়া সবে করিছি রোদন। নিবৃত্তি হৃদয়ে নাহি হতেছে তখন॥ অকস্মাৎ আবির্ভূত অপূর্ব্ব ললনা। নিবিড় জলদ সম শ্যামলবরণা॥ সূর্য্যকোটি সম তেজ বর্ণিবারে নারি। অট্টহাস মুখে সদা দেবী দিগম্বরী॥ চারি ভুজ কিবা শোভে নবীন যৌবনা। ভীষণ গর্জ্জন করি আসে ত্রিনয়না॥ দেবীকে হেরিয়া সব রাক্ষসাদিগণ। ভীত হয়ে সত্বরে করে পলায়ন॥ শরতে হেরিলে যথা [illegible] পলায়। দেবীরে দেখিয়া তারা সেইমত যায়॥ একাদশ রুদ্র ছিল মম [illegible] কাছে। দেবীরে হেরিয়া সেই গেল তার কাছে॥ জিজ্ঞাসা করিল তারে [illegible] সুন্দরি। কি হেতু এসেছ হেথা হও কার নারী॥ এতেক বচন শুনি [illegible]। কহিলেন আমি সতী দক্ষের নন্দিনী॥ করেছেন পিতা মোর [illegible]। [illegible] করিয়াছে সাধন॥ এই হেতু আমি হেথা [illegible]। তুমি কেবা [illegible] আমার সদন॥ হেন বাণী শুনি রুদ্র [illegible] তাহারে। আমি [illegible] সতী রহি এই পুরে॥ অন্য দশ রুদ্র সহ [illegible]। শিবের করি বাস সানন্দ হৃদয়ে॥ দক্ষকন্যা যদি হও শুন [illegible]। পুনর্জীবিত কর পিতারে এখন॥ রুদ্রের এতেক বাক্য শুনি শিবসতী। শিবেরে আনিল ত্বরাগতি এই পুরী॥ পুনশ্চ করিল দক্ষে জীবন প্রদান। ছাগমুণ্ড হৈল দক্ষ বিধির বিধান॥ তখন একান্তমনে দক্ষ প্রজাপতি। সন্তুষ্ট করিল শিবে করি বহু স্তুতি॥ কুবুদ্ধি হইল দূর সুমতি জন্মিল। শিব সতী পদে মতি নিয়ত রাখিল॥ দেখিতে দেখিতে আসে যত দেবগণ। বিধি ইন্দ্র [illegible] সনাতন॥ সকলে আসিয়া যজ্ঞ করে সমাপন। নিদ্রা স্বপনে যাহা করেছি দর্শন॥ শ্যামারূপে এলে বাছা আমার আলয়। [illegible] বুঝি অনুমান হয়॥ শিবনিন্দা-ফল পেয়ে দক্ষ প্রজাপতি। তবে তোমা দোঁহা-ভক্ত হবে অবগতি॥ চিরজীবী হও বাছা শুনহ বচন। আমারে ছাড়িয়া এবে না কর গমন॥ [illegible] যার সেই জন মহাসুখী হয়। সার্থক জীবন তার নাহিক সংশয়॥

মাতার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। দাক্ষায়ণী সবিনয়ে কহেন তখন॥ যা বলিলে ওগো মাতা, করিনু শ্রবণ। অনুমতি কর এবে করিতে গমন॥ পিতারে হেরিতে যাব যজ্ঞের আগারে। এত বলি মাতৃপদে নমস্কার করে॥ উচিত সম্মান পেয়ে মাতার সদন। জনক সকাশে দেবী করিল গমন॥ দেখিলেন যজ্ঞালয়ে দক্ষ প্রজাপতি। যজ্ঞেতে ব্যাপৃত থাকি করে অবস্থিতি॥ ভগ্নীগণে সেই স্থানে করেন দর্শন। পিতারে বেড়িয়া সবে হরিষে মগন॥ বষট

বিধিবশে প্রবঞ্চিত হয়েছ রাজন। শিবভক্তি বিধি নাহি করিল অর্পণ॥ শিবনিন্দা ফল নাহি লভহ যাবত। যতনে মহেশ্বরে সেবহ তাবত॥ শিবেরে করহ স্তব ওহে মহাশয়। আমার বচন যেন অন্যথা না হয়॥ সতীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। প্রজাপতি দক্ষ রায় কহেন তখন॥ পুনঃপুনঃ এক কথা কেন কহ আর। শিবস্তব মুখে নাহি আসিবে আমার॥ নিখিল বিশ্বেতে আছে যত যত জন। সবে ভিন্ন ভিন্ন-রুচি কহিনু বচন॥ পাপীয়সী কন্যা তুমি অতি [illegible]। দুর [illegible] দুরাশিকে [illegible] অন্তরে। তোমারে হেরিয়া মম মনের বেদন। দাবানল সম [illegible] হতেছে বর্দ্ধন॥ দক্ষের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। রোষবশে দাক্ষায়ণী কহেন বচন॥ ওরে দুষ্ট দক্ষ তোরে কি বলিব আর। [illegible] না হেরি পাপী সমান তোমার॥ শিবস্তব মুখে নাহি আসিবে বলিলে। [illegible] সেই মুখে॥ অবিলম্বে ছাগমুখ করহ ধারণ। শিবনিন্দা [illegible] করহ এখন॥ [illegible] ছাগসম হইবে তোমার। কভু নাহি [illegible] আমার [illegible] যেন নয়ন অন্তরে। শুন দুষ্ট সেই [illegible] নাহি আমি। তোমার [illegible] সেই দেহ করেছি ধারণ। সেই পাপ [illegible] যেমন। ছাগমুখ সেইক্ষণে হইল রাজন॥ [illegible] ছাগসম অমনি হইল। দেব ঋষি সবে হেরি বিস্ময় মানিল॥ সভা সহ সর্ব্বজন কাঁপে [illegible]। করাল মূরতি দেবী করেন ধারণ॥ ভীষণ কালিকা রূপ নিরখি সকলে। [illegible] থর থর কাঁপিছে অন্তরে॥ দেবীর বদনে হেরি [illegible] ভীষণ। কার সাধ্য মুখ পানে করে দরশন॥ দেবীর মূরতি হেরি কাঁপিল সংসার। স্তম্ভিত হইয়া রহে কি বলিব আর॥ কেহ নাহি কোন কথা বলিবারে পারে। নিবারণ করে হেন নাহি দেখি কারে॥ চারিদিকে হাহাকার করে সর্ব্বজন। সতীরে না হেরি সবে বিস্ময়ে মগন॥ অকস্মাৎ [illegible] করি প্রজাপতি। যেমন বলিতে যায় কোথা মাগো সতী॥ অমনি ছাগের রব কণ্ঠে বাহিরায়। নিরখি সভার লোক ব্যাকুলিত কায়॥ [illegible] দশদিকে গগন উপরে। সতী সতী বলে সবে ব্যাকুল অন্তরে॥ কেহ বলে কোথা সতী করিল গমন। কেহ বলে সতী দেবী হয় কোন জন॥ এইরূপে নানা কথা নানা জনে কয়। কোলাহলে পূর্ণ হৈল দক্ষের আলয়॥ এদিকে শিবের নারী দেবী দাক্ষায়ণী। দেহ ত্যাজি দক্ষ-ঘর ছাড়িয়া তখনি॥ অবিলম্বে হিমালয়ে করিল গমন। দুর্গম কানন সেই বিদিত ভুবন॥ ছিন্নারূপে দাক্ষায়ণী সানন্দ অন্তরে। বিরাজ করেন সদা পর্ব্বত আগারে॥ এদিকেতে দক্ষরাজ স্থিরচিত্ত হয়ে। পুন যজ্ঞ আরম্ভিল সভাগণ লয়ে॥ কিন্তু তাহে কভু মনে সুখ নাহি হয়। ছাগমুখ ধরি দক্ষ ব্যথিত হৃদয়॥ ছাগমুখ দক্ষবদনে করি দরশন। অনুতাপ করে কেহ কাঁদে

কোন জন ॥ কেহ হাসে উপহাস কেহ কেহ করে। কেহ বলে কিবা শক্তি দাক্ষায়ণী ধরে ॥ কেহ বলে শিবনিন্দা করিল যেমন। হাতে হাতে তার ফল লভিল তেমন ॥ কেহ বলে কোথা সতী গেল দাক্ষায়ণী। কেহ বলে গেছে যথা পতি শূলপাণি ॥ অন্তঃপুরে দক্ষ রাণী ভাবে মনে মন। আদিমা প্রকৃতি নহে হবে অন্য জন ॥ মম পুত্রী নাহি কভু দাক্ষায়ণী হয়। ঘুচিল মনের ধন্ধ নাহিক সংশয় ॥

অষ্টম অধ্যায়।

দক্ষযজ্ঞ-ধ্বংস।

ব্রহ্মণা প্রেষিতো দেব নারদো মুনিপুঙ্গবঃ।
সতীদেহপরিত্যাগং শম্ভুনাগত্য চাব্রবীৎ।
দেবদেব মহাদেব ত্রিলোচন মনোহর হে।
দক্ষালয়ে ত্বয়া দেবী সতী দেহং জহৌ প্রভো।
দক্ষশ্ছাগমুখো ভূত্বা ছাগশব্দেন বৈ রুদন্।
সতী সতীতি ব্যাক্ষিপ্য পুনর্যজ্ঞে মনো দধৌ।
দক্ষ প্রজাপতের্বাটীং যত্র দেহং সতী জহৌ।
ত্বয়া ত্যাগমনো দক্ষো যদি স্যাৎ নিন্দয়েৎ পুনঃ।
তদা যজ্ঞস্য দক্ষস্য নাশমিষ্যসি সর্ব্বথা ॥

জৈমিনিকে সম্বোধিয়া শুক মহামতি। কহিলেন শুন পরে অপূর্ব্ব ভারতী ॥ দেব-ঋষি নারদেরে করি সম্বোধন। শিবের নিকটে ব্রহ্মা করিল প্রেরণ ॥ ব্রহ্মার আদেশে সেই দেব-ঋষিবর। অবিলম্বে চলি গেল কৈলাস নগর ॥ শম্ভুর নিকটে পরে করিয়া গমন। সতী-দেহ-পরিত্যাগ করে নিবেদন ॥ ওহে দেব মহাদেব করি নমস্কার। শরীর ত্যজিল সতী দক্ষের আগার ॥ তব নিন্দা বহু কৈল দক্ষ প্রজাপতি। তাহা শুনি রোষভরে দাক্ষায়ণী সতী ॥ দক্ষ-রাজে অভিশাপ করিয়া অর্পণ। রূপবতী নিজ দেহ দিল বিসর্জ্জন ॥ অভি-শাপে ছাগমুখ দক্ষরাজ হয়। ছাগ সম রব করি যত কথা কয় ॥ বিলাপ করিয়া সদা সতীর কারণে। পুনঃ যজ্ঞে দিল মন কহি তব স্থানে ॥ নারদের মুখে হেন করিয়া শ্রবণ। শোকভরে মহাদেব করেন রোদন ॥ বহুধা বিলাপ করি দেবদেব হর। নারদেরে সম্বোধিয়া কহে তার পর ॥ শুন বৎস দেব-ঋষি আমার বচন। এবে কি উপায় করি বলহ এখন ॥ শরীর ত্যজিল সতী ওহে ঋষিবর। একান্ত ব্যাকুল মম ভাবিয়া অন্তর ॥ শিবেরে কাতর হেরি নারদ

তখন। কহিলেন শুন বলি ওহে পঞ্চানন॥ চিন্তা ত্যজি ধৈর্য্য ধর আপন অন্তরে। সতীরে পাইবে পুনঃ কহিনু তোমারে॥ সতী দেবী নিরন্তর জানিবে তোমার। তুমি সদা সতীপ্রিয় ওহে গুণাধার॥ এখন আমার বাক্য করহ শ্রবণ। অবিলম্বে যাহ দেব দক্ষের ভবন॥ তথা গিয়া জ্ঞাত হও দক্ষের চরিত। কি করিছে প্রজাপতি জানিবে নিশ্চিত॥ সত্য কি না দক্ষ ধরে ছাগের বদন। সত্য কিম্বা মিথ্যা হয় সতীর মরণ॥ তুমি গেলে দক্ষপুরে তোমার গোচরে। ছাগমুখে দক্ষ যদি তব নিন্দা করে॥ যজ্ঞ সহ দক্ষে তবে নাশিবে তখন। মম যুক্তি এই হয় ওহে পঞ্চানন॥ একাদশ রুদ্র আছে দক্ষের আগারে। তাদের একের মূর্ত্তি অবিলম্বে ধরে॥ যাহ শীঘ্র দক্ষপুরে ওহে পঞ্চানন। কহিলাম মম যুক্তি তোমার সদন॥ ঋষির এতেক বাক্য শুনি মহেশ্বর। মিষ্টভাবে নারদেরে করেন উত্তর॥ আমার বচন শুন ব্রহ্মার নন্দন। অবিলম্বে যাব আমি দক্ষের ভবন॥ যথা ইচ্ছা যাহ তুমি ওহে ঋষিবর। এত বলি মৌনভাবে রহে মহেশ্বর॥ এইরূপে নিজ মনে মনেতে বিচারি। ভীষণ বিকট মূর্ত্তি ধরে পুর-অরি॥ ভীষণ রুদ্রের মূর্ত্তি করিয়া ধারণ। ধীরে ধীরে পদব্রজে করেন গমন॥ সুদীর্ঘ ললাটে শোভে ভস্মবিলেপন। জটাজুট শোভে শিরে অরুণ-বরণ॥ শশধর-কলা শোভে কেশের মাঝে। মুণ্ডমালা অট্টহাস বদনে বিরাজে॥ ঘোর শ্বাস নাসা হতে ঘন ঘন বয়। অস্থিমালা শোভে গলে দেখি লাগে ভয়॥ নাগযজ্ঞ উপবীত শোভে কলেবরে। ভয়ঙ্কর কালদণ্ড শোভে বামকরে॥ বামহস্তে কালদণ্ড ধরি মহেশ্বর। রৌদ্রবর্ণ রাখিয়াছে স্কন্ধের উপর॥ দক্ষকরে ভিক্ষাপাত্র কিবা শোভা পায়। গজাজিন কটিতটে মরি কিবা তায়॥ দীর্ঘজানু দীর্ঘজঙ্ঘা সুদীর্ঘ চরণ। মহাবেগে শিব যান দক্ষের ভবন॥ পদভরে ঘন ঘন কাঁপে বসুমতী। দক্ষালয়ে উপনীত হন পশুপতি॥ তাঁহার দারুণ মূর্ত্তি করি দরশন। ভীত হয়ে লোক সবে করে পলায়ন॥ পশু-পতি থাকি যজ্ঞশালার বাহিরে। দক্ষরাজে ডাকি দেব কহে উচ্চৈঃস্বরে॥ শুন শুন দক্ষরাজ আমার বচন। ভিক্ষা হেতু আমি ভিক্ষা করহ অর্পণ॥ মহাঘোর শব্দ শুনি যত বিপ্রগণ। হীনবল সুশিথিল হৈল সেইক্ষণ॥ ছাগমুখে সঙ্কে-তেতে দক্ষ মতিমান। কহিলেন কিছু ভিক্ষা করহ প্রদান॥ দক্ষের আদেশ শুনি যায় এক জন। গৃহের বাহিরে গিয়া করে দরশন॥ ভীষণ আকার ভিক্ষু করিছে ধারণ। তাহা দেখি মিষ্টভাবে কহিল তখন॥ কিবা চাহ কেবা তুমি ওহে ভিক্ষুবর। দর্পিত সমান তব হেরি কলেবর॥ ভিক্ষুজনে হেনরূপ কভু নাহি হয়। ভিক্ষুকে রহিবে সদা নম্রতা বিনয়॥ এতেক বচন শুনি দেব পশু-পতি। কহিলেন শুন শুন ওহে মহামতি॥ ভিক্ষার্থী বটে হে আমি রুদ্র মম নাম। স্বভাবতঃ উগ্র আমি ওহে মতিমান॥ সতী ভিক্ষা করি আমি শুনহ বচন। তুমি দিতে পার কিহে সেই সতীধন॥ নৈলে কেবা দিতে পারে বলহ আমায়।

ত্বরা করি যাব আমি সে জন সবার॥ ভীষণ লোচন তিন করিয়া ঘূর্ণন। মহাদেব এইরূপ কহেন বচন॥ এতেক বচন শুনি দক্ষ-অনুচর। মিষ্টভাবে মহেশ্বরে করিল উত্তর॥ দক্ষরাজ রহিয়াছে যজ্ঞের আগারে। সতী ভিক্ষা কর গিয়া তাঁহার গোচরে॥ এত বলি সেই লোক করিল গমন। যজ্ঞগৃহে প্রবেশিল দেব পঞ্চানন॥ অসঙ্কোচে প্রবেশিল নাহি কোন ভয়। সতী-শোকে নিরন্তর দহিছে হৃদয়॥ রুদ্রদেবে দক্ষরাজ করিয়া দর্শন। মহাক্রুদ্ধ হন ওষ্ঠ কাঁপে ঘন ঘন॥ সবারে সম্বোধি কহে দক্ষ প্রজাপতি। এই রুদ্র সতীচোর নাম পশুপতি॥ দূরীকৃত কর এরে বচনে আমার। অর্পিল কলঙ্ক মম কুলে দুরাচার॥ দক্ষের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। গম্ভীর স্বরেতে রুদ্র কহেন তখন॥ কি বলিছ ছাগমুখে ওহে দক্ষরায়। অস্পষ্ট বচন কিছু বুঝা নাহি যায়॥ পরম সুন্দরী শ্যামা সতী দাক্ষায়ণী। কোথা গেল দেহ তারে ওহে নৃপমণি॥ নতুবা যজ্ঞের সহ তোমারে অচিরে। বিনাশ করিব আমি সবার গোচরে॥ এত বলি তিন নেত্র ঘন ঘন ঘুরে। হেরিয়া সকলে ভয়ে পলাইল দূরে॥ দেবর্ষি কিন্নর নর ভয়ার্ত্ত-হৃদয়ে। দ্রুতপদে তথা হতে চলিল পলায়ে॥ তাহা দেখি দেবদেব শিব পঞ্চানন। অনায়াসে হস্তে সবে করেন ধারণ॥ সবার কেশেতে ধরি দেবদেব হর। দাঁড়ায়ে রহেন চাহি দক্ষের উপর॥ রুদ্রহস্তে কেশবদ্ধ হইয়া সকলে। চিত্রবৎ স্তব্ধভাবে রহে সেই স্থলে॥ দক্ষরাজ ছাগরবে করি সম্বোধন। একাদশ রুদ্রগণে ডাকেন তখন॥ তাঁহার আহ্বান শুনি রুদ্রেরা সকলে। নির্ভয়ে আসিল তথা অতি কুতূহলে॥ আসিয়া সম্মুখে হেরে রুদ্রের ঈশ্বর। রুদ্রমূর্ত্তি ধরি দেব দেবদেব হর॥ সহাস্য বদন মরি কিবা শোভা পায়। আরক্ত লোচন শোভে মরি কিবা তায়॥ কলহ দক্ষের সহ করে পঞ্চানন। এইরূপে সমবেত হৈল রুদ্রগণ॥ মহারুদ্র শিব দক্ষে করি সম্বোধন। কহিলেন শুন দক্ষ আমার বচন॥ জীবনে বাসনা যদি থাকে হে তোমার। ত্বরিতে সতীরে আনি দেহ ত আমার॥ দিবে কি না দিবে বল বিলম্ব না সয়। মৃত্যুবাঞ্ছা কর যদি কহ মহাশয়॥ দেবের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। তখনি পাইল দক্ষ মানুষ বচন॥ মানুষ সমান রবে কহিতে লাগিল। ক্রোধে রক্তবর্ণ চক্ষু ছাগমুখে হৈল॥ সতী মম কন্যা বটে শুনহ শঙ্কর। সম্প্রদান করি নাই ওহে দিগম্বর॥ কিরূপে তাহারে এবে করিব অর্পণ। শুনরে দুরাত্মা শিব সবার অধম॥ স্বেচ্ছাবশে সতী যবে করয়ে বরণ। মৃতা বলি তারে আমি জেনেছি তখন॥ অধুনা আমার গৃহে আসি দাক্ষায়ণী। ত্যজিয়াছে নিজ তনু ওহে শূলপাণি॥ প্রেতস্থলে কর গিয়া তারে অন্বেষণ। এ নহে শ্মশান-ভূমি ওহে পঞ্চানন॥ আমিও নহিক কভু প্রেতের ঈশ্বর। কহিলাম স্পষ্ট কথা ওহে দিগম্বর॥ অনাহূত হয়ে কেন পরের আগারে। আসিয়াছ ওরে শিব কহ ত আমারে॥ বৃথা বিঘ্ন নাহি কর হেথা

আচরণ। ত্বরিতে এস্থান হতে করহ গমন॥ দক্ষের এতেক বাক্য শুনিয়া শঙ্কর। থর থর কাঁপে অঙ্গ সক্রোধ অন্তর॥ বীরভদ্র রূপ দেব ধরেন তখন। ঘন ঘন শ্বাস ছাড়ে আর রুদ্রগণ॥ তাহারাও বহু বীর করে উৎপাদন। বিকট আকার সবে ঘূর্ণিত লোচন॥ যত বীর জন্মি সবে রহে করযোড়ে। "কি করিব কর আজ্ঞা" বলিল শঙ্করে॥ অমনি আদেশ দেন দেব পঞ্চানন। নাশ নাশ শীঘ্র যজ্ঞ কর বিনাশন॥ আজ্ঞামাত্র সুদুর্জ্জয় যত বীরগণ। প্রবৃত্ত হইল যজ্ঞ নাশিতে তখন॥ মূত্র ত্যজি যজ্ঞকুণ্ড ভাসাইয়া দিল। কেশে ধরি দক্ষরাজে পীড়িতে লাগিল॥ দেবগণ হৈল ছিন্ন-ভিন্ন-কলেবর। প্রাণমাত্র অবশিষ্ট রহিল সকল॥ মহামর্দ্দ হেরি সবে আকুল অন্তরে। উচ্চনাদে ঘোরতর আর্ত্তনাদ করে॥ পলাইয়া যায় কেহ লইয়া জীবন। হুলস্থূল পড়ি গেল দক্ষের ভবন॥ বিপ্রগণ ম্লানমুখে ব্যাকুল অন্তরে। "আমি বিপ্র আমি বিপ্র" এই কথা বলে॥ বিপ্র দেখি তারে ত্যাগ করে পঞ্চানন। প্রাণ লয়ে বিপ্রগণ করে পলায়ন॥ বীরভদ্র-রূপধারী নিজে মহেশ্বর। দক্ষের মস্তক কাটি ফেলে ভূমিতল॥ গিরিশৃঙ্গ সম শির পড়িয়া ভূতলে। ধূলিতে লুণ্ঠিত হয় হেরিছে সকলে॥ অবশেষে অন্তঃপুরে করিয়া গমন। নারীগণে বিনাশিত করে পঞ্চানন॥ এইরূপে দক্ষযজ্ঞ করিয়া বিনাশ। তবে ক্ষান্ত হন দেব কৈলাস-নিবাস॥ প্রসূতিরে হেরি শিব কতিপরিমাণে। শান্তভাব অবলম্বি রহে সেই স্থানে॥ দক্ষপ্রিয়া শান্তভাব করি দরশন। দিব্যজ্ঞানে শিবতত্ত্ব জানিয়া তখন॥ বিশুদ্ধ বচনে স্তব করিতে লাগিল। দিব্যজ্ঞানে হৃদিমাঝে ভক্তি উপজিল॥ নমো নম কৈলাসেশ তোমার চরণে। অভয় চরণ তব বিদিত ভুবনে॥ তব পদ কৃপাবশে ইষ্টসিদ্ধি হয়। যে পদ স্মরয়ে সদা অমর-নিচয়॥ সুরাসুর কিন্নরাদি যত কেহ আছে। দিবা নিশি তব পদ ভাবে হৃদিমাঝে। তুমি শিব তুমি হর স্মর-বিনাশন। তোমা হতে ভবভয় করে পলায়ন॥ উত্তম উত্তম তুমি ঈশ মহেশ্বর। ত্রিলোচন পঞ্চানন শশাঙ্ক শেখর॥ শশধর রবি বহ্নি এই তিন জন। তোমার লোচন তিন ওহে পঞ্চানন॥ শত ইন্দু সম তেজ আহা কিবা মরি। কোটি সূর্য্য যিনি প্রভা ওহে ত্রিপুরারি॥ কে বুঝিবে তব তত্ত্ব ওহে মায়াময়। ত্রিগুণ ধরিয়া তুমি ব্যাপ্ত বিশ্বময়॥ কোটি কোটি বিশ্ব হেরি তোমার শরীরে। এই ভিক্ষা থাক দেব হৃদয় মাঝারে॥ তব প্রিয়া সে প্রকৃতি সতীরূপ ধরে। জনম লভিল আসি আমার উদরে॥ ইথে অনুগ্রহ-দৃষ্টি হয়েছে আমারে। অধিক বলিব কিবা তোমার গোচরে॥ প্রজাপতি তব নিন্দা করিয়া বদনে। পেয়েছে উচিত ফল সবার সদনে॥ তব হস্তে শিরশ্ছেদ হয়েছে যখন। তখনি হয়েছে দক্ষ সার্থক-জীবন॥ এখন করুণা কর তাহার উপরে। ভজনা করুক দক্ষ নিয়ত তোমারে॥ সুমতি হউক তার তোমার উপর। করুক চরণচিন্তা হৃদে

নিরন্তর॥ সম্বর ভীষণ মূর্ত্তি ওহে পঞ্চানন। সুচারু শরীর দেব করহ ধারণ॥

প্রসূতির স্তবে তুষ্ট হয়ে পঞ্চানন। তখনি সুচারু রূপ করেন ধারণ॥ স্তব শুনি সুপ্রসন্ন হৈল উমাপতি। অবিলম্বে ধরে দেব মোহন মূরতি॥ দেখিতে দেখিতে ব্রহ্মা মরাল বাহনে। উপনীত হন আসি শিবের সদনে॥ গরুড় বাহনে বিষ্ণু করে আগমন। তিন মূর্ত্তি এক স্থানে অতি সুশোভন॥ সম্বোধিয়া বৃষধ্বজে কহে নারায়ণ। শুন শুন মম বাক্য ওহে পঞ্চানন॥ অপরাধ মত শাস্তি দিয়াছ দক্ষেরে। এবে শান্তি অবলম্ব আপন অন্তরে॥ ছিন্ন-ভিন্ন-অঙ্গ হের দেবতা সকল। পূর্ব্বমত কর সবে ওহে মহেশ্বর॥ দক্ষেরে পুনশ্চ কর জীবন প্রদান। ধরায় শাশ্বতী কীর্ত্তি রবে বিদ্যমান॥ তব স্তব নিরন্তর গাবে সুরগণ। দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস কীর্ত্তি রটিবে ভুবন॥ বিষ্ণুর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। প্রীতচিত্তে কহে তবে দেব পঞ্চানন॥ পূর্ব্বমত দেবগণ হউক সকলে। মম অপমান যেন কেহ নাহি করে॥ অন্য এক পশু-শির করি আনয়ন। দক্ষের স্কন্ধেতে তাহা করহ যোজন॥ নিষ্পাপ হউক দক্ষ আমার বচন। এত বলি মৌনভাব ধরে পঞ্চানন॥ রুদ্রের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। ব্রহ্মা বিষ্ণু দোঁহা আজ্ঞা লইয়া তখন॥ ছাগমুণ্ড আনি এক অতীব ত্বরায়। জুড়িয়া দিলেক নন্দী দক্ষের মাথায়॥ দক্ষরাজা পূর্ব্বমত পাইয়া চেতন। হরি হর ব্রহ্মা তিনে করে দরশন॥ হেরিয়া অদ্ভুত শোভা বিস্ময়ে ডুবিল। তখনি তাহার চিত্তে জ্ঞান উপজিল॥ হেরিল সম্মুখে শোভে দেব পঞ্চানন। কোটি চন্দ্র সম কান্তি ভালে ত্রিনয়ন॥ ত্রিশূল ডমরু করে কিবা শোভা পায়। স্বর্ণ আভরণ মরি কিবা শোভে গায়॥ অণিমাদি সিদ্ধিগণ নিজ মূর্ত্তি ধরি। করিতেছে উপাসনা চারিদিকে বেড়ি॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু দোঁহে মাঝে করি অবস্থান। বিরাজিছে মহেশ্বর তেজের নিধান॥ এইরূপে মহেশ্বরে করি দরশন। স্তব হেতু দক্ষরাজা করিল উদ্যম॥ কিন্তু হের কিবা-শ্চর্য্য বিধির ঘটন। কথা কহিবার শক্তি না হৈল তখন॥ তাহা দেখি ব্রহ্মা বিষ্ণু করি সম্বোধন। দক্ষেরে কহেন শুন ওহে বিচক্ষণ॥ নিত্য নিরঞ্জন দেবদেব মহেশ্বর। ভাগ্যবলে করিতেছ প্রত্যক্ষে গোচর॥ যাহা কিছু অপরাধ করিয়াছ তুমি। সকলি ক্ষমিল এবে দেব শূলপাণি॥ এখন মোদের বাক্য করহ শ্রবণ। প্রণমিয়া স্তবে তুষ্ট কর পঞ্চানন॥ অবিলম্বে মহাতুষ্ট হবে দিগম্বর। স্বভাবত শিব নাম ধরে মহেশ্বর॥ যাহা কিছু অপরাধ করিয়াছ তুমি। কিছু নাহি মনে করে তাহে শূলপাণি॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু দোঁহা বাক্য করিয়া শ্রবণ। দক্ষরাজ বাক্যশক্তি লভিল তখন॥ আনন্দে প্রণাম করি দেব মহেশ্বরে। স্তুতিবাদ আরম্ভিল একান্ত অন্তরে॥ হরের বিচিত্র কথা পবিত্র কারণ। একান্ত অন্তরে শুনে যত সাধুগণ॥

নবম অধ্যায়।

দক্ষ কর্ত্তৃক শিবের স্তব, যজ্ঞসমাপ্তি ও দেবাদি সকলের প্রস্থান।

নমস্তে দেবদেবেশ সুরাসুরনমস্কৃত।
বিশ্বভাবন বিশ্বেশ তুভ্যং ভগবতে নমঃ।
আমাদিমাদিকর্ত্তারং বিধাতারং বিশ্বরক্ষকং।
পশবঃ কিং নু জানন্তি দক্ষোঽহং পশুঃ পরঃ॥

দেবের দেবতা তুমি বিশ্বের ভাবন। তোমারে বন্দনা করে সুরাসুরগণ॥ বিশ্বের ঈশ্বর তুমি ওহে দয়াধার। তোমার চরণে আমি করি নমস্কার॥ তুমি আদি তুমি কর্ত্তা বিশ্বের পালক। দুষ্টের দমন তুমি শিষ্টের রক্ষক॥ তব তত্ত্ব পশুগণ কভু নাহি জানে। পশু সম আমি দক্ষ কহি তব স্থানে॥ তোমার পরম তত্ত্ব না জানিনু আমি। বৃথায় জীবন মম ওহে শূলপাণি॥ সকলের আত্মা তুমি তুমি মাত্র গতি। তুমি ভব ভগবান সকলের আদি॥ ভব-ভয় তোমা হতে বিদূরিত হয়। অনন্ত অনাদি তুমি নাহিক সংশয়॥ পুরাণ পুরুষ তুমি শিবনামধারী। সনাতন মহাভাগ ওহে ত্রিপুরারি॥ ক্ষমাশীল আশু-তোষ করুণা-সাগর। কমনীয় প্রজাপতি শান্ত-কলেবর॥ পূর্ণানন্দ বিশ্ববন্ধু বিশ্বের ঈশ্বর। আনন্দ স্বরূপ তুমি পরম ঈশ্বর॥ তুমি কাল বিশ্বরূপ কালিকার পতি। সতীনাথ সতীবন্ধু অগতির গতি॥ তোমা হতে এই বিশ্ব হয়েছে উদ্ভব। প্রসন্নাত্মা কামরূপী তুমি ওহে ভব॥ কালকর্ত্তা কালরূপী তুমি কলা-নিধি। কে বুঝিবে তব তত্ত্ব নাহিক অবধি॥ কামিনী নায়ক তুমি কমল-আনন। কালাগ্নি কৌতুকী কামী ওহে পঞ্চানন॥ কপর্দ্দী কূটস্থ তুমি কৈবল্য আত্মক। কামাগ্নি রুদ্রাত্মা তুমি কৌবেরধারক॥ কপালী তুমি গো দেব কালী-পরায়ণ। তব করে সুশোভিত কপাল ভূষণ। যজ্ঞকর্ত্তা যজনীয় তুমি যজ্ঞ-রূপী। শমনদমন যোগবেত্তা যোগরূপী॥ যোনিমালী যোনিদেব যন্ত্র-পরায়ণ। যশস্বী যজ্ঞের নাথ তুমি ত্রিনয়ন॥ পরম আনন্দমূর্ত্তি তুমি পুরয়িতা। পুণ্য-কীর্ত্তি পুণ্যশ্রুতি সকলের পাতা॥ তুমি পূর্ণ তুমি যমী তুমি শুদ্ধরূপী। পদ্ম-গন্ধ পদ্মহস্ত তুমি বিশ্বব্যাপী॥ তুমি পটু পটীয়ান তুমিই পবন। পরমার্থ-বেত্তা দেব তুমি বিচক্ষণ॥ গগন-নিবাসী তুমি গোপের ঈশ্বর। গৌরাঙ্গ গোপাল দেব গৌরশিরোধর॥ তুমি গুপ্ত তুমি গুরু গোলোক নিবাসী। তুমি গেয় গতিমান নাশ পাপরাশি॥ তুমি পিতা তুমি মাতা তুমি পিতামহ। তুমি

ক্ষণ তুমি দণ্ড তুমি নিশা অহ॥ গয়াসুর অরি তুমি সদ্বুদ্ধিপ্রদাতা। গণের অধিপ তুমি সুখমোক্ষদাতা॥ সত্ত্বরূপী সর্ব্বসাক্ষী দয়ার আধার। নিরঞ্জন নিরাকার তুমি নির্ব্বিকার॥ বিভূতি-ভূষিত দেব তুমি পঞ্চানন। প্রেতভূমি তব প্রিয় ওহে ত্রিনয়ন॥ প্রেতরূপী জীবরূপী তুমিই সকল। তুমি নিন্দ্য তুমি পূজ্য ওহে মহেশ্বর॥ তব নিন্দা ইতিপূর্ব্বে করিয়াছি আমি। সেই হেতু নিন্দারূপী হলে শূলপাণি॥ বেদগম্য বেদকর্ত্তা বেদবিদাম্বর। বেদবেদ্য তুমি নাথ খ্যাত চরাচর॥ তুমি বিষ্ণু তুমি ব্রহ্মা তুমি শশধর। তুমিই কশ্যপ দেব তুমি দিবা-কর॥ সুমতি কুমতি তুমি তুমি শাস্ত্রকার। অখিল বিশ্বের তুমি কেবল আধার॥ জৃম্ভণ মোহন তুমি আর আকর্ষণ। দ্রাবণ ক্ষোভণ তুমি ওহে পঞ্চানন॥ একা-দশ রুদ্র তুমি ওহে মহেশ্বর। যাহা হতে ভীত এই বিশ্ব চরাচর॥ পশু সম মূঢ় আমি নাহিক সংশয়। কিরূপে জানিব তোমা ওহে দয়াময়॥ অখিল জগৎ রহে যাঁহার উদরে। মূঢ় হয়ে কিরূপেতে জানিব তাঁহারে॥ মম যজ্ঞ নষ্ট করি ওহে দয়াময়। করিয়াছ সাধু কাজ নাহিক সংশয়॥ যেই কর্ম্মে নাহি হয় শিবের পূজন। বিফল করম সেই বুঝিনু এখন॥ এইরূপে স্তব করি দক্ষ প্রজাপতি। পুনঃপুনঃ ভূমে পড়ি করিল প্রণতি॥ দক্ষের ভকতি হেরি যত দেবগণ। অপার আনন্দ-নীরে হৈল নিমগন॥ পুনঃপুনঃ নতি করি দক্ষ মহা-শয়। স্তববাক্যে মহেশ্বরে পুনরায় কয়॥ তোমার চরণযুগে করি গো বন্দন। মৃত্যুভয় নাশে যারে করিলে চিন্তন॥ তব নাম ভবব্যাধি নাশিবার তরে। একমাত্র মহৌষধ কহিনু তোমারে॥ হে প্রভো দরিদ্রবন্ধো কৃপার সাগর। সর্ব্বাত্মাতে অধিষ্ঠিত আছ নিরন্তর॥ মনোবৃত্তি-সাক্ষী তুমি ওহে দয়াধার। তোমার চরণযুগে করি নমস্কার॥ অপরাধ যাহা কিছু হয়েছে আমার। ক্ষমা কর মহাদেব গুণের আধার॥ জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলে যত জীবগণ। শরীর ধারণ করে শ্রুতির বচন॥ জন্মবন্ধ নাশ হেতু তোমার চরণে। ভক্তিভরে নতি করি ঐকান্তিক মনে॥ অপরাধ যাহা কিছু হয়েছে আমার। ক্ষমা কর মহাদেব গুণের আধার॥ জীবের শরীর বৃথা নাহিক সংশয়। "আমি মম তব" আদি মোহবশে কয়॥ অহঙ্কার নাশ হেতু তোমার চরণে। নমস্কার করি দেব ভক্তি-যুত মনে॥ অপরাধ যাহা কিছু হয়েছে আমার। ক্ষমা কর মহাদেব গুণের আধার॥ কিবা বাক্য কিবা চক্ষু কর কি চরণ। কিবা জিহ্বা কিবা ত্বক অথবা শ্রবণ॥ সকলি তোমার জানি ওহে মহেশ্বর। পুনঃপুনঃ নতি করি চরণ উপর॥ অপরাধ যাহা কিছু হয়েছে আমার। ক্ষমা কর মহাদেব গুণের আধার॥ তুমি কাল তুমি দিক তুমিই গগন। তোমা ভিন্ন কোন বস্তু নাহি ত্রিভুবন॥ এ হেতু তোমারে নাথ করি নমস্কার। কৃপা করি অপরাধ ক্ষমহ আমার॥ স্বভাবত সদা পাপ দেহ ধরি হয়। কৃপা করি নাশ তাহা ওহে দয়াময়॥ তোমার চরণে প্রভু করি নমস্কার। কৃপা করি অপরাধ ক্ষমহ আমার॥ ক্ষম

কিম্বা নাহি ক্ষম ওহে কৃপাময়। তব পদে মতি যেন নিরন্তর রয়॥ জীবিতে মরণে কিম্বা জনম অন্তরে॥ একমাত্র তুমি গতি জানিনু অন্তরে॥ এত বলি ভূমে পড়ে দক্ষ মহামতি। নিজ হাতে তুলে তারে দেব পশুপতি॥ শিবদেহ স্পর্শে দক্ষ মহাসুখী হয়। আত্মারে কৃতার্থ বলি মানিল নিশ্চয়॥ মনে মনে হেন বোধ করে প্রজাপতি। নরক হইতে যেন পায় অব্যাহতি॥ ত্রৈলোক্য ঈশ্বর ভগবান মহেশ্বর। উদ্ধার করিল দক্ষে দয়ার সাগর॥ দক্ষরাজ শিবে আত্মা করিল অর্পণ। বৈরের নির্ব্বন্ধ কিবা কর দরশন॥ আজন্ম নিন্দিল দক্ষ দেব পঞ্চাননে। বারেক স্তবেতে মুক্তি লভিল সেক্ষণে॥ অতএব সযতনে ভজ মহেশ্বর। সংসার সাগরে ত্রাতা সেই দিগম্বর॥ যাহা কর যাহা খাও যাহা কর দান। হোম আদি কিম্বা কর তপস্যা বিধান॥ সকলি করহ বৎস শিবে সমর্পণ। পরম মঙ্গল লাভ শাস্ত্রের বচন॥ জীবন ত্যজিবে কিম্বা মস্তক কাটিবে। শিবে না পূজিয়া নাহি আহার করিবে॥ অনন্তর শুন বলি পরের ঘটন। শিবভক্তিযুত দক্ষে করি দরশন॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু দোঁহে তাঁরে করি সম্বোধন। প্রসন্ন বদনে কন মধুর বচন॥ শুন শুন প্রজাপতি কর অবগতি। যেই যজ্ঞ আরম্ভিলে ওহে মহামতি॥ দেবগণ-প্রীতি হেতু কর সম্পাদন। নির্ব্বিঘ্নে হউক তব যজ্ঞ সম্পূরণ॥ সেইরূপে যজ্ঞভাগ পাবে দেবগণ। পূর্ব্বেই করেছ তুমি তাহা নিরূপণ॥ দুইভাগ মাত্র স্থির না করিয়াছ তুমি। যাহা পাবে সতী আর দেব শূলপাণি॥ এ হেতু সে দুইভাগ কর নিরূপণ। শিবশিবা-মানহানি না হবে কখন॥ শেষভাগ দুই জনে যজ্ঞেতে অর্পিবে। ইহাদের মানহানি তাহে নাহি হবে॥ অদ্য হতে ইহা আমি করি নিরূপণ। সর্ব্বশেষে পাবে পূজা এই দুই জন॥ ইহার কারণ শুন ওহে মহাশয়। শিব শিবা দুই জন সর্ব্বদেবময়॥ দোঁহারে পূজিলে সর্ব্বদেব-পূজা হবে। এহেতু সবার আগে কভু না পূজিবে॥ সর্ব্বদেবে যথাবিধি করিয়া পূজন। অবশেষে এ উভয়ে করিবে অর্চ্চন॥ সর্ব্বদেবে সর্ব্ব আগে করিয়া পূজন। যদি নাহি করে শিব-শিবার অর্চ্চন॥ সে পূজা বিফল হবে কহিনু তোমারে। তব যজ্ঞ তার সাক্ষী প্রত্যক্ষে দেখিলে॥ সর্ব্বদেবে যথাবিধি করিয়া অর্চ্চন। শিব শিবা দুই জনে করিলে পূজন॥ কৃতার্থতা লাভ করে সেই সাধু নর। কহিলাম সার কথা তোমার গোচর॥ এই হেতু শিবপূজা করি সমাধান। না পূজিবে অন্য দেবে ওহে মতিমান॥ অতএব অন্য দেবে ত্যজিয়া সম্প্রতি। একমনে পূজা কর দেব পশুপতি॥ দুইভাগ যজ্ঞ শিব করিবে গ্রহণ। শিবেরে পূজহ সাধু হয়ে একমন॥ শিবশিবা পূজা মধ্যে শিবের পূজন। বিশেষ জানিবে উহা শাস্ত্রের বচন॥ শিবের করিলে পূজা শিবাপূজা হবে। এ হেতু করহ পূজা দেবদেব ভবে॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু দোঁহাকার শুনিয়া বচন। দক্ষরাজ করে সেইরূপ আয়োজন॥ বিধিমত ঋষিগণ সহিত মিলিয়ে। সমাপন করে যজ্ঞ আনন্দিত হয়ে॥

নিজ নিজ ভাগ পেয়ে যত দেবগণ। নিজ নিজ স্থানে সুখে করিল গমন ॥ অনন্তর ব্রহ্মা বিষ্ণু এই দুই জন। দক্ষকৃত পূজা দোঁহে করিয়া গ্রহণ ॥ দেব-গণ সহ যান নিজ নিজ পুরে। দেবঋষি সবে হৈল হরিষ অন্তরে ॥ ঋষিগণ আদি করি গন্ধর্ব্ব কিন্নর। যথাযোগ্য পূজা পেয়ে আনন্দ অন্তর ॥ নিজ নিজ স্থানে সবে করিল গমন। দক্ষরাজ মহা সুখে আনন্দে মগন ॥ বলিনু জৈমিনি ঋষি দক্ষযজ্ঞ কথা। শুনিলে জীবের ঘুচে অন্তরের ব্যথা। দক্ষকৃত শিবস্তব সতী-দেহ-ত্যাগ। বলিনু এ সব কথা ওহে মহাভাগ ॥ যেইরূপে দক্ষযজ্ঞ পুনঃ সিদ্ধ হয়। কহিনু সে সব কথা ওহে মহাশয় ॥ সমাহিতচিত্ত হয়ে যেই সাধু জন। ভক্তিভরে পড়ে কিম্বা করয়ে শ্রবণ ॥ সর্ব্বপাপে মুক্ত হয় সেই সাধু নর। দেহান্তে শিবত্ব পায় সেই গুণাকর ॥ শ্রাদ্ধকালে যেই জন করে অধ্য-য়ন। সন্ধ্যাকালে যেই সাধু করয়ে শ্রবণ ॥ অযুত অযুত বর্ষ তার পিতৃগণ। তার প্রতি তুষ্ট সবে রহে অনুক্ষণ ॥ যাত্রাতে বিবাদে কিম্বা পুত্রের সংস্কারে। পাঠিবেক এ অধ্যায় একান্ত অন্তরে ॥ ভক্তিপূত হয়ে কিম্বা করিবে শ্রবণ। হইবে অনন্ত ফল শাস্ত্রের বচন ॥ সাধুর নিকটে কিম্বা সুরধুনী-তীরে। অথবা বিরাজে শিবলিঙ্গ যেই স্থলে ॥ সেই স্থানে শুনে কিম্বা করে অধ্যয়ন। শিব-দেহধারী হয় অন্তিমে সে জন ॥

দশম অধ্যায়।

সতী-শোকে দক্ষ ও শিবের বিলাপ, সতীদেহ শিরোপরি ধারণপূর্ব্বক শিবের নৃত্য এবং বিষ্ণুকর্ত্তৃক সুদর্শন দ্বারা সতীদেহ কর্ত্তন।

গতেষু তেষু সর্ব্বেষু দেবর্ষিমানবাদিষু।
দক্ষোঽনুতেপে বহুশো হা সতীতি মুহুঃ স্মরন্ ।
ক্ব গতাসি মহাভাগে বৎসে সতি সুলোচনে।
ইত্যাদিমনুতাপং তং কুর্ব্বস্তং বৈ প্রজাপতিং।
ক্ব সতী ক্ব সতীত্যেবং জগাদ মুগ্ধবদ্ধরঃ।
উত্থায় চ ততঃ স্থানাদ্যযৌ স উত্তরামুখঃ।
সতী কালীতি কালীতি শব্দয়ন্ ভয়দং পরং।
দদর্শ তত্র সহসা দীপ্যমানাং সতীমপি।
বাহুভ্যাং তাং পরিষজ্য জগ্রাহ শিবসার্পিতাং ॥

জৈমিনি শুকেরে কহে ওগো মহাশয়। তার পর হৈল কিবা কহ পরিচয় ॥ শিবেরে লঙ্ঘিয়া দক্ষ কি কাজ করিল। শুনিতে বাসনা বড়

হৃদয়ে জন্মিল॥ শুক কহে শুন শুন অপূর্ব্ব কথন। দেব ঋষি মানবাদি করিলে গমন॥ প্রসূতি সহিত দক্ষ বিমোহিত হয়ে। মনে মনে এই চিন্তা করিছে হৃদয়ে॥ কন্যা বিনা মম পুরী সকলি অসার। জামাতা না শোভে কভু শ্বশুর আগার॥ এত ভাবি দক্ষরাজ বিষণ্ণ অন্তরে। হা সতী হা সতী বলি অনুতাপ করে॥ ঘন ঘন শ্বাস বহে প্রবল পবন। কন্যাশোকে দক্ষরাজা করিছে রোদন॥ কোথা গেলে মহাভাগে ওগো সুলোচনে। তোমা লাগি কান্দে পিতা ব্যাকুলিত মনে॥ দিব্যজ্ঞানে শিবতত্ত্ব জানিয়া সুন্দরি। পতি-রূপে বরিয়াছ দেব ত্রিপুরারি॥ সর্ব্বদেবে পরিহরি ওগো সুলোচনে। পতি-রূপে বরিয়াছ দেব পঞ্চাননে॥ দেবের বন্দিতা তুমি নাহিক সংশয়। দেবগণ-পূজ্য সেই শিব দয়াময়॥ দম্পতীর যোগ্য উভে ওগো ভগবতী। নাহি জানি তব তত্ত্ব আমি মূঢ়মতি॥ মম ভাগ্যদোষে তুমি পতিরে ত্যজিয়া। পরলোকে গেলে মাতঃ আমারে ছাড়িয়া॥ মম সম পাপী নাহি এ মহীমণ্ডলে। মম ভাগ্য-দোষে মাগো পরলোকে গেলে॥ জন্মান্তরে শিবে পতি করিবে গ্রহণ। শিবেরে লভিয়া হবে আনন্দে মগন॥ হায় হায় বৃথা মম জীবন ধারণ। হারালাম ভাগ্যদোষে সতী রত্নধন॥ দুর্ল্লভ পরমধন লভি নিজ করে। হেলায় ফেলিনু তাহা অকূল পাথারে॥ রাজীবলোচন এই দেব পঞ্চানন। পরম পুরুষ যিনি নিত্য সনাতন॥ তাঁর তত্ত্ব নাহি জানি অন্তর মোহিল। হায় হায় বিধি মোরে বঞ্চিত করিল॥ এইরূপে অনুতাপ করে প্রজাপতি। উচ্চৈঃস্বরে কান্দে শিব বলি কোথা সতী॥ কান্দিতে কান্দিতে শিব করি গাত্রোত্থান। উত্তর মুখেতে দেব করেন পয়াণ॥ ভয়ঙ্কর ঘোর রব করে ঘন ঘন। কোথা সতী কোথা কালী দেহ দরশন॥ শিবের ভীষণ মূর্ত্তি করি নিরীক্ষণ। ইন্দ্র আদি সবে দূরে করে পলায়ন॥ ভ্রমিতে ভ্রমিতে শিব বিহ্বল অন্তরে। ক্রমে ক্রমে উপনীত কানন ভিতরে॥ সহসা দেখেন সতী ত্যজিয়া জীবন। ভূতলে রয়েছে পড়ি অপূর্ব্ব শোভন॥ মৃতদেহে দিব্য তেজ কিবা শোভা পায়। কালমেঘ সম আভা শোভিছে তাহায়॥ অনা-বৃত ঊর্দ্ধনেত্র দেবীরে হেরিয়া। হায় হায় বলি শিব কান্দে বিলাপিয়া॥ উঠ উঠ প্রিয়তমে উঠ একবার। শীতল করহ সতী জীবন আমার॥ ভাবান্তর কেন তব করি দরশন। উঠ সতী কহ কথা যুড়াক জীবন॥ শিব দক্ষ দোঁহা-কারে অকৃতার্থ কার। কোথা গেলে বল বল উঠহ সুন্দরী॥ তব তত্ত্ব দক্ষরাজ বুঝিবারে নারে। অজ্ঞানতা বশে তাই ত্যজিল তোমারে॥ কিন্তু এক কথা বলি করহ শ্রবণ। তোমারে ত্যজিতে আমি না পারি কখন॥ এইরূপে বিলাপিয়া দেব পঞ্চানন। প্রাকৃত লোকের ন্যায় কান্দে ঘন ঘন॥ অবশেষে বাহুযুগে করি আলিঙ্গন। শিরোপরে সতীদেহ করিল স্থাপন॥ কালিকারে পঞ্চানন রাখি শিরোপরে। পরম আনন্দ লাভ করেন অন্তরে॥ আপনা আপনি শেষে কহে

...ম্বর। আমার পরম ভাগ্য নাহিক সংশয় ॥ শিরোপরে সতীধন করেছি ...ন। মম সম ভাগ্যবান আছে কোন জন ॥ শুন শুন সতী মম প্রাণের ...রী। লোকলাজে তব সেবা কভু নাহি করি ॥ এত বলি মহানন্দে হইয়া ...ল। নাচিতে লাগিল শিব দেব দিগম্বর ॥ ব্রহ্মা আদি দেবগণ দেখিবার ...রে। উপনীত হৈল আসি গগন উপরে ॥ কখন মস্তকোপরে করিয়া ...ণ। কভু বামকরে সতী করিয়া গ্রহণ ॥ কভু দক্ষহস্তে ধরি দেব দিগম্বর। ...তে লাগিল হয়ে বিহ্বল অন্তর ॥ মহানন্দে নাচে হর নৃত্যে বিচক্ষণ। ...ক্ষেপে প্রপীড়িত দিকপালগণ ॥ জটাবেগে প্রতিক্ষিপ্ত তারকামণ্ডল। ...ন কাঁপে ধরা নাহি সহে ভর ॥ অক্ষম হইল কূর্ম্ম পৃথিবী ধারণে। ...ত হইয়া পড়ে হরের পীড়নে ॥ পাদক্ষেপে মহাবায়ু ঘন ঘন বয়। ...ন সুমেরু আদি কাঁপে গিরিচয় ॥ উত্তাল তরঙ্গমালা উঠিল সাগরে। ...হি পারে জলনিধি ধৈর্য্য ধরিবারে ॥ পশু পক্ষী আদি করি নীরব হইল। ...র সমান হয়ে সকলে পড়িল ॥ সর্ব্বভূত-আত্মা যিনি দেব সনাতন। ...র বিহনে তিনি বিমোহিতমন ॥ সতীরে করিয়া শিরে আনন্দে বিহ্বল। ...কের বিপদ নাহি ভাবেন শঙ্কর ॥ মুহুর্মুহু নাচে দেব ঘূর্ণিত-লোচন। সুর ...র আদি সবে করে দরশন ॥ কি উপায়ে শান্ত হবে দেব পঞ্চানন। মনে মনে ...ই চিন্তা করে সুরগণ ॥ অবশেষে নারায়ণ করিয়া চিন্তন। সুদর্শনে সতী-...হ করেন ছেদন ॥ শিবশিরে সতী-দেহ বিরাজিত ছিল। সুদর্শনে খণ্ড খণ্ড ...য়ে পড়িল ॥ যেমন ভূতলে পাদ ফেলে পঞ্চানন। প্রতি পদে সুদর্শনে কাটে ...রায়ণ ॥ এইরূপে দেবী-অঙ্গ খণ্ড খণ্ড করে। ফেলিলেন নারায়ণ ধরণী ...পরে ॥ সেই সেই স্থান হয় অতি পুণ্যতম। পুণ্য ক্ষেত্র বলি তাহা বিদিত ...ন ॥ কোথা পদ কোথা জিহ্বা কোথাও বদন। কোথা জঙ্ঘা কোথা বক্ষ ...থা পড়ে স্তন ॥ কভু বাহু কভু কর কভু পার্শ্ব পড়ে। কভু যোনি পড়ে দিব্য ...নী উপরে ॥ সতীদেহ-খণ্ড সব পড়িল যথায়। মহাপুণ্য সেই স্থান বিদিত ...রায় ॥ সেই সেই পুণ্যদেশে সদা দেবগণ। আনন্দ অন্তরে সবে রহে অনুক্ষণ ॥ ...পীঠ বলি উহা বিদিত ভুবনে। দেবের দুর্লভ স্থান শুনহ জৈমিনে ॥ মহা-...র্থ সেই সব জানে সর্ব্বজন। মুক্তিক্ষেত্র বলি তাহা বিদিত ভুবন। যখন দেবীর অঙ্গ ভূতলে পড়িল। অমনি পাষাণরূপে পরিণত হৈল ॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু দিকপাল চারণাদিগণ। সেই সেই স্থানে সবে করি আগমন ॥ সতীর অর্চ্চনা করে একান্ত অন্তরে। স্বর্গ হতে প্রতিদিন আসি সেই স্থলে ॥ শঙ্করীর যোনিদেশ পড়িল যথায়। তীর্থরাজ বলি তাহা বিদিত ধরায় ॥ ব্রহ্মনদ-তীরে সেই মহাপুণ্য স্থান। কালিকাপুরাণে আছে বিশেষ বাখান ॥ সেই স্থানে যোনি-দেশ হয়েছে পতন। তাহার মাহাত্ম্য জানে দেব নারায়ণ ॥ অন্য কেহ সেই তত্ত্ব বুঝিবারে নারে। কহিনু সকল কথা তোমার গোচরে ॥ এইরূপে সতী-

দেহ করিলে কর্ত্তন। কিছু শান্তভাব ধরে দেব ত্রিনয়ন॥ দেবগণ চারিদিকে ভীতভাবে রয়। শিবপাশে যেতে কেহ সাহসী না হয়॥ সহসা নারদ ঋষি করিয়া মনন। ধীরে ধীরে শম্ভুপাশে করিল গমন॥ ধীরে ধীরে স্তবগান করিতে করিতে। উপনীত দেব-ঋষি শিবের সাক্ষাতে॥ করযোড়ে পুরো ভাগে রহে তপোধন। তাঁহারে হেরিয়া কহে দেব পঞ্চানন॥ কে তুমি আমার কাছে কহ ত বচন। দেখিয়াছ কোথা মম সতী রত্ন ধন॥

শিবের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। বিনয় বচনে কহে ব্রহ্মার নন্দন শান্ত হও মহেশ্বর করি গো বিনয়। সতীরে পাইবে পুন কহিনু নিশ্চয় অকালে প্রলয় ঘটে কর দরশন। বিবেচনা কেন নাহি কর পঞ্চানন॥ সকলের প্রভু তুমি সকলের কর্ত্তা। সর্ব্বভূত-অন্তরাত্মা সকলের পাতা॥ নৃত্যচ্ছলে নাশিতেছ অখিল সংসার। মনে মনে ওহে দেব করহ বিচার আশ্রিতগণের নাশ উচিত না হয়। ক্ষমা কর শান্তি ধর ওহে দয়াময়॥ নারদের বাক্য শুনি কহে পঞ্চানন। এই আমি শান্তভাব করিনু ধারণ॥ আমি করিলাম নৃত্য বিসর্জ্জন। সুস্থির হউক এবে যত দেবগণ॥ এবে বলহ ঋষে স্বরূপ আমারে। সতীদেহ ছিল মম মস্তক-উপরে॥ কোথা গেল সেই দেহ বলহ বচন। কোথা গেলে পাব আমি সতীরত্নধন॥ শিবের বচন শুনি বিধির তনয়। কহিলেন শুন শুন ওহে দয়াময়॥ ভগবন ত্রিলোচন ওহে মহেশ্বর। ত্রিলোক-বিপদ হেরি বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর॥ সুদর্শনে সতীদেহ করিল ছেদন। তবে ত হয়েছ শান্ত ওহে ত্রিনয়ন॥ সতী-অঙ্গ পড়িয়াছে যথায় যথায়। হইয়াছে মহাপীঠ হেরহ ধরায়॥ কামরূপ আদি পীঠ কর দরশন। পুণ্যক্ষেত্র হৈল সব এতিন ভুবন॥ ঋষিমুখে হেন বাক্য করি শ্রবণ। যোনি-অঙ্গ দরশন করে পঞ্চানন॥ লোমাঞ্চিত তনু হৈল অমনি তাঁহার। শুন শুন তার পর ওহে গুণাধার॥ দৃষ্টিমাত্র সেই যোনি পাতাল ভেদিয়া। উপনীত হৈল ক্রমে পাতালেতে গিয়া॥ তাহা দেখি ব্যাকুলিত দেব মহেশ্বর। অমনি পর্ব্বতরূপী হন দিগম্বর॥ গিরিরূপে যোনিদেশ করেন ধারণ হেনকালে ব্রহ্মা বিষ্ণু করে আগমন॥ শিবের সাহায্য হেতু ব্রহ্মা আর হরি উপনীত হন আসি যথা ত্রিপুরারি॥ নিরাকারে অংশরূপে সেই স্থানে রয় অন্য পুরাণেতে আছে তার পরিচয়॥ পর্ব্বতের রূপ ধরি দেব পঞ্চানন দেবীযোনি হৃদে ধরি আনন্দে মগন॥ সতীদেহ-খণ্ড পড়ে যথায় যথায় লিঙ্গরূপী মহেশ্বর তথায় তথায়॥ পাষাণের লিঙ্গরূপে দেব মহেশ্বর। বিরাজেন হর্ষভরে তথা নিরন্তর॥ নারদে সম্বোধি পরে কহে পঞ্চানন। বলহ নারদ কোথা সতী রত্নধন॥ হরের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। ধীরে ধীরে কহিলেন ব্রহ্মার নন্দন॥ কামরূপী তুমি দেব শুনহ শঙ্কর। যোগবশে সমাহিত করিয়া অন্তর॥ বিশ্রাম করহ ধৈর্য্য ধরি এই স্থান। সতী অন্বেষণে

ধামে করিব পয়াণ ॥ চপলতা পরিত্যাগ কর পঞ্চানন। অন্যভাব হৃদে নাহি ভাবিও কখন ॥ তোমা ভিন্ন সতী নাহি কভু কোথা রবে। সতীধনে তুমি দেব অবশ্যই পাবে ॥ তোমারে দেখাব আমি সতী রত্নধন। সত্য সত্য কহিলাম তোমার সদন ॥ এত বলি দেব-ঋষি প্রণমি শঙ্করে। চলিলেন মনসুখে উঠি শূন্যভরে ॥ এদিকে প্রশান্ত ভাব ধরি পঞ্চানন। মনসুখে সেই স্থানে রহেন তখন ॥ শান্তিলাভ করি সবে দেব আদিগণ। পরস্পর এই বাক্য কহিল তখন ॥ যদি নারায়ণ হেথা কভু না আসিত। নিশ্চয় নিশ্চয় তবে প্রলয় ঘটিত ॥ ধন্য ধন্য নারদ সে ব্রহ্মার নন্দন। অনায়াসে চলি গেল শঙ্কর সদন ॥ সুদর্শন চক্র ধরি বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর। যে কর্ম্ম করিল যাহা ত্রিলোক দুষ্কর ॥ সংহার কারক যিনি দেব পঞ্চানন। যাহা হতে ভীত হল এতিন ভুবন ॥ তাঁর হাতে রক্ষা কৈল বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর। ধন্য ধন্য লোকপাতা দেব গদাধর ॥ যদি না আসিত দেব কি হইত তবে। এইরূপ বলে ব্রহ্মা আদি দেব সবে ॥ এইরূপ নানা কথা বলি দেবগণ। বৈকুণ্ঠে হরির পাশে করিল গমন ॥ ক্রমে উপনীত হয়ে বৈকুণ্ঠ নগরে। করিতে লাগিল স্তব বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বরে ॥ পুরাণ পুরুষ তুমি ওহে নারায়ণ। তব পাদপদ্মযুগে করি গো বন্দন ॥ তুমি সত্য তুমি ত্রেতা তুমিই দ্বাপর। নমো নম নারায়ণ সবার উপর ॥ সত্যব্রত তুমি দেব তুমি সত্যযোনি। নমস্কার নমস্কার ওহে পদ্মপাণি ॥ সত্যাত্মক তুমি দেব সত্যের নিধান। ভক্তিভরে তব পদে করি গো প্রণাম ॥ তুমি ইজ্য যজ্ঞমান যজ্ঞের দেবতা। দেবের অধিপ তুমি সর্ব্ব-লোকপাতা ॥ সকলের হেতু তুমি তুমি নিষ্কারণ। সতত প্রণাম করি তোমার চরণ ॥ প্রকৃতি পুরুষ তুমি তুমি জীবাত্মক। সর্ব্বলোকধারী দেব সুখদুঃখাত্মক ॥ পদ্মপাণি তুমি দেব কমল চরণ। তোমার চরণে মোরা করি গো বন্দন ॥ কমল নয়ন দেব করি নমস্কার। পরমাত্মা তুমি বিভু সার হতে সার ॥ তুমি শিব শিবরূপী কল্যাণকারণ। তোমার চরণে করি নিয়ত বন্দন ॥ সতত পালনকর্ত্তা সত্ত্বগুণধারী। গুণাতীত পরমেষ্ঠী বৈকুণ্ঠ-বিহারী ॥ বেদবেত্তা বেদকর্ত্তা রত বেদাচারে। তুমি স্থূল তুমি সূক্ষ্ম প্রণমি তোমারে ॥ তুমি কর্ত্তা তুমি হর্ত্তা তুমি শাস্ত্রকার। নমো নমঃ ওহে দেব চরণে তোমার ॥ বিধি সৃষ্টি বিনাশিত হয়েছিল প্রায়। কৃপা করি রক্ষা তুমি করিলে তাহায় ॥ শম্ভুকোপে রক্ষা কৈলে তুমি নিরঞ্জন। তোমার চরণে মোরা করি গো বন্দন ॥ সংহার-কারক শিব নাহিক সংশয়। পালনের কর্ত্তা তুমি ওহে দয়াময় ॥ এইরূপে স্তবে তুষ্ট করি নারায়ণ। ব্রহ্মা আদি চলে সবে হরের সদন ॥ শিব দরশনে তবে করিল গমন। যথায় আছেন শিব সংহার কারণ ॥ পুরাণে পুণ্যের কথা অতি মনোহর। শুনিলে পবিত্র হয় সাধুর অন্তর ॥ পড়িলে শুনিলে কিম্বা ধারণা করিলে। অবহেলে যায় সেই ভবপারে চলে ॥

একাদশ অধ্যায়।

—ıııııııııııı—

দেবগণ সহ ব্রহ্মা বিষ্ণুর কামরূপে শিবের নিকট গমন, শিবকে প্রবোধ প্রদান, সতীর স্তব, সহস্র নারীরূপে সতীর আবির্ভাব ও পুনরায় নিজমূর্ত্তি ধারণ, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে সতী কর্ত্তৃক শাপ প্রদান, সতী কর্ত্তৃক ব্রহ্মা বিষ্ণুকে বরদান ও নারায়ণের নাম কীর্ত্তন এবং মেনকাগর্ভে গঙ্গা ও উমারূপে সতীর গমন।

ব্রহ্মবিষ্ণুশিবা ঊচুঃ। দেবি প্রসীদ পরমেশ্বরি বিশ্বরূপে চিদ্রূপিণী পরমশুদ্ধস্বরূপা সদাসি।
ন শ্রূয়সে ন চ দৃশ্যা ন চ লভ্যসে হা ন ধ্যায়সে চ পরমাত্মস্বরূপা নমস্তে ॥
এবং তান্ স্তুবতো দেবান্ দেবী কমললোচনা।
নারীসহস্ররূপেণ তেষাং সন্দর্শনং দদৌ ॥
ততস্তান্ বিমোহিতান্ বিলোক্য জগদম্বিকা।
একীভূতা বভৌ বিপ্র সতীভিন্নৈর্নিখিলা ॥
সতী উবাচ। অনন্তজ্ঞানাদেব কাপি লব্ধা। জন্মান্তরে।
দ্বিধা ভূত্বা শিবং প্রাপ্স্যে চিন্তিতব্যো ন সংশয়ঃ ॥
ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে দেবী ব্রহ্মাদিষু ততো গতা।
শিবশ্চ নারদাপেক্ষী কামরূপে তপঃস্থিতঃ ॥

কামরূপে যথা তপে মগ্ন পঞ্চানন। ব্রহ্মা বিষ্ণু সহ তথা যায় দেবগণ॥ দেখিলেন মহাপ্রভু দেব মহেশ্বর। ধ্যানে মগ্ন হয়ে আছে তপেতে তৎপর॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু দোঁহাকারে করি দরশন। যথাবিধি পূজা করে দেব পঞ্চানন॥ দেবদেব মহেশ্বরে নির্জ্জনে হেরিয়ে। ব্রহ্মা বিষ্ণু দোঁহে কহে আনন্দ-হৃদয়ে॥ হে দেব তোমার ভার্য্যা সতী গুণবতী। ত্যজিয়াছে নিজদেহ দেবী ভগবতী॥ দক্ষযজ্ঞে মনস্বিনী ত্যজিল জীবন। ইথে মনে শোক নাহি করিও কখন॥ ভবিতব্য সংঘটন অবশ্যই হয়। সংসারে সকলে একা কেহ কাঁর নয়॥ পুত্র দারা বন্ধু ধন ভৃত্য আদি করি। কেহই কাহার নহে ওহে ত্রিপুরারি॥ নিজের শরীর যাহা করিছ দর্শন। ইহাও আপন নহে ওহে পঞ্চানন॥ এই সব বিচারিয়া বিচক্ষণগণ। শোক-মোহে অভিভূত না হয় কখন॥ জন্মিলে মরণ আছে সকলেই জানে। কে তাহে এড়াতে পারে এ তিন ভুবনে॥ অতএব শোক করা তব যোগ্য নয়। তুমি জ্ঞানী মহাযোগী আছে পরিচয়॥ প্রাকৃত

সমান শোক ত্যজহ এখন। মোদের বচন কর হৃদয়ে গ্রহণ॥ বিনা যত্নে পেয়েছিলে কালিকা সুন্দরী। তোমারে লভিল সতী অতি যত্ন করি॥ কেবল তোমার ভার্য্যা সতী রত্নধন। হেন মনে কভু নাহি কর পঞ্চানন॥ পরমা প্রকৃতি দেবী সেই দাক্ষায়ণী। ইচ্ছাবশে হয়েছিল শরীরধারিণী॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু মোরা দোঁহে তুমি পঞ্চানন। পরমাত্মা হই মোরা এই তিন জন॥ প্রকৃতির দৃষ্টি সদা মোদের উপরে। প্রকৃতির গুণ মোরা ধরিছি শরীরে॥ পরস্পর ওহে দেব মোরা তিন জন। সতত সহায় হই জানে সর্ব্বজন॥ পত্নীরূপে আমা তিনে প্রকৃতি সুন্দরী। ভজনা করিছে সদা জানিহ পুরারি॥ পূর্ণভাবে করিয়াছে তোমারে আশ্রয়। অংশরূপে আমা দোঁহে জানিবে নিশ্চয়॥ তব ভার্য্যা সেই সতী দেবী দাক্ষায়ণী। তাঁর মহাপীঠ এই ওহে শূলপাণি॥ প্রকৃতির মহাপীঠ কামরূপ নাম। অধিক বলিব কিবা তব বিদ্যমান॥ এখন মোদের বাক্য করহ শ্রবণ। প্রকৃতির স্তব করি এস তিন জন॥ স্তবে তুষ্ট করি তাঁর পাব দরশন। তোমার সহিতে তাঁর হইবে মিলন॥ তব সহ সম্মিলিত করিয়া তাঁহায়। আমরা চলিয়া যাব বাসনা যথায়॥ এতেক বচন শুনি দেব ত্রিলোচন। উত্তরে সুমিষ্ট ভাষে কহেন তখন॥ নারদ প্রতিজ্ঞা করি সতী অন্বেষণে। গিয়াছে আমারে রাখি তপস্যাচরণে॥ যাবত নারদ নাহি করে আগমন। তাবত থাকিব আমি তপেতে মগন॥ জন্মিয়াছে সতীদেবী কোথা না কোথায়। পুনরায় পতিরূপে বরিবে আমায়॥ এই কথা দেব-ঋষি বলিয়া আমারে। চলিয়া গিয়াছে সতী-অন্বেষণ তরে॥ শিবের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। পুনরায় ব্রহ্মা বিষ্ণু কহে দুই জন॥ কতদিনে দেব ঋষি করে আগমন। তাহার নিশ্চয় নাহি ওহে পঞ্চানন॥ অচিরে যদ্যপি লাভ সতীধনে হয়। বৃথা বল বিলম্বেতে কিবা ফলোদয়॥ এতেক বচন শুনি দেব ত্রিনয়ন। কহিলেন স্তব করি এস তিন জন॥ ভক্তিভরে সতীস্তব করিব সকলে। দরশন পাব তাঁর যদি ভাগ্য ফলে॥ এত বলি ব্রহ্মা বিষ্ণু দেব ত্রিনয়ন। ভক্তিভরে সতীস্তব করে আরম্ভন॥

প্রকৃতি পরমা সতী করি নমস্কার। সকলের মূল তুমি সার হতে সার॥ চিদ্রূপিণী তুমি দেবী সবার ঈশ্বরী। প্রসন্ন মোদের প্রতি হও গো সুন্দরী॥ সদা সূক্ষ্মা তুমি দেবী অখিল সংসারে। কে জানে তোমার তত্ত্ব অবনী ভিতরে॥ নয়নে হেরিতে তোমা পারে কোন জন। কে পারে হৃদয়ে তোমা করিতে চিন্তন॥ সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্ম তুমি শুন গো সুন্দরী। তোমার চরণে মোরা প্রণিপাত করি॥ এতাদৃশ সূক্ষ্ম তুমি কি বলিব আর। হেন জন নাহি বুঝে বিশ্বের মাঝার॥ কিবা দেব কিবা নর বিধি-সৃষ্টি মাঝে। হেন জন নাহি কেহ তব তত্ত্ব বুঝে॥ মুক্তিরূপা তোমা দেবী করি নমস্কার। প্রসন্ন হইয়া বাঞ্ছা পূরাও সবার॥ সূক্ষ্মকলাত্মিকা তুমি ওগো

কৃপাকরী। মূঢ় হয়ে তব স্তব কি করিতে পারি॥ অতি সূক্ষ্মসূক্ষ্ম তুমি ওগো ভগবতী। তথাপি তোমারে ডাকি হও কৃপাবতী॥ স্বেচ্ছাবশে কর তুমি বিশ্বের সৃজন। স্বেচ্ছাবশে পালিতেছ অখিল ভুবন॥ অন্তিমে সংহার কর তুমিই সবারে। গুণত্রয়ে গুণবতী জানি গো তোমারে॥ তোমা হ'তে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের সৃজন। তব লোমকূপে শোভে অসংখ্য ভুবন॥ ক্ষুদ্রজনে হৃদে তোমা চিন্তিবারে নারে। তোমার স্বরূপ জানে কে আছে সংসারে॥ দক্ষগৃহে যবে তুমি আছিলে সুন্দরী। সেরূপ মোহন তব হৃদয়েতে স্মরি॥ তুমি শ্যামা হেম-গৌরী লোহিত-বরণা। শশাঙ্ক-ধবলা কভু অপূর্ব্ব ললনা॥ সর্ব্বদেহে আত্মা-রূপে তব অধিষ্ঠান। তোমার চরণে দেবী সবার প্রণাম॥ নবঘনশ্যামা তুমি ভালে শশধর। ভক্তিভরে নতি করি চরণ উপর॥ অম্বিকা ভবানী মাতঃ হওগো সদয়া। পুনঃপুনঃ নতি করি ওগো মহামায়া॥ পরম পুরুষ এই দেব পঞ্চানন। উগ্ররূপী সত্ত্বপর ভীম ত্রিনয়ন॥ ইহাঁরে ত্যজিয়া দেবী কোথায় রহিলে। কৃপা করি দেখা দিয়া বাঁচাও সকলে॥ এইরূপ স্তব শুনি কমল-লোচনা। সহস্র নারীর রূপ ধরিয়া ললনা॥ আবির্ভূত হন আসি সম্মুখে সবার। নারীগণ-রূপ হেরি লাগে চমৎকার॥ সকলে যুবতী সবে চারু কলে-বর। অঙ্গেতে শোভিছে সব ভূষণ নিকর॥ উৎফুল্ল কমল সম সবার বদন। পরিধান করে সব বিবিধ বসন॥ কখন শ্যামল বর্ণ কভু শুক্ল হয়। কভু রক্ত কভু পীত দেখিতে বিস্ময়॥ কভু সবে শোভা পায় হয়ে বিবসনা। স্বর্ণবস্ত্র কভু পরা অপূর্ব্ব ললনা॥ কভু হাসে কভু নাচে গান বাদ্য করে। কভু হাব কভু ভাব কত শত ধরে॥ সম্মুখে চাহিছে কভু কভু পৃষ্ঠে চাহে। কভু পার্শ্বে কভু উর্দ্ধে অধোমুখে রহে॥ এইরূপ মহাশ্চর্য্য করি দরশন। ব্রহ্মা আদি সবে হন বিমোহিতমন॥ পরস্পর কহে সব এ কিবা ঘটিল। কাহারে করিব স্তব এ কিবা হইল॥ যে দিকে ফিরাই আঁখি অপূর্ব্ব ললনা। সমাকৃতি সবে হেরি সমান বসনা॥ দেবগণে ব্যাকুলিত করি দরশন। স্বরূপ মূরতি দেবী করেন ধারণ॥ দেবগণে বিমোহিত দেখিয়া ঈশ্বরী। একীভূতা হয়ে শোভে আ মরি আ মরি॥ সতীরে হেরিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু পঞ্চানন। মধুর বচনে কহে করি সম্বোধন। তব দরশন হেতু মোরা তিন জন। ব্যাকুলিত হয়ে ডাকি শুনহ বচন॥ পূর্ব্ববৎ হও তুমি শম্ভুর ঘরণী। এই ভিক্ষা তব পাশে ওগো সুলোচনী॥

জগত-ঈশ্বরী শুনি এতেক বচন। কহিলেন মম বাক্য করহ শ্রবণ॥ তোমাদের স্তবে তুষ্ট হইয়াছি আমি। সেই হেতু দরশন দিলাম এখনি॥ শুন শুন ব্রহ্মা আর শুন নারায়ণ। দেহ ত্যজি নিরাকারে রয়েছি এখন॥ বল দেখি কিবা রূপে ওগো মহাশয়। অশরীরে মহাদেবে করিব আশ্রয়॥ আশ্রয় করিব পুনঃ দেব পঞ্চাননে। এই বাঞ্ছা যদি সবে করেছিলে মনে॥ তবে কেন

মম দেহ করিলে ছেদন। উপায় ইহার কিবা বলহ এখন॥ বাসনা আছিল পূর্ব্বে আপনার মনে। দক্ষের কুমতি নাহি যাবে যত দিনে॥ তাবত শরীর ত্যজি অন্যত্র রহিব। দক্ষের সুমতি যবে নয়নে হেরিব॥ তখন পুনশ্চ আমি আসিয়া শরীরে। পূর্ব্ববৎ শিবধনে ভজিব সাদরে॥ পরম আদরে শিব ধরিয়া আমায়। হৃদভরে রেখেছিল আপন মাথায়॥ পুনঃ আসিতাম আমি সেই কলেবরে। প্রতিবাদী হলে তাহে তোমরা সকলে॥ শিরোপরি মোরে শিব করিল স্থাপন। এই হেতু শুন এবে আমার বচন॥ যখন পুনশ্চ আমি জনম ধরিব। শিব-শিরোপরি গিয়া বসতি করিব॥ আমার বাসনা নষ্ট করেছ সকলে। সেই হেতু শাপভোগ হবে কর্ম্মফলে॥ মুহুর্ম্মুহু মুহুঃ তন্দ্রাবশ হবে পদ্মাসন। চারি মাস বসে নিদ্রা যাবে নারায়ণ॥ চতুর্যুগ দিন যবে হইবে অতীত। নিদ্রাগত ব্রহ্মা তবে হইবে নিশ্চিত॥ প্রলয়ানন্তর সৃষ্টি পুনঃপুনঃ হবে। পুনঃ পুনঃ দেবগণে বিপদে ঘেরিবে॥ দেবের সম্পত্তি নষ্ট হবে বার বার। কহিলাম সত্য কথা নিকটে সবার॥ দেবীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। দুঃখিত হইয়া রহে ব্রহ্মা আদিগণ॥ অবশেষে ব্রহ্ম বিষ্ণু করি যোড়কর। কহিলেন মিষ্টভাষে দেবীর গোচর॥ আমা দোঁহে অপরাধী করিয়া সুন্দরী। ইচ্ছাবশে অভিশাপ দিলে গো ঈশ্বরী॥ কিন্তু এই পঞ্চাননে কিছু না কহিলে। মোদের সমান দোষী জানিবে শঙ্করে॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু দোঁহাবাক্য করিয়া শ্রবণ। প্রতিবাক্যে মহেশ্বরী কহেন তখন॥ প্রফুল্লা কমলাননা জগত-জননী। মিষ্টভাষে কহে শুন ব্রহ্মা চক্রপাণি॥ অভিশাপ যোগ্য বটে দেব মহেশ্বর। সেই হেতু বলিতেছি সবার গোচর॥ প্রেতভূমিপ্রিয় হবে দেব পঞ্চানন। ধন সত্ত্বে দীন হয়ে করিবে ভ্রমণ॥ আর এক কথা দোঁহে করহ শ্রবণ। তোমা দোঁহে বর আমি করিব অর্পণ॥ সকলের পিতা হবে ব্রহ্মা মহাশয়। ব্রহ্মা হতে সৃষ্ট হবে যত প্রজাচয়॥ ব্রহ্মসৃষ্ট প্রজাগণ সদা শুচি রবে। পৃথ্বীশ্বর শাস্ত্রচক্ষু সবে ক্ষমী হবে॥ সবে মহাতেজা হবে ধর্ম্মপরায়ণ। সবার সম্মান হবে দেবতা সদন॥ তুমি বিষ্ণু লক্ষ্মীমান্ সতত থাকিবে। দেবগণ নিরন্তর তোমারে ভজিবে॥ সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি রহিবে তোমার। সত্ত্বরূপী হবে তুমি জগতের সার॥ ব্যাপিয়া অখিল বিশ্ব রবে নারায়ণ। মহাশক্তিমান্ তুমি ওহে সনাতন॥ অজর অমর তুমি তুমি বিশ্বরূপী। বহু অবতার হবে হয়ে বহুরূপী॥ নিরন্তর প্রজাগণে করিবে পালন। তোমারে পূজিবে সদা দেব আদিগণ॥ যবে যবে পাপরাশি, ধরায় উদিবে। সেই কালে অবতার তুমিই হইবে॥ অবতীর্ণ হয়ে বৃদ্ধি করিবে ধরম। সমূলে অধর্ম্মে তুমি করিবে নাশন॥ বর্ণাশ্রমাচার বহু করিবে সৃজন। তোমা হতে বহু ধর্ম্ম হবে প্রবর্ত্তন॥ মম অংশ লক্ষ্মীরূপে তোমারে ভজিবে। আমার বচন মিথ্যা কভু নাহি হবে॥ তুমি যবে অবতার করিবে গ্রহণ। করিবেন লক্ষ্মীদেবী তবানুগমন॥ সত্যযুগে

ব্রহ্মচারী হবে নারায়ণ। তৎপরে নারদরূপ করিবে গ্রহণ॥ তোমা হতে বহু তন্ত্র সৃজন হইবে। বরাহ মূর্ত্তিতে ধরা তুমি উদ্ধারিবে॥ অবশেষে রূপ ধরি নর-নারায়ণ। করিবে বহুল তপ রহি তপোবন॥ শেষেতে কপিলরূপ তুমিই ধরিবে। সাংখ্যযোগ প্রকাশিবে জ্ঞান দিতে সবে॥ দত্তাত্রেয় নামে শেষে হবে অবতার। যজ্ঞরূপী হবে শেষে ওহে গুণাধার॥ রুচি হতে দ্বিতিগর্ভে জন্ম ধরিবে। যজ্ঞ নাম ধরি তাহে জগতে পূজিবে॥ তৎপরে ঋষভ নামে হবে অবতার। পৃথুরূপে যাবে শেষে ধরণী মাঝার॥ শফর হইয়া দেব দশমাবতারে। দেবগণে উদ্ধারিবে অকূল পাথারে॥ মন্দর রূপেতে হবে মন্থনের দণ্ড। কূর্ম্মপৃষ্ঠে রবে দেব হইয়া প্রচণ্ড॥ অসুরের সহ মিলি যত দেবগণ। সেই দণ্ডে সাগরেরে করিবে মন্থন॥ ধন্বন্তরি রূপ শেষে করিয়া গ্রহণ। সাদরে করিবে আয়ুর্ব্বেদের সৃজন॥ নরসিংহরূপ শেষে করিয়া গ্রহণ। দৈত্যরাজে অবহেলে করিবে নিধন॥ অবশেষে রামরূপে ধরাতলে যাবে। কুম্ভকর্ণে দশাননে সমরে বধিবে॥ বামনের রূপ তুমি করিয়া গ্রহণ। সবলে বলির রাজ্য করিবে হরণ॥ ইন্দ্রদেবে পুনঃ রাজ্য করিবে প্রদান। করিবে সকলে তব যশোগুণ গান॥ পরশুরামের রূপ করিয়া গ্রহণ। করিবেক ক্ষত্রশূন্য অখিল ভুবন॥ বাল্মীকিরূপেতে তুমি ধরাতলে যাবে। মহাকাব্য বিরচিয়া আনন্দ লভিবে॥ ব্যাসরূপে হয়ে পরাশরের নন্দন। পুরাণোপপুরাণাদি করিবে সৃজন॥ সেই কালে তুমি হবে বুদ্ধ অবতার। ধর্ম্মদ্বেষী হবে সবে ধরণী মাঝার॥ তাহা দেখি তুমি দেব ওহে সনাতন। কৃষ্ণ-রামরূপে তুমি করিবে গমন॥ বসুদেব-ঔরসেতে দৈবকী-উদরে। অষ্টমাসে লবে জন্ম ধরণী মাঝারে॥ গোকুলে হইবে তুমি গোপের ঈশ্বর। কংস নাশ হেতু তথা রবে নিরন্তর॥ কংসবধ-পূর্ব্বে তুমি পূতনাদি করি। বহু দুষ্টে বিনাশিবে শুন গো শ্রীহরি॥ অবশেষে মথুরাতে করিয়া গমন। কংসাসুরে অবহেলে করিবে নিধন॥ গোবর্দ্ধন গিরি ধরি নিজ বাম করে। ইন্দ্রের গরব খর্ব্ব করিবে সাদরে॥ তোমা হতে পূর্ণকাম হবে গোপগণ। পালিবে তোমার আজ্ঞা সবে সর্ব্বক্ষণ॥ গোপীগণ তোমা হেরি কামেতে ডুবিবে। তুমি হরি মনোবাঞ্ছা তাদের পূরাবে॥ মম অংশে রাধা দেবী তোমার কারণে। অবতীর্ণ হবে গিয়া মানব ভবনে॥ জরাসন্ধবল তুমি করি বিনাশন। করিবে যবনভয়ে শেষে পলায়ন॥ দ্বারকা নগরী করি সাগর মাঝারে। ছল করি যবনেরে বিনাশি সমরে॥ মুচুকুন্দে ইষ্ট বর করি সমর্পণ। বহুসংখ্য নারী তুমি করিবে গ্রহণ॥ অষ্টোত্তর শতাধিক ষোড়শ হাজার। এইত নারীর সংখ্যা হইবে তোমার॥ সকলের পতি হবে তুমি নারায়ণ। করিবে একাকী হয়ে সবারে রঞ্জন॥ এক হয়ে বহু মূর্ত্তি করিবে ধারণ। সবার পাশেতে তুমি রবে অনুক্ষণ॥ বহু পুত্র পৌত্র আদি জন্মিবে তোমার। গৃহী হয়ে সুখে রবে ধরণী মাঝার॥ গার্হস্থ্য-আশ্রমজ্ঞান,

তোমা হতে হবে। তোমা হতে জরাসন্ধ জীবন ত্যজিবে॥ শিশুপালে বধ তুমি করিবে সুজন॥ সৌভে নাশি দন্তবক্রে করিবে নিধন॥ কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনের সারথি হইবে। দুর্য্যোধন আদি সবে রণে বিনাশিবে॥ কৃষ্ণার্জ্জুনে কিছু ভেদ নাহিক সুজন। পূর্ব্বেকার সেই নর আর নারায়ণ॥ সমরে সবারে শেষে করি পরাজয়। যুধিষ্ঠিরে রাজ্য দিবে ওহে সদাশয়॥ ধর্ম্মপুত্র ধর্ম্মপর ধর্ম্মনরপতি। সিংহাসন দিবে তারে ওহে মহামতি॥ ব্রহ্মশাপে বংশনাশ হইবে তোমার। সকলি তোমার ছল ওহে গুণাধার॥ এইরূপে ধরাভার করিয়া হরণ। শেষেতে বৈকুণ্ঠধামে করিবে গমন॥ করেছি তোমার জন্য বৈকুণ্ঠ নগরী। নিরন্তর রবে তথা শুন গো শ্রীহরি॥ তোমার পবিত্র নাম সকলে গাইবে। বহু পুণ্য তাহে সবে অর্জ্জন করিবে॥ তোমার যতেক নাম করিবে কীর্ত্তন। বলিতেছি সেই সব করহ শ্রবণ॥ গোবিন্দ কেশব হরি আর নারায়ণ। মধুকৈটভাদি-নাশী অভয় নাশন॥ অচ্যুত পূতনাধ্বংসী গোপিকা-রঞ্জন। বকনাশী নন্দসুত মুষ্টিক-নাশন॥ চাণূরবিধ্বংসী দেব কংসধ্বংসকারী। দেবকীনন্দন গোপনায়ক শ্রীহরি॥ মুরারি গোপালপাল গিরিরাজধর। শ্রীনাথ বিশ্বের নাথ তুমি দামোদর॥ কুবলয়-গজ-নাশী বলিদর্পহারী। প্রসীদ প্রসীদ দেব মুকুন্দ মুরারি॥ ভূভারহারক নব জলদ-বরণ। ভূদেব-দেবতা তুমি দুষ্টের দমন॥ গোদ্বিজ-সুরদুঃখ-বিনাশনকারী। লোকেশ্বর বলানুজ পার্থ-সহচারী॥ প্রলম্ব-ধ্বংসক ঋষি পুরুষ উত্তম। পদ্মনাভ বৈকুণ্ঠেশ দেব জনার্দ্দন॥ মথুরেশ রৌহিণেয় সুন্দরবদন। রক্ষ রক্ষ ওহে দেব নিত্য নিরঞ্জন॥ গোপীপতি ব্রজপতি যমুনা-বিহারী। বৃন্দাবনেশ্বর দেব মুকুন্দ মুরারি॥ বার্ষ্ণেয় সাত্বতপতি তুমি সনাতন। রুক্মিণীশ মাধবেশ অখিল-রঞ্জন॥ কৌস্তুভ-শোভিত-বক্ষ শার্ঙ্গশোভীকর। কালীয়দমন নাথ সর্ব্বগুণপর॥ একমাত্র ভক্তবশ তুমি জনার্দ্দন। রঘুবীর রাজরাজ জগত-জীবন॥ পুত্র পৌত্র বহু ভার্য্যা লইয়া সাদরে। বিরাজ করহ তুমি অবনী মাঝারে॥ অধিক বলিব কিবা ওহে দয়াময়। প্রসন্ন হইয়া নাশ ভববন্ধ ভয়॥ এইরূপে তব নাম ধরণীমাঝারে। নিরন্তর গাবে সবে হরিষ অন্তরে॥ কিবা তুমি কিবা শিব কিবা পদ্মাসন। এ তিনে প্রভেদ ভাব নাহি কদাচন॥ তোমা তিনে ভেদজ্ঞান করে যেই জন। পরম নারকী সেই পাতকী অধম॥ তোমাদের সর্ব্বকার্য্যে সহায় হইব। স্মরণ মাত্রেতে আসি অভীষ্ট সাধিব॥ অতি গোপনীয়া আমি জানিবে সকলে। যোগরূপা স্থিকা আমি রমণী মাঝারে। সর্ব্ব-নারী-দেহে আছে মম অধিষ্ঠান। নারী দৃষ্টে সাধুজন করিবে প্রণাম॥ কি কুমারী কি যুবতী কিবা বৃদ্ধা নারী। সে সবার যোনি স্তন নয়নে নেহারি॥ আমারে স্মরিয়া সাধু করিবে প্রণাম। বলিনু সবার পাশে শাস্ত্রের বিধান॥ নারীজনে কটু বাক্য কভু না বলিবে। কোন মতে নারীগণে কষ্ট নাহি দিবে॥ কিবা শাক্ত কিবা শৈব বৈষ্ণবাদি করি।

কেহ নাহি কষ্ট দিবে নারীর উপরি॥ নারীজনে কষ্ট দেয় যেই মূঢ় জন। বিমুখ তাহার পরে যত দেবগণ॥ জগত-জননী মোরে জানিবে সবাই। নারীগণে অধিষ্ঠাত্রী রয়েছি সদাই॥ মম মন্ত্র মম তন্ত্র বর্ণিবেন হর। হর বিনা অধিকারী না হবে অপর॥ সতীদেহ করিয়াছি এবে বিসর্জ্জন। অতঃপর পুনর্জ্জন্ম ধরিব যখন॥ দ্বিধারূপে শিবধনে লভিব তখন। চিন্তা নাহি কর কিছু ওহে নারায়ণ॥ তোমরা সহায় হও সবে পরস্পর। মম দৃষ্টি রবে সদা সবার উপর॥ মম দৃষ্টে শক্তিমান্ হইবে সকলে। বলিনু মনের কথা সবার গোচরে॥ এত বলি ভগবতী হৈল অন্তর্ধান। ব্রহ্মা বিষ্ণু নিজ স্থানে করিল পয়াণ॥ নারদের আগমন অপেক্ষা করিয়া। রহিলেন পঞ্চানন তথায় বসিয়া॥ কামরূপে তপে মগ্ন হয়ে পঞ্চানন। নারদের অপেক্ষায় রহেন তখন॥ এদিকে শরীর ত্যজি মহেশী সুন্দরী। দ্বিধারূপে উপনীত হিমালয়-পুরী। কন্যাদ্বয়-রূপে যান মেনকা জঠরে। দেবীর যতেক লীলা কে বুঝিতে পারে॥ সতীশব-দেহ যবে দেব পঞ্চানন। আপন মস্তকোপরি করেন ধারণ॥ তদবধি সতী করে মনে মনে আশ। শম্ভুর শিরেতে সদা করিবেন বাস॥ মেনাগর্ভে দ্বিধারূপ এই সে কারণ। গঙ্গা আর উমা এই বিদিত ভুবন॥ জ্যেষ্ঠা কন্যা গঙ্গা দেবী উমা তার পর। দেবীর যতেক লীলা অদ্ভুত বিস্তর॥ গঙ্গার জনম কর্ম্ম করিব বর্ণন। অবধানে এবে তাহা করহ শ্রবণ॥ কহিছে ভক্তিভরে যেই শুনে জাহ্নবী-জনম। দেবী লীলা একমনে করে শ্রবণ॥॥ যজ্ঞ দান তপে তার কিবা আছে ফল। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ তার করতল॥ অধ্যয়ন, দুশ্ছেদ্য সংসারপাশ কাটিবার তরে। পড়িবেক সাধুগণ একান্ত অন্তরে॥ পুণ্যদিনে কিম্বা পুণ্য কর্ম্মের সময়। স্মরিবে পড়িবে যত দেবী-লীলাচয়॥ ইহলোকে রবে সুখে নাহি বিঘ্ন হবে। অন্তকালে মনসুখে সুরলোকে যাবে॥ যেই শিব সেই হরি সেই পদ্মাসন। যেই শ্যামা সেই রমা রাধিকা রতন॥ ভেদজ্ঞানে ধর্ম্মহানি মুক্তির বিনাশ। তত্ত্ব কথা তব পাশে করিনু প্রকাশ॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

হিমালয়ে গঙ্গার জন্ম, দেবগণ কর্ত্তৃক স্বর্গে আনয়ন, ব্রহ্মা প্রভৃতি কর্ত্তৃক গঙ্গাস্তব, হিমালয় কর্ত্তৃক গঙ্গাকে শাপ প্রদান এবং গঙ্গাদর্শনার্থে শিবের সুরপুরে গমন।

পুত্রী সুমেরোঃ সুভগা মেনা নাম মনোরমা।
তস্যা গর্ভে সমুদ্ভূতা সতী গঙ্গেতি চোচ্যতে॥
বৈশাখে মাসি শুক্লায়াং তৃতীয়ায়াং দিনার্দ্ধকে।
বভূব দেবী সা গঙ্গা শুক্লা সত্যযুগাকৃতিঃ॥

শুক কহে জৈমিনিরে শুন তপোধন। অপূর্ব্ব অদ্ভুত কথা গঙ্গার জনম॥ সুমেরুর কন্যা মেনা অতি মনোরমা। সুরূপা সুশীলা অতি অপূর্ব্ব ললনা॥ তার গর্ভে গঙ্গাদেবী ধরেন জনম। দেবগণ লয়ে যান অমর-ভবন॥ বিধি-কমণ্ডলে দেবী করে অবস্থিতি। দ্রবভাবে বিষ্ণুপদে করেন বসতি॥ ভগী-রথ ধরাতলে করে আনয়ন। ত্রিলোক পবিত্র হয় এই সে কারণ॥ বিস্তা-রিয়া সব কথা বলিব তোমারে। মন দিয়া শুন ঋষে একান্ত অন্তরে॥ দাক্ষা-য়ণী দেহ ত্যজি দক্ষের আগারে। পুনর্জ্জন্ম নিতে বাঞ্ছা করিয়া অন্তরে॥ হিমালয় পুরে দেবী করেন প্রস্থান। দেবীর প্রসাদে গিরি মহা ভাগ্যবান॥ সুমেরুর কন্যা মেনা অতি মনোরমা। তার গর্ভে জন্ম নিল শিবের ললনা॥ গঙ্গা রূপে মেনাগর্ভে ধরিল জনম। পবিত্র হইল হিমগিরির ভবন॥ বৈশা-খের শুক্লপক্ষে তৃতীয়া তিথিতে॥ দিবা দ্বিপ্রহরকালে জন্মিল ভূমিতে॥ ধবল বরণা দেবী মোহন আকার। হেন রূপ নাহি হেরি অবনী মাঝার॥ কন্যা হেরি হিমালয় আনন্দে মগন। নানামতে করে বহু মঙ্গল করম॥ দিনে দিনে বাড়ে কন্যা গিরির আলয়। রূপ হেরি বিমোহিত গিরিবাসীচয়॥ ত্রিনয়না শুক্লবর্ণা সুচারু লোচনা। চারি বাহু শোভে কিবা অপূর্ব্ব ললনা॥ হেন রূপ নাহি দেখি ধরণী মাঝার। রূপ হেরি সবে মুগ্ধ আনন্দ অপার॥ গিরিরাজ হর্ষে ভাসে আপন অন্তরে। দিন দিন কন্যাপরে মহাস্নেহ বাড়ে॥ এদিকে নারদ ঋষি অমর ভবনে। কহিলেন দেবগণে মধুর বচনে॥ শুন শুন সুরগণ আমার বচন। দক্ষযজ্ঞে সতী দেহ করি বিসর্জ্জন॥ হিমালয়-কন্যারূপে জগত-ঈশ্বরী। পবিত্র করেছে দেবী হিমালয়পুরী॥ অর্দ্ধ অংশে গঙ্গারূপে ধরেছে জনম। অর্দ্ধভাগে উমারূপ করিবে গ্রহণ॥ আমার বচন সবে করহ শ্রবণ। এস সবে সতীদেবী করি দরশন॥

নারদের এই বাক্য শুনিয়া সকলে। হর্ষভরে কহে তাঁরে মন কুতূহলে॥ বল বল সত্য বল বিধির নন্দন। সত্য কি জন্মেছে দেবী গিরির ভবন॥ ত্বরিতে নারদ যাহ শিবের সদনে। সতী-শোকে আছে দেব বিষাদিত মনে॥ শীঘ্র তাঁরে বল গিয়া এই বিবরণ। এত শুনি পুনঃ কহে দেব তপোধন॥ শুন শুন দেবগণ বচন আমার। কহিলে এ হেন বাক্য না করি বিচার॥ আমি যাহা বলি তাহা করহ শ্রবণ। বিচারি বুঝিবে তবে ওহে দেবগণ॥ যবে শম্ভু সতীদেহ রাখি শিরোপরে। মহানৃত্য করে দেব আনন্দের ভরে॥ সেই মহা-নৃত্য সুখ তোমরা সকলে। নাশিয়াছ ভেবে দেখ আপন অন্তরে॥ সেই হেতু অদ্যাবধি দেব পঞ্চানন। মনোদুঃখে রহিয়াছে তপেতে মগন॥ অতএব শিবে তুষ্ট করিবার তরে। গিরিজারে দিব দান শঙ্করের করে॥ এহেতু গঙ্গারে স্বর্গে কর আনয়ন। সবে মিলি হরকরে করিব অর্পণ॥ আগে গিরিনন্দিনীরে আনি সুরপুরে। জানাইব অবশেষে দেবদেব হরে॥ এতেক বচন শুনি যত দেবগণ। হর্ষভরে নারদেরে কহেন তখন॥ সত্য বটে যা বলিলে বিধির তনয়। কিন্তু এক কথা বলি শুন মহাশয়॥ মহাভাগ হিমগিরি আপন কন্যায়। কি হেতু ছাড়িবে বল মোদের কথায়॥ কেন বা পিতারে ছাড়ি জগত ঈশ্বরী। আসি-বেন গিরি ছাড়ি অমর নগরী॥ একমাত্র ভক্তিবশ জানি যে তাঁহার। হিমা-লয় মহাভক্ত বিদিত ধরায়॥ তাঁরে ছাড়ি কেন দেবী আসিবে এখানে। চিন্তিতেছি এই সব নিজ মনে মনে॥ এতেক বচন শুনি নারদ তখন। কহি-লেন ধীরে ধীরে মধুর বচন॥ আপনারা মহোদয় নাহিক সংশয়। তাহে মহাদাতা হয় গিরি হিমালয়॥ যাচিলে অবশ্য সেই পর্ব্বতের পতি। দিবেন আপনাগণে কন্যকা সন্ততি॥ বিশেষতঃ স্তবে তুষ্টা করিলে গঙ্গায়। আসি-বেন মনসুখে কহিনু হেথায়॥ নারদের বাক্য শুনি যত দেবগণ। তথায় বলিয়া স্থির করেন তখন॥ ব্রহ্মা ইন্দ্র ধনপতি বরুণ শমন। হিমালয়-পাশে যেতে করেন মনন॥

এদিকেতে গঙ্গাদেবী স্বপনের ঘোরে। দেখালেন নিজ মূর্ত্তি হিমগিরিবরে। চারুরূপা চতুর্ভুজা ধবলবরণা। বর পদ্মাভয়ামৃত ধরিছে ললনা॥ মকর-বাহিনী দেবী ভালে ত্রিনয়ন। তরুণ যুবতী সতী সহাস্য বদন॥ বিবিধ ভূষণ শোভে দেবীর শরীরে। দেবগণ প্রণমিছে চরণ উপরে॥ দশ দিক কিবা শোভে কান্তির ছটায়। দেহ হতে যেন অগ্নিশিখা বাহিরায়॥ হিমালয়ে নিজরূপ দেখাইয়া সতী। দেবগণ হিত হেতু কহেন ভারতী॥ শুন শুন শৈল-রাজ ওহে ধর্ম্মাত্মন। তোমার গৃহেতে আমি ধরিনু জনম॥ শুনিয়াছ দক্ষযজ্ঞে দাক্ষায়ণী মরে। সেই অর্দ্ধ ভাগে আমি জন্মি তব ঘরে॥ অন্য অর্দ্ধভাগে ধন্যা জন্মিবে তোমার। রূপবতী গুণবতী জগত মাঝার॥ আমারে আসিবে নিতে যত দেবগণ। মাগিবে সকলে আসি তোমার সদন॥ দেবকরে মোরে

তুমি কারও প্রদান। শিবধনে পাব পতি কহি বিদ্যমান॥ অপর নন্দিনী যেই জন্মিবে তোমার। শিবকরে দিও তাঁরে বচনে আমার॥ অমরগণের অনুরোধেতে পড়িয়া। যাব আমি সুরপুরে তোমারে ত্যজিয়া॥ আমার বিরহে তুমি না হও বিমন। এই হেতু অগ্রে কহি তোমার সদন॥ এত বলি নিজ-মূর্ত্তি করেন গোপন। ব্যস্ত হয়ে শৈলরাজ উঠিল তখন॥ যা দেখিল যা শুনিল স্বপনের বশে। অদ্ভুত ভাবিয়া চিত্তে মোহের আবেশে॥ কন্যার পরম তত্ত্ব জানি গিরিবর। মোহ ত্যজি হৈল শেষে সুস্থির অন্তর॥ ভোজনে শয়নে স্নানে কথার সময়। সর্ব্বদা কন্যারে গিরি কোলে করি লয়॥ দেব দেবী সবে যাঁরে করয়ে পূজন। ভক্তি হেতু তারে পায় গিরি মহাত্মন॥ এইরূপে কিছুদিন বিগত হইল। পঞ্চদেব মিলি হিমনগরে চলিল॥ সহাস্য বদনে সবে নভোমার্গে চলি। উপনীত ক্রমে আসি হিমগিরি-পুরী॥ নিজ-তেজে দীপ্তিমান পঞ্চ দেবগণ। হিমালয় দেখি সবে করে অভ্যর্থন॥ উচিত আসন দিল বসিবার তরে। সকলে বসিয়া সুখে শ্রম দূর করে॥ অবশেষে মিষ্টভাষে করিয়া বিনয়। কহিলেন পঞ্চদেবে গিরি হিমালয়॥ কিবা হেতু এই স্থানে হৈল আগমন। আপনারা মহাতেজা হন কোন জন॥ মম পাশে কিবা কাজ করহ প্রকাশ। জানিবারে মনে মনে বড় অভিলাষ॥

গিরির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। মিষ্টভাষে ব্রহ্মা তবে কহেন তখন॥ মোরা পঞ্চদেব হই শুন মহাশয়। ভিক্ষা হেতু আসিয়াছি তোমার আলয়॥ আমি ব্রহ্মা ইনি ইন্দ্র ইনি হন যম। ইনি হন ধনপতি বরুণ পঞ্চম॥ পঞ্চ জনে মিলি মোরা আসিনু হেথায়। তাহার কারণ শুন কহি হে তোমায়॥ মহাবৃক্ষ আছে এক ফলে ফলবান। এক ফল হেতু মোরা আসি তব স্থান॥ তাহাতে সহায় তুমি হও মহাশয়। তাহা হলে ফল পাই মোরা দেবচয়॥ এতেক বচন শুনি পর্ব্বত-রাজন। বুঝিলেন মনে মনে কারণ তখন॥ গঙ্গারে স্বরগধামে লইবার তরে। আসিয়াছে দেবগণ তাঁহার আগারে॥ গঙ্গার বচন মনে পড়িল তখন। স্বপনের কথা মনে করিল স্মরণ॥ অবশেষে গিরিপতি পঞ্চ দেবগণে। সবিনয়ে কহিলেন মধুর বচনে॥ জানিলাম আপনারা পঞ্চ দেবগণ। ভাগ্যবশে হৈল মম দেব দরশন॥ এখন নিবেদি আমি সবার চরণে। কোথা সেই মহাবৃক্ষ কহ মম স্থানে॥ বল বল সেই বৃক্ষে ফল কি প্রকার। শুনিয়া উৎকণ্ঠা দূর হউক আমার॥ এতেক বচন শুনি যত দেব-গণ। মিষ্টভাষে গিরিবরে কহেন তখন॥ তোমার অধীন হয় সেই তরুবর। তোমার অধীন ফল জানিবে ভূধর॥ অক্ষুণ্ন অন্তরে যদি করহ অর্পণ। তবে ত লভিতে পারি সেই ফল-ধন॥ বিশ্বের অধিক লোক হয় স্বার্থপর। পরের সঙ্কটে তারা না হয় কাতর॥ এতেক বচন শুনি গিরি হিমালয়। কহিলেন শুন শুন ওহে দেবচয়॥ সত্য বটে মম বশ সেই তরুবর। সত্য বটে আছে

ফল আমার গোচর॥ কিন্তু এক কথা বলি করহ শ্রবণ। তাহার বিচ্ছেদ-দুঃখ দুঃসহ বেদন॥ এত শুনি দেবগণ করেন উত্তর। শুন শুন মন দিয়া ওহে গিরিবর॥ পরার্থে ধরয়ে ফল যত তরুগণ। এই ত আছয়ে বিধি বিদিত ভুবন॥ উপস্থিত পাত্রে দান সিদ্ধির কারণ। বিশেষ দেবতা মোরা করি আগমন॥ আমাদিগে প্রত্যাখ্যান উচিত না হয়। বিবেচিয়া কর যাহা ওহে হিমালয়॥ দেবতার বাক্য শুনি হিম গিরিবর। যেমন উদ্যত হন দিতে প্রত্যুত্তর॥ অমনি নন্দিনী তাঁরে করি সম্বোধন। মৃদু মৃদু মিষ্টভাষে কহেন তখন॥ দেবগণ সহ তর্কে কিবা প্রয়োজন। ইহাঁদের মনোবাঞ্ছা করহ পূরণ॥ ইহাঁদের বাক্যে ইষ্ট হইবে তোমার। আমার বচন ধর ওহে গুণাধার॥ সদা সন্নিহিতা আমি রহিব তোমার। প্রাকৃত জনের ন্যায় না কর আচার॥ কর্ম্মফলে দূরাদূর জানিবে রাজন। অদূরে রহিলে দূর দেখে কোন জন॥ যেই জন ভক্তি রাখে আমার উপরে। সতত বসতি করি তাহার অন্তরে॥ যথা তথা থাকি তাহে কিবা প্রয়োজন। ভক্তগণ হৃদে মোরে পায় অনুক্ষণ॥ একমাত্র ভক্তিবশ জানিবে আমায়। কহিলাম তত্ত্বকথা জনক তোমায়॥ সহস্র সহস্র ধ্যানে কিবা দরশনে। আমারে লভিতে নাহি পারে কোন জনে॥ কিন্তু হৃদে ভক্তি ধরে যেই মহাজন। তাহার অন্তরে আমি রহি অনুক্ষণ॥ অতএব সদা রব তব সন্নিধান। ইথে দ্বিধা চিন্তা নাহি কর মতিমান॥ দেবীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। দেবগণে হিমগিরি কহেন তখন॥ নিজে দেবী স্বর্গে যেতে করিছে বাসনা। তবে কিবা রূপে আমি রাখিব বল না॥ কিন্তু "যাও" এই বাক্য বলিব কেমনে। কভু নাহি বাহিরাবে আমার বদনে॥ দেবীর বাসনা বুঝি ওহে দেবগণ। যাহা ইচ্ছা কর সবে কহিনু বচন॥

গিরির বচন শুনি অমর নিকর। উৎফুল্ল বদনে হন সানন্দ-অন্তর॥ ভক্তিভরে সবে মিলি একান্ত অন্তরে। আরম্ভিল গঙ্গাস্তব করিতে সাদরে॥ সজ্জন-সেবিতা দেবী তুমি মহেশ্বরী। ভক্তিভরে তব পদে নমস্কার করি॥ সুমহা-প্রভাবা তুমি আকাশবাসিনী। আদি-অন্তহীনা দেবী ব্রহ্মাণ্ড-বাসিনী॥ অযোনি-সম্ভবা তুমি পরমা-ঈশ্বরী। আদিমা প্রকৃতি দেবী তুমি মহেশ্বরী॥ দুর্গমা সুগমা গঙ্গা আদিমা শকতি। মহাশক্তি শ্বেতবর্ণা তরুণ যুবতী॥ সত্য-স্বরূপিণী তুমি সুরূপসম্পন্না। সেবনীয়া কলাবতী অপূর্ব্ব ললনা॥ তুমি গীতা গঙ্গেশ্বরী সর্ব্ববন্দনীয়া। ত্রিলোচনা বন্দ্যবন্দ্যা তুমি মহামায়া॥ সগুণা নির্গুণা তুমি পাতক-নাশিনী। ত্রিগুণা পরমা শুদ্ধা পুণ্যবিবর্দ্ধিনী॥ পুণ্যকীর্ত্তি পুণ্যবতী তুমি অনাময়া। বামাক্ষী পাবনা বামা তুমি মা অব্যয়া॥ জগত-রূপিণী দেবী সুবরদায়িনী। ঈশ্বরী বালিকা মাতঃ গিরিজা ভবানী॥ তোমার চরণে দেবী করি নমস্কার। দেবগণে কৃপা করি করহ উদ্ধার॥ দেবতার স্তব শুনি গিরিজা সুন্দরী। ব্রহ্মার নিকটে যান ভূমিতল ছাড়ি॥ গঙ্গারে লভিয়া

সবে আনন্দে মগন। ব্রহ্মকমণ্ডলে দেবী রহেন তখন॥ কমণ্ডলু মধ্যে দেবী গুপ্তভাবে রয়। এদিকে হৃদয়ে গঙ্গা ভাবে হিমালয়॥ ব্রহ্ম ইন্দ্র বরুণাদি যত্ত দেবগণ। আনন্দে স্বরগধামে করিল গমন॥ চিদানন্দময়ী দেবী গঙ্গারে পাইয়ে। সেবা করে সুরগণ আনন্দে মজিয়ে॥ এদিকে মেনকা আদি যত নারীজন। গঙ্গাশোকে মুহুর্মুহুঃ করেন রোদন॥ হা গঙ্গা হা গঙ্গা বলি কান্দেন সকলে। প্রবোধ অর্পেন গিরি যতনে সবারে॥ আদি অন্ত বৃত্ত জানে হিমগিরিবর। অভিশাপ দেন তিনি গঙ্গার উপর॥ মহাদুঃখে গিরিবর কহেন তখন। যেমন মোদের ছাড়ি করিলে গমন॥ সেই হেতু নদীরূপে তুমি গো সুন্দরী। আসিবে পুনশ্চ এই মানবের পুরী॥ স্বর্গেতে গমন হেতু গঙ্গা নাম হবে। দ্রবীভূত হয়ে পুনঃ ধরায় আসিবে॥ তখন আমরা সুখে হব নিমগন। এত বলি শাপ দিল পর্ব্বত রাজন॥

এইরূপে কিছুকাল গত হয়ে যায়। মহাদেব কামরূপে মগ্ন তপস্যায়॥ একদা নারদ ঋষি ভ্রমিতে ভ্রমিতে। উপনীত হন আসি শঙ্কর-সাক্ষাতে॥ যথায় সতীর ধ্যান করে পঞ্চানন। উপনীত তথা আসি বিধির নন্দন॥ প্রণমি শঙ্করে কহে বিধির তনয়। নারদ প্রণমি আমি ওহে মহোদয়॥ পুনরায় সতী দেবী ধরেছে জনম। তাঁহারে দেখিতে হও উদ্যত এখন॥ নারদের মুখে ইহা করিয়া শ্রবণ। পুলকে পূরিত তনু দেব পঞ্চানন॥ কি বলিলে কি বলিলে কোথায় কোথায়। মুহুর্ম্মুহুঃ এই বাক্য শিবরসনায়॥ সহসা আসন হতে করি গাত্রোত্থান। চারিদিকে চাহে দেব গুণের নিধান॥ সতীরে দেখিতে বাঞ্ছা করি পঞ্চানন। ঘন ঘন চারিদিকে ফিরায় নয়ন॥ চারিদিকে চাহি হন চকিতের প্রায়। কি করিবে কোথা যাবে স্থির নাহি পায়॥ নারদেরে সম্বোধিয়া কহেন তখন। কোথা যাব কোথা যাব বিধির নন্দন॥ কোথা মম সতী ধন বল ত্বরা করি। কোথা গেলে দরশন দিবেন সুন্দরী॥ শিবের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। সবিনয়ে বিধিসুত কহেন তখন॥ ওহে প্রভো মহেশ্বর স্থির কর মতি। মন দিয়া শুন এবে আমার ভারতী॥ ক্ষণকাল স্থিরচিত্তে হয়ে সাবধান। আমার বচনে দেব কর অবধান॥ অধীর হও না দেব ধীরভাব ধর। সফল হইবে বাঞ্ছা শুনহ শঙ্কর॥ অধীর হইলে কার্য্য সিদ্ধ নাহি হয়। অধিক বলিব কিবা ওহে মহোদয়॥ স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল করিয়া ভ্রমণ। আসিতেছি তব পাশে ওহে ত্রিলোচন॥ নানাস্থান ভ্রমি পরে হিমালয় ঘরে। দেখিলাম সতী দেবী আনন্দে বিহরে॥ ভূধর-আগারে দেবী ধরেছে জনম। শুক্লমূর্ত্তি চতুর্ভুজা সুচারু লোচন॥ ত্রিনেত্রা শোভিছে দেবী আহা মরি মরি। প্রফুল্লবদনে বসি মকর উপরি॥ "কোথা শিব মহাদেব প্রভু মহেশ্বর।" দিবানিশি জপে দেবী হয়ে একান্তর॥ সতীরে দেখিয়া আমি হিমালয়-ঘরে। কহিনু দেবতাগণে অমর নগরে॥ অবশেষে

সবে মিলি যত দেবগণ। দেবীরে আনিল সুখে স্বরগ ভবন॥ ব্রহ্মা ইন্দ্র ধনপতি বরুণ শমন। পাঁচে মিলি আনিয়াছে অমর ভবন॥ অধুনা বিরাজে সতী অমর নগরে। চল প্রভু ত্বরা করি দেখিবে তাঁহারে॥ এতেক বচন শুনি দেব পঞ্চানন। হর্ষভরে আশীর্ব্বাদ করেন তখন॥ দীর্ঘজীবী হও ঋষে ব্রহ্মার কুমার। এবে মম দেহে হৈল জীবন সঞ্চার॥ স্নেহভরে তোমা আমি করি আলিঙ্গন। সতীতত্ত্ব জান তুমি জানিনু এখন॥ প্রাণাধিকা সতী মম আছেন যথায়। তোমা সহ অবিলম্বে যাইব তথায়॥ এত বলি বৃষে চড়ি দেবদেব হর। নন্দী সহ চলিলেন অমর নগর॥ স্বর্গপুরে যথা গঙ্গা নিবসতি করে। নারদ সহিত শিব যান হৃষ্টভরে॥ এদিকে সকলে জানি শিব-আগমন। মনোহর সভা করে যত দেবগণ॥ সশস্ত্রে বাহন সঙ্গে দিকপালগণ। একে একে সভাতলে করিল গমন॥ বিবিধ ভূষণ পরি আনন্দে সকলে। পরিবার সহ আসে দেব-সভাতলে॥ শিবশিবা-সম্মিলন করিতে দর্শন। হর্ষভরে সবে করে সভায় গমন॥ পুরাণে অমৃত কথা যেই জন শুনে। অনায়াসে তরে সেই ভবের বন্ধনে॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

শিব-গঙ্গা-সমাগম।

সভামধ্যে তদা গঙ্গা রেজে চন্দ্রচয়োজ্জ্বলা।
সর্ব্বে দেবাস্তদা দেব্যৈ গঙ্গায়ৈ তুষ্টমানসাঃ।
মালামেকাং দদুঃ শুভ্রাং শুভাং চান্দ্রমসীমিব।
সা চ গঙ্গা সমুত্থায় তাং মালাং প্রাপ্য হৈমিনে।
দদৌ শিবায় দেবায় শঙ্করায় মহাত্মনে॥

সকল দেবের স্থিতি সুমেরু-শিখর। তাহে সভা কিবা শোভা অতি মনোহর॥ সভাতলে প্রবেশিল যত দেবগণ। হেরিবারে সবে শিব-গঙ্গা-সমাগম॥ সভাতলে গঙ্গাদেবী কিবা শোভা পায়। কোটিচন্দ্র হেরি শোভা লাজেতে লুকায়॥ পরমাত্মরূপা দেবী নিত্যা সনাতনী। চারুকলেবরা সতী শিব-বিমোহিনী॥ গঙ্গার বদনচন্দ্র করি নিরীক্ষণ। উপযুক্ত পাত্র নাহি দেখে কোন জন॥ এমুখ-পীযূষ পান করিবার তরে। হেন পাত্র নাহি দেখে বিশ্বের মাঝারে॥ গঙ্গা দেবী ঘন ঘন শিবপানে চায়। যত হেরে তত বাঞ্ছা তৃপ্তি নাহি তায়॥ অবশেষে হর্ষভরে যত দেবগণ। গঙ্গার করেতে মালা

করিল অর্পণ ॥ চন্দ্রকান্তি সম মালা ধবল বরণ। গঙ্গাদেবী নিজকরে করিল গ্রহণ ॥ গজেন্দ্রগমনে দেবী করি গাত্রোত্থান। শিবশিরোপরে মালা করিল প্রদান ॥ শিবের মস্তকে মালা শোভিতে লাগিল। শির ছাড়ি কণ্ঠদেশে কভু নাহি গেল ॥ শিবের মস্তকে মালা পড়িল যেমন। জয় শব্দে দশদিক পূরিল তখন ॥ শঙ্খ আদি নানা বাদ্য বাজিতে লাগিল। মহোৎসবে মেরুশির প্রপূরিত হৈল ॥ শিরোপরি মালা ধরি দেব পঞ্চানন। দেবগণে সম্বোধিয়া কহেন তখন ॥ ধরিলাম এই মালা মস্তক-উপরে। জানিবে ধরিব গঙ্গা নিজ শিরোপরে ॥ সতী যবে নিজ দেহ করে বিসর্জ্জন। শবদেহ করেছিনু মস্তকে ধারণ ॥ তদবধি শিরে বাস দেবীর বাসনা। এহেতু পূরাব আমি প্রিয়ার কামনা ॥ বস্তুতঃ হৃদয়ে মম যোগ অধিষ্ঠান। বামাঙ্গে আছয়ে মম শক্তি বিদ্যমান ॥ পুরুষের দক্ষিণাঙ্গ সম্পত্তি আধার। এই হেতু মনে মনে করিনু বিচার ॥ সাদরে ধরিব গঙ্গা মস্তক-উপরে। ইহাতে সংশয় কেহ না কর অন্তরে ॥ শিবের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। নিঃসন্দেহে সবে শান্তি লভিল তখন ॥ মালাধারী শিবমূর্ত্তি করি দরশন। বিস্ময়ে বিস্মিত হন যত দেবগণ ॥ শিবশক্তিময় ব্রহ্মমূর্ত্তি নিরখিয়ে। দেবগণ নিম-[illegible] আনন্দ[illegible] ॥ গঙ্গারে লইয়া যেতে চাহে পদ্মাসন। ভাব দেখি [illegible] দেব পঞ্চানন ॥ সবিনয়ে সম্বোধিয়া দেব ত্রিলোচনে। কহিলেন চতুর্ম্মুখ মধুর বচনে ॥ [illegible] গঙ্গাদেবী ধরিল জনম। ভিক্ষা করি আনিলাম অমর-ভবন ॥ দেবীরে নেহারি আমি কন্যার সমান। মনসুখে তব করে করিনু প্রদান ॥ কিছুকাল এই স্থানে করি অবস্থান। অবশেষে তব পুরে করিবে প্রয়াণ ॥ এতেক বচন শুনি দেব পঞ্চানন। ধীরে ধীরে মিষ্ট-ভাষে কহেন তখন ॥ গঙ্গারে অর্পিলে যবে সাদরে আমারে। এবে পুনঃ হেন কথা বল কি প্রকারে ॥ চিরদিন নারীজাতি রবে পিতৃবাস। কোথা হেন বিধি আছে করহ প্রকাশ ॥ অদ্যই আমার সহ আমার আগারে। গঙ্গারে লইয়া যাব বলিনু সবারে ॥ অথবা গঙ্গার যাহা নিজ অভিলাষ। নিজমুখে নিজে তিনি করুন প্রকাশ ॥ এত শুনি গঙ্গাদেবী কহেন তখন। শুন শুন পদ্মাসন আমার বচন ॥ তোমরা শিবের করে অর্পিলে আমারে। শিব বিনা রব কোথা কাহার আগারে ॥ শিবে ত্যজি অন্যস্থানে থাকা অনুচিত। কহিলাম সার কথা করহ বিহিত ॥ তোমরা ভক্তির বশে পেয়েছ আমারে। আছি সদা তব কমণ্ডলুর ভিতরে ॥ মম কমণ্ডলুবাস জান চিরন্তন। না ত্যজিব কমণ্ডলু জানিবে কখন ॥ নিরন্তর অধিষ্ঠাত্রী রহিব উহায়। কার্য্যকালে উপনীত হইব হেথায় ॥ কার্য্যকালে যবে মোরে করিবে স্মরণ। তখনি আসিয়া আমি দিব দরশন ॥ মূর্ত্তিমতী হয়ে রব শম্ভুর আগারে। শিবেতে আমাতে ভেদ না ভাব অন্তরে ॥ উভয়ে বিচ্ছেদ নাহি হইবে কখন। যথা শিব তথা

আমি ওহে পদ্মাসন ॥ সদা ভক্তিমান যারা আমার উপরে । নিরন্তর করি বাস তাদের গোচরে ॥ এইরূপে মম তত্ত্ব জানি দেবগণ । সন্দেহ ত্যজিয়া সুখে থাক অনুক্ষণ ॥ দেবীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ । মৃদু মন্দ ভাষে কহে দেব পদ্মাসন ॥ যা বলিলে তাই হোক শঙ্কর-সুন্দরি । তোমার অধীন মোরা জগত-ঈশ্বরী ॥ তব মনে যাহা দেবি অভিরুচি হয় । তাহা কর ওহে দেবি কহিনু নিশ্চয় ॥ এত বলি ব্রহ্মা আদি যত দেবগণ । শিব শিবা দোঁহাপদে করিল বন্দন ॥ মূর্ত্তিভাগে গঙ্গাদেবী শঙ্করের সনে । চলিলেন কৈলাসেতে হরষিত মনে ॥ নিরাকার অংশভাগে দেবহিত তরে । রহিলেন ব্রহ্মকমণ্ডলুর ভিতরে ॥ দেবগণ নিজস্থানে করিল গমন । ব্রহ্মলোকে চলিলেন দেব পদ্মাসন ॥ কমণ্ডলুস্থিতা গঙ্গা জানি পদ্মাসন । দেবীরে লইয়া সুখে করিল গমন ॥ শিবগঙ্গা-সমাগম যেই জন শুনে । বন্দী নাহি হয় সেই ভবের বন্ধনে ॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায় ।

রাগরাগিণীর পরিচয়, বৈকুণ্ঠে শিবের গান, সঙ্গীত শ্রবণে
দেবগণের মোহ ও নারায়ণের দ্রবভাব ধারণ-
পূর্ব্বক গঙ্গাজলে প্রবেশ ।

ষড়্জশ্চ ঋষভশ্চৈব গান্ধারো মধ্যমস্তথা ।
পঞ্চমো ধৈবতশ্চৈব নিষাদশ্চেবেতি স্বরাঃ ।
এতে সপ্তস্বরাঃ প্রোক্তাঃ জীবৈর্যাঃ শব্দতো মতাঃ ।
গ্রামো মধ্যমগোষ্ঠৈশ্চ স্বরবর্ণবিশেষকাঃ ।
রাগিণ্যশ্চৈব রাগাশ্চ শিবকণ্ঠে বসন্ত্যমী ॥
দেবাঃ প্রধানভূতাশ্চ ষড় রাগাঃ কামদায়কাঃ ।
কামশ্চ সঙ্গশ্চ মল্লারশ্চ বিভাষকঃ ।
গান্ধারো দীপকশ্চৈব রাগা এতে মহাবিভাঃ ।
ষট্‌ত্রিংশদপি দেবাস্তৈ ভার্য্যা দাসীসমন্বিতাঃ ।
সালঙ্কারাঃ স্বরূপাস্তে পরমানন্দমূর্ত্তয়ঃ ॥

জৈমিনিরে সম্বোধিয়া শুক মহামতি । কহিলেন শুন শুন অপূর্ব্ব ভারতী ॥ গঙ্গারে লইয়া শিরে সানন্দ অন্তরে । উপনীত হন হর কৈলাস-শিখরে ॥ এদিকে নারদ ঋষি ভ্রমিতে ভ্রমিতে । আসিল বৈকুণ্ঠধামে হরির সাক্ষাতে ॥ দেবদেব নারায়ণে করি দরশন । ভক্তিভরে প্রণমিয়া করেন বন্দন ॥ নারদে

হেরেন দেব বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর। জটাজুট শোভে কিবা মস্তক উপর॥ মহাতেজা মহাবক্ষ চারুদরশন। শঙ্খ সম শোভে কিবা ধবল বরণ॥ আজানু-লম্বিতবাহু শ্বেতবস্ত্রধারী। দিব্যভাব-সমন্বিত আহা মরি মরি॥ কমল-কলিকা সম অঙ্গুলীর দল। বীণাতন্ত্রে শোভে কিবা দেখিতে সুন্দর॥ নারদে হেরিয়া দেবদেব সনাতন। পাদ্য অর্ঘ্য আদি দিয়া করেন পূজন॥ অবশেষে জিজ্ঞাসেন বিধির নন্দনে। কি হেতু এসেছ বল আমার সদনে॥ হরির বচন শুনি বিধির তনয়। কহিলেন মিষ্টভাষে করিয়া বিনয়॥ শুন প্রভু জগন্নাথ দক্ষের কুমারী। জন্মিয়াছে পুনরায় হিমালয়-পুরী॥ হিমালয়-গৃহে দেহ করিল ধারণ। আনিলেন স্বর্গে তাঁরে ব্রহ্মা আদিগণ॥ সকলে মিলিয়া দিল শঙ্করের করে। গঙ্গা লয়ে গেল শিব কৈলাস-শিখরে॥ ব্রহ্মাকমণ্ডলে দেবী করে অধিষ্ঠান। অংশরূপে নিরাকারে ওহে মতিমান॥ তাঁহারে লইয়া দেবদেব পদ্মাসন। ব্রহ্মধামে মহাসুখে করিল গমন॥ এই সব নিবেদিতে তোমার গোচর। আসিয়াছি ওহে দেব বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর॥ নারদের এই বাক্য করিয়া শ্রবণ। কহিলেন মিষ্টভাষে দেব নারায়ণ॥ সুখের বিষয় ওহে বিধির তনয়। সতীদেবী জনমিল গিরির আলয়॥ বহুদিন সতীশোক ভুঞ্জি পঞ্চানন। পুনশ্চ লভিয়া হৈল আনন্দে মগন॥ যাহা হোক শিবশিবা করিতে দর্শন। কৈলাস শিখরে আমি করিব গমন॥ অথবা তাঁহারা দোঁহে আসিবে হেথায়। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে হেরিয়া দোঁহায়॥ এখন শুনহ বলি বিধির নন্দন। এবে মোরা কিবা কাজ করি আয়োজন॥ আনন্দের কিবা কাজ করিব এখন। বলি বল ত্বরা করি বিধির নন্দন॥ হরির বচন শুনি বিধির তনয়। কহিলেন শুন শুন ওহে মহোদয়॥ তুমি বিষ্ণু পর ব্রহ্ম অখিল রঞ্জন। সঙ্গীত অদ্বয় ব্রহ্ম কহে সর্বজন॥ এহেতু সঙ্গীত লোক ওহে সনাতন। উভয়ে মিলিত হও করি দরশন॥

নারদের বাক্য শুনি হরি দয়াময়। কহিলেন শুন শুন বিধির তনয়॥ সঙ্গীতে বিমুগ্ধ হয় এতিন ভুবন। সঙ্গীত করহ তুমি বিধির নন্দন॥ বিধানে করহ গান ওহে মহামতি। শুনিয়া হৃদয়ে সুখ লভিব সম্প্রতি॥ যথাবিধি জ্ঞান আর মনোহর স্বর। গানে এই দুই চাই ওহে বিজ্ঞবর॥ জ্ঞান হতে কণ্ঠস্বর শ্রেষ্ঠ যে হয়। স্বরে বীণাপাণি দেবী বসতি করয়॥ মূলাধারে অবস্থিত আছে হুতাশন। তাহা হতে জন্মে নাদ জানিবে সুজন॥ যথাক্রমে দেহে ভেদ করি পঞ্চস্থান। মূর্দ্ধদেশে শেষে অগ্নি করয়ে পয়াণ॥ অতি সূক্ষ্মরূপে নাভিদেশে স্থিতি করে। সূক্ষ্মরূপে যায় শেষে হৃদয় গহ্বরে॥ অব্যক্ত হইয়া কণ্ঠে করে অবস্থিতি। অবশেষে তথা হতে সুখে করে গতি। তার পর মূর্দ্ধাদেশে করয়ে গমন। ইহাকেই কহে নাদ বিধির নন্দন॥ সপ্তবিধ স্বর আছে বিদিত ভুবন। ষড়জ করিয়া আদি বিধির নন্দন॥ ষড়জ ঋষভ

আর তৃতীয় গান্ধার। মধ্যম পঞ্চম পরে বিধির কুমার॥ ধৈবত নিষাদ এই সপ্তবিধ স্বর। সপ্তস্বরে গীত বাঁধা বিধির কোঙর॥ ইহাদের ভাষা আছে গতি নাম ধরে। স্বরবন্ধ আছে বহু সঙ্গীত মাঝারে॥ ঘোর মন্দ্র উচ্চ আদি নানা নাম তার। কহিনু তোমার পাশে বিধির কুমার॥ বহুসংখ্য রাগ আছে আর যে রাগিণী। শিবকণ্ঠে রহে সবে শুন মহামুনি॥ কামদাদি ছয় রাগ তাহাতে প্রধান। ছত্রিশ রমণী ধরে কহি তব স্থান॥ দাসী সহ প্রতি নারী জানিবে সুজন। সকলেই ধরে দিব্য বিবিধ ভূষণ। পরম আনন্দমূর্ত্তি রমণী সকলে। বিরাজে দাসীর সহ মনঃকুতূহলে॥ রাগের সম্যক জ্ঞান প্রকাশের তরে। ত্রিধারূপে কণ্ঠস্বর বিচরণ করে॥ সঞ্চরণ আরোহণ ও অবরোহণ। এই তিন রূপ হয় জানিবে সুজন॥ কিবা যন্ত্রে কিবা কণ্ঠে ত্রিরূপ চাই। কণ্ঠে যন্ত্রে এই দুয়ে কিছু ভেদ নাই॥ এতেক বচন শুনি বিধির নন্দন। পুনশ্চ জিজ্ঞাসে ওহে কমললোচন॥ বলহ রাগের নাম রাগিণীর নাম। দাস দাসীগণে ধরে কিবা অভিধান॥

নারদের বাক্য শুনি বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর। কহিলেন শুন বলি ওহে মুনিবর॥ কামদ বসন্ত আর তৃতীয় মল্লার। বিভাস দীপক আর শেষেতে গান্ধার॥ এই ছয় রাগ হয় রাগের প্রধান। রমণীর কথা এবে শুন মতিমান॥ মায়ূর তোটিকা গৌরী বাসরী বিলোলী। ধানাশ্রী এ কয় হয় কামদের নারী॥ ছয় জনে ছয় দাসী আছে অনুগত। মন দিয়া শুন তাহা ওহে ব্রহ্মসুত॥ বাগীশ্বী (বাগেশ্বরী) শারদী শ্যামা আর বৃন্দাবনী। বৈজয়ন্তী ও জয়ন্তী দাসী বলি জানি॥ কামদের দাস হয় পরজ আখ্যান। বসন্তের কথা পরে শুন মতিমান॥ কেদারী কল্যাণী আর সিন্ধুরা সহজা। অশ্বক্রান্তা ও সুধারা এই ছয় ভার্য্যা॥ বসন্তের ছয় নারী জানিবে সুজন। ইহাদের ছয় দাসী করহ শ্রবণ॥ শ্যামকেলী দেবকেলী তৃতীয়া মালিনী। কামকেলী সম্ভাবতী মঙ্গরী সে জানি॥ বসন্তের দাস সেই মধু নাম তার। শুন শুন তার পর বিধির কুমার॥ নটী সুরহট্টী আর পাহিড়ী তৃতীয়। চারুরূপিণী ও নীলা আছে পরিচয়॥ জয়জয়ন্তী এ ছয় মল্লার-রমণী। ছজনার দাসী শুন ওহে মহামুনি॥ চক্রবাকী চন্দ্রমুখী রসিকা বিলাসী। যামিনী শ্যামনটিকা এই ছয় দাসী॥ বিভাসের ছয় নারী রামকেলী নাম। দ্বিতীয় নারীর হয় ললিতা আখ্যান॥ ভূপালী কোবড়া আর কৌমুদী যে চারি। ভৈরবী পঞ্চমা হয় ষষ্ঠ সে শর্ব্বরী॥ প্রথমা দাসীর নাম জান তরঙ্গিনী। দ্বিতীয়া বিখ্যাত আছে বলিয়া নাগিনী॥ তৃতীয়া কিশোরী নাম্নী জানে সর্ব্বজন। চতুর্থ হেমভূষণা ওহে তপোধন॥ পঞ্চম দাসীর নাম জান কল্লোলিনী। ভীমনেত্রা ষষ্ঠ দাসী ওহে মহামুনি॥ শ্যামগোটক নাম সে বিভাস কিঙ্কর। বিভাসের পরিচয় করিনু গোচর॥ গান্ধারের পরিচয় করহ শ্রবণ। শ্রীনামা প্রথমা নারী জানিবে সুজন॥ রূপবতী গৌরী

আর ধানসী আখ্যান। মঙ্গলা গন্ধর্ব্বী এই ছয় নারী জান॥ পটমঞ্জরী মঞ্জীরা পদ্মা পদ্মাবতী। ভূপালী গন্ধিনী আর নাম বেলাবতী॥ এই ছয় দাসী হয় ওহে তপোধন। গৌড়রাজ ভৃত্য হয় জানিবে সুজন॥ উত্তরী প্রথমা নারী দীপকের হয়। পূর্ব্বিকা গুর্জ্জরী পরে আছে পরিচয়॥ কাসগুরজরী পরে আর গোণ্ডকরী। মালা নাম্নী হয় আর এই ছয় নারী॥ ছয় জনে ছয় দাসী আছে অনুগত। মন দিয়া শুন তাহা ওহে বিধিসুত॥ প্রথমা দাসীর নাম দীপহস্তা হয়। দ্বিতীয়ের দীপবর্ণা আছে পরিচয়॥ দীপকর্ণা তার পর প্রদী-পিকা পরে। দীপাক্ষী পঞ্চম দাসী জানিবে অন্তরে॥ দীপবক্ত্রা ষষ্ঠ দাসী জানিবে সুজন। দীপকভাণ্ডার দাসী এই ছয় জন॥ দীপকের ভৃত্য এক আছয়ে প্রচার। আখ্যান প্রদীপনাভ জানিবে তাহার॥ ষড়রাগ-পরিচয় কহিনু তোমারে। এখন করহ গান আনন্দের ভরে॥

হরির আদেশ পেয়ে বিধির নন্দন। সঙ্গীতে প্রবৃত্ত মুনি হলেন তখন॥ হরিমুখ নেহারিয়ে হয়ে যত্নবান। সঙ্গীত আরম্ভ করে নারদ ধীমান॥ হরি-মুখে যাহা যাহা করেছে শ্রবণ। আনিবারে সেই সেই রাগে তপোধন॥ ইচ্ছামতি কত যত্ন করিতে লাগিল। আনিতে সকল রাগে কিন্তু না পারিল॥ কোন রাগ অঙ্গহীন হইয়া রহিল। পথিমধ্যে খঞ্জ হয়ে কেহ বা থাকিল॥ কেহ কেহ হয়ে রহে বিভিন্ন বরণ। বিহ্বল হইয়া কেহ রহিল তখন॥ কোন রাগ ক্ষীণবল হইয়া পড়িল। গলিত-ভূষণ হয়ে কেহ বা রহিল॥ কোন কোন রাগ হয় পদ বিরহিত। বধির হইয়া কেহ রহে অবস্থিত॥ এইরূপে ঋষি হতে যত রাগগণ। ছিন্ন ভিন্ন হয়ে সবে রহিল তখন॥ তাহা দেখি বীণাপাণি ঢাকিয়া বদন। নারদে চাহিয়া হাস্য করে ঘন ঘন॥ তাহা দেখি দেবঋষি মলিন বদনে। গান ত্যজি চাহি রহে হরি মুখপানে॥ তাহা দেখি সম্বোধিয়া কহে নারায়ণ। ক্ষান্ত হও ক্ষান্ত হও বিধির নন্দন॥ নূতন শিক্ষায় হয় এই-রূপ বটে। পরিপাকে নিপুণতা অবশ্যই ঘটে॥ ভবিষ্যতে সুগায়ক হবে ঋষি-বর। এখন বিরত হও বিধির কোঙর॥ বলামাত্র না বুঝিয়া যেই করে গান। মূঢ়বুদ্ধি বলি তারে ওহে মতিমান॥ এখন আমার বাক্য করহ শ্রবণ। উঠিয়া আমার পুরী কর দরশন॥ মম পুরে রাগ সব করিছে বিহার। সাক্ষাতে হেরিবে সবে হও আগুসার॥ হরির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। অমনি নারদ উঠে ত্যজিয়া আসন॥ হরি সহ ভ্রমে ঋষি বৈকুণ্ঠনগর। রাগরাগি-ণ্যাদি দেখি প্রফুল্ল অন্তর॥ চতুর্ভুজ শোভে সবে সুচারু বদন। শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম করে সুশোভন॥ কিরীট শোভিছে কিবা মস্তক উপরে। শ্রবণে কুণ্ডল দেখি জনমন হরে॥ কমলের মালা শোভে সবার গলায়। চারিদিক আলোকিত দেহের প্রভায়॥ নবীন বয়স সবে সহাস্য বদন। নিজ তেজে দশদিক করিছে শোভন॥ দেখিতে দেখিতে মুনি হয়ে অগ্রসর। আশ্চর্য্য

দেখিয়া হন বিস্মিত অন্তর ॥ স্থানে স্থানে কেহ কেহ রয়েছে বসিয়া। ব্যঙ্গদেহ বিকলাঙ্গ কাতর হইয়া ॥ তাহা দেখি দেবঋষি বিস্ময়ে মগন। হরিরে সম্বোধি কহে মধুর বচন ॥ দেব শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ ওহে দামোদর। নিত্য-সুখালয় জানি বৈকুণ্ঠনগর ॥ একি হেরি ওহে দেব নরকের প্রায়। বিকলাঙ্গ হয়ে সবে রয়েছে ধরায় ॥ এতেক বচন শুনি দেব জনার্দ্দন। কহিলেন মিষ্টভাবে শুন তপোধন ॥ এই সব রাগ যাহা হেরিছ নয়নে। তোমা হতে এই দশা হয়েছে এক্ষণে ॥ তোমা হতে ব্যঙ্গদেহ হয়েছে সবাই। সঙ্গীতের দোষে সব জানিবে গোঁসাই ॥ এই হেতু বীণাপাণি ঢাকিয়া বদন। হেসেছিল মন মন ওহে তপোধন ॥ আসিলেন পঞ্চানন যখন হেথায়। পূর্ব্বমত রাগগণ হইবে সবায় ॥ হরির মুখেতে শুনি এতেক বচন। লজ্জাবশে দেবঋষি অধোমুখ হন ॥ কিছু-মাত্র বাক্য নাহি মুখে সরে আর। মৌনভাবে হরি সঙ্গে করেন বিহার ॥ অব-শেষে দেবদেব বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর। বসিলেন পুনঃ দিব্য আসন উপর ॥ লক্ষ্মী সর-স্বতী দোঁহে শোভে দুই ধারে। রূপের ছটায় আলো দশদিক করে ॥ পূর্ব্বের আসনে বসে দেব তপোধন। বৈকুণ্ঠনগরবাসী বসে সর্ব্বজন ॥ মনের আনন্দে নানা কথা আলাপনে। আমোদ করিতে সবে বসিয়া আসনে ॥ হেনকালে দেবদেব নিত্য নিরঞ্জন। বিধি হর গঙ্গা তিনে করেন স্মরণ ॥ স্মৃতিমাত্র বিধি আর দেব পঞ্চানন। দেবগণ সহ তথা উপনীত হন ॥ স্মৃতিমাত্র গঙ্গাদেবী হন কুতূহলে। উপনীত হন আসি কৃষ্ণ-সভাতলে ॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু শূলপাণি ইন্দ্র আদিগণ। উচিত আসন সবে করিল গ্রহণ ॥ নারদাদি ঋষিকুল বসে থরে থরে। সঙ্গীত শুনিতে সবে বাঞ্ছায় অন্তরে ॥ শিবের বদনে গান করিতে শ্রবণ। সভাতলে সর্ব্ব জন করে আকিঞ্চন ॥ বসেছেন মহাদেব পরম আসনে। আহা কিবা গঙ্গাদেবী শোভিতেছে বামে ॥ শুভ্রমালা শিরোপরি কিবা শোভা পায়। পিনাক শোভিছে করে মরি কি তাহায় ॥ ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান অতি মনোহর। সুশুভ্র শোভিছে কিবা দিব্য কলেবর ॥ যথাবিধি পূজা তাঁর করিয়া তখন। মিষ্টভাবে গদাধর কহেন বচন ॥ সভাতলে যত জন আছিল বসিয়া। হরির বচন সবে শুনে মন দিয়া ॥

জিজ্ঞাসি তোমারে ওহে শশাঙ্কশেখর। জগতে পরম সুখ কারে কহ হর ॥ শোকবিনাশক কিবা ভূমণ্ডলে হয়। দুঃখবিমোচন কিবা ওহে দয়াময় ॥ হরির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। শূলপাণি মিষ্টভাবে কহেন তখন ॥ কি বলিব ওহে দেব বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর। যা জানি বলিব তাহা তোমার গোচর ॥ তব সেবা একমাত্র সুখ বলি জানি। তব ধ্যানে শোক নাশে মনে মনে গণি ॥ তব নাম সংকীর্ত্তন দুঃখের নাশন। আর এক কথা বলি করহ শ্রবণ ॥ সঙ্গীতে দুঃখের নাশ অবশ্যই হয়। তোমা হতে জন্মিয়াছে রাগ আদি চয় ॥ রাগ-রাগিণ্যাদি সবে তব অঙ্গ হতে। জন্মিয়াছে ওহে দেব জানিবে জগতে ॥

গানচ্ছলে তব নাম করিলে কীর্ত্তন। পবিত্র সে জন হয় শাস্ত্রের বচন ॥ "অচ্যুত অনন্ত কৃষ্ণ শ্রীমধুসূদন। কোথা হরি দয়াময় ওহে নারায়ণ ॥" এইরূপে যেই জন তব নাম গায়। পুনঃ নাহি পড়ে সেই ভববন্ধ দায় ॥ "গোবিন্দ কেশবানন্ত পুরুষ উত্তম। শ্রীরাম জগত-নাথ অখিল জীবন ॥" এই-রূপে তব নাম যেই জন গায়। পুনঃ নাহি ঘটে তার ভববন্ধ দায় ॥ "পদ্মনাভ শ্রীমাধব মুকুন্দ মুরারি। পুণ্ডরীকনেত্র দেব বৈকুণ্ঠ-বিহারী ॥" এইরূপে যেই জন তব নাম গায়। কলি নাহি পারে কভু ঘিরিতে তাহায় ॥ শিবের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। মিষ্টভাবে জনার্দ্দন কহেন তখন ॥ সঙ্গীত শুনিতে মোরা ইচ্ছুক সকলে। সুতৃপ্ত করিব শুনি শ্রবণ যুগলে ॥ গীতরূপ মহাবিদ্যা সুধার সমান। বিচক্ষণ তুমি তাহে ওহে মতিমান ॥ বাসনা পূরাও দেব আমা সবাকার। তুমি হে জগত-নাথ দয়ার আধার ॥ গান-শাস্ত্রবিশারদ দেব পঞ্চানন। হরির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ ॥ সঙ্গীতে প্রবৃত্ত হৈল দেব মহেশ্বর। এক-মনে শুনে যত সভাস্থ সকল ॥ সঙ্গীতে প্রবৃত্ত যবে হন পঞ্চানন। সঙ্গে সঙ্গে গায় তাঁর দেব তপোধন ॥ লক্ষ্মী সরস্বতী ব্রহ্মা আর জনার্দ্দন। তাঁহার বদনে চেয়ে রহেন তখন ॥ আগে নাদ সমুত্থিত করি মহেশ্বর। গান্ধারে আহ্বান প্রথম করে তার পর। ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি সবে করেন দর্শন। মূর্ত্তি ধরি আসে সেই গান্ধার তখন ॥ কনক ভূষণ শোভে অতি চমৎকার। নবঘন কিবা বর্ণ অপূর্ব্ব যাহার ॥ পীতাম্বর পরিধান পদ্মদ্বয় করে। বসিল গান্ধার আসি আসন উপরে ॥ মহাতেজা রাগবর করি আগমন। আসনে বসিল আসি সভাতে যেমন ॥ অমনি সঙ্গীত আরম্ভিল মহেশ্বর। কেশবের গুণকথা কহিতে বিস্তর ॥ শিবের বদনে গান করিয়া শ্রবণ। রমাপতি স্তব্ধপ্রায় হলেন তখন ॥ একদৃষ্টে চাহি রহে শঙ্করের পানে। স্তব্ধীভূত হৈল সভা না যায় কহনে ॥ চিত্রার্পিত সম সবে স্পন্দহীন হয়। শিবপানে চাহি সবে একদৃষ্টে রয় ॥ লক্ষ্মী সরস্বতী দোঁহে সেইরূপে রহে। চতুর্ম্মুখ চতুর্ম্মুখে কিছু নাহি কহে ॥ ব্রহ্মার মস্তক যেন ঘুরিতে লাগিল। একদৃষ্টে শিবপানে চাহিয়া রহিল ॥

অবশেষে দেবদেব কৈলাস ঈশ্বর। সঙ্গীতে প্রবৃত্ত পুনঃ সভার ভিতর ॥ গান্ধারের প্রিয়তমা শ্রীনাম যাহার। আহ্বান করেন তারে শিব দয়াধার ॥ অবিলম্বে শ্রীরাগিণী আসে সভাতলে। হেরিয়া সকলে ভাসে বিস্ময়-সলিলে ॥ প্রদীপ্ত কনক সম অমল বরণ। করদ্বয়ে যুগ্মপদ্ম করিছে ধারণ ॥ বিচিত্র ভূষণ শোভে মরি কি শরীরে। উজ্জ্বল বসন তাহে পরিধান করে ॥ সহাস্য বদন শোভে মরি কি তাহার। রূপ হেরি সব জনে লাগে চমৎকার ॥ রাগিণী আসিয়া যবে বসিল আসনে। অমনি প্রবৃত্ত হৈল পঞ্চানন গানে ॥ যথাবিধি শুদ্ধভাবে করিলেন গান। গানে মুগ্ধ হয়ে সবে করে অবস্থান ॥ সঙ্গীত শুনিয়া দেবদেব নারায়ণ। মহেশ্বরে আলিঙ্গিতে উঠেন যেমন ॥ মোহবশে

নিরালম্ব হইয়া ঈশ্বর। আসন হইতে পড়ে ভূমির উপর॥ তৈজস শরীর তাঁর দেখিতে দেখিতে। দ্রবীভূত হয়ে তাহা গেল আচম্বিতে॥ দেবের শরীর দ্রব হইয়া তখন। প্লাবিত করিয়া ফেলে বৈকুণ্ঠ ভবন॥ যবে দ্রবীভূত হন বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর। মোহবশে সবে ছিল অজ্ঞান-অন্তর॥ বৈকুণ্ঠ প্লাবিত জলে করি দরশন। বিস্মিত হইয়া রহে যত দেবগণ॥ নিদ্রাগত ছিল যেন উঠিল সকলে। ঘন ঘন চারিদিকে নয়নে নেহারে॥ ব্রহ্মা ইন্দ্র আদি সব যত দেবগণ। নগরী প্লাবিত হেরি করয়ে চিন্তন॥ কোথা হতে এই জল বৈকুণ্ঠে আসিল। আসনে নাহিক হরি কোথা চলি গেল॥ অবশেষে বহু চিন্তা করি পদ্মাসন। বুঝিলেন মনে মনে উহার কারণ॥ শিবের গানের ফল আর কিছু নয়। দ্রবীভূত হয়ে গেল হরি দয়াময়॥ এতেক বিচারি মনে দেব পদ্মাসন। কমণ্ডলু হাতে করি দেখান তখন॥ গঙ্গাদেবী দ্রব অংশে তাহার ভিতরে। নিরন্তর করে বাস সানন্দ অন্তরে॥ সঙ্গীত পরম ব্রহ্ম শাস্ত্রের বচন। নারায়ণ পরব্রহ্ম বিদিত ভুবন॥ দ্রবরূপে পরব্রহ্ম গঙ্গার সলিলে। প্রবেশ করিল সুখে ব্রহ্ম-কমণ্ডলে॥ নীরময়ী গঙ্গা হৈল পাতক নাশিনী। শুনিলে অপূর্ব্ব কথা ওহে মহামুনি॥ আত্মারে আশ্রয় করি দেব জনার্দ্দন। যেমন বিরাজ করে ইহাও তেমন॥ গঙ্গারে আশ্রয় করি দ্রবভাব ধরি। রহিলেন মনসুখে বৈকুণ্ঠ বিহারী॥ কমণ্ডলু লয়ে ব্রহ্মা সানন্দ অন্তরে। সবারে সম্ভাষা করি যান ব্রহ্মপুরে॥ কৈলাসে চলিল দেবদেব পঞ্চানন। ইন্দ্র আদি দেবগণ করিল গমন॥ শিবগান বশে দেব বৈকুণ্ঠবিহারী। দ্রবীভূত হয়ে গেল গঙ্গাজলে মিলি॥ এই কথা রটি গেল ত্রিভুবনে। বিস্মিত হইয়া সবে ভাবে মনে মনে॥ লক্ষ্মী সরস্বতী দোঁহে ব্যাকুলিতমন। হরি বিনা মহাদুঃখে করেন যাপন॥ হরির অপেক্ষা করি দুঃখে দুই জনে। দিবানিশি চিন্তা করে আপনার মনে॥ মূর্ত্তিমতী গঙ্গাদেবী কৈলাস-শিখরে। শিবেরে লইয়া সুখে আনন্দে বিহরে॥ গঙ্গারে সেবিয়া দেব হরিষে মগন। দিবানিশি গঙ্গা সহ করে বিচরণ॥ এইরূপে গঙ্গা দেবী গিরির নন্দিনী। ব্রহ্মাকমণ্ডলে রহে ওহে মহামুনি॥ ব্রহ্মলোকে দ্রবভাবে করে অবস্থান। কহিনু সকল কথা তব বিদ্যমান॥ দেবদেব বিষ্ণু যিনি নিত্য সনাতন। বামনের রূপ যবে করেন গ্রহণ॥ তাঁহার চরণ হতে জাহ্নবী ভামিনী। উদ্ভূতা হইয়া দেবী আসেন অবনী॥ ভগীরথ নৃপতির পূরাতে বাসনা। অধোগামী হন দেবী শঙ্কর-ললনা॥ পাতালে সলিল রূপে করিয়া পয়াণ। সগর-সন্তানগণে করে পরিত্রাণ॥ সংক্ষেপে বলিনু সব তোমার গোচর। এবে কি শুনিতে বাঞ্ছা কহ মুনিবর॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

—•••••••••—

দৈত্যরাজ বলি কর্ত্তৃক দেবগণের রাজত্ব হরণ, পুত্রদুঃখে কাতরা হইয়া অদিতির তপস্যা ও হরি সাক্ষাৎ, বিষ্ণু কর্ত্তৃক অদিতি-গর্ভে বামনরূপে জন্মধারণে প্রতিজ্ঞা।

বিরোচনস্তু পুত্রো বলিস্তস্যাভবৎ সুতঃ।
স ইন্দ্রাদীন দেবগণানভিভূয় মহাবলঃ।
ভুবাদিং বুভুজে লোকং সর্ব্বদৈত্যগণেশ্বরঃ।
অদিতির্দেবমাতা বৈ পুত্রাণাং দুঃখশান্তয়ে।
তপস্যয়া হরিং দেবমারাধ্যাং সমবাধয়ৎ।
[illegible] গর্ভে গতে দিব্যো শ্রীহরির্দেবমাতরং।
দর্শয়ামাস চাত্মানং পরমাদ্ভুতবিগ্রহং ॥

শুকমুখে গঙ্গাকথা করিয়া শ্রবণ। জৈমিনি বিস্ময়-নীরে হলেন মগন ॥ শুনিতে শুনিতে স্পৃহা বাড়িয়া উঠিল। সবিনয়ে পুনঃ শুকে জিজ্ঞাসা করিল ॥ জিজ্ঞাসি তোমায় প্রভু ওহে তপোধন। মনের বাসনা মোর করহ পূরণ ॥ তব মুখে পুণ্যকথা যতবার শুনি। শুনিতে ততই বাঞ্ছা হয় মহামুনি ॥ শুনি পরিতৃপ্তি নাহি কিছুতেই হয়। ভক্তের পূরাহ বাঞ্ছা ওহে দয়াময় ॥ কিরূপে বিষ্ণুর পদ পায় সুরধুনী। সেই কথা কহ দেব একমনে শুনি ॥ ব্রহ্মকমণ্ডলু হতে বিষ্ণুর চরণে। কিরূপে গেলেন দেবী কহ মহামুনে ॥ বিষ্ণুপদ হতে আসে কিরূপে ধরায়। সেই কথা বিবরিয়া বলহ আমায় ॥ কেন ভগীরথ রাজা একান্ত অন্তরে। গঙ্গা-আরাধনা করে তত কষ্ট করে ॥ কেন গঙ্গা ধরাতলে করিয়া পয়াণ। সগরসন্তানগণে করে পরিত্রাণ ॥ ধরাতলে গঙ্গাদেবী করিয়া গমন। কতদূরে কোন স্থানে স্থিরভাব হন ॥ এই সব প্রকাশিয়া বলহ আমায়। পুণ্য উপার্জ্জন করি তোমার কৃপায় ॥ জৈমিনির এই বাক্য করিয়া শ্রবণ। সমুৎসুকে শুক ঋষি কহেন তখন ॥ শুনহ জৈমিনে বলি অপূর্ব্ব ভারতী। শুনিলে লভিবে জ্ঞান ওহে মহামতি ॥ মরীচি ব্রহ্মার পুত্র জানে সর্ব্বজন। কশ্যপ মরীচি হতে ধরিল জনম ॥ কশ্যপ-ঔরসে আর দিতির জঠরে। হিরণ্যকশিপু দৈত্য নিজ জন্ম ধরে ॥ যথাক্রমে দৈত্য পায় চারিটী তনয়। প্রহ্লাদ সবার জ্যেষ্ঠ আছে পরিচয় ॥ প্রহ্লাদ পরম জ্ঞানী বিষ্ণুপরায়ণ। তাহার তনয় জন্মে নাম বিরোচন ॥ বিরোচন-পুত্র বলি মহাবলবান।

যার নামে দেবগণ হয় কম্পমান ॥ ইন্দ্র আদি দেবগণে করি পরাজয়। সর্ব্ব-লোক জিনি দৈত্য ক্রমে ক্রমে লয় ॥ সর্ব্বলোক ভোগ করে একা দৈত্যেশ্বর। তাহা দেখি দেবমাতা দুঃখেতে কাতর ॥ অদিতি দেবের মাতা বিদিত ভুবন। পুত্রদুঃখে দুঃখী হয়ে করেন চিন্তন। কিসে দুঃখ শান্তি হবে ভাবি মনে মনে। পতির আদেশে যান তপস্যাচরণে ॥ পতি-আজ্ঞা শিরে ধরি দেবের জননী। দিবানিশি ভাবে কোথা হরি চিন্তামণি ॥ নির্জ্জন কাননে পশি অদিতি তখন। একান্ত অন্তরে তপে হলেন মগন ॥ হরি-আরাধনা দেবী করিতে লাগিল। অহর্নিশি হরিধনে ভাবিতে থাকিল ॥ অদিতির তপ হেরি যত দৈত্যগণ। মায়া করি দেবমূর্ত্তি করিল ধারণ ॥ ধীরে ধীরে গিয়া সবে অদিতি-সদনে। প্রতারণা করি বলে প্রণমি চরণে ॥ আমরা দেবতা সবে করি আগমন। তোমার চরণে মাতঃ করিগো বন্দন ॥ শিরোধার্য্য তব মাতঃ চরণ যুগল। ইহা হতে জানি মোরা সবার কুশল ॥ কেন তপে নিমগন কহ গো জননি। কেন দেহ শুষ্ক কর বল দেখি শুনি ॥ জীবিত রহিলে তুমি মোদের মঙ্গল। তুমি যদি ত্যজ দেহ না হেরি কুশল ॥ জননী নাহিক মাতঃ যাহার আগারে। মধুরভাষিণী ভার্য্যা নাহি যার ঘরে ॥ কাননে নিবাস তার সমুচিত হয়। তার পক্ষে গৃহ বন সমান নিশ্চয় ॥ ভার্য্যাহীন মাতৃহীন যেই অভাজন। যাহার গৃহেতে নাহি বশগ নন্দন ॥ পরিবার প্রতিবাদী যাহার উপরে। উচিত তাহার বাস কাননমাঝারে ॥ যদি তুমি তপে মগ্ন থাক অনুক্ষণ। শরীরের আশা যদি না রাখ কখন ॥ রাজ্য সুখে আমাদের কিবা কাজ আর। কি ফল ধরিয়া বল জীবন অসার ॥ মোদের লাগিয়া দুঃখ হেরিছি তোমার। মোদের লাগিয়া কর তপস্যা-আচার ॥ ধিক্ ধিক্ আমাদিগে শুন গো জননী। জীবন ধরিয়া ফল বল কিবা শুনি ॥ সুখদুঃখদাতা মাত্র কেবল ঈশ্বর। কোথাও নাহিক কর্ত্তা জানিবে অপর ॥ আরাধনা কর যত কিবা তাহে ফল। সুখদুঃখ বিধিলিপি ঘটিবে সকল। কর্ম্মফলে সুখ দুঃখ ঘটিবে নিশ্চয়। ভুঞ্জিতে হইবে তাহা নাহিক সংশয় ॥ পূর্ব্বজন্মে যেই ফল করেছি অর্জ্জন। বল দেখি কেবা তাহা করিবে খণ্ডন ॥ কঠোর তপস্যা করি তুমি গো জননী। পারিবে কি নিবারিতে বল দেখি শুনি ॥ অতএব তপ ত্যাগ করিয়া এখন। গৃহে গিয়া হরিধনে করহ স্মরণ। তোমা হতে রাজ্য কভু শ্রেষ্ঠ নাহি হয়। দীর্ঘজীবী হও মাতঃ থাকিয়া আলয় ॥ দুরদৃষ্ট বশে মোরা রাজ্যহারা হই। বলিলাম সার কথা এবে তব ঠাঁই ॥ তব দেহ বিনাশিয়া বাসনা পূরাতে। কভু নাহি অভিলাষ আমাদের চিতে ॥

দৈত্যগণ-বাক্য শুনি অদিতি তখন। তপোবলে জানিলেন সকল কারণ ॥ ক্রোধবেগে কহিলেন দানব সবারে। পরীহাসযোগ্য বুঝি ভেবেছ আমারে ॥ অবিলম্বে রাজ্যভ্রষ্ট তোমরা হইবে। দেবগণ সম দুঃখ অবশ্য ঘটিবে ॥

তোমাদিগে পরাজিবে যত দেবগণ। আমার বচন মিথ্যা না হবে কখন॥ অদিতির বাক্য শুনি দানবেরগণ। ক্রোধবশে ঘর্ষে সবে দশনে দশন॥ ঘন ঘন মুহুর্ম্মুহুঃ ফেলে দীর্ঘশ্বাস। প্রলয়ে বহিল যেন প্রলয় বাতাস॥ মুখ হতে অগ্নিশিখা বাহির হইল। নিশ্বাস বায়ুর সহ মিশিয়া পড়িল॥ দেখিতে দেখিতে অগ্নি হইল বিস্তার। ব্যাপিল ক্রমশঃ উহা কানন মাঝার॥ দেখিতে দেখিতে দহে যাবত কানন। দৈত্যগণ গেল ভয়ে বলির সদন॥ নিবেদিল সব কথা দানব ঈশ্বরে। দাবানলে দেবমাতা মরিয়াছে পুড়ে॥ এদিকে অদিতি দেবী দেবের জননী। বনমাঝে ভাবে হৃদে সেই চিন্তামণি॥ কৃপা করি কৃপাময় বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর। সুদর্শনে রক্ষিলেন কানন ভিতর॥ অনল নির্ব্বাণ হয়ে পূর্ব্বমত হৈল। অদিতি কঠোর তপে মন নিবেশিল॥ হরি-দরশন পাবে করিয়া মনন। কঠোর তপেতে দেবী নিবেশিল মন॥ অঙ্গুষ্ঠ উপরে ভর করিয়া অদিতি। উর্দ্ধবাহু হয়ে সদা করি অবস্থিতি॥ শুধুমাত্র বায়ু দেবী করিয়া ভোজন। হৃদি মাঝে হরিপদ ভাবে অনুক্ষণ॥ এইরূপে একবর্ষ অতীত হইল। দয়াময়-হৃদি মাঝে দয়া উপজিল॥ অদিতিরে দেখা দিতে দেব জনার্দ্দন। মোহন বেশেতে তথা করে আগমন॥ মরকত শ্যাম-বর্ণ অতি মনোহর। পীত-বাস পরিধান দিব্য কলেবর॥ কিরীট শোভিছে কিবা মস্তক উপরে। কাঞ্চন কুণ্ডল শোভে শ্রবণ যুগলে॥ দীর্ঘ চারি ভুজ শোভে মরি কি বাহার। সহাস্য বদন কিবা অতি চমৎকার॥ গরুড়-উপরে দেব করে আরোহণ। তুলসীর মালা গলে অতি সুশোভন॥ দেখামাত্র মহানন্দ অদিতি অন্তরে। ভাবে গদ-গদ হয়ে প্রণিপাত করে॥ মিষ্টভাষে সবিনয়ে দেবের জননী। কহিলেন শুন শুন ওহে চিন্তামণি॥ মূঢ়মতি নারী আমি অতীব অধম। ত্রিলোকের পতি তুমি ওহে জনার্দ্দন॥ কৃপা করি মোরে তুমি দরশন দিলে। কৃপাময় বলি তুমি বিদিত সংসারে॥ তোমারে প্রণাম করি ওহে জনার্দ্দন। কমলার পতি তুমি অখিল-রঞ্জন॥ বিশ্বপতি তুমি দেব তুমি সৃষ্টিকর। তব তত্ত্ব আছে দেব বেদেতে গোচর॥ অনাথের নাথ তুমি জীবের জীবন। তুমি তন্ত্র তুমি বেদ তুমি পুরাতন॥ জগতের কর্ত্তা তুমি জগতের হর্ত্তা। বিশ্বের পালক তুমি বিধির বিধাতা॥ তোমার কৃপায় জ্ঞান লভয়ে সকলে। কে জানে তোমার তত্ত্ব বিশ্বের মাঝারে॥ কখন সাকার তুমি কভু নিরাকার। নীরাকারে কভু তুমি করহ বিহার॥ সংসারের সার তুমি সার হতে সার। সবার জনক তুমি ওহে দয়াধার॥ সতত ভক্তের বশ তুমি চিন্তামণি। কি বর্ণিব তব তত্ত্ব কিছু নাহি জানি॥ ভক্তের পূরাহ বাঞ্ছা জগত-জীবন। তব কৃপাবশে তরে যত জীব-গণ॥ তব অংশে দেবগণ ধরেছে জনম। অনাদি অনন্ত তুমি বিশ্বের জীবন॥ তব গুণ বর্ণিবারে কেহ নাহি পারে। অনন্ত অনন্ত মুখে বর্ণিবারে নারে॥ করুণা-কটাক্ষ কর এ অধীনী জনে। পুনঃ পুনঃ নতি করি তোমার চরণে॥

তব নিরূপণ আছে বেদের মাঝারে। বিশ্ব ব্যাপি আছ তুমি জ্যোতির আকারে॥ তত্ত্বময় তুমি দেব তুমি কৃপাময়। তোমা হতে নাশ হয় ভববন্ধ-ভয়॥ তব তত্ত্ব জানে হেন সাধ্য আছে কার। তত্ত্বজ্ঞানরূপী তুমি জ্ঞানের আধার॥ বিশ্বের আদিম তুমি জগতের মূল। তোমা হতে পাপরাশি হয় নির্ম্মূল॥ তুমি স্থূল তুমি সূক্ষ্ম তুমিই কারণ। ব্যাপ্ত আছ তুমি দেব অখিল ভুবন॥ তোমা হতে সৃষ্টি স্থিতি তোমা হতে লয়। তোমা হতে বিনাশিত ভববন্ধভয়॥ অজর অমর তুমি অখিল-ঈশ্বর। তব তত্ত্ব নাহি বুঝে যত মূঢ় নর॥ আত্মারূপে তুমি স্থিত জীবের হৃদয়ে। কি জানিব তব তত্ত্ব মূঢ়মতি হয়ে॥ দয়ার আধার তুমি কর্ম্মফলদাতা। নির্ব্বিকার নিরঞ্জন অখিলের পাতা॥ যাবত কার্য্যের মূল অখিল-রঞ্জন। তোমা হতে কর্ম্মবন্ধ হয় বিনাশন॥ কারণ-কারণ তুমি জগতনিবাস। তোমা হতে যত দুঃখ সমূলে বিনাশ॥ তব পদে কোটি কোটি করি নমস্কার। কৃপা করি অধীনীরে করহ উদ্ধার॥ তব নাভি-সরোজেতে ব্রহ্মার জনম। তব কৃপাবশে সৃষ্টি লভে পদ্মাসন॥ একাদশ রুদ্র জন্মে তোমার কৃপায়। তোমার কৃপায় এড়ে শমনের দায়॥ তোমার আজ্ঞায় সূর্য্য উঠে দিবানিশি। আদেশ রক্ষার্থ ভ্রমে নভোমার্গে শশী॥ তোমার আজ্ঞায় সদা বহিছে পবন। তোমার আজ্ঞায় অগ্নি করয়ে দহন॥ তোমার মহিমা প্রভু কি বলিব আর। তোমার চরণে করি কোটি নমস্কার॥ অধীনীরে কৃপা কর ওহে কৃপাময়। ভক্তজনে হও তুমি সতত আশ্রয়॥ তব পাদপদ্ম সেবে সদা মুনিগণ। অদ্ভুত করম তব ওহে সনাতন॥ চিদানন্দ ময় তুমি প্রফুল্ল-হৃদয়। করুণাকটাক্ষে চাহ ওহে কৃপাময়॥ তোমা হতে জ্ঞানী জন লাভ করে জ্ঞান। অধীনীরে কৃপা করি কর পরিত্রাণ॥ তব পদে পুনঃ-পুনঃ করি নমস্কার। অধীনীরে কৃপা করি করহ উদ্ধার॥ কামনা করহ পূর্ণ ওহে নিরঞ্জন। শরণ লইনু আমি তোমার চরণ॥ অগতির গতি তুমি জীবের জীবন। তোমারে হৃদয়ে ভাবে সদা যোগীগণ॥ কখন নির্গুণ তুমি কভু গুণ-বান। তোমার চরণে প্রভু করি গো প্রণাম॥ একমাত্র তুমি দেব নাহিক দ্বিতীয়। ব্যাপ্ত আছ সর্ব্ব বিশ্ব ওহে বিশ্বময়॥ নানাভাবে লোকে করে তোমারে বর্ণন। তোমার মায়ায় মুগ্ধ যত সুরগণ॥ গুণের আধার তুমি গুণের আকর। নমস্কার করি তব চরণ উপর॥ তোমা হতে চরাচর বিশ্বের সৃজন। তোমাতেই লয় হয় স্থাবর জঙ্গম॥ বিশ্বের আধার তুমি বিপিনবিহারী। ভক্ত-জনবশ তুমি দৈত্যদর্পহারী॥ শঙ্খ-চক্র-গদাধর তুমি শার্ঙ্গধারী। বাসুদেব জনার্দ্দন মুকুন্দ মুরারি॥ যোগীর হৃদয়ে তব নিরন্তর বাস। তুমি যোগ তুমি যজ্ঞ ওহে শ্রীনিবাস॥ প্রণব-আত্মক তুমি প্রণব-আধার॥ তোমার চরণে করি কোটি নমস্কার॥ কৃপা করি অধীনীরে কর পরিত্রাণ। তুমি সাক্ষী তুমি নিত্য তুমি কৃপাবান॥ তুমিই ইন্দ্রিয় নাথ তুমিই যে মন। তুমি বুদ্ধি

তুমি লক্ষ্মী তুমি সব ধন ॥ ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ তুমিই সকল। নমস্কার করি তব চরণ উপর ॥ রূপহীন তুমি দেব রূপের স্বরূপ। ভক্তের সকল কার্য্যে তুমি শুভরূপ ॥ কি বলিব তুমি নাথ প্রধান-প্রধান। তব পদে মতি করি কর পরিত্রাণ ॥ আত্মরূপী তুমি দেব অখিল-রঞ্জন। জীবরূপে তুমি সদা কর বিচরণ ॥ তব কৃপাবশে যারা লভে তত্ত্বজ্ঞান। কি ভয় তাদের বল ওহে মতিমান ॥ তব মায়াবশে দেব ধরেছি জনম। মায়াবশে বিমোহিত আছি সর্ব্বক্ষণ ॥ কমলার পতি তুমি অজয় অব্যয়। অধীনীরে কৃপা কর ওহে দয়াময় ॥ স্থূল সূক্ষ্মরূপে তুমি এই চরাচর। ব্যাপিয়া রয়েছ দেব ওহে দামোদর ॥ প্রসীদ প্রসীদ দেব জগত-নিবাস। কৃপা করি পরিপূর্ণ কর অভিলাষ ॥ কালরূপী তুমি দেব জগতের বন্ধু। ভক্তের উপরে তুমি হও কৃপাসিন্ধু ॥ তব রূপ তর্ক করি কেহ নাহি পায়। যে কেহ বুঝিতে পারে তোমার কৃপায় ॥ চন্দ্র-সূর্য্যরূপী তুমি পুরুষ পুরাণ। কূটস্থ অনলরূপী ওহে ভগবান ॥ যোগীজনে দৃঢ়যোগে তোমা হেন ধনে। নিরন্ত দেখারে দেখ আপনার মনে ॥ তব পদ ধ্যান করি যত মহাজন। অন্তরে অনন্ত সুখ লভে অনুক্ষণ ॥ দারুকাষ্ঠে গুপ্ত যথা আছয়ে অনল ॥ তেমতি সকল ভূতে তুমি দামোদর ॥ আত্মরূপে সর্ব্বভূতে কর অবস্থিতি। নিজ তেজে দীপ্তিমান ওহে মহামতি ॥ তুমি গুরু পরমাত্মা বিষ্ণু জনার্দ্দন। তোমার চরণে করি সতত বন্দন ॥ তব পাশে ওহে নাথ বলিব কি আর। অধীনীরে কৃপা করি করহ উদ্ধার ॥

শুক বলে শুন শুন ওহে তপোধন। অদিতির স্তব শুনি দেব জনার্দ্দন ॥ তপোবশে ক্ষীণদেহা হেরিয়া তাঁহারে। কহিলেন দামোদর সুমধুর-স্বরে ॥ দেবমাতঃ মম বাক্য করহ শ্রবণ। বর দিতে তব পাশে মম আগমন ॥ অভিমত বর লহ অমর-জননী। তব স্তবে তুষ্ট অতি হইয়াছি আমি ॥ হরির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। প্রফুল্ল-বদনে বলে অদিতি তখন ॥ শঙ্খচক্র-গদাধর ওহে দামোদর। নমস্কার করি তোমা বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর ॥ বরার্থিনী সত্য আমি বরদাতা তুমি। কি কারণে জিজ্ঞাসিছ তুমি অন্তর্যামী ॥ মম মনোবাঞ্ছা তুমি জান জনার্দ্দন। জানিয়া কি হেতু বল এরূপ বচন ॥ তব আরাধনা আমি করি নিরন্তর। বাসনা আছয়ে সব তোমার গোচর ॥ রাজ্যধনে মম বাঞ্ছা কিছু নাহি আর। তোমারে লভিব মাত্র বাসনা আমার ॥ সার্থক হউক মম জীবন ধারণ। তব পাশে ওহে দেব এই আকিঞ্চন ॥ দেবতাগণের দুঃখ জানহ মুরারি। কৃপা করি দুঃখ দূর করহ শ্রীহরি ॥ দৈত্যগণ রাজ্য-ধন লয়েছে কাড়িয়া। উচিত যা হয় তাহা কর বিবেচিয়া ॥ দেবীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। মিষ্টভাবে জনার্দ্দন কহেন তখন ॥ তথাস্তু তথাস্তু দেবি নাহি হবে আন। আমার বচনে তব পূর্ণ হবে কাম ॥ হৃদয়ে বাসনা

যাহা আছয়ে তোমার। পূর্ণ হবে তাহা দেবি বচনে আমার॥ তব পুত্রগণ ইন্দ্র আদি দেবগণ। স্ব স্ব রাজ্য পাবে পুনঃ আমার বচন॥ তব গর্ভে জন্ম আমি ধরিব সুন্দরি। বলিপাশে দেবরাজ্য ছলে লব কাড়ি॥ তব পুত্রগণে রাজ্য করিব প্রদান। সত্য সত্য মম বাক্য নহে কভু আন॥ হরির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। দেবের জননী ভয়ে কাঁপে ঘন ঘন॥ সভয়ে সকম্পে কহে শুন ওহে হরি। তোমার বচন শুনি অনুবেতে ডরি॥ বিশ্বাত্মন ওহে প্রভু বিশ্বের ঈশ্বর। বর লভি ভয়ে এবে হতেছি কাতর॥ কিরূপে তোমারে আমি ধরিব জঠরে। বিশ্বমূর্ত্তি তুমি দেব খ্যাত চরাচরে॥ বহুল ব্রহ্মাণ্ড শোভে তব লোমকূপে। তোমারে ধরিব প্রভু জঠরে কিরূপে॥ কৃশোদরী তপস্বিনী আমি জনার্দ্দন। কিরূপে জঠরে তোমা করিব ধারণ॥ শ্রীগোবিন্দ জগন্নাথ পুরুষ-উত্তম। প্রসন্ন আমার পরে হও জনার্দ্দন॥ বরে মম নাহি কাজ শুনহে মুরারি। মমোপরে সুপ্রসন্ন হও কৃপা করি। দেবীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। মিষ্টভাষে জনার্দ্দন কহেন তখন॥ শুন গো জননী তব নাহি কিছু ভয়। কেন ভীত হইতেছে তোমার হৃদয়॥ আমারে ধরিতে তব নাহিক ভাবনা। শুন শুন ওগো মাতঃ কশ্যপ-ললনা॥ জগত-ঈশ্বর আমি জানহ অন্তরে। আমি রক্ষা করি রব তোমার অন্তরে॥ তোমারে সতত আমি করিব রক্ষণ। অনায়াসে জঠরেতে করিবে ধারণ॥ ক্ষমাশীল সত্যবাদী বৈষ্ণব যে জন। সতত আমারে তারা করয়ে ধারণ॥ বিষাদে উদ্বিগ্ন নাহি হয় যেই জন। সুখেতে বাসনা যার নাহি কদাচন॥ সদা সমভাবে রহে যেই সাধু নর। আমারে ধরিতে সেই পারে নিরন্তর॥ পিতৃমাতৃ হিতকারী যেই সাধুজন। সদা সর্ব্বজনে কহে সুমিষ্ট বচন॥ সতত ভকতি রাখে গুরুর উপরে। শিব-পূজা-রত রহে একান্ত অন্তরে॥ সেই জন মোরে পারে করিতে ধারণ। তবে হৃদে ভয় তব কিসের কারণ॥ ভোজনে শয়নে কিম্বা বাক্য উচ্চারণে। গমন-সময়ে পুণ্য-কর্ম্ম-অনুষ্ঠানে॥ মম প্রিয়কারী সদা হয় যেই জন। অনায়াসে সেই মোরে করয়ে ধারণ॥ পুরাণের তত্ত্বজ্ঞানে করি অভিলাষ। যেই জন সদা করে সাধু-সহবাস॥ সতত তুলসী কণ্ঠে করয়ে ধারণ। অনায়াসে মোরে ধরে সেই সাধুজন॥ পদ্মপত্রস্থিত জল বিনাশী যেমন। সেই রূপ বিবেচনা করি পুত্রধন॥ কিবা পুত্রে কিবা ধনে স্নেহ নাহি করে। সদা চিন্তা করে মোরে হৃদয় আধারে॥ ভাগবত বলি তারে জানিবে ভুবনে। সে জন সমর্থ, হয় আমারে ধারণে॥ যেই জন গঙ্গানীরে সদা করে স্নান। ব্রাহ্মণে ভকতি করে যেই মতিমান॥ ভাগবত বলি তারে জানিবে ভুবনে। সে জন সক্ষম সদা আমারে ধারণে॥ রুদ্রাক্ষের মালা সদা যে করে ধারণ। বিষ্ণুপূজা রুদ্রপূজা করে যেই জন॥ ভাগবত বলি তারে জানিবে ভুবনে। সে জন সক্ষম সদা আমারে ধারণে॥

চণ্ডীপাঠ সদা করে যেই সাধুজন। যেই জন সদা চণ্ডী জপ পরায়ণ ॥ ভাগবত বলি তারে জানিবে ভুবনে। সে জন সক্ষম সদা আমারে ধারণে ॥ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ যেই সাধুজন। ধর্ম্ম অনুসারে যেই করে আচরণ ॥ ভাগবত বলি তারে জানিবে ভুবনে। সে জন সক্ষম সদা আমারে ধারণে ॥ যেই জন ভক্তি করি একান্ত অন্তরে। আমার পবিত্র নাম সদা গান করে ॥ ভাগবত বলি তারে জানিবে ভুবনে। সে জন সক্ষম সদা আমারে ধারণে ॥ অনন্ত মুকুন্দ রাম আর নারায়ণ। দীনবন্ধু সনাতন শ্রীমধুসূদন ॥ এই সব মম নাম যেই গান করে। আমারে ধরিতে সেই অনায়াসে পারে ॥ ভাগবত বলি সেই বিদিত ভুবন। কহিলাম তত্ত্বকথা তোমার সদন ॥ পদ্মনাভ কৃপানাথ পুরুষ-উত্তম। এই সব মম নাম যে করে কীর্ত্তন ॥ ভাগবত বলি তারে জানিবে ভুবনে। সে জন সক্ষম সদা আমারে ধারণে ॥ গোপাল গোবিন্দ আর শ্রীমধুসূদন। শ্রীগরুড়ধ্বজ আদি যে করে কীর্ত্তন ॥ ভাগবত বলি তারে জানিবে ভুবনে। সে জন সক্ষম সদা আমারে ধারণে ॥ নীলকণ্ঠ ত্রিলোচন শ্রীশিব শঙ্কর। এই সব নাম গায় যেই সাধুনর ॥ সে জন সক্ষম সদা আমারে ধারণে। কহিলাম সার কথা তোমার সদনে ॥ বিপদে পড়িয়া ধর্ম্ম না ত্যজে যে জন। সে জন আমার প্রিয় সতত সুজন ॥ আমারে ধরিতে সেই সক্ষম নিশ্চয়। কভু নাহি থাকে তার ভববন্ধ-ভয় ॥ কর্ম্মভূমে আসি যেই হয়ে ভক্তিমান। আমারে ভজনা করে হয়ে সাবধান ॥ সেই জন মম প্রিয় জানিবে নিশ্চয়। আমারে ধরিতে সেই সদা শক্ত হয় ॥ দুর্গে দুর্গে ভদ্রকালী চণ্ডিকে বৈষ্ণবী। এই সব নাম গায় যদি কেহ দেবি ॥ সেই জন মম প্রিয় জানিবে নিশ্চয়। আমারে ধরিতে সেই সদা শক্ত হয় ॥ যেই নারী সদা পতিপদ পূজা করে। ভক্তিযুতা দয়ান্বিতা যে নারী সংসারে ॥ সুশীলা সরলচিত্তা যেই নারী হয়। আমারে ধরিতে সেই সক্ষম নিশ্চয় ॥ আমি কৃশ আমি দীর্ঘ আমিই বামন। আমি স্থূল আমি সূক্ষ্ম জানিবে বচন ॥ সুরূপ কুরূপ মোরে জানিবে সুন্দরী। যেই রূপ বল তাহা ধরিবারে পারি ॥ সক্ষম হইবে তুমি যেরূপ ধারণে। সেইরূপ হব আমি কহি তব স্থানে ॥ সেইরূপে যাব আমি তোমার জঠরে। পুত্ররূপে জন্ম লব ধরণী উপরে ॥ হরির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। মধুরবচনে দেবী কহেন তখন ॥ যদি মোরে বরযোগ্যা ভাব জনার্দ্দন। যদি মোরে দেহ বর ওহে সনাতন ॥ বামন রূপেতে জন্ম ধরহ কেশব। আকিঞ্চন এই মম ওহে শ্রীমাধব ॥ নাতিস্থূল নাতিকৃশ হয়ে জনার্দ্দন। বামন রূপেতে করি জনম গ্রহণ ॥ বলিরে নাশিয়া ইন্দ্রে কর বাক্য দান। এই মাত্র আকিঞ্চন করি তব স্থান ॥ মম গর্ভে জন্ম ধরি বলিরে নাশিলে। সুকীর্ত্তি রহিবে তব জগত মাঝারে ॥ দেবীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। তথাস্তু বলিয়া হরি করেন গমন ॥ অন্তর্হিত হয়ে দেব করিলে

পয়াণ। অদিতি সানন্দে যান কশ্যপের স্থান॥ পুরাণে অমৃত কথা সার হতে সার। অবহেলে শুনে যেই তরে ভবপার॥ সংসার-সাগর হেরি যদি ভয় পাও। এক মনে হরি নাম সদানন্দে গাও॥ হরি বিনা ধরাধামে কেবা আছে আর। ভবার্ণবে হরিমাত্র জান কর্ণধার॥ যেই হরি সেই হর সেই পদ্মাসন। ভিন্নভাব যেন মনে না ভাব কখন॥ ভিন্নভাবে ফল হানি জন্মিবে নিশ্চয়। হৃদি হতে কর দূর প্রভেদ সংশয়॥

ষোড়শ অধ্যায়।

হরির বামনরূপে জন্ম, অদিতি প্রভৃতি কর্ত্তৃক স্তব, বৃহস্পতি সকাশে বামনের শিক্ষা এবং ভিক্ষার্থ বামনের প্রস্থান।

কালে প্রাদুরভূদ্দেবঃ কশ্যপস্য গৃহে প্রভুঃ।
ভবায় বিপ্রদেবানামভবায় বলেরপি।
ভাদ্রে মাসি সিতে পক্ষে দ্বাদশ্যাং দ্বিজপুঙ্গবাঃ।
শ্রবণানক্ষত্রযুক্তে মুহূর্ত্তেঽপি দ্বিজে প্রভুঃ।
অদিতিঃ কশ্যপশ্চাপি হরিং সদৃশতুষ্টুবতুঃ।
অদিতিরুবাচ। তস্মৈ নমস্তে কৃষ্ণায় হরয়ে পরমাত্মনে।
অজায় চাদিতেয়ায় কশ্যপায় নমোঽস্তু তে॥

শুক বলে শুন শুন ওহে তপোধন। এইরূপে কিছুকাল করিলে যাপন॥ কশ্যপ-ঔরসে দেবী অদিতি ভাবিনী। হইলেন গর্ভবতী শুন মহামুনি॥ অদিতিরে গর্ভবতী হেরি দেবগণ। বিষ্ণুরে করিতে স্তব আরম্ভে তখন॥ নমো নমঃ জগন্নাথ পুরুষ উত্তম। তুমি কৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ সংহারকারণ॥ পাপরূপ-হিমরাশি-বিনাশনকারী। বাসুদেব দেবদেব মুকুন্দ মুরারি॥ তুমি সূর্য্য তুমি চন্দ্র বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর। তোমা হতে সৃষ্ট দেব সর্ব্ব চরাচর॥ গন্ধর্ব্ব কিন্নর নর নাগ আদি করি। সর্ব্ব জীবে আছ তুমি ওহে মুর-অরি॥ তুমি চক্ষু তুমি নাসা তুমিই শ্রবণ। তুমি জিহ্বা তুমি ত্বক্ ইন্দ্রিয়াদিগণ॥ জ্ঞানরূপী তুমি দেব নমামি তোমারে। কর্ম্মেন্দ্রিয়রূপী তুমি ব্যক্ত চরাচরে॥ নির্ম্মলাত্মা তুমি দেব তোমা নমস্কার। আশ্রিতজনেরে দেব করিও উদ্ধার॥ এইরূপে দেবগণ একান্ত অন্তরে। প্রতিদিন করে স্তব জগত-ঈশ্বরে॥ এইরূপে যথাকাল আসিল যখন। কশ্যপের গৃহে হরি আবির্ভূত হন॥ দেববিপ্র সবাকার অভয়ের তরে। বলির অপায় হেতু হরি জন্ম ধরে॥ ভাদ্রমাসে শুক্লপক্ষে

দ্বাদশী তিথিতে। শ্রবণানক্ষত্রে দেব জন্মেন ভূমিতে॥ অদিতি কশ্যপ দোঁহে করেন দর্শন। মনোহর দিব্যমূর্ত্তি মদনমোহন॥ চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম করে। শোভিছে কৌস্তুভ মণি বক্ষের উপরে॥ কুণ্ডল শোভিছে কর্ণে অতি মনোহর। শ্রীবৎসলাঞ্ছিত দেব দিব্যকলেবর॥ পীতাম্বর পরিধান অতি বিমোহন। চারিদিকে দেবগণ করিছে স্তবন॥ অত্যদ্ভুত রূপ হেরি কশ্যপ তখন। ভক্তিবশে নতি করি বলেন বচন॥ নমোনমঃ কৃষ্ণ প্রভু পরমাত্মা হরি। ক্লেশনাশী লক্ষ্মীপতি মুকুন্দ মুরারি॥ পুনঃপুনঃ নতি করি তোমা জনার্দ্দন। তোমা হতে হয় ভববন্ধ বিমোচন॥ অদিতি সম্বোধি কহে ওহে শ্রীনিবাস। কৃপা করি কৈলে পূর্ণ মম অভিলাষ॥ পরমাত্মা হরি তোমা করি নমস্কার। তুমি অজ আদিতেয় করহ উদ্ধার॥ নমস্কার করি তোমা কৈবল্য-ঈশ্বর। পদ্মপত্র-বিশালাক্ষ ওহে দামোদর॥ যে জন তোমারে করে অন্তরে স্মরণ। শোক তাপ দুঃখ তার কর বিনাশন॥ দেবগণ সদা সেবে চরণ তোমার। তোমার চরণে পুনঃ করি নমস্কার॥ নমস্কার নমস্কার করি নমস্কার। কে বুঝিবে তব লীলা ওহে দয়াধার॥ অখিল ব্রহ্মাণ্ড যাহা করি দরশন। ক্রীড়ার কন্দুক তব ওহে জনার্দ্দন॥ সূক্ষ্মরূপে আত্মামাঝে যাঁর অধিষ্ঠান। নমস্কার নমস্কার তাঁহারে প্রণাম॥ চন্দ্র সূর্য্য চক্ষু যাঁর বদন ব্রাহ্মণ। নমস্কার নমস্কার তাঁহারে বন্দন॥ অগ্নি যাঁর মুখ কর্ণ দশদিক যাঁর। নমস্কার নমস্কার তাঁরে নমস্কার॥ মায়া যার হাস্য হয় শ্বাস যে পবন। নমস্কার নমস্কার তাঁহারে বন্দন॥ মুকুট সে সত্যলোক পৃথিবী আসন। নমস্কার নমস্কার তাঁহারে বন্দন॥ দক্ষিণ উত্তর এই দুই দিক যাঁর। মহাবল ভুজদ্বয় তাঁরে নমস্কার॥ নমস্কার নমস্কার করি নমস্কার। সদা নতি করি আমি চরণে তাঁহার॥ পূর্ব্বদিক নাসিকাগ্র যে জনের হয়। পশ্চিম যাঁহার পৃষ্ঠ আছে পরিচয়॥ সেই তোমা নমস্কার করি নমস্কার। পুনঃ পুনঃ নমস্কার চরণে তোমার॥ কিবা বায়ু কিবা সূর্য্য কিবা শশধর। কিবা অগ্নি কিম্বা আর শূন্য জলধর॥ আজ্ঞাকারী সদা সবে আছয়ে যাঁহার। সেই তোমা নমস্কার করি নমস্কার॥ অনায়াসে লঙ্ঘে যেই এ তিন ভুবন। দুলঙ্ঘ্য যাঁহার আজ্ঞা জানে সর্ব্বজন॥ সেই তোমা নমস্কার করি নমস্কার। পুনঃ পুনঃ নতি করি চরণে তোমার॥ ত্রিলোক বিরাজে সদা যাঁহার উদরে। ভূর্ভুব করিয়া আদি যত চরাচরে॥ সেই তোমা নমস্কার করি নমস্কার। পুনঃ পুনঃ নতি করি চরণে তোমার॥ যাঁর মুখ বাহু ঊরু আর পদ হতে। চারিবর্ণ জন্মিয়াছে মানব ভূমেতে॥ সেই তোমা নমস্কার করি নমস্কার। পুনঃ পুনঃ নতি করি চরণে তোমার॥ যাঁর চক্ষু শ্রুতি চর্ম্ম এই তিন হতে। ত্রিবিধ আশ্রম জাত হয়েছে ভূমিতে॥ সেই তোমা নমস্কার করি নমস্কার। পুনঃ পুনঃ নতি করি চরণে তোমার॥ সহস্র মস্তক যাঁর সহস্র লোচন। কুটস্থ পুরুষ যিনি সহস্র চরণ॥ সেই তোমা নম-

স্কার করি নমস্কার। পুনঃ পুনঃ নতি করি চরণে তোমার॥ সূর্য্যকোটি সম আভা যাঁহার বরণ। যাঁহা হতে ভবভয় হয় নিবারণ॥ সেই তোমা নমস্কার করি নমস্কার। পুনঃ পুনঃ নতি করি চরণে তোমার॥ অনন্ত শকতি যাঁর যিনি নিরঞ্জন। সগুণ নির্গুণ যিনি অখিল রঞ্জন॥ সেই তোমা নমস্কার করি নমস্কার। পুনঃ পুনঃ নতি করি চরণে তোমার॥ সত্ত্ব রজঃ তম এই তিন গুণ ধরি। যেই জন সৃষ্টি স্থিতি আর লয়কারী॥ সেই তোমা নমস্কার করি নমস্কার। পুনঃ পুনঃ নতি করি চরণে তোমার॥ ভক্ত বলি কৃপা করি আমার উপরে। জনম ধরিলে দেব অধীনী-জঠরে॥ নমস্কার নমস্কার করি নমস্কার। পুনঃ পুনঃ নতি করি চরণে তোমার॥ মম গর্ভে ওহে দেব ধরেছ জনম। গর্ভদুঃখ কিছু মম না করি দর্শন॥ গর্ভদুঃখহারী তুমি ওহে জনার্দ্দন। পুত্র বুদ্ধি তবোপরে না আছে এখন॥ তুমি পিতা তুমি মাতা তুমি পুত্র পতি॥ তুমি ভার্য্যা গুরু শিষ্য তুমি মাত্র গতি॥ নমস্কার নমস্কার করি নমস্কার। পুনঃ পুনঃ নতি করি চরণে তোমার॥

দুঃখশোকহারী দেবদেব জনার্দ্দন। অদিতির স্তব-বাক্য করিয়া শ্রবণ॥ মিষ্টভাষে সম্বোধিয়া কহেন তাঁহারে। শুন শুন বলিতেছি জননী তোমারে॥ বামনের রূপ আমি করিয়া ধারণ। তোমার মনের বাঞ্ছা করিব পূরণ॥ ধৈর্য্য ধর সমাশ্বস্ত হও গো জননি। ভব হেতু হব আমি বামন এখনি॥ এত বলি দেবদেব হরি নারায়ণ। দ্বিভুজ বামন রূপ করেন ধারণ॥ মঙ্গল করম কত কশ্যপ করিল। জনক জননী দোঁহে আনন্দে মজিল॥ আহা কি বিচিত্র লীলা কর দরশন। সর্ব্ব-মঙ্গলের হন আধার যে জন॥ মঙ্গল করম হয় তাঁহার জনমে। কি আশ্চর্য্য হরি-লীলা ভেবে দেখ মনে॥ বামনের রূপ হেরি লাগে চমৎকার। জবা-পুষ্প সম আভা মরি কি বাহার॥ দেহ-তেজে চারিদিক সমুজ্জ্বল হয়। এইরূপে জন্মে হরি কশ্যপ-আলয়॥ বালকের নাম যাহা রাখে সর্ব্বজন। বলিতেছি এবে তাহা শুন দিয়া মন॥ কশ্যপের পুত্র বলি কাশ্যপি হইল। বামনত্ব হেতু নাম বামন রাখিল॥ ইন্দ্রের অনুজ হন এই সে কারণে। উপেন্দ্র বলিয়া ডাকে সকলে বামনে॥ অদিতির পুত্র বলি আদিতেয় নাম। রক্তবর্ণ হেতু হৈল রক্ত অভিধান॥ এইরূপে ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ হয়ে। বামন রূপেতে হরি জন্মিল আসিয়ে॥ দিনে দিনে শিশু ক্রমে বাড়িতে লাগিল। জনক জননী হেরি আনন্দে ভাসিল॥ এইরূপে কিছুকাল গত হয়ে যায়। যজ্ঞ-উপবীত হেতু ভাবে মুনিরায়॥ উপনয়নের কাল ভাবি ঋষিবর। নিমন্ত্রণ করে ক্রমে দিক দিগন্তর॥ দেবগণে ঋষিগণে করি নিমন্ত্রণ। উপনয়নের হেতু করে আয়োজন॥ দেব ঋষি আদি আসে আনন্দের ভরে। মহা-মহোৎসব হৈল কশ্যপ-আগারে॥ শুদ্ধ বহ্নি বিধিমতে করি আমন্ত্রণ। বিধি অনুসারে হোম করি সম্পাদন॥ বৃহস্পতি যজ্ঞসূত্র লয়ে নিজ করে। সুলম্বিত করি দিল

বামনের গলে॥ নিজে আগমন করি দেব দিবাকর। গায়ত্রী করিল দান হরিষ অন্তর॥ আসিয়া পার্ব্বতী দেবী শিবের গেহিনী। বামনেরে দিল ভিক্ষা কৃতকৃত্য মানি॥ সম্বোধিয়া বামনেরে শিবা সতী কয়। তোমারে দিতেছি ভিক্ষা ব্রাহ্মণ-তনয়॥ যে ভিক্ষা দিতেছি অগ্রে করহ শ্রবণ। জরা মৃত্যু ইথে হরি হয় বিনাশন॥ অতএব শুন ওহে ব্রাহ্মণ কুমার। জরা-মৃত্যু-হরা ভিক্ষা লহ আমার॥ দেবীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। মিষ্টভাবে সবিনয়ে কহেন বামন॥ শুন শুন ভগবতী আমার ভারতী। সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ভিক্ষা মোরে দেহ গো পার্ব্বতী॥ এত বলি ওম্ স্বস্তি করি উচ্চারণ। অঙ্গুষ্ঠানামিকা যোগে করেন গ্রহণ॥ ভিক্ষা লয়ে শিরোদেশে স্থাপিত করিল। ক্রমে ক্রমে আর সবে নানা দ্রব্য দিল॥ নানা দ্রব্য নানা জনে করিল অর্পণ। পাদুকা-যুগল ধরা দিলেন তখন॥ কৌপীন ও ভিক্ষাপাত্র দিল পদ্মাসন। বেণুদণ্ড দিল হর্ষে শমন রাজন॥ ব্রহ্মর্ষিরা দর্ভরাশি আনন্দে অর্পিল। কমণ্ডলু দিয়া গঙ্গা হরিষে মজিল॥ বীণাপাণি দিল শুক্ল তিলক কপালে। ঊর্দ্ধপুণ্ড্র-শোভা হরি জনমন ভুলে॥ এইরূপে নানা দ্রব্য লভিয়া বামন। পরম তেজস্বী হৈল অতীব শোভন॥ যজ্ঞসূত্র ধরি যেন দ্বিগুণ জ্বলিল। রাজরাজ সম শোভা অতুলে উদিল॥ এইরূপে যজ্ঞসূত্র করিয়া ধারণ। মাতৃ-পিতৃ-পদে হরি প্রণমে তখন॥ ব্রহ্মা আদি দেবগণে আর ঋষিগণে। অভ্যাগত যত বিপ্র আছিল সেখানে॥ যথাবিধি নমস্কার করিয়া সবারে। বলিলেন সবিনয়ে রহি করযোড়ে॥ এবে আমি গুরু-গৃহে করিব গমন। অনুমতি দেহ মোরে ইথে সর্ব্বজন॥ যথাবিধি বিদ্যা শিক্ষা করিয়া তথায়। পুনশ্চ সবার পাশে আসিব হেথায়॥ পুত্রের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। অদিতি আপন মনে করেন চিন্তন॥ কশ্যপ প্রভৃতি আর অন্য অন্য জনে। সকলেই চিন্তা করে নিজ মনে মনে॥ অব্যয় বরদ যিনি বিষ্ণু সনাতন। জন্মিলেন তিনি আসি কশ্যপ-ভবন॥ জন্মিলেন কৃপা করি অদিতি-জঠরে। আসিলেন বিপ্ররূপে অবনী মাঝারে॥ এবে গুরু-গৃহে যেতে করিছে বাসনা। কিরূপে বলিরে প্রভু করিবে ছলনা॥ কি উপায়ে পুনঃ রাজ্য দিবে দেবরাজে। নির্ণয় করিতে নারি ভাবি হৃদি মাঝে॥ এইত হেরিছি প্রভু বামন আকার। তাহাতে নূতন এই ব্রাহ্মণ কুমার॥ কিরূপে দানবপতি বলিরে ছলিয়ে। উদ্ধারিবে দেবগণে না পাই চিন্তিয়ে॥ অথবা যেরূপে প্রভু নিত্য সনাতন। দেবের দুঃসহ দুঃখ করিবে মোচন॥ ইহাঁর তেজেতে মুগ্ধ হয়ে বৈরোচন। ইহাঁরে সকল রাজ্য করিবে অর্পণ॥ ইনি রাজ্য লয়ে পুনঃ দিবে দেবরাজে। কেন তবে এত চিন্তা করি হৃদিমাঝে॥ অতিদাতা বলি রাজা ধর্ম্মপরায়ণ। দণ্ডযোগ্য নহে কভু দানবরাজন॥ বিপ্ররূপী প্রভু গিয়া দানবের গেহ। ভিক্ষা করি লবে রাজ্য নাহিক সন্দেহ॥ এইরূপে চিন্তা করে যত মুনিগণ। এদিকে বামন-

রূপী প্রভু সনাতন ॥ কতিপয় বিপ্রগণে সঙ্গেতে লইয়ে। চলিলেন হর্ষভরে গুরুর আলয়ে ॥ তথা গিয়া গুরুপদে করিয়া প্রণাম। সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিল ধীমান ॥ বৃহস্পতি গুরুদেব করিয়া আদর। সযত্নে পড়ান যত শাস্ত্র নিরন্তর ॥ প্রথমতঃ ব্যাকরণ করি অধ্যয়ন। বেদান্ত মীমাংসা ন্যায় ষড় দরশন ॥ সাংখ্য পাতঞ্জল আর বিবিধ পুরাণ। নিরুক্ত জ্যোতিষ ছন্দ পড়ে মতিমান ॥ গুরুপাশে সর্ব্বশাস্ত্র করি অধ্যয়ন। অল্পকালে সর্ব্বশাস্ত্রে হন বিচক্ষণ ॥ আগম নিগম স্মৃতি সকলি পড়িল। সর্ব্বশাস্ত্রে স্বল্পকালে সুপণ্ডিত হৈল ॥ এইরূপে সর্ব্বশাস্ত্র করি অধ্যয়ন। গুরুরে দক্ষিণা দিতে করিয়া মনন ॥ মিষ্টভাষে সম্বোধিয়া কহেন মুরারি। শুন শুন গুরুদেব নিবেদন করি ॥ সর্ব্বশাস্ত্র শিক্ষা মোরে দিলে মহাশয়। দক্ষিণা অর্পিতে তোমা সমুচিত হয় ॥ কি দিলে অঋণী আমি তব পাশে হই। প্রকাশ করিয়া বল নিবেদি গোঁসাই ॥ একটী অক্ষর মাত্র যদি করে দান। গুরু বলি সেই জনে জানিবে ধীমান ॥ অঋণী তাঁহারে দিয়া হইবারে পারে। হেন দ্রব্য নাহি তিন ভুবন মাঝারে ॥ দক্ষিণা বিহনে গুরু যদি তুষ্ট হয়। তথাপি কিঞ্চিৎ দিবে নাহিক সংশয় ॥ তোমা হতে সর্ব্বশাস্ত্রে লভিলাম জ্ঞান। তুমি মম জ্ঞানদাতা ওহে মতিমান ॥ গুরু-ভক্তি-তত্ত্ব আমি কিছু কিছু জানি। কি বলিব তব পাশে ওহে শিরোমণি ॥ হরির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। মিষ্টভাষে বৃহস্পতি কহেন তখন ॥ বামন রূপেতে তুমি অখিল ঈশ্বর। অবতীর্ণ হলে আসি ওহে দণ্ডধর ॥ বিদ্যা শিক্ষা শুধু তব শিক্ষা দিবা তরে। সর্ব্বশাস্ত্র-কর্ত্তা তুমি ব্রহ্মাণ্ড মাঝারে ॥ সকলের পতি তুমি ওহে মহামতি। লোকাতীত তুমি দেব অগতির গতি ॥ বিদ্যা শিক্ষা হেতু এলে আমার গোচরে। পরম দক্ষিণা এই জানিবে অন্তরে ॥ অধিক দক্ষিণা আর কি আছে বল না। পূর্ণ হৈল সব মম মনের কামনা ॥ একমাত্র তব পাশে এই নিবেদন। অবতীর্ণ হলে প্রভু যাহার কারণ ॥ সে কার্য্য সাধহ ত্বরা করি গো প্রার্থনা। উহাই জানিবে মম পরম দক্ষিণা ॥ হৃতরাজ্য হয়ে আছে দেব শচীপতি। পুনঃ তারে দেহ রাজ্য ওহে মহামতি ॥ গুরুরূপে সুপ্রসন্ন আছি তবোপরে। যাহ যাহ ত্বরা করি কার্য্য সাধিবারে ॥ গুরুর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। বন্দিয়া ভকতিভরে তাঁহার চরণ ॥ বিপ্রগণে সঙ্গে লয়ে করেন পয়াণ। শুনিলে অপূর্ব্ব কথা ওহে মতিমান ॥ বামনের জন্মকথা যেই জন শুনে। অনায়াসে তরে সেই ভবের বন্ধনে ॥ বামনের রূপ হৃদে করিয়া চিন্তন। ভক্তিভরে যেই তাঁরে করয়ে অর্চ্চন ॥ ইহলোকে হয় তার দুর্গতি বিনাশ। অন্তিমে অনন্তধামে সুখে করে বাস ॥

সপ্তদশ অধ্যায়।

বামনের বলিপাশে গমন, বলির নিকট হইতে রাজ্যগ্রহণ ও বলির পাতালে গমন।

ভগবানুবাচ। ইন্দ্রায় রাজ্যং সকলং চাপি তং বর্ত্ততাং নৃপ।
ত্বঞ্চাপি সুতলং গচ্ছ পিতামহসমন্বিতঃ॥
অষ্টমন্বন্তরাযাতে ভবিতেন্দ্রো ভবানিতি।
অহং ত্বয়া পবিত্রীতো দ্বারী ভেহহং গদাধরঃ॥
ত্বয়া সদেক্ষিতঃ স্থাতা সুতলেঽপি মহামতে।
স্থিতা তে বিমলা কীর্ত্তিঃ সর্ব্বস্বদানকারিণঃ॥
ইত্যুক্তস্তেন কৃষ্ণেন বামনেন মহাত্মনা।
নির্গতো চ সুতলং পিতামহসমন্বিতঃ॥

শুক বলে শুন শুন ওহে তপোধন। হরির অপূর্ব্ব লীলা পুরাণ কথন॥ বামনের রূপধারী অখিলের পতি। বিপ্রগণে সম্বোধিয়া কহেন ভারতী॥ অন্তর্যামী ভগবান্ অখিল-রঞ্জন। জানিয়া শুনিয়া তবু জিজ্ঞাসে বচন॥ শুন শুন বিপ্রগণ বচন আমার। ভূমি হেতু যাই আমি কাহার আগার॥ কোথায় করিব স্থিতি তপস্যা কারণে। হেন স্থান কেবা দিবে কহ মোর স্থানে॥ বামনের বাক্য শুনি যত বিপ্রগণ। মধুর বচনে কহে শুনহ বামন॥ বিরোচন-পুত্র দৈত্য বলি নাম যার। অধুনা সকলা পৃথ্বী অধীন তাহার॥ নর্ম্মদা-উত্তর-তীরে করি অবস্থিতি। অধুনা করিছে যজ্ঞ সেই দৈত্যপতি॥ যজ্ঞ দাতা বিপ্রপ্রিয় সেই দৈত্যবর। অবিলম্বে যাও তুমি তাঁহার গোচর॥ তাঁহার নিকটে ভিক্ষা কর গিয়া তুমি। অবশ্য দিবেন ভূমি দৈত্য-শিরোমণি॥ বিপ্রগণ-বাক্য শুনি দেব জনার্দ্দন। বলির নিকটে যেতে করেন মনন॥ ধীরে ধীরে মন্দ মন্দ করয়ে গমন। প্রতি পদে ধরা দেবী কাঁপে ঘন ঘন॥ ক্রমে ক্রমে পর্য্যটন করি বহুদূর। উপনীত হন আসি বলি-দৈত্যপুর॥ দূর হতে বলি রাজা করে নিরীক্ষণ। অপূর্ব্ব বামনমূর্ত্তি করে আগমন॥ যজ্ঞাসনে বসি দৈত্য করে দরশন। চারিদিকে বেড়ি আছে যত ঋষিগণ॥ বলি রাজা মনে মনে করয়ে চিন্তন। সামান্য না হবে এই আসিছে বামন॥ সূর্য্যসম কিবা তেজ অতি চমৎকার। দিবসে নেহারি যেন শশীর আকার॥ অথবা অনল দেব হবে এই জন। নির্ণয় করিতে নাহি পারি কদাচন॥ রুদ্রদেব হবে কিবা এই মহাজন। সনৎকুমার কিম্বা করি দরশন॥ এইরূপে বলি রাজা নানা তর্ক

করে। হেনকালে হরি আসে সবার গোচরে॥ পদভরে ধরাদেবী করে টলমল। হেরিয়া দানবপতি অধীর-অন্তর॥ সহসা আসন হতে করে গাত্রোত্থান। বসিতে বামনে করে আসন প্রদান॥ সুতপ্ত কাঞ্চন সম লোহিত বরণ। অপূর্ব্ব-মুরতি দেব বসেন তখন॥ নিজে দৈত্যপতি ঐকান্তিক ভক্তিভরে। সযতনে বামনের পদধৌত করে॥ পদধৌত-বারি শিরে করয়ে ধারণ। যজ্ঞ-কর্ম্ম পরিত্যাগ করিল রাজন॥ বামন-পূজায় মন নিযুক্ত করিল। বিশুদ্ধ অন্তরে পূজা করিতে লাগিল॥ পূজা সাধি করযোড় করি দৈত্যবর। বামনে সম্বোধি কহে ওহে বিপ্রবর॥ নমস্কার মহাবাহো ওহে মহামুনে। নিবেদন করিতেছি আপনার স্থানে॥ মূর্ত্তিমান তপঃ সম নিরখি তোমায়। যাচক তোমারে হেন ভাবেতে বুঝায়॥ তোমারে করিতে দান হয় অভিলাষ। বাসনা তোমার কিবা করহ প্রকাশ॥ তোমা সম ভিক্ষু পেয়ে আমার জীবন। সার্থক বলিয়া মানি ওহে তপোধন॥ বলির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। মিষ্টভাষে দেবদেব কহেন তখন॥ প্রহ্লাদের পৌত্র তুমি ধার্ম্মিক-প্রবর। যা বলিলে সত্য বটে ওহে দৈত্যবর॥ যজ্ঞ করিতেছ তুমি করিয়া শ্রবণ। যাচক হইয়া আসি তোমার সদন॥ যাহা কিছু দান মোরে করিবে রাজন। সাদরে আনন্দে আমি করিব গ্রহণ॥ আমরা ব্রাহ্মণ জাতি অল্পমাত্র চাই। অধিক বাসনা কভু আমাদের নাই॥ সামান্য কিঞ্চিৎমাত্র করি যে যাচন। এই হেতু আসি আমি তোমার সদন॥ এতেক বচন শুনি বলি দৈত্যপতি। কহিলেন শুন শুন ওহে মহামতি॥ বহু বাঞ্ছা তেয়াগিয়া স্বল্পে আকিঞ্চন। ইহার কারণ কিবা ওহে তপোধন॥ মহাধনী আমি হই নাহিক সংশয়। মহাব্রহ্মতেজা তুমি ওহে মহাশয়॥ সর্ব্ববাঞ্ছা মম পাশে করিতে পূরণ। কেন না করিছ ইচ্ছা ওহে তপোধন॥ অল্প অর্থ লাভ করি আমার সকাশে। কেন তুমি যাবে পুনঃ অপরের পাশে॥ অতএব মম পাশে করহ যাচন। সাগর পর্ব্বত দ্বীপ যাহা আকিঞ্চন॥ গ্রাম নগরাদি যাহা যাহা চাহ তুমি। অশ্ব রথ হস্তী বন অথবা কামিনী॥ মণি মুক্তা স্বর্ণ রৌপ্য যাহে বাঞ্ছা হয়। অপর্য্যাপ্ত দিব তাহা ওহে মহাশয়॥ এ সব ত্যজিয়া কেন অল্পে অভিলাষ। বিবরিয়া মোর পাশে করহ প্রকাশ॥ সাম্রাজ্যসম্পত্তি সব প্রসাদে যাঁহার। সেই বিপ্রশ্রেষ্ঠ তুমি আমার আগার॥ তব করে দান দিতে না হব কৃপণ। অতএব যাহা চাহ করিব অর্পণ॥ আমি দাতা তুমি প্রার্থী যোগ্য দুই জন। অতএব চাহ ভিক্ষা শুনহ বামন॥ বলির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। মিষ্টভাষে হাসি হাসি বলেন বামন॥ যা বলিলে সত্য বটে ওহে মহাশয়। তুমি দাতা আমি অর্থী নাহিক সংশয়॥ তপস্বীর পুত্র আমি ওহে মহামতি। অল্প দ্রব্য হেতু আসিয়াছি দৈত্যপতি॥ অতুল ঐশ্বর্য্য তব জানি যে অন্তরে। তাহে কিবা কাজ মম বলত আমারে॥ অর্থীর হৃদয়ে হয় যাহা আকিঞ্চন। দাতা জনে

দিবে তাহা শাস্ত্রের বচন ॥ অল্প কিম্বা বহু হোক না করি বিচার। সাদরে করিবে পূর্ণ বাসনা তাহার ॥ অল্প দ্রব্য ভিক্ষা কৈলে নাহি দিবে দান। হেন কথা কভু নাহি শুনি মতিমান ॥ অল্প কিছু চাহি আমি ওহে দৈত্যবর। কৃপা করি দেহ তাহা দানব-ঈশ্বর ॥

এতেক বচন শুনি দৈত্য-অধিপতি। সন্তুষ্ট-হৃদয়ে কহে শুন মহামতি ॥ তোমার বাসনা যাহা বলহ এখন। শুনিতে বাসনা বড় করিতেছে মন ॥ আগেতে না জানি তব মর্ম-অভিপ্রায়। বৃথা কেন তর্ক করি ওহে বিপ্ররায় ॥ বলির বচন শুনি বামন তখন। বলিলেন শুন বলি দানব-রাজন ॥ ব্রাহ্মণ-বালক আমি শুনহ রাজন। তপস্যা করিতে আমি করিয়াছি মন ॥ এই হেতু আগমন তোমার সকাশে। অল্পমাত্র ভূমিদান মাগি তব পাশে ॥ ত্রিপাদ-সম্মিত ভূমি আমি মাত্র চাই। ইহা ভিন্ন আর কিছু আকিঞ্চন নাই। কৃতার্থ হইব ইথে শুন দৈত্যেশ্বর। সর্ব্বদান ফল পাবে করিনু গোচর ॥ অধিক বলিব কিবা দানব-রাজন। তব পাশে এইমাত্র মম আকিঞ্চন ॥ ত্রিপাদ-সম্মিত ভূমি অর্পহ আমারে। এইমাত্র ভিক্ষা করি তোমার গোচরে ॥ এইমাত্র বলি-রাজ ওহে দৈত্যবর। কিবা দ্বীপ কিবা বর্ষ কিবা গিরিবর ॥ যাহা চাব তাহা দিবে নাহি হবে আন। স্মরণ করহ তাহা ওহে মতিমান ॥ ত্রিপাদ-অবনী দান করিলে আমারে। সর্ব্বদান ফল হবে কহিনু তোমারে ॥ শুন শুন মহাভাগ চিন্তা নাহি কর। দান-যোগ্য ভিক্ষা ইহা ওহে দৈত্যবর ॥ আমার চরণে মাপি তিনপাদ ভূমি। সন্তুষ্ট-হৃদয়ে দান কর দৈত্যস্বামী ॥ বামনের বাক্য শুনি দানব-রাজন। বলিলেন শুন বলি বিপ্রের নন্দন ॥ এরূপ তোমার মতি কি হেতু হইল। তব বাক্য শুনি মনে বিস্ময় জন্মিল ॥ সর্ব্বথা বামন তুমি ওহে বটুবর। কেবল নিরখি মাত্র তেজী কলেবর ॥ তব তিন পাদ ভূমি অল্পমাত্র গণি। ইহা লয়ে কি করিবে কহ দেখি শুনি ॥ এত বলি সভ্যগণে করি সম্বোধন। কহিলেন দৈত্যপতি ওহে সভ্যগণ ॥ অল্পার্থে ভিক্ষুক এই বামন ব্রাহ্মণ। এখন উচিত কিবা কহ সর্ব্বজন ॥ রাজার বচন শুনি সভাস্থ সকলে। সবিনয়ে নিবেদিল দৈত্যের ঈশ্বরে ॥ শুন শুন দৈত্যপতে মোদের বচন। দান কর যাহা চাহে বিপ্রের নন্দন ॥ অল্পমাত্র ভিক্ষা করে বিপ্রের তনয়। ইহারে অর্পিয়া হও আনন্দ হৃদয় ॥ অযশ ইহাতে কভু না হবে রাজন। সন্তুষ্ট-হৃদয়ে কর বামনে অর্পণ ॥ সভ্যের বচন শুনি দানবের পতি। বামনেরে বলে বলি শুন মহামতি ॥ তোমার বাসনা আমি করিব পূরণ। চাহি-তেছ যাহা তাহা করহ গ্রহণ ॥ এত বলি মহাদাতা দানব-রাজন। কুশ জল তিল আদি করিল গ্রহণ ॥ তাম্রপাত্রে কুশ আদি লইয়া যতনে। ওম্ তৎ-সদিতি বাক্য উচ্চারে বদনে ॥ হেনকালে দৈত্যগুরু শুক্র মহাশয়। বলিরে সম্বোধি কহে শুন দয়াময় ॥ শুন শুন দৈত্যপতে আমার বচন। ক্ষান্ত হও

ক্ষান্ত হও না কর চিন্তন॥ তাম্রপাত্র শীঘ্র ত্যাগ কর মহামতি। মন দিয়া শুন এবে আমার ভারতী॥ দান দানপাত্র আগে করিয়া বিচার। তবে দান দিতে হয় ওহে গুণাধার॥ কি দান দিতেছ হৃদে কর বিবেচনা। প্রার্থী হয় কোন জন করহ ভাবনা॥ রাজা হয়ে নাহি কিছু করিয়া বিচার। অমনি দিতেছ দান ওহে গুণাধার॥ গুরুর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। সবিনয়ে বলি রাজা কহেন তখন॥ তুমি মম পুরোহিত ভৃগুর তনয়। নমস্কার করি তোমা ওহে মহাশয়॥ ব্রহ্মরূপী তুমি দেব করি নমস্কার। নিজ তেজে সমুদ্দীপ্ত তোমার আকার॥ ব্রাহ্মণ জানিয়া আমি করিতেছি দান। ইথে কিবা জিজ্ঞাসিব ওহে মতিমান॥ যদি তুমি এই বিপ্রে জান মহাশয়। অবিলম্বে দেহ মোরে সব পরিচয়॥ কিবা গোত্র কিবা কর্ম্ম কিবা ধরে নাম। সব পরিচয় কহ ওহে মতিমান॥

বলির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। শুক্রাচার্য্য মিষ্টভাবে কহেন তখন॥ শুন শুন মহাভাগ বচন আমার॥ সনাতন বিষ্ণু ইনি জগত-আধার॥ অদিতিজঠরে জন্ম মায়া করি ধরে। বামনরূপেতে আসে কশ্যপ-আগারে॥ দেবতার হিত হেতু বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর। অবতীর্ণ ধরাধামে ওহে দৈত্যেশ্বর॥ তোমার অপায় হেতু ইঁহার জনম। কহিনু প্রকৃত কথা শুনহ রাজন॥ এতেক বচন শুনি দানব-ঈশ্বর। কহিলেন শুন শুন ওহে বিপ্রবর॥ কি বলিলে যিনি হরি প্রভু নারায়ণ। বামনরূপেতে তিনি আমার সদন॥ দেবতার কার্য্য হেতু হৈল অবতার। শুনিয়া লাগিল হৃদে অতি চমৎকার॥ এতেক বচন শুনি শুক্র মহামতি। কহিলেন শুন শুন ওহে দৈত্যপতি॥ ইন্দ্রের রাজত্ব তুমি লয়েছ হরিয়া। ত্রিপাদ ছলেতে বিপ্র যাইবে লইয়া॥ ত্রিপাদ ছলেতে ভিক্ষা করিছে যাচন। একপাদে ধরা সর্ব্ব করিবে গ্রহণ॥ দ্বিতীয় চরণে লবে স্বরগ মণ্ডল। শরীরে ব্যাপিবে দেব সর্ব্ব নভস্থল॥ তৃতীয় চরণে স্থান দিতে না পারিবে। তখন বলহ দেখি কি কাজ করিবে॥ গুরুর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। বলিরাজা পুনঃ কহে শুন নিবেদন॥ দুই পদ হেরিতেছি ওগো মহাশয়। তৃতীয় চরণ কোথা দেহ পরিচয়॥ কিরূপে তৃতীয় পাদে যাচিবেক ভূমি। কহ দেখি সেই কথা ওহে মহামুনি॥ দুই পদ ধরে সবে বিদিত সংসারে। তৃতীয় চরণ বল পাবে কি প্রকারে॥ বলির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। শুক্র মহামতি পুনঃ কহেন বচন॥ শুন শুন মহাভাগ ওহে দৈত্যপতি। বিশেষিয়া ধর হৃদে আমার ভারতী॥ ইন্দ্রের রাজত্ব তুমি করেছ হরণ। সে হেতু তোমারে নাশ করিতে রাজন॥ বিশ্বগুরু নারায়ণ বামন আকারে। আসিয়াছে ছল করি তোমার গোচরে॥ এই যে হেরিছ রাজা যুগল চরণ। রজস্তমোরূপ ইহা জানিহ রাজন॥ সাত্ত্বিকরূপেতে আছে তৃতীয় চরণ। অতি সূক্ষ্ম সেই পদ শুনহ রাজন॥ সময়ে প্রকাশ হবে নাহিক সংশয়। জন্মিয়াছে

তিনপদ ওহে মহাশয় ॥ ইহাঁরে ত্রিপাদ স্থল যদি কর দান। তুমি তবে কোথা যাবে কহ মতিমান ॥ শুক্রের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। বলিরাজা কহে শুন আমার বচন ॥ যা বলিলে যদি সত্য হয় মহাশয়। সুখের বিষয় ইহা নাহিক সংশয় ॥ যদ্যপি প্রকাশ হয় তৃতীয় চরণ। অবশ্য পাইব স্থল ওহে তপোধন ॥ যদি এই বিপ্র হয় অখিলের পতি। আমার পরম ভাগ্য ওহে মহামতি ॥ বামন হইয়া যদি হন নারায়ণ। আমার বাসনা তবে হইল পূরণ ॥ যাঁর লাগি যজ্ঞ করি ওহে মহাশয়। সেই জন সমাগত আমার আলয় ॥ ইহা হতে ভাগ্য বল কিবা আছে আর। অনুগ্রহ কৈল মোরে দেব দয়াধার ॥ সতত ভকতি মম আছে বিপ্রোপরে। বিপ্রে দান দেই আমি সদা অকাতরে ॥ ইহা জানি বিপ্ররূপে দেব নারায়ণ। প্রার্থীরূপে আসিলেন আমার সদন ॥ যজ্ঞরূপী নারায়ণ এই সনাতন। ইহারে করিব দান না হবে খণ্ডন ॥ প্রতিজ্ঞা করেছি আমি দিব ইষ্টদান। কিরূপে করিব মিথ্যা বল মতিমান ॥

রাজার বচন শুনি শুক্র মহামতি। কহিলেন শুন শুন ওহে দৈত্যপতি ॥ কার্য্যভেদে মিথ্যা হয় ধর্মের কারণ। অধর্মেতে পরিণত ধরম কখন ॥ আদি কবি পূর্ব্বে যাহা করেছে কীর্ত্তন। সেই কথা বলি শুন দানব-রাজন ॥ জীবন সঙ্কট যদি হয় উপস্থিত। গোবিপ্র রক্ষার কালে জানিবে নিশ্চিত ॥ বিবাহে আদি কতিপয় কালে। অধর্ম না হয় কভু অসত্য বলিলে ॥ অতএব কর দৈত্য মিথ্যা আচরণ। ইথে কোন দোষ নাহি হবে কদাচন ॥ লক্ষ্মীর হইবে রক্ষা প্রাণরক্ষা হবে। আমার বচন সত্য অমিথ্যা জানিবে ॥ শুক্রের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। বলিরাজা পুনঃ কহে মধুর বচন ॥ যা বলিলে সত্য বটে ওহে মহাশয়। কিন্তু মম বাক্য কভু খণ্ডাবার নয় ॥ [illegible] করহ কীর্ত্তন। বলিয়াছি যাহা তাহা করিব সাধন ॥ [illegible] "দিব" না হবে অন্যথা। আমার প্রতিজ্ঞা কেন নাশিব সর্ব্বথা ॥ [illegible] অনুকূল আমার অন্তর। কেন বৃথা বাধা দেও ওহে বিপ্রবর ॥ [illegible] বিপ্র আছে দানব-আগারে। সদা বিচরণ করে সমল অন্তরে ॥ [illegible] পরিপূর্ণ তাদের হৃদয়। অধিক বলিব কিবা ওহে মহোদয় ॥ ভবিতব্য যাহা আছে অবশ্য ঘটিবে। হেন জন নাহি তাহা খণ্ডিতে পারিবে ॥ [illegible] সর্ব্ব বিশ্ব করিব অর্পণ। আমার ভার্য্যারে ডাক আমার সদন ॥ [illegible] মম ভার্য্যা রবে তৎপর। তাহারে আনহ শীঘ্র আমার গোচর ॥ তাহা সহ মিলি আমি আনন্দিত-মনে। সাদরে পূজিব দেবদেব সনাতনে ॥ বাসুদেবে ভক্তিমান্ যে যেই জন। তার অমঙ্গল নাহি ঘটে কদাচন ॥ আমাদের কুলদেব নারায়ণ হরি। প্রহ্লাদের প্রাণরক্ষা করিতে মুরারি ॥ নরসিংহ রূপ ধরে দেব সনাতন। অব্যয় পুরুষ তিনি নিত্য নিরঞ্জন ॥ এত বলি বলিরাজা জলপাত্র লয়। তাম্রপাত্রে কুশ জল তিল আদি রয় ॥ কামনাবিহীন হয়ে [illegible] মনে। প্রভু

তৎসদিতি বাক্য বলিয়া বদনে ॥ মাস পক্ষ আদি বাক্য বিধানে উচ্চারি। সম্প্রদান-বাক্য বলে অমরের অরি ॥ অমনি বামনরূপ করি বিসর্জ্জন। অবামনরূপ ধরে দেব সনাতন ॥ এক পদ তুলে দেব স্বরগ উপরে। ব্রহ্মাণ্ড ঘেরিল পদ সবার গোচরে ॥ সেই পদে গঙ্গাজল দিল প্রজাপতি। যেই জল কমণ্ডুলে করে অবস্থিতি ॥ এক পদে দেবদেব ব্যাপে ধরাতল। আকাশ ঘেরিল ক্রমে দেব-কলেবর ॥ তৃতীয় পদের স্থান দেহ মহাশয়। এত বলি বান্ধে দৈত্যে দেব দয়াময় ॥ পতির বন্ধন দেখি বিন্ধ্যাবলী সতী। মনোদুঃখে কহে শুন অখিলের পতি ॥ শুন শুন জগন্নাথ আমার বচন। তোমারে সেবিল সদা দানব-রাজন ॥ মুক্তিদাতা তুমি দেব বিদিত সংসারে। তবে কেন বান্ধ দৈত্যে বলহ আমারে ॥ বিরোচনসুত এই অসুর রাজন। নিষ্কপট নরপতি ধর্ম্মপরায়ণ ॥ মুক্তিদাতা জানি তোমা করে আরাধনা। তবে কেন বান্ধ নাথ দানবে বল না ॥ দুই পদ-স্থান তুমি লভিয়াছ হরি। এক পদ আছে আর শুনহ কাণ্ডারী ॥ দৈত্যের মস্তকে কেন না কর অর্পণ। বৃথা কেন কর দেব নাথেরে বন্ধন ॥ কৃপা করি পদ রাখ মস্তক-উপরে। মুক্ত হয়ে যাক রাজা তব কৃপাবলে ॥ তোমার সেবক খ্যাত দানব-রাজন। বন্দীভূত করা নহে উচিত কখন ॥

শুক বলে শুন শুন মুনি মহাশয়। বিন্ধ্যাবলী-বাক্য শুনি দেব দয়াময় ॥ দৈত্যের মস্তকে দেন তৃতীয় চরণ। ঘন ঘন জয়ধ্বনি উঠে সেইক্ষণ ॥ এইরূপে মুক্ত করি দানব-রাজনে। দেবদেব হরি কহে মধুর বচনে ॥ শুন শুন দৈত্যপতি আমার বচন। ইন্দ্রকে সকল রাজ্য করিনু অর্পণ ॥ সুতলে গমন কর পিতামহ সহ। সুফল ফলিবে তব নাহিক সন্দেহ ॥ অষ্ট-মন্বন্তর যবে হবে উপস্থিত। ইন্দ্রত্ব লভিবে তুমি কহিনু নিশ্চিত ॥ বিক্রীত হলেম আমি তোমার গোচরে। দ্বারীরূপে রব আমি সদা তব দ্বারে ॥ সুতলে থাকিয়া তুমি সদা সর্ব্বক্ষণ। আমারে হেরিবে তথা কহিনু বচন ॥ সর্ব্বস্ব অর্পিলে তুমি ওহে মহামতি। ইহাতে রটিবে তব সুযশ সুখ্যাতি ॥ প্রহ্লাদের হেতু পূর্ব্বে আনন্দিতমনে। নরসিংহ-রূপ ধরি কহি তব স্থানে ॥ ত্বদর্থে ধরিনু আমি বামন আকার। এখন শুনহ শীঘ্র বচন আমার ॥ আরব্ধ করম শীঘ্র করি সমাপন। সুতলে প্রবেশ কর দানব-রাজন ॥ কৃষ্ণের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। অবশিষ্ট যজ্ঞকর্ম্ম করি সমাপন ॥ পিতামহ সহ যান সুতল পাতালে। অন্তর্হিত হন বিষ্ণু সবার গোচরে ॥ অংশরূপে দেবদেব হরি গদাধর। সুতলে বলির দ্বারে রহে নিরন্তর ॥ শুনিলে জৈমিনি ঋষে পুরাণ আখ্যান। বলিলাম পুণ্যকথা তব বিদ্যমান ॥ মহাপুণ্য উপাখ্যান বামনচরিত। পড়িলে শুনিলে হয় পাতকরহিত ॥ ধনার্থী লভয়ে ধন ধর্ম্মার্থী ধরম। রাজ্যার্থী লভয়ে রাজ্য বন্ধ্যা পুত্রধন ॥ পুত্রার্থীর পুত্র হয় নাহিক সংশয়। কুরূপী সুরূপ লভে জানিবে নিশ্চয় ॥ বামনচরিত যদি করে অধ্যয়ন। অথবা একান্তমনে করয়ে

শ্রবণ ॥ ধরম আরোগ্য বিদ্যা লভয়ে নিশ্চয়। লভয়ে অব্যয় ফল নাহিক সংশয় ॥ প্রান্তরে গহনে বনে দুর্গম গহ্বরে। শ্মশানে মশানে কিম্বা নৃপতির দ্বারে ॥ একমনে ভক্তিভরে করিলে স্মরণ। সে জন বিপদে তরে শাস্ত্রের বচন ॥ স্মৃতিমাত্র দিব্যজ্ঞান পায় সেই নর। তার হৃদে সদা রহে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর ॥ পুণ্যদিনে শ্রাদ্ধকালে দেবতারাধনে। ভক্তি করি শুনে কিম্বা পড়ে একমনে ॥ নির্ব্বাণ পদবী লভে সেই সাধু জন। কহিনু তোমার পাশে ওহে তপোধন ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়।

সগররাজার যজ্ঞ অনুষ্ঠান, যজ্ঞীয় অশ্ব-হরণ, কপিলশাপে সগর-সন্তানগণ ভস্ম এবং সগরাদি কর্ত্তৃক গঙ্গার আরাধনা।

দ্বে ভার্য্যে সগরস্যাপি সুমতিঃ কেশিনী তথা।
ঔর্ব্বস্য চ প্রসাদেন সুমতিঃ সগরান্ পাৎ ॥
পুত্রান্ ষষ্টিসহস্রাণি কেশিনী ত্বসমঞ্জসং।
সপুত্রান্ বহ্নিনো দৃষ্ট্বা পৃথিবীবারণক্ষমান্ ॥
স্বয়ং যষ্টুং মনশ্চক্রে আহয় ঋষিদেবতাঃ।
তস্য যজ্ঞহয়ং বিপ্র শক্রো নাগা অশ্বযথা ॥

শুক বলে শুন শুন ওহে তপোধন। অপূর্ব্ব পুরাণ-কথা করিব বর্ণন ॥ হরিপদ যবে উঠি ব্রহ্মাণ্ড বিদরে। কমণ্ডলু-জল দেন ব্রহ্মা সেই কালে ॥ গঙ্গা-জলে স্পৃষ্ট হয়ে হরির চরণ। অপূর্ব্ব সুদীপ্তি ধরে ওহে তপোধন ॥ তদবধি গঙ্গা রহে হরির চরণে। পদ্মনাভ মহাতুষ্ট নিজ মনে মনে ॥ অন্তর্হিত হন পরে হরি দয়াময়। জাহ্নবী রহিল পদে করিয়া আশ্রয় ॥ সেই পদ হতে গঙ্গা সমুদ্ভূত হয়ে। পবিত্র করেন ধরা পরেতে আসিয়ে ॥ সবিস্তার তব পাশে করিব কীর্ত্তন। মন দিয়া শুন ঋষে অপূর্ব্ব কথন ॥ পদ্মনাভ-নাভিপদ্মে ব্রহ্মার জনম। মরীচি তাঁহার পুত্র জানে সর্ব্বজন ॥ মরীচির পুত্র হয় কশ্যপ সুজন। কশ্যপ হইতে রবি ধরেন জনম ॥ রবির তনয় মনু বিদিত সংসারে। শ্রাদ্ধদেব নামে যিনি খ্যাত চরাচরে ॥ তাঁহার তনয় হয় ইক্ষ্বাকু সুজন। বিকুক্ষি ইক্ষ্বাকুসুত জানে সর্ব্বজন ॥ বিকুক্ষির পুত্র জন্মে নামে পুরঞ্জয়। অনেনা নামেতে হয় তাঁহার তনয় ॥ অনেনার পুত্র হয় পৃথু মহামতি। বিশ্ব-

গন্ধি নামে হয় পৃথুর সন্ততি ॥ বিশ্বগন্ধি হতে চন্দ্র ধরয়ে জনম। যুবনাশ্ব হয় পরে চন্দ্রের নন্দন ॥ শ্রাবস্ত তাহার পুত্র ওহে মহোদয়। বৃহদশ্ব নামে হয় শ্রাবস্ত-তনয় ॥ বৃহদশ্ব লভে পুত্র ধুন্ধুমার নাম। ধুন্ধুমার-সুত জন্মে দৃঢ়াশ্ব আখ্যান ॥ হর্য্যশ্ব নামেতে হয় তাঁহার নন্দন। নিকুম্ভ হর্য্যশ্বপুত্র ওহে তপোধন ॥ হরিণাশ্ব জন্মে পরে ওহে মহাশয়। কৃশাশ্ব নামেতে হয় তাহার তনয়। শ্যেনজিৎ নামে হয় কৃশাশ্বনন্দন। যুবনাশ্ব তার পুত্র বিদিত ভুবন ॥ মান্ধাতা জনমে শেষে যুবনাশ্ব হতে। পুরুকুৎস জন্মে শেষে মানবভূমিতে ॥ এষদস্যু নামে হয় তাহার নন্দন। অনরণ্য তার পুত্র ওহে তপোধন ॥ হর্য্যশ্ব তাহার পুত্র ওহে মহাশয়। ত্র্যরুণ নামেতে হয় হর্য্যশ্ব-তনয় ॥ ত্র্যরুণের পুত্র হয় ত্রিবন্ধন নাম। তাহার তনয় জন্মে ত্রিশঙ্কু আখ্যান ॥ হরিশ্চন্দ্র তার পুত্র অতি মহোদয়। রোহিত নামেতে হরিশ্চন্দ্রের তনয় ॥ রোহিতের পুত্র হয় হরিত আখ্যান। হরিতের পুত্র জম্বু ওহে মতিমান ॥ বিজয় তাহার পর ধরয়ে জনম। ভবক নামেতে হয় বিজয়-নন্দন ॥ ভবকের পুত্র হয় বৃক অভিধান। বৃকের তনয় জন্মে বাহুক আখ্যান ॥ সগর বাহুকপুত্র বিদিত ভুবনে। মহাবল পরাক্রান্ত কহি তব স্থানে ॥ সগরের দুই ভার্য্যা মনোবিমোহিনী। সুমতি একের নাম দ্বিতীয়া কেশিনী ॥ ঔর্ব্বের প্রসাদে সেই রূপসী সুমতি। যথা কালে লভে ষষ্টি সহস্র সন্ততি ॥ সগর ঔরসে জন্মে সে সব নন্দন। কেশিনী লভয়ে একমাত্র পুত্রধন ॥ অসমঞ্জ নাম তার বিদিত ভুবনে। সতত রাখিত মন ঈশ্বর-চরণে ॥ পুত্রগণে মহাবল করি দরশন। যজ্ঞ হেতু মন করে সগর রাজন ॥ অশ্বমেধ যজ্ঞ হেতু করি আয়োজন। ঋষি-দেবগণে রাজা করে নিমন্ত্রণ ॥ যথাবিধি যজ্ঞ-অশ্ব ছাড়ি দিলে পর। হরি নিল সেই অশ্ব পন্নগাদিকর ॥ অসুয়ার বশ হয়ে ঘোটক হরিয়ে। রাখিল ঘোটকবরে পাতালে লইয়ে ॥ কপিল নামেতে ঋষি মহাতলে ছিল। তাহার নিকটে অশ্ব লইয়া রাখিল ॥ সমাধিতে আছে মুনি একান্ত অন্তর। এ সব বৃত্তান্ত নহে তাঁহার গোচর ॥ এদিকে ঘোটক নাহি পাইয়া রাজন। মনে মনে নানা চিন্তা করে অনুক্ষণ ॥ ষাইট হাজার পুত্রে দিলেন আদেশ। অশ্ব অন্বেষিয়া আন আপনার দেশ ॥ পিতার আদেশে সেই রাজপুত্রগণ। অশ্ব অন্বেষিতে সবে করিল গমন ॥ নববর্ষ সপ্তদ্বীপ সপ্ত স্বর্গপুরে। নানাস্থানে অন্বেষণ ক্রমে ক্রমে করে ॥ কোন স্থানে নাহি পায় তুরঙ্গমবর। অশ্বের লাগিয়া হৈল ব্যাকুল-অন্তর ॥ কুদ্দাল নামক অস্ত্র ছিল ধরাতলে। নিরখি লইল তাহা অতি কুতুহলে ॥ সেই অস্ত্রে গর্ত্ত খুঁড়ি ধরণী উপর। বিবরে প্রবেশ করে হরিষ অন্তর ॥ অতল বিতল তল ভ্রমিল সুতল। ভ্রমিতে ভ্রমিতে যায় পরে রসাতল ॥ কুত্রাপি যজ্ঞীয় অশ্ব না করে দর্শন। মহাতলে অবশেষে করিল গমন ॥ সগর-সন্তানগণে নিরীক্ষণ করে। নাগগণ পলাইল সভয় অন্তরে ॥ রাজপুত্রগণ তথা

করে দরশন। যজ্ঞীয় তুরঙ্গবর করে বিচরণ॥ ধ্যানেতে বসিয়া আছে এক ঋষিবর। তাহার নিকটে অশ্ব ভ্রমে নিরন্তর॥ চিনিয়া পিতার অশ্বে রাজপুত্রগণ। মনে ভাবে অশ্বচোর এই তপোধন॥ অশ্ব লয়ে মহাতলে করে অবস্থিতি। এত ভাবি ক্রোধ করে সগর-সন্ততি॥ মহাশব্দে ঢক্কা আদি করিয়া বাদন। চরণে ঋষিরে করে সঘনে তাড়ন॥ মহাবেগে পদাঘাত করে তপোধনে। ধ্যান ভাঙ্গি ঋষিবর চাহিল নয়নে॥ কপিল নামেতে ঋষি উগ্র তপোধন। নয়ন মেলিয়া করে সরোষে দর্শন। ক্রোধবশে মহামুনি হুহুঙ্কার করে। অমনি সকলে ভস্ম হয়ে ভূমে পড়ে॥ ষাইট হাজার পুত্র পাতকে ডুবিল। ঋষি-কোপে ভস্ম হয়ে পাতালে রহিল॥

এদিকে সগর রাজা ব্যাকুল অন্তর। পুত্রগণ হেতু চিন্তা করে নরবর॥ বহুদিন গেল সবে নাহি আসে ফিরে। না জানি দুর্ভাগ্যবশে কি ঘটিল মোরে॥ ষাইট হাজার পুত্রে করিনু প্রেরণ। বহুকাল হৈল নাহি করে আগমন॥ যজ্ঞ পূর্ণ নাহি হৈল পাপীর কপালে। অসংখ্য তনয় বুঝি মরিল অকালে॥ এইরূপে চিন্তা করে সগর রাজন। সহসা আগত তথা নারদ তখন॥ যাবৎ বৃত্তান্ত ঋষি কহিল রাজায়। শুনিয়া সগর রাজা ব্যাকুলিতকায়॥ বিলাপ করিয়া বহু সগর রাজন। পৌত্র অংশুমানে ডাকি কহেন বচন॥ যাহ যাহ ত্বরা করি যাহ মহাতলে। যথায় তনয়গণ ভস্ম হয়ে মরে॥ সকল বৃত্তান্ত জানি আসিবে হেথায়। এত বলি অংশুমানে করেন বিদায়॥ পিতামহ-আজ্ঞা শিরে করিয়া ধারণ। তখনি চলিল অসমঞ্জের নন্দন॥ যেই পথে গিয়াছিল পিতৃব্য সকলে। সেই পথে ধীরে ধীরে অংশুমান চলে॥ মহাতলে ক্রমে ধীর করিয়া গমন। কপিল ঋষিরে তথা করে দরশন॥ ঈশ্বর স্বরূপ সেই পুরুষরতন। বসিয়া রয়েছে দেব সহাস্যবদন॥ প্রণাম করিয়া তাঁরে কৃতাঞ্জলি হয়ে। অংশুমান বলে বাক্য বিনম্র করিয়ে॥ বিশ্বের ঈশ্বর তুমি ওহে বিশ্বাত্মন্। তোমা হতে বিশ্বজাত ওহে ভগবন॥ দেবতার পূজ্য তুমি ওহে মহোদয়। সাংখ্যযোগ তোমা হতে প্রবর্ত্তিত হয়॥ মম পিতামহ হন সগর নৃপতি। মহাযশা খ্যাতনামা রাজচক্রবর্ত্তী॥ অশ্বমেধ যজ্ঞ রাজা করি আয়োজন। নিমন্ত্রণ কৈল যত দেব ঋষিগণ॥ যজ্ঞীয় তুরঙ্গ হরি পন্নগনিকর। আনিয়া রাখিল হেথা ওহে মুনিবর॥ তব পাশে হয়বরে করিয়া বন্ধন। ভয়ে অন্তর্হিত হৈল যত নাগগণ॥ অশ্ব হেতু পিতৃব্যেরা আসিয়া হেথায়। তমোভাবে অপমান করিল তোমায়॥ পাতকে ডুবিল তাহে পিতৃব্য সকলে। অকালে হইল ভস্ম তব কোপানলে॥ ব্রহ্মশাপে নষ্ট হয়ে রাজপুত্রগণ। লভিলেন অধোগতি ওহে তপোধন॥ অনুগ্রহ দৃষ্টি কর সবার উপরে। যাহাতে পাতক হতে মুক্তিলাভ করে॥ কৃপা করি যজ্ঞ-অশ্ব কর সমর্পণ। তব পদে ওহে প্রভু এই নিবেদন॥

কপিল সন্তুষ্ট হয়ে অংশুমানে কয়। মঙ্গল হউক তব ওহে মহোদয়॥ যজ্ঞীয় তুরগ তুমি করহ গ্রহণ। তোমা হতে তব বংশ হইবে রক্ষণ॥ তোমা হতে পিণ্ড পাবে সগরের কুলে। সুমতির পুত্রগণ মরিল অকালে॥ দুরাচার পুত্রগণ করি অহঙ্কার। তমোভাবে অপমান করিল আমার॥ কর্ম্মদোষে নষ্ট হৈল তাহারা সকলে। উদ্ধার তাদের আর নাহি কোনকালে॥ তবে যদি গঙ্গাদেবী করে আগমন। তবে পরিত্রাণ পায় রাজপুত্র-গণ॥ ব্রহ্মাণ্ড-মস্তক ভেদি জাহ্নবী জননী। বিষ্ণুপাদ হতে পরে হইয়া বাহিনী॥ যদ্যপি ধরায় দেবী করে আগমন। তবে পরিত্রাণ পায় রাজপুত্রগণ॥ শঙ্করবল্লভা সেই জাহ্নবী পার্ব্বতী। দুরারাধ্যা হন তিনি শুন মহামতি॥ সেবিয়া সন্তুষ্টা করি আনিতে পারিলে। পিতৃব্যগণের মুক্তি হবে সেই কালে॥ অতএব জাহ্নবীরে আনিতে ধরায়। প্রাণপণে কর যত্ন কহিনু তোমায়॥ একমাত্র গঙ্গাদেবী পাপীদের গতি। তাহা ভিন্ন অন্য গতি নাহি মহামতি॥ গঙ্গা হেতু যত্নবান্ হবেন সগর। যদি তাহে মনোরথ না হয় সফল॥ তাহা হলে তুমি হবে শেষে যত্নবান্। তাহাতে অসিদ্ধ যদি হও মতিমান॥ তাহা হলে তব পুত্র পৌত্র আদি করি। সকলে করিবে যত্ন ওহে ধর্ম্মাচারী॥ এক জন কার্য্যসিদ্ধি অবশ্য করিবে। জাহ্নবীরে ধরাধামে অবশ্য আনিবে॥ যজ্ঞীয় তুরগ তুমি করিয়া গ্রহণ। আমার বচনে গৃহে করহ গমন॥ এতেক বচন শুনি সগরের নাতি। অশ্ব লয়ে নিজ গৃহে করিলেন গতি॥ সগর নৃপতি যথা যজ্ঞের আগারে। উপনীত অংশুমান তথা করযোড়ে॥ বিনয়ে বৃত্তান্ত সব করে নিবেদন। যেরূপে পিতৃব্যগণ হয়েছে নিধন॥ তাহাদের দুরগতি যেইরূপ হয়। কপিল বলিল যাহা ঋষি মহোদয়॥ উদ্ধারের হেতু সব করি নিবেদন। করযোড়ে পুরোভাগে রহেন তখন॥ পৌত্রমুখে সর্ব্ব কথা শুনিয়া সগর। হলেন চিন্তিত অতি ব্যাকুল অন্তর॥ সমারব্ধ যজ্ঞ পরে করি সমাধান। গঙ্গা আরাধনা হেতু করেন পয়াণ॥ পুত্রের কুশল বাঞ্ছা করিয়া রাজন। গঙ্গা আরাধনা হেতু করিল গমন॥ বহুকাল মহাকষ্টে তপশ্চর্য্যা করি। ব্যাকুল হলেন গঙ্গা আনিতে না পারি॥ দুরারাধ্যা জাহ্নবীরে নারিল আনিতে। কালবশে হৈল তাঁরে পরলোকে যেতে॥ অংশুমানে রাজ্যভার করি সমর্পণ। করিলেন নরপতি লীলা সম্বরণ॥ অবশেষে অংশুমান করিয়া কামনা। গঙ্গা আনিবারে তাঁর করে আরাধনা॥ বহুকাল তপশ্চর্য্যা করে অনুষ্ঠান। গঙ্গারে আনিতে তবু নারিল ধীমান॥ দিলীপ নামেতে পুত্র জন্মিল তাঁহার। ধর্ম্মনিষ্ঠ নরপতি অতি সদাচার॥ নিষ্কণ্টক রাজ্য পুত্রে করি সমর্পণ। পুত্রের নিকটে বলি গঙ্গা-বিবরণ॥ কালবশে কলেবর দিল বিসর্জ্জন। দিলীপ হইল রাজা ধর্ম্মপরায়ণ॥ দিলীপ করিল বহু তপ অনুষ্ঠান। তথাপি আনিতে গঙ্গা নারিল ধীমান॥ বিষ্ণুর চরণে গঙ্গা করে অবস্থিতি। আনিতে নারিল তাঁরে দিলীপ সুমতি॥ বহুকাল

তপশ্চর্য্যা করি অনুষ্ঠান। সুরলোকে নরপতি করিল পয়াণ॥ পুরাণে অদ্ভুত কথা সার হ'তে সার। সাধুগণ বাঞ্ছা করে হৃদে অনিবার॥ মুক্তিপথে বাঞ্ছা যদি কর সাধুগণ। একমনে পুণ্যকথা করিবে শ্রবণ॥ ভববন্ধে মুক্তি পাবে নাহিক সংশয়। হরির বচন ইহা কভু মিথ্যা নয়॥ তাই বলি ওরে মন মিছা ভাব আর। হরির চরণযুগ হৃদে কর সার॥

ঊনবিংশ অধ্যায়।

গঙ্গা হেতু ভগীরথের তপস্যা, গঙ্গাকে মর্ত্ত্যে গমনে শিবের
আদেশ ও গঙ্গাকে মস্তকে ধারণে শিবের
প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি বর্ণন।

ভগীরথ উবাচ। কথং বশিষ্ঠ ব্রহ্মর্ষে মম পূর্ব্বপিতামহাঃ।
গঙ্গামানয়িতুং শক্তা নাভবন্ কৃতপুণ্যকাঃ॥
অহং বা তৈর্ন শক্তং যৎ তৎ করিষ্যামি বা কথং।
তদ্বদস্ব মহাভাগ কথং তেষাং গতির্ভবেৎ॥
বশিষ্ঠ উবাচ। গঙ্গাদেবী তবারাধ্যা কথমল্পতপস্যয়া।
মনুষ্যলোকং ধরণীমাযাস্যতি নৃপোত্তম॥
তব পূর্ব্বৈস্তু পুরুষৈর্যত্তপঃ সঞ্চিতং পরং।
তব জন্ম তু তেষাং বৈ তপসাং সার্থকার্থকং॥

জৈমিনি জিজ্ঞাসে শুকে ওহে মহামতি। শুনিনু অপূর্ব্ব কথা মধুর ভারতী॥ পূর্ব্বপুরুষেরা যাহা নারিল করিতে। ভগীরথ সেই কর্ম্ম সাধিল কিমতে॥ কিরূপে আনিল গঙ্গা সেই মহামতি। কিরূপে আসিল ভূমে সুরধুনী সতী॥ এই সব বিবরিয়া বলহ আমায়। কৌতূহল হৈল বড় কহিনু তোমায়॥ কিরূপ তপস্যা করে দিলীপনন্দন। প্রকাশ করিয়া বল ওহে তপোধন॥ জাবালিরে কহে ব্যাস শুন মহাশয়। জৈমিনির বাক্য শুনি শুক মহোদয়॥ আনন্দহৃদয়ে বলে গঙ্গা-বিবরণ। যেরূপে জাহ্নবী ভূমে করে আগমন॥ শুক বলে শুন শুন ওহে মহামতি। দিলীপতনয় ভগীরথ নরপতি॥ কুলগুরু বশিষ্ঠেরে করি সম্বোধন। সন্দিগ্ধহৃদয়ে কহে ওহে তপোধন॥ মম পূর্ব্বপিতামহ কৃতপুণ্যগণে। গঙ্গা-আরাধনা বল করিল কেমনে॥ আনিতে তাঁহারা নাহি পারিল গঙ্গায়। কিরূপে পারিব আমি ওহে মুনিরায়॥ পূর্ব্বপুরুষেরা পাবে কেমনে সুগতি। প্রকাশিয়া বল তাহা ওহে মহামতি॥ রাজার এতেক

বাক্য করিয়া শ্রবণ। মিষ্টভাষে কুলগুরু কহেন তখন॥ শুন শুন মম বাক্য ওহে নরপতি। অতি দুরারাধ্যা হন গঙ্গাদেবী সতী॥ অল্প তপে তাঁরে নাহি লভিতে পারিবে। কিরূপে ধরণীমাঝে জাহ্নবী আসিবে॥ তব পূর্ব্বপুরুষেরা বহু তপ করে। আনিতে নারিল গঙ্গা ভুবন মাঝারে॥ উগ্র তপ করেছিল নাহিক সংশয়। কিন্তু না আসিল গঙ্গা ওহে মহোদয়॥ তুমি আরাধনা কর ওহে মহামতি। অবশ্য আসিবে গঙ্গা হইবে সুগতি॥ পূর্ব্বপুরুষেরা তপ করিলেন যাহা। তোমা হতে সুসার্থক হইবেক তাহা॥ তুমি যদি কর রায় গঙ্গা-আরাধনা। অবশ্য আসিবে গঙ্গা পূরিবে কামনা॥ রাজা বলে শুন প্রভো ওহে ভগবন্। কীদৃশী জাহ্নবী দেবী কহ বিবরণ॥ কোথায় তাঁহার স্থিতি কহ মহামতি। কিরূপে করিব তপ আমি মূঢ়মতি॥ রাজার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। বশিষ্ঠ তাপস কহে শুনহ রাজন॥ যেরূপে গঙ্গার ধ্যান করিতে হইবে। মন দিয়া শুন তাহা বলিতেছি তবে॥ শ্বেতরূপা ত্রিনয়না বরপ্রদায়িনী। চতুর্ভুজা দিব্যরূপা মকরবাসিনী॥ অভয় পীযূষ পদ্ম ঘট শোভে করে। বিবিধ ভূষণ শোভে দিব্য কলেবরে॥ বিরাজিছে সদা হাস্য বদনকমলে। দেহতেজে দশদিক সমুজ্জ্বল করে॥ সুতপ্ত কাঞ্চন সম অপূর্ব্ব বরণ। ধরিছেন বাসযুগ্ম অতি বিমোহন॥ কলিপাপবিনাশিনী পর্ব্বতনন্দিনী। রক্ষণ করুন দেবী শিববিমোহিনী॥ এইরূপে তুমি রাজা একান্ত অন্তরে। ধ্যান কর সদা সুখপ্রদা জাহ্নবীরে॥ বিষ্ণুর পরম পদ ব্রহ্মাণ্ড উপরে। আছে দেবী ব্রহ্ম কমণ্ডলুর ভিতরে॥ জাহ্নবীর পতি হন শশাঙ্কশেখর। মূর্ত্তিমান হয়ে তথা আছে নিরন্তর॥ শুন শুন মহারাজ আমার বচন। হিমালয় পাশে তুমি করহ গমন॥ তথায় থাকিয়া তপ কর অনুষ্ঠান। যাবত দেবীরে নাহি পাও মতিমান॥ গঙ্গাদেবী দুরারাধ্যা শুনহ বচন। দেবদেবী সদা তাঁর করেন অর্চ্চন॥ কুলের প্রদীপ তুমি ওহে মহামতি। অবশ্য পাইবে গঙ্গা কহিনু সংপ্রতি॥ পরমপাবনী গঙ্গা অতি পুণ্যতমা। দুরারাধ্যা দয়াময়ী শিবের ললনা॥ আনিতে পারিবে তাঁরে অবনীমাঝারে। তব সম নর নাহি হবে কোনকালে॥ না হয়েছে নাহি হবে শুনহ রাজন। অবিলম্বে তপ হেতু করহ গমন॥ ত্রৈলোক্যপাবনী গঙ্গা শিবের গেহিনী। তাঁহারে পাইবে তুমি ওহে নৃপমণি॥ পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুরুষেরা যে তপ করিল। পিণ্ডীকৃত হয়ে তাহা সঞ্চিত রহিল॥ সেই পুণ্য তব পুণ্যে হইবে মিলন। অবশ্য লভিবে গঙ্গা শুনহ রাজন॥ তব কীর্ত্তি বিরাজিবে ভুবনমাঝারে। অচলা রহিবে কীর্ত্তি কহিনু তোমারে॥ অতি সূক্ষ্ম পরব্রহ্ম বলহ যাঁহারে। তাহাই জানিবে রাজা গিরিজা গঙ্গারে॥ জীবের উদ্ধার হেতু ওহে নৃপমণি। যতনে আনহ তাঁরে তুমি গুণমণি॥ ব্রহ্মত্বদায়িনী গঙ্গা নাহিক সংশয়। ভুবন পবিত্র হবে ওহে মহোদয়॥ তব নামে গঙ্গাদেবী বিখ্যাত হইবে। ভাগীরথী বলি তাঁরে সকলে ডাকিবে॥ দীর্ঘজীবী হও তুমি

আমার বচন। ইহাপেক্ষা কিবা কাজ করিবে সাধন॥ নরের দুর্লভা গঙ্গা জানিও অন্তরে। সুলভ করহ তুমি ভুবনমাঝারে॥ ভক্তিভরে সবে করি গঙ্গার অর্চ্চন। অবশেষে তব পূজা করিবে সাধন॥

গুরুর এতেক বাক্য শুনি নরপতি। গঙ্গা লাগি তপ হেতু করিলেন গতি॥ যথাস্থানে ভক্তিভরে করিয়া গমন। সুদুষ্কর তপস্যাতে হলেন মগন॥ এক পদে রহি রাজা চাহি ঊর্দ্ধমুখে। নিরাশ্রয়ে নেত্র মেলি চাহে সূর্য্যদিকে॥ নিরাহারে এইরূপে করি অবস্থান। দিব্য বারবর্ষ রহে নৃপতি ধীমান॥ এইরূপে ভগীরথ উগ্রতপ করে। দেবগণ নিরুৎসাহ আপন অন্তরে॥ শিবপাশে সর্ব্ব দেব করিয়া গমন। রাজার তপস্যা-কথা করে নিবেদন॥ শুন শুন মহাদেব ওহে মহেশ্বর। দেবদেব প্রভু তুমি শশাঙ্কশেখর॥ নমস্কার করি তোমা ওহে ত্রিনয়ন। তব পদে নতি করি ওহে পঞ্চানন॥ নমো নমঃ নীলকণ্ঠ ভৈরব তোমায়। শিতিকণ্ঠ বৃষধ্বজ নমি তব পায়॥ ক্ষিতিমূর্ত্তি তুমি সর্ব্ব করি নমস্কার। শাশ্বত শঙ্কর তুমি সবার আধার॥ নমস্কার নমস্কার করি নমস্কার। তুমি ভব জলমূর্ত্তি পুনঃ নমস্কার॥ তুমি রুদ্র অগ্নিমূর্ত্তি অমর-বন্দন। নমস্কার নমস্কার করি গো বন্দন॥ তুমি উগ্র বায়ুমূর্ত্তি শশাঙ্ক-শেখর। প্রাণাপান আদি রূপী ওহে মহেশ্বর॥ নমস্কার নমস্কার পুনঃ নমস্কার। পুনঃ পুনঃ নতি করি চরণে তোমার॥ তুমি ভীম নভোমূর্ত্তি ওহে ত্রিলোচন। ভূতরূপী বিষ্ণুরূপী সংহার-কারণ॥ নমস্কার নমস্কার করি নমস্কার। পুনঃ পুনঃ নতি করি চরণে তোমার॥ যজমান-মূর্ত্তি তুমি ওহে পশুপতি। তুমি সাধ্য সাধকাত্মা অগতির গতি॥ নমস্কার নমস্কার তোমা নমস্কার। পুনঃ পুনঃ নতি করি চরণে তোমার॥ সোমমূর্ত্তি মহাদেব তুমি ত্রিনয়ন। সুখরূপী তব পদে করিগো বন্দন॥ নমস্কার নমস্কার করি নমস্কার। পুনঃ পুনঃ নতি করি চরণে তোমার॥ ঈশান ভাস্করমূর্ত্তি তেজের স্বরূপ। তেজোরূপী দীপ্তিমান্ না বুঝি স্বরূপ॥ নমস্কার নমস্কার করি নমস্কার। পুনঃ পুনঃ নতি করি চরণে তোমার॥ অষ্টমূর্ত্তিধারী তুমি তুমি কালমূর্ত্তি। ভক্তিভরে তব পদে করি গো প্রণতি॥ তুমি দেব ভগবান্ তোমা নমস্কার। আশ্রিত সবারে প্রভো করহ উদ্ধার॥ ভগীরথ উগ্রতপ করিছে কাননে। কি কাজ করিব মোরা নিবেদি চরণে॥ তাহার কঠোর তপ করি দরশন। সভয়ে আসিনু মোরা তোমার সদন॥ তোমার শরণাগত মোরা সমুদয়। উচিত বিধান যাহা কর দয়াময়॥

অমরগণের বাক্য করিয়া শ্রবণ। আশুতোষ দয়াময় কহেন তখন॥ চিন্তা না করিহ যত দেবতা-নিকর। মহারাজ ভগীরথ দয়ার সাগর॥ তোমাদের উপকার করিবার তরে। তপস্যা করিছে রায় পর্ব্বত মাঝারে॥ হৃদয়ে বাসনা যাহা করে নরপতি। পূরাইব সেই আশা অতি দ্রুতগতি॥ আনন্দ-

অন্তরে সবে করহ গমন। আপন আপন স্থানে ওহে দেবগণ॥ শিবের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। তাঁহারে প্রণাম করি যত দেবগণ॥ আনন্দে চলিল সবে আপন আগারে। এদিকে শঙ্কর মনে স্মরেন গঙ্গারে॥ স্মৃতি-মাত্র গঙ্গাদেবী আনন্দিতমনে। উপনীত হন আসি শঙ্কর-সদনে॥ প্রণাম করিয়া শিবে করে অবস্থান। গঙ্গারে কহেন পরে শঙ্কর ধীমান॥ স্বাগত জিজ্ঞাসা করি কহে পঞ্চানন। শুনহ সুন্দরি গঙ্গে আমার বচন॥ যে কারণে স্মরিয়াছি তোমা প্রিয়তমে। বলিতেছি শুন তাহা অবহিতমনে॥ সূর্য্যবংশে মহারাজা ভগীরথ নাম। ধর্ম্মাচারী সদাচারী অতি গুণধাম॥ তপস্যা করিছে রাজা করিয়া যতন॥ তারে কেন নাহি কর কৃপা বিতরণ॥ পরম ধরম দয়া শাস্ত্রের বিচারে। বুঝিতেছি দয়া নাহি তোমার অন্তরে॥ তোমা লাগি তপ কৈল সগর রাজন। অংশুমান আদি সবে করিল যতন॥ দৃষ্টিপাত না করিলে তাদের উপরে। দয়াশূন্য তুমি হেন বুঝিনু অন্তরে॥ পরমার্থ তত্ত্ব-জ্ঞানী সগরাদি গণ। জিতেন্দ্রিয় জিত-আত্মা বিদিত ভুবন॥ যজ্ঞ দাতা পুণ্যকর্ম্মা অতি শুদ্ধমতি। তাঁহাদের ধর্ম্মনিষ্ঠা খ্যাত বসুমতী॥ ক্রমে ক্রমে চারি রাজা তপস্যা করিল। তবু তব হৃদে নাহি দয়া উপজিল॥ যেরূপ ধর্ম্মাত্মা তারা ধর্ম্মপরায়ণ। প্রতি জনে যোগ্য তোমা করিতে দর্শন॥ তথাপি সকলে পরিশ্রম কৈল কত। সে কথায় নাহি কাজ হইয়াছে গত॥ এখন আমার বাক্য করহ শ্রবণ। ভগীরথে কৃপা করি দেহ দরশন॥ তোমা লাগি নৃপতির জীবন সংশয়। ধর্ম্মাত্মা করিছে তপ বিশুদ্ধ হৃদয়॥ তাহার উপরে হোক্ করুণা সঞ্চার। সগর সন্তানগণে করহ উদ্ধার॥

শিবের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। মনোদুঃখে হন গঙ্গা বিষণ্ণবদন॥ মানভরে কটাক্ষেতে চাহি শিবপানে। কহিলেন ধীরে ধীরে মধুর-বচনে॥ শুনহ শঙ্কর প্রভো আমার বচন। কিরূপে তোমারে আমি করিব বর্জ্জন॥ তোমারে ছাড়িয়া আমি কিরূপে রহিব। অতিযত্নে তোমা ধনে লভিয়াছি ভব॥ কি দোষে করিয়া দোষী ত্যজহ আমায়। চরণে ধরিয়া সাধি মহেশ তোমায়॥ ভগীরথ আরাধিছে সত্য বটে মোরে। আমারে লইয়া যেতে পাতাল নগরে॥ এ হেন কঠোর কার্য্যে ওহে পঞ্চানন। করিতেছ অনুমতি না বুঝি কারণ॥ অন্য কোন উপায়েতে ওহে মহেশ্বর। উদ্ধারহ সগরের সন্ততি-নিকর॥ পাতালে যাইতে মোরে না দেহ আদেশ। তোমার চরণে ধরি শুনহ মহেশ॥ কলিকালে ধরাতলে মানব-নিকর। করিবেক অপমান আমার বিস্তর॥ কিরূপে পাপের ভার সহিব বল না। তব হৃদে মহেশ্বর নাহি বিবেচনা॥ পশুধর্ম্মী নরগণ হবে কলিকালে। অপমানভয়ে সদা দহিছি অন্তরে॥ কিরূপে তাদৃশী পীড়া সহিব তথায়। প্রকাশিয়া মহেশ্বর বলহ আমায়॥ অতএব ক্ষমা কর ওহে পঞ্চানন। আমার পতন কেন কর আকিঞ্চন॥ বিবেচনা কর দেব

আপন অন্তরে। হেন কার্য্য কি প্রকারে হইবারে পারে॥ আমি তব প্রিয়-ভার্য্যা ওহে পশুপতি। এই কি তাহার ফল দিতেছ সম্প্রতি॥ পতিরে ছাড়িয়া ভার্য্যা কিরূপেতে রয়। বল দেখি মহেশ্বর হইয়া সদয়॥ পতি যার মহাদেব দেবদেব হর। সে জন কিরূপে যাবে পাতালনগর॥ পিতা যার হিমালয় পার্ব্বতী আখ্যান। কিরূপে পাতালে সেই করিবে পয়াণ॥ পিতা ত্যজি ধরা পরে করি বিসর্জ্জন। দেবগণ সহ স্বর্গে গেল যেই জন॥ সে জন কিরূপে যাবে পাতালনগর। বল দেখি বিবেচিয়া ওহে মহেশ্বর॥ দেবের দুর্ল্লভ আমি বিদিত সংসারে। দেবগণ পূজা করে সুমেরু-শিখরে॥ হেন আমি কিবা রূপে করিব পয়াণ। কিরূপে পাতালে হবে মম অবস্থান॥ দিব্য বপু তেয়াগিয়া ওহে মহেশ্বর। তোমারে লভিতে ধরিলাম কলেবর॥ সেই আমি কিরূপেতে পাতালে যাইব। বল দেখি বিবেচিয়া ওহে ভবধব॥ নিরাকার হয়ে আমি ধরিছি আকার। কিরূপে পাতালে যাব ওহে দয়াধার॥ সুমেরু দৌহিত্রী আমি হিমের নন্দিনী। কিরূপে পাতালে যাব ওহে শূলপাণি॥ ব্রহ্মভাণ্ড তেয়াগিয়া হরির চরণে। লভেছি সুখের স্থান কহি তব স্থানে॥ এখন কিরূপে আমি পশিব পাতালে। বল দেখি মহেশ্বর ভাবিয়া অন্তরে॥ সাকার হইয়া আমি নিরাকার হই। নীরাকার রূপে আমি সলিলে মিশাই॥ আর এক কথা বলি শুন মহেশ্বর। নদীরূপে যাই আমি যদি ধরাতল॥ অত্যুচ্চ শিখর হতে যদি আমি পড়ি। এ কার্য্যে যদ্যপি আজ্ঞা দেহ ত্রিপুরারি॥ ধরায় গমন আমি সহিতে পারিব। অধঃপাত হবে মম তাহাও সহিব॥ উচ্চ হতে নিম্ন-পাত সহিবারে পারি। তোমার বিয়োগ কিন্তু দুঃসহ পুরারি॥ একান্ত যদ্যপি মোরে ভূমে যেতে হয়। তবে এক কথা বলি শুন দয়াময়॥ তোমার মস্তকে স্থান যদি আমি পাই। অবহেলে তবে আমি ধরাতলে যাই॥ তোমার মস্তকে স্থান যদি লভি আমি। বৈকুণ্ঠ তাহার কাছে তুচ্ছ বলি গুণি॥ তাহার কাছেতে তুচ্ছ পুরুষ-উত্তম। কহিনু মনের কথা ওহে পঞ্চানন॥ তোমারে লভিলে আমি সদা সর্ব্বক্ষণ। একভাবে মহাসুখে থাকি নিমগন॥

দেবীর করুণবাক্য শুনি মহেশ্বর। হইলেন দেবদেব কাতর-অন্তর॥ গম্ভীর-মধুর-বাক্যে দেব পঞ্চানন। গঙ্গারে কহেন তবে করি সম্বোধন॥ শুন দেবি মহাভাগে বচন আমার। আমাতে একান্ত রত পরাণ তোমার॥ নদীরূপা হলে তুমি শুনহ সুন্দরি। তোমারে ধরিব আমি নিজ শিরোপরি॥ ভগীরথ নরপতি ধর্ম্মপরায়ণ। পাতালে তোমারে যেতে বলিবে যখন॥ তখন বলিবে তুমি সেই নৃপবরে। "মহেশ্বর মোরে যদি ধরিবারে পারে॥ তবে ধরামার্গে আমি করিব গমন। তোমার বচনে যাব পাতাল ভবন॥ অনাধার রূপে আমি যদি পড়ি ভূমে। পৃথিবী না হবে শক্ত আমারে ধারণে॥ আমার যাতনা হবে শুনহ রাজন। ধরাদেবী পাবে পীড়া স্বরূপ বচন॥" ইহা শুনি

ভগীরথ শিবপরায়ণ। মম আরাধনা হেতু হবে নিমগন॥ তখন মস্তকে আমি ধরিব তোমায়। সত্যবক্তা বলি দেবি জানিবে আমায়॥ পাপরূপ বনরাশি দহিবার তরে। অগ্নিরূপা হবে তুমি সেই কলিকালে॥ পাপ হতে ভয় তব না রবে কখন। তোমা হতে পাপ হবে ভয়েতে মগন॥ কলিকালে পাপরাশি হইলে উদয়। পাপনাশী কীর্ত্তি তব রটিবে নিশ্চয়॥ ত্রিলোক ব্যাপিয়া তব হবে অবস্থান। আমার বচন দেবি কর অবধান॥ পূর্ব্বকথা মনে দেবি করহ স্মরণ। হিমালয় ত্যজি যবে কর আগমন॥ মেনকা প্রভৃতি শাপ দিলেন তোমায়। "যে হেতু চলিলে ত্যজি আমা সবাকায়॥ এই হেতু অধঃপাত হইবে তোমার।" মনে মনে সেই কথা করহ বিচার॥ তাঁহাদের অভিশাপ হবে ফলবান। নদীরূপে তুমি দেবি করহ পয়াণ॥ ভবিতব্য খণ্ডিবার কখনই নয়। নদীরূপা হবে তুমি নাহিক সংশয়॥ দুর্নিবার্য্য ভবিতব্যে শোক নাহি কর। অন্তরে ভাবিয়া এবে মম বাক্য ধর॥ নদীরূপে যাবে তুমি যথায় যথায়। সর্ব্বত্র আমার শির জানিবে তথায়॥ দেবগণ সর্ব্বস্থান করিবে দর্শন। আমার বচন দেবি করহ শ্রবণ॥ তব জলে প্রাণত্যাগ করিবে যে জন। আমাতে বিলীন হবে সেই সাধুগণ॥ স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে তব অধিষ্ঠান। হবে দেবি মম বাক্যে কর অবধান॥ চিন্তা না করিহ দেবি আপন অন্তরে। নদীরূপে যাহ তুমি অবনীমাঝারে॥ শিবের প্রবোধবাণী করিয়া শ্রবণ গিরিজা আপন মনে প্রবোধিত হন॥ ভগীরথে দেখা দিতে হৃষ্টচিত্ত হয়ে। মানস করেন দেবী আপন হৃদয়ে॥ পুরাণে অমৃত-কথা সুধার ভাণ্ডার। শুনিলে শীতল হয় অন্তর তাহার॥ যেই জন একমনে করয়ে শ্রবণ। পাতক তাহার দেহে না রহে কখন॥ শিব-গঙ্গা-বিবরণ যেই জন শুনে। অবহেলে তরে সেই ভবের বন্ধনে॥ দারুণ সঙ্কটে সেই পায় অব্যাহতি। ভক্তিযোগে অন্তকালে লভয়ে সুগতি॥

বিংশ অধ্যায়।

ভগীরথের গঙ্গাসাক্ষাৎকার, ভগীরথ কর্ত্তৃক গঙ্গার স্তব, গঙ্গা কর্ত্তৃক ভগীরথকে বরদান ও শিবের আরাধনা করিতে আদেশ।

অথ দেবী তদা গঙ্গা তপস্তুতং ভগীরথং।
আত্মানং দর্শয়ামাস শ্বেতং চারু চতুর্ভুজং॥
তাং দৃষ্ট্বা ধ্যানমাত্রৈকলক্ষ্যাং দুর্লভাং চ ভূপতিঃ।
গদ্গদাক্ষরয়া বাচা গঙ্গাং তুষ্টাব ভূপতিঃ।
সহস্রনামভির্দিব্যৈঃ শক্তিং পরমদেবতাং।
স্তবেনানেন সংতুষ্টা রাজ্ঞে দেবী বরং দদৌ॥

শুক বলে শুন শুন ওহে তপোধন। ভগীরথ করে হেথা গঙ্গা আরাধন॥ ভগীরথে গঙ্গাদেবী দরশন দিল। চতুর্ভুজ ধরি শ্বেতরূপে প্রকাশিল॥ ধ্যান-যোগে নয়নেতে হেরি নরপতি। অলভ্য লাভেতে হন চরিতার্থ অতি॥ হর্ষে লোমাঞ্চিত তনু হলেন রাজন। গদ্গদবচনে স্তব করেন তখন॥ সহস্র নামেতে স্তব করে নরবর। বিস্তারিয়া বলি তাহা শুন বিপ্রবর॥ ভগীরথ বলে শুন শুন গো জননি। তোমার চরণযুগে প্রণমামি আমি॥ ভগীরথ মম নাম দিলীপতনয়। কৃতার্থ হইল মম জানিবে হৃদয়॥ পূর্ব্বপুরুষেরা বহু তপ করেছিল। সেই পুণ্যে দেবি তব দরশন হৈল॥ দয়াময়ী তুমি দেবি বিদিত সংসারে। দর্শন করিনু তোমা সেই পুণ্যফলে॥ সূর্য্যবংশে জন্ম মম সার্থক হইল। ভাগ্যবশে চক্ষু মম তোমারে হেরিল॥ কৃতার্থ হলেম আমি নাহিক সংশয়। পবিত্র হইল আজি আমার হৃদয়॥ রাজীবলোচনে গঙ্গে করি নমস্কার। সর্ব্বাঙ্গে প্রণমি মাতঃ চরণে তোমার॥ শুক বলে শুন শুন ওহে তপোধন। যেইরূপে গঙ্গা স্তব করিল রাজন॥ পুণ্যতেজা এই স্তব কহিনু তোমারে। সহস্র নামক স্তব বিদিত সংসারে॥ এ স্তবের ঋষি হন ব্যাস মহামতি। গঙ্গা হন দেবী যিনি আদিমা প্রকৃতি॥ অনুষ্টুপ ছন্দ বলি জানে সর্ব্বজন। বিনি-য়োগ যাতে যাতে করহ শ্রবণ॥ অশ্বমেধ সহস্রেক শত রাজসূয়। গয়াশ্রাদ্ধ শত আর শত বাজপেয়॥ এই সব কার্য্যে আর পাতক বিনাশে। ব্রহ্মহত্যা-আদি পাপনিচয়ের ধ্বংসে॥ নির্ব্বাণ মুকতিলাভে বিনিয়োগ হয়। সহস্র-নামের এবে শুন পরিচয়॥ “ওঙ্কাররূপিণী দেবী শ্বেতা সত্ত্বস্বরূপিণী। শান্তিঃ শান্তা ক্ষমা শক্তিঃ পরা পরমদেবতা॥ বিষ্ণুর্নারায়ণী কাম্যা কমনীয়া মহা-

কলা। দুর্গা দুর্গতিসংহন্ত্রী গঙ্গা গগনবাসিনী॥ শৈলেন্দ্রবাসিনী দুর্গবাসিনী দুর্গমপ্রিয়া। নিরঞ্জনা চ নির্লেপা নিষ্কলা নিরহঙ্ক্রিয়া॥ প্রসন্না শুক্লদশনা পরমার্থা পুরাতনী। নিরাকারা চ শুদ্ধা চ ব্রহ্মাণী ব্রহ্মরূপিণী॥ দয়া দয়াবতী দীর্ঘা দীর্ঘবক্ত্রা দুরোদরা। শৈলকন্যা শৈলরাজবাসিনী শৈলনন্দিনী॥ শিবা শৈবা শাম্ভবী চ শঙ্করী শঙ্করপ্রিয়া। মন্দাকিনী মহানন্দা স্বর্ধুনী স্বর্গবাহিনী॥ মোক্ষাখ্যা মোক্ষদাত্রী চ ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনী। জলরূপা জলময়ী জলেশী জলবাসিনী॥ দীর্ঘজিহ্বা করালাক্ষী বিশ্বাক্ষী বিশ্বতোমুখী। বিশ্বকর্ণা বিশ্বদৃষ্টির্বিশ্বেশী বিশ্ববন্দিতা॥ বৈষ্ণবী বিষ্ণুপাদাব্জসম্ভবা বিষ্ণুবাহিনী। বিষ্ণুস্বরূপিণী বন্দ্যা বালা বাণী বৃহত্তরা॥ পীযূষপূর্ণা পীযূষবাসিনী মধুরদ্রবা। সরস্বতী চ যমুনা গোদা গোদাবরী বরী॥ বরেণ্যা বরদা বীরা বরকন্যা বরেশ্বরী। বল্লবী বল্লবশ্রেষ্ঠা বাগ্বীরা বিশ্বরূপিণী॥ বারাহী বনসংস্থা চ বৃক্ষস্থা বৃক্ষসুন্দরী। বারুণী বরুণজ্যেষ্ঠা বরা বরুণবল্লভা॥ বরুণপ্রণতা দেবী বরুণানন্দকারিণী। বন্দ্যা বৃন্দাবনী বৃন্দারকেড্যা বৃষবাহিনী॥ দাক্ষায়ণী দক্ষকন্যা শ্যামা পরমসুন্দরী। শিবপ্রিয়া শিবারাধ্যা শিবমস্তকবাসিনী॥ শিবমস্তকসুস্থা চ বিষ্ণুপাদপদা তথা। বিপত্তিনাশিনী দুর্গতারিণী জগদীশ্বরী॥ পূতা পুণ্যচরিত্রা চ পুণ্যনাম্নী শুচিশ্রবা। শ্রীরামা রামরূপা চ রামচন্দ্রেকচন্দ্রিকা॥ রাঘবী রঘুবংশেশী সূর্য্যবংশপ্রতিষ্ঠিতা। সূর্য্যা সূর্য্যপ্রিয়া শৌরী সূর্য্যমণ্ডলভেদিনী॥ ভগনী ভাগ্যদা ভব্যা ভাগ্যপ্রাপ্যা ভগেশ্বরী। ভবোচ্চয়োপলব্ধা চ কোটিজন্মতপঃফলা॥ তপস্বিনী তাপসী চ তপন্তী তাপনাশিনী। তন্ত্ররূপা তন্ত্রময়ী তন্ত্রগোপ্যা মখেশ্বরী॥ বিষ্ণুভেদদ্রবাকারা শিবগানামৃতোদ্ভবা। আনন্দদ্রবরূপা চ পূর্ণানন্দময়ী শিবা॥ কোটিসূর্য্যপ্রভা পাপধ্বান্তসংহারকারিণী। পবিত্রা পরমা পুণ্যা তেজোধারা শশিপ্রভা॥ শশিকোটিপ্রকাশা চ ত্রিজগদ্দীপিকারিণী। সত্যা সত্যস্বরূপা চ সত্যজ্ঞা সত্যসম্ভবা॥ সত্যাশ্রয়া সতী শ্যামা নবীনা নরকান্তকা। সহস্রশীর্ষা দেবেশী সহস্রাক্ষী সহস্রপাৎ॥ লক্ষবক্ত্রা লক্ষপাদা লক্ষহস্তা বিলক্ষণা। সদা নূতনরূপা চ দুর্লভা সুলভা শুভা॥ রক্তবর্ণা চ রক্তাক্ষী ত্রিনেত্রা শিবসুন্দরী। ভদ্রকালী মহাকালী লক্ষ্মীর্গগনবাসিনী॥ মহাবিদ্যা সিদ্ধবিদ্যা মন্ত্ররূপা সুমন্ত্রিতা। রাজসিংহাসনতটা রাজরাজেশ্বরী রমা॥ রাজকন্যা রাজপূজ্যা মন্দমারুতচামরা। বেদবন্দী প্রভাতা চ দেববন্দী প্রবন্দিতা॥ বেদবন্দিস্তুতা দিব্যা বেদবন্দিসুবর্ণিতা। সুরাণাং বর্ণনীয়া চ সুবর্ণগানমন্দিতা॥ সুবর্ণদানলভ্যা চ গানানন্দপ্রিয়ামলা। মালা মালাবতী মাল্যা মালতীকুসুমপ্রিয়া॥ দিগম্বরী দুষ্টহন্ত্রী সদা দুর্গমবাসিনী। অভয়া পদ্মহস্তা চ পীযূষময়শোভিতা॥ খড়্গহস্তা ভীমরূপা ক্ষেমা মকরবাহিনী। শুদ্ধস্রোতা বেগবতী মহাপাষাণভেদিনী॥ পাপালীরোদনকরী পাপসংহারকারিণী। যাতনাচয়বৈধব্যনাশিনী পুণ্যবর্দ্ধিনী॥ গভীরালক-

নন্দা চ মেরুশৃঙ্গবিভেদিনী। স্বর্গলোককৃতাবাসা স্বর্গসোপানরূপিণী॥ স্বর্গঙ্গা পৃথিবীগঙ্গা নরসেব্যা নরেশ্বরী। সুবুদ্ধিশ্চ কুবুদ্ধিশ্চ শ্রীর্লক্ষ্মী কমলালয়া॥ পার্ব্বতী মেরুদৌহিত্রী মেনকাগর্ভসম্ভবা। অযোনিসম্ভবা সূক্ষ্মা পরমাত্মা পরত্ত্বরা॥ বিষ্ণুজা বিষ্ণুজননী বিষ্ণুপাদনিবাসিনী। দেবী বিষ্ণুপদী পদ্যা জাহ্নবী পদ্মবাসিনী॥ পদ্মা পদ্মাবতী পদ্মধারিণী পদ্মলোচনা। পদ্মপাদা পদ্মমুখী পদ্মনাভা চ পদ্মিনী॥ পদ্মগর্ভা পদ্মশয়া মহাপদ্মগুণাধিকা। পদ্মাক্ষা পদ্মললিতা পদ্মবর্ণা সুপদ্মিনী॥ সহস্রদলপদ্মস্থা পদ্মাকরনিবাসিনী। মহাপদ্মা পুরস্থা চ পুরেশী পরমেশ্বরী॥ হংসী হংসবিভূষা চ হংসরাজবিভূষণা। হংসরাজসুবর্ণা চ হংসারূঢ়া চ হংসিনী॥ হংসাক্ষরস্বরূপা চ হক্ষরমন্ত্ররূপিণী। আনন্দজলসংপূর্ণা শ্বেতবারিপ্রপূরিকা॥ অনায়াসসদামুক্তিযোগ্যা যোগ্যবিচারিণী। তেজোরূপা জলপূর্ণা তেজসী দীপ্তিরূপিণী॥ প্রদীপবলিকাকারা প্রাণায়ামস্বরূপিণী। প্রাণদা প্রাণনীয়া চ মহৌষধিস্বরূপিণী॥ মহৌষধজলা চৈব পাপরোগচিকিৎসকা। কোটিজন্মতপোলক্ষ্মী প্রাণত্যাগোত্তরামৃতা॥ নিঃসন্দেহা নির্ম্মহিমা নির্ম্মলা মলনাশিনী। শবারূঢ়া শবস্থানবাসিনী শববক্ষটী॥ শ্মশানবাসিনী কেশকীকশাচিততীরিণী। ভৈরবী ভৈরবশ্রেষ্ঠসেবিতা ভৈরবপ্রিয়া॥ ভৈরবপ্রাণরূপা চ বীরসাধনবাসিনী। বীরপ্রিয়া বীরপত্নী কুলীনা কুলপণ্ডিতা॥ কুলবৃক্ষস্থিতা কৌলী কুলকমলবাসিনী। কুলদ্রবপ্রিয়া কুল্যা কুলমালাজপপ্রিয়া॥ কৌলদা কুলরক্ষিত্রী কুলবারিস্বরূপিণী। রণস্থা রণভূরম্যা রণোৎসাহপ্রিয়া রণিঃ॥ নৃমুণ্ডমালাভরণা নৃমুণ্ডকরধারিণী। বিবস্ত্রা চ সবস্ত্রা চ সূক্ষ্মবস্ত্রা চ যোগিনী॥ রসিকা চ স্বরূপা চ জিতাহারা জিতেন্দ্রিয়া। যামিনী চার্দ্ধরাত্রস্থা কূর্চ্চবীজস্বরূপিণী॥ লজ্জাশক্তিশ্চ বাগ্‌লাপা নারী নরকহারিণী। তারা তারস্বরাঢ্যা চ তারিণী তাররূপিণী॥ অনন্তা চাদিরহিতা মধ্যশূন্যস্বরূপিণী। নক্ষত্রমালিনী ক্ষীণা নক্ষত্রস্থলবাসিনী॥ তরুণাদিত্যসঙ্কাশা মাতঙ্গী মৃত্যুবর্জ্জিতা। অমরামরসংসেব্যা উপাস্যা শক্তিরূপিণী॥ ধূমাকারাগ্নিসংভূতা ধূমা ধূমাবতী রতিঃ। কামাখ্যা কামরূপা চ কাশী কাশীপুরস্থিতা॥ বারাণসী বারযোষিৎ কাশীনাথশিরঃস্থিতা। অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা॥ দ্বারকা জ্বলদগ্নিশ্চ কেবলা কেবলত্ত্বরা। করবীরপুরস্থা চ কাবেরী কবরী শিবা॥ রুক্মিণী চ করালাক্ষী কঙ্কালা শরণপ্রিয়া। জ্বালামুখী ক্ষীরিণী চ ক্ষীরগ্রামনিবাসিনী॥ রক্ষাকরী দীর্ঘকর্ণা সুদন্তা দন্তবর্জ্জিতা। দৈত্যদানবসংহন্ত্রী দুষ্টহন্ত্রী বলিপ্রিয়া॥ বলিমাংসপ্রিয়া শ্যামা ব্যাঘ্রচর্ম্মপিধায়িনী। জবাকুসুমসঙ্কাশা সাত্ত্বিকী রাজসী তথা॥ তামসী তরুণী বৃদ্ধা যুবতী বালিকা তথা। দক্ষরাজসুতা জম্বুমালিনী জম্বুবাসিনী॥ জাম্বূনদবিভূষা চ জ্বলজ্জাম্বূনদপ্রভা। রুদ্রাণী রুদ্রদেহস্থা রুদ্রা রুদ্রাক্ষধারিণী॥ অণুশ্চ পরমাণুশ্চ হ্রস্বা দীর্ঘা চকোরিণী। রুদ্রগীতা

বিষ্ণুগীতা মহাকাব্যস্বরূপিণী॥ আদিকাব্যস্বরূপা চ মহাভারতরূপিণী। অষ্টাদশপুরাণস্থা ধর্ম্মমাতা চ ধর্ম্মিণী॥ মাতা মান্যা স্বসা চৈব শ্বশ্রূশ্চৈব পিতামহী। গুরুশ্চ গুরুপত্নী চ কালসর্পভয়প্রদা॥ পিতামহসুতা সীতা শিবসীমন্তিনী শিবা। রুক্মিণী রুক্মবর্ণা চ ভৈষী ভৈষ্মীস্বরূপিণী॥ সত্যভামা মহালক্ষ্মীর্ভদ্রা জাম্বৰতী মহী। নন্দা ভদ্রমুখী রিক্তা জয়দা বিজয়া জয়া॥ জয়িত্রী পূর্ণিমা পূর্ণা পূর্ণচন্দ্রনিভাননা। গুরুপূর্ণা সৌম্যভদ্রা বিষ্টিঃ সংবেশকারিণী॥ শনিরিক্তা কুজজয়া সিদ্ধিদা সিদ্ধিরূপিণী। অমৃতামৃতরূপা চ শ্রীমতী চ জলামৃতা॥ নিরাতঙ্কা নিরালম্বা নিষ্প্রপঞ্চা বিশেষিণী। নিষেধা সেধরূপা চ বরিষ্ঠা যোষিতাং বরা॥ যশস্বিনী কীর্ত্তিমতী মহাশৈলাগ্রবাসিনী। ধরা ধরিত্রী ধরণী সিন্ধুর্বন্ধুঃ সবান্ধবা॥ সম্পত্তিঃ সম্পদীশা চ বিপত্তিপরিমোচিনী। জন্মপ্রবাহহরিণী জন্মশূন্যা নিবন্ধিনী॥ নাগালয়া নাগলীলা জটামণ্ডলধারিণী। সুতরঙ্গজটাজুটা জটাধরশিরঃস্থিতা॥ পট্টাম্বরধরা ধীরা কবিকাব্যরসপ্রিয়া। পুণ্যক্ষেত্রা পাপহরা হরিণী হারিণী হরা॥ হরিদ্রা নগরস্থা চ বৈদ্যনাথপ্রিয়া বলিঃ। বক্রেশ্বরী বক্রধারা বক্রেশ্বরপুরস্থিতা॥ শ্বেতগঙ্গা শীতলা চ উষ্ণোদকময়ী রুচিঃ। চোলরাজপ্রিয়করী চন্দ্রমণ্ডলবর্ত্তিনী॥ আদিত্যমণ্ডলগতা সদা নিত্যা চ কাশ্যপী। দহনাক্ষী ভয়হরা বিষজ্বালানিবারিণী॥ হরা দশহরা স্নেহদায়িনী কলুষাশনিঃ। কপালমালিনী কালী কালীকালস্বরূপিণী॥ ইন্দ্রাণী বারুণী বাণী বলাকা বলশঙ্করী। গৌর্গীর্হ্রীর্ধর্ম্মরূপা চ হ্রীঃ শ্রীর্ধন্যা ধনঞ্জয়া॥ বিৎসবিৎকুঃ কুবেরীভূর্ভূতির্ভূমিধরাধরা। ঈশ্বরী হ্রীমতী হ্রীশা ক্রীড়ারতা জয়প্রদা॥ জীবন্তী জীবনী জীবা জয়াকারা জয়েশ্বরী। সর্ব্বোপদ্রবসংশূন্যা সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতা॥ সাবিত্রী চৈব গায়ত্রী গণেশী গণবন্দিতা। দুষ্প্রেক্ষ্যা দুষ্প্রবেশা চ দুর্দ্দর্শা চ সুযোগিনী॥ দুঃখহন্ত্রী দুঃখহরা দুর্দ্দান্তযমদেবতা। গৃহদেবী ভূমিদেবী বনেশী বনদেবতা॥ গুহালয়া ঘোররূপা মহাঘোরনিতম্বিনী। স্ত্রীচঞ্চলা পাপমুখী চারুনেত্রা লয়াত্মিকা॥ কান্তিঃ কাম্যা নির্গুণা চ রজঃসত্ত্বতমোময়ী। কালরাত্রির্মহারাত্রির্জীবরূপা সনাতনী॥ সুখদুঃখাদিভোক্ত্রী চ সুখদুঃখাদিবর্জ্জিতা। মহাবৃজিনসংহারী বৃজিনধ্বান্তমোচনী॥ হননখলহন্ত্রী চ বারুণী পালকারিণী। নিদ্রাযোগ্যা মহানিদ্রা যোগনিদ্রা যুগেশ্বরী॥ উদ্ধারয়ন্ত্রী স্বর্গঙ্গা উদ্ধারণপুরস্থিতা। উদ্ধৃতা উদ্ধৃতাহারা লোকোদ্ধারণকারিণী॥ শঙ্খেশ্বরী শঙ্খহস্তা শঙ্খরাজবিদারিণী। পশ্চিমাস্যা মহাস্রোতপূর্ব্বদক্ষিণবাহিনী॥ সার্দ্ধযোজনবিস্তীর্ণা পাবন্যুত্তরবাহিনী। পতিতোদ্ধারিণী দোষক্ষমিণী দোষবর্জ্জিতা॥ শরণ্যা শরণশ্রেষ্ঠা শ্রীযুক্তা শ্রাদ্ধদেবতা স্বাহা স্বধা বিরূপাক্ষী স্বরূপাক্ষা শুভাননা॥ কৌমুদী কুমুদাকারা কুমুদাম্বরভূষণা। সৌম্যা ভবানী ভূতস্থা ভীমরূপা বরাননা॥ বরাহকাম্যা বর্হিষ্ঠ বৃহৎশ্রোণী বলাহিকা। কেশিনী কেশপাশাঢ্যা নভোমণ্ডলবাসিনী॥ মল্লিক

মল্লিকাপুষ্পবর্ণা লাঙ্গলধারিণী। তুলসীদলগন্ধাঢ্যা তুলসীদামভূষণা॥ তুলসীতরুসংস্থা চ তুলসীরসলেহিনী। তুলসীরসসুস্বাদুসলিলা বিল্ববাসিনী॥ বিল্ববৃক্ষনিবাসা চ বিল্বপত্ররসদ্রবা। মালূরপত্রমালাঢ্যা বৈল্বী শৈবার্দ্ধদেহিনী॥ অশোকা শোকরহিতা শোকদাবাগ্নিনাশিনী। অশোকবৃক্ষনিলয়া রম্ভা গিরিবরস্থিতা॥ দাড়িমী দাড়িমীবর্ণা দাড়িমস্তনশোভিতা। রক্তাক্ষী ক্ষীরবৃক্ষস্থা রক্তিনী রক্তদন্তিকা॥ রাগিণী রাগভার্য্যা চ সদা রাগবিবর্জ্জিতা। বিরাগরাগসংযোদা সর্ব্বরাগস্বরূপিণী॥ তালস্বরূপিণী তালরূপিণী তারকেশ্বরী। বাল্মীকিশ্লোকিতাভেদ্যা হ্যনন্তমহিমাদিমা॥ মাতা উমা সপত্নী চ ধরা হারাবলী শুচিঃ। স্বর্গারোহপতাকা চ ইস্টা ভোগী রথী ইলা॥ স্বর্গতীরামৃতজলা চারুবীচিস্তরঙ্গিনী। ব্রহ্মতীরা ব্রহ্মজলা গিরিদারণকারিণী॥ ব্রহ্মাণ্ডভেদিনী ঘোরনাদিনী ঘোরবেগিনী। ব্রহ্মভাণ্ডবাসিনী চ স্থিরবায়ুপ্রভেদিনী॥ শুক্লধারাময়ী দিব্যশঙ্খবাদ্যানুসারিণী। ঋষিস্তুত্যা সুরস্তুত্যা গ্রহবর্গপ্রপূজিতা॥ সুমেরুশীর্ষনিলয়া ভদ্রা সীতা মহেশ্বরী। বজ্ঞুশ্চালকনন্দা চ শৈলসোপানচারিণী॥ লোকাশাপূরণকরী সর্ব্বমানসদোহনী। ত্রৈলোক্যপাবনী ধন্যা পৃথ্বীরক্ষণকারিণী॥ ধরণী পার্থিবী পৃথ্বী পৃথুকীর্ত্তিনিরাময়া। ব্রহ্মপুত্রী চ ব্রহ্মণ্যা ব্রহ্মমান্যা বনাশ্রয়া॥ ব্রহ্মরূপা বিষ্ণুরূপা শিবরূপা হিরণ্ময়ী। ব্রহ্মবিষ্ণুশিবত্বাঢ্যা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবত্বদা॥ মজ্জজ্জনোদ্ধারিণী চ স্মরণার্ত্তিবিনাশিনী। দুর্গাদায়ী সুখস্পর্শা মোদদর্শনদর্শনা॥ আরোগ্যদায়িনী শান্তা নানাতাপবিনাশিনী। তাপোৎসারণশীলা চ তপোধামা শ্রমাপহা॥ সর্ব্বদুঃখপ্রশমনী সর্ব্বশোকবিনাশিনী। সর্ব্বশ্রমহরা সর্ব্বসুখদা সুখসেবিতা॥ সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্তময়ী রাসমাত্রমহাতপা। সতনুর্নিস্তনুস্তন্বী তনুধারণবারিণী॥ মহাপাতকদাবাগ্নিশীতলা শশধারিণী। গেয়া জপ্যা চিন্তনীয়া ধ্যেয়া স্মরণলক্ষিতা॥ চিদানন্দস্বরূপা চ জ্ঞানরূপা গণেশ্বরী। আগম্যা আগমস্থা চ সর্ব্বাগমনিরূপিতা॥ ইষ্টদেবী মহাদেবী দেবনীয়া নিবিস্থিতা। দণ্ডবনগৃহস্থায়ী শঙ্করাচার্য্যরূপিণী॥ শঙ্করাচার্য্যপ্রণতা শঙ্করাচার্য্যসংস্তুতা। শঙ্করাভরণোপেতা সদা শঙ্করভূষণা॥ শঙ্করাচারশীলা চ শঙ্ক্যা চ শঙ্করেশ্বরী। শিবস্রোতা শম্ভুমুখী গৌরী গগনদেহিনী॥ দুর্গমা সুগমা গোপ্যা গোপিনী গোপবল্লভা। গোমতী গোপকন্যা চ যশোদানন্দনন্দিনী॥ কৃষ্ণানুজা কংসহন্ত্রী ব্রহ্মরাক্ষসমোচনী। শাপসংমোচনী লঙ্কা লঙ্কেশী চ বিভীষণা॥ বিভীষা ভুবনী ভূষা হারাবলীরনুত্তমা। তীর্থস্তুতা তীর্থবন্দ্যা মহাতীর্থক তীর্থসূঃ॥ কন্যা কল্পলতা কেলিঃ কল্যাণী কল্পবাসিনী। কলিকল্মষসংহন্ত্রী কালকাননবাসিনী॥ কালসেব্যা কালময়ী কালিকা কামুকোত্তমা। কামদা কারণাখ্যা চ কামিনী কীর্ত্তিধারিণী॥ কোকামুখী কোকরাক্ষী কুরঙ্গনয়নী কবিঃ। কজ্জলাক্ষী কান্তিরূপা কামাখ্যা

কেশরীস্থিতা ॥ খগা খগপ্রাণহরা ঘূর্ণৎস্রোতা ঘনোপমা। ঘূর্ণাক্ষদোষহরা ঘূর্ণয়ন্তী জগত্রয়ং ॥ ঘোরাম্বুতোপমজলা ঘর্ঘরারবঘোষিণী। ঘোরঘোষা নির্ঘুষ্টা ঘোষা ঘোরাঘবারিণী ॥ ঘোষরাজী ঘোষকন্যা ঘোষণীয়া ঘনালয়া ঘণ্টাটঙ্কারবটিতা ঘণ্টারী ঘজ্জচারিণী ॥ ঙস্তা ঙকারিণী ঙেশী ঙকারবর্ণসংশ্রয়া। চকোরনয়নী চারুমুখী চামরধারিণী ॥ চণ্ডিকা শুক্লসলিলা চন্দ্রমণ্ডলবাসিনী। চোহারবাসিনী চর্য্যা চমরী চর্ম্মবাসিনী ॥ চর্ম্মহস্তা চর্ম্মমুখী চুকুন্দবরসেবিতা। ছত্রিতা ছত্রিতাঘারিশ্ছত্রচামরসেবিতা ॥ ছত্রিতাঙ্গদুসংহন্ত্রী ছরিতা ব্রহ্মরূপিণী। ছায়া চ ছলশূন্যা চ ছলয়ন্তী ছলান্বিতান্ ॥ ছিন্নমস্তা ছলধরী ছবর্ণা ছুরিতা ছবিঃ। জীমূতবাসিনী জিহ্বা জবাকুসুমসুন্দরী জরাশূন্যা জরা জ্বালা যবিনী যবনেশ্বরী। জ্যোতীরূপা জন্মহরী জনার্দ্দনমনোহরা ॥ ঝঙ্কারকারিণী ঝঞ্ঝা ঝর্ঝরীবাদ্যবাদিনী। ঝনন্নূপুরসংশব্দঝরা ব্রহ্মঝরাঝরা ॥ ঞকারেশী ঞকারস্থা ঞবর্ণমধ্যনামিকা। টঙ্কারকারিণী টঙ্কধারিণী টঙ্কাটনা ॥ ঠক্কুরাণী ঠদ্বয়েশী ঠঙ্কারী ঠক্কুরপ্রিয়া। ডামরী ডমরাধীশা ডামরেশীশিরস্থিতা ॥ ডমরুধ্বনিনৃত্যন্তী ডাকিনী ডয়হারিণী ডীনা ডারিনী ডিণ্ডী চ ডিণ্ডিধ্বনিসদাপ্রিয়া ॥ ঢক্কারবা চ ঢক্কারী ঢক্কাবাদনভূষণা। ণকারবর্ণধরণা ণকারীযানভাবিনী ॥ তৃতীয়া তীব্রপাপঘ্নী তীব্রা তরণিমণ্ডলা। তুষারকরতুল্যাস্যা তুষারকরবাসিনী ॥ থকারাক্ষী থবর্ণস্থা দন্দশূকবিভূষণা। দীর্ঘচক্ষু দীর্ঘরবা ধনরূপা ধনেশ্বরী ॥ দূরদৃষ্টিদূরগম্যা দ্রুতগন্ত্রী দ্রবশ্রবা। নীরজাক্ষী নররূপা নিষ্কলা নিরহঙ্ক্রিয়া ॥ পারা পরায়ণা পক্ষা পারায়ণপরায়ণা। পারকর্ত্রী পণ্ডিতা চ পণ্ডা পণ্ডিতসেবিতা ॥ পরা পবিত্রা পুণ্যাখ্যা পালিকা পীতবাসিনী। ফুৎকারদূরদূরিতা ফাণয়ন্তী ফণাশ্রয়া ॥ ফেনিলা ফেনদশনা ফেণা ফেণবতী ফণা। ফেৎকারিণী ফাণধরা ফাণলোকনিবাসিনী ॥ ফাণকৃতালয়া ফুল্লা ফুল্লারবিন্দলোচনা। বেণীধরা বলবতী বেগবতী ধরাবহা ॥ বন্দারুবন্দ্যা বৃন্দেশী বনবাসা বনাশ্রয়া। ভীমরাজী ভীমপত্নী ভবশীর্ষকৃতালয়া ॥ ভাস্করা ভাস্করধরা ভূয়া ভাস্করবাসিনী। ভয়ঙ্করী ভয়করা ভূষণা ভূমিভেদিনী ॥ ভগভাগ্যবতী ভব্যা ভবদুঃখনিবারিণী। ভেরুণ্ডা ভেরুসুগমা ভদ্রকালী ভবস্থিতা ॥ মনোরমা মনোজ্ঞা চ মৃতা মোক্ষা মহামতিঃ। মতিদাত্রী মতিহরা মঠস্থা মোক্ষরূপিণী ॥ যমপূজ্যা যজ্ঞরূপা যজমানী যমস্বসা। যমদণ্ডস্বরূপা চ যমদণ্ডহরা যতিঃ ॥ রক্ষিকা রাত্রিরূপা চ রমণীয়া রমারতিঃ। লবঙ্গলেশরূপা চ লেশনীয়া লয়প্রদা ॥ বিরুদ্ধা বৃষহস্তা চ বিশিষ্টা বেশধারিণী। শ্যামরূপা শরৎকন্যা শারদী শরণাশ্রেতা ॥ শ্রুতিগম্যা শ্রুতিস্তুত্যা শ্রীমুখী শরণপ্রদা। ষষ্ঠী ষট্কোণনিলয়া ষট্‌কর্ম্মপরিসেবিতা ॥ সাত্ত্বিকী সত্যবদনা সানন্দা সুখরূপিণী। হরিকন্যা হরিজলা হরিদ্বর্ণা হরীশ্বরী ॥ ক্ষেমঙ্করী ক্ষেমরূপা ক্ষুরধরাম্বুশোষণী। অনন্তা

ইন্দিরা ঈশা উমা ঊমা ঋবর্ণিকা ॥ ঋষ্যরূপা ৯কারস্থা ৯কারী এসিতা তথা। ঐশ্বর্য্যদায়িনী ওকারিণী ঔমবকারিণী ॥ অঙ্কশূন্যা অঙ্কধরা অস্পর্শা অস্ত্রধারিণী। সর্ব্ববর্ণময়ী বর্ণব্রহ্মরূপামলাত্মিকা॥ প্রসন্না শুক্লবশনা পরমার্থা পুরাতনী।"

শুক বলে শুন শুন ওহে তপোধন। গঙ্গার সহস্র নাম করিনু কীর্ত্তন॥ এইরূপে ভগীরথ গঙ্গাস্তব করে। মহাপুণ্য জয়প্রদ এ স্তব সংসারে॥ ভক্তিভরে যেই ব্যক্তি করে অধ্যয়ন। অন্যেরে পড়ায় কিম্বা করিয়া যতন॥ সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয় জানিবে তাহার। বরদাত্রী হন দেবী ওহে গুণাধার॥ জ্যৈষ্ঠমাসে দশহরা সুতিথি পাইয়া। দুর্গোৎসব বিধানেতে গঙ্গারে পূজিয়া॥ আগম-বিধানে কিম্বা করিয়া পূজন। গঙ্গাস্তব যেই জন করে অধ্যয়ন॥ সংবৎসর গঙ্গাদেবী সানন্দ অন্তরে। বদ্ধ হয়ে রহে বিপ্র তাহার আগারে॥ পুত্রোৎসবে জন্মদিনে বিবাহের কালে। বিহিত বিধানে ভক্তি করি শ্রাদ্ধদিনে॥ অধ্যয়ন করে কিম্বা করিলে শ্রবণ। অক্ষয় সকল কর্ম্ম হয় তপোধন॥ ভার্য্যার্থী লভয়ে ভার্য্যা ধনার্থীর ধন। অপুত্র জনেতে লভে তনয়-রতন॥ ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ হয়। ইহাতে নাহিক কিছু জানিবে সংশয়॥ যুগাদ্যা দিবসে আর পূর্ণিমা তিথিতে। রবি-সংক্রমণে দিনক্ষয়ে ব্যতীপাতে॥ অমাবস্যা পুষ্যাঋক্ষ হরির বাসরে। সাধুসঙ্গে গোষ্ঠে কিম্বা গিয়া ভক্তিভরে॥ অথবা ব্রাহ্মণমধ্যে করি অবস্থান। পড়িবে শুনিবে কিম্বা সাধু মতিমান॥ পূর্ব্বজন্ম-উপার্জ্জিত তপস্যার ফলে। দেবতার প্রীতি লভে যেইরূপ নরে॥ সেইরূপ স্তবফলে জাহ্নবী সুন্দরী। হয়েছিল মহাপ্রীত ভগীরথোপরি॥ অতএব যেই জন অতি ভক্তিভরে। গঙ্গাস্তব করে পাঠ সানন্দ-অন্তরে॥ তাহার উপরে তুষ্ট গঙ্গাদেবী হন। সত্য সত্য এই কথা শাস্ত্রের বচন॥ স্তবে তুষ্ট হয়ে দেবী পুলক অন্তরে। বর দিল প্রীতিভরে সেই নরবরে॥ দেবী বলে শুন শুন ওহে নরপতি। বর দিতে আসিয়াছি শুনহ ভারতী॥ মনোগত ভাব তব জানি হে রাজন। তথাপি জিজ্ঞাসি কিবা করিবে গ্রহণ॥ গঙ্গার এতেক বাক্য শুনি নরপতি। কহিলেন সবিনয়ে মধুর ভারতী॥ শুন শুন ওগো দেবি নিবেদি চরণে। বিষ্ণুর পরম পদ ত্যজিয়া এক্ষণে॥ ধরামার্গ দিয়া করি পাতালে গমন। উদ্ধার করহ মোর পিতামহগণ॥ আর এক কথা বলি শুন গো জননি। যেই স্তবে তব স্তব করিলাম আমি॥ এই স্তবে তব স্তব করিবে যে জন। তারে না ত্যজিও দেবি এই নিবেদন॥ রাজার এতেক বাক্য শুনিয়া ভবানী। কহিলেন শুন শুন ওহে নৃপমণি॥ যা বলিলে তাহা হবে জানিবে রাজন। আরো এক কথা বলি করহ শ্রবণ॥ তব কন্যা হৈনু আমি শুন নৃপমণি। ভাগীরথী নামে হব বিখ্যাত অবনী॥ তব কৃত স্তবে স্তব যে করিবে মোরে। তার বশ হব আমি কহিনু তোমারে॥ নির্ব্বাণ মুকতি

দান করিব তাহায় । এবে এক কথা বলি শুনহ তোমায় ॥ শিব-আরাধনা তুমি করহ এখন । মস্তকে ধরিবে মোরে সেই পঞ্চানন ॥ নৈলে নিরালম্ব হয়ে অবনী-মাঝারে । গমনে নহিব শক্ত কহিনু তোমারে ॥ বিশেষতঃ মম বেগ অতি ঘোরতর । সহিতে নারিবে ধরা ওহে নরবর ॥ আরোহণ করি তুমি সুমেরুশিখরে । করিবেক শঙ্খধ্বনি সানন্দ অন্তরে ॥ ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া আমি শুনহ রাজন । অমনি তোমার সহ করিব গমন ॥ এইরূপে ভগীরথে করি বরদান । দেখিতে দেখিতে গঙ্গা হন অন্তর্ধান ॥

একবিংশ অধ্যায় ।

মর্ত্ত্যে গঙ্গাবতরণ ।

শুক উবাচ । শৃণু বিপ্র মহাশ্চর্য্যং গঙ্গাবতরণং ক্ষিতৌ ।
শ্রবণং কীর্ত্তনং যস্য মহাপাতকনাশনং ॥
রাজা নরবরো দিব্যং রথমারুহ্য সুন্দরং ।
মহাজবং মহাবেগং চতুর্ভির্বাজিভির্যুতং ॥
বরাঙ্গ শঙ্খহস্তঃ স জ্বলৎকনককল্পবান্ ।
নানাভরণভূষাঢ্যো মুকুটোজ্জ্বলমস্তকঃ ॥
সুমেরুশৃঙ্গে নিপুণে চালয়ামাস ঘোটকান্ ।
নিঃস্বনঃ পবনশ্চৈব মানসস্তাবক-স্তথা ॥
চতুর্ভির্ঘোটকৈরেবৈতৈরারুহ্য মেরুমস্তকং ॥

শুক বলে শুন শুন ওহে তপোধন । যেইরূপে ভূমে গঙ্গা করে আগমন ॥ কীর্ত্তন করিলে যাহা অথবা শ্রবণ । মহাপাপ অনায়াসে হয় বিনাশন ॥ দেবীর আদেশে ভগীরথ নরপতি । আরাধনা করি তুষ্ট করি পশুপতি ॥ মনোহর দিব্যরথে করি আরোহণ । সুমেরু উদ্দেশে রাজা করেন গমন ॥ মহাবেগবান্ রথ অতি মনোরম । শোভিছে তাহাতে দিব্য চারি তুরঙ্গম ॥ রাজার করেতে শঙ্খ কিবা শোভা পায় । সুতপ্ত কাঞ্চনবর্ণ নৃপতির কায় ॥ বিবিধ ভূষণ শোভে দিব্য কলেবরে । উজ্জ্বল মুকুট কিবা মস্তক উপরে ॥ দীর্ঘদৃষ্টি দীর্ঘবাহু তপঃ-পরায়ণ । সুদীর্ঘ ললাটে দীর্ঘ তিলক শোভন ॥ আরক্তলোচন রাজা বিশাল-হৃদয় । পীতবাস পরিধান অতি পুণ্যময় ॥ শুভ্রবর্ণ শঙ্খ শোভে নৃপতির করে । চন্দ্রমা শোভিছে যেন সুমেরু-শিখরে ॥ রাজারে হেরিয়া যত ঋষি আদিগণ । জয় জয় ধ্বনি করি আনন্দে মগন ॥ সারথি রাজার আজ্ঞা ধরি শিরোপরে ।

চালাইল তুরঙ্গমে সুমেরু-শিখরে ॥ মহাবেগে শূন্যমার্গে উঠে অশ্বগণ। তাবক মানস আর নিঃস্বন পবন ॥ চারি অশ্ব মহাবেগে উঠিয়া আকাশে। সশব্দে চলিল মেরুগিরির উদ্দেশে ॥ দেখিতে দেখিতে তথা হৈল উপনীত। দেবগণ হেরি সবে হলেন বিস্মিত ॥ মহাসত্ত্ব ভগীরথে করি দরশন। পরম আনন্দে পুলকিত সর্ব্বজন ॥ সুমেরু পর্ব্বতে রাজা করিয়া গমন। ঘন ঘন দিব্য শঙ্খ করেন বাদন ॥ মধুর গম্ভীর শব্দ অতি স্নিগ্ধতর। ঊর্দ্ধগতি হয়ে শব্দ পূরে দিগন্তর ॥ হরির চরণপদ্মে ছিল সুরধুনী। হইলেন বেগবতী সেই শব্দ শুনি ॥ ব্রহ্মাণ্ড-মস্তক দেবী করিয়া ভেদন। নদীরূপে ধারাবাহী হলেন তখন ॥ ব্রহ্মাণ্ড উপরিভাগে যেই বারি ছিল। মহাবেগে সেই বারি নামিতে লাগিল ॥ ভীষণ নিনাদ করি চলে মহেশ্বরী। সুচারুরূপিণী দেবী শিব সহচরী ॥ সহস্র শঙ্খের ধ্বনি গভীর যেমন। গভীরনাদিনী দেবী চলিল তেমন ॥ সপ্তবিংশ লক্ষ সংখ্য যোজন ভেদিয়া। মেরুশিরে পড়ে দেবী সমুজ্জ্বল হয়ে ॥ দশদিক শোভা পায় দেবীর পতনে। ক্ষান্ত হৈল মহাদেবী আসি সেই স্থানে ॥ ভগীরথ শঙ্খধ্বনি নিবৃত্ত করিল। দেবদেবীগণ যত একত্র হইল ॥ ভূষণে ভূষিতা যত দেবনারীগণ। দেবগণ সহ সবে মিলিয়া তখন ॥ কুসুমচন্দনহস্তা জাহ্নবী দেবীরে। পূজিতে লাগিল সবে আনন্দের ভরে ॥ জয়শব্দ শঙ্খশব্দ উঠে ঘন ঘন। দশদিক ব্যাপ্ত কৈল কুসুম চন্দন ॥ দিকপতিগণ সবে সম্বোধি রাজায়। মিষ্টভাষে কহে শুন ওহে নররায় ॥ গঙ্গারে আনিলে তুমি ক্ষত্রিয়-প্রধান। ধরাধামে নাহি কেহ তোমার সমান ॥ চারিদিকে যত লোক করে নিবসতি। সবারে কৃতার্থ কর ওহে মহামতি ॥ চারিদিকে তব কীর্ত্তি রটুক সংসারে। তব লাগি কৃতার্থিনী বসুধা ভূতলে ॥

এইরূপ শুভবাক্য করিয়া শ্রবণ। গঙ্গারে প্রণমি রাজা কহেন তখন ॥ গঙ্গে দেবি করযোড়ে করি নমস্কার। নিবেদন তব পদে শুনহ আমার ॥ ধারা-চতুষ্টয়ীরূপে করহ গমন। চতুর্দ্দিক পূত হৌক এই নিবেদন ॥ শুনিয়া কহেন দেবী মধুর ভারতী। চতুঃশিরা হও তুমি ওহে নরপতি ॥ তাহা হৈলে চারি-ভাগ আমিও হইব। চারিদিকে চারি রূপে গমন করিব ॥ এতেক বচন শুনি সূর্য্যবংশধর। করযোড়ে সবিনয়ে করেন উত্তর ॥ তুমি দেবী মহাদেবী লোকের ঈশ্বরী। তুমি গো জননী সর্ব্ব-লোকশুভঙ্করী ॥ সে শক্তি তোমার আছে নাহিক সংশয়। মানবে সে শক্তি বল কোথা হতে হয় ॥ সকল উপায় তুমি জানি গো অন্তরে। চারিদিকে যাহ তুমি সু-উপায় করে ॥ রাজার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। দেবেন্দ্রবন্দিনী গঙ্গা চারিধারা হন ॥ শঙ্খপদ্মকরা দেবী অতি মনোহরা। অল্প-বেগবতীরূপে হন তিন ধারা ॥ শঙ্খধ্বনি সহকারে পূর্ব্বদিক-মুখে। চলিলেন সীতারূপে অতি মনসুখে ॥ উত্তরদিকেতে গেল চলি এক ধারা। ভদ্রা নাম হৈল তার অতি মনোহরা ॥ বঙ্কু নামে ধারা গেল পশ্চিম-

দিকেতে। কুতুমাল কুরুবর্ষ ভদ্রাশ্ব আদিতে॥ বেগবতী সুরধুনী শঙ্খ তেয়াগিয়া। প্রবেশ করেন শেষে জলধিতে গিয়া॥ অলকনন্দাখ্যা ধারা দক্ষিণেতে গেল। পূর্ব্ব তিন ছাড়া যাহা সুমেরুতে ছিল॥ মহাবল মহাবেগ সেই ধারা হয়। দক্ষিণাভিমুখী তাহা মেরু হতে রয়॥ ভগীরথ নৃপতির পশ্চাতে পশ্চাতে। মহাবেগে সেই ধারা চলে দক্ষিণেতে॥ মেরুর দক্ষিণ শৃঙ্গে গুহা বিভীষণ। তাহা দেখি ভগীরথ বিসণ্ণবদন॥ শঙ্খধ্বনি তেয়াগিয়া বিষণ্ণ অন্তরে। কহিলেন সবিনয়ে ভবানী দেবীরে॥

দেবী গঙ্গে তব পদে করি নিবেদন। দুষ্প্রবেশ গিরিগুহা কর দরশন॥ পশিলে নির্গম হতে নাহি পারা যায়। তমোময়ী মহাঘোরা দেখি ভয় পায়॥ কিরূপে তরিব গুহা বল গো ভবানী। তব পদে নিবেদন ওগো সুরধুনী॥ রাজার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। গঙ্গাদেবী মিষ্টভাবে কহেন তখন॥ সত্য সত্য মহাঘোরা এই গুহা হয়। প্রবেশ নির্গম ইথে অতীব সংশয়॥ ঐরাবত যদি হেথা করি আগমন। দশনে এ গুহা রায় করে বিদারণ॥ তবে ত যাইতে পথ পাইব বিস্তর। নতুবা উপায় নাহি শুহে নরবর॥ শীঘ্র করি নরপতি করহ গমন। ঐরাবতে ত্বরা হেথা কর আনয়ন॥ দেবীর এতেক বাক্য শুনি নরপতি। ঐরাবতে আনিবারে করিলেন গতি॥ ঐরাবত-পাশে রাজা করিয়া গমন। কহিলেন শুন শুন ইন্দ্রের বারণ॥ মহাভাগ তোমা আমি করি নমস্কার। আমার উপরে কর করুণা বিস্তার॥ রাজার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। ঐরাবত প্রত্যুত্তরে কহিল তখন॥ কেন তুমি নরপতি কর নমস্কার। কি কাজ করিতে হবে বলহ তোমার॥ আমা বিনা কিবা কাজ তোমার না হয়। প্রকাশ করিয়া তাহা বল মহাশয়॥ গজের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। সবিনয়ে নরপতি কহেন তখন॥ ভগীরথ নাম মম দিলীপতনয়। গঙ্গারে লইয়া যাব পাতাল আলয়॥ পিতামহগণে মম করিব উদ্ধার। লইয়া যেতেছি গঙ্গা অবনী মাঝার॥ মেরুর দক্ষিণ শৃঙ্গে গুহা ভয়ঙ্কর। দেখিয়া বিষাদে মম আকুল অন্তর॥ প্রবেশ নির্গম তাহে অতীব সংশয়। এ হেতু আসিনু আমি তোমার আশ্রয়॥ দশনে বিদীর্ণ যদি কর গুহাবর। তবে ত ভবানী পান পথ বহুতর॥ তবে গঙ্গা যেতে পারে অবনীমাঝারে। তোমা বিনা নাহি আর গুহা যে বিদরে॥ রাজার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। ঐরাবত পুনরায় কহিল বচন॥ যা বলিলে তাহা আমি অবশ্য করিব। বিশাল দশনে মহা গুহা বিদারিব॥ কিন্তু এক কথা বলি করহ শ্রবণ। এক নিশা গঙ্গা সহ করিব সঙ্গম॥ এক নিশা যদি গঙ্গা করে সহবাস। তবে বিদারিব গুহা করিনু প্রকাশ॥ গজের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। ভগীরথ নরপতি কহেন তখন॥ শুন শুন ঐরাবত বচন আমার। গঙ্গাবেগ যদি সহ্য হয় আপনার॥ তবে গঙ্গা তব সহ অবশ্য রহিবে। এত শুনি সুরগজ বলিলেন তবে॥ শুন শুন নরপতি আমার

বচন। বেগ সহিবারে যদি না হই সক্ষম॥ অসাধ্য করম তবে কিরূপে করিব। কিরূপে বিশাল গুহা দন্তে বিদারিব॥ গজের এতেক বাক্য শুনি মহারাজ। কহিলেন শুন শুন ওহে গজরাজ॥ যদি গঙ্গাবেগ তুমি সহিবারে পার। অবশ্য সঙ্গম লাভ হবে গজবর॥ ইথে কোন চিন্তা আর নাহিক তোমার। করুণা করিয়া এবে কর আগুসার॥ যদি তুমি মেরুশৃঙ্গ কর বিদারণ। তবে গঙ্গা পথ পায় শুনহ বারণ॥ ইন্দ্রের সম্মাননীয় দেবী সুরধুনী। নিজে তোমা ডাকিয়াছে ওহে গজমণি॥ এখন উচিত, যাহা কর অনুষ্ঠান। কৃপা করি মোরে তুমি কর পরিত্রাণ॥ রাজার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। দেবগজ কহে পুনঃ শুনহ রাজন॥ অবশ্য গঙ্গার বেগ সহিতে পারিব। মেরু-গুহামাঝে আমি প্রবেশ করিব॥ গঙ্গা সহ সহবাস হইবে আমার। ইহাতে সংশয় কিছু নাহি করি আর॥ এত বলি ঐরাবত করিল গমন। গুহাপার্শ্বে আসি তবে দিল দরশন॥ ভগীরথ শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিল। মহাবেগে গঙ্গাদেবী বেগবতী হৈল॥ গঙ্গার প্রবল বেগ করি দরশন। মহাঘোর শব্দ তাঁর করিয়া শ্রবণ॥ ভয়েতে বিভ্রান্তনেত্র মহাগজ হয়। ফিরিয়া পলাতে হেন শক্তি নাহি রয়॥ দক্ষিণ মুখেতে দ্বারে প্রবেশ করিয়ে। মহাগুহা বিদারিল মহাদন্ত দিয়ে॥ অবশেষে ভয়ে গজ করি হুহুঙ্কার। পলায়ে চলিল অঙ্গে লাগি চমৎকার॥ সেইদিকে পথ পেয়ে মহেশী সুন্দরী। চলিলেন মহাবেগে কল কল করি॥ ভগীরথ অগ্রে অগ্রে করেন গমন। মহাবেগে গঙ্গা যান পশ্চাতে তখন॥ কত দুর্গ কত গিরি করিয়া লঙ্ঘন। হেমকূট নিসধাদি করি অতিক্রম॥ তরঙ্গে তরঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে। চলিলেন নৃপতির পশ্চাতে পশ্চাতে॥ কোন স্থানে মহাস্রোতে চলিতে লাগিল। স্থানে স্থানে মহাবর্ত্ত ঘুরিতে থাকিল॥ সিংহ-গজ-সমাকুল অসংখ্য ভূধর। মগ্ন হয়ে রহে কত সলিল-ভিতর॥ দেবদেবীগণ সুগন্ধি পুষ্প লয়ে করে। পূজিতে লাগিল হর্ষে সলিল উপরে॥ রাশি রাশি পুষ্প কত ভাসিতে লাগিল। হেরিয়া সবার মন-নয়ন ভুলিল॥ মহেশের শিরে বাস লভিবার তরে। গঙ্গাদেবী মনসুখে মহাবেগ ধরে॥ কিরূপে ধরিবে মম বেগ পঞ্চানন। মনে মনে গঙ্গাদেবী করেন চিন্তন॥ এত চিন্তি শঙ্খধ্বনি শুনিতে শুনিতে। কল কল রবে যান রাজার পশ্চাতে॥ এদিকে গঙ্গারে শিরে করিতে ধারণ। জটা বিস্তারিয়া আছে দেব পঞ্চানন॥ হিমালয়ে মহেশ্বর আছেন বসিয়ে। দেখিয়া গঙ্গার বেগ ভাবিছে হৃদয়ে॥ কিরূপ গঙ্গার বেগ করিব দর্শন। মনে মনে ভাবে ইহা দেব পঞ্চানন॥ গঙ্গাদেবী বেগবতী ফেনবতী হয়ে। পড়িলেন শম্ভুশিরে সহস্রধা হয়ে॥ তিপ্পান্ন যোজন পথ করিয়া লঙ্ঘন। মহাবেগে শম্ভুশিরে হৈল নিপতন॥ গঙ্গাদেবী হর্ষভরে পড়ি শিবশিরে। মহাজটাজুটমাঝে মহাবেগে ঘুরে॥ জটার ভিতরে গঙ্গা

ঘুরিতে লাগিল। নির্গমে কোথাও পথ কভু না মিলিল॥ শিব-জটামাঝে গঙ্গা যথা যথা যায়। নূতন নূতন স্থান দেখিবারে পায়॥ এইরূপে মহাতেজা শিবের জটায়। কত কাল ভ্রমে গঙ্গা পথ নাহি পায়॥ একবর্ষ এইরূপে করিয়া ভ্রমণ। শ্রান্ত হয়ে শিবপাশে আবির্ভূত হন॥ বিনয়ে শিবেরে কহে ওহে পশুপতি। জগতে তোমার নাথ অনন্ত শকতি॥ কৃপা করি পথ মোরে করহ প্রদান। অবনীমাঝারে আমি করিব পয়াণ॥ শঙ্খধ্বনি করিতেছে ভগীরথ রায়। শুনিয়া হতেছি নাথ ব্যাকুলিত-কায়॥ একবর্ষ ভ্রমি তব জটার ভিতরে। শ্রান্ত হৈনু ওহে প্রভু কি কব তোমারে॥ কোনরূপে নাহি পেয়ে নির্গমের দ্বার॥ শরণ লইনু নাথ জানিবে তোমার॥ তব জটা-রণ্যে দ্বার করহ প্রদান। সগর-সন্তানগণে কর পরিত্রাণ॥ ব্রহ্মশাপে তাহাদিগে করহ মোচন। মম অপরাধ নাথ করহ মার্জ্জন॥ গঙ্গার এতেক বাক্য শুনি শূলপানি। কহিলেন শুন বলি ওহে সুরধুনি॥ কিরূপে তোমার বেগ সহিতে পারিব। এই চিন্তা মনে মনে হয়েছিল তব॥ মহাবেগে মোরে তুমি ওগো প্রিয়তমে। পাতালে লইয়া যাবে ভেবেছিলে মনে॥ এখন সে বেগ তব রহিল কোথায়। এবে কেন হেন বাক্য বলিছ আমায়॥ যখন আমার তুমি লইলে শরণ। তখন যথেচ্ছ প্রিয়ে করহ গমন॥ এত বলি জটাজুট-দক্ষিণ হইতে। ছিঁড়িয়া দিলেন দ্বার হাসিতে হাসিতে॥ দ্বার মুক্ত করি দিলে পক্ষিণী যেমন। পিঞ্জর হইতে করে বাহিরে গমন॥ সেইরূপ দ্বার পেয়ে জাহ্নবী সুন্দরী। জটা হতে বাহিরিল কল কল করি॥ জ্যৈষ্ঠ-মাসে শুক্লপক্ষে দশমী তিথিতে। হস্তা নক্ষত্রের যোগে মঙ্গলবারেতে॥ হিমা-লয় পরিত্যজি জাহ্নবী সুন্দরী। চলিলেন ধরাতলে কল কল করি॥ চারি দিকে মহাশব্দ হল জয় জয়। ক্ষুব্ধা হয়ে তবু ধরা ক্ষুব্ধা নাহি হয়॥ গঙ্গা লাভে ধরা দেবী আনন্দে ভাসিল। ধরারে পাইয়া গঙ্গা নির্বৃতি পাইল॥ জ্বলদগ্নিশিখাকোটি তেজস্বী যেমন। গঙ্গাতেজ সমুজ্জ্বল হইল তেমন॥ পাপরাশি তাহা দেখি অতি ভীত হয়ে। পলায়ে চলিল সবে ধরণী ত্যজিয়ে॥ এইরূপে সুরপূজ্যা জাহ্নবী ভবানী। পাপীগণে উদ্ধারিতে আসিল অবনী॥ গঙ্গাবতরণ-কথা অতি পুণ্যতম। শুনিলে পাতকরাশি হয় বিমোচন॥ দেহান্তে সে জন লভে পরমা সুগতি। অপূর্ব্ব জাহ্নবী-কথা অতি পুণ্যবতী॥

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

গঙ্গার পাতালে গমন ও সগরসন্তানগণের উদ্ধার।

অথ গঙ্গা তদা দেবী দক্ষিণস্যাং ধরাতলে।
আনন্দসম্পদা চাপ্যা যযৌ বিপুলধারয়া॥
তরঙ্গচারুপত্রাঢ্যা ফেনপুষ্পবিরাজিতা।
গঙ্গাখ্যা মুক্তিলতিকা ররাজ ধরণীং গতা॥
অগ্রে ভগীরথো রাজা শঙ্খহস্তো রথোপরি।
প্রগচ্ছন চারুবেগেন গঙ্গা শব্দানুকারিণী॥

শুক বলে শুন শুন ওহে তপোধন। অপূর্ব্ব জাহ্নবীকথা পাতকনাশন॥ ধরাতলে গঙ্গা দেবী করিয়া গমন। দক্ষিণ দিকেতে ক্রমে চলেন তখন॥ আনন্দসম্পদে দেবী সম্পন্ন হইয়ে। বিপুল ধারায় চলে পুলক-হৃদয়ে॥ মুক্তি-লতা গঙ্গা দেবী ভূমে শোভা পায়। তরঙ্গ সুচারুপত্র জানিবে তাহায়॥ ফেন-রূপ পুষ্প তাহে শোভিতে লাগিল। চারুরূপা গঙ্গা দেবী শোভিতে থাকিল॥ করি সিংহ মহানাগ বিহঙ্গাদি করি। আনন্দে আকুল হৈল জাহ্নবী নেহারি॥ অগ্রে অগ্রে ভগীরথ শঙ্খ লয়ে করে। পশ্চাতে চলিল গঙ্গা শব্দ অনুসারে॥ কত গ্রাম কত বন পর্ব্বতনিকর। সুরম্য অসংখ্য কত শত সরোবর॥ এই সব ক্রমে ক্রমে করি অতিক্রম। দক্ষিণ মুখেতে গঙ্গা করেন গমন॥ চারিদিকে স্তব করে দেবর্ষিমণ্ডল। মহাবেগে গঙ্গা দেবী যায় ধরাতল॥ যেখানে যেখানে গঙ্গা তথা পঞ্চানন। জাহ্নবী শিবের হন আদরের ধন॥ শিবের মস্তক সদা জাহ্নবীর তীরে। স্থানের প্রমাণ শিব এইরূপে করে॥ জল হতে অষ্ট হস্ত তীর বলি গণি। বিস্তারে যোজন সার্দ্ধ রহে শূলপাণি॥ তট হতে দেড় যোজনক স্থান ব্যাপি। শিবের মস্তক রহে যিনি বিশ্বরূপী॥ দীর্ঘেতে সেরূপ জান ত্রিশত যোজন। শাস্ত্রে এইরূপ আছে বিধি নিরূপণ॥ মহাবেগে গঙ্গা দেবী করিয়া গমন। সাত যোজনের পথ করি অতিক্রম॥ হিমালয়-পাশে হেরে সপ্ত ঋষিগণে। সপ্ত শঙ্খ বাদ্য করে হরষিতমনে॥ সেই স্থানে সপ্ত ধারা হলেন সুন্দরী। সপ্ত ঋষি ভাসে সুখে দিবা বিভাবরী॥ অবশেষে হরি-দ্বারে করিয়া গমন। করিল জাহ্নবী দেবী ধারা সঙ্কোচন॥ সর্ব্বমুখী হৈল দেবী পাষাণভেদিনী। নদীগণ সহ মিলে শেষেতে ভবানী॥ নদীগণ সঙ্গে মিলি জাহ্নবী তখন। বর্দ্ধিত হলেন দেবী আনন্দে মগন॥ অবশেষে জহ্নু-

কোণ-অভিমুখী হয়ে। চলিলেন ধরাতলে আনন্দে মজিয়ে॥ যমুনা সহিতে শেষে হইল মিলন। গুপ্তা সরস্বতী সহ লভিল সঙ্গম॥ যমুনা সহিত আর সরস্বতী সনে। মিলিলেন গঙ্গা দেবী ভূতলে যে স্থানে॥ প্রয়াগ তাহার নাম অতি পুণ্যতম। তথা হতে পূর্ব্বমুখে করেন গমন॥ পূর্ব্বস্রোতা হয়ে গঙ্গা কিবা শোভা পায়। বারাণসী ধামে দেবী অবশেষে যায়॥ শিব দরশন হেতু কৌতুকী হইয়ে। উত্তরবাহিনী হন তথায় আসিয়ে॥ সপাদ যোজন সেই বারাণসী হয়। ধরা হতে ভিন্ন উহা জানিবে নিশ্চয়॥ তথা হতে পূর্ব্বমুখে করেন গমন। এইকালে ভগীরথ মানবরাজন॥ অতিশয় পরিশ্রমে হইয়া কাতর। শঙ্খধ্বনি ক্ষান্ত করে নৃপতিপ্রবর॥ সারথি হইল শ্রান্ত শ্রান্ত অশ্বগণ। হেনকালে ঘটে এক আশ্চর্য্য ঘটন॥ জহ্নু নামে ঋষি এক মহাতপোধন। শঙ্খশব্দ হেনকালে করে ঘন ঘন॥ পশিল সে শব্দ গিয়া গঙ্গার শ্রবণে। শব্দ অনুসারে দেবী চলিলেন ক্রমে॥ এদিকে বিশ্রাম করি ভগীরথ রায়। পুনঃ শঙ্খ লয়ে করে সঘনে বাজায়॥ কিয়দ্দূর গিয়া গঙ্গা করেন শ্রবণ। অন্য শঙ্খধ্বনি যেন করে কোন জন॥ কে করে শঙ্খের ধ্বনি জানিবার তরে। স্থির হয়ে গঙ্গা দেবী নয়নে নেহারে॥ বুঝিল জহ্নুর কাজ আর কেহ নয়। অধরোষ্ঠ কাঁপে ঘন রোষে অতিশয়॥ মনে মনে গঙ্গাদেবী ভাবেন তখন। প্লাবিত করিব জলে মুনির আশ্রম॥ এত ভাবি ভগীরথে করি সম্বোধন। কহিলেন শুন বলি নৃপতি সুজন॥ জহ্নুর আশ্রম যথা চলহ তথায়। জলেতে ভাসাব উহা কহিনু তোমায়॥ নিজাশ্রমে জহ্নু মুনি লইতে আমারে। দেখ দেখ শঙ্খধ্বনি ঘন ঘন করে॥ দেবীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। আশ্রমের দিকে রাজা করেন গমন॥ পশ্চাতে পশ্চাতে যান ভবানী সুন্দরী। মহাবেগবতী হয়ে কল কল করি॥ ধ্যানযোগে জহ্নুমুনি আপন হৃদয়ে। গঙ্গার মনের ভাব জানিতে পারিয়ে॥ ব্রহ্মতেজে মনে মনে করেন স্মরণ। দক্ষ কর ভূমে দিয়া বসেন তখন॥ দেখিতে দেখিতে গঙ্গা চলিয়া তথায়। জহ্নুর দক্ষিণ করে মহাবেগে যায়॥ ব্রহ্মকর সম করে গঙ্গারে পাইয়া। গণ্ডূষে করেন পান আনন্দে মজিয়া॥ স্বর্গ মর্ত্ত্য অন্তরীক্ষে উঠে হাহাকার। নরপতি মহাক্ষুব্ধ বিষণ্ণ আকার॥

অবশেষে মূর্ত্তিমতী হইয়া তখন। গঙ্গা দেবী উপনীত ঋষির সদন॥ বিনয়ে মুনিরে কহে ওহে ঋষিবর। জানি জানি আমি তব সদয় অন্তর॥ ব্রহ্মতেজ তব দেহে সদা অধিষ্ঠান। বুঝিলাম এবে হৃদে ওহে ভগবান॥ অপরাধ ক্ষম মম ওগো মহোদয়। লোকহিত হেতু আমি যাই মর্ত্ত্যালয়॥ জঠর হইতে মোরে কর পরিত্যাগ। পুত্রীরূপা হৈনু আমি ওহে মহাভাগ॥ সগরসন্তানগণ রয়েছে পাতালে। দয়া কর ওগো ঋষে তাদের উপরে॥ দিব্যগতি যাহে পায় সেই সব জন। কৃপা করি কর তাহা ওহে তপোধন॥ বহু তপ

কৈল ভগীরথ নরপতি। সে তপে সার্থক কর ওহে মহামতি॥ জাহ্নবী আমার নাম হবে তপোধন। রটিবে তোমার কীর্ত্তি এ তিন ভুবন॥ দেবগণ বিপ্রগণ নিয়ত তোমার। গাইবে অমল কীর্ত্তি ওহে গুণাধার॥ ক্ষমা কর মহামতে মহা তপোধন। জঠর হইতে মোরে ত্যজহ এখন॥ গঙ্গার কাতর-বাক্য শুনি মহামুনি। জানুদেশ ভেদি তাঁরে ছাড়েন তখনি॥ তদবধি নাম হৈল জাহ্নবী গঙ্গার। আনন্দে জাহ্নবী দেবী হন আগুসার॥ কিছুদূর তার পরে করিলে গমন। পরিশ্রমে ক্লান্ত হৈল রাজার বাহন॥ হেনকালে পদ্মাবতী জহ্নুর নন্দিনী। উচিত সময় নিজ মনে মনে গণি॥ ভগিনী গঙ্গারে পদ্মা করিতে দর্শন। ঘন ঘন শঙ্খবাদ্য করেন তখন॥ শব্দ শুনি গঙ্গা দেবী সেই দিকে যায়। কিয়দ্দূরে অগ্নিকোণে পদ্মাবতী পায়॥ এদিকে নৃপতি দেখে অদূরে চাহিয়া। অন্যদিকে গঙ্গা দেবী যেতেছে চলিয়া॥ তাহা দেখি সারথিরে করি সম্বোধন। কহিলেন শীঘ্র রথ করহ চালন॥ ঐ দেখ গঙ্গা দেবী অন্যদিকে যায়। এত বলি শঙ্খ লয়ে সঘনে বাজায়॥ শঙ্খধ্বনি শুনি গঙ্গা সলিল হইতে। উত্থিত হইয়া দেখে রাজারে দূরেতে॥ শঙ্খধ্বনি ঘন ঘন করিছেন তিনি। এদিকে বাজায় শঙ্খ পদ্মাবতী ধনী॥ তাহা দেখি রোষ জন্মে পদ্মাবতীপরে। সেই রোষে পদ্মাবতী নদীরূপ ধরে॥ বিস্তীর্ণসলিলা হয়ে দেবী পদ্মাবতী। পূর্ব্বমুখে চলিলেন সাগর অবধি॥ পূর্ব্বসাগরেতে গিয়া হইল মিলন। এদিকে দক্ষিণস্রোতা সুরধুনী হন॥ সাগর নিকটে জানি জাহ্নবী সুন্দরী। দক্ষিণদিকেতে যান কল কল করি॥ ক্রমে ক্রমে সাগরেতে করিলে গমন। সমুদ্র আসিল লয়ে কুসুম চন্দন॥ ভার্য্যা সহ জলনিধি উপনীত হয়ে। গঙ্গার করিল পূজা সানন্দ হৃদয়ে॥ গঙ্গা দেবী অবশেষে ভেদিয়া সাগর। মহাতলে উপনীত কপিল-গোচর॥ দেখেন তথায় বসি মহা তপোধন। তেজেতে জ্বলিছে কিবা কনকবরণ॥ সেই স্থানে ভগীরথ নানা উপহারে। ধূপ দীপ আদি দিয়া পূজেন গঙ্গারে॥ কপিল গঙ্গারে কহে ওগো মহেশ্বরি। আসিয়াছ বহু দেশ অতিক্রম করি॥ মহাতলে এবে তুমি কৈলে আগমন। সগরসন্তানগণে কর দরশন॥ ষাইট হাজার পুত্র দেখ এই স্থানে। দগ্ধ হয়ে আছে মম ক্রোধজ দহনে॥ অধোগতি লভিয়াছে রাজপুত্রগণ। ইহাদিগে কর দেবি কৃপা বিতরণ॥ ইহাদের অন্য গতি নাহি কিছু আর। তুমি মাত্র পার দেবি করিতে উদ্ধার॥ তোমার কৃপায় দেবি লভি পরিত্রাণ। দিব্যগতি প্রাপ্ত হোক সগরসন্তান॥ তোমারে স্পর্শিনু আমি শুন গো ভবানি। কৃতার্থ হলেম আজি নিস্তারকারিণি॥

শুক বলে শুন শুন ওহে তপোধন। কপিলের এই বাক্য করিয়া শ্রবণ॥ ভুজঙ্গ-কর্ত্তৃক পূজ্যা হইয়া ভবানী। সগরসন্তানগণে স্পর্শেন তখনি॥ ভস্মোপরি গঙ্গাজল লাগিল যেমন। যমলোকে চারুরূপ হৈল সর্ব্বজন॥ মহাবল

পরাক্রম হইল সকলে। যমদূতগণ সবে বিস্ময়ে নেহারে॥ আসিল গগনপথে অপূর্ব্ব বিমান। অপ্সরেরা হর্ষভরে করে গুণগান॥ বিমানে চড়িয়া হত সগর-নন্দন। সুরপুরে মনসুখে করিল গমন॥ ভগীরথ নরপতি আনন্দিতমনে। উপনীত হন আসি আপন ভবনে॥ মহামহোৎসবময় হইল নগর। পুলকে পূরিত হৈল সবার অন্তর॥ এদিকে পাতালে গঙ্গা নাগের ভবনে। বিখ্যাত হলেন দেবী ভোগবতী নামে॥ গঙ্গার চরিত-কথা পবিত্র আখ্যান। কীর্ত্তন করিনু ওহে ঋষে মতিমান॥ যেরূপে ধরায় তিনি করেন গমন। কহিনু সকল কথা তোমার সদন॥ যেই জন পড়ে ইহা আয়ু বাড়ে তার। যশ বাড়ে বংশ বাড়ে ধন ধর্ম্ম আর॥ শোকনাশ দুঃখনাশ জানিবে ইহায়। মঙ্গলজনক ইহা কহিনু তোমায়॥ কিবা বিপ্র কিবা ক্ষত্র কিব বৈশ্যগণ। পড়িবে শুনিবে কিম্বা হয়ে একমন॥ পড়ে কিম্বা শুনে ইহা যদি কোন জন। পরমা সুগতি লভে শাস্ত্রের বচন॥ নারীগণ শূদ্রগণ যদি কভু শুনে। উত্তমা সুগতি লভে শাস্ত্রের বচনে॥ তড়াগ মন্দির কূপ পাদপ কানন। এ সব প্রতিষ্ঠা কর্ম্ম হয় যেই ক্ষণ॥ অশৌচান্তে দ্বিতীয়াহ্নে একান্ত অন্তরে। পড়িবে শুনিবে কিম্বা ভকতি-ভরে॥ গ্রহপীড়া আদি ঘোরে জন্মাদিপীড়নে। পড়িবে শুনিবে কিম্বা ঐকান্তিক মনে॥ মহাপাপী হয় যেই এ ভব সংসারে। মরণসময়ে যদি এই সব পড়ে॥ অথবা একান্তমনে করয়ে শ্রবণ। সে জন যে ফল পায় শুন তপোধন॥ আজন্ম গঙ্গায় স্নান করিলে যে ফল। সে জন সে ফল পায় না হয় বিফল॥ গঙ্গার গর্ভেতে হয় যদ্যপি মরণ। যেই ফল পায় তাহে সেই সাধুজন॥ সেই ফল সেই পাপী লভয়ে নিশ্চয়। শাস্ত্রের বচন ইহা ওহে মহোদয়॥ যেই জন একমনে করে অধ্যয়ন। মনোরথ সিদ্ধি তার শাস্ত্রের বচন॥ যোজন অন্তেতে থাকি গঙ্গা গঙ্গা বলে। ভক্তিভরে ডাকে যেই মন কুতূহলে॥ পাতক তাহার দেহে না থাকে কখন। দিব্যগতি লাভ করে অন্তিমে সুজন॥ ভাগীরথী-গুণকথা কে বর্ণিতে পারে। অনন্ত সহস্রমুখে সীমা দিতে নারে। কৃপার আধার দেবী গুণের আধার। পাতকী জনেরে ভবে করেন উদ্ধার॥ আনন্দে সতত বাস হরির চরণে। কমণ্ডলু মাঝে রহে ব্রহ্মবিদ্যমানে॥ শিব জটাজূটমাঝে করিয়া নিবাস। পরিপূর্ণ করে দেবী মন-অভিলাষ॥ সগর-সন্তানগণে উদ্ধার কারণ। মহাতলে দয়াময়ী করেন গমন॥ ভাগীরথী-রূপে রহে মানব-আগারে। দেবগণ হিত হেতু সুমেরু-শিখরে॥ দেবীর মাহাত্ম্য বল কে করে বর্ণন। পঞ্চমুখে পঞ্চানন নারে কদাচন॥ দেবীর মহিমা জানি আপন অন্তরে। নিজে শিব ধরে তাঁরে মস্তক উপরে॥ বেদেতে যাঁহার তত্ত্ব বুঝা নাহি যায়। মানবে কিরূপে বল বুঝিবে তাহায়॥ পরমা প্রকৃতি তিনি জানিবে অন্তরে। কৃপা করি জনমেন হিমালয়-ঘরে॥ দেবীর কৃপায় পূত এ তিন ভুবন। পাপীর পাতক হয় সমূলে নাশন॥ বিন্দুমাত্র বারিস্পর্শ করে যেই

জন। কোটিজন্মপাপ তার হয় বিমোচন॥ নারীহত্যা ভ্রূণহত্যা যদি কেহ করে। অন্তিমে গঙ্গার তীরে যদি সেই মরে॥ যমদূত তার পাশে না করে গমন। দিব্যযানে শিবলোকে যায় সেই জন॥ গুরুদ্রোহ চৌর্য্যবৃত্তি যেই জন করে। মিথ্যা কহে হিংসা করে পরের উপরে॥ প্রতারণা করি করে সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন। অথবা যে জন করে ব্রহ্মস্ব হরণ॥ পরদারা মহাপাপ যেই জন করে। দেহ ত্যজে যদি সেই জাহ্নবীর তীরে॥ দিব্যগতি পায় সেই নাহিক সংশয়। কহিনু তোমার পাশে ওহে মহোদয়॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

হিমালয়ে উমার জন্ম, উমার তপস্যা, মদনভস্ম ও শিবের উমালাভ।

জৈমিনিরুবাচ। উক্তা ত্বয়া শিবং প্রাপ্য গঙ্গা সত্যার্দ্ধরূপিণী।
উমা বাপি শিবং প্রাপ্তা বদ ব্রহ্মন্ মহামতে॥
ঋষিরুবাচ। গতায়াং গঙ্গায়াং দিবি সুষুবে মেনকা পুনঃ।
অন্যাং দুহিতরং চারুগুণশীলসমন্বিতাম্।
জলংকনকগৌরাঙ্গীং দ্বিভুজাং চারুলোচনাম্।
তস্যাং ভবন্ত্যাং মেনাদ্যাঃ সর্ব্বে গঙ্গাশুচং জহুঃ॥

জৈমিনি জিজ্ঞাসে পুনঃ ওহে মহামতি। শুনিনু তোমার মুখে অপূর্ব্ব ভারতী॥ সতীদেবী দক্ষগৃহে ত্যজি কলেবর। অর্দ্ধ অংশে গঙ্গারূপে লভে গঙ্গাধর॥ যেরূপে লভিল উমা দেব পঞ্চাননে। কৃপা করি বল তাহা আমার সদনে॥ জৈমিনির বাক্য শুনি শুক তপোধন। কহিলেন শুন বলি অপূর্ব্ব কথন॥ গঙ্গাদেবী সুরলোকে করিলে গমন। মেনকা প্রসবে পুনঃ তনয়া রতন॥ সুচারুরূপিণী কন্যা গুণে গুণবতী। কনকগৌরাঙ্গী দেবী শীলবতী অতি॥ দ্বিভুজ শোভিছে কিবা অতি চমৎকার। সুচারু লোচন শোভে মরি কি বাহার॥ কন্যা পেয়ে মেনা আদি পুরবাসীগণ। গঙ্গাশোক হৃদি হতে করে বিসর্জ্জন॥ শুক্লপক্ষে শশিকলা যেইরূপ বাড়ে। দিনে দিনে বাড়ে উমা হিমালয়-ঘরে॥ একদা নারদ ঋষি দেব তপোধন। হিমালয় অন্তঃপুরে করিয়া গমন॥ নির্জ্জনে সম্বোধি মেনা আদি সবাকারে। কহিলেন সতীকথা আনন্দ অন্তরে॥ মুনির মুখেতে সব করিয়া শ্রবণ। কন্যার পরম তত্ত্ব বুঝিল তখন॥ জানিলেন কন্যা হন আদিমা প্রকৃতি। অনাদি অজন্মা দেবী

গুণবতী সতী ॥ অন্তঃপুর হতে তবে দেব তপোধন। হিমালয়-পাশে আসি দেন দরশন ॥ সম্বোধি কহেন তাঁরে ওহে হিমালয়। শুন শুন বলি তব কন্যা-পরিচয় ॥ কমললোচনা দেবী তোমার আগারে। জন্মিয়াছে ওহে গিরি কহিনু তোমারে ॥ বিবাহের যোগ্যা কন্যা হয়েছে সুন্দরী। কাহারে অর্পিবে কন্যা বল ওহে গিরি ॥ ঋষির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। কহিলেন গিরিবর ওহে তপোধন ॥ যোগ্যপতি লভিবারে আমার নন্দিনী। করিছে কাননে তপ ওহে মহামুনি ॥ অদৃষ্টে আছয়ে পতি যে জন উহার। লভিবে তাঁহারে কন্যা ওহে গুণাধার ॥ এতেক বচন শুনি নারদ তখন। কহিলেন শুন শুন পর্ব্বত-রাজন ॥ যা বলিলে সত্য বটে ওহে মহাশয়। তবু এক কথা বলি শুন হিমালয় ॥ পুরুষ উদ্যোগী হবে সদা সর্ব্বক্ষণ। করম রাক্ষসে দৈবে করয়ে নিধন ॥ সর্ব্বথা উদ্যোগী হবে শাস্ত্রের বিধান। কার্য্যসিদ্ধি হবে তাহে ওহে মতিমান ॥ কন্যার জনক তুমি ওহে হিমালয়। যাহাতে সে পতি লভে ওহে মহোদয় ॥ উচিত কর্ত্তব্য তাহা করিতে তোমার। কন্যাদান-ফল লভ ওহে গুণাধার ॥ লব্ধব্য হইবে লাভ করি বিবেচনা। যে জন উদ্যোগ কভু কিছুতে করে না ॥ কার্য্যসিদ্ধি সে জনের কভু নাহি হয়। গৃহীনামে গণ্য নহে সে জন নিশ্চয় ॥ অতএব শুন বাক্য ওহে গিরিবর। কন্যার বিবাহ লাগি হও অগ্রসর ॥ মন্ত্রীগণ সহ আর লয়ে বিপ্রগণ। পরামর্শ কর এবে ওহে বিচক্ষণ ॥ কন্যার বিবাহ হেতু বরের লাগিয়ে। অন্বেষণ কর গিরি যতন করিয়ে ॥

এতেক বচন শুনি হিমগিরিবর। কহিলেন নারদেরে করি যোড়কর ॥ তত্ত্ববেত্তা তুমি প্রভু ওহে ভগবন। কে হবে কন্যার বর বলহ এখন ॥ কাহার করেতে আমি অর্পিব নন্দিনী। কারে লভি হবে কন্যা পরম সুখিনী ॥ এতেক বচন শুনি নারদ তখন। কহিলেন গিরিবরে করি সম্বোধন ॥ যোগ্যপতি আছে তব জানিবে কন্যার। তার লাগি তপ করে তনয়া তোমার ॥ বলিতেছি সেই কথা করহ শ্রবণ। কৈলাসে আছেন পতি জানিবে সুজন ॥ স্বয়ম্ভু মহাবাহু সেই মহামতি। কুবের কিঙ্কর যাঁর শুনহ ভারতী ॥ তাঁহার করেতে কন্যা করহ অর্পণ। পূজিবে ভকতিভরে যত দেবগণ ॥ ঋষির বচন শুনি কহে হিমালয়। শুন শুন মম বাক্য ওহে মহোদয় ॥ যা বলিলে তাহে নাহি অন্যথা করিব। শিবের করেতে কন্যা সাদরে অর্পিব ॥ শিবেরে আনহ শীঘ্র ওহে তপোধন। আমার কন্যার যিনি বাঞ্ছনীয় ধন ॥ গিরির এতেক বাক্য শুনি ঋষিবর। অবিলম্বে চলি যান যথা মহেশ্বর ॥ কৈলাসে যাইয়া তবে দেব তপোধন। প্রণমিয়া শিবপদে কহেন তখন। শুন শুন মম বাক্য শশাঙ্ক-শেখর। সতীলাভ হৈল তব করিনু গোচর ॥ মনোরথ পূর্ণ তব জানিবে এখন। বিশেষ বিবরি বলি করহ শ্রবণ ॥ গঙ্গারে যথায়

পায় অমর নিকর। সেই স্থানে আছে সতী ওহে গঙ্গাধর॥ তোমারে লভিতে গৌরী একান্ত অন্তরে। করিতেছে ঘোরতপ কানন ভিতরে॥ তব বার্ত্তা বলিয়াছি গিরি-দম্পতীরে। তুমিও চলহ দেব হিমালয়-পুরে॥ তোমারে সেবিবে গৌরী হয়ে একমন। গৌরীরে লভিবে তুমি ওহে পঞ্চানন॥ এতেক বচন শুনি কহে পশুপতি। শুন শুন মম বাক্য ওহে মহামতি॥ গঙ্গারূপে সতীধনে লভিয়াছি আমি। পুনঃ কার কথা কহ ওহে মহামুনি॥ গঙ্গারে ধরেছি আমি নিজ শিরোপরে। কৃতার্থ হয়েছি আমি আপন অন্তরে॥ শিবের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। নারদ কহেন শুন ওহে পঞ্চানন॥ তব সতী ওহে দেব দ্বিবিধ আকারে। জনম ধরিয়াছেন হিমালয় ঘরে॥ গঙ্গা উমা দুইরূপ ওহে পঞ্চানন। এক জনে শিরোপরে করেছ ধারণ॥ বামাঙ্গে উমারে তুমি ধর পশুপতি। তব বামাঙ্গিনী ভার্য্যা সেই দেবী সতী॥ বামাঙ্গে এখন তাঁরে লভ পঞ্চানন। তোমার অঙ্কের ধন উমারত্নধন॥

ঋষির এতেক বাক্য শুনি পশুপতি। তাঁহার সঙ্গেতে দেব করিলেন গতি॥ তাপসের বেশ শিব করিয়া ধারণ। হিমালয়ে দ্রুতগতি করেন গমন॥ বিপ্ররূপে সতীপাশে গিয়া পশুপতি। কহিলেন মিষ্টভাবে মধুর ভারতী॥ কে তুমি কাহার কন্যা বলহ সুন্দরি। কি হেতু করিছ তপ এত কষ্ট করি॥ এ নহে শোভনে তব তপের সময়। সুকুমারী কেবা তুমি দেহ পরিচয়॥ শিবের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। মধুর-বচনে উমা কহেন তখন॥ শুন শুন বিপ্র আমি হিমের নন্দিনী। শিবের লাগিয়া তপ করিতেছি আমি॥ পূর্ব্ব-জন্মে ছিল মম দাক্ষায়ণী নাম। দেহ ত্যজি উমারূপী এবে মতিমান॥ দেবীর বচন শুনি দেব পঞ্চানন। মিষ্টভাষে ছল করি কহেন তখন॥ কি কারণে বরাননে এ বুদ্ধি তোমার। শিবেরে করিবে পতি একি চমৎকার॥ কুরূপ সে পঞ্চানন শ্মশানে বিচরে। কিরূপে পতিত্বে বল বরিবে তাহারে॥ গুণে গুণবতী তুমি শুন গো সুন্দরি। ইন্দ্র আদি সুরবাসী সবে পরিহরি॥ বরিতে বাসনা হৈল মহেশে তোমার। তোমার বাসনা শুনি লাগে চমৎকার॥ শিবের লাগিয়া কর তপ আচরণ। শুনি বরাননে হৈনু বিস্ময়ে মগন॥ অপরূপ রূপ তব হেরিছি নয়নে। এ রূপ কি শোভা পায় শিবের মিলনে॥ তোমার চরণ সম নহে পঞ্চানন। তুমি তপ কর এ কি আশ্চর্য্য ঘটন॥ তোমার লাগিয়া তপ করিবে সে জন। তোমারে লভিতে আসি ধরিবে চরণ॥ তাহা হলে শোভা পায় শুন গো সুন্দরি। অন্য জনে বর এই বাঞ্ছা পরিহরি॥ শিবের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। রোষভরে উমা দেবী কহেন তখন॥ শুন শুন ব্রহ্মচারী বচন আমার। এরূপ বলিতে নহে উচিত তোমার॥ পুনঃ হেন বাণী আর না বল বদনে। শিব-নিন্দা যেন আর না শুনি শ্রবণে॥ পূর্ব্বজন্মে শিবনিন্দা করিয়া শ্রবণ। দক্ষা-

লয়ে সতীদেহ কৈনু বিসর্জ্জন ॥ এখন আমার বাক্য শুন ব্রহ্মচারী। শিব-নিন্দা করি তুমি হলে পাপাচারী ॥ পাপেতে তরিতে যদি থাকে অভিলাষ। শিবের করহ স্তব করিনু প্রকাশ ॥ শিবনিন্দা যেই জন করয়ে শ্রবণ। উচিত তাহার হয় দেহ বিসর্জ্জন ॥ দেবীর বচন শুনি নিজে মহেশ্বর। নিজের করেন স্তব ওহে দিগম্বর ॥ তুমি শিব তুমি হর তুমি ত্রিনয়ন। গিরিশ বিশ্বেশ তুমি নিত্য-সনাতন ॥ প্রমথগণের সহ করহ বিহার। সর্ব্বানন্দরূপী তুমি ওহে দয়াধার ॥ কালরূপী তুমি দেব সংহার-কারণ। ব্যাপিয়া রয়েছ তুমি সকল ভুবন ॥ কৃপা করি কৃপা কর অধীন উপরে। ভবভয় বিনাশিতে আর কেবা পারে ॥ তোমার চরণে যেই লভয়ে শরণ। শোক তাপ মৃত্যু ভয় না রহে কখন ॥ তোমার কৃপায় হয় নির্ব্বাণ মুকতি। তোমার কৃপায় হয় ভগবতভক্তি ॥ তোমার কৃপায় হয় ভববন্ধ ক্ষয়। তোমার কৃপায় কর্ম্মবন্ধনাশ হয় ॥ ত্রিগুণ-আত্মক তুমি ওহে পঞ্চানন। তোমার চরণে প্রভু করি গো বন্দন ॥ উক্ষারূঢ় বিরূপাক্ষ তুমি কৃত্তিবাস। তোমার কৃপায় পূরে মন-অভিলাষ ॥ প্রসীদ প্রসীদ দেব আমার উপরে। সদা যেন মতি রহে তব পদোপরে ॥

ব্রহ্মচারী-মুখে শুনি এতেক বচন। আনন্দে শিবানী হন আনন্দিতমন ॥ বিপ্রেরে সম্বোধি তবে মধুর-বচনে। কহিলেন শুন শুন কহি তব স্থানে ॥ শুন শুন ব্রহ্মচারী তোমা নমস্কার। শিবতত্ত্বজ্ঞাতা তুমি অবনীমাঝার ॥ ব্রহ্মচারীবেশী তুমি যদ্যপি ব্রাহ্মণ। শিবতুল্য তুমি সাধু ওহে মহাত্মন ॥ শিবেতে তোমাতে ভেদ নাহি কিছু আর। ভক্তিভরে তোমা আমি করি নমস্কার ॥ তুমি বিপ্র মহাসাধু অবনী ভিতরে। তব সম ধার্ম্মিকেরে চাহে ধর্ম্মী নরে ॥ তোমার ভকতি হেরি লাগিল বিস্ময়। সামান্য নহেক তুমি হেন মনে লয় ॥ যেই জন সদা ভক্তি করে পঞ্চাননে। সে জন সামান্য নহে এ তিন ভুবনে ॥ তাহার অসাধ্য বল কিবা আছে আর। দেবগণ সদা বশ জানিবে তাহার ॥ তাহারে পূজিলে হয় শিবের অর্চ্চন। তাহার দর্শনে হয় শিবদরশন ॥ শিব-কৃপালাভ হয় তাহার কৃপায়। শাস্ত্রের বিচার ইহা কহিনু তোমায় ॥ অধিক বলিব কিবা ওহে ব্রহ্মচারী। পূজনীয় তুমি মম সম ত্রিপুরারি ॥ অতএব তোমা আমি করি নমস্কার। শিবতুল্য ভক্তি মম চরণে তোমার ॥ এত বলি উমা দেবী অতি ভক্তিভরে। প্রণাম করিতে যান দেব মহেশ্বরে ॥ সহসা আপন রূপ ধরে পঞ্চানন। বৃষোপরে শোভা পান অতি বিমোহন ॥ উমারে সম্বোধি কন শুন বরাননে। আমারে পাইবে তুমি নাহি ভাব মনে ॥ তোমা ছাড়া নহি আমি জানিবে কখন। এত বলি তিরোহিত হন পঞ্চানন ॥ এদিকে পার্ব্বতী যান পিতার আলয়। আনন্দে পূরিল তাঁর পবিত্র হৃদয় ॥ এইরূপে বহুকাল বিগত হইল। বহুদিন পিতৃগৃহে পার্ব্বতী যাপিল ॥ এদিকে গঙ্গারে

পেয়ে শিব পঞ্চানন। শিরোপরি মহানন্দে করিছে ধারণ॥ পুনঃ দার-পরি-গ্রহে নাহিক বাসনা। একমাত্র জানে দেব জাহ্নবী ললনা॥ সে ভাবে উন্মত্ত আছে দেব পঞ্চানন। উমারে নাহিক আর হৃদয়ে স্মরণ॥ নারদের মুখে সব শুনি হিমালয়। মনে মনে যুক্তি স্থির করি মহোদয়॥ উমারে পাঠান যথা আছে পঞ্চানন। শিবের সেবার লাগি ওহে তপোধন॥ পিতার আদেশে উমা অতি যত্ন করি। দিবানিশি সেবা করে দেব ত্রিপুরারি॥ কিন্তু মহাযোগী শিব পর হতে পর। কামনা না করে কভু উমার উপর॥ ইহা দেখি প্রজাপতি দেব পদ্মাসন। কামেরে পাঠায়ে দেন যথা পঞ্চানন॥ পূর্ব্বকালে পিতামহ দেব প্রজাপতি। সন্ধ্যা নাম্নী কন্যা সহ করেছিল রতি॥ কামবশে এই কাজ করি পদ্মাসন। সবার নিকটে আছে লজ্জিত-বদন॥ শিবেরে কামের বশ করিবার তরে। পাঠালেন কন্দর্পেরে কাননমাঝারে॥ যাতে ভঙ্গযোগ হন দেব পঞ্চানন। কন্দর্প করিবে তাহা এই সে কারণ॥ ব্রহ্মার আদেশে কাম কাননেতে পশি। শিবের অদূরে নিজ পত্নী সহ বসি॥ শরাসনে মোহনাদি জুড়ে পঞ্চ বাণ। বসন্ত মূরতি ধরি করে অবস্থান॥ যেমন জুড়িল বাণ পুষ্প-শরাসনে। অমনি বিকৃতি জন্মে মহেশের মনে॥ সহসা এরূপ হৈল কিসের কারণ। জানিবারে চারিদিকে চাহে পঞ্চানন॥ দেখিলেন পার্শ্বদেশে শরাসন লয়ে। পুষ্পবাণ জুড়ি আছে মদন বসিয়ে॥ তাহা দেখি রোষভরে দেব পঞ্চানন। কাম-অভিমুখে চাহে সরোষ-নয়ন॥ যেমন সরোষে চাহে মদনের পানে। ভস্মীভূত হয়ে কাম পড়ে ধরাসনে॥ মদন হইয়া ভস্ম হর-কোপানলে। আনন্দরূপেতে গেল উমার শরীরে॥ কামের শরীর-ভস্ম লয়ে মহেশ্বর। তাহাতে লেপন করে নিজ কলেবর॥ কামভাবে উমা দেবী চাহে ঘন ঘন। তাহা দেখি কামবশ হন পঞ্চানন॥ মদনের বশ হেরি দেব মহেশ্বরে। ব্রহ্মাদি দেবতা হন প্রফুল্ল অন্তরে॥ এদিকে সানন্দ হয়ে গিরি হিমালয়। শিবকরে কন্যা দিতে সমুদ্যত হয়॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি যত দেবতা-নিকর। উপনীত হৈল সবে যথা মহেশ্বর॥ সবার সাক্ষাতে দেবদেব ত্রিনয়ন। করিলেন পার্ব্বতীর পাণিপ্রপীড়ন॥ বিধি অনুসারে হৈল শিব-পরিণয়। উমারে লভিয়া শিব আনন্দ-হৃদয়॥ এইকালে দেবগণ তারকের ভয়ে। মলিনবদনে রহে বিষণ্ণ-হৃদয়ে॥ দুর্দ্দান্ত দানব সেই বলে মহাবল। তাহার পীড়নে দুঃখী অমর-নিকর॥ শিবের ঔরসে যেই জন্মিবে সন্ততি। দেবসেনাপতি হবে সেই মহামতি॥ তবে ত তারক দৈত্য হবে পরাজয়। এই হেতু মিলি যত দেবতা নিচয়॥ পুত্র ভিক্ষা করে এক শিবের গোচরে। শিবের ঔরসে হবে সেনাপতি তরে॥ দেবতার হিত হেতু দেব পঞ্চানন। উমা সহ বিহারেতে হলেন মগন॥ ইলাবৃত বর্ষে গিয়া সুমেরুর মূলে। বিহার আরম্ভে দেব মন-কুতূহলে॥ দিব্য বর্ষশত গত ক্রমেতে হইল। মৈথুনে শিবের তবু

তৃপ্তি না জন্মিল॥ তথাপি নাহি হয় শেষ শিবের বিহার। দেবগণ হৃদে ভাবে এ কি চমৎকার॥ তুষসহ করম দেখি যত দেবগণ। অনর্থ ঘটিবে হেন ভাবে মনে মন॥ মহাভীত হৈল যত দেবতা-নিকর। নানামত পরামর্শ করে পরস্পর॥ দিব্য শত বর্ষ গেল যাহার মৈথুনে। ধরিতে পারিবে কেবা তাহার নন্দনে॥ তাহার নন্দনে ধরে হেন শক্তি কার। ভাবিয়া দেবতা-হৃদে লাগে চমৎকার॥ এত ভাবি দেবগণ মন্ত্রণা করিয়ে। কতিপয় বিপ্রে তথা দিলেন পাঠায়ে॥ বিপ্রগণ আজ্ঞামাত্র আনন্দিতমনে। উপনীত হন শিব-শিবার সদনে॥ বিপ্রগণে নেহারিয়া পার্ব্বতী সুন্দরী। লজ্জায় বসন লয়ে পরে ত্বরা করি॥ তদবধি সেই স্থানে পুরুষ না যায়। পুরুষ রমণী হয় যাইলে তথায়॥ এদিকে মৈথুন দেবী ত্যজিল যেমন। শিবতেজ ভূমিতলে হইল পতন॥ সর্ব্বব্যাপী সেই তেজ লইয়া সাদরে। রাখিলেন বহ্নিদেব অতি যত্ন করে॥ কিন্তু তাহা রাখিবারে অসমর্থ হয়ে। গঙ্গারে দিলেন বহ্নি আদর করিয়ে॥ গঙ্গা দেবী লয়ে তাহা সহিতে নারিল। কৈলাসের শরবনে নিক্ষেপ করিল॥ সেই তেজে জনমিল অপূর্ব্ব সন্তান। দেবসেনাপতি হৈল মহাবলবান্॥ মহাভুজ মহাসত্ত্ব শিবের নন্দন। সুতপ্ত কাঞ্চন সম অঙ্গের বরণ॥ নানাবিধ বিভূষণ শোভে কলেবরে। সেনাপতি-পদে সবে বরিল তাঁহারে॥ কৃত্তিকাদি ছয় জন করিয়া আদর। স্তনদুগ্ধ দিয়া পালে সেই পুত্রবর॥ সেই হেতু কার্ত্তিকের নাম হৈল তার। গুহন কারণ হৈল গুহ নাম আর॥ ছয় মুখে স্তন্য পান করিল নন্দন। সেই হেতু নাম তাঁর হৈল ষড়ানন॥ অনন্তর কার্ত্তিকেয় হলে সেনাপতি। অস্ত্র শস্ত্র দিল তাঁরে অমর-সংহতি॥ শিব আদি দেবগণ সানন্দ অন্তরে। অস্ত্র শস্ত্র বাহনাদি দিলেন তাঁহারে॥ অনন্তর মহাবল শিবের নন্দন। অস্ত্র শস্ত্র করে ধরি করি মহারণ॥ তারক অসুরে বধ করিল সমরে। তাহা দেখি দেবগণ ভাসে সুখনীরে॥ এদিকে উমার সহ দেব পশুপতি। সানন্দে কৈলাসধামে করিলেন গতি॥ তথায় পার্ব্বতী দেবী পুলক-অন্তরে। শিব-অর্দ্ধ অঙ্গ হরি ভাসে সুখনীরে॥ পার্ব্বতী জিজ্ঞাসে পরে শিবের গোচর। মন্ত্র তন্ত্র বলে শিব করিয়া আদর॥ জিজ্ঞাসিলে যেই কথা ওহে তপোধন। যথাযথ সেই সব করিনু কীর্ত্তন॥ যেরূপে উমারে লভে দেব মহেশ্বর। বলিনু সে সব কথা তোমার গোচর॥ অপূর্ব্ব আখ্যান এই করিলে কীর্ত্তন। মহাপুণ্য হয় আর অভীষ্ট সাধন॥ জপিবে পড়িবে কিম্বা করিবে শ্রবণ। আর কি শুনিতে বাঞ্ছা কহ তপোধন॥

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়

জাহ্নবীতে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ।

জৈমিনিরুবাচ। উক্তা ত্বয়া মহাপুণ্যা গঙ্গা ত্রিপথগামিনী।
গঙ্গায়াং যত্তু কর্ত্তব্যমকর্ত্তব্যং বদস্ব তৎ॥
ত্বদ্বক্ত্রবাক্যপীযূষবিরতির্নোপলভ্যতে।
সদৈব ভবতো বাক্যমুক্তিবত্যর্থমচ্যুতং॥

জৈমিনি বিনয়ে কহে ওহে তপোধন। মহাপুণ্য গঙ্গা-কথা করেছ বর্ণন॥ গঙ্গাতে কর্ত্তব্য যাহা বল মহাশয়। অকর্ত্তব্য তাহে বল কিবা কর্ম্ম হয়॥ অমৃত সমান কথা তোমার বদনে। তাহার নিবৃত্তি নাহি বাঞ্ছিতেছি মনে॥ তোমার বদনে যাহা হয় উচ্চারণ। অনুত্তম অর্থযুক্ত ওহে মহাত্মন্॥ জৈমিনির এই কথা শুনি মহামুনি। আনন্দে বলেন তাঁরে সুমধুর বাণী॥ গঙ্গায় কর্ত্তব্য যাহা করহ শ্রবণ। অকর্ত্তব্য তাহে যাহা করিব বর্ণন॥ মনোরম গঙ্গাকৃত্য যেই জন শুনে। গঙ্গাস্নান ফল তার শাস্ত্রের বিধানে॥ হিমালয় গিরি হতে সাগর অবধি। যথা যথা দিয়া গঙ্গা করেছেন গতি॥ পরম পবিত্র দেশ সেই সেই স্থান। তথা হতে শ্রেষ্ঠ আর নাহি মতিমান॥ অযোধ্যা অবন্তী কাশী মথুরা নগরী। মায়া কাঞ্চী মনোহারী দ্বারাবতী পুরী॥ মুক্তি-প্রদা এই সাত জানিবে ধরায়। সন্দেহ নাহিক ইথে কহিনু তোমায়॥ অযোধ্যা পবিত্র দেশ শ্রীরামের পুরী। কৃষ্ণের পালিতা হয় মথুরা নগরী॥ কামরূপ যারে বলে মায়া তার নাম। বারাণসী শিবপুর খ্যাত সর্ব্বস্থান॥ শিবকাঞ্চী বিষ্ণুকাঞ্চী কাঞ্চীযুগ্ম হয়। অবন্তী সাগর-তীরে আছে পরিচয়॥ পুরুষ-উত্তম যারে বলে সর্ব্বজন। অবন্তী তাহার নাম ওহে তপোধন॥ কৃষ্ণের নির্ম্মিতা পুরী দ্বারকা নগরী। পৃথ্বীমধ্যে গণ্য নহে এই কয় পুরী॥ অযোধ্যা মোহন পুরী পুণ্যের আকর। রামের ধনুর আগে আছে নিরন্তর॥ কেশব সতত নিজে সানন্দ অন্তরে। ধরিছেন সুদর্শনে মথুরা নগরে॥ মায়া-পুরী সদা শিবলিঙ্গের উপর। ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি সবে রহে নিরন্তর॥ শিবের ত্রিশূলোপরি বারাণসী পুরী। হরিহরাত্মক কাঞ্চী যুগল নগরী॥ বামহস্তে এক কাঞ্চী ধরে জনার্দ্দন। অন্য কাঞ্চী দক্ষ করে দেব পঞ্চানন॥ অবন্তী নগরী আছে হরি-পদ্মোপরে। দ্বারাবতী পাঞ্চজন্য শঙ্খের উপরে॥ একত্র এ সবে গণি মুক্তিপ্রদ বলি। একা কিন্তু মুক্তিপ্রদা জাহ্নবী সুন্দরী॥ শিরো-

পরি জাহ্নবীরে ধরে পঞ্চানন। গঙ্গার মাহাত্ম্য বল কে করে বর্ণন॥ মহাদেব শিরোপরি ধরেন যখন। নিজশির বৃদ্ধি করে দেব পঞ্চানন॥ অষ্ট হস্ত অতিরিক্ত অর্দ্ধেক যোজন। শিবের মস্তক হয় ওহে তপোধন॥ গঙ্গাশ্রয় দেশ যত আছয়ে যেখানে। পৃথ্বীমধ্যে গণ্য নাহি হয় সে কারণে॥ শিবের মস্তক বলি জানিবে তাহায়। পরম পবিত্র স্থান কহিনু তোমায়॥ জাহ্নবী প্রথমে হন দক্ষিণবাহিনী। পূর্ব্বস্রোতা কোন স্থানে পশ্চিমবাহিনী॥ উত্তরবাহিনী হয়ে চলেছে কোথায়। গঙ্গার যতেক গতি কি কব তোমায়॥ দক্ষিণবাহিনী হতে এক শত গুণে। পূর্ব্ববাহিনীর গতি কহি তব স্থানে॥ পূর্ব্ব হতে পশ্চিমের শতগুণ হয়। উত্তরের তাহা হতে সহস্র নিশ্চয়॥ সর্ব্বথা মুক্তিদা গঙ্গা ওহে মহামুনি। কহিলাম তব পাশে অপূর্ব্ব কাহিনী॥ গঙ্গা সম তীর্থ নাহি অবনীমণ্ডলে। গঙ্গা সম নাহি দেবী জানিবে অন্তরে॥ গঙ্গাতীরে স্থিতি হয় পরম বসতি। অন্তরে জানিবে গঙ্গা একমাত্র গতি॥ আকাশবাসিনী গঙ্গা পর্ব্বতবাসিনী। অবনীবাসিনী দেবী পাতালবাসিনী॥ যেখানে সেখানে গঙ্গা হয় দরশন। করিবারে পারে তথা সিনান-মজ্জন॥ গঙ্গা-দরশন হয় যে কোন সময়ে। স্নানে বাধা নাহি কিছু জানিবে হৃদয়ে॥ কিবা পাপী মহাপাপী কিবা পুণ্যবান। গঙ্গাস্নানে অধিকার সবারি সমান॥ কীটপতঙ্গাদি যদি গঙ্গাজলে মরে। সুরপুরে যায় সেই দিব্য কলেবরে॥ যাহার পবিত্র বারি করিয়া স্পর্শন। উদ্ধার পাইল যত সগর-নন্দন॥ তমোভাব পরিত্যাগ করিয়া সকলে। ব্রহ্মশাপে মুক্ত হৈল মন-কুতূহলে॥ দিব্য রূপ দিব্য দেহ করিয়া ধারণ। অবহেলে গেল চলি অমর-ভবন॥ তাই বলি শুন শুন ওহে তপোধন। ভক্তিভরে গঙ্গাসেবা করে যেই জন॥ তার কথা কি বলিব বলা নাহি যায়। অনন্ত পুণ্যের ভাগী সে জন ধরায়॥ শতেক যোজন দূরে করি অবস্থিতি। গঙ্গা গঙ্গা রবে বলে মধুর ভারতী॥ সর্ব্বপাপে মুক্ত হয়ে সেই সাধুজন। দেহ-অবসানে করে বৈকুণ্ঠে গমন॥ আজন্ম পাতক করে যেই দুরমতি। মৃত্যুকালে করে যদি গঙ্গায় বসতি॥ সে জন মুকতি লভে নাহিক সংশয়। অতএব গঙ্গা রক্ষা করিবে নিশ্চয়॥ জাহ্নবীরে ত্যাগ করে যেই মূঢ়জন। পরিত্রাণ নাহি তার জানিবে কখন॥

এতেক বচন শুনি জিজ্ঞাসে জৈমিনি। সন্দেহ হয়েছে এক ওহে মহামুনি॥ গঙ্গারে করিবে রক্ষা করিলে বর্ণন। কিরূপে হইবে রক্ষা কহ মহাত্মন্॥ কীদৃশ জাহ্নবী ত্যাগ কহ মহামতি। সংশয় হউক্ নাশ শুনিয়া ভারতী॥ ঋষির বচন শুনি শুক তপোধন। কহিলেন শুন সব করিব বর্ণন॥ প্রবাহ অবধি ধরি হস্ত চতুষ্টয়। নারায়ণ স্বামী হন ওহে মহাশয়॥ কণ্ঠগত প্রাণ যদি হয় তপোধন। এই স্থানে কিছু নাহি করিবে গ্রহণ॥ এই স্থানে কভু নাহি করিবেক দান। যদ্যপি সুপাত্র তথা থাকে বিদ্যমান॥ প্রতিগ্রহা-

ভাবে হয় দানের অভাব। কহিনু তোমারে ওহে সুশীল-স্বভাব॥ পরের অনিষ্ট কিছু যাহে যাহে হয়। গঙ্গায় সে কাজ নাহি করিবে নিশ্চয়॥ প্রতিগ্রহ যদি তথা করে কোন জন। জাহ্নবী বিক্রীতা হয় ওহে মহাত্মন্॥ জাহ্নবী বিক্রীত মুনি যদাপি হইল। জনার্দ্দন তাহে জান বিক্রীত রহিল॥ যদাপি বিক্রীত হৈল দেব জনার্দ্দন। বিক্রীত হইল তবে এ তিন ভুবন॥ এ হেন জনের নাহি কভু পরিত্রাণ। কহিনু তোমার পাশে ওহে মতিমান্॥ মিথ্যাবাক্য প্রতিগ্রহ অথবা প্রদান। অপারমার্থিক বাক্য ওহে মতিমান॥ ক্রয় বিক্রয়াদি কার্য্য বসনক্ষালন। কটু বাক্য শস্ত্রাঘাত অথবা ভৈর্জ্জন॥ গাত্রমল-প্রক্ষালন গ্রাম্যধর্ম্মাচার। পরদ্রব্যে পূজা পীড়াপ্রদ-কার্য্য আর॥ না জানি কথন কিছু অশাস্ত্র কথন। তিল বিনা তর্পণাদি পাদপ্রক্ষালন॥ নিষ্ঠীবন মলমূত্র আদি পরিত্যাগ। অন্য তীর্থের প্রশংসা ওহে মহাভাগ॥ জলান্তর-প্রশংসন উচ্ছিষ্ট-ক্ষেপণ। দণ্ডদ্বারা জলোপরি অথবা তাড়ন॥ গঙ্গাতে এ সব কার্য্য কভু না করিবে। গঙ্গাজলে সন্তরণ কভু নাহি দিবে॥ তৈল মাখি গঙ্গাজলে না করিবে স্নান। প্রাণান্তে শপথ নাহি করিবে ধীমান॥ স্বর্ণ-রৌপ্য-অলঙ্কার করিয়া ধারণ। কভু না করিবে স্নান শাস্ত্রের বচন॥ গঙ্গায় আলস্য নাহি করিবে কখন। না করিবে শোক মোহ শাস্ত্রের বচন॥ দুঃখচিত্ত কভু নাহি হবে গঙ্গাতীরে। পাপবুদ্ধি না রাখিবে কদাচ অন্তরে॥ বিষয়-আলাপ নাহি করিবে কখন। শাস্ত্রের বচন ইহা ওহে তপোধন॥ ভাদ্রমাসে কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশী দিনে। যে পর্য্যন্ত জল উঠে ওহে মহামুনে॥ গঙ্গাগর্ভ বলি তাহা শাস্ত্রের বচন। তার উর্দ্ধে তীর বলি করিবে গণন॥ তথা হতে সার্দ্ধ শত হস্ত পরিমাণ। তীর বলি গণনীয় ওহে মতিমান॥ তীর হতে দুই ক্রোশ যত দূর হয়। তীরক্ষেত্র বলে তারে ওহে মহাশয়॥ প্রবাহ হইতে শত হস্ত পরিমাণ। গর্ভক্ষেত্র বলি গণ্য ওহে মতিমান॥ গর্ভক্ষেত্রে যাহা যাহা বর্জ্জনীয় হয়। মন দিয়া শুন তাহা কহি সমুদয়॥ হিংসা দ্বেষ প্রতিগ্রহ অনৃত কথন। স্থানাস্থান-বিকল্পনা অশাস্ত্র বচন॥ পরান্ন-ভোজন পর-দ্রব্যাদি-ভুঞ্জন। শোক মোহ দুঃখ আর কলহ-করণ॥ পাপে মতি নাস্তিকতা ভিক্ষার বাসনা। পরীহাস চঞ্চলতা বিষয়-কামনা॥ গর্ভক্ষেত্রে এই সব করিবে বর্জ্জন। গঙ্গাতীরে বর্জ্জ্য যাহা শুনহ এখন॥ মিথ্যাবাক্য শোক মোহ পাপকার্য্যে মতি। নাস্তিকতা কটুবাক্য অপরের ক্ষতি॥ পর-পীড়াকর কার্য্য কভু না করিবে। না জানিয়া কোন কথা কভু না বলিবে॥ অশাস্ত্র বচন নাহি বলিবে কখন। না বলিবে তীর্থান্তর-প্রশংসাবচন॥ জলান্তর-প্রশংসন কভু না করিবে। স্থানাস্থান-বিবেচনা সর্ব্বথা ত্যজিবে॥ গঙ্গাতীরে যেই জন করে অবস্থান। সর্ব্ব কার্য্য গঙ্গাজলে করিবে ধীমান॥ অন্য জল স্পর্শে যদি থাকি গঙ্গাতীরে। ব্রহ্মহত্যা পাপ ঘেরে তাহার শরীরে।

দেবপূজা পিতৃপূজা সকল করয়ে। মহাতীর্থ গঙ্গা ক্ষেত্র জানিবেক মনে॥
গঙ্গাতীরে কভাশৌচ কভু নাহি রয়। শাস্ত্রের বচন ইহা জানিবে নিশ্চয়॥
গঙ্গাতীরে মলমূত্র কভু না ত্যজিবে। নতুবা পাতকে মজি নরকে ডুবিবে॥
গঙ্গাতীর-সন্নিহিত যেই যেই স্থান। পুণ্যতম বলি খ্যাত ওহে মতিমান॥
কিবা দীক্ষা কিবা জপ দেবতাপূজন। গঙ্গাতীরে ভক্তিভরে করিবে সাধন॥
নারায়ণ-ক্ষেত্র মধ্যে কর্ত্তব্য যা হয়। বলিতেছি সেই সব শুন মহাশয়॥
শুক্লবাস ভক্তিভরে করি পরিধান। করিবে সাবিত্রী জপ ওহে মতিমান॥
পর-উপকার-কর্ম্ম শ্রাদ্ধ ও তর্পণ। দ্রব্যোৎসর্গ ইষ্টদেবে সংপ্রীতিকরণ॥
নারায়ণ-ক্ষেত্রে এই সব আচরিবে। মনে মনে পাত্রোদ্দেশে দ্রব্য দান দিবে॥
মৌনভাবে স্তব-স্তুতি করিবে পঠন। নীচজাতি সহ নাহি কহিবে বচন॥
ব্রহ্মভাবে বারিপান করিতে হইবে। তবে পুণ্য উপার্জ্জিবে এই বিশ্বভবে॥
বলিনু সকল কথা তব বিদ্যমান। শুনিলে সে জন লভে দিব্য তত্ত্বজ্ঞান॥
সার হতে সার বৃহদ্ধর্ম পুরাণ। যেই জন শুনে সেই ভবে পুণ্যবান্॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

গঙ্গায় স্নানার্থ যাত্রাকাল ও স্নানাদি সময়ের
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কথন।

ঋষিরুবাচ। গঙ্গাযাত্রাং চরেন্মর্ত্ত্যো মন উৎকণ্ঠতে যদা।
স্নাত্বা দেবান্ ঋষীংশ্চৈব পিতৃংশ্চৈব সমর্চ্চয়েৎ॥
পিধায় বাসসী শুক্লে প্রাণায়ামং সমাচরেৎ।
মৈথুনং কলহং হিংসাং বর্জ্জয়েদ্ গাঙ্গযাত্রয়া॥

শুন শুন তার পর ওহে তপোধন। গঙ্গার মহিমা কত করিব বর্ণন॥ উৎকণ্ঠিত হবে যবে আপন অন্তর। তখন করিবে গঙ্গাযাত্রা নরবর॥ গঙ্গাজলে স্নান করি বিহিত বিধানে। পূজিবে ভকতি করি ঋষি-পিতৃগণে॥ শুভ্রবর্ণ দুই বস্ত্র করিয়া ধারণ। করিবেক প্রাণায়াম বিধানে সাধন॥ স্নানাদি কারণে যবে চলিবে গঙ্গায়। মৈথুন কলহ ত্যজিবেক সর্ব্বথায়॥ মলিন বসন দেহে করিয়া ধারণ। গঙ্গায় স্নানাদি হেতু করিবে গমন॥ সেই কালে ভক্তিভরে একান্ত অন্তরে। প্রণাম করিবে গুরু গণেশ বিষ্ণুরে॥ শিব দুর্গা গো ব্রাহ্মণ লক্ষ্মী সরস্বতী। ভক্তিভরে এ সবারে করিবে প্রণতি॥ গুরবঃ পিতরো দেবা

ইতি আদি করে। মন্ত্র পড়ি গঙ্গাযাত্রা করিবে সাদরে ॥ * এই মন্ত্রে প্রণমিয়া ওহে মুনিবর। গঙ্গে দেবি মন্ত্র পড়িবেক তার পর ॥ † বিল্ব তুলসীরে পরে করিবে প্রণাম। অবশেষে লবে বিল্বপত্রের আঘ্রাণ ॥ তার পর গঙ্গাযাত্রা করিতে হইবে। মহাপুণ্য সেই জন নিশ্চয় লভিবে ॥ শয়নে ভোজনে দানে অথবা নিশীথে। দিবাভাগে কিম্বা ভক্তি করিয়া পথেতে ॥ গঙ্গা গঙ্গা বলি সদা করিয়া স্মরণ। ভক্তিভরে করিবেক সময় যাপন ॥ বিধিমতে গঙ্গাযাত্রা করে সেই জন। পাপরাশি তার দেহে না রহে কখন ॥ ক্ষপাত্যয়ে অন্ধকার বিনাশে যেমন। বিঘ্নরাশি তথা তার হয় বিনাশন ॥ গঙ্গার পবিত্র বায়ু শরীরে লাগিলে। সর্ব্বপাপে মুক্ত হয় সেই পুণ্যফলে ॥ গঙ্গাস্নান হেতু যাত্রা করে যেই জন। তার বিঘ্ন আচরণ করে দেবগণ ॥ গঙ্গার নিকটে ক্রমে উপস্থিত হলে। গঙ্গাবায়ু স্পর্শ দেহে হবে যেই কালে ॥ সেই কালে এই স্তব পড়িবে সুজন। যাহাতে পরম তুষ্ট হবে জনার্দ্দন ॥

"স্বে মহিম্নি স্থিতং দেবমপ্রমেয়মজং প্রভুং। শোকমোহবিনির্ম্মুক্তং ধ্যায়েদ্বিষ্ণুং সনাতনং ॥ আসনাদ্যৈরসংস্পৃষ্টং সেবিতং যোগিভিঃ সদা। নির্গুণং সগুণং শান্তং ধ্যায়েদ্বিষ্ণুং সনাতনং ॥ সর্ব্বদোষবিনির্ম্মুক্তং সুপ্রভাবং সুনির্ম্মলং। নিষ্কলং শাশ্বতং দেবং ধ্যায়েদ্বিষ্ণুং সনাতনং ॥ অতুলং সুখবর্ম্মাণং ব্যোমদেহং সনাতনং। ধর্ম্মাধর্ম্মসমাযুক্তং ধ্যায়েদ্বিষ্ণুং সনাতনং ॥ ক্ষরাক্ষরবিনির্ম্মুক্তং জন্মমৃত্যুবিবর্জ্জিতং। অভয়ং সত্যসংকল্পং ধ্যায়েদ্বিষ্ণুং সনাতনং ॥ অমৃতং সাধনং সাধ্যং যং পশ্যন্তি মনীষিণঃ। জ্ঞেয়াখ্যং পরমাত্মানং ধ্যায়েদ্বিষ্ণুং সনাতনং ॥ ব্যাসাদ্যৈর্ঋষিভিঃ সর্ব্বৈর্ধ্যানযোগপরায়ণৈঃ। অর্চ্চিতং ভাবকুসুমৈর্ধ্যায়েদ্বিষ্ণুং সনাতনং ॥" বিষ্ণ্বষ্টক বলি এই স্তব মনোহর। মহাপুণ্য যোগীদের মহাহর্ষকর ॥ যেই জন ভক্তি করি করে অধ্যয়ন। বিষ্ণুতুল্য হয় সেই শাস্ত্রের বচন ॥ এইরূপে স্তব পাঠ করি নরবর। গঙ্গাদরশন করিবেক তার পর ॥ মহাপুণ্য জাহ্নবীরে করি দরশন। দণ্ডবৎ নমস্কার করিবে তখন ॥ "গঙ্গে দেবি জগন্মাতঃ শিবশিরে বাস। প্রণমি তোমারে কর করুণা প্রকাশ ॥ জনম সফল মম কর ভগবতি।" ‡ এ মন্ত্র পড়িয়া তবে করিবে প্রণতি ॥ অবশেষে যেই মন্ত্রে করিবে স্পর্শন। মন দিয়া শুন তাহা

* মন্ত্র যথা—গুরবঃ পিতরো দেবা দিক্‌পালাশ্চ গ্রহাস্তথা।
যক্ষরক্ষশ্চারণাঃ সিদ্ধা গন্ধর্ব্বাঃ কিন্নরাস্তথা ॥
সর্ব্বা দেব্যশ্চ দেবাশ্চ প্রণমাম্যে যথাধুনা।
গঙ্গাস্নানার্থযাত্রায়াং ভবন্তু সর্ব্বসাধকাঃ ॥

† মন্ত্র যথা—গঙ্গে দেবি লোকমাতর্ম্মিশ্রোৎসাবিণি তে নমঃ।
ত্বদ্দর্শনায় সদ্‌যাত্রাং করোম্যত্রানুমোদয় ॥

‡ মন্ত্র যথা—গঙ্গে দেবি জগন্মাতঃ শিবশীর্ষকৃতালয়ে।
জন্মৈতৎ সফলং মেঽস্তু ভবতীং প্রণমাম্যহং ॥

করিব বর্ণন ॥ "স্মরণ করেছি তোমা করেছি দর্শন। মহেশ্বরি এবে তোমা করি পরশন ॥ জগত-জননী বিষ্ণু দেহ-দ্রবাকারে। প্রসন্ন হও গো মাতঃ আমার উপরে ॥" * এই মন্ত্রে জাহ্নবীরে করিবে স্পর্শন। বিধানে করিবে শেষে স্নান আচরণ ॥ দ্বিবস্ত্র হইয়া স্নান করিতে হইবে। পুনঃ নাহি আসিবারে হবে এই ভবে ॥ তীর্থ আবাহন ইথে নাহি প্রয়োজন। সঙ্কল্প না করি স্নান করে যেই জন ॥ সে জন পাতকে মুক্ত নাহিক সংশয়। কহিলাম তব পাশে ওহে মহোদয় ॥ এইরূপে স্নানবিধি করি আচরণ। দেব ঋষি পিতৃ-গণে করিবে তর্পণ ॥ অন্য চিন্তা হৃদি হতে করি বিসর্জ্জন। অবশেষে ইষ্ট-দেবে করিবে পূজন ॥ গঙ্গাতীরে তিন রাত্রি করিবে বসতি। মহাপুণ্য উপা-র্জ্জিবে তাহে মহামতি ॥ সেই স্থানে অবস্থান হয় যতক্ষণ। সার্থক সে ক্ষণ হয় ওহে মহাত্মন ॥ গৃহেতে ফিরিয়া পুনঃ যখন যাইবে। পুন দরশন হেতু কামনা করিবে ॥ মাতা পিতা ভার্য্যা পুত্র কিম্বা দুহিতায়। এ সবে ত্যজিলে দুঃখ হয় যা তাহায় ॥ তা হতে অধিক দুঃখ গঙ্গার বিহনে। শাস্ত্রের বচন এই কহি তব স্থানে ॥ যথায় জাহ্নবী নাহি আছে বিদ্যমান। ক্ষণেক তথায় নাহি রহিবে ধীমান ॥ যেই স্থানে গঙ্গা নাহি হয় দরশন। সে দেশে কখন নাহি করিবে গমন ॥ একপাদে অবস্থিত হয়ে যেই জন। অযুত বৎসর তপ করে আচরণ ॥ গঙ্গাতীরে দণ্ডমাত্র যেই করে বাস। ততোধিক পুণ্য তার আছয়ে প্রকাশ ॥ দণ্ড সংখ্যা অনুসারে মাস পক্ষ আদি। অবস্থিতি হেতু পুণ্য লভিবে সুমতি ॥ যতক্ষণ গঙ্গাতীরে অবস্থান করে। পিতৃগণ রহে তুষ্ট তাবত অন্তরে ॥ দেবগণ তুষ্ট তারে রহে ততক্ষণ। করিবে তাবত ব্রহ্মচর্য্য আচ-রণ ॥ পরান্ন তাবত নাহি করিবে আহার। প্রতিগ্রহ পরনিন্দা না করিবে আর ॥ গঙ্গাতীরে থাকি যেই পরনিন্দা করে ॥ সর্ব্বময় বিষ্ণু রুষ্ট হন তার পরে ॥ গঙ্গাস্নান হেতু আসি কভু গৃহিজন। স্বর্ণ বস্ত্র তণ্ডুল না করিবে গ্রহণ ॥ যেই জন লোভবশে করয়ে গ্রহণ। গঙ্গাস্নান সিদ্ধ তার না হয় কখন ॥ গঙ্গার নিকটে থাকি সেই মূঢ়মতি। গঙ্গাস্নান নাহি করে করিয়া ভকতি ॥ সদাকাল পশু সম রহে সেই জন। মহাপাপী সেই জন শাস্ত্রের বচন ॥ যাহারা বসতি করে জাহ্নবীর তীরে। ত্রিসন্ধ্যা দেখিবে তারা জাহ্নবী দেবীরে ॥ গঙ্গাতীর ছাড়ি দূরে করিয়া গমন। অন্য জলে স্নান করে যেই মূঢ় জন ॥ ব্রহ্মহত্যা-পাপে লিপ্ত সেই জন হয়। শাস্ত্রের বচন ইহা কভু মিথ্যা নয় ॥ গঙ্গাতীরে যেই জন করে অবস্থান। নিত্য নিত্য গঙ্গাজলে যেই করে স্নান ॥ তাহার অর্চ্চনা যদি কভু কেহ করে। অশ্বমেধ ফল পায় সে জন সংসারে ॥ গঙ্গাহীন দেশে যেই করে অবস্থান। ভগ্ন গৃহে বাস তার জানিবে

---

* মন্ত্র যথা—স্মৃতাসি গঙ্গে দৃষ্টাসি স্পৃশামি ত্বাং মহেশ্বরি।
বিষ্ণুদেহদ্রবাকারে প্রসীদ জগদম্বিকে ॥

ধীমান ॥ গঙ্গার আশ্রয়ে নাহি রহে যেই জন। বিধি প্রবঞ্চিত সেই ওহে মহামুখ ॥ কিবা গ্রাম জানপদ পর্ব্বত আশ্রম। যার মধ্য দিয়া গঙ্গা করয়ে গমন ॥ পরম পবিত্র স্থান সে সব নিশ্চয়। সত্য সত্য কহিলাম ওহে মহোদয় ॥ দুর্ল্লভ মানুষ জন্ম করিয়া ধারণ। তড়িত সমান লভি চঞ্চল জীবন ॥ গঙ্গা আরাধনা করে সেই সাধুমতি। মহাবুদ্ধি সেই জন ওহে মহামতি ॥ দেবলোকে পূজনীয় সেই সাধুজন। মহাত্মা বলিয়া সেই বিখ্যাত ভুবন ॥ সূর্য্য সম তেজোময়ী জাহ্নবীরে হেরে। মহাপুণ্য লভে সেই সব নরবরে ॥ নাস্তিক যাহারা হয় অতি দুরমতি। পাপপূর্ণ নেত্র যার ওহে মহামতি ॥ মহাপাপী দুরমতি সেই সব জন। সাধারণ নদী সম করে দরশন ॥ গঙ্গাহীন দেশ ছাড়ি আসি গঙ্গাতীরে। ভক্তিভরে যেই জন নিবসতি করে ॥ মহাবুদ্ধি সেই জন নাহিক সংশয়। দেবের দুর্ল্লভ সেই মহাসাধু হয় ॥ গঙ্গাতীরে ত্যজে যার পৈতৃকী বসতি। শিবতুল্য সেই জন ওহে মহামতি ॥ গঙ্গাতীরে বাস হেতু কামনা করিয়। সানন্দে যে জন দান করয়ে তনয়া ॥ তার পূর্ব্ব পিতামহ আদি গণ। গয়াশ্রাদ্ধ সম পুণ্য ভুঞ্জে অনুক্ষণ ॥ গঙ্গাতীরে বাস হেতু করিয়া মনন। ভূমিদান করে সেই ওহে মহাত্মন ॥ চতুর্দ্দশ ইন্দ্র রহে যাবত সংসারে। স্বর্গরাজ্য ভুঞ্জে সেই সানন্দ অন্তরে ॥ অপরাধী যদি বাস করে গঙ্গাতীরে। বাক্যে কিম্বা দণ্ডে যেই তাড়য়ে তাহারে ॥ তাহারে বিমুখ হন যত দেবগণ। গঙ্গা দেবী সেই জনে করেন বর্জ্জন ॥ নরকে নিমগ্ন হয় সেই দুর্মতি। সন্দেহ নাহিক ইথে ওহে মহামতি ॥ গঙ্গাতীরস্থিত নরে করি দরশন সূর্য্যতুল্য মনে মনে যে করে চিন্তন ॥ বিমল নয়ন তার জানিবে ধীমান্ ॥ দেবগণে দেখা পায় সেই মতিমান ॥ গঙ্গাতীরে যেই জন করে অবস্থান। দেবগণপূজ্য সেই ওহে মতিমান ॥ মূঢ়মতি জন ভাবে মানুষের প্রায়। পরম অজ্ঞান তারা কহিনু তোমায় ॥ গঙ্গাতীরে যেই জন করয়ে নিবসতি। দেবতা সমান সেই ওহে মহামতি ॥ তার অপমান করে যেই মূঢ় জন। মঙ্গল না হয় তার জানিবে কখন ॥ কোটি কোটি লক্ষ লক্ষ পিশাচ নিকর। গঙ্গার উভয় তীরে রহে নিরন্তর ॥ শিবের আদেশে তারা করে অবস্থান। বায়ুরূপে রহে তার ওহে মতিমান্ ॥ যে হেতু তাহারা তথা করে নিবসতি। বর্ণন করিব তাহা শুন মহামতি ॥ যেই সব পাপীগণ জাহ্নবীর তীরে। বিষ্ঠা মূত্র শ্লেষ্মা আদি পরিত্যাগ করে ॥ তাহাদিগে পিশাচেরা ভোজন করায়। ঐ সব ঘৃণিত দ্রব্য কহিনু তোমায় ॥ গুরুসেবা-পরাঙ্মুখ যেই দুষ্টগণ। মিথ্যাবাদী বৃথা হিংসারত অনুক্ষণ ॥ বিশ্বাস-ঘাতক যারা ক্রূর অতিশয়। তাদের দুর্গতি বলি শুন পরিচয় ॥ পিশাচেরা তাহাদিগে শূন্যেতে লইয়ে। মৃত্যুকালে নাশ করে নিক্ষেপ করিয়ে ॥ এইরূপে দেহত্যাগ করি পাপীজন। দুর্গতি লভয়ে কত কে করে বর্ণন ॥ বায়ুরূপী পিশাচেরা জীবন লইয়ে। অন্যের অজ্ঞাতে

লোচন। ব্রহ্মহত্যা মহাপাপে মজে সেই জন॥ পিতৃকুল তার যত আছে স্বর্গপুরে। তদন্ত সলিল নাহি আকিঞ্চন করে॥ চক্রকুণ্ড নামে আছে নরক দুর্ব্বার। তাহাতে পড়িয়া কষ্ট পায় দুরাচার॥ অযুত বরষ তথা করিয়া যাপন। দরিদ্রের ঘরে আসি ধরয়ে জনম॥ সাতবার এইরূপ শরীর ধরিয়া। দারুণ যাতনা পায় ধরাধামে গিয়া॥ বিপ্রকরে ধনদান করি যেই জন। পুনরায় লোভবশে করয়ে হরণ॥ মসীকুণ্ড নরকেতে সেই জন যায়। অযুত বরষ তথা মহাকষ্ট পায়॥ সাত জন্ম কৃকলাস হয় সেই জন। অবশেষে নর দেহ করয়ে ধারণ॥ দরিদ্র হইয়া সেই নানা কষ্ট পায়। যাতনা নেহারি তার বক্ষ ফাটি যায়॥ পরনারী প্রতি যেই লোভপরায়ণ। সেই জন মহাপাপী নারকী দুর্জ্জন॥ অথবা যে জন বলে করে বলাৎকার। মহাপাপী বলি সেই ধরায় প্রচার॥ শুক্রকুণ্ড নরকেতে পড়ে সেই জন। শতবর্ষ থাকি তথা করয়ে যাপন॥ ইষ্টদেব প্রতি কিম্বা কোন বিপ্রজনে। পদের আঘাত করে যেই রুষ্টমনে॥ রক্তকুণ্ড নরকেতে সেই জন যায়। তাহার যাতনা দেখি বুক ফেটে যায়॥ সাতবার ধরাধামে ব্যাধের আগারে। সে জন লভয়ে জন্ম কহিনু তোমারে॥ হরিগুণ গান শুনি যেই পাপমতি। উপহাস করে তাহে [illegible] মানে অতি॥ অ[illegible]কুণ্ড নরকেতে সেই জন যায়। শতবর্ষ থাকি তথা [illegible] পায়॥ অবশেষে ধরাধামে চাণ্ডাল-আগারে। তিনবার ধরে জন্ম কহিনু তোমারে॥ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবগণে করিলে নিধন। দংশকুণ্ড নরকেতে পায় সেই জন॥ অনশনে রাখি তথা যমের কিঙ্কর। হস্ত পদ বান্ধি দেয় কষ্ট বহুতর॥ মধুলোভে মধুচক্র যদি ভগ্ন করে। গরলকুণ্ডেতে তবে সেই জন পড়ে। তথায় গরল মাত্র করিয়ে ভোজন। কত কষ্ট পায় পাপী কে করে বর্ণন। বিপ্রদেহে দণ্ডাঘাত যেই জন করে। বজ্রদংষ্ট্র নরকেতে সেই জন পড়ে॥ বজ্রাঘাত করে তারে যমের কিঙ্কর। তাহার যাতনা হেরি বিদরে অন্তর। অর্থলোভে প্রজাগণে যেই নরপতি। বিনা দোষে শাস্তি দেয় ওহে মহামতি॥ বৃশ্চিককুণ্ডেতে পড়ে সেই দুষ্ট জন। মহাদুঃখ পায় সেই কে করে বর্ণন॥ ধর্ম্মকর্ম্ম বিসর্জ্জিয়া যেই বিপ্র জন। শস্ত্র করে অশ্বোপরি করি আরোহণ॥ ক্ষত্রিয় আচার করে সানন্দ অন্তরে। বসাকুণ্ডে সেই জন অবস্থিতি করে॥ তাহার কেশেতে ধরি যমদূতগণ। নানামত দেয় শাস্তি ওহে তপোধন॥ অন্যায় করিয়া যেবা কোন জনে ধরি। আবদ্ধ করিয়া রাখে কারাগৃহে পূরি॥ গোলকুণ্ড নরকেতে যায় সেই জন। বন্দিদশা হয়ে তথা রহে অনুক্ষণ॥ যমের কিঙ্কর আসি করিয়া তাড়না। দণ্ডাঘাতে দেয় কত দারুণ যাতনা॥ আত্মীয়জনেরে হিংসা করে যেই জন। আত্মীয়ে হেরিয়া সদা ফিরায় বদন॥ গাত্রমলকুণ্ড নামে নরক দুর্ব্বার। তাহাতে পড়িয়া কষ্ট পায় দুরাচার॥ অযুত বরষ তথা যাতনা পাইয়া। গাধারূপে ধরে জন্ম ধরাধামে গিয়া॥ অবশেষে

সাত জন্ম শৃগাল জঠরে। তবে ত পাপের নাশ কহিনু তোমারে॥ বাপের দেখিয়া হাস্য করে যেই জন। কর্ণমলকুণ্ডে হয় তাহার পতন॥ নরক-যাতনা পেয়ে সহস্র বৎসর। বধির হইয়া জন্মে দরিদ্রের ঘর॥ সপ্তজন্ম এইরূপে জন্মে দুরাচার। শাস্ত্রের বিধান ইহা ওহে গুণাধার॥ লোভবশে রোষবশে যেই দুরজন। জীবের জীবন ধন করে বিনাশন॥ মহাপাপী সেই জন অবনী-ভিতরে। লক্ষবর্ষ মজ্জাকুণ্ডে নিবসতি করে॥ শশক হইয়া ভূমে জন্মে সাত বার। মীনরূপী সপ্ত জন্ম হবে পুনর্ব্বার॥ আপন কন্যাক ধনে যেই দুরজন। বাল্যাবধি রক্ষা করে করিয়া যতন। অবশেষে অর্থলোভী হইয়া অন্তরে। মনোমত ধন লয়ে তারে বিক্রী করে॥ মাংসকুণ্ড নরকেতে পড়ি সেই জন। কত যে যাতনা পায় কে করে বর্ণন॥ যত রোম ধরে দেহে সেই দুরাচার। তত বর্ষ কুণ্ড ভোগ হইবে তাহার॥ যমদূত সব তারে করয়ে পীড়ন। বিষ্ঠাশনিরূপে কুণ্ডে রহে অনুক্ষণ॥ বাইট হাজার বর্ষ নরকে থাকিয়া। ব্যাধের আলয়ে জন্মে ধরাতলে গিয়া॥ সাত জন্ম ব্যাধরূপে যাতায়াত করি। সাতবার জন্মে শেষে ভেকরূপ ধরি॥ অবশেষে তিন জন্ম শূকর হইয়া। বোবা হয়ে জন্মে পরে ধরাধামে গিয়া॥ সাত জন্ম বোবা হয়ে থাকে সেই জন। তবে ত পাপের ক্ষয় শুন হে বচন॥ পরনারী বলাৎকারি কুচ মনোহর। নেহারি যে জন হয় কামেতে কাতর॥ কামকুণ্ড নরকেতে পড়ে সেই জন। বায়সে দংশন করে তাহার নয়ন॥ আত্মকৃত কর্মফল ভুঞ্জি দুরাচার। যাতনা পাইয়া সদা করে হাহাকার॥ যেই জন লোভবশে স্বর্ণ চুরি করে। কফকুণ্ড নরকেতে সেই জন পড়ে॥ তাহার শরীরে রহে যত রোমচয়। বিষ্ঠাভোগী হয়ে তথা তত বর্ষ রয়॥ দরিদ্র হইয়া শেষে জন্মে সাতবার। অবশেষে ধরে দেহ হয়ে স্বর্ণকার॥ তাম্র লৌহ আদি ধাতু করিলে হরণ। বাজকুণ্ড নরকেতে পড়ে সেই জন॥ বাজের পুরীষ সদা করিবে ভোজন। বাজেতে উপাড়ি লবে তাহার লোচন॥ দেব কিম্বা দেবদ্রব্য করিলে হরণ। কফকুণ্ড নরকেতে পড়ে সেই জন॥ কদাচারে সদা তথা করে অবস্থিতি। রোমসংখ্য বর্ষ তথা করয়ে বসতি॥ গৈরিক বসন কিম্বা রজত ভূষণ। লোভবশে চুরি করে যেই দুরজন॥ পাষাণকুণ্ডেতে যায় সেই দুরাচার। ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে ভূমে জন্মে পুনর্ব্বার॥ বেশ্যার ওদন করে যে জন ভোজন। লালাকুণ্ড নরকেতে পড়ে সেই জন॥ কাংস্যপাত্র চুরি করে যেই দুরাচার। রোমসংখ্য বর্ষ ভোগ শিলাকুণ্ডে তার॥ অবশেষে অন্ধ হয়ে জন্মে ধরাতলে। যাতনা সতত দেয় যমের কিঙ্করে॥ বিপ্র হয়ে ম্লেচ্ছধর্ম্মী হয় যেই জন। অসিকুণ্ড নরকেতে তাহার পতন॥ যমদূত দেয় কষ্ট তারে অনিবার। রোমসংখ্য বর্ষ তথা থাকে দুরাচার॥ তিনবার জন্মে পরে পশুরূপী হয়ে। কৃষ্ণসর্প হয়ে জন্মে কাননে পশিয়ে॥ অবশেষে তালবৃক্ষ হয় তিনবার। তার পর পাপক্ষয় ওহে গুণাধার॥ ধান্য

আদি শস্য চুরি করে যেই জন। তাম্বুল সরিষা আদি করয়ে হরণ॥ তাহার শরীরে থাকে যত রোমচয়। চূর্ণকুণ্ড নরকেতে তত বর্ষ রয়॥ পরদ্রব্য লয় যেই বঞ্চনা করিয়া। চক্রকুণ্ডে পড়ি পায় দারুণ যাতনা॥ হাজার বরষ তথা করিয়া যাপন। কলুর গৃহেতে পরে ধরয়ে জনম॥ তিনবার কলুজন্ম ধরে পাপীবর। ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পায় যাতনা বিস্তর॥ বংশহীন হয় শেষে সেই পাপমতি। অন্তকালে কর্ম্মবশে দারুণ দুর্গতি॥ আত্মীয়-বান্ধবগণে করি দরশন। বদন ফিরায় যেই দুষ্ট অভাজন॥ তাহার দুর্গতি হয় চক্রকুণ্ডে পড়ে। একযুগ রহে তথা বিষণ্ণ অন্তরে॥ বিকলাঙ্গ হয়ে শেষে জন্মে সাত বার। সপ্তজন্মে বংশহীন হয় দুরাচার॥ বিপ্রজনে দ্বেষ করে যেই অভাজন। অথবা পরের নিন্দা করে যেই জন॥ সূচিমুখ নরকেতে হয় তার গতি। তিন যুগ পায় কষ্ট করিয়া বসতি॥ অবশেষে সাত জন্ম ভুজঙ্গম হয়। ভস্মকীট হয়ে পরে সপ্ত জন্ম রয়॥ বৃশ্চিকরূপেতে শেষে ধরিয়া জনম। দারুণ যাতনা পায় সেই দুরজন॥ অভিমানে মত্ত হয়ে পরের আগারে। প্রবেশিয়া গৃহ-ভঙ্গ যেই জন করে॥ ছাগরূপে মেষরূপে ধরয়ে জনম। কত কষ্ট পায় তাহা কে করে বর্ণন॥ মৃত্যুকালে যমদূতে প্রপীড়িত করে। দারুণ যাতনা পেয়ে কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥ তিন যুগ বহু কষ্ট পেয়ে নিরন্তর। ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে জন্মে অবনীভিতর॥ সাত জন্ম গোপগৃহে জনম লভিয়া। দারুণ যাতনা পায় ব্যাধিতে ডুবিয়া॥ অবশেষে দারাপুত্র বন্ধু আদি জন। বিহীন হইয়া কষ্ট পায় অনুক্ষণ॥ লঘুদ্রব্য চুরি করে যেই পাপাচার। বজ্রমুখ নরকেতে বসতি তাহার॥ একযুগ দুঃখভোগ করিয়া তথায়। মানবরূপেতে পুনঃ যাইবে ধরায়॥ অশ্ব চুরি হস্তী চুরি করে যেই জন। গজদংষ্ট্র নরকেতে তাহার পতন॥ যমদূত গজদন্তে করয়ে প্রহার। শতবর্ষ তথা থাকি করে হাহাকার॥ তিন জন্ম হবে শেষে গজরূপ ধরি। ম্লেচ্ছরূপে তিন বার যাবে নরপুরী॥ অর্থ কাতর হয়ে যদি কোন নর। জলাশয়ে জল হেতু যায় দ্রুততর॥ বৃশ্চিকর ব্যাঘাত করে যেই দুরাচার। গোমুখ নরকে হবে গমন তাহার॥ মন্বন্তর কাল তথা করিয়া বসতি। দারুণ যাতনা পাবে সেই মূঢ়মতি॥ অবশেষে ধরাতলে করিয়া গমন। দরিদ্র-আগারে পুনঃ ধরিবে জনম॥ রোগী হয়ে চিরদুঃখ লভিবে তথায়। হেরিয়া তাহার দুঃখ বুক ফেটে যায়॥ বিষ্ণুর শয়ন-কালে যেই দুরাচার। কচ্ছপের মাংস সুখে করয়ে আহার॥ কূর্ম্মকুণ্ড নরকেতে যায় সেই জন। অযুত বরষ তথা করয়ে যাপন॥ কচ্ছপ হইয়া শেষে জন্মে সাতবার। কত যে যাতনা পায় কি কহিব আর॥ ঘৃত চুরি মীন চুরি করে যেই জন। ভস্মকুণ্ড নরকেতে তাহার গমন॥ সহস্র বরষ তথা করি অব-স্থিতি। মূষারূপে সপ্ত জন্ম আসিবেক ক্ষিতি॥ তবে ত পাপের ক্ষয় হইবে তাহার। কহিলাম সার কথা নিকটে তোমার॥ সুগন্ধী হরণ করে যেই দুর-

জন। দগ্ধকুণ্ড নরকেতে তাহার পতন। দারুণ যাতনা পায় নরক ভিতরে। যমদূত অগ্নি দিয়া পুড়াইয়া মারে॥ যেই জন হিংসা করি কিম্বা বল করি। অপরের ভূমি কিম্বা বাটী লয় হরি॥ তাহার পাপের কথা না যায় বর্ণনা। তপ্ত-তৈলকুণ্ডে পড়ি সে পায় যাতনা॥ তৈলেতে তাহার দেহ ভাজা ভাজা হয়। অনশনে থাকি তথা কত কষ্ট সয়॥ মন্বন্তর কাল তথা করয়ে যাপন। যমদূতগণ করে সতত তাড়ন॥ অবশেষে অসিপত্র নরকেতে ফেলে। চৌদ্দ ইন্দ্র-পাত কাল রহে সেই স্থলে॥ কোপবশে বিপ্রহত্যা করে যেই জন। অসিপত্র নরকেতে তাহার পতন॥ সতত পীড়ন করে যমের কিঙ্কর। আর্ত্তনাদ করে কত অতি ঘোরতর॥ মন্বন্তর কাল তথা করিয়া যাপন। শূকর রূপেতে ভূমে ধরয়ে জনম॥ পরের গৃহেতে যেবা অগ্নি করে দান। ক্ষুরধার কুণ্ডে হয় তার অবস্থান। অযুত বরষ পরে প্রেতরূপ ধরি। অশেষ যাতনা পায় মূত্রাহার করি॥ সাত জন্ম এইরূপে করি অবস্থান। মানব আকারে ভূমে করয়ে প্রয়াণ॥ শূল-রোগে অভিভূত হয় সেই জন। সাত জন্ম এইরূপে করয়ে যাপন॥ অবশেষে সাত জন্ম কুষ্ঠরোগী হয়। অশেষ যাতনা পেয়ে বিদরে হৃদয়॥ তবে ত পাপের ক্ষয় হইবে তাহার। কহিলাম সার কথা শাস্ত্রের বিচার॥ গরুহত্যা ব্রহ্ম-হত্যা করে যেই জন। অগম্যা নারীর সঙ্গ করে যেইজন॥ যেই বিপ্র তিন সন্ধ্যা সন্ধ্যা নাহি করে। পরদান লয় যেই গিয়া তীর্থপুরে॥ শূদ্রের আলয়ে যেই করয়ে রন্ধন। শূদ্রের পতি হয়ে করয়ে রমণ॥ ভিক্ষুকেরে হিংসা করে যেই দুর্জ্জন। ব্রহ্মহত্যা মহাপাপ করে অনুক্ষণ॥ ঘোর পাপে লিপ্ত হয় সেই দুরাচার। যমদূত নানামতে করয়ে প্রহার॥ কখন কণ্টকে ফেলে কভু ফেলে জলে। পাষাণে নিক্ষেপ করে কভু তপ্ত তৈলে॥ অগ্নিতে পুড়ায়ে মারে তাহারে কখন। তপ্ত লৌহে পড়ি কষ্ট পায় সেই জন॥ লক্ষ বর্ষ এইরূপে রহি দুরাচার। শকুনি হইয়া জন্মে একশতবার। ধরিবেক সপ্তবার শূকর জনম। সাতবার হবে পরে কাল-ভুজঙ্গম॥ অবশেষে বিষ্ঠাকুণ্ডে পড়ি দুরাচার। ষাইট হাজার বর্ষ করে হাহাকার॥ তার পর কুষ্ঠরোগী হয়ে ধরাতলে। জনম ধরিবে পুনঃ দরিদ্রের ঘরে॥ তাহার বংশের যত সন্তান সন্ততি। যক্ষ্মারোগী হয়ে ধ্বংস পাপে দ্রুতগতি॥ জনেক তাহার বংশে নাহি রবে আর। অকালে প্রাণের পত্নী হইবে সংহার॥ পাপের যাতনা বল কে বর্ণিতে পারে। দারুণ যাতনা পায় নরকেতে পড়ে॥ স্থানে স্থানে পাপীগণে যত কাকগণ। মনের হরিষে ছিঁড়ি করিছে ভোজন॥ মশক-দংশনে পাপীগণ স্থানে স্থানে। অশেষ যাতনা পেয়ে কান্দে প্রাণপণে॥ মলমূত্র-হ্রদে কেহ থাকি অনিবার। উদ্ধার আশয়ে যত্নে দিতেছে সাঁতার॥ কেহ কেহ মলকুণ্ডে হয়ে নিমগন। পুঞ্জ পুঞ্জ কৃমিকীট করিছে ভোজন॥ কেহ কেহ অতি তপ্ত বালুকায় পড়ি। যাতনা পাইয়া তাহে যায় গড়াগড়ি॥ সন্তাপে তাপিত তার হয় কলেবর। বহ্নি

তুলিয়া ডাকে কোথা গো ঈশ্বর ॥ তবু পরিত্রাণ নাহি পায় পাপীজন। করমের ফল বল কে করে খণ্ডন ॥ স্থানে স্থানে কত পাপী শোণিতের কূপে। মগ্ন হয়ে জগদীশে ডাকিছে সন্তাপে ॥ প্রবল আতপতাপে কোন কোন জন। দগ্ধীভূত হয়ে সদা করিছে রোদন ॥ পড়িতেছে শিলারাশি কাহার উপর। কাহারো মস্তকে পড়ে খড়্গ বহুতর ॥ কাহারো উপরে হয় অনল বর্ষণ। কণ্টকের মাঝে কেহ হতেছে পতন ॥

শুক বলে শুন শুন ওহে তপোধন। এইরূপে শাস্তি পায় যমের ভবন ॥ পথেতে দারুণ কষ্ট ইহা হতে হয়। শুনিলে সে সব কথা শিহরে হৃদয় ॥ পথের বিস্তৃতি হয় লক্ষেক যোজন। দুর্গম ভীষণ পথ ওহে মহাত্মন ॥ দেহত্যাগ করে যবে পাপী দুষ্টজন। ভীষণ প্রেতের মূর্ত্তি করয়ে ধারণ ॥ অবশেষে যমদূত লোহিত লোচনে। ধরিয়া লইয়া যায় যমের ভবনে ॥ দারুণ যাতনা পথে পায় পাপীজন। অনন্ত অক্ষম তাহা করিতে বর্ণন ॥ তৃষ্ণাবশে কণ্ঠ শুষ্ক তাহাদের হয়। থর থর ঘন ঘন কম্পয়ে হৃদয় ॥ যমের কিঙ্কর যারা ভীষণ-আকার ॥ পাপীগণে পথিমাঝে করয়ে প্রহার ॥ অশেষ যাতনা তাহে সহিতে না পেরে। ভীষণ চীৎকার করি কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥ তাদের বিলাপধ্বনি করিলে শ্রবণ। বজ্র সম বাজে কর্ণে অতি বিভীষণ ॥ যমদূত দয়াদৃষ্টি না করে কখন। কণ্টকভিতর দিয়া করে আকর্ষণ ॥ লোহিত নয়নে করে মুষল প্রহার। পলায়নহেতু চেষ্টা করে দুরাচার ॥ পলাবারে নাহি পারি কান্দে উভরায়। ঘন ঘন মারে দূত কি কব তোমায় ॥ দুর্গম ভীষণ পথ কি করি বর্ণন। চিন্তিলে কম্পিত হয় দেহ আর মন ॥ ভীষণ দুর্গম পথ অতি ঘোরতর। কোথা বালী কোথা ধূলি কোথাও অনল ॥ কর্দ্দমে মগন কোথা কোথা অগ্নি জ্বলে। তীক্ষ্ণধার পাষাণাদি পড়ে পদতলে ॥ স্থানে স্থানে মেঘগণ মুষলের ধারে। বর্ষণ করিছে সদা পাপাত্মা উপরে ॥ মাঝে মাঝে শোভিতেছে তরবারি বন। হেরিয়া ভয়েতে কাঁপে পাপীর জীবন ॥ কর্দ্দম বর্ষণ হয় কভু স্থানে স্থানে। জ্বলন্ত অনল-শিখা বর্ষে কোন খানে ॥ লৌহসূচি স্থানে স্থানে আছয়ে প্রোথিত। পাপীগণে বিঁধি তাহা করে প্রপীড়িত ॥ কণ্টকের বৃক্ষ কত অতি বিভীষণ। ঘোর অন্ধকার কোথা হয় দরশন ॥ মড় মড় শব্দে যত মহীরুহগণ। পাপীর উপরে সদা হতেছে পতন ॥ যমদূত মাঝে মাঝে ভীষণ-আকার। পাপীর উপরে করে মুষল প্রহার ॥ দিশাহারা হয়ে পাপী চারিদিকে চায়। চারিদিক শূন্য দেখে না হেরে উপায় ॥ স্থানে স্থানে মহাবল মত্তহস্তীগণ। ঘন ঘন পথিমাঝে করিছে ভ্রমণ ॥ তাদের চরণতলে পড়ি পাপীচয়। দলিত হইয়া কান্দে কাতর-হৃদয় ॥ রক্ষ রক্ষ ঈশ বলি করে আর্ত্তনাদ। যমদূত তাহে নাহি করে কর্ণপাত ॥ পাপীগণে গলে বান্ধি টানি লয়ে যায়। মহাকষ্ট পেয়ে পাপী কান্দে উভরায় ॥ কোথাও পৃষ্ঠেতে ফুটে কণ্টক ভীষণ। দুই চক্ষে

বারিধারা পড়ে ঘন ঘন ॥ ধূলি-জাল পশে কোথা বদন-বিবরে। অশেষ যাতনা তাহে কি কব তোমারে ॥ পদতলে শূল বিদ্ধ হয় ঘন ঘন ॥ রক্তধারা বহে তাহে অতি বিভীষণ ॥ শিলাবৃষ্টি কভু হয় পাপীর উপরে। নিরন্তর পড়ে যেন মুষলের ধারে ॥ এইরূপে কত কষ্ট পাপীগণ পায়। বিশেষ বিবরি আর কি কব তোমায় ॥ কিন্তু এক কথা বলি শুন তপোধন। এসব পাপেতে পাপী যেই দুরজন ॥ ভাগ্যবশে যদি মরে জাহ্নবী-সলিলে। অবহেলে তরে সেই ভব-পারাবারে ॥ তাহার উপরে নাহি যম-অধিকার। অনায়াসে যায় সেই বৈকুণ্ঠ আগার ॥ গঙ্গার সমান তীর্থ নাহি কোন স্থানে। কহিনু নিগূঢ় তত্ত্ব তোমার সদনে ॥ গঙ্গাতে মরিলে তাহে যেই ফল হয়। বলিব সে সব কথা শুন মহাশয় ॥ পুরাণের সার বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ। যেই জন শুনে সেই লভে নির্ব্বাণ ॥ ভকতি জনমে ইথে মুক্তি করতলে। ভবসিন্ধু তরে সেই অতি কুতূহলে ॥

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

গঙ্গামরণ ফল ও তৎপ্রসঙ্গে কাককর্ণ রাজার উপাখ্যান।

ঋষিরুবাচ। যো জন্মকোটিনিষ্পাপঃ স গঙ্গামরণো ভবেৎ।
প্রবাহমবধিং কৃত্বা যাবদ্ধস্তচতুষ্টয়ং।
অত্র চেন্ম্রিয়তে দেহী ন দেহং পুনরাব্রজেৎ ॥

শুক বলে শুন শুন ওহে মহামতি। বর্ণন করিব পরে অপূর্ব্ব ভারতী ॥ কোটি জন্ম পাপহীন হয় যেই জন। নিশ্চয় তাহার হয় গঙ্গায় মরণ ॥ প্রবাহ অবধি করি হস্ত চতুষ্টয়। ইহার মাঝেতে মরে যেই জীবচয় ॥ পুনঃ তারা নাহি আসে ভব-কারাগারে। আর নাহি হয় কভু দেহ ধরিবারে ॥ গঙ্গানীরে দেহ-ত্যাগ যেই জন্মে হয়। সেই জন্মকৃত পাপ কভু নাহি রয় ॥ কোটি-জন্মার্জ্জিত পুণ্য লভে সেই জন। শাস্ত্রের বচন ইহা বেদের বচন ॥ শত শত অপকার্য্য করি যেই নর। গঙ্গার সলিলে ত্যজে নিজ কলেবর ॥ যাবত পাতক তার হয় বিনাশন। পুণ্য বৃদ্ধি হয় তার শাস্ত্রের বচন ॥ সেই পুণ্য দেহীগণ করিয়া আশ্রয়। উর্দ্ধলোকে যায় চলি নাহিক সংশয় ॥ পশু পক্ষী কীট আদি কিম্বা কোন নর। জ্ঞানে বা অজ্ঞানে ত্যজে নিজ কলেবর ॥ গঙ্গাতে যদ্যপি হয় তাহার মরণ। বিষ্ণুপদ পায় সেই ওহে মহাত্মন্ ॥ জৈমিনি এতেক শুনি কহেন

তখন। শুন শুন ওহে প্রভু আমার বচন ॥ মিথ্যাবাদী দুষ্ট যারা অতি দুর্মতি। তাহারা শূন্যেতে মরে ওহে মহামতি ॥ পিশাচেরা তাহাদিগে তুলিয়া শূন্যেতে। নিক্ষেপ করিয়া মারে বলেছ পূর্ব্বেতে ॥ কিরূপে মুকতি পায় সেই সব জন। বিস্তারিয়া সব কথা করহ বর্ণন ॥ তির্য্যগ্‌যোনি-জাত যারা ওহে মহাশয়। গঙ্গামৃত্যু তাঁহাদের কিবা রূপে হয় ॥ ব্রহ্মহত্যা আদি পাপ করে যেই জন। তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত করহ বর্ণন ॥ এই সব জানিবারে আছয়ে সংশয়। কৃপা করি বল তাহা ওহে মহোদয় ॥ মহাযোগী ভবাদৃশ যেই সব জন। অতীন্দ্রিয় অতি সূক্ষ্ম করেন দর্শন ॥ জৈমিনির বাক্য শুনি শুক মহামতি। কহিলেন শুন বলি অপূর্ব্ব ভারতী ॥ মিথ্যাবাদী দুষ্ট যারা ওহে তপোধন। গুরু-সেবা-পরাঙ্মুখ যেই সব জন ॥ বৃথা-হিংসারত ক্রূর বিশ্বাসঘাতকী। এই সব পাপে যারা অতীব পাতকী ॥ তাহাদের ভাগ্যে নাহি গঙ্গা দরশন। পাপ প্রতিদ্বন্দ্বী হয় ওহে তপোধন ॥ সেই পাপফলে তারা শূন্যের উপরে। প্রাণ বিসর্জ্জন করে কহিনু তোমারে ॥ পাপবশে পুনঃ তারা সংসারেতে যায়। কর্ম্মফল ভুঞ্জে তথা কহিনু তোমায় ॥ অবশেষে ভাগ্যবশে করমের ফলে। যখন জীবন ত্যজে জাহ্নবী-সলিলে ॥ সেই কালে মুক্তি লভে নাহিক সংশয়। কহিনু তোমার পাশে ওহে মহোদয় ॥ তির্য্যক্‌জাতি ভাগ্যবশে গঙ্গাতে মরিলে। সুরপুরে যায় তারা মন-কুতূহলে ॥ পিশাচেরা তাহাদিগে না ফেলে কখন। স্বর্গভোগ করে তারা ওহে মহাত্মন্ ॥ স্বর্গভোগ অন্তে তারা পুনশ্চ জনমে। অবশেষে মুক্তি পায় কহি তব স্থানে ॥ ব্রহ্মহত্যা গরুহত্যা নারীহত্যা আদি। অজ্ঞানেতে যারা করে ওহে মহামতি ॥ সত্যবাক্য বলে তারা যদি নিরন্তর। অন্তরের স্বাস্থ্য যদি থাকে মুনিবর ॥ তা হলে তাদের পাপ হয় বিনাশন। নিশ্চয় তাহারা লভে গঙ্গায় মরণ ॥ এবে কি শুনিতে বাঞ্ছা কহ মহামতি। সংশয় ছেদিব তব কহিনু ভারতী ॥ এতেক বচন শুনি জৈমিনি তখন। পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করে ওহে ভগবন্ ॥ কোন্ জন কিবা রূপে মরেছে গঙ্গায়। বিস্তারিয়া সেই সব বলহ আমায় ॥ সেই সব শুনিবারে কুতূহলী মন। কৃপা করি বল মোরে ওহে ভগবন্ ॥

এতেক বচন শুনি শুক মহামতি। কহিলেন শুন বলি অপূর্ব্ব ভারতী ॥ সগরের পুত্রগণ কপিলের শাপে। পাতালেতে ভস্মীভূত হয় যেইরূপে ॥ গঙ্গাজল স্পর্শে তারা ওহে মহামতি। অবশেষে লভে সবে অনুত্তম গতি ॥ পূর্ব্বেতে সে সব আমি করেছি বর্ণন। অন্য উপাখ্যান কহি করহ শ্রবণ ॥ কীকট নামেতে দেশ জানে সর্ব্বজন। কাককর্ণ নামে তথা আছিল রাজন ॥ প্রজাদের হিত চেষ্টা করে নিরন্তর। ব্রহ্মদ্বেষী কিন্তু রাজা ওহে মুনিবর ॥ ধর্ম্মকথা কোন স্থানে করিলে শ্রবণ। বজ্র সম তাহে বোধ করিত রাজন ॥ রজোগুণে তমোগুণে সেই নরপতি। সতত বিমুগ্ধ ছিল ওহে মহামতি ॥ সেই

দেশে গয়া নামে আছিল নগর। অতি পুণ্য সেই স্থান জানে সর্ব্ব নর॥ ফল্গুনী নামেতে নদী আছিল তথায়। পিতৃগণ পরিত্রাণ লভয়ে যাহায়॥ গয়াতে বিমুখ ছিল সেই নরপতি। কোন প্রজা নাহি যেত ওহে মহামতি॥ একদা বণিক এক ধর্ম্ম-পরায়ণ। রাজার নিকটে আসি দিল দরশন॥ নিত্য গঙ্গাস্নানে রত সেই সাধুবর। গঙ্গা-ভক্তি-সমন্বিত তাহার অন্তর॥ রাজার নিকটে আসি সেই সাধুজন। অমূল্য রতন সব করিল অর্পণ॥ রাজার সহিত হৈল তাহার প্রণয়। মনঃসুখে বণিগ্বর সেই স্থানে রয়॥ এইরূপে এককর্ম্ম অতীত হইল। মহা দাহজ্বর আসি রাজারে ঘেরিল॥ মৃত্যুকাল আসি ক্রমে হৈল উপস্থিত। চিন্তায় চিন্তায় রাজা হৈল ব্যাকুলিত॥ বণিকের প্রতি রাজা করি দরশন। ভবিষ্যৎ বিচ্ছেদ স্মরি করিল রোদন॥ রাজা বলে শুন সখে ওহে মহাভাগ। অচিরে করিব আমি প্রাণ পরিত্যাগ॥ শিশু পুত্র রাজ্য আর এই ধন জন। সকলি তোমার করে করিনু অর্পণ॥ রক্ষণ করিবে তুমি সবে নিরন্তর। বিশ্বাসী বান্ধব তুমি ওহে সুহৃদ্বর॥ রাজার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। বণিক মধুর ভাষে কহেন তখন॥ সবারে মরিতে হবে ওহে মহামতি। কালের করাল হাতে নাহি অব্যাহতি॥ কিবা সুখ কিবা দুঃখ যাহা কিছু হয়। ঈশ্বর সবার কর্ত্তা ওহে মহাশয়॥ সুখ-দুঃখ-কর্ত্তা নহে অন্য কোন জন। আত্মা হেতু শোক নাহি করিও রাজন॥ আত্মকৃত কর্ম্মফল ভুঞ্জিবারে হয়। অন্য উপার্জ্জিত ফল কেহ নাহি লয়॥ দেহও আত্মার নহে জানিছ যখন। পুত্র বন্ধু লাগি তবে কিসের চিন্তন॥ সংসারে এসেছ একা একাকী যাইবে। পুত্র বন্ধু ধন জন কোথা পড়ি রবে॥ আমার বচন এবে করহ শ্রবণ। গঙ্গা হরি শিবে হৃদে করহ স্মরণ॥ শরীরবন্ধন হতে লভিবে মুকতি। নিশ্চয় হইবে তব পরমা সুগতি॥ সেই ধর্ম্মে পুত্র তব লভিবে কল্যাণ। কহিনু তোমার পাশে ওহে মতিমান॥

এতেক বচন শুনি কীকট-রাজন। কহিলেন শুন সখে আমার বচন॥ হেন বাক্য মুখে কভু নাহি বল আর। বন্ধুর উচিত নহে ওহে গুণাধার॥ বিপদে না বল কভু এ হেন বচন। শিশু পুত্রে আন সখে আমার সদন॥ তাহারে অর্পিব সখে করেতে তোমার। পালন করিবে তারে বচনে আমার॥ যাহে অন্য রাজগণ করি আক্রমণ। সক্ষম নাহিক হয় করিতে পীড়ন॥ তাহার উপায় তুমি করিবে সদাই। তোমার নিকটে আমি এই ভিক্ষা চাই॥ স্মরিতে বলিলে গঙ্গা হরি শূলপাণি। হেন বাক্য কভু নাহি জনমেতে শুনি॥ রাজার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। বণিক সুমিষ্ট-ভাষে কহেন তখন॥ কেন চিন্তা শোক কর ওহে নরপতি। রাজ্য পুত্র পাল তুমি জীব নিরবধি॥ আমিও হয়েছি বৃদ্ধ শুনহ রাজন। কবে আসি গ্রাসিবেক দুরন্ত শমন॥ কিরূপে পুত্রেরে তব করিব পালন। দীর্ঘজীবী হও তুমি এই আকিঞ্চন॥ বন্ধুর বচন

শুনি কহে নরপতি। শুন শুন মম বাক্য ওহে মহামতি॥ মহাভীম দুই জন করি দরশন। আমার সম্মুখে আছে দাঁড়ায়ে এখন॥ বলেতে আমারে দেখ বন্ধন করিয়ে। উদ্যত হয়েছে দোঁহে যাইতে চলিয়ে॥ যাইতে বাসনা মম নাহিক কখন। তথাপি থাকিতে নাহি হতেছি সক্ষম॥ এইরূপে মৃত্যুকালে কীকট রাজন। বিহ্বল হইয়া করে বিস্তর রোদন॥ বিলুপ্ত হইয়া গেল ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান। বহুকষ্টে তেয়াগিল আপন পরাণ॥ যমদূত দোঁহে ধরি সবলে তাহায়। বান্ধিয়া যমের পুরে লইয়া পলায়॥ হেনকালে শুন ঋষে আশ্চর্য্য ঘটন। অকস্মাৎ দূত এক করে আগমন॥ ধন ধন যমদূতে নিবারণ করে। "নাহি লহ নাহি লহ কীকট-রাজারে॥" সেই দূত এইরূপ কহিতে লাগিল। রূপের ছটায় তার দিক প্রকাশিল॥ পরম তেজস্বী সেই সুশুক্ল বরণ। চতুর্ভুজ ত্রিনয়ন অতি বিমোহন॥ শোভিতেছে জটাজূট মস্তক উপরে। মুকুট শোভিছে কিবা জনমন হরে॥ কটিতটে শোভে পীত কৌশেয় বসন। নূপুরে শোভিছে কিবা যুগল চরণ॥ শূল পক্ষ অক্ষ আর চতুর্থ অভয়। এই চারি চারি ভুজে শোভে মহাশয়॥ শিবের কিঙ্কর গঙ্গাভৈরব আখ্যান। জীবের বিপদ হতে করে পরিত্রাণ॥ মৃদু মৃদু হাস্য শোভে কমলবদনে। যমদূতে সম্বোধিয়া কহে সেইক্ষণে॥ কোথা যাও কোথা যাও ওহে দূতগণ। তিষ্ঠ তিষ্ঠ কেবা বল হও দুই জন॥ এতেক বচন শুনি যমদূতদ্বয়। ভয়েতে আকুল হয়ে স্থিরভাবে রয়॥ সবিনয়ে মৃদুভাবে কহিল তখন। যমের কিঙ্কর মোরা হই দুই জন॥ তাঁহার আদেশে মোরা কীকট রাজনে। বান্ধিয়া লইয়া যাই শমন-ভবনে॥

এতেক বচন শুনি ভৈরব তখন। কহিলেন শুন শুন আমার বচন॥ বলিলে তোমরা দোঁহে যমের কিঙ্কর। ইহাতে বিশ্বাস নাহি মানিছে অন্তর। কেন না নিষ্পাপ হয় কীকট রাজন। সবলে নিতেছ তারে করিয়া বন্ধন॥ যখন করিছ দোঁহে অধর্ম্মাচরণ। তখন যমের দূত নহ দুই জন॥ এতেক বচন শুনি যমদূতদ্বয়। বিনয়ে কহিল শুন ওহে মহাশয়॥ সত্য বটে মোরা দোঁহে যমের কিঙ্কর। কীকট-নৃপতি হয় পাপীর প্রবর॥ পাপভূমে হইয়াছে ইহার মরণ। এ হেতু লইয়া যাই শমন-ভবন॥ যমদণ্ডে দণ্ড পাবে কীকট-নৃপতি। নিষেধ করিছ তাহে কেন মহামতি॥ কেবা তুমি অপরূপ করি দরশন। প্রকাশ করিয়া বল মোদের সদন॥ এতেক বচন শুনি ভৈরব সুমতি। কহিলেন শুন শুন আমার ভারতী॥ গঙ্গাচর মোর গঙ্গাভৈরব আখ্যান। গঙ্গার আদেশ পালি শুন মতিমান॥ পাপ নাহি কভু এই রাজার শরীরে। যমের প্রভুত্ব নাহি ইহার উপরে॥ বণিক আছিল সদা ধর্ম্মপরায়ণ। গঙ্গাশ্রয়ী গঙ্গাবাসী ছিল সেই জন॥ তাহার সংসর্গে রাজা হৈল পুণ্যবান। দিব্যধামে নরপতি করিবে পয়াণ॥ গঙ্গাবাসী গঙ্গাভক্ত হয় যেই জন। তাহার সংসর্গে যেই রহে

অনুক্ষণ॥ সে জন নাহিক ভুঞ্জে যমের যাতনা। তবে কেন নৃপবরে বান্ধিছ বল না॥ অবিলম্বে পরিত্যাগ কর নৃপবরে। নহিলে হারাবে প্রাণ কহিনু দোঁহারে॥ নৈলে লোপ হবে তব যম-অধিকার। রুদ্রের আদেশ ইহা করহ বিচার॥ এতেক বচন শুনি যমের কিঙ্কর। ভয়েতে হইল দোঁহে বিহ্বল-অন্তর॥ মহাপাশ মহাদণ্ড এই দুই নাম। যমদূত দোঁহে ধরে ওহে মতিমান॥ ভয়েতে রাজারে ছাড়ি সেই দুই জন। ভৈরবের চরণযুগে করিয়া বন্দন॥ অবিলম্বে চলি গেল শমন-ভবনে। ভৈরব চলিয়া গেল আপনার স্থানে॥ এদিকে বিমানে চড়ি কীকট-রাজন। দিব্যধামে অবিলম্বে চলিল তখন॥ দেব-কন্যা সবে মিলি সানন্দ অন্তরে। বীজন করিতে থাকে কীকট রাজারে॥ এই-রূপে স্বর্গে গেল কীকট-রাজন। এদিকে শুনহ পরে ওহে তপোধন॥ বণিক্‌ রাজার পুত্রে লইয়া সাদরে। গঙ্গার তীরেতে গিয়া সুখে বাস করে॥ শুনিলে অপূর্ব্ব কথা ওহে তপোধন। পূর্ব্ব ভাগ্যবশে হয় গঙ্গার মরণ॥ সংসর্গের ফল তুমি শুনিলে শ্রবণে। অধিক বলিব কিবা তোমার সদনে॥ অতএব মন দিয়া করহ শ্রবণ। গঙ্গা ত্যজি কভু নাহি করিবে গমন॥ গঙ্গা ত্যজি এক-পাদ কভু নাহি যাবে। সর্ব্বস্ব যদ্যপি যায় তবু না ছাড়িবে॥ গঙ্গাত্যাগ সম আর নাহিক বিপদ। গঙ্গাবাস মহাপুণ্য পরম সম্পদ॥ গঙ্গানারায়ণক্ষেত্রে পিয়া গঙ্গাজল। রামনারায়ণ আদি স্মরি যেই নর॥ গঙ্গে গঙ্গে এই বাক্য করিয়া শ্রবণ। যেই জন দেহ ত্যজে ওহে তপোধন॥ তাহার সকল সিদ্ধি জানিবে অন্তরে। আর না সে জন আসে ভবকারাগারে॥ রামনারায়ণানন্ত শ্রীমধুসূদন। কৃষ্ণ কেশব কংসারে বৈকুণ্ঠ বামন॥ গোবিন্দ মুকুন্দ হরে শ্রীবাসুদেবেশ। পুরুষ উত্তম বিষ্ণো ওহে হৃষীকেশ॥ পুণ্ডরীক-অক্ষ পদ্মনাভ ভগবন্। অচ্যুত ইত্যাদি নাম করিয়া শ্রবণ॥ অথবা আপন মুখে করি উচ্চারণ। অন্তকালে যেই জন ত্যজয়ে জীবন॥ তাহার সকল সিদ্ধি জানিবে অন্তরে। পুনঃ নাহি আসে সেই ভবকারাগারে॥ শিব শঙ্কর পকান্য রুদ্র ত্রিলোচন। ঈশান দেবীশ ঈশ কমল-নয়ন॥ গণেশ পার্ব্বতীনাথ মৃড় গঙ্গা-ধর। ভীম গুরো নাথ শম্ভো ভূতপতে পর॥ এই সব নাম কর্ণে করিয়া শ্রবণ। অথবা উচ্চারি যেই ত্যজয়ে জীবন॥ সাধনেতে বাকী তার কিবা থাকে আর। বলিনু তোমার পাশে ওহে গুণাধার॥ গঙ্গে মাতঃ মোক্ষদাত্রী দেবী নারায়ণী। সংসার-বন্ধন হতে তার গো তারিণি॥ এসব উচ্চারি কিম্বা করিয়া শ্রবণ। অন্তকালে যেই জন ত্যজয়ে জীবন॥ সাধনেতে বাকী তার কিবা থাকে আর। বলিনু তোমার পাশে শাস্ত্রের বিচার॥ চণ্ডাল হইয়া যদি মরণ-সময়ে। গঙ্গাজল মুখে দেয় যতন করিয়ে॥ মুকতি সে জন লভে নাহিক সংশয়। শাস্ত্রের বচন ইহা ওহে মহোদয়॥ গঙ্গাজলে নাহি নীচ-উত্তম বিচার। না ভাবিবে কালাকাল ওহে গুণাধার॥ দেশাদেশ বিবেচনা কভু

না করিবে। প্রাপ্তমাত্র প্রণমিয়া সেবন করিবে॥ গঙ্গা-নারায়ণক্ষেত্রে বিপ্রেন্দ্র সদনে। হরিনাম গায় যেই একান্ত যতনে। দেহ অন্তে মুক্তিলাভ করে সেই জন। শাস্ত্রের বচন ইহা বেদের বচন॥ রুদ্রাক্ষ তুলসী আর বিল্বপত্র সনে। লেপিয়া গঙ্গার মাটী মাখি যেই জনে॥ অন্তকালে নিজ দেহ করে বিসর্জ্জন। দেহ-অন্তে মুক্তিলাভ করে সেই জন॥ গঙ্গানীরে দেহত্যাগ যেই জন করে। নিজে আসি মহাদেব তাহার গোচরে॥ শ্রবণে বিমল জ্ঞান করেন প্রদান। গঙ্গাতে মরিলে মুক্তি নাহি তাহে আন॥ রাত্রিকালে দিবাভাগে অথবা সন্ধ্যায়। প্রাতঃকালে মধ্যাহ্নেতে ওহে মুনিরায়॥ দক্ষিণ অয়নে কিম্বা উত্তর অয়নে। গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম বলিয়া বদনে॥ গঙ্গার সলিলে দেহ করে বিসর্জ্জন। নির্ব্বাণ মুকতি লভে শাস্ত্রের বচন॥ গঙ্গার মাহাত্ম্য বল কে বলিতে পারে। শতবর্ষে সমাপন করিবারে নারে॥ বিধাতা সক্ষম নাহি হয়েন কখন। মানবের কথা দূরে রাখ তপোধন॥ বলিনু তোমার পাশে ওহে মহামতি। শুনহ পরেতে বলি অপূর্ব্ব ভারতী॥ গঙ্গাতে দেবতা পূজা ইত্যাদি করিলে। পুণ্যাত্মা গণের তাহে যেই ফল ফলে॥ সেই সব বিস্তারিয়া করিব কীর্ত্তন। মন দিয়া শুন এবে ওহে তপোধন॥ পুরাণের সার বৃহদ্ধরম পুরাণ। মুক্তি-দায়ী আছে ইথে বহু উপাখ্যান॥ একমনে যেই জন করে অধ্যয়ন। অথবা একান্ত মনে করয়ে শ্রবণ॥ রোগ শোক নাহি রহে তাহার অন্তরে। সংসার বন্ধন তারে কভু নাহি ঘেরে॥ দেহ-অন্তে সেই জন সুরপুরে যায়। তাহারে হেরিয়া পাপ দূরেতে পলায়॥ রোগী জন রোগ হতে মুক্তিলাভ করে। পুত্রার্থীর পুত্র হয় কহিনু তোমারে॥ কামীর কামনা পূর্ণ ইহাতেই হয়। ধনার্থী লভয়ে ধন নাহিক সংশয়॥ সকলি হরির লীলা ওহে তপোধন। একমনে হরিপদ করহ শরণ॥

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

গঙ্গাতে দেবপূজাদির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন।

বিষ্ণুং সূর্য্যং গণেশঞ্চ দুর্গাং লক্ষ্মীং সরস্বতীং।
ষষ্ঠীঞ্চ মনসাং দেবং দিক্‌পালাংশ্চ গ্রহানপি॥
শিবং ভূতেশ্বরং দেবং মুনীনপি যথাবিধি।
ভূতান্ প্রেতান্ পিশাচাংশ্চ গন্ধর্ব্বাপ্সরসস্তথা॥
পিতৄন্ সর্ব্বান্ প্রপূজ্যেহ দ্বিজ গঙ্গাজলে শুচৌ॥

জৈমিনিরে সম্বোধিয়া শুক মহামতি। কহিলেন শুন ঋষে অপূর্ব্ব ভারতী॥ অক্ষয় ফলের বাঞ্ছা করে যেই নর। গঙ্গা হতে থাকি সেই যোজন-ভিতর॥ নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য ত্রিবিধ করম। বিধানে করিবে সেই শুহে তপোধন॥ সেই কার্য্য আচরিলে জাহ্নবীর তীরে। অক্ষয় হইবে তাহা কহিনু তোমারে॥ শুদ্ধিকালে সেই কার্য্য শাস্ত্রের বিচার। মলমাসে কর্ত্তব্য যা ওহে গুণাধার॥ গঙ্গাতে সকল কালে করিবারে পারে। কালাকাল নাহি কিছু জাহ্নবীর তীরে॥ গঙ্গা নাহি যেই স্থানে ওহে মহামতি। সে স্থানে জানিবে আছে প্রায়শ্চিত্ত-বিধি॥ গঙ্গাজলে কিম্বা শালগ্রামের উপরে। যদ্যপি দেবতাপূজা করে কোন নরে॥ তাহে নাহি হবে আবাহন বিসর্জ্জন। শাস্ত্রের বচন ইহা ওহে তপোধন॥ বিষ্ণু সূর্য্য গণপতি লক্ষ্মী সরস্বতী। মনসা পার্ব্বতী ষষ্ঠী গ্রহ পশুপতি॥ দিক্‌পাল ভূত প্রেত গন্ধর্ব্ব অপ্সর। পিশাচ তাপস পিতৃ ওহে মুনিবর॥ গঙ্গাজলে এই সবে করিলে পূজন। মহাপুণ্য হবে ইথে ওহে মহাত্মন॥ শুদ্ধ শুক্লবস্ত্র মুনে করি পরিধান। আসনে বসিয়া পরে সাধু মতিমান॥ পূর্ব্বমুখে কিম্বা বসি উত্তরমুখেতে। পূজিবেক দেবগণে ঐকান্তিক-চিতে॥ আসন স্বাগত পাদ্য অর্ঘ্য আচমনী। গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ ওহে মহামুনি॥ বস্ত্র অলঙ্কার মধুপর্ক মাল্য আর। নৈবেদ্য তাম্বূল আচমনী পুনর্ব্বার॥ এই সব উপচারে পূজিতে হইবে। বিশেষ করিয়া বলি শুন ঋষে তবে॥ স্বর্ণ কিম্বা রৌপ্যময় অর্পিবে আসন। অভাবেতে কুশ কাশ ওহে মহাত্মন॥ স্বাগত জিজ্ঞাসা পরে করিবে সুজন। জল দ্বারা পাদ্য পরে করিবে অর্পণ॥ শুন শুন ঋষিবর অর্ঘ্যের বিধান। ত্রিকোণমণ্ডল বামে করিয়া ধীমান॥ তৎপাত্র সেই স্থানে করিয়া স্থাপন। তদুপরি শঙ্খ পরে রাখিবে সুজন॥ শঙ্খের ত্রিভাগ হবে পূরিত সলিলে। আতপ তণ্ডুল দূর্ব্বা দিবে তার পরে॥ ধেনু-

মুদ্রা যোনিমুদ্রা করি প্রদর্শন। করিবে তাহাতে পরে তীর্থ আবাহন॥ গঙ্গা-জলে আবাহন কিন্তু কভু নাই। শুন শুন তার পর বলি তব ঠাঁই॥ যথা-ক্রমে অগ্নি সূর্য্য ইন্দু নাম করি। নিক্ষেপ করিবে পুষ্প শঙ্খের উপরি॥ জপি-বেক মূলমন্ত্র পরে অষ্টবার। অর্ঘ্য বলি এই বারি খ্যাত গুণাধার॥ সে জল স্পর্শনে সর্ব্ব মন্ত্রময় হয়। আচমনী হেতু জল দিবে মহাশয়॥ গন্ধের নিয়ম এবে করহ শ্রবণ। বহুবিধ গন্ধ আছে ওহে তপোধন॥ কস্তূরী অগুরু আর চন্দনাদি করে। বহুবিধ গন্ধ আছে জানিবে অন্তরে॥ পুরুষ দেবতা যবে করিবে পূজন। তখন অর্পিবে তাঁরে ধবল বসন॥ রক্তগৌর বস্ত্র দিবে দেবীর পূজায়। নীলবস্ত্র দিবে মুনে দেবী মনসায়॥ রক্তবস্ত্র দিবাকরে করিবে অর্পণ। শ্রীকৃষ্ণেরে নীলবস্ত্র দিবে কদাচন॥ যেই দেব যেই বর্ণ করেন ধারণ। সেইরূপ বস্ত্রে তিনি মহাতুষ্ট হন॥ স্বর্ণ-রৌপ্য-অলঙ্কার করিবে অর্পণ। কাংস্যপাত্রে মধুপর্ক ওহে মহাত্মন॥ দধি মধু ঘৃত তিন মিশায়ে সাদরে। অর্পিবেক মধুপর্ক ভক্তি সহকারে॥ ষোড়শাঙ্গ ধূপ দিবে শাস্ত্রের বিধান। দশাঙ্গ কাহারো মতে ওহে মতিমান॥ ঘৃত-দীপ দিতে হয় দেবতা-পূজনে। অভাবেতে তৈলদীপ শাস্ত্রের বিধানে॥ বিবিধ সুগন্ধি পুষ্প করিয়া সঞ্চয়। মালা গাঁথি দিবে তাহা ওহে মহাশয়॥ নৈবেদ্যেতে ফল দুগ্ধ ইত্যাদি অর্পিবে। ঘৃতস্পৃষ্ট করি কিন্তু অর্পিতে হইবে॥ শর্করাদি মিষ্টদ্রব্য করিবে অর্পণ। নিবেদন-কালে মুদ্রা করাবে দর্শন॥ অর্ঘ্যদানে যেই মুদ্রা হয়েছে বর্ণন। সেই মুদ্রা ভক্তিভরে করাবে দর্শন॥ পুনর্ব্বার আচমন করিয়া প্রদান। তাম্বূল অর্পিবে পরে ওহে মতিমান॥ গুবাক লবঙ্গ দিয়া তাম্বূল সাজায়ে। অর্পিবেক পূজাকালে পুলক-হৃদয়ে॥ এইরূপ উপহারে গঙ্গার সলিলে। করিবে দেবতাপূজা মন-কুতূহলে॥ যাবত করিবে সাধু দেবতা পূজন। পর ভাষা নীচকথা করিবে বর্জ্জন॥ অশুচি স্পর্শন নাহি করিবে সেকালে। ক্রোধ হিংসা চঞ্চলতা ত্যজিবে সাদরে॥ আমি তুমি আদি জ্ঞান-বুদ্ধি শোক ভয়। অর্থচিন্তা তেয়াগিবে ওহে মহোদয়॥ পূজাকালে গুরু যদি করে আগমন। অমনি দেবতাপূজা করিবে বর্জ্জন॥ গুরুপুত্রে গুরুপৌত্রে যদি কভু হেরে। পূজক ত্যজিবে পূজা সাদর অন্তরে॥ দেবপূজা ছাড়ি তাঁহাদিগকে পূজিবে॥ ইহাতে অধিক ফল অন্তরে জানিবে॥ ইষ্টদেবে ভক্তিভরে করিবে পূজন। শাস্ত্রের বিধান এই ওহে মহাত্মন॥ দেবতা উদ্দেশে যেই নৈবেদ্যাদি দিবে। বিপ্রের করেতে তাহা অর্পণ করিবে॥

শুক বলে শুন শুন ওহে মহামতি। বর্ণন করিব এবে শিবপূজা-বিধি॥ পাষাণে কাঞ্চনে রৌপ্যে কিম্বা মৃত্তিকায়। গড়িবেক শিবলিঙ্গ কহিনু তোমায়॥ অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ লিঙ্গ করিতে হইবে। সোমসূত্রে দিব্যবেদি নির্ম্মাণ করিবে॥ করিবে তাহার নীচে পরেতে আসন। বৃষরূপ উহা জান ওহে মহাত্মন॥

লিঙ্গের সহিতে বেদী গঠিতে হইবে। যোনিরূপা করি তাঁরে নির্ম্মাণ করিবে॥ দণ্ডাকার হবে লিঙ্গ ওহে মহাশয়। সাক্ষাৎ শঙ্কর তিনি অন্য কেহ নয়॥ অঙ্গুষ্ঠ হইতে কম কভু না করিবে। তদোধিক যত হবে তত পুণ্য হবে॥ অবিদীর্ণ হবে অঙ্গ ওহে মহাত্মন। ব্যঙ্গ যেন নাহি হয় কভু তপোধন॥ যাবত লিঙ্গেরে নাহি করিবে পূজন। ততক্ষণ শূন্য নাহি রাখিবে কখন॥ যথা-বিধি এইরূপে করিয়া নির্ম্মাণ। বিধিমতে উপচারে পূজিবে ধীমান॥ শিবার্থে গঙ্গার গর্ত্ত করিয়া খনন। মৃত্তিকা লইলে দোষ নাহি কদাচন॥ বিল্বপত্র শঙ্করেরে করিবে প্রদান। মহাতুষ্টিকর উহা ওহে মতিমান॥ কেবল গঙ্গার জলে যদি পূজা করে। মহাদেব পরিতুষ্ট তাহার উপরে॥ গঙ্গাতটে শিবপূজা বাঞ্ছে যেই জন। অনন্ত তাহার পুণ্য বলিতে অক্ষম॥ বিল্বপত্র গঙ্গাজল যদি করে দান। সমস্ত পৃথিবী দান তাহে মতিমান॥ শিবেরে নৈবেদ্য যাহা অর্পিতে হইবে। লিঙ্গোপরি ভক্তি করি সেই সব দিবে॥ অগ্নিরূপে তাহা শিব করেন গ্রহণ। কভু নাহি তাহা লয়ে করিবে ভক্ষণ॥ শিবের নির্ম্মাল্য পত্র পুষ্প ফল আদি। নাহি লবে কদাচন ওহে মহামতি॥ প্রমাদে লইলে সেই নরকেতে যাবে। শিবদ্বেষকারী বলি বিদিত হইবে॥ তান্ত্রিক বিধানে শিবে করিয়া পূজন। লিঙ্গোপরি যাহা নাহি করিবে অর্পণ॥ সেই নৈবেদ্যের কিছু লইয়া সাদরে। ভক্ষণ করিবে সাধু ভক্তি সহকারে॥ নতুবা দেবতা তাহা না করে গ্রহণ। শাস্ত্রের বচন ইহা ওহে তপোধন॥ ব্রাহ্মণেরে নৈবেদ্যাদি অর্পণ করিবে। ব্রাহ্মণ ভকতি করি সাদরে লইবে॥ পূর্ব্বকালে চতুর্ম্মুখ দেব পদ্মাসন। শিবপূজা যথাবিধি করি আচরণ॥ বহু মিষ্ট ফল সহ নৈবেদ্য করিয়ে। শম্ভুরে অর্পিল ব্রহ্মা সাদর হৃদয়ে॥ এদিকে কুকুররূপে দেব পঞ্চা-নন। ব্রহ্মার আলয়ে আসি উপনীত হন॥ নৈবেদ্য ভোজন আসি করেন তথায়। তাহা দেখি কুকুরেরে বিধাতা তাড়ায়॥ তখন আপন রূপ করিয়া ধারণ। বলিলেন বিধাতারে দেব পঞ্চানন॥ কুকুর ভাবিয়া মোরে ওহে পদ্মা-সন। কি হেতু তাড়ালে তাহা করহ বর্ণন॥ তোমার বাসনা আমি পূরাবার তরে। নৈবেদ্য ভুঞ্জিতে আসি তোমার আগারে॥ কুকুর বোধেতে মোরে করিলে তাড়ন। এ হেতু কলঙ্কী হবে ওহে পদ্মাসন॥ শিবের এতেক বাক্য শুনি পদ্মাকর। কহিলেন শুন শুন ওহে দিগম্বর॥ নিজরূপ নাহি ধরি কুকুর আকারে। পরিহাস কৈলে আসি আমার আগারে॥ অত এব বলি শুন ওহে পঞ্চানন। তোমার নৈবেদ্য যেবা করিবে ভোজন॥ কুকুর হইবে সেই নাহিক সংশয়। আমার বচন দেব কভু মিথ্যা নয়॥ ব্রহ্মার বচন শুনি দেব পঞ্চানন। আপন স্থানেতে পুনঃ করিল গমন॥ এইরূপে শিবপূজা করিয়া সাধন। অষ্টমূর্ত্তি পূজা পরে করিবে সুজন॥ ক্ষমস্ব বলিয়া পরে বিসর্জ্জিবে তাঁর। বলিনু পূজার বিধি তাপস তোমায়॥ শিবলিঙ্গ যদি কেহ করয়ে পূজন

তাহে সিদ্ধ হয় সর্ব্বদেবের অর্চ্চন॥ শিব শক্তি দুইজন সর্ব্বলোকময়।
এ হেতু শিবের পূজা করিবে নিশ্চয়॥ বরঞ্চ আপন প্রাণ দিবে বিসর্জ্জন।
নিজের মস্তক কিম্বা করিবে ছেদন॥ তথাপি শিবেরে নাহি করিয়া পূজন।
কভু নাহি কোন দ্রব্য করিবে ভোজন॥ প্রতিদিন শিবলিঙ্গ পূজিবে সাদরে।
কিবা বিপ্র ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র আদি করে॥ শিবপূজা নাহি করি যেই দুরজন।
অপর দেবতাগণে করয়ে পূজন॥ মন্ত্রহীন ঔষধির সমান তাহার। সকলি
নিষ্ফল হয় ওহে গুণাধার॥ শিবপূজা নাহি করি করিলে ভোজন। বিষ্ঠার
সমান অন্ন হয় মহাত্মন॥ শিবে না পূজিয়া যদি জল পান করে। মূত্র সম
হয় তাহা জানিবে অন্তরে॥ গুরুদেব শিব সম ওহে মহোদয়। গুরুপত্নী শিবা
সম নাহিক সংশয়॥ গুরু গুরুদারা দোঁহে না করি পূজন। যেই জন মন-
সুখে করয়ে ভোজন॥ ভুলিয়া হেরিবে নাহি বদন তাহার। হেরিলে ডুবিবে
পাপে ওহে গুণাধার॥ মূর্ত্তিমান্ পিতা সম দেব পঞ্চানন। পার্ব্বতী জননী
সমা ওহে তপোধন॥ দোঁহারে না পূজি যেই মনসুখে খায়। না দেখিবে তার
মুখ কহিনু তোমায়॥ শিবের অর্চ্চনা নাহি করে যেই জন। শূকর-যোনিতে
সেই লভয়ে জনম॥ অশৌচে শিবের পূজা কভু না ত্যজিবে। মহাগুরু নাশে
দশ দিবস বর্জ্জিবে॥ যেই দিকে যেই মূর্ত্তি করিবে পূজন। মন দিয়া শুন তাহে
ওহে তপোধন॥ পূর্ব্বদিকে ক্ষিতিমূর্ত্তি জানিবে অন্তরে। দক্ষিণেতে বহ্নি
মূর্ত্তি কহিনু তোমারে॥ পশ্চিমে আকাশ মূর্ত্তি ওহে মহাশয়। উত্তরেতে সোম-
মূর্ত্তি আছে পরিচয়॥ জল চন্দ্র যজমান ভাস্কর মূরতি। অগ্নি আদি কয় দিকে
জানিবে সুমতি॥ সর্ব্ব ভব রুদ্র উগ্র ইত্যাদি শাস্ত্রমতে। অগ্নি আদি সর্ব্বদিকে
পূজিবে ভক্তিতে॥ মধ্যস্থলে শিবে শেষে করিবে পূজন। বেদিতে শক্তির
পরে করিবে অর্চ্চন॥ অবশেষে জপকার্য্য করি সমাপন। নৃত্য গীত নানা
স্তব করিবে বন্দন॥ শিবপূজা হতে শ্রেষ্ঠ নাহি কিছু আর। কহিনু তোমার
পাশে ওহে গুণাধার॥ গঙ্গাতে অথবা অন্য যেই কোন স্থানে। করিবে শিবের
পূজা বিহিত বিধানে॥ গঙ্গাতীরে শিবপূজা করিলে যে ফল। নিজে শিব বলি-
বারে নারে মুনিবর॥ পুরাণে সুধার কথা নানা উপাখ্যান। শুনিলে যে ফল
লভে দিবা তত্ত্বজ্ঞান॥

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

গঙ্গাতীরে শ্রাদ্ধজন্য ফলকথন ও গঙ্গাপ্রসঙ্গে অষ্টমুখ ও ষোড়শমুখ ব্রহ্মার বিবরণ।

ঋষিরুবাচ। শ্রাদ্ধং কুর্য্যাত্তু গঙ্গায়াং পার্ব্বণেন বিধানতঃ।
তীর্থশ্রাদ্ধং হি তৎ প্রোক্তং পিতৄণাং পরিতোষণং॥
যস্তু গঙ্গাং সমাসাদ্য শ্রাদ্ধং সম্বৎসরং চরেৎ।
গয়াশ্রাদ্ধমকৃত্বাপি পিতৄণাং নিষ্কৃতস্তু সঃ॥

শুক বলে মন দিয়া শুনহ জৈমিনি। বর্ণন করিব এবে অপূর্ব্ব কাহিনী॥ গঙ্গাতীরে সাধুগণ করিয়া গমন। পার্ব্বণ বিধানে শ্রাদ্ধ করিবে সাধন॥ তীর্থশ্রাদ্ধ সংজ্ঞা তারে ওহে মহাশয়। পিতৃগণ মহাতুষ্ট ইহাতেই হয়॥ গঙ্গা-তীরে উপনীত হয়ে সাধুজন। বাৎসরিক শ্রাদ্ধ যদি করয়ে সাধন॥ গয়াশ্রাদ্ধ বিনা সেই অতি অবহেলে। ঋণহীন হয় পিতৃগণের গোচরে॥ গয়াধামে পিণ্ড-দান দিলে যেই ফল। গঙ্গাতীরে দিলে তাহা লভে নরবর॥ বিশেষতঃ কলি-যুগে জাহ্নবীর তীরে। পিণ্ডদান সুপ্রশস্ত শাস্ত্রের বিচারে॥ অপমৃত্যু হয় যার ওহে তপোধন। গঙ্গাতীরে পিণ্ড দিলে তাহার কারণ॥ দুর্গতি উদ্ধার হয় জানিবে তাহার। সুগতি লভয়ে সেই শাস্ত্রের বিচার॥ অমাবস্যা তিথি পেয়ে জাহ্নবীর নীরে। শ্রাদ্ধ তর্পণাদি সাধু করিবে সাদরে॥ তুলসী কুসুম তিল করিয়া সঞ্চয়। করিবে এ সব কার্য্য ওহে মহাশয়॥ শুক্রবারে রবিবারে শাস্ত্রের বিচারে। তিল না তর্পণে দিবে খ্যাত চরাচরে॥ কিন্তু গঙ্গাজলে নাহি সেই বিধি হয়। অন্যত্র পালিবে তাহা ওহে মহোদয়॥ শ্রাদ্ধ করিবার অগ্রে তার পূর্ব্বদিনে। ত্যজিবে যে সব বস্তু শুনহ জৈমিনে॥ মসুর আমিষ মাংস তৈল দ্বিভোজন। তিক্তদ্রব্য মারীসঙ্গ ক্রোশার্দ্ধ গমন॥ মৈথুন কলহ শোক রোষ ও রোদন। অস্ত্রগ্রহ রক্তপাত পরান্ন-ভোজন। শ্রাদ্ধ করিবার অগ্রে তার পূর্ব্বদিনে। ত্যজিবে এ সব সাধু একান্ত যতনে॥ যেই দিনে শ্রাদ্ধকার্য্য করিবে সাধন। নদীপারে কভু নাহি করিবে গমন॥ ক্রয়-বিক্রয়াদি কার্য্য কভু না করিবে। সর্ব্বথা যতন করি ব্যায়াম ত্যজিবে॥ অধ্যাপন অধ্যয়ন করিবে বর্জ্জন। সায়ং-সন্ধ্যা না করিবে সেদিন কখন॥ ধান্য মুগ মসুরাদি আঘাত না করিবে। যাচঞা অস্বাস্থ্য-ভাব কভু না দেখাবে॥ শ্রাদ্ধদিনে এই সব করিবে বর্জ্জন। কহিনু শাস্ত্রের বিধি ওহে তপোধন॥ স্নান দান নাহি

করি যেই অভাজন। পুলকিতমনে করে জাহ্নবী লঙ্ঘন॥ পূর্ব্বজন্মকৃত পুণ্য বিনাশে তাহার। অতএব শুন বলি ওহে গুণাধার॥ যথাবিধি স্নান আদি করি সমাপন। গঙ্গার অপর পারে করিবে গমন॥ বিনা কার্য্যে নাহি যাবে জাহ্নবীর পারে। শাস্ত্রের বিধান ইহা জানিবে অন্তরে। গঙ্গাতীরে বিপ্র যদি হয় দরশন। ভক্তিভাবে প্রণমিবে তাঁহারে তখন॥ ধেনু দরশন যদি হয় গঙ্গাতীরে। মহাপুণ্য হয় তাহে শাস্ত্রের বিচারে॥ শুক্ল বস্ত্র বন্যপুষ্প তুলসী সুন্দরী। গঙ্গাতীরে এই সব নয়নে নেহারি॥ সেই দণ্ডে প্রণমিবে পরম আদরে। মহাপুণ্য হবে তাহে কহিনু তোমারে॥ হংস কারণ্ডব ক্রৌঞ্চ সারস খঞ্জন। শুক পদ্ম চক্রবাক নৃপতি বারণ॥ গঙ্গাতীরে এই সব দেখিলে নয়নে। প্রণমিবে ভক্তিভরে একান্ত যতনে॥ শঙ্খচিল গঙ্গাতীরে করিলে দর্শন॥ ভক্তিভরে প্রণমিবে তাহারে তখন। বিপ্র কিম্বা শিবলিঙ্গ জাহ্নবীর তীরে। স্থাপন করয়ে যেই অতি ভক্তিভরে॥ দুর্গার মন্দির কিম্বা বিষ্ণুর মন্দির। গঙ্গাতীরে স্থাপে যেই শুনহ সুধীর॥ সংসারে তাহার আর না হয় জনম। শাস্ত্রের বিধান ইহা ওহে মহাত্মন॥ পাষাণে ইষ্টকে কিম্বা অথবা মাটীতে। গঙ্গাতীর বান্ধে যেই ভক্তিযুত চিতে॥ মহাপুণ্যবান সেই বিদিত সংসার। ভবকারাগারে সেই নাহি আসে আর॥ ত্রিসন্ধ্যা জাহ্নবীতীর করিলে মার্জ্জন। কোটিজন্মকৃত পাপ হয় বিনাশন॥ যেই জন উপনীত হয়ে গঙ্গাতীরে। মলিন বদন হয় বিষণ্ণ অন্তরে॥ তার প্রতি সর্ব্বদেব সদা রুষ্ট হন। মহাক্রূর বলি সেই বিদিত ভুবন॥ যেই জন উপনীত হয়ে গঙ্গাতীরে। অশ্রুপাত করে তথা বিষণ্ণ অন্তরে॥ সহস্র ব্রহ্মার পাত যত দিনে হয়। ততকাল অগ্নিকুণ্ডে সেই জন রয়॥ গঙ্গার তরঙ্গ হেরি যাহার বদন। আনন্দে প্রফুল্ল হয় ওহে মহাত্মন॥ পিতৃগণ দেবগণ তাহার উপরে। সতত সন্তুষ্ট রহে কহিনু তোমারে॥ গঙ্গাবাস পরিত্যাগ করি যেই জন। অন্যত্র বসতি হেতু করয়ে গমন॥ গঙ্গালাভ তার ভাগ্যে কভু নাহি হয়। জাহ্নবী ত্যজেন তারে ওহে মহাশয়॥ দেহত্যাগ করি পরে সেই নরাধম। কীকটাদি দেশে গিয়া লভয়ে জনম॥ * সেই স্থানে দেহত্যাগ করি সেই জন। কীটরূপে নভোমার্গে করে বিচরণ॥ "চিচি কুচি" আদি শব্দ করি নিরন্তর। সবারে বিরক্ত করে ওহে নরবর॥ সহস্র সহস্র কল্প এহেন প্রকারে। মহাকষ্ট পেয়ে জন্মে শূকর আকারে॥ পুনঃ পুনঃ এই দশা কতবার পায়। কহিনু শাস্ত্রের কথা তাপস তোমায়॥ সুখভোগ পরিত্যাগ করি যেই জন। গঙ্গাতীরে অবস্থান করে অনুক্ষণ॥ জীবন্মুক্ত সেই জন কহিনু তোমায়। তার সম পুণ্য-আত্মা নাহিক ধরায়॥ গঙ্গাকৃত্য তব পাশে করিনু বর্ণন। সকল বর্ণিতে পারে আছে কোন্ জন॥ গঙ্গাধর্ম্ম বর্ণিবারে শকতি কাহার। বিষ্ণুও নহেন শক্ত ওহে গুণাধার॥

* কীকট—ম্লেচ্ছ দেশবিশেষ।

শিবের সামর্থ্য নাহি বর্ণিতে সকল। মনুষ্যের শক্তি কিবা ওহে মুনিবর॥ ইতিহাস বলি এক শুন হে জৈমিনে। বিস্মিত হইবে সবে শুনিলে শ্রবণে॥

পুরাকালে ঋষিগণ মিলিয়া সকলে। ব্রহ্মার নিকটে যান অতি কুতূহলে॥ উপনীত হয়ে সবে ব্রহ্মার সদন। কহিলেন শুন শুন ওহে ভগবন॥ গঙ্গার মাহাত্ম্য শুনি বাসনা অন্তরে। বিস্তার করিয়া বল আমা সবাকারে॥ এতেক বচন শুনি দেব পদ্মাসন। কহিলেন শুন শুন ওহে ঋষিগণ॥ গঙ্গার মাহাত্ম্য বলি সাধ্য কি আমার। শিব বিষ্ণু সন্নিধানে কর আগুসার॥ তাঁহারা উভয়ে জানে ওহে ঋষিগণ। জিজ্ঞাসা করহ গিয়া তাঁদের সদন॥ এতেক বচন শুনি ঋষিগণ কয়। আমাদের নিবেদন শুন মহাশয়॥ তুমিই গমন কর শিব-বিষ্ণুপাশে। জিজ্ঞাসা করিয়া জান তাঁদের সকাশে॥ তোমার নিকটে মোরা করিব শ্রবণ। আমরা নারিব যেতে তাঁদের সদন॥ ঋষিদের বাক্য শুনি দেব পদ্মযোনি। প্রথমে কৈলাসে যান ওহে মহামুনি॥ দেখেন আসনে বসি দেব পঞ্চানন। কোটি চন্দ্র সম কান্তি অতি বিমোহন॥ ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান অতি মনোহর। শিরেতে জাহ্নবীদেবী করে কলকল॥ গঙ্গার রবেতে মুগ্ধ হয়ে পঞ্চানন। ঢুলু ঢুলু করে অতি দন দন॥ তরঙ্গ নিনাদ কর্ণে পশিছে যেমন। রোমাঞ্চিত তনু শিব হতেছে তেমন॥ বসিয়া রয়েছে নন্দী শিবের গোচরে। চতুর্ম্মুখ হেরি সব বিস্মিত অন্তরে॥ মহেশ্বরে ব্যস্ত হেরি দেব পদ্মাসন। জিজ্ঞাসিতে না পারিয়া করিল গমন॥ চলিলেন ধীরে ধীরে বৈকুণ্ঠ ভবনে। পথিমাঝে মহাবায়ু উঠিল গগনে॥ বায়ুবেগে ক্ষিপ্ত হয়ে দেব পদ্মাসন। অপর ব্রহ্মাণ্ডে গিয়া হলেন পতন॥ অষ্টমুখ বিধি তথা নিবসতি করে। চতুর্ম্মুখ হেরি তাঁরে জিজ্ঞাসে সাদরে॥ কে তুমি বলহ দেব অষ্টমুখ ধর। কার অধিকৃত দেশ কেবা দণ্ডধর॥ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্ম আমি ওহে ভগবন্। তোমার চরণযুগে করি গো বন্দন॥ এত শুনি অষ্টমুখ কহেন বচন। শুন শুন মম বাক্য চতুর-আনন॥ পূর্ব্বকালে ছিনু আমি অবনী-মাঝারে। সামান্য শরীরী ছিনু ইন্দুর-আকারে॥ একদা মার্জ্জার এক করে আক্রমণ। ভয়েতে ধাবিত আমি হলেম তখন॥ দৌড়িতে দৌড়িতে যাই জাহ্নবীর তীরে। অজ্ঞানে পড়িনু গিয়া জাহ্নবীর নীরে॥ গঙ্গায় পড়িয়া আমি ত্যজিনু জীবন। সে ফলে হলেম আমি অষ্টম আনন॥ অষ্টমুখ ব্রহ্মারূপে রহি এই স্থানে। বিধাতা দিলেম রাজ্য জানিবে এখানে॥ গঙ্গার মাহাত্ম্য তুমি জানিবার তরে। চলিয়াছ হরিপাশে বৈকুণ্ঠ আগারে॥ যাহ যাহ ত্বরা করি ওহে পদ্মাসন। বৈকুণ্ঠ আলয়ে ত্বরা করহ গমন॥ এতেক বচন শুনি কহে পদ্মযোনি॥ বৈকুণ্ঠ কোথায় আমি পথ নাহি জানি॥ বায়ুবেগে আসিয়াছি জানিবে হেথায়। কৃপা করি পথ কোথা দেখাও আমায়॥ অষ্টমুখ ব্রহ্মা শুনি এতেক বচন। যথাবিধি চতুর্ম্মুখে করি সম্ভাষণ॥ বৈকুণ্ঠের পথ তাঁরে করান দর্শন। সেই

পথে গেল ব্রহ্মা বৈকুণ্ঠভবন ॥ যেমন বৈকুণ্ঠে আসে দেব পদ্মযোনি। বায়ু-বেগে পুনঃ ক্ষিপ্ত হলেন তখনি ॥ অপর ব্রহ্মাণ্ডে গিয়া উপনীত হন। দেখেন তথায় ব্রহ্মা ষোড়শ-আনন ॥ তাঁহারে দেখিয়া ব্রহ্মা বিস্মিত অন্তরে। জিজ্ঞাসিল পরিচয় বলহ আমারে ॥ ষোলমুখ ব্রহ্মা কহে শুন পদ্মাসন। পূর্ব্বেতে আছিনু আমি মানব-ভবন ॥ কুক্কুর আছিনু আমি কহিনু তোমায়। জীবন ত্যজিনু আমি পড়িয়া গঙ্গায় ॥ সেই ফলে হৈনু আমি ষোড়শ-আনন। হরির আদেশে করি ব্রহ্মাণ্ড শাসন ॥ এতেক বচন শুনি বিস্মিত অন্তরে। কহিলেন চতুর্ম্মুখ ষোড়শ-মুখেরে ॥ পথ নাহি জানি আমি ওহে মহাত্মন্। কিরূপে যাইব বল বৈকুণ্ঠভুবন ॥ এত শুনি ষোলমুখ করিয়া আদর। পথ দেখালেন যেতে বৈকুণ্ঠনগর ॥ সেই পথ দিয়া চলে দেব পদ্মাসন। উপনীত হন আসি বৈকুণ্ঠ ভবন ॥ দেখিলেন তথা আসি বৈকুণ্ঠ আলয়ে। চারিজন আছে বসি সানন্দ হৃদয়ে ॥ সূর্য্য সম কান্তি সবে করিছে ধারণ। বিষ্ণুরূপধারী সবে শ্যামলবরণ ॥ পীতবস্ত্র পরিধান অতি মনোহর। শোভিতেছে চারিভুজ অতীব সুন্দর ॥ তাহাদিগে দরশন করি পদ্মাসন। জিজ্ঞাসেন মিষ্টভাষে শুন সর্ব্বজন ॥ কে তোমরা চারি জন কহ মহামতি। কোন্ জন হও বিষ্ণু বলহ সংপ্রতি ॥ অথবা আছেন বিষ্ণু অন্য কোন জন। কৃপা করি বল তাহা আমার সদন ॥ বৈকুণ্ঠেরা এই বাক্য করিয়া শ্রবণ। কহিলেন শুন শুন ওহে মহাত্মন ॥ আমরা চারিটী হই বিষ্ণুর কিঙ্কর। নিরঞ্জন বিষ্ণু আছে জানিবে অপর ॥ আমাদের পূর্ব্ব-কথা করিব বর্ণন। মন দিয়া শুন তাহা চতুর-আনন ॥ গঙ্গাজলে শব এক ছিল বহুদিন। কৃমিরূপে ছিনু তাহে শুনহ প্রবীণ ॥ গঙ্গায় মরিনু শেষে মোরা চারি জন। সেই পুণ্যে এই ফল কর দরশন ॥

এতেক বচন শুনি দেব পদ্মাসন। অবিলম্বে নিজালয়ে করিল গমন ॥ উপনীত হয়ে ত্বরা ঋষিগণ পাশে। কহিলেন শুন শুন বলিব বিশেষে ॥ শুন শুন ঋষিগণ আমার বচন। দুই ব্রহ্মা হেরিয়াছি অপূর্ব্ব দর্শন ॥ একের ষোড়শমুখ অন্যে অষ্টানন। কুক্কুর ইন্দুর পূর্ব্বে ছিল দুই জন ॥ দেহত্যাগ করি দোঁহে জাহ্নবী-সলিলে। ধরেছে ব্রহ্মার রূপ সেই পুণ্যফলে ॥ ব্রহ্মাণ্ডদ্বয়ের পতি সেই দুই জন। দিব্যরূপধারী দোঁহে ওহে মুনিগণ ॥ তার পর চারি জনে করিনু দর্শন। শঙ্খচক্র গদাধর জলদবরণ ॥ বনমালা শোভে গলে তাহা সবাকার। পীতবাস পরিধান কৃষ্ণের আকার ॥ জিজ্ঞাসি জানিনু পরে সব বিবরণ। কৃমিরূপে ছিল তারা পূর্ব্বে চারি জন ॥ গঙ্গাজলে দেহ ত্যজি সেই পুণ্যফলে। বিষ্ণুর কিঙ্কর হৈল বৈকুণ্ঠ-নগরে ॥ গঙ্গার মাহাত্ম্য জানি এ হেন প্রকারে। আসিলাম পুনঃ ফিরি আপনা আগারে ॥ গঙ্গার মাহাত্ম্য জানি দেব পঞ্চানন। শিরোপরি ধরে তারে করিয়া যতন ॥ জাহ্নবী পরমা গতি জানিনু অন্তরে। ওঁ তার মাহাত্ম্য বুঝে কে আছে সংসারে ॥ শুক

কহে শুন শুন ওহে তপোধন। ব্রহ্মার মুখেতে শুনি যত মুনিগণ॥ গঙ্গা গঙ্গা বলে সদা বদনবিবরে। গঙ্গার মহিমা গায় ভকতির ভরে॥ গঙ্গার মাহাত্ম্য এই করিনু বর্ণন। এবে কি শুনিতে বাঞ্ছা কহ তপোধন॥ পুরাণের সার বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ। শুনিলে তাহার হয় সুরপুরে স্থান॥

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

মন্বন্তর ও রাজবংশ বর্ণন।

আদ্যঃ স্বায়ম্ভুবঃ প্রোক্তো মনুর্ব্রহ্মশরীরভূঃ।
দ্বিতীয়স্তু মনুঃ প্রোক্তো নাম্না স্বারোচিষো মুনে॥
উত্তমাখ্যস্তৃতীয়স্তু চতুর্থস্তামসঃ স্মৃতঃ।
পঞ্চমো রৈবতো নাম ষষ্ঠশ্চাক্ষুষ উচ্যতে॥
সপ্তমঃ শ্রাদ্ধদেবাখ্যঃ সাবর্ণিরষ্টমঃ স্মৃতঃ।
নবমো দক্ষসাবর্ণির্ব্রহ্মসাবর্ণিরপরঃ।
একাদশস্তথা প্রোক্তো রুদ্রসাবর্ণিরীশ্বরঃ॥
দ্বাদশো ধর্ম্মসাবর্ণির্দেবসাবর্ণিরপরঃ।
ইন্দ্রসাবর্ণিনামা চ ভবিষ্যতি চতুর্দ্দশ॥

জৈমিনি জিজ্ঞাসে পুনঃ ওহে তপোধন। শুনিনু তোমার মুখে অপূর্ব্ব কথন॥ এখন নিবেদি পুনঃ করিয়া মিনতি। প্রকাশ করিয়া বল ওহে মহা-মতি॥ মন্বন্তর-কথা বল করিয়া বিস্তার। রাজবংশ বল সব ওহে গুণাধার॥ এতেক বচন শুনি শুক মহামতি। কহিলেন শুন শুন অপূর্ব্ব ভারতী॥ মনু-ষ্যের একবর্ষ যতদিনে হয়। দেবতার অহোরাত্র তাহারেই কয়॥ এরূপ ত্রিষষ্টি আর শতবর্ষ হলে। দিব্যবর্ষ হয় তাহে শাস্ত্রে হেন বলে॥ দ্বাদশ সহস্র বর্ষ হলে এইরূপ। চতুর্যুগ হয় তাহে জানিবে স্বরূপ॥ এরূপ সহস্র যুগ যত দিনে হয়। বিধাতার দিন তাহে শাস্ত্রের নির্ণয়॥ ঐরূপ সহস্র যুগ গত হলে পরে। বিধাতার রাত্রি তাহা শাস্ত্রে হেন বলে॥ একাত্তর যুগে হয় এক মন্বন্তর। ততকাল রাজ্য করে এক পুরন্দর॥ বিধাতার এক দিন যত কালে হয়। চতুর্দ্দশ ইন্দ্র তাহে আছয়ে নিশ্চয়॥ মনুর আখ্যান এবে করহ শ্রবণ। প্রথমতঃ স্বায়ম্ভুব ওহে মহাত্মন॥ ব্রহ্মার শরীর হতে জনম ইহার। আদ্য মনু বলি খ্যাত ওহে গুণাধার॥ স্বারোচিষ তার পর ওহে মহামুনে। তৃতীয় উত্তম মনু জানে সর্ব্বজনে॥ চতুর্থ তামস মনু খ্যাত চরাচরে। পঞ্চম রৈবত মনু ওহে গুণাকর॥ [illegible] পর বিদিত ধরায়। সপ্তম স

শ্রাদ্ধদেব কহিনু তোমায় ॥ সাবর্ণি অষ্টম মনু বিদিত ভুবন। নবম জানিবে ব্রহ্মসাবর্ণি সুজন ॥ দশম জানিবে বিষ্ণুসাবর্ণি আখ্যান। তৎপরে জানিবে রুদ্র-সাবর্ণি ধীমান ॥ ধরম-সাবর্ণি পরে জানিবে সুমতি। শেষেতে দেব-সাবর্ণি ওহে মহামতি ॥ সবার শেষেতে ইন্দ্রসাবর্ণি আখ্যান। চতুর্দ্দশ মন্বন্তর ওহে মতিমান ॥ অতীত হয়েছে তার সপ্ত মন্বন্তর। পরেতে হইবে আর ওহে মুনিবর ॥ চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে যত কাল হয়। চারি অংশ আছে তাহে শাস্ত্রের নির্ণয় ॥ প্রথমেতে সত্য আর ত্রেতা দ্বিতীয়েতে। তৃতীয়ে দ্বাপর আর কলি যে শেষেতে ॥ সহস্র সংখ্যক দিব্য বর্ষ হলে পর। কলির হইবে শেষ ওহে গুণধর ॥ ইহার দ্বিগুণ মান দ্বাপরেতে ধরে। তাহার দ্বিগুণ ত্রেতা জানিবে অন্তরে ॥ অবশিষ্ট সত্যযুগ ওহে তপোধন। বলিনু তোমার কাছে শাস্ত্রের বচন ॥ প্রতি মন্বন্তরে দেবদেব জনার্দ্দন। স্বেচ্ছাবশে অবতার করেন গ্রহণ ॥ দৈত্যদর্পহারী তিনি দেবতা-পালক। অধর্ম্ম-বিনাশী হন ধর্ম্মের স্থাপক ॥ রাজবংশ-বিবরণ করহ শ্রবণ। অতিশুদ্ধ পুণ্যকর্ম্মা সেই সব জন ॥ সূর্য্যবংশ চন্দ্রবংশ বিদিত ধরায়। প্রথমতঃ সূর্য্যবংশ বলিব তোমায় ॥ দেব-দেব প্রজাপতি দেব পদ্মাসন। শ্রীহরির নাভিপদ্মে তাঁহার জনম ॥ মরীচি তাঁহার পুত্র বিদিত ভুবনে। কশ্যপ মরীচি-পুত্র জানে সর্ব্বজনে ॥ কশ্যপের পুত্র সূর্য্য আর দেবগণ। শ্রাদ্ধদেব সূর্য্যপুত্র ওহে তপোধন ॥ শ্রাদ্ধদেব লাভ করে ইক্ষ্বাকু তনয়। শশাদ ইক্ষ্বাকুপুত্র ওহে মহাশয় ॥ যুগন্ধর তার পুত্র ওহে মহামতি। যুগন্ধরপুত্র হয় অনেনা সুমতি ॥ তার পুত্র বিশ্বগন্ধি ধর্ম্মপরায়ণ। দৃঢ়াশ্ব তাহার পুত্র ওহে তপোধন ॥ অম্বরীষ তার পুত্র বিদিত ভুবনে। ভুবল তাহার পুত্র জানে সর্ব্বজনে ॥ ককুৎস্থ তাহার পুত্র অতি মহা-মতি। কপিলাশ্ব তার পুত্র জানিবে সুমতি ॥ দেবমীঢ় তার পুত্র অতি বল-ধর। কাম্পিল্য তাহার পুত্র খ্যাত চরাচর ॥ নবম্য তাহার পুত্র জানে সর্ব্বজনে। মহাবল তার পুত্র কহি তব স্থানে ॥ যুবনাশ্ব তার পুত্র ওহে মহামতি। যুব-নাশ্ব লভে পুত্র মান্ধাতা সুমতি ॥ অম্বরীষ তার পুত্র বিখ্যাত ভুবন। তাহার তনয় অহিবন্ধুহা সুজন ॥ যুবনাশ্ব তার পুত্র ধর্ম্মে মতি যার। নিষধ তাহার পুত্র ওহে গুণাধার ॥ নিষধের পুত্র জন্মে বাহুক আখ্যান। বাহুকের পুত্র হয় সগর ধীমান ॥ অসমঞ্জা তার পুত্র অতি গুণধর। অংশুমান তার পুত্র খ্যাত চরাচর ॥ তাঁহার তনয় হয় দিলীপ ভূপতি। ভগীরথ তার পুত্র অতি মহা-মতি ॥ তার পর জন্মে রঘু ধর্ম্মপরায়ণ। দশরথ তার পুত্র বিদিত ভুবন ॥ ভগবান্ বিষ্ণু জন্মে তাঁহার আগারে। রাম আদি চারিরূপে জানে সর্ব্ব নরে ॥ রামের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি খ্যাত চরাচর। বলিলাম সূর্য্যবংশ ওহে গুণধর ॥ চন্দ্র-বংশ-বিবরণ করহ শ্রবণ। ব্রহ্মার তনয় অত্রি বিদিত ভুবন ॥ অত্রির তনয় চন্দ্র খ্যাত চরাচরে। চন্দ্রের তনয় বুধ জানে সব নরে ॥ তাহা হতে পুরোরবা

লভেন জনম। তার পুত্র আয়ু নাম করেন ধারণ॥ আয়ুর তনয় বস্তিনাৰ নাম ধরে। বিয়তি তাহার পুত্র জানিবে অন্তরে॥ বিয়তির পুত্র কৃতি ধর্ম্ম-পরায়ণ। নহুষ তাহার পুত্র জানে সর্ব্বজন॥ নহুষের পুত্র হয় যযাতি সুমতি। যযাতির পঞ্চ পুত্র খ্যাত বসুমতী॥ দ্বিতীয় তাহার পুরু জানে সর্ব্বজন। জন্মে-জয় তার পুত্র বিখ্যাত ভুবন॥ প্রচিন্বান তার পুত্র জানিবে অন্তরে। মনস্যু তাহার সুত কহিনু তোমারে॥ চারুপদ তার পুত্র ধর্ম্মপরায়ণ। তাহার তনয় সম্ভ ওহে তপোধন॥ বহুগর তার পুত্র ওহে মহামতি। তাহার তনয় হয় নামেতে সংযাতি॥ অহংযাতি তার পুত্র অতি গুণধর। রৌদ্রাশ্বের পিতা তিনি খ্যাত চরাচর॥ তৎপুত্র অবন্তীনাথ জানে সর্ব্বজন। সুমতি তাঁহার পুত্র ওহে তপোধন॥ মেধাতিথি তার পুত্র জানিবে অন্তরে। দুষ্মন্ত তাহার পুত্র খ্যাত চরাচরে॥ দুষ্মন্তের পুত্র হয় ভরত আখ্যান। রন্তিদেব তার পুত্র অতীব ধীমান॥ অজমীঢ় তার পুত্র অতি গুণধর। শান্তি নামে পুত্র লভে সেই নর-বর॥ শান্তির তনয় হয় নামে দিবোদাস। যাহার অতুল যশ ভুবনে প্রকাশ॥ শতানন্দ তার পুত্র ধর্ম্মপরায়ণ। মিত্রয়ু তাহার পুত্র অতীব সজ্জন॥ দ্রুপদ তাহার পুত্র ওহে মহামতি। পূর্ব্বসু্য তাহার পুত্র অতীব সুমতি॥ ঋক্ষসুত তার পুত্র ওহে তপোধন। তাহার তনয় হয় নামে সম্বরণ॥ তার পুত্র মহাবল কুরু নাম ধরে। প্রতীপ তাহার পুত্র বিদিত সংসারে॥ প্রতীপের পুত্র হয় বাহ্লীক সুমতি। শান্তনু তাহার পুত্র ওহে মহামতি॥ তাহার তনয় হয় অতি বলধর। নামেতে বিচিত্রবীর্য্য ওহে গুণধর॥ তাঁহার তনয় হয় পাণ্ডু নরপতি। পঞ্চ পুত্র জন্মে যার খ্যাত বসুমতী॥ ধর্ম্ম বায়ু ইন্দ্র এই তিন দেব হতে। কুন্তী-গর্ভে তিন পুত্র জনমে ভারতে॥ অশ্বিনীকুমার-অংশে আর দুই জন। মাদ্রীর গর্ভেতে জন্মে পাণ্ডুর নন্দন॥ পাণ্ডব বলিয়া পঞ্চ বিখ্যাত সংসারে। পুণ্যযশা পুণ্যকীর্ত্তি কহিনু তোমারে॥ সর্ব্বজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম-পরায়ণ। মহাবল ভীমসেন দ্বিতীয় নন্দন॥ নররূপে পূর্ব্বজন্মে আছিলেন যিনি। অর্জ্জুনরূপেতে তিনি আসেন অবনী॥ নকুল ও সহদেব এই দুই জন। মাদ্রীর উদরে জন্মে যমজ নন্দন॥ অভিমন্যু নামে পুত্র অর্জ্জুনের হয়। পরীক্ষিত তার পুত্র আছে পরিচয়॥ জন্মেজয় নামে হয় তাঁহার নন্দন। কহিনু তোমার পাশে ওহে তপোধন॥ যযাতির জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুনাম ধরে। বলিয়াছি সেই কথা পূর্ব্বেতে তোমারে॥ তাঁহার তনয় হয় নল অভিধান। কৃতবীর্য্য তার পুত্র ওহে মতিমান॥ অর্জ্জুন নামেতে হয় ইহার তনয়। যাঁহার সহস্র বাহু আছে পরিচয়॥ যাঁহারে স্মরণ কৈলে আপনার মনে। নষ্ট দ্রব্য পায় পুনঃ শাস্ত্রের বচনে॥ এইরূপে দ্রব্যলাভ করিয়া সুজন। লবণ স্পর্শিবে পরে ওহে মহাত্মন॥ লবণ করিবে দান ব্রাহ্মণের করে। শাস্ত্রের বিচার এই কহিনু তোমারে॥ অর্জ্জুনের পুত্র হয় বিষ্ণি অভিধান। শশবিন্দু তার পুত্র

ওহে মতিমান॥ শশবিন্দু-পৌত্র যিনি বভ্রুনাম ধরে। তার পুত্র ভোজরাজ বিখ্যাত সংসারে॥ সৌমিত্র নামেতে হয় তাঁহার নন্দন। সৌমিত্রের পুত্র যিনি বিখ্যাত ভুবন॥ তাঁহার তনয় নিম্ন ওহে মহামতি। নিম্নের তনয় দুই খ্যাত বসুমতী॥ সত্রাজিৎ একের নাম শুন তপোধন। প্রসেন দ্বিতীয় পুত্র ধর্ম্মপরায়ণ॥ তাহার তনয় হয় শূর অভিধান। বসুদেব তার পুত্র অতি মতিমান॥ ইহার তনয় কৃষ্ণ গোলক-ঈশ্বর। দ্বাপরান্তে অবতীর্ণ ওহে গুণধর॥ চন্দ্রবংশ এইরূপ করিনু কীর্ত্তন। মনুবংশ অতঃপর করিব বর্ণন॥ এবে কি শুনিতে বাঞ্ছা কহ মহামতি। পুরাণে হরির লীলা অপূর্ব্ব ভারতী॥

ত্রিংশ অধ্যায়।

গণেশের জন্ম, তাঁহার শিরঃপতন, নন্দী সহ ইন্দ্রের যুদ্ধ ও ঐরাবতের মস্তক আনয়ন এবং গণেশের স্কন্ধে যোজন।

পুরা পপ্রচ্ছ গিরিজা শঙ্করং লোকশঙ্করং।
অপত্যলিপ্সুনী দেবী সা পতিং নিখিলা স্থিরং॥
নিরংশস্য ক্রিয়া নাস্তি তস্মাৎ সা পতিতো ভব।
পৌত্রার্থ যদি সংপ্রাপ্য তৎসম ফলদায়কং॥

জৈমিনি জিজ্ঞাসে পুনঃ ওহে ভগবন্। তব মুখে সুধাকথা করিনু শ্রবণ॥ শিববংশ শুনিবারে বাসনা আমার। কৃপা করি কহ তাহা করিয়া বিস্তার॥ এতেক বচন শুনি শুক মহামতি। কহিলেন শুন শুন অপূর্ব্ব ভারতী॥ পরম পুরুষ শিব ওহে মতিমান। পুরুষ নাহিক কেহ শিবের সমান॥ পার্ব্বতী সমান নারী নাহিক ভুবনে। দুই জন সৃষ্টি-কর্ত্তা জানিবেক মনে॥ সংসারে পুরুষ যত কর দরশন। শিবাত্মক বলি সবে জান তপোধন॥ যাবত রমণী হয় পার্ব্বতী রূপিণী। শাস্ত্রের বচন ইহা ওহে মহামুনি॥ পুংলিঙ্গ-রূপক শিব ওহে তপোধন। স্ত্রীলিঙ্গরূপিণী দেবী শাস্ত্রের বচন॥ শিব দেবী লিঙ্গরূপে অখিল সংসারে। স্থাবর জঙ্গমে ব্যাপ্ত কহিনু তোমারে॥ অতএব শুন শুন ওহে তপোধন। শিববংশ সর্ব্ব বিশ্ব কর দরশন॥ শিবাত্মক বলি সব জানিবে অন্তরে। শিববংশ নাহি ভিন্ন কহিনু তোমারে॥ শিব শক্তি-যুত সব জানিবে ধীমান। ইহা ভিন্ন নাহি কিছু ওহে মতিমান॥ শিব-শক্তি-যুত বিষ্ণু যিনি নিরঞ্জন। শিব-শক্তি-যুত বিধি জানিবে সুজন॥ শিব-শক্তি-যুত জান দেবতা নিকরে। শিব শক্তি মব

ভাব জগত-সংসারে ॥ একদা-কৈলাস শিরে গিরিজা সুন্দরী। বসিয়া আছেন সুখে সহিতে পুরারি ॥ অপত্য বাসনা হলো দেবীর অন্তরে। বিনয়ে কহেন শিবে অতি ধীরে ধীরে। বংশহীন যেই জন ওহে ত্রিলোচন। ধর্ম্ম কর্ম্ম নাহি তার জানিবে কখন ॥ অতএব মম গর্ভে সন্তান জন্মায়ে। মহাসুখে থাক তারে আনন্দে লইয়ে ॥ দেবীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। মধুর বচনে কহে দেব পঞ্চানন ॥ শুন শুন শৈলসুতে বচন আমার। শুনিনু তোমার মুখে একি চমৎকার ॥ গৃহস্থ কখন আমি নহে ত সুন্দরী। পুত্রে মম কিবা কাজ ওহে সুরেশ্বরি ॥ কুচক্র করিয়া যত স্বর্গবাসীগণ। ভার্য্যারূপে মোরে তোমা করেছে অর্পণ ॥ যে জন গৃহস্থ হয় গৃহে বাস করে। পুত্র কিম্বা ধন-বাঞ্ছা সেই জন করে ॥ পুত্র হেতু দারগ্রহ শাস্ত্রের বচন। পুত্র বাঞ্ছা শুধু হয় পিণ্ড প্রয়োজন ॥ আমার মরণ নাই কভু কোন কালে। পুত্রে তবে কিবা কাজ বল দেখি মোরে ॥ যে জন জগতে করে ব্যাধি নিরূপণ। ঔষধে তাহার বল কিবা প্রয়োজন ॥ যত নর নারী বিশ্বে কর দরশন। সবার শরীরে আছি মোর দুইজন ॥ আনন্দ রূপেতে থাকি সবার অন্তরে। তাহাতে অপত্য জন্মে এ বিশ্ব-সংসারে ॥ অনপত্য মোরা দোঁহে শুনহ সুন্দরী। আত্মারামরূপে সদা বিচরণ করি ॥ পতির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। মধুর বচনে সতী কহেন তখন ॥ শুন শুন দেবদেব শশাঙ্কশেখর। নীলকণ্ঠ ত্রিলোচন স্মরহর হর ॥ যা বলিলে সত্য বটে ওহে পঞ্চানন। আমি কিন্তু বাঞ্ছা করি পুত্র একজন ॥ পুত্র দিয়া মোরে তুমি ওহে মহেশ্বর। মনের হরিষে যোগ কর তার পর ॥ যোগী হয়ে ইচ্ছামত কর বিচরণ। পুত্রধনে পালি আমি করিয়া যতন ॥ পুত্রের বদন আমি করিব চুম্বন। মনে মনে বড় আশা ওহে পঞ্চানন ॥ ভার্য্যারূপে তুমি মোরে লয়েছ পুরারি। অতএব পুত্র-দান কর কৃপা করি ॥ দেবীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। কহিলেন কোপ-বশে দেব ত্রিনয়ন ॥ পুত্র পৌত্র বংশ বাঞ্ছা করিতেছ মনে। অতএব মম বাক্য শুনহ শ্রবণে ॥ যদ্যপি লভহ তুমি কখন নন্দন। বিবাহ-বিমুখ হবে সেই পুত্রধন ॥ এত বলি দেবদেব অতি রোষভরে। তথা হতে উঠি যান অতীব সত্বরে ॥ তাহা দেখি গিরিসুতা বিষাদে মগন। অধোমুখে মনোদুঃখে করেন চিন্তন ॥ জয়া ও বিজয়া ছিল নিকটে তাঁহার। সখিদুঃখে দুঃখ জন্মে হৃদে দোঁহাকার ॥ দ্রুতগতি শিবপাশে করিয়া গমন। মিষ্টভাবে তুষিলেন পাগলের মন ॥ অবশেষে পুনঃ আসি দেবীর গোচর। দেবীরে বিমনা দেখি বলেন শঙ্কর ॥ কেন দেবী মনোদুঃখে কর অবস্থান। পুত্রাভাবে কেন তুমি ব্যাকুল পরাণ ॥ পুত্রের বদন তুমি করিবে চুম্বন। এই বাঞ্ছা যদি তব করিয়াছে মন ॥ দিতেছি তোমারে পুত্র করহ গ্রহণ ॥ স্নেহভরে পুত্রমুখ করহ চুম্বন ॥ এত বলি বস্ত্র এক লইয়া শঙ্কর। বলিলেন লহ এই তনয়

সুন্দর ॥ যতনে তনয়ে এই করহ পালন। যত ইচ্ছা স্নেহবশে করহ চুম্বন ॥
এতেক বচন শুনি কহেন পার্ব্বতী। কি বল কি বল নাথ ওহে পশুপতি ॥
বস্ত্র লয়ে কিবা কার্য্য হইবে আমার। পুত্রকার্য্য হবে ইথে কিসে গুণাধার ॥
রক্তবর্ণ মম বস্ত্র করিয়া গ্রহণ। পুত্র বলি মোরে তুমি করিলে অর্পণ ॥ পরি-
হাস ছাড় নাথ মিনতি তোমারে। পশুবুদ্ধি নহি আমি জানিবে অন্তরে ॥
বস্ত্র লয়ে বল দেখি ওহে পঞ্চানন। পুত্র লাভে যে আনন্দ হয় কি কখন ॥
এত বলি সেই বস্ত্র লইয়া সুন্দরী। পুত্র সম রাখে ক্রোড়ে অতি যত্ন করি ॥
উপহাস ভাবি মনে করেন চিন্তন। অকস্মাৎ পুত্ররূপী হইল বসন ॥ কোলেতে
থাকিয়া পুত্র নাচিতে লাগিল। জীব জীব বলি সতী আনন্দে ভাসিল ॥ জীবন
পাইয়া শিশু আনন্দে মগন। মা মা বলি ঘন ঘন করিছে রোদন ॥ তাহারে
লইয়া কোলে শিবের ঘরণী। স্তনদুগ্ধ দেন মুখে আনন্দে তখনি ॥ দুগ্ধ পান
করি শিশু আনন্দে মগন। ঘন ঘন মাতৃপানে করে দরশন ॥ বদন চুম্বেন
সতী অতি স্নেহভরে। এইরূপে রহে শিশু অঙ্কের উপরে ॥ আলিঙ্গন করি
পুত্রে কৈলাস ঈশ্বরী। মহেশে সম্বোধি কন শুনহ পুরারি ॥ ধর ধর পুত্রধনে
করহ গ্রহণ। কৃপা করি দিলে তুমি তনয় রতন ॥ পুত্রলাভে কিবা সুখ
দেখ মহেশ্বর। এত বলি দেন শিশু মহেশের কর ॥ দেবীর বচন শুনি দেব
পঞ্চানন। কহিলেন প্রিয়ভাষে মধুর বচন ॥ পরিহাস করি বস্ত্র দিলাম
ঈশ্বরী। তাহাতে জন্মিল পুত্র রূপের মাধুরী ॥ ভাগ্যবশে পুত্র হৈল আশ্চর্য্য
ঘটন। দেহ দেখি আয়ু সংখ্যা করিগো গণন ॥ এত বলি পুত্র কোলে লয়ে
পঞ্চানন। যতনে নিপুণ করি করেন দর্শন ॥ সর্ব্ব অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি দেখি
মহেশ্বর। পার্ব্বতীরে সম্বোধিয়া করেন উত্তর ॥ গ্রহদোষে জন্মিয়াছে তনয়
রতন। বহু দিন না বাঁচিবে কহিনু বচন ॥ অল্প আয়ু এই পুত্র শুনগো
ভবানী। অচিরে ত্যজিবে প্রাণ কহিলাম বাণী ॥ এইরূপ বলিতেছে দেব
পঞ্চানন। সহসা ঘটিল এক অপূর্ব্ব ঘটন ॥ শিশুর মস্তক ছিন্ন হইয়া তখন।
দেখিতে দেখিতে হলো ভূতলে পতন ॥ উত্তর মুখেতে শির ভূতলে পড়িল।
ছিন্নশির শিশু কোলে পার্ব্বতী লইল ॥ ঘন ঘন মহাদেবী করেন রোদন।
হা বৎস হা বৎস বলি হৈল অচেতন ॥ বিস্মিত হইয়া রহে দেব মহেশ্বর। ছিন্ন
শির তুলি লন হস্তের উপর ॥ মিষ্টভাষে পার্ব্বতীরে করি সম্বোধন। কহি-
লেন শুন প্রিয়ে না কর রোদন ॥ পুত্রশোক নাহি কর আপন অন্তরে। জীবিত
করিব পুত্রে কহিনু তোমারে ॥ ছিন্ন শির লয়ে পুনঃ স্কন্ধেতে ইহার। জুড়িয়া
দেহ গো প্রিয়ে কহিলাম সার ॥ এত শুনি হৈমবতী সানন্দ অন্তরে। ছিন্ন
শির লয়ে দেন স্কন্ধের উপরে ॥ কিন্তু জোড়া নাহি লাগে করেন চিন্তন।
সহসা আকাশবাণী উঠিল তখন ॥ "শুন শুন দেবদেব ওহে পঞ্চানন। গ্রহ-
দোষে জন্মিয়াছে তোমার নন্দন ॥ রিষ্ট দৃষ্টি পড়িয়াছে শিশুর উপরে। এ

শির জুড়িবে নাহি স্কন্ধের উপরে॥ অতএব মম বাক্য করহ শ্রবণ। অন্যের মস্তক শীঘ্র কর আনয়ন॥ স্কন্ধেতে সংলগ্ন কর বাঁচিবে এখনি। কিন্তু এক কথা শুন ওহে শূলপাণি॥ উত্তর শিয়রী হয়ে তোমার নন্দন। আছিল করেছে তব ওহে ত্রিলোচন॥ অতএব যার শির আনিবে পুরারি। সেই জন হয় যেন উত্তর শিয়রী॥" দৈববাণী শুনি তবে দেব পঞ্চানন। দেবীরে আশ্বাস বাক্য করেন অর্পণ॥ নন্দীরে ডাকিয়ে তবে দেবদেব হর। মস্তক আনিতে তারে পাঠান সত্বর॥ শিবের আদেশে নন্দী করে অন্বেষণ। ক্রমে ক্রমে বিচরিল এ তিন ভুবন॥ অবশেষে উত্তরিল ইন্দ্রের নগরে। দেখে ঐরাবত আছে উত্তর শিয়রে॥ তাহা দেখি নন্দী হয়ে পুলকে মগন। মস্তক কাটিতে হয় উদ্যত তখন॥ ভয় পেয়ে ঐরাবত মহাশব্দ করে। শুনিলেন দেবরাজ শ্রবণ-বিবরে॥ দ্রুতগতি সেই স্থানে করি আগমন। নন্দীরে সম্বোধি কন সকোপ বচন॥ কেবা তুমি গজ হত্যা করিছ আমার। দেখিতেছি তোমারে যে অদ্ভুত আকার॥ কাহার আজ্ঞায় তব হেথা আগমন। কি হেতু করেছে খড়্গ করেছ ধারণ॥ এতেক বচন শুনি নন্দীশ্বর কয়। শিবদাস আমি নন্দী ওগো মহাশয়॥ শিবের আজ্ঞায় মম হেথা আগমন। ঐরাবত-শির লব এই আকিঞ্চন॥ শিবের তনয় এক লভেছে জনম। রিষ্টিকালে জন্ম তার শুনহ রাজন॥ সেহেতু পতন হৈল মস্তক তাহার। দৈববাণী হৈল পরে ওহে গুণাধার॥ উত্তর শিয়রে শুয়ে আছে যেই জন। তাহার মস্তক আনি করহ যোজন॥ এই হেতু আসিয়াছি শিবের আজ্ঞায়। গজের মস্তক লব কহিনু তোমায়॥ ঐরাবত-আশা ত্যাগ করহ রাজন। ইহার অন্যথা নাহি হবে কদাচন॥ শিবের তনয় পুনঃ পাবে প্রাণদান। এ হেতু গজের তব বধিব পরাণ॥ নন্দীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। রোষভরে দেবরাজ কাঁপে ঘন ঘন॥ অবশেষে দেবগণে ডাকিয়া সঘনে। নন্দীরে কহেন ইন্দ্র সকোপ বচনে॥ শ্মশানে মশানে থাকে দেব পঞ্চানন। তাহার কিঙ্কর তুমি ওরে দুরাত্মন॥ আমি বিদ্যমানে তুমি ওরে দুরাচার। কি সাধ্য আমার গজে করিবে সংহার॥ এত বলি গদা তুলি অমর-রাজন। নন্দীশ্বরে বধিবারে করেন গমন॥ অমনি হুঙ্কার ছাড়ে শিব-অনুচর। ভস্মীভূত হৈল গদা দেখিছে অমর॥ পুনরায় অন্য গদা করিয়া গ্রহণ। নন্দীর উপরে মারে অমর-রাজন॥ অমনি সে গদা ধরি নিজ বাম করে। অবহেলে মারে নন্দী ইন্দ্রের উপরে। গদাঘাতে দেবরাজ কাতর তখন। ক্ষণকাল রহে বসি হয়ে অচেতন॥ অবশেষে সুস্থ হয়ে অতি রোষভরে। শূল লয়ে মারে পুনঃ নন্দীর উপরে॥ খড়্গাঘাতে নন্দী তাহা করিল ছেদন। ত্রিখণ্ড হইয়া শূল হইল পতন॥ তাহা দেখি বজ্র করে অমর-ঈশ্বর। পলায়ে চলিল ভয়ে হইয়া সত্বর॥ শিবচর নন্দীশ্বর করি দরশন। ভীষণ মুরতি তবে করিল ধারণ। সহসা মাতলি তথা করি আগমন।

ঐরাবত গজ ইন্দ্রে করে সমর্পণ ॥ মাহুত-প্রদত্ত গজে চড়ি দেবেশ্বর। বজ্র হস্তে হন পুনঃ অতি ভয়ঙ্কর ॥ নন্দীর সহিত পুনঃ সমর করিতে। দেবগণে সঙ্গে করি চলেন ত্বরিতে ॥ দেবগণ রোষবশে করি আগমন। নন্দীর উপরে করে শর বরিষণ ॥ যত শর মারে সব নন্দীর শরীরে। পাষাণে লাগিয়া যেন পড়ি যায় দূরে ॥ পাষাণ-আকার নন্দী অদ্ভুত-দর্শন। বাম হস্তে তীক্ষ্ণ অস্ত্র করিয়া ধারণ ॥ হুঙ্কার করিয়া তীক্ষ্ণ খড়্গের প্রহারে। দেবতাগণের শর নিবারণ করে ॥ তাহার অদ্ভুত দেহ করি দরশন। দেবতা সকলে ভয়ে কাঁপে ঘন ঘন ॥ অবশেষে নন্দী করে খড়্গের আঘাত। ছিন্নশির হয়ে গজ হলো ভূমিপাত ॥ দেবগণ তাহা দেখি বিষাদে মগন। হাহা রবে সবে করে সঘনে রোদন ॥ মুণ্ড লয়ে নন্দী পরে আসিল সত্বর। তাহা দেখি মহা তুষ্ট দেব মহেশ্বর ॥ নন্দীর বিপুল বল করি দরশন। ঘন ঘন পঞ্চানন করে আলিঙ্গন ॥ মহাহর্ষে গজশির শিশুর স্কন্ধেতে। জুড়িয়া দিলেন শিব অতীব ত্বরিতে ॥ অমনি লভিল প্রাণ শিবের কুমার। পরম সুন্দর শিশু মোহন আকার ॥ স্থূলদেহ খর্ব্বকায় গজেন্দ্র-বদন। জবাপুষ্প সম কান্তি ধরে আনন ॥ গণ্ডস্থলে অবিরত মদজল ঝরে। গন্ধে মধুকরগণ চারিদিকে ঘোরে ॥ চতুর্বাহু লম্বোদর অতি বিমোহন। তনয়ে হেরিয়া শিব আনন্দিত মন ॥ দেখিতে আসিল যত অমর-নিকর। গজমুখ শিশু শোভে অঙ্কের উপর ॥ ব্রহ্মা আদি যত দেব পুলকিতমনে। পুত্র অভিষেক করে একান্ত যতনে ॥ লম্বোদর নাম ব্রহ্মা রাখেন তখন। সকল দেবগণ মধ্যে শোভিছে নন্দন ॥ এই হেতু অগ্রে পূজা হইল তাহার। পুত্র হেরি মহানন্দ শিব গুণাধার ॥ সরস্বতী মহাতুষ্ট হইয়া অন্তরে। অপূর্ব্ব লেখনী দিল তনয়ের করে ॥ জপমালা সমর্পিল দেব পদ্মাসন। গজরাজ দিল ইন্দ্র অমর-রাজন ॥ পদ্মাবতী পদ্ম দিল আনন্দের ভরে। নিজে শিব বাঘছাল দিলেন পুত্রেরে ॥ বৃহস্পতি যজ্ঞসূত্র করিল অর্পণ। পৃথ্বী দেবী সমর্পিল মূষিক বাহন ॥ যত সব মুনিগণ করি আগমন। রক্তবর্ণ শিবসুতে করিল স্তবন ॥ অবশেষে প্রজাপতি দেব পদ্মাসন। শিবেরে সম্বোধি কন মধুর বচন ॥ শুন শুন মহাদেব শশাঙ্কশেখর। তোমার তনয় এই দেব লম্বোদর ॥ তোমাতে ইহাতে ভেদ কিছু মাত্র নাই। অতএব শুন যাহা বলি তব ঠাঁই ॥ সবার আগেতে হবে গণেশ পূজন। সর্ব্বশেষে তব পূজা ওহে পঞ্চানন ॥ ইহা হলে অগ্রে কিম্বা আর পরিশেষে। তোমার হইল পূজা জানিবে বিশেষে ॥ দেবতাগণের পূজ্য তোমার নন্দন। গণাধিপ নাম হৈল এই সে কারণ ॥ গজমুখ ধরে শিশু ওহে মহেশ্বর। এই হেতু গজানন নাম অতঃপর ॥ ইন্দ্রেরে করিয়া জয় ওহে পঞ্চানন। গজশির নন্দী তব করেছে ছেদন ॥ একটী দশন তার ভাঙ্গিয়াছে তাই। একদন্ত নাম শিশু ধরিল গোঁসাই ॥ হেরম্ব আখ্যান হৈল বীজরূপ জান।

লম্বোদর নাম হৈল ওহে মতিমান ॥ ইহার স্মরণে হবে বিঘ্ন বিনাশন । এ হেতু বিঘ্নেশ নাম ওহে পঞ্চানন ॥ যাত্রাকালে কিম্বারম্ভে যেই মহামতি । গণেশে স্মরিবে শুন ওহে পশুপতি ॥ যাত্রাফল সিদ্ধি হবে জানিবে তাহার । আরব্ধ করম পূর্ণ ওহে গুণাধার ॥ সকল মঙ্গল কর্ম্মে দেব গজানন । পূজনীয় হবে শুন ওহে পঞ্চানন ॥ গণেশে পূজিলে হবে দেবতা অর্চ্চনা । সাধকের হবে তাহে সুসিদ্ধ কামনা ॥ এত বলি দেবদেব দেব পদ্মাসন । মৌনভাবে হৃষ্ট-মনে রহেন তখন ॥ ঐরাবত বিহনেতে সুর-অধিপতি । মনোদুঃখে শিবে কন ওহে পশুপতি ॥ দেবদেব মহাদেব ওহে ত্রিলোচন । পার্ব্বতী ঈশ্বর তব বন্দিগো চরণ ॥ নিবেদি তোমারে প্রভু ওগো দিগম্বর । মহাবল নন্দীশ্বর তব অনুচর ॥ ঐরাবত মম গজে করেছে নিধন । অজ্ঞানে করেছি মোরা নন্দী সহ রণ ॥ অপরাধ ক্ষমা কর ওহে পশুপতি । তোমার চরণে মম এই ত মিনতি ॥ যাহার আজ্ঞায় পারি নিজশির দিতে । গজশির দিবা ছার তাঁহার কাছেতে ॥ গজশির দিতে আমি ওহে পঞ্চানন । হয়েছিনু প্রথমতঃ অনিচ্ছু তখন ॥ অপরাধ ক্ষমা কর ওহে দিগম্বর । ভক্তি করি নতি করি চরণ উপর ॥ ইন্দ্রের বচন শুনি দেব পঞ্চানন । মধুর বচনে কহে করহ শ্রবণ ॥ ছিন্নশীর্ষ ঐরাবত লইয়া সাদরে । নিক্ষেপ করহ ইন্দ্র সাগরের নীরে ॥ পুনঃ ঐরাবত পাবে কহিনু বচন । যখন হইবে ক্ষীরসাগর মন্থন ॥ ঐরাবত-শির দিয়ে তুমি দেবরাজ । পুত্রেরে বাঁচায়ে কৈলে অতিহিত কাজ ॥ সে হেতু তোমারে আমি দিনু এই বর । সমুদ্র মন্থন কালে পাবে গজবর ॥ ইহা শুনি দেবরাজ পুলকিত মনে । বিদায় লইয়া যান আপন ভবনে ॥ ব্রহ্ম আদি সবে ক্রমে করেন গমন । পার্ব্বতী গণেশে করে লালন পালন ॥ গণেশ পরম যোগী সংসারে বিমুখ । অনিমাদি সদা হরি চিন্তায় উৎসুক ॥ একদা তাপসগণ আসিয়া সকলে । দেবদেবে গণদেবে বহু নতি করে ॥ গণেশ হেরম্ব গণাধিপ গজানন । গিরিশ-আত্মজ বীর পার্ব্বতীনন্দন ॥ লম্বোদর অগ্রপূজ্য যোগী দেবরাজ । চতুর্বাহু একদন্ত আর বিঘ্নরাজ ॥ সর্ব্বদা মঙ্গলরূপী সিদ্ধির ঈশ্বর । মূষিক-বাহন বীর [illegible] ॥ বীর দন্তুর দন্তী ধবল বদন । কেবল মোক্ষদ আর বৈষ্ণব সুজন ॥ পঞ্চপাণি পঞ্চবক্ত্র শঙ্কর ঈশ্বর । হরিগত নৃত্যকারী শিব সর্ব্বেশ্বর ॥ শিবপুত্র মহাবীর জগত আধার । শশীসূর্য্য-বিলোচন শৈবধর্ম্ম আর ॥ সামুদ্র সমুদ্রপাতা দিব্যরূপ জয় । সমুদ্র-জঠর বারিনাথ ও বিজয় ॥ গণেশের নামস্তত্র যেই জন পড়ে । পাতক নাহিক রহে তাহার শরীরে ॥ যাত্রাকালে পূজাকালে দানের সময় । গঙ্গাস্নানে শ্রাদ্ধ-কালে ওহে মহোদয় ॥ যে কোন মঙ্গল কর্ম্মে যেই জন পড়ে । প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা কিম্বা পড়ে ভক্তিভরে ॥ অথবা ভকতি করি করয়ে শ্রবণ । বিঘ্নরাশি তার কাছে না আসে কখন ॥ দিনে দিনে শুভ হয় জানিবে তাহার । ধন ধান্য

পুত্র আদি বাড়ে অনিবার॥ ইষ্টদেবে মহাভক্তি অবশ্য জনমে। বাঞ্ছিত সাধন হয় শাস্ত্রের বচনে॥ এইরূপে স্তব করি যত ঋষিগণ। আপন আপন স্থানে করিল গমন॥ গণেশের জন্মকথা বলিনু জৈমিনে। বিবাহ না করে দেব জেনো একমনে॥ আরো এক পুত্র পায় দেব পঞ্চানন। কার্ত্তিক তাঁহার নাম শুন তপোধন॥ তাহারো বিবাহ নাহি হইল ধীমান্। সে জন কৌমার-ব্রত করে অনুষ্ঠান॥ জিজ্ঞাসিয়াছিলে যাহা ওহে তপোধন। তব পাশে সব কৃপা করিনু কীর্ত্তন॥ তপস্যা কারণে এবে করহ প্রস্থান। যথাস্থানে যাই আমি ওহে মতিমান॥ জাবালিরে সম্বোধিয়া কহে দ্বৈপায়ন। জৈমিনি শুকের মুখে শুনিয়া বচন॥ গুরুরে প্রণাম করি একান্ত অন্তরে। তপস্যা কারণে যান অন্য কোন স্থলে॥ যোগবেত্তা শিব-অংশ শুক মহামতি। ইচ্ছা-বশে যথাস্থানে করিলেন গতি॥ শুনিলে জাবালি ঋষি করিনু বর্ণন। আর কি শুনিতে বাঞ্ছা কহ তপোধন॥ পুরাণের সার বৃহদ্ধরম পুরাণ। পদে পদে সুধাকথা বেদব্যাস গান॥

একত্রিংশ অধ্যায়।

বর্ণাশ্রমধর্ম্মকথন।

ব্যাস উবাচ। মূলপ্রকৃতিসম্ভূতা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
তেষু বৈ মধ্যমো বিষ্ণুঃ সত্ত্বদেহঃ সনাতনঃ॥
তস্মাজ্জাতন্ মুখাৎ বিপ্রাঃ সর্ব্ববেদসমাশ্রয়াঃ।
বাহোশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতাঃ প্রজাপালনহেতবে॥
ঊরুতো বণিজো জাতা ধনরক্ষণহেতবে।
ত্রয়াণাং সেবনার্থায় শূদ্রো জাতশ্চ পাদতঃ॥

সূতেরে সম্বোধি কহে শৌনক সুজন। শুনিনু তোমার মুখে অপূর্ব্ব কথন॥ পুনশ্চ জাবালি ঋষি ব্যাসের গোচরে। কি কথা জিজ্ঞাসা করে বল কৃপা করে॥ এতেক বচন শুনি সূত মহাশয়। কহিলেন শুন শুন ওহে ঋষি-চয়॥ জাবালি শুনিয়া সুখে দেবী-উপাখ্যান। বেদব্যাসে পুন কহে ওহে মতিমান॥ শুনিনু তোমার মুখে অপূর্ব্ব কথন। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম শুনি এবে আকিঞ্চন॥ কৃপা করি বল তাহা ওহে মহোদয়। শুনিয়া তোমার মুখে জুড়াই হৃদয়॥ ব্যাস বলে শুন শুন ওহে তপোধন। বলিব সকল কথা তোমার সদন॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিনজনে। আদিমা প্রকৃতি হতে জানিবে জনমে॥ তাঁর মাঝে বিষ্ণু হন জানিবে মধ্যম। সত্ত্বদেহধারী ইনি নিত্য

সনাতন ॥ সর্ববেদ-সমাশ্রিত যতেক দ্বিজাতি। বিষ্ণুর মুখেতে জন্মে ওহে মহামতি ॥ বাহু হতে জন্মে যত ক্ষত্র জাতিগণ। পালন করিবে প্রজা এই সে কারণ ॥ উরু হতে বৈশ্যগণ নিজ জন্ম ধরে। জনম তাদের হয় ধন রক্ষা তরে। এই তিন জাতীয়ের সেবন কারণ। পদ হতে শূদ্র জন্মে ওহে মহাত্মন ॥ এই রূপে চতুর্ব্বর্ণ করিয়া সৃজন। অবশেষে ধর্ম্ম সব হৈল উৎপাদন ॥ ধর্ম্মের দুইটী পথ আগম ও নিগম। এই দুটী হৈল সৃষ্ট ওহে মহাত্মন ॥ এই দুটী দ্বারা বিশ্ব জঙ্গম স্থাবর। রহিয়াছে অধিষ্ঠিত ওহে দ্বিজবর ॥ বেদমার্গ বলি জ্ঞান নিগম যে হয়। তন্ত্রমার্গ আগমেরে জানিবে নিশ্চয় ॥ বেদমার্গ কর্ম্মরূপ ওহে মতিমান। তন্ত্রমার্গ পরে কহে পৌণিক আখ্যান ॥ যোগ যারে বলে তাহা শুন মহোদয়। করম বিশেষ উহা আর কিছু নয় ॥ যোগ দ্বারা তত্ত্ব লাভ হয় মহামতি। বলিনু তোমার পাশে নিগূঢ় ভারতী ॥ কর্ম্মরূপ বেদমার্গ হতে মহাত্মন। যোগ কর্ম্ম লাভ হয় কহিনু বচন ॥ কর্ম্ম বিনা ক্ষণকাল থাকা নাহি যায়। কর্ম্মবশ জীবগণ কহিনু তোমায় ॥ যতদিন তত্ত্বজ্ঞান নাহি লাভ হয়। তত দিন কর্ম্মবশ জীবগণ রয় ॥ এ হেতু তত্ত্বার্থীগণ করম করিবে। কর্ত্তব্য করম ত্যাগে অধঃপাত হবে ॥ যাহারে অদ্বৈত ভাব বলে মহাত্মন। তত্ত্ব-মণি জ্ঞান তারে কহিনু বচন ॥ বাক্যে নাহি বুঝা যায় নিগূঢ় তাহার। কহিলাম তব পাশে ওহে গুণাধার ॥ কর্ম্মবশে দেহ লাভ কর্ম্মবশে ক্ষয়। কর্ম্মবশে স্বর্গ আর নরক নিশ্চয় ॥ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারি জাতি। স্বধর্ম্মে থাকিবে সদা ওহে মহামতি ॥ অনুত্তম তত্ত্ব লাভ তাহা হলে হয়। কহিনু তোমার পাশে ওহে মহোদয় ॥ শূদ্রগণ শৌদ্র ধর্ম্ম পালিবে যতনে। বৈশ্যগণ রবে সদা আপন ধরমে ॥ ক্ষত্রগণ নিজধর্ম্ম করিবে পালন। স্বধর্ম্মে নিরত রবে দ্বিজজাতিগণ ॥ সৎক্রিয়া করিবে বিপ্র মুক্তি লাভ তরে। কহিনু নিগূঢ় কথা তোমার গোচরে ॥ উচ্চবর্ণে যেই ধর্ম্ম আছে নিরূপণ। নীচ হয়ে যদি তাহা করে আচরণ ॥ তাহা হলে পড়ে সেই নরক-মাঝারে। এ হেতু আপন ধর্ম্ম পালিবে সাদরে ॥ যে জাতি যেমন কর্ম্ম করিবে পালন। ক্রমে ক্রমে বলিতেছি করহ শ্রবণ ॥ যজ্ঞ অধ্যয়ন দান এ তিন করম। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য করিবে সাধন ॥ এ তিন জাতির সেবা শূদ্রেরা করিবে। তিনের আদেশ তারা সর্ব্বথা পালিবে ॥ বিপ্রেরে সেবিবে সদা ক্ষত্রজাতিগণ। বিপ্র-সেবা ক্ষত্র-সেবা বৈশ্যের করম ॥ এ তিনে করিবে সেবা শূদ্রজাতিচয়। শূদ্রেরা পালিবে সবে হইয়া সদয় ॥ দেবশর্ম্মা বিপ্রগণ করিবে লিখন। বর্ম্মা বলি লিখিবেক ক্ষত্রজাতিগণ ॥ বৈশ্যগণ ধন শব্দ করিবে প্রয়োগ। শূদ্রের পরেতে হবে দাস শব্দ যোগ ॥ বিপ্রা কিম্বা ক্ষত্রনারী দেবী যে লিখিবে। বৈশ্যা শূদ্রা দাসী শব্দ অন্তে লিখিবে ॥ সম্মুখে ব্রাহ্মণ যদি হয় দরশন। প্রণাম করিবে তাঁরে অন্য জাতিগণ ॥ বিপ্র

দেখি যেই জন না করে প্রণাম। ব্রহ্মহত্যা পাপী সেই ওহে মতিমান ॥ সংস্কৃত বচন সদা বলিবে ব্রাহ্মণ। পরস্পর প্রণমিবে করিলে দর্শন ॥ পিতা কিন্তু পুত্রে নাহি করিবে প্রণাম। আরো যাহা বলি তাহা শুন মতিমান ॥ জল কিম্বা জলপাত্র হস্তেতে যাহার। অগ্নি হাতে করি যেই করে আগুসার ॥ কিম্বা অধ্যয়নে রত আছে যেই জন। অথবা যে জন বসি করিছে ভোজন ॥ রন্ধন করিছে কিম্বা যোগে রত রয়। প্রণাম করিতে তারে নাহি মহোদয় ॥ পুষ্প হাতে আছে যার কিম্বা আছে ধ্যানে। নিদ্রিত রয়েছে কিম্বা শুইয়া শয়নে ॥ ক্রোধযুক্ত কিম্বা যারে করিবে দর্শন। অথবা ধাবিত হয়ে যায় যেই জন ॥ সে জনে প্রণাম নাহি কখন করিবে। প্রণমিলে মহাপাপে মজিতে হইবে ॥ আর্দ্রবস্ত্রে যেই বিপ্র করেন গমন। অস্ত্র শস্ত্র কিম্বা যেই করিছে ধারণ ॥ পতিত হয়েছে ভূমে যেই বিপ্রবর। অথবা উন্মত্ত যেই ওহে দ্বিজবর ॥ অতিনিম্ন স্থানে কিম্বা করে অবস্থান। অন্যমনা হয়ে কিম্বা রহে মতিমান ॥ প্রণাম তাহারে নাহি করিবে কখন। শাস্ত্রের বচন ইহা ওহে তপোধন ॥ পৃষ্ঠদেশ নিরীক্ষিত হতেছে যাহার। সিনান করিছে কিম্বা ওহে গুণাধার ॥ প্রহার করিছে কিম্বা অন্য কোন জনে। প্রণাম করিবে নাহি কভু সেই জনে ॥ যে বিপ্র গাত্রেতে তৈল করিছে মর্দ্দন। কিম্বা কোন দ্রব্য আনি করিছে ভোজন ॥ উচ্চ স্থান হতে কিম্বা গিয়াছে পড়িয়া। উচ্ছিষ্ট শরীরে কিম্বা রয়েছে বসিয়া ॥ সিক্তবস্ত্র যেই বিপ্র কিম্বা বিবসন। প্রণাম তাহারে নাহি করিবে কখন ॥ প্রণাম করিলে তারে আশীর্ব্বাদ দিবে। আগেতে আশীষ বিপ্র কভু না করিবে ॥ যদ্যপি প্রমাদে করে ওহে মহামতি। অন্তিমে দোঁহার হবে নরকেতে গতি ॥ পরস্পর বিপ্র যেই গুণবৃদ্ধ হয়। বয়সে অধিক কিম্বা ওহে মহোদয় ॥ প্রণাম করিবে তারে শাস্ত্রের বচন। কিন্তু এক কথা বলি শুন তপোধন ॥ গুরুজন যদি হয় গুণেতে অধম। প্রণাম তথাপি তারে করিবে সুজন ॥ গুরুর বিষয় পূর্ব্বে বলিয়াছি আমি। মনে মনে ভাবি দেখ ওহে মহামুনি ॥ গুরুজনে নাম ধরি কভু না ডাকিবে। ডাকিলে পাতক তারে সর্ব্বথা ঘেরিবে ॥ পরোক্ষে তাঁদের দোষ করিলে কীর্ত্তন। মহাপাপে ডুবে সেই অধম দুর্জ্জন ॥ মাতুলাদি গুরুজন বয়োনীচ হলে। প্রণাম করিবে তারে মন-কুতূহলে ॥ সম্পর্কে যে জন বৃদ্ধ নমিবে তাহায়। কিন্তু না স্পর্শিবে পদ কহিনু তোমায় ॥ বয়সে কনিষ্ঠ হয় যেই গুরুজন। পাদস্পর্শ তার নাহি করিবে কখন ॥ সম্পর্কে যাহারা তুল্য বয়সে সমান। তাহাদিগে নমস্কার করিবে ধীমান ॥ গুরুজন ভিন্ন অন্য রমণীগণেরে। বিপ্র হয়ে কভু নাহি প্রণমিবে তারে ॥ যুবতী গুরুর ভার্য্যা করিলে দর্শন। প্রণমিবে কিন্তু নাহি স্পর্শিবে চরণ ॥ ভাতৃবধূ পুত্রবধূ শিষ্যের রমণী। শাশুড়ী যে জন কিম্বা ওহে মহামুনি ॥ ইহাঁদের সম্মুখেতে না রবে কখন। অঙ্গ স্পর্শ দূরে থাক ওহে মহাত্মন ॥

দর্শনে হবে সদা শাস্ত্রের বচনে। কহিনু নিগূঢ় কথা তোমার সদনে ॥ উচ্ছিষ্ট এ সবে নাহি করিবে অর্পণ। শাস্ত্রের বচন ইহা ওহে মহাত্মন ॥ জননী গুরুর পত্নী শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী। জ্যেষ্ঠা সহোদরা মাসী আর মাতু-লানী ॥ পিসী এই সাতজন জননী সমান। জননী সমান সবে করিবে আহ্বান ॥ যথাক্রমে এই সাত শ্রেষ্ঠ নীচ হয়। সর্ব্বদা সুপূজ্য মান্য ইহাঁরা নিশ্চয় ॥ ভার্য্যার মাতুল আদি যারা মহামতি। সমাদরে তাঁহাদিগে করিবে প্রণতি ॥ রমণীর ভ্রাতা যদি বয়োজ্যেষ্ঠ হয়। প্রণামের যোগ্য বটে সে জন নিশ্চয় ॥ কিন্তু পাদস্পর্শ নাহি করিবে কখন। বলিনু তোমার পাশে ওহে মহাত্মন ॥ সকল বর্ণের গুরু বিপ্র মহামতি। অন্য জাতি শিষ্য সম জানিবে সুমতি ॥ প্রণামের বিধি এই করিনু কীর্ত্তন। ইহার অন্যথা করে সেই অভাজন ॥ সর্ব্বথা দণ্ডের যোগ্য সেই দুরাচার। কহিনু তোমার পাশে শাস্ত্রের বিচার ॥

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণাদির কর্ত্তব্য কথন ॥

ব্যাস উবাচ। যথামতি ব্রাহ্মণানাং ধর্ম্মং বক্ষ্যামি শাশ্বতান্
পাবনান্ ব্রহ্মণা গীতান্ ব্রাহ্মণৈশ্চরিতানপি।
সত্যং শান্তিঃ ক্ষমাহিংসাবৈধহিংসাস্তোবিক্তা
দয়া দানঞ্চ ভিক্ষা চ পরাদ্বেগকারিণী ॥
সৌজন্যং বিনয়শ্চৈব যজনং যাজনন্তথা।
প্রতিগ্রহশ্চাধ্যয়নাধ্যাপনে স্বল্পভোজনং ॥

ব্যাস বলে শুন শুন ওহে মহামতি। বর্ণন করিব ক্রমে অপূর্ব্ব ভারতী ॥ বিপ্রের ধরম এবে করিব কীর্ত্তন। শাশ্বত পবিত্র কথা ওহে তপোধন ॥ বিপ্রের চরিত গান করে পদ্মযোনি। বিপ্রের ধরম বলি শুন মহামুনি ॥ সত্য শান্তি ক্ষমা দয়া অহিংসা বিনয়। যজন যাজন দান ওহে মহোদয় ॥ অল্পেতে সন্তোষ ভিক্ষা আর অধ্যয়ন। অধ্যাপন অল্পাহার অনামিষাশন ॥ অগ্নিসেবা সূর্য্যসেবা ব্রত অনুষ্ঠান। গুরুসেবা আদি করি ওহে মতিমান ॥ গোসেবা সৌজন্য আর প্রতিগ্রহ আদি। এ সব করম সদা করিবে দ্বিজাতি ॥ অশুচি স্পর্শন বিপ্র কভু না করিবে। অশুচি স্থানেতে বাস সর্ব্বথা ত্যজিবে ॥ নীচ-জাতিগৃহে নাহি করিবে গমন। নীচ সহ না করিবে কভু আলাপন ॥ নীচবাঞ্ছা কভু নাহি অন্তরে করিবে। স্নানেতে আলস্য বিপ্র সর্ব্বথা ত্যজিবে ।

জপেতে আলস্য নাহি করিবে কখন। হৃদি হতে দুঃখ সদা করিবে বর্জ্জন॥
শূদ্রের আলয়ে নাহি করিবে আহার। শুনিবে ধরম-কথা বিপ্র অনিবার॥
অস্ত্র শস্ত্র কভু নাহি করিবে ধারণ। গোচারণ কভু নাহি করিবে ব্রাহ্মণ॥
গোবিক্রয় কভু নাহি দ্বিজাতি করিবে। করিলে গোহত্যাপাপে ডুবিতে হইবে॥
তৈল আদি স্নেহদ্রব্য অথবা বসন। বিক্রয় নাহিক কভু করিবে ব্রাহ্মণ॥
প্রাণী কিম্বা বসা নাহি করিবে বিক্রয়। বেতন না লবে কভু বিপ্র যেই হয়॥
চর্ম্মবাদ্য কভু নাহি করিবে ব্রাহ্মণ। তাহে দ্বারা না করিবে উদর পোষণ॥
বিপ্র-হয়ে চর্ম্ম নাহি কর্ত্তন করিবে। ত্রিসন্ধ্যা সাবিত্রী জপ করিতে হইবে॥
দেব ঋষি পিতৃগণে করিবে তর্পণ। বিপ্রের উচিত ইহা শাস্ত্রের বচন॥
প্রাতঃকালে মধ্যাহ্নেতে সায়াহ্ন সময়ে। গায়ত্রী জপিবে বিপ্র একান্ত হৃদয়ে॥
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাত্মিকা গায়ত্রী যে হয়। রক্তা শ্যামা শুক্লা এই আছে পরিচয়॥
ব্রাহ্মণ্য সংস্থিত আছে গায়ত্রী-মাঝারে। ত্রিসন্ধ্যা জপিলে তাহা একান্ত অন্তরে॥
গায়ত্রীরে যেই বিপ্র না করে আদর। অব্রাহ্মণ সেই জন খ্যাত চরাচর॥
বিপ্র হয়ে যেই জন সন্ধ্যা নাহি করে। সূর্য্যহত্যা পাপ তারে মহাবলে ধরে॥
বিপ্র হয়ে স্নান নাহি করে যেই জন। পুরীষ ভোজন করে সেই অভাজন॥
গায়ত্রী না জপি যদি জল পান করে। পূয় রক্ত সম জল জানিবে অন্তরে॥
প্রতিদিন যেই বিপ্র না করে তর্পণ। পিতৃহত্যা-পাপী হয় সেই দুরজন॥
যেই কালে সূর্য্যদেব সমুদিত হয়। অস্তগত হন সূর্য্য [illegible] যে সময়॥
রাক্ষসী সময় বলে এই দুই কালে। রাক্ষসেরা এই কালে আসি কুতূহলে॥
সূর্য্যেরে গ্রাসিতে তারা করে উপক্রম। সেই কালে সন্ধ্যা করে যত বিপ্রজন॥
সন্ধ্যার প্রভাবে সেই দুষ্ট রক্ষোগণ। ভয়ে ভীত হয়ে তারা করে পলায়ন॥
রক্তপাতে পূয়পাতে সূতকে না স্মরে। মৃতকাশৌচেতে তার জানিবে অন্তরে॥
বৈদিক করম নাহি করিবে কখন। শাস্ত্রের বচন ইহা ওহে মহাত্মন॥
প্রাতঃসন্ধ্যা বিপ্র হয়ে যদি নাহি করে। সে বিপ্র অশুচি হয় জানিবে অন্তরে॥
বৈদিক কর্ম্মেতে তার নাহি অধিকার। বলিনু তোমারে পাশে শাস্ত্রের বিচার॥
রাজদ্বারে বন্দীভূত হইলে কখন। দূরদেশে যেতে পথে রহিবে যখন॥
করিবে মানসী সন্ধ্যা সেই সব কালে। তাহাতে নাহিক দোষ শাস্ত্রে হেন বলে॥
শোক-মোহে অভিভূত হইলে কখন। অশুচি হইবে বিপ্র শাস্ত্রের বচন॥
করিবে মানসী সন্ধ্যা তাদৃশ সময়ে। পাতক হইবে দূর জানিবে হৃদয়ে॥
দ্বাদশী পূর্ণিমা কিম্বা অমাবস্যা তিথি। শ্রাদ্ধদিনে সংক্রান্তিতে হইয়া দ্বিজাতি॥
সায়ংসন্ধ্যা না করিবে শাস্ত্রের বচন। করিলে পিতৃহা হবে ওহে মহাত্মন্॥
প্রতিদিন বিপ্রজাতি একান্ত অন্তরে। সহস্র সাবিত্রী জপ করিবে সাদরে॥
অক্ষমে শতধা জপ করিবে সুজন; শাস্ত্রের বচন ইহা ওহে মহাত্মন্॥
যে কালে গায়ত্রী জপ করিবে সুজন। অধরোষ্ঠ কভু নাহি করিবে চালন॥

অতি মৃদু কভু নাহি চালন করিবে। চালনা মধ্যমরূপে করিতে হইবে॥
শুভ্র বস্ত্র-যুগ্ম সাধু করিয়া ধারণ। সাবিত্রী জপিবে ইহা শাস্ত্রের নিয়ম॥
আদিতে অন্তেতে তার প্রণব জুড়িবে। সব্যহস্তে দশপর্ব্বে জপিতে হইবে॥
মধ্যমার পর্ব্বদ্বয় করি বিসর্জ্জন। জপিবে অন্যান্য পর্ব্বে শাস্ত্রের বচন॥
জপকালে পরস্পর অঙ্গুলি সকল। সংশ্লিষ্ট রহিবে সব ওহে মুনিবর॥
ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী জপ করে যেই জন। ব্রহ্মহত্যা পাপ তারে না ঘেরে কখন॥
দৈববশে যদি পাপ কভু কিছু আসে। অনলে পতঙ্গবৎ বিনাশে নিমেষে॥
সাবিত্রী শতেক জপ করে যেই জন। দিনকৃত পাপ তার হয় বিনাশন॥
সহস্র সাবিত্রী জপ যেই জন করে। সর্ব্ব পাপ হয় নাশ তাহার অচিরে॥
গায়ত্রী বিধানে জপ করিয়া সুজন। সূর্য্যেরে অর্পিবে তাহা ওহে তপোধন॥
মহেশ-মুখসম্ভূতা ইত্যাদি করিয়ে। পড়িতে হইবে মন্ত্র একান্ত হৃদয়ে॥ *
গায়ত্রীর বর্ণ রূপ যাহা যাহা আর। আদিত্য-পুরাণে আছে বর্ণনা তাহার॥
সাবিত্রীর গান করে যেই সাধুজন। সাবিত্রীর বরে তরে সেই সে সজ্জন॥
এ হেতু গায়ত্রী নাম জানিবে অন্তরে। কহিনু নিগূঢ় কথা তোমার গোচরে॥
পিতৃগণ উদ্দেশেতে দ্বিজজাতিগণ। বিধানে করিবে সবে সতিল তর্পণ॥
দক্ষিণ মুখেতে দ্বিজ তর্পণ করিবে। ফেনশূন্য স্বচ্ছবারি অর্পিতে হইবে॥
দক্ষিণাগ্রতীর্থে জল করিয়া গ্রহণ। অর্পিতে হইবে জল শাস্ত্রের বচন॥
বামভাগ হতে তিল লইতে হইবে। গাত্রলোম তিলে যেন কভু না স্পর্শিবে॥
তর্পণেতে স্বধাবাক্য হবে উচ্চারণ। এইরূপে যথাবিধি করিয়া তর্পণ॥
আপনার পুরোভাগে রাখিয়া ব্রাহ্মণে। আসিবে মনের সুখে আপন ভবনে॥
ব্রাহ্মণ যদ্যপি নাহি হয় দরশন। জল লয়ে নিজগৃহে করিবে গমন॥
রাত্রিবাস কিম্বা লৌহ স্নান অবসানে। কভু না করিবে স্পর্শ শাস্ত্রের বিধানে॥
স্নান অন্তে সদা ধৌত লইয়া বসন। পরিবে ব্রাহ্মণগণ করিয়া যতন।
বারেক পরিয়া যাহা করিয়াছে ত্যাগ। দিবাতে অশুদ্ধ তাহা ওহে মহাভাগ॥
তাক্তাত্যক্ত যাহা হৌক রাত্রির বসন। সর্ব্বথা অশুদ্ধ তাহা শাস্ত্রের বচন॥
দিবাভাগে যতক্ষণ ধৌত নাহি হয়। তাবৎ অশুদ্ধ তাহা জানিবে নিশ্চয়॥
যে বস্ত্র পরিয়া রতিক্রীড়া করা যায়। করিবেক শত ধৌত যতনে তাহায়॥
তাহা হলে শুদ্ধ হবে সেই সে বসন। শাস্ত্রের বচন ইহা ওহে মহাত্মন॥
তিলক বসন দন্ত যজ্ঞসূত্র আর। যতনে রাখিবে শুভ্র দ্বিজ গুণাধার॥
তাহা হলে শুদ্ধ-আত্মা সেই সে ব্রাহ্মণ। শাস্ত্রের বিচার ইহা জানে সর্ব্বজন॥
গলদেশে যথাস্থানে একান্ত অন্তরে। রাখিবেক যজ্ঞসূত্র অতি সমাদরে॥

---

* গায়ত্রী জপান্তে এই মন্ত্র পড়িয়া সূর্য্যকে সমর্পণ করিতে হয়। যথা—
মহেশমুখসম্ভূতা বিষ্ণোর্হৃদয়সংস্থিতা।
ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবি যথেচ্ছয়া॥

বদ্ধশিখ হয়ে সদা রহিবে ব্রাহ্মণ। তিলক সর্ব্বদা অঙ্গে করিবে ধারণ॥
মল মূত্র যেই কালে করিবে বর্জ্জন। উপবীতী সেই কালে না রবে কখন॥
স্কন্ধদেশে কর্ণে কিম্বা মস্তক-উপরে॥ রাখিবেক উপবীত শাস্ত্রের বিচারে॥
কাছা খুলি মূত্র পরে করিবে বর্জ্জন। শাস্ত্রের বিধান এই ওহে মহাত্মন॥
তৈল মাখি মূত্রত্যাগ কভু না করিবে। অথবা পুরীষত্যাগ সর্ব্বথা ত্যজিবে॥
যেই কালে মল মূত্র করিবে বর্জ্জন। অথবা নারীর সঙ্গ করিবে যখন।
অথবা ভোজন স্নান যে কালে করিবে। দন্ত প্রক্ষালন কিম্বা করিবেক যবে॥
এই ছয় কর্ম্মে রবে মৌনভাব ধরি। নির্দ্দিষ্ট হয়েছে ইহা শাস্ত্রেতে বিচারি॥
বিপ্রের শরীর নহে সুখের কারণ। তপঃক্লেশ ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবে ব্রাহ্মণ॥
পরকালে মোক্ষলাভ হইবে তাহার। শাস্ত্রের বিধান ইহা কহিনু তোমায়॥
সন্ধ্যা-উপাসনা করে যেই বিপ্রজন। তাহার শরীরে পাপ না রহে কখন॥
দিবাকরে অন্ধকার না রহে যেমন। তদ্রূপ পাতকহীন সেই সে ব্রাহ্মণ॥
ভূদেব বলিয়া খ্যাত বিপ্রগণ হয়। ব্রহ্মতেজে তেজীয়ান্ ব্রাহ্মণ নিশ্চয়॥
মূর্খতা বিপ্রের কভু উপযুক্ত নয়। নিষ্প্রভা ভাস্করে কভু শোভা নাহি হয়।
অল্প পুণ্যে বিপ্রকুলে কভু না জনমে। বিপ্র হয়ে রত যদি রহে নীচকর্ম্মে।
আত্মহত্যাপাপে লিপ্ত হয় সেই জন। শাস্ত্রের বচন ইহা ওহে মহাত্মন।
বিপ্রের কৃপায় যত ক্ষত্রিয়-নিকর। অন্ন আদি ভোগ করে ওহে মুনিবর।
অখিল বসুধা হয় বিপ্রের অধীন। নিখিল পরম বশ জানিবে প্রবীণ॥
বিপ্রগণ অগ্রে যাহা করিবে গ্রহন। অবশেষ লবে পরে ক্ষত্রিয়াদিগণ॥
সকলের পিতা হয় বিপ্রজাতিগণ। ব্রাহ্মণী জননী সমা ওহে তপোধন।
যত তীর্থ ধরামাঝে কর দরশন। বিপ্রের চরণ হতে সবার জনম॥ আদি
রাজা মনু পূর্ব্বে এরূপ বিধানে। বিপ্রের মর্য্যাদা রক্ষা করেছে যতনে॥
করিয়াছে মনু পূর্ব্বে এই নিরূপণ। গো সতী বিপ্রগণে করিবে রক্ষণ॥
বিপ্র কিম্বা নারীগণে ভ্রমেও কখন। পুষ্প দ্বারা কভু নাহি করিবে তাড়ন।
যদ্যপি তাড়না করে ওহে তপোধন। ইষ্টদেবে হয় তাহে জানিবে তাড়ন॥
বিপ্রগণে কভু নাহি করিবে তাড়ন। কটুবাক্য বিপ্রে নাহি বলিবে কখন॥
দণ্ডাঘাত বিপ্রগণে কভু না করিবে। শাস্ত্রের বিধান ইহা অন্তরে জানিবে॥
যত দিন ধরাধামে রহিবে ব্রাহ্মণ। ভূমণ্ডলে রহিবেক যাবত গোগণ॥ তাবত
সুস্থিরা রবে এই ত ধরণী। কহিলাম তব পাশে ওহে মহামুনি॥ গো ব্রাহ্মণ
নারীজাতি এই তিনজন। পৃথিবীর হয় মাত্র কল্যাণ কারণ॥ এই তিনে
হিংসা করে যেই মূঢ়মতি। অমঙ্গল হয় তার জানিবে সুমতি॥ বিপ্রের চরণ
তীর্থ জানিবে সুজন। বিশুদ্ধ গরুর পৃষ্ঠ শাস্ত্রের বচন॥ নারীর সকল অঙ্গ
অতি পুণ্যময়। তীর্থ বলি এই তিন আছে পরিচয়॥ এই তিনে অনাদর করে
যেই জন। সে জন অন্তিমে করে নরকে গমন॥ প্রাণায়াম করিবেক সদা

বিপ্রগণ। পাতক-নিকর তাহে হবে বিনাশন॥ প্রাণায়াম বিনা পাপ দূর নাহি হয়। শাস্ত্রের বচন ইহা কহিনু নিশ্চয়॥ বিপ্রের ধরম এই করিনু কীর্ত্তন। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম এবে করহ শ্রবণ॥ পুরাণের সার বৃহদ্ধরম পুরাণ। শুনিলে সে জন লভে দিব্য তত্ত্বজ্ঞান॥

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম কথন।

রাজা ক্ষত্রিয় উচ্যতে প্রজাপালনতৎপরঃ।
সত্যং দানং বিষ্ণুভক্তিস্তথা ব্রাহ্মণসেবনং॥
দর্পো বিরোধো নিয়তং যুদ্ধসামগ্র্যসংগ্রহঃ।
পরিখাকরণঞ্চৈব চারেণ রাজ্যদর্শনং॥
মন্ত্রিভির্মন্ত্রণঞ্চৈব শীঘ্রকর্ম্মোদ্যমেব চ।
বহুভির্মন্ত্রণা ত্যাগো ন চৈকমন্ত্রণাপি চ॥

জাবালিরে সম্বোধিয়া কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। কহিলেন শুন শুন ওহে তপোধন॥ ক্ষত্রিয়েরা রাজা নামে বিদিত সংসারে। প্রজার পালন সদা করিবে সাদরে॥ সত্য দান বিষ্ণুভক্তি ব্রাহ্মণ-সেবন। যুদ্ধের উচিত যত দ্রব্য আহরণ॥ বিরোধ গরব আদি এ সব করম। সতত ক্ষত্রিয়গণ করিবে সাধন॥ চর দ্বারা রাজ্য তত্ত্ব সতত করিবে। পরিখা নির্দ্দিষ্ট স্থানে করিতে হইবে॥ মন্ত্রী সহ নিরন্তর করিবে মন্ত্রণ। আরব্ধ করম শীঘ্র করিবে সাধন॥ বহুজন লয়ে নাহি মন্ত্রণা করিবে। দণ্ডার্হেরে দণ্ডদান সাবধানে দিবে॥ শাস্ত্রোপরি ক্ষত্রিয়েরা করিবে আদর। ভকতি রাখিবে সদা বিপ্রের উপর॥ বিপ্রের নিকটে কর না লবে কখন। হৃদি হতে শোক মোহ করিবে বর্জ্জন॥ না রাখিবে বিষাদেরে অন্তর-মাঝারে। ব্যয় হেতু কৃপণতা ত্যজিবে সাদরে॥ প্রসন্ন রহিবে সদা প্রজার উপর। ক্ষত্রের ধরম ইহা ওহে মুনিবর॥ বরুণ অনল ঈশ সোম ও শমন। এই পঞ্চতুল্য হয় ক্ষত্রিয়-রাজন॥ রাজার উপরে হিংসা কভু না করিবে। তাহার উপরে ক্রোধ সর্ব্বথা ত্যজিবে॥ রাজারে অপ্রিয় নাহি বলিবে কখন। শাস্ত্রের নিয়ম ইহা ওহে মহাত্মন্॥ দেবগণ রাজরূপে অবনী-মাঝারে। সতত বিরাজ করে কহিনু তোমারে॥ রাজার শরীর বিধি করেছে নির্ম্মাণ। যেরূপে হয়েছে তাহা শুন মতিমান॥ ইন্দ্রের প্রভুত্ব বিধি করিয়া গ্রহণ। বহ্নির প্রতাপ লয়ে ওহে তপোধন॥ যমের ক্রূরতা আর লক্ষ্মী বিধাতার। কুবেরের ধনসত্ত্ব ওহে গুণাধার॥ বিষ্ণুর

লইয়া সত্ত্ব ওহে তপোধন। রাজার শরীর বিধি করেছে সৃজন॥ ইন্দ্রের সমান রাজা জানিবে অন্তরে। ইন্দ্র সম ধরামাঝে নৃপতি বিহরে॥ অশ্বমেধ সহস্রেক করিলে সাধন। তাহে যেই পুণ্যরাশি হয় উপার্জ্জন॥ প্রজার পালনে রাজা সেই পুণ্য পায়। শাস্ত্রের বিধান ইহা কহিনু তোমায়॥ ধর্ম্মতঃ যে রাজা করে প্রজার পালন। তাহার পুণ্যের কথা করহ শ্রবণ॥ প্রজাগণ যেই পুণ্য উপার্জ্জন করে। সে পুণ্যের ষষ্ঠ ভাগ বর্ত্তিবে রাজারে॥ শাস্ত্রোক্ত বিষয় সব শুনিবে শ্রবণে। অশাস্ত্রীয় উপদেশ না শুনিবে কাণে॥ এরূপে যে রাজা করে কার্য্য অনুষ্ঠান। নাহি হেরি জিতেন্দ্রিয় তাহার সমান॥ যে নৃপতি নাহি পূজে বয়োবৃদ্ধ জনে। থাকিতে হইবে তারে শত্রুর অধীনে॥ সামদান ভেদ দণ্ড নীতি চতুষ্টয়। শিখিবে নৃপতি ইহা শাস্ত্রের নির্ণয়॥ কাম ক্রোধ লোভ মোহ আর অহঙ্কার। এ সব ত্যজিবে যত্নে নৃপতি কুমার॥ যথাকালে এই সব প্রয়োগ করিবে। তবে ত নৃপতি সুখে জীবন কাটাবে॥ দুশ্চরিত্রা নারী সেবা আর সুরাপান। না করিবে কভু কেন নৃপতি ধীমান॥ আত্মভূষা অতিরোষ পরুষ বচন। সর্ব্বথা নৃপতি ইহা করিবে বর্জ্জন॥ মহা পাপ বলি পরনারী আরাধনা। করিবে যতনে নিজ পত্নী উপাসনা॥ প্রণয়বচনে তারে সতত তুষিবে। সযতনে দারা পুত্র পালন করিবে॥ মৃগয়ায় রাজা যবে করিবে গমন। সর্ব্বথা কামিনীসঙ্গ করিবে বর্জ্জন॥ সুরাপান করে সদা যেই দুরাচার। কুলটা কামিনী লয়ে করয়ে বিহার॥ তাহার পাপের সীমা কে বর্ণিতে পারে। সুরাপানে দেহিদের দেহ ক্ষয় করে॥ অতএব সুরাপান করিবে বর্জ্জন। অক্ষক্রীড়া ভ্রমে নাহি করিবে কখন॥ অভিশপ্ত চোর কিম্বা ঘাতক যে নর। তাহারে করিবে শাস্তি নৃপতিপ্রবর॥ কঠোর বচন নাহি কহিবে কখন। লঘুদোষে গুরুদণ্ড না দিবে রাজন॥ সত্যবাক্যে সকলেরে সতত তুষিবে। ধর্ম্মনিষ্ঠজনে সদা যতনে পালিবে॥ আসন বিগ্রহ সন্ধি প্রস্তাব আশ্রয়। ক্ষমা তেজ মান আদি যত গুণচয়॥ এ সব সতত রাজা করিবে অভ্যাস। ধরাধামে মহাকীর্ত্তি হইবে প্রকাশ॥ এই সব রাজনীতি অজ্ঞাত যাহার। রাজত্ব করিতে শক্তি নাহিক তাহার॥ বয়োধিক বুদ্ধিমান বিজ্ঞ যেই জন। তার কাছে সুমন্ত্রণা করিবে গ্রহণ॥ কৃষি দুর্গ বাণিজ্যাদি করাবে সাধন। গজবাজিবন্ধ আর সৈন্য বিরচন॥ অমাত্যগণের দ্বারা করিবে নৃপতি। বিধিমতে দিবে শাস্তি অপরাধী প্রতি॥ রাজ্যের কোথায় কিবা হতেছে ঘটন। রাজপ্রতি তুষ্ট রুষ্ট কোন প্রজাগণ॥ এ সব বিশেষরূপে জানিবার তরে। নিযুক্ত করিবে চর রাজত্ব ভিতরে॥ চরগণ ছদ্মবেশ করিবে ধারণ। নানা বেশভূষা তারা করিবে গ্রহণ॥ নাতিদীর্ঘ নাতিখর্ব্ব হইবে আকার। রাত্রিতে ভ্রমিবে তারা নহে দিবাচর॥ অন্তঃপুরে সেই চর হবে নিয়োজন। ধীর শান্ত স্থির সবে হবে সুলক্ষণ॥ নপুংসক বৃদ্ধ

কিম্বা বুদ্ধিমতী নারী। এরা সবে অন্তর্দ্বারে হবে প্রতিহারী॥ একাকী নৃপতি নাহি করিবে শয়ন। একাকী কদাচ যেন না করে ভোজন॥ প্রাণ সম বন্ধু পাশে আপন রাজ্যেরে। না পাঠাবে কভু রাজা সুবিশ্বাস করে॥ রাজত্ব রক্ষণে যদি হইবে বাসনা। সুমন্ত্রী সদত নৃপে দিবে সুমন্ত্রণা॥ সদত করিবে মন্ত্রী ধর্ম্ম অনুষ্ঠান। সুখেতে করিবে রাজ্য নৃপতি ধীমান॥ শুন শুন মহামতে তাপস-প্রবর। শোভিত করিবে রাজা আপন নগর॥ প্রান্তভাগে দুর্গ এক করিবে নির্ম্মাণ। করিবে নিপুণ যোদ্ধা তাহে অবস্থান॥ জলদুর্গ ভূমিদুর্গ বৃক্ষদুর্গ নাম। বনদুর্গ শৈলদুর্গ আরণ্য আখ্যান॥ পরিখাত দুর্গ আর বিশেষ বিধানে। করিবে নৃপতি সব কল্যাণ কারণে॥ দুর্গ যদি হয় কভু মৃদঙ্গ আকার। হইবে রাজার তাহে স্বকুল সংহার॥ লঙ্কাদুর্গ পূর্ব্বে ছিল মৃদঙ্গ আকৃতি। তাহাতে সবংশে মরে রাবণ ভূপতি॥ বলির নগর ছিল সে রূপে নির্ম্মাণ। লক্ষ্মীভ্রষ্ট হয়ে তাহে পাতালেতে যান॥ শাল্বের শ্বেতাখ্য পুরে মৃদঙ্গ আকার। দুর্গ বিনির্ম্মিত ছিল অতি শোভাধার॥ শ্রীবিহীন হন রাজা সেই সে কারণে। বিখ্যাত আছয়ে তাহা এ তিন ভুবনে॥ নির্ম্মিত যদ্যপি হয় ধনুর আকার। সে বংশে সুখেতে সবে করিবে বিহার॥ ইক্ষ্বাকু রাজার পুরী অযোধ্যা নগরে। ধনুর আকৃতি দুর্গ অতি শোভা ধরে॥ সেই ফলে তার বংশ নিত্য বৃদ্ধি পায়। গোলোক-বিহারী রাম জনমে যাহায়॥ দুর্গভূমে ভক্তি ভাবে ধরার ঈশ্বর। করিবে দুর্গার পূজা একান্ত অন্তর॥ অবশেষে দ্বারদেশে দিক্‌পালে পূজিবে। জয়লাভ হবে তাহে নিশ্চয় জানিবে॥ রাজ্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করে যেই জন। বিপ্রে অপমান যেন না করে কখন॥ নৃপতি হইয়া করে বিপ্রে অপমান। পরলোকে মহাদুঃখ সেই জন পান॥ কলঙ্ক রটনা হয় জগত মাঝারে। প্রজাগণ নহে তুষ্ট তাহার উপরে॥ বহুদিন নরকেতে করিয়া বসতি। ধরাতলে হন পুন নিকৃষ্ট-সন্ততি॥ রাজ্যের মঙ্গল বাঞ্ছা যদি থাকে মনে। বিপ্রে অপমান নাহি করিবেক ভ্রমে॥ মনে মনে বিপ্রনিন্দা করে যেই জন। দারুণ নরকে সেই হয় নিমগন। যেই রাজা বিপ্রে করে অতি সমাদর। নির্ব্বিঘ্নে রাজত্ব করে অবনী ভিতর॥ ইহলোকে সুখে থাকি মহাসিদ্ধি পায়। অন্তিমে মুকতি পেয়ে সুরপুরে যায়॥ পুত্রেরে স্ববশে সদা রাখিবে নৃপতি। নৈলে ইচ্ছাচারী হয় রাজার সন্ততি॥ এইরূপ নীতি যেবা করে আচরণ। সুখেতে রাজত্ব করে সেই সে রাজন॥ বিধিমতে নরপতি দণ্ড দিবে সবে। ধর্ম্মপথে সদা থাকি প্রজারে পালিবে॥ রাজ্যমধ্যে দণ্ডনীয় যদি নাহি রয়। কাননে যাইয়া পশু মারিবে নিশ্চয়॥ পশু মারি যজ্ঞ আদি করিবে সাধন। কাকবলি আদি করি করিবে অর্পণ॥ ব্রাহ্মণের বধদণ্ড কভু না করিবে। ব্রাহ্মণ অবধ্য বলি বিচারে জানিবে॥ বাল বৃদ্ধ নারী আর ব্রাহ্মণ যে জন। অবধ্য এ সব হয় শাস্ত্রের বচন॥ বিপ্রগণ অপরাধ যদি

কভু করে। যেরূপে দিবেক দণ্ড শুন অতঃপরে ॥ প্রথমে মস্তক তার করিয়া মুণ্ডন। করিবে তাহার পর গোময়ে লেপন ॥ খরযানে আরোহণ করাইয়া পরে। ভ্রমণ করাবে তারে সবার গোচরে ॥ অপরাধ যদি করে ক্ষত্রিয়-নিকর। যেরূপে দিবেক দণ্ড শুন অতঃপর ॥ পরনারী আকর্ষণ যদি সেই করে। অথবা পরের দ্রব্য লয় অপহরে ॥ তাহা হলে হস্ত পদ করিবে কর্ত্তন। কর্ণ নাসা সে জনের করিবে ছেদন ॥ সর্ব্বস্ব হরণ পরে করিয়া তাহার। নির্ব্বাসিত করি দিবে শাস্ত্রের বিচার ॥ বৈশ্যগণ যেইরূপে দণ্ডার্হ হইবে। বলিতেছি সেই কথা শুন শুন এবে ॥ ক্রূর পাপী যদি হয় বৈশ্য কোন জন। পরদারা পর-দ্রব্যে লোভপরায়ণ ॥ শূলদণ্ডে বিনাশন করিবে তাহায়। এই ত বৈশ্যের দণ্ড কহিনু তোমায় ॥ অথবা বৃক্ষেতে পাশ করিয়া বন্ধন। মারিবেক বৈশ্যজনে শাস্ত্রের বচন ॥ শূদ্রজনে যেইরূপে দিবে দণ্ডদাম। বলিতেছি সেই কথা শুন মতিমান ॥ শূদ্রকুলে জন্মি যেই দুষ্টমতি হয়। তাহারে নাশিবে নৃপ শাস্ত্রে হেন কয় ॥ হস্তীর চরণে তারে করিবে পেষণ। শাস্ত্রের বিধান ইহা ওহে মহাত্মন্ ॥ একের জন্যেতে বহু বধ না করিবে। রাজ্য গ্রাম কিম্বা কিছু কভু না নাশিবে ॥ এইরূপে সুশাসন করিয়া রাজন। ধন লয়ে কোষা-গারে করিবে স্থাপন ॥ এইরূপ ধর্ম্ম জানে যেই নরপতি। ধর্ম্মবেত্তা কহে তারে ওহে মহামতি ॥ মঙ্গল সতত বাঞ্ছা যেই রাজা করে। ব্রহ্মবৃত্তি কভু নাহি লবে অপহরে ॥ স্বীয় দত্ত পরদত্ত ব্রহ্মবৃত্তি যদি। লোভবশে হরি লয় কোন নরপতি ॥ বিষ্ঠাকুণ্ডে সেই জন করয়ে গমন। ষাইট হাজার বর্ষ করয়ে যাপন ॥ কৃমিরূপে সেই কুণ্ডে করে নিবসতি। কহিনু তোমার পাশে ওহে মহামতি ॥ রাজগণ বিপ্রগণে করিবে স্থাপন। ইহা হতে নাহি আর কিছুই উত্তম ॥ ব্রহ্মস্ব হরণাপেক্ষা পাপ নাহি আর। বলিলাম তব পাশে শাস্ত্রের বিচার ॥ ধর্ম্ম কর্ম্মে সদা মতি রাখিবে রাজন। স্বস্ত্যয়ন আদি করি করিবে সাধন ॥ বিপ্রপূজা নিরন্তর করিবে সাদরে। বৃদ্ধকালে রাজ্য দিবে তনয়ের করে ॥ এইরূপে রাজ্য করে যেই নরপতি। পুরুষে পুরুষে রটে তাহার সুখ্যাতি ॥ এই ত রাজার ধর্ম্ম করিনু কীর্ত্তন। বৈশ্য ও শূদ্রের ধর্ম্ম করহ শ্রবণ ॥ পুরাণে সুধার কথা অমৃত সমান। সাধুগণ শুনি হয় সুখে ভাসমান ॥

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

বৈশ্য ও শূদ্রধর্ম্ম কথন।

ব্যাস উবাচ। কৃষিবাণিজ্যগোরক্ষা-কুসীদ-বৃদ্ধজীবিকাঃ।
ধনস্য বর্দ্ধনং কুর্য্যাদ্রাজ্ঞশ্চ পরিতোষণং॥
ধান্যতণ্ডুল-বস্ত্রাদিমণি-মুক্তাদিকন্তথা।
ঘৃততৈলাদি-স্বর্ণাদি-সর্ব্বদ্রব্যাদি-সংগ্রহং।
ক্রয়ঞ্চ বিক্রয়ঞ্চৈব কুর্য্যাদ্বৈশ্যো হ্যতন্দ্রিতঃ॥

জাবালিরে সম্বোধিয়া ব্যাস মহামতি। কহিলেন শুন শুন অপূর্ব্ব ভারতী॥ বাণিজ্য গোরক্ষা কৃষি বৈশ্যেরা করিবে। সুদ লয়ে নিজধন ক্রমেতে বাড়াবে॥ করিবে রাজার সদা সন্তোষ বিধান। আরো যাহা যাহা তাহা কর অবধান॥ ধান্য বস্ত্র তণ্ডুলাদি মণি মুক্তাচয়। ঘৃত তৈল স্বর্ণ আদি দ্রব্য সমুদয়॥ ক্রয় ও বিক্রয় সদা বৈশ্যেরা করিবে। যেরূপ করিবে ধন বলিতেছি এবে॥ যেই ধন বৈশ্যগণ করিবে অর্জ্জন। চারিভাগে হবে ভাগ সেই সব ধন॥ এক ভাগ বাণিজ্যার্থ রাখিবে সাদরে। গৃহার্থে অপর ভাগ রাখিবে আগারে॥ ধর্ম্মার্থে তৃতীয় ভাগ করিবেক ব্যয়। আপদার্থে এক ভাগ করিবে সঞ্চয়॥ ধনরক্ষা হেতু ধর্ম্ম করিবে সাধন। নতুবা অর্থের নাশ শাস্ত্রের বচন॥ ধর্ম্মরক্ষা বৈশ্যগণ যদি নাহি করে। তাহার যতেক অর্থ চৌরগণে হরে॥ অথবা কাড়িয়া লয় দেশের নৃপতি। অগ্নিতে পোড়ায় কিম্বা জানিবে সুমতি॥ অথবা জলেতে সব করিয়া প্লাবন। তাহার যতেক ধন করে বিনাশন॥ স্বস্ত্যয়ন বৈশ্যগণ করিবে সাধন। করিবেক দ্বিজপূজা আর রাজার্চ্চন॥ পালিবেক শূদ্রগণে করিয়া আদর। ধর্ম্মকর্ম্মে রাখিবেক মন নিরন্তর॥ হস্তী অশ্ব ধান্য ভূমি গো মেষ কাঞ্চন। নানাবিধ গন্ধদ্রব্য ওহে মহাত্মন॥ এ সব দ্রব্যের মূল্য যবে যাহা হয়। তাহে পারদর্শী হবে বৈশ্য জাতিচয়॥ সেই মূল্যে দ্রব্য সব করিবেক ক্রয়। ষোড়শাংশ লাভ রাখি করিবে বিক্রয়॥ ইহা হতে বেশী লাভ কভু না করিবে। করিলে ধর্ম্মের হানি নিশ্চয় জানিবে॥ ঋণ দিয়া, মাসে মাসে বৈশ্যজাতিগণ। ষোড়শাংশ সুদ লবে শাস্ত্রের বচন॥ বৈশ্যের করম এই করিনু কীর্ত্তন। শূদ্রের ধরম এবে করহ শ্রবণ॥ ব্রাহ্মণাদি সর্ব্ববর্ণে করিবে পূজন। তাঁহাদের আজ্ঞা নাহি করিবে লঙ্ঘন॥ বৈদিক কর্ম্মেতে নাহি কোন অধিকার। বেদপাঠ না করিবে শাস্ত্রের

বিচার ॥ কভু নাহি শূদ্রগণ পুরাণ পড়িবে। শাস্ত্রার্থ কথন সদা শূদ্রেরা ত্যজিবে ॥ বিপ্র ক্ষত্র বৈশ্য এই তিন জাতিগণে। কভু না পড়াবে কিছু শাস্ত্রের বচনে ॥ শ্লোকার্থ অথবা শ্লোক বর্ণ ব্যাকরণ। শূদ্রের নিকটে যদি শিখে বিপ্রগণ ॥ অধোগতি হয় তার শাস্ত্রের বচনে। কহিলাম শাস্ত্রকথা তোমার সদনে ॥ আত্মহত্যা পাপে মজে সেই বিপ্রবর। শাস্ত্রের প্রমাণ ইহা বেদের গোচর ॥ ঘৃত জল পাদ্য আদি অথবা আসন। শূদ্রেরে না দিবে বিপ্র শাস্ত্রের বচন ॥ নিমন্ত্রণ কভু নাহি করিবে শূদ্রেরে। বেদ না শুনিবে শূদ্র কহিনু তোমারে ॥ পুরাণ শুনিবে নাহি ওহে মহাত্মন। আগম পড়িবে শূদ্র গুরুদত্ত ধন ॥ গুরুদেব যেই মন্ত্র অর্পণ করিবে। কৃপা করি যেইরূপ উপদেশ দিবে ॥ করিবে সেরূপ কার্য্য শূদ্র জাতিগণ। শাস্ত্রের বিধান ইহা ওহে মহাত্মন ॥ নৈবেদ্য করিয়া আদি দেবে নিবেদিত। কভু না শূদ্রেরে দিবে কহিনু নিশ্চিত ॥ বিপ্রের চরণামৃত একান্ত অন্তরে। সেবিবেক শূদ্রগণ অতি ভক্তিভরে ॥ বিপ্রোপরি ভক্তি রাখে যদি শূদ্রগণ। দুর্গমে উদ্ধার পায় শাস্ত্রের বচন ॥ উপদেশে কিম্বা মন্ত্রে নাহিক উদ্ধার। স্তবে না কবচে নাহি কহিলাম সার ॥ বিপ্রের প্রসাদে কিন্তু শূদ্রগণ তরে। কহিনু শাস্ত্রের বিধি তোমার গোচরে ॥ ব্রহ্মহত্যা সুরাপান গুরুস্ত্রী হরণ। চুরি আদি মহাপাপ শাস্ত্রের বচন ॥ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আর বৈশ্যজাতিগণ। এই সবে মহাপাপী শাস্ত্রের বচন ॥ শূদ্রগণ সুরাপান যদি কভু করে। ব্রাহ্মণী গমন পাপ সেই জনে ঘেরে ॥ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র এই তিন জাতিগণ। ব্রাহ্মণীরে মাতৃসম করিবে দর্শন ॥ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র এই তিনের কন্যায়। কন্যা সম হেরিবেক ব্রাহ্মণ সবায় ॥ বিপ্রের আসনে শূদ্র কভু না বসিবে। বিপ্র হতে উচ্চাসন সর্ব্বথা ত্যজিবে ॥ বিপ্রের সাক্ষাতে নাহি করিবে পূজন। শাস্ত্রের বিধান এই ওহে মহাত্মন ॥ অঙ্গুল্যাগ্রে জলবিন্দু লইয়া সাদরে। শূদ্রগণ আচমন করিবেক পরে ॥ সর্ব্বজাতি রমণীর এরূপ বিধান। কহিনু শাস্ত্রের কথা তব বিদ্যমান ॥ যেই পাত্রে জল পান শূদ্রগণ করে। শূদ্রগণ যেই বস্ত্র নিজদেহে ধরে ॥ যেই পাত্রে শূদ্রগণ করয়ে ভোজন। ব্যবহার না করিবে তাহা বিপ্রগণ ॥ ব্যবহার করে যদি মহাপাপী হয়। শাস্ত্রের বিধান ইহা ওহে মহাশয় ॥ মল মূত্র পরিত্যাগ করি শূদ্রগণ। মৃত্তিকাতে হস্তদ্বয় করিবে ক্ষালন ॥ যাবত দুর্গন্ধ নাহি বিদুরিত হয়। তাবত করিবে ধৌত ওহে মহাশয় ॥ সর্ব্বজাতি রমণীর এরূপ বিধান। কহিলাম তব পাশে ওহে মতিমান ॥ বিপ্রের মৃত্তিকাশুদ্ধি করহ শ্রবণ। মল মূত্র পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ ॥ একবার লিঙ্গে দিবে গুহ্যে তিনবার। দশবার বামকরে ওহে গুণাধার ॥ কর ক্রোড়ে তথা সপ্ত করিবে অর্পণ। উভয়েতে তিন তিন শাস্ত্রের বচন ॥ প্রতিপদে তিনবার অর্পিতে হইবে। নখশুদ্ধি তার পর যতনে

করিবে॥ বিধানে করিবে দ্বিজ পরে আচমন। কর পদ পুনরায় করিবে ক্ষালন॥ আচমন শাস্ত্রে আছে যেমত বিধান। সেরূপে করিবে দ্বিজ ওহে মতিমান॥ যথাবিধি আচমন করিলে সাধন। নারায়ণ সম হয় সেই সে ব্রাহ্মণ॥ বলিনু জাবালে শুনে সকল কথন। তিলকবিধান এবে করহ শ্রবণ॥ বিন্দুমাত্র শূদ্রগণ ললাটে ধরিবে। আশিখান্ত ঊর্দ্ধপুণ্ড্র বিপ্রগণ দিবে॥ মধ্য-শূন্য ত্রিকালক তিলকবিধান। বাহু আদি গ্রীবা পার্শ্ব ওহে মতিমান॥ এই সবে বিপ্রগণ তিলক ধরিবে। পিতৃ বিদ্যমানে বাহু বর্জ্জন করিবে॥ উচ্ছিষ্ট হস্তেতে শূদ্র যদি কভু আসি। বিপ্রেরে স্পর্শন করে ওহে মহাঋষি॥ কুক্কুর সমান স্পর্শ জানিবে তাহায়। উপবাসী রবে দ্বিজ বলিনু তোমায়॥ দ্বিজে না স্পর্শিবে শূদ্র অস্নাত হইয়ে। পরীহাস না করিবে গর্ব্বিত হৃদয়ে॥ পিতা-মহ পিতৃব্যাদি ভ্রাতার নন্দন। এই সব শব্দে শূদ্র করি সম্বোধন॥ বিপ্রের সহিত কথা কভু না কহিবে। বলিলে সংকেন পাপে মজিতে হইবে॥ দ্বিজ আদি বর্ণধর্ম্ম করিনু কীর্ত্তন। দেবীপূজা অতঃপর করিব বর্ণন॥ আশ্রম বিধান পরে বলিব তোমায়। শুনিলে পুরাণ কথা মোক্ষপদ পায়॥

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

সামান্যতঃ দেবীপূজার্থ মণ্ডল পূজা, মুদ্রা, বলিদানের ফল, আসন, বস্ত্র, ধূপ, নৈবেদ্য নমস্কার প্রভৃতির নিয়মাদি বর্ণন।

ব্যাস উবাচ। সংক্ষেপতঃ প্রবক্ষ্যামি জাবালে তপোধন।
মণ্ডলে পূজনং মুদ্রাং বস্ত্রাসনবিধানপি॥
নৈবেদ্যাদিনমস্কারং নমস্কারবিধিস্তথা।
অন্যানি যানি সর্ব্বাণি তৎ শৃণুষ্ব তপোধন॥

জাবালিরে সম্বোধিয়া ব্যাস তপোধন। কহিলেন শুন শুন ওহে মহা-ত্মন্॥ সংক্ষেপে মণ্ডলপূজা মুদ্রা আদি করি। আসন বসন বলি শাস্ত্রের বিচারি॥ নৈবেদ্যাদি নমস্কার যাহা যাহা আছে। সানন্দে বলিব মুনে সব তব কাছে॥ মণ্ডলে পীঠের পূজা বিধানে করিবে। তাহাতে কামনা সিদ্ধ নিশ্চিত হইবে॥ নেত্রবীজে প্রথমতঃ লিখিবে মণ্ডল। ত্রিকোণ পরেতে হবে পদ্ম অষ্টদল॥ চণ্ডীরে সূর্য্যের সম ভাবি অর্ঘ্য দিবে। স্থানে স্থানে পীঠশক্তি মণ্ডলে পূজিবে॥ ধর্ম্মাদি সত্ত্বাদি আর আধারাদি শক্তি। মধ্যপত্রে পূজি-

বেক আছে যথাবিধি ॥ পূজিবে সুমেরু আর নিজ শক্তিধর। পূজিবেক কামেশ্বরী লোহিত সাগর ॥ অসিকর্ণ চিত্রকুট ভগ্নকুট আদি। বিধানে পূজিবে পীঠে যত গিরিপতি ॥ মালকুট শ্বেত নীল সচিত্র বরাহ। গন্ধমাদনাদি শৈল আর নবগ্রহ ॥ জলেশ কেদার আর নিক্করবাসিনী। ধাত্রী স্বধা স্বাহা মান-স্তোক নিবারিণী ॥ চৌষট্টি যোগিনীগণ হইবে পূজিতা। ভৈরব ভৈরবী আর দেবতা বনিতা ॥ করিয়া কচ্ছপ মুদ্রা করিবেক ধ্যান। যথাশক্তি করি-বেক উপচার দান ॥ ষড়ঙ্গাদি করি পূজা পূর্ব্বাদি দলেতে। জয়ন্ত্যাদি পূজি-বেক পঞ্চাক্ষরমতে ॥ কেশবের মধ্যে পূজা উগ্রচণ্ডা আদি। ত্রিকোণ কেশরে পূজা শুন তার বিধি ॥ রতি রতিপতি পুষ্পধনু পঞ্চবাণ। কামমন্ত্রে এসবার পূজার বিধান ॥ পূজিবে বাহন অস্ত্র শস্ত্র পঞ্চানন। পূজিবে অসুর ঋষি পরিবারগণ ॥ চতুরক্ষর মন্ত্রেতে দিবে পুষ্পাঞ্জলি। জপ করি নিজ মন্ত্রে দিবে নানা বলি ॥ দেখাইয়া যোনি মুদ্রা নির্ম্মাল্য লইবে। এইরূপে পূজা করি অচ্ছিদ্র করিবে ॥ যোগনিদ্রা জগন্ময়ী জগত-রূপিণী। শারদাখ্যা মহা-দেবী ভুবন-জননী ॥ এই বিধানেতে পূজা করিলে সমাপ্তি। কামনা পূরণ হয় শিবলোকে গতি ॥ নীলকূটে জলে স্থলে কিম্বা শিলাতলে। ইচ্ছামত পীঠদেব-পূজা সেই স্থলে ॥ পঞ্চমন্ত্রে পঞ্চমূর্ত্তি যে জন পূজিবে। আধি ব্যাধি যাবে দূরে ধন ধান্য পাবে ॥ শত কোটি গাভী দানে পায় যেই ফল। দেবীর পূজনে পাবে সফল সকল ॥ একবার অধিকারে যে জন পূজিবে। দশ পর দশ পূর্ব্ব কুল উদ্ধারিবে ॥ দ্বিবার পূজয়ে যদি বিধানে মণ্ডলে। শত বংশ পরিত্রাণ সেই পুণ্য ফলে ॥ যে নর দেবীর পূজা করে তিনবার। সহস্র পুরুষ বংশে সে করে উদ্ধার ॥ ইহ জন্মে পায় সুখ চিরায়ু হইয়া। মহানন্দে করে বাস পুত্র পৌত্র লৈয়া ॥ দেহান্তে শিবত্ব পেয়ে হয় গণাধিপ। কৈলাস শিখরে রহে দেবীর সমীপ ॥ ত্রিকোণ বট কোণ আদি সপ্তধা প্রকার। অর্দ্ধচন্দ্র প্রদক্ষিণ দণ্ডবৎ আর ॥ অষ্টাঙ্গ পরেতে উগ্র সপ্ত নমস্কার। কহিলাম তব পাশে ওহে গুণাধার ॥ তদন্তর শুন শুন মুদ্রা প্রকরণ। উপদেশ বিনা মিথ্যা তাহার সাধন ॥ সম্পুটক ধেনু বিল্ব পাঞ্জলি পদ্মক। যোনি বদ্ধ দণ্ড মুণ্ড নারাচ পৃথক ॥ বন্দনীয় মহামুদ্রা মহাযোনি আর। নিঃশঙ্ক পুটক আর অর্দ্ধ চন্দ্রাকার ॥ মুষ্টিক বিমুখ শঙ্খ অর্দ্ধ বজ্রযোনি। তুণ্ড পুণ্ড অর্দ্ধধেনু বট শিখরিণী ॥ সম্মিলনী কুণ্ড শূল আর সিংহবক্ত্র। উন্মীলনী পাশুপত বিম্ব শুদ্ধ চক্র ॥ কুণ্ডলী ত্রিমুখ ভোগ-ব্যূহ প্রসবিনী। অশ্বিনী পাশিনী কাকী আর ভুজঙ্গিনী ॥ খেচরী ও মহাবেধ তাড়াণী মাণ্ডবী। বিপরীতকরী আর উড্ডান শাম্ভবী ॥ ইত্যাদি বিবিধ মুদ্রা আছয়ে যাবত। পূজা ধ্যান জপ কর্ম্মে জানিবে তাবত ॥ বলিদানে শত্রুজয় নাহি রাজভয়। যাতে যত দিন তৃপ্ত শুন সে নির্ণয় ॥ কচ্ছপ মৎস্যেতে তৃপ্ত শিবা একমাস। কুম্ভীরেতে তিনমাস জানিবে নির্যাস ॥

মৃগ মাংসে অষ্টমাস জানিবেক তৃপ্তি। গোধিকা রুধিরে একবর্ষ ভগবতী॥
শূকর শোণিতে তৃপ্তা দ্বাদশ বৎসর। অজ মেষে তৃপ্তা দেবী পঁচিশ বৎসর॥
মহিষ গণ্ডারের মাংসে ব্যাঘ্রের রুধিরে। শতবর্ষ করে তৃপ্তি দেবীর অন্তরে॥
মৃগাত্রি শোণিতে সিংহ শরভ রুধিরে। সহস্র বৎসর তৃপ্ত দেবী-হৃদি করে॥
কৃষ্ণসার-মাংসে যদি দেয় বলিদান। পঞ্চশত বর্ষ তৃপ্তি ভগবতী পান॥
তিন শত বর্ষ তৃপ্ত রোহিত মাছেতে। সহস্র বৎসর তৃপ্ত মানুষ-বলিতে॥
মন্ত্রপূত হলে রক্ত সুধা তুল্য হয়। শোণিত মস্তক মাংস দিবেক নিশ্চয়॥
অপক্ক দিবেক শীর্ষ শোণিত পশুর। পাক করি দিবে মাংস হইবে মধুর॥
কুষ্মাণ্ড আসব ইক্ষুদণ্ড মদ্যদান। ছাগ সম তৃপ্ত দেবী জানিবে সন্ধান॥
এই ত বলির বিধি জানিবে বিস্তার। উৎসর্গ বিধান যত নীতি অনুসার॥
বৃহন্নন্দীকেশ্বরেতে আছে অবিকল। মন্ত্র তন্ত্র আদি যত যেরূপ সকল॥
ত্রিমাসের ন্যূন পশু নাহি বলি দিবে। তিন পক্ষ ন্যূন পক্ষী নাহিক ছেদিবে॥
বিকলাঙ্গ জীর্ণ ভগ্ন কিম্বা অঙ্গহীন। এ সকল পশু পক্ষী না লবে প্রবীণ॥
আসন বিবিধমত দিবেক প্রথম। পুষ্পাসন আদি করি যতেক নিয়ম॥
পুষ্পাসন কাষ্ঠাসন চর্ম্ম কুশাসন। চতুর্ব্বিধ বস্ত্রাসন তৈজস গঠন॥ সকণ্টক ক্ষীরবৃক্ষ সার বিবর্জ্জিত। চৈত্রবৃক্ষ বিভীতক প্রভৃতি গঠিত॥ এই সব বৃক্ষ ভিন্ন দার্ব্বাসন দিবে। সিংহ ব্যাঘ্র গজাজিন মৃগচর্ম্ম দিবে॥ বস্ত্র মধ্যে শ্রেষ্ঠতম জানিবে কম্বল। লৌহ ভিন্ন তৈজসের দিবেক সকল॥ শিলাময় রত্নময় আর মণিময়। এইমত জানিবেক আসন নির্ণয়॥ পাদ্যার্থ উদক দান পাদ্য তারে বলে। তৈজস পাত্রেতে করি কিম্বা শঙ্খজলে॥ সিদ্ধার্থ কুসুম দূর্ব্বা আর গন্ধবারি। তণ্ডুল দিবেক শঙ্খপাত্রে আদি করি॥ করিবেক অর্ঘ্য-দান করি মন্ত্রপূত। দিবে আচমনী বারি করি গন্ধযুত॥ কৃষ্ণাগুরু কর্পূরাদি করিয়া বাসিত। তৈজস পাত্রেতে দিবে ফেন-বিবর্জ্জিত॥ দধি ঘৃত চিনি মধু আর শুদ্ধবারি। মধুপর্ক হেতু দিবে কাংস্যপাত্রে করি॥ দিবেক স্নানীয় দ্রব্য করিয়া রচনা। কস্তুরী কুঙ্কুম আদি আর গোরোচনা॥ গুড় মধু পঞ্চ গব্য মহৌষধিগণ। স্নেহ দ্রব্য স্নিগ্ধজল শর্করা চন্দন॥ অন্তেতে দিবেক জল স্বর্ণ রত্নোদক। তৈজস শঙ্খেতে করি দিবেক সাধক॥ অতঃপর শুন শুন বস্ত্রের বিধান। চতুর্ব্বিধ বস্ত্র বিধি করিল নির্ম্মাণ॥ কার্পাস ফলজ বস্ত্র লোমজ কম্বল। শাল পট্ট আদি করি জানিবে সকল॥ বৃক্ষের ত্বকেতে হয় গুটিপোকা জন্য। চতুর্ব্বিধ বস্ত্র দিবে নিষিদ্ধ যে অন্য॥ পরিধেয় জীর্ণ শীর্ণ হয় দশাহীন। সূচিবিদ্ধ কেশযুক্ত হইলে মলিন॥ মূসিক-দূষিত শ্লেষ্মা-মলাদি সংলগ্ন। দেব-পিতৃ-কর্ম্মে দিলে কর্ম্ম হয় ভগ্ন॥ দেবপিতৃ-কর্ম্মে নাহি নীল বস্ত্র দিবে। নীল বস্ত্র দানে জেন কর্ম্ম নষ্ট হবে॥ রক্তবস্ত্র বিষ্ণুকে না দিবে কদাচন। তদন্তর দিবে নানা অঙ্গের ভূষণ॥ কিরীট কুণ্ডল হার

অঙ্গুলি-চ্ছাদক। অঙ্গদ বলয় আদি দিবেক সাধক॥ ক্ষুদ্র ঘণ্টা নূপুরাদি চরণেতে দিবে। কর্ণভূষা কাঞ্চীদামে যতনে সাজাবে॥ অলঙ্কার অঙ্গে দিবে বিবিধপ্রকার। দেবতারে দিলে চতুর্ব্বর্গ ফল তার॥ ভূষণ যতেক দিবে স্বর্ণ-রৌপ্যময়। অন্য ধাতুময় যেন কভু নাহি হয়॥ ভূষণান্তে দিবে উপভূষণ বিস্তর। পর্য্যঙ্ক কলস ঘণ্টা আর যে চামর॥ গ্রীবার ঊর্দ্ধেতে নাহি দিবে রৌপ্যময়। ভূষণ প্রদানে চতুর্ব্বর্গ ফল হয়॥ সর্ব্ব দেবতার হয় তুষ্টি-পুষ্টি-কর। গন্ধপ্রকরণ কিছু শুন অতঃপর॥ পঞ্চবিধ গন্ধদ্রব্য বলি ক্রমে ক্রমে। চূর্ণীগন্ধ আর ঘৃষ্ট হয় পরিশ্রমে॥ তৃতীয় দাহজ আর চতুর্থ মর্দ্দজ। পঞ্চম বিধির সৃষ্টি জীবের অঙ্গজ॥ গন্ধযুক্ত পত্রচূর্ণ চূর্ণীগন্ধ নাম। মলয় পর্ব্বতে জানি তার নিত্যধাম॥ ঘর্ষণ করিয়া গন্ধ অঙ্গে যাহা মাখে। ঘৃষ্ট গন্ধ নাম তার বলে সর্ব্বলোকে॥ অগুরু চন্দন দেবদারু চুয়াইয়া। যেই গন্ধ বিখ্যাত সে দাহজ বলিয়া॥ পুষ্পাত্মক পত্র আদি করি নিপীড়ন। চতুর্থ মর্দ্দজ গন্ধ হয় উৎপাদন॥ মৃগনাভি কোষোদ্ভবে জীবাঙ্গজ বলে। গহন কানন কিম্বা জনমে অচলে॥ এইরূপে সর্ব্বতন্ত্রেতে জেন পঞ্চবিধ। কালিয় কায়জ আর আছে বহুবিধ॥ দেবপিতৃ-কর্ম্মে গন্ধ জানিবে উত্তম। ঘৃষ্ট কিম্বা চূর্ণগন্ধ বিষ্ণু-প্রিয়তম॥ চূর্ণগন্ধ সর্ব্ব দেবে হয় প্রীতিকর। তাহাতে সন্তুষ্ট হন যতেক অমর॥ কস্তূরী কুঙ্কুমাগুরু চন্দ্রভাগ আর। মিশ্রিত করিয়া পূজা দিবে ত্রিপুরার॥ গন্ধদানে কামলাভ গন্ধে ধন হয়। ধর্ম্মের সাধন গন্ধ পরে মোক্ষ হয়॥ শুনিলে গন্ধের ফল শুন পুষ্পদান। দেবীপ্রিয় যে সকল পুষ্পের বিধান॥ বকুল মন্দার কুন্দ পুষ্প কুরুণ্টক। অর্ক করবীর ফুল আর কুরুবক॥ সিন্ধুবার রক্তজবা ও অপরাজিতা। দূর্ব্বাঙ্কুর দ্রোণপুষ্প আর ব্রহ্মলতা॥ মালতী মল্লিকা জাতি মাধবী কুব্জক। পাটলা টগর জবা আতসী চম্পক॥ রোচনাম্রাতক আর নবীন মল্লিকা। অটরূষ লোধ্র দ্রোণ শিরীষ কর্ণিকা॥ শমীপুষ্প দনবক অরুণ অশোক। শ্বেতারুণী স্থলপদ্ম পলাশ তিলক॥ এ সব কুসুম দিবে পত্র দিবে শেষ। অপামার্গ ভৃঙ্গরাজ গন্ধিনী বিশেষ॥ বলাহক পত্র দিবে খদির রঞ্জন। আম্রাতক গুচ্ছ জম্বু পত্র সুশোভন॥ দাড়িম্বের পত্র আর কুশ দূর্ব্বাঙ্কুর। আমলকী শমীপত্র বিল্বের প্রচুর॥ মালা করি দিলে তথা ফলদা ঈশানী। ভক্তি ভরে তৃণৌষধে পূজিবে ভবানী॥ ইহার অভাবে ফুল অঙ্কেতে পূজিবে। তাবতের অভাবেতে জল মাত্র দিবে॥ তুলসী কুসুম দিবে শ্রী-বৃদ্ধিহেতুক। বাজিদন্ত পত্রে চণ্ডী সদাই উৎসুক॥ ষোড়শোপচারে যেবা অশক্ত হইবে। গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্যে পূজিবে॥ সর্ব্বাভাবে ভক্তিভাবে করিবে পূজন। দীপের নিয়ম কিছু করহ শ্রবণ॥ তেজোময় দীপ দিলে লোক করে জয়। চতুর্ব্বর্গ-প্রদ দীপ জানিবে নিশ্চয়॥ পুষ্পে দীপে সতত যে পূজয়ে দেবতা। অবশ্য সে যাবে স্বর্গে নাহিক অন্যথা॥

প্রসন্ন দেবতা পুষ্পে পুষ্পে দেব স্থিতি। চরাচর পুষ্পে জেন কররে বসতি ॥ পর জ্যোতি পুষ্পগত পুষ্প মনোহর। ত্রিবর্গ সাধন পুষ্প পুষ্টি তুষ্টিকর ॥ পুষ্পমূলে ব্রহ্মা থাকে পুষ্পমধ্যে হরি। অগ্রে হর সর্ব্বদেব আছে দল ধরি ॥ এই হেতু পুষ্পযোগে করিলে অর্চ্চন। পরম সন্তুষ্ট হন অমর সগণ ॥ নানা-বিধ স্নেহ দ্রব্যে প্রদীপ জ্বালিবে। তন্মধ্যে ঘৃতের দীপ প্রধান জানিবে ॥ তিলজ সার্ষপ তৈল আর ত্বক্‌জাত। রাজিক সঞ্জাত আর আছে নানামত ॥ পঞ্চবিধ বর্ত্তি হবে আছয়ে নির্ণয়। পদ্মসূত্র দর্ভসূত্র ফলসূত্র কয় ॥ রোমজ কোষজ এই সূত্র নিরূপণ। রোমজ কোষজ দৈব-কর্ম্মে নিবারণ ॥ দীপাধার-পাত্র শুন তৈজস উত্তম। দারু লৌহ মৃত্তিকায় আছয়ে নিয়ম ॥ তৃণধ্বজ জাত বলি আছে দীপাধার। কদাচ ভূমিতে দীপ না রাখিবে আর ॥ নির্ধূম নিঃশব্দ হ্রা শিখায় সংযত। দক্ষিণাবর্ত্তক বর্ত্তি সুমঙ্গলকৃত ॥ তৈল ঘৃত স্নেহ দ্রব্য না হবে মিশ্রিত। বসা মজ্জা প্রাণিভব সর্ব্বদা বর্জ্জিত ॥ না করিবে কোন রূপে দীপ নির্ব্বাপন। দীপ-হন্তা অন্ধ হয় শাস্ত্রের লিখন ॥ এইত দীপের কথা ধূপ বলি শুন। নাসারন্ধ্র সুখপ্রদ হইবে সুগুণ ॥ নিস্তাপ সুগন্ধি কাষ্ঠ-দগ্ধ জন্য ধূম। যে ধূপে দেবতা তুষ্ট জানিবে উত্তম ॥ দশাঙ্গ ও ষোড়শাঙ্গ আছে মতান্তরে। আর অন্য আছে ধূপ কহিব তোমারে ॥ শ্রীচন্দন কালা-গুরু সরল উদয়। বিক্রম প্রভৃতি করি জানিবে নির্ণয় ॥ শীতশাল পরিমল বিবর্দ্ধী কামদ। দেবদারু বিশ্বসার শ্রীহরিচন্দন ॥ খদির সন্তান পারিজাত যোজনয়। এই সব বৃক্ষ ধূপ জানিবে নিশ্চয় ॥ যক্ষধূপ বৃক্ষধূপ শ্রীপিণ্ড ওবর। পাত্রবাহ পিণ্ডাগুরু সুগোল অপর ॥ অন্যান্য নির্য্যাস বহু সব ধূপ নাম। ধূপ বিবরণ এই কিছু কহিলাম ॥ মাধবেরে যক্ষধূপ কদাচ না দিবে। রক্ত বিক্রমেতে শিবে নাহিক পূজিবে ॥ যক্ষধূপে মহামায়া পূজিবে সর্ব্বদা। মৃত্তিকা ঘটেতে ধূপ না রাখিবে কদা ॥ পুষ্প ধূপ গন্ধ আগে লইয়া আঘ্রাণ। দেবতারে দিলে হয় নরকেতে স্থান ॥ এখন অঞ্জন কথা করহ শ্রবণ। ত্রিপুরা কামাখ্যা আদি যাহে তুষ্ট মন ॥ তাম্র পাত্রে দীপ তাপ তৈল ঘৃত যোগে। অঞ্জন করিয়া দিবে দেবী উপভোগে ॥ চতুর্ব্বর্গপ্রদ ধূপ কামদ অঞ্জন। দেবতারে দিবে দান ভক্তিযুক্তমন ॥ নৈবেদ্যের বিধি এবে শুন মহামতি। দেবতা সকলে তুষ্ট নৈবেদ্যেতে অতি ॥ ভক্ষ্য ভোজ্য লেহ্য পেয় চোষ্য এ পঞ্চম। ভাবত নৈবেদ্য বলি জানিবে নিয়ম ॥ দেবীপ্রিয় যে যে দ্রব্য শুনহে সাধক। লাঙ্গলী কপিত্থ দ্রাক্ষা সন্তোষজনক ॥ বদর কুষ্মাণ্ড কোল পনস বকুল। মধুকর রসালাম্র আক্ষোট সমূল ॥ শ্রীফল সুপক্ব উরু পিণ্ডিক খর্জ্জুর। মাধব পুন্নাগ প্রিয় আর বীজপূর ॥ কর্কটী জম্বীর ক্ষীর রসাল জম্বুল। ষড়বিধ নাগরঙ্গ হরীতকী ফল ॥ পটোল কদলীবৃন্ত মধুক দেবক। তিন্দুক কুসুম কার-বিল্ল কুরুবক ॥ বন্য ফল পুষ্পে দেবী করিবে পূজন। শ্লেষ্মাতক নিম্ব শোণ

করিয়ে বর্জ্জন ॥ সকল ফলের মধ্যে চার প্রিয়ফল। আম্র মাতুলঙ্গ কর-মর্দ্দক লাঙ্গল ॥ শৃঙ্গাটক কসেরুক শালুক মৃণাল। শৃঙ্গবের মূলস্কন্দ প্রভৃতি রসাল ॥ পিষ্টক পায়স আর কৃষর যাবক। চিপিটক ভৃষ্টদ্রব্য দিবেক মোদক ॥ সশর্করা ঘৃতযুক্ত হবিষ্য ওদন। সুরভি গন্ধাঢ্য দ্রব্য বিবিধ ব্যঞ্জন ॥ মাংস-ভব দ্রব্য যত ঘৃতের সহিত। সুরা মধু দিবে দান আছয়ে বিহিত ॥ অশ্বমেধ ফল প্রাপ্ত হয় সেই জন। মাষ মুগ মসূরাদি করে নিবেদন ॥ তিল যব আদি যত ভক্ষ্য ভোজ্য হয়। সুপক্ক সংস্কার করি দিবেক নিশ্চয় ॥ যেরূপে যাহার পাক শাস্ত্রে আছে বিধি। সেইরূপে দিবে তাহা শুন গুণনিধি ॥ দগ্ধ পূতিগন্ধ-যুক্ত ভক্ষ্য কদাচন। অন্ত্যজাদি স্পৃষ্ট দ্রব্য না দিবে কখন ॥ কর্পূরবাসিত অতি সুগন্ধি তাম্বুল। এলাচি লবঙ্গ আদি দিবেক অতুল ॥ বলিদানে দত্ত মৃগ ছাগ আর মেষ। পক্ক করি দিবে মাংস অশেষ বিশেষ ॥ লৌহপাত্রে সুসংস্কৃত মাংসের ব্যঞ্জন। নিবেদিলে দেবীলোকে তাহার গমন ॥ কৃসরান্ন সব তিল আতপ-তণ্ডুল। প্রদানে তাহার হয় সৌভাগ্য অতুল ॥ কসেরু শালুক আর নামে শৃঙ্গাটক। কন্দর কাকট স্থূল কন্দ মৃণালক ॥ এ সব ফলেতে সদা অতিভক্তিভরে। পূজিবে সর্ব্বমঙ্গলা ভবানী দেবীরে ॥ পৃথুক কৃষর আর মোদক যাবক। পরমান্ন সুরসাল বিবিধ পিষ্টক ॥ মহামায়া সমুদ্দেশে করিবে অর্পণ। ইহাতে প্রসন্না দেবী শাস্ত্রের বচন ॥ মৃগ মেষ অজ আর মহিষীর ক্ষীর। অতি প্রীতিপ্রদ জেন দেবী ভবানীর ॥ শাল্যন্ন শীতল বারি মাংস বহুতর। দেবীরে করিবে দান না হবে কাতর ॥ মধু চিনি ধান্যকাদি দিবেক প্রচুর। দুর্গার উদ্দেশে দিবে ইক্ষু আদি গুড় ॥ সুগন্ধি ব্যঞ্জন যেই ভক্তিভাবে দেয়। অশ্বমেধ যজ্ঞ ফল সেই জন পায় ॥ একমনে পূজাকালে ধার্ম্মিক সুজন। কালিকা উদ্দেশে সুরা করিলে অর্পণ ॥ ইহকালে সুখে থাকি অন্তে মোক্ষ হয়। শাস্ত্রের বচন ইহা নাহিক সংশয় ॥ লাঙ্গল ক্রমুক আর রসাল রুচক। পরম সুমিষ্ট দ্রব্য আর কর্ম্মর্দ্দক ॥ দেবীর উদ্দেশে ইহা করিলে অর্পণ। অতুল সম্পত্তি লাভ করে সেই জন ॥ বহুদিন দেবীলোকে করিয়া বসতি। সে জন সুজন পায় অন্তিমে মুকতি ॥ মাষ মুগ মসূরাদি শস্য বহুতর। সংশোধিত করি দিবে না হবে কাতর ॥ কিবা ঋষি কিবা যতি কিবা বিপ্রগণ। নিবেদিয়া অধিকারে করিবে ভক্ষণ ॥ অর্দ্ধপক্ক দগ্ধ আর পূতিগন্ধময়। সেই সব দ্রব্য কভু দেবীযোগ্য নয় ॥ কর্পূরবাসিত পান করিলে অর্পণ। দুঃখ-বিনাশিনী হন অতি তুষ্টমন ॥ মৃগমাংস মৎস্যমাংস দেয় যেই জন। তার প্রতি তুষ্টা দেবী শাস্ত্রের বচন ॥ খড়্গা মাংস ছাগমাংস মৎস্যের সহিত। বিবিধ সুগন্ধি দ্বারা করিয়া বাসিত ॥ দেবীর উদ্দেশে যথাবিহিত বিধানে। ভক্তিভাবে দেয় যেই অতি সযতনে ॥ চক্রবর্ত্তী হয়ে সেই মহাসুখ পায়। অন্তিমে তাহার স্থান কালী-রাঙ্গাপায় ॥ মূলমন্ত্রে এণ-মাংস সংস্কার করিয়ে। শিবানীরে দেয় যেই একচিত্ত হয়ে ॥

ইহলোকে থাকি সুখে অন্তে সেই জন। দেবীলোকে সদানন্দে করে বিচরণ॥ ঘৃত যোগে যবচূর্ণ বিবিধ খর্জ্জুর। এক-চিত্তে ভক্তি-ভরে দিবেক প্রচুর। রাজসূয়-যজ্ঞ-ফল ইহাতেই হয়। দেবীর বচন ইহা জানিবে নিশ্চয়॥ কুষ-রান্ন ভক্তিভাবে করিলে অর্পণ। তাপ-নিবারিণী কালী অতি তুষ্ট হন॥ নারিকেল ভক্তিভাবে যেই জন দেয়। বহ্নিস্টোম যাগফল সেই জন পায়॥ জম্বীর লবণী ধাত্রী সুরম্য শ্রীফল। যে জন দেবীরে দেয় এই সব ফল॥ বহ্নিস্টোম যাগফল পায় সেই জন। অন্তকালে দেবীধামে করে বিচরণ॥ সিতা-যুক্ত দ্রাক্ষা আর নাগরঙ্গ ফল। দেবীর উদ্দেশে দিলে পায় বহুফল॥ দেহ ত্যজি পরজন্মে সুজন সে জন। মহাধনী হয়ে তিনি ধরেন জনম॥ ধন্যাক পৃথুক দিলে বিমল অন্তরে। সেজন শ্রীমান হয় ধরণী ভিতরে॥ মোক্ষখণ্ড ইক্ষুদণ্ড আর নবনীত। যে জন দেবীরে দেয় হয়ে একচিত॥ পরম বিভূতি ভোগ করি ইহলোকে। অম্বিকা নিকটে সেই যায় দিব্য লোকে॥ নবনী মিশ্রিত তিল করিলে অর্পণ। অন্তিমে নির্ব্বাণ পদ পায় সেই জন॥ ঘৃত মধু সিতা দধি আর ক্ষীর নীর। এই সব মিলাইয়া সাধক সুধীর॥ পানার্থ তৈজস পাত্রে দেবীর উদ্দেশে। নিবেদন করে যদি একাগ্র মানসে॥ তাহার পুণ্যের ফল কে বর্ণিতে পারে। কোটি কল্প থাকে সেই দিব্য দেবী-পুরে॥ অবশেষে সার্ব্বভৌম পদবী লইয়া। জনম ধরয়ে সেই ধরাতলে গিয়া॥ বহু পুণ্য যশোলাভ করিয়া ধরায়। অন্তিমে নির্ব্বাণ পদ অনায়াসে পায়॥ দধিযুক্ত অন্ন আর কলায় নীবার। অর্পিলে সুসিদ্ধ হয় বাসনা তাহার॥ দেবীরে তিন্তিড়ী দিলে অতি ভক্তিভরে। জ্যোতিষ্টোম ফল পেয়ে যায় দেবী-পুরে॥ নারিকেলোদকদানে অগ্নিস্টোম ফল। সুপক্ক জম্বীর দিলে অথবা শ্রীফল॥ বহ্নিস্টোম ফল পেয়ে দেবীলোকে যায়। ইহাতে সংশয় নাহি কহিনু তোমায়॥ দ্রাক্ষা নাগরঙ্গ দিলে হয় রূপবান। লক্ষ্মীলাভ হয় চিপিটক দিলে দান॥ ইক্ষুদণ্ড সমর্পিলে আর নবনীত। সৌভাগ্য অতুল হয় দেবিলোকে স্থিত॥ নবনী মিশ্রিত তিল করিলে অর্পণ। অন্তিমে অমর-ধামে যায় সেই জন॥ পবিত্র বিশুদ্ধ অন্ন বিবিধ ব্যঞ্জন। করিবে দেবীরে ভক্তি-যোগে নিবে-দন॥ দধি লাজ ঘৃত মধু করিবে অর্পণ। নারিকেলোদক দিবে হয়ে একমন॥ ভক্তি-যোগে যদি দেয় ভগবতী প্রতি। কোটি কল্প দেবীলোকে করয়ে বসতি॥ পরে সার্ব্বভৌমেশ্বর ক্ষিতিতে নিশ্চয়। তদন্তে কৈবল্য প্রাপ্তি নাহিক সংশয়॥ কলায় নীবার দধি-যুক্ত করি দিলে। ইষ্টকাম সিদ্ধ হয় পুরাণেতে বলে॥ তিন্তিড়ী মিশ্রিত গুড় দিলে নিবেদন। অগ্নিস্টোম ফলে দেবীলোকেতে গমন॥ পালঙ্কী মসূর বরবটি কাল শাক। মুষল কলায় ব্রাহ্মী করি দিবে পাক॥ বাস্তুক কলম্বী হিলমোচিকা কর্কটে। বিক্রম ও পুনর্নবা আদি যাহা ঘটে॥ ভক্তিভরে দিলে হয় দেবীলোকে বাস। ইচ্ছাধিক্যে

সধ বধ মধ্যে কভু গণ্য নয় ॥ পূর্ব্বমুখে পশু আদি করিয়া স্থাপন। সাধক উত্তর মুখে করিবে ছেদন ॥ স্বর্ণ রৌপ্য তাম্র কিম্বা কাংস্যের আধারে। যজ্ঞ কাষ্ঠ পাত্রে রক্ত দিবেক দেবীরে ॥ লৌহপাত্রে সুক সুব অথবা বল্কল। এ সবে রুধির দিলে সকলি বিফল ॥ অতুল বিভূতি বাঞ্ছা করে যেই জন। পাষাণ ঘটে ধরা-তলে না দিবে কখন ॥ রুধির মৃণ্ময় পাত্রে নরপতি দিবে। পত্রপুটে কভু নাহি ভ্রমেও অর্পিবে ॥ অশ্বমেধে অশ্ব মাত্র দিবে বলিদান। দিকপাল যজ্ঞেতে গজ করিবে প্রদান ॥ দেবীর উদ্দেশে অশ্ব হস্তী নাহি দিবে। হরা-কয়ে মৃগ পুচ্ছ চামর অর্পিবে ॥ সিংহ ব্যাঘ্র সুরা নর স্বগাত্র রুধির। না দিবে দেবীরে কভু ব্রাহ্মণ সুধীর ॥ যেই বিপ্র সিংহ ব্যাঘ্র নরদান করে। মহাপাপী পচে সেই নরক ভিতরে। বিপ্র হয়ে গাত্ররক্ত করিলে অর্পণ। আত্মহত্যা-পাপে সেই হয় নিমগন ॥ মদ্য দান করে যেই হইয়া ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মণ্য তাহার দেহে না থাকে কখন ॥ ক্ষত্রিয় যদ্যপি হয় মহা ধনবান। কুষ্মাণ্ড বলি সেই করিবে প্রদান ॥ দ্বিজে কুষ্মাণ্ড বলি করিলে অর্পণ। ব্রহ্মহত্যা পাপে সেই হয় নিমগন ॥ সিংহ ব্যাঘ্র নরবধ বিহিত যথায়। ঘৃতদ্বারা বলি কার্য্য করিবে তথায় ॥ ঘৃত দ্বারা বলিমূর্ত্তি করিয়া নির্ম্মাণ। অতি তীক্ষ্ণ চন্দ্রহাসে দিবে বলিদান ॥ যথাবিধি মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে। বিধিমতে চন্দ্রহাসে ছেদন করিবে। ভৈরবী ভৈরবোদ্দেশে সাধক যখন। মহিষ ভকতি ভরে করিবে অর্পণ ॥ আগে এই মন্ত্র দ্বারা বলিরে পূজিবে। তবে ত শাণিত অস্ত্রে ছেদন করিবে ॥ তুমি মম দ্বেষ্য ওহে মহিষ মোহন। মহামায়া চণ্ডিকারে করিছ বহন ॥ যমের বাহন তুমি বিদিত ভুবন। মম শুভ সুসাধন কর অনুক্ষণ ॥ আয়ু বিত্ত যশ বৃদ্ধি করহ আমার। পুনঃ পুনঃ তব পদে করি নমস্কার ॥ এইরূপে বলি-পূজা করি অবশেষে। খড়্গে শাণিত খড়্গ ভকতির বশে ॥ পবিত্র সলিলে তাহা করি প্রক্ষালন। মন্ত্রপাঠ ভক্তিভরে করিবে সুজন ॥ তুমি খড়্গ সর্ব্ব কার্য্যে কল্যাণদায়ক। মম কার্য্যে হও তুমি অরি বিনাশক ॥ করবাল নাম তব তুমি গুহাজাত। পুনঃপুনঃ তব পদে করি প্রণিপাত ॥ কুষ্মাণ্ড-সার বলি যবে করিবে অর্পণ। এই মন্ত্র সেই কালে করিবে কীর্ত্তন ॥ ব্রহ্ম-তেজো-বিবর্দ্ধন তুমি কুষ্মাণ্ডসার। চতুর্ব্বেদময় তুমি জ্ঞানের আধার ॥ ব্রহ্মমূর্ত্তি-ময় তুমি বিষ্ণুর প্রধান। আমারে উত্তমা বুদ্ধি করহ প্রদান ॥ যখন শরভ বলি করিবে অর্পণ। যে মন্ত্র বলিবে তাহা করহ শ্রবণ ॥ অনন্ত মুরতি তব ভৈরব আখ্যান। পুনঃপুনঃ করি আমি তোমারে প্রণাম ॥ ভৈরব আকৃতি তুমি করিয়া ধারণ। পূর্ব্বেতে বরাহ তুমি করেছ নিধন ॥ এখন শরভরূপে মম রিপুচয়। কৃপা করি মহাবাহো করহ সংক্ষয় ॥ হরিরূপে সদা তুমি ত্রিপুরাসুন্দরী। আনন্দে ভকতিভরে ধর পৃষ্ঠোপরি ॥ পুনঃপুনঃ তব পদে করি নমস্কার। মম বিঘ্নরাশি তুমি করহ সংহার ॥ প্রচণ্ড সিংহের রূপ করিয়া

ধারণ। ধরাতলে সদা তুমি করিছ ভ্রমণ॥ দুর্দ্দান্ত নৃসিংহ রূপ করিয়া ধারণ। হিরণ্যকশিপু দৈত্যে করেছ নিধন॥ আমার অশুভরাশি করহ সংহার। তব পদে ভক্তিভরে করি নমস্কার॥ নরবলি যেইরূপে করিবে অর্পণ। তাহার বিশেষ কথা করহ শ্রবণ॥ সুস্নাত ভূষিত নর করি আনয়ন। তদন্তে দেবতাগণে করিবে পূজন॥ বৈদিক মন্ত্রেতে তারে করিয়া অর্চ্চনা। করিবেক ব্রহ্মরন্ধ্রে ব্রহ্মার সাধনা॥ নাসারন্ধ্রে মেদিনীর করিয়া পূজন। কর্ণদ্বয়ে আকাশের করিবে অর্চ্চন॥ পূজিবেক জিহ্বাদেশে বরুণদেবেরে। সর্ব্ব মুখে পূজিবেক দেব দিবাকরে॥ জ্যোতিষিরে নেত্রদ্বয়ে করিয়া পূজন। বদনেতে বিষ্ণুদেবে করিবে অর্চ্চন॥ মঙ্গলাখ্য শিবে পূজা ললাটে করিয়া। পুরন্দরে দক্ষ গণ্ডে পরেতে পূজিয়া॥ পূজিবেক বাম গণ্ডে দেব হুতাশন। পূজিবেক গ্রীবাদেশে সবল শমন॥ কেশাগ্রে নৈঋতদেবে করিয়া অর্চ্চনা। ভ্রূমধ্যেতে প্রচেতারে করিয়া সাধনা॥ নাসামূলে পূজিবেক সুগন্ধ-বহন। পূজিবেক স্কন্ধদেশে ধর্ম্মের রাজন॥ অহিপতি অনন্তেরে হৃদয়ে পূজিবে। অঙ্গদেব যত সব এরূপে অর্চ্চিবে॥ পরিশেষে করিবে যে মন্ত্র উচ্চারণ। বলিতেছি মন দিয়া করহ শ্রবণ॥ নরের প্রধান তুমি সর্ব্বদেবময়। মহাভাগ বলি তুমি জানি পরিচয়॥ পুত্র কন্যা দারা সহ লয়ে বন্ধুজন। একান্ত অন্তরে লই তোমারে শরণ॥ আমারে করহ রক্ষা ওহে নরবর। তোমার শরণাগত আমরা সকল। তপ জপ যজ্ঞ দান ধরম করম। যাহা কিছু ধরাধামে করেছি অর্জ্জন॥ সেই সব পুণ্য রাশি ওহে নরোত্তম। অকাতরে তোমারে যে করিনু অর্পণ॥ তোমার পাতক রাশি করিনু গ্রহণ। পাপহীন হলে তুমি শুনহে সুজন॥ তোমার শোণিতরাশি সুধার সমান। অম্বিকা জননী দেবী তাহে তৃপ্তি পান॥ এখন মানব দেহ করিয়া বর্জ্জন। এ কাল-করালে এবে হও নিপতন॥ আমার যতেক পুণ্য করিয়া গ্রহণ। দেবের কর্তৃত্ব এবে করহ গ্রহণ॥ ইহার অন্যথা যদি কর নরবর। না লবে চণ্ডিকা দেবী তব কলেবর॥ এইরূপে পূজা করি করিবে ছেদন। মহামায়া তুষ্ট ইথে শাস্ত্রের বচন॥ কাণ খঞ্জ বৃদ্ধ ক্লীব আর অধিকাঙ্গ। রোগযুক্ত শিত্রিযুক্ত অথবা হীনাঙ্গ॥ এইরূপ বলি সদা করিবে বর্জ্জন। শিশু বলি ত্যাজ্য হয় শাস্ত্রের লিখন॥ যখন বলির শির করিবে ছেদন। উচ্চারয় দেবনাম যদ্যপি তখন॥ অতুল বিভূতি হয় বলিপ্রদাতার। মহাবিজ্ঞ হয় সেই বিদ্যার আধার॥ মহিষের শির যবে করিয়া ছেদন। রুধির দেবীর জন্য করিবে গ্রহণ॥ ছিন্ন কায় হতে যদি মূত্রস্রাব হয়। মরিবে প্রদানকর্ত্তা জানিবে নিশ্চয়॥ ছিন্নকায় বামপাদ করিলে ক্ষেপণ। কর্ত্তার মহত রোগ জনমে তখন॥ অন্য পাদ বিক্ষেপিলে মঙ্গলদায়ক। মহাফল পায় সেই জানিবে সাধক॥ ঈশান নৈঋতে যদি নরশির পড়ে। সে দিকে রাজার রাজ্য বিনাশিত করে॥ লক্ষ্মীলাভ পূর্ব্বদিকে হইলে

পতন। পড়িলে আগ্নেয়ে হয় পুষ্টির কারণ ॥ বারুণে বায়ব্যে যদি নিপতিত হয়। ধনলাভ হয় তাহে জানিবে নিশ্চয় ॥ নয়নাশ্রু শিরে যদি হয় নিপতন। রাজার রাজত্ব নাশ শাস্ত্রের বচন ॥ বলির বিধান কিছু করিনু কীর্ত্তন। বিশেষ ভাষায় সব না হয় বর্ণন ॥ বলি অন্তে স্তব পাঠ মতান্তরে কয়। শুন বলি মন দিয়া ওহে গুণময় ॥ প্রকৃতি পরমা দেবী বিশ্বের জননী। পরাৎপরা সারাৎসারা ব্রহ্মসনাতনী ॥ জগতের সার তুমি সৃজনকারিণী। নিত্যানন্দ-স্বরূপিণী কল্যাণদায়িনী ॥ সকল আধার তুমি পরমা ঈশ্বরী। হৈমবতী ভগবতী মহিষ-ঘাতিনী। বিপদ-নাশিনী তুমি দেবী পরাৎপরা। পরমা ঈশ্বরী তুমি সার হতে সারা ॥ মহেশ্বরী তুমি মাতঃ অখিলের গতি। আদ্যাশক্তি তুমি দেবী তোমা হতে মুক্তি ॥ তুমি লজ্জা তুমি ক্ষমা তুমি বুদ্ধি তুষ্টি। তুমি ধৃতি শান্তি নিদ্রা তুমি তন্দ্রা পুষ্টি ॥ তুমি লক্ষ্মী বেদমাতা তুমি বীণাপাণি। তুমি রাধা তুমি শ্যামা শিবস বাখিনী ॥ তব তত্ত্ব কেবা জানে তুমি বিশ্বমাতা। স্থাবর জঙ্গম সবে তুমি বিরাজিতা ॥ যোগমায়া ভোগমায়া নিত্য স্বরূপিণী। তারণ কারণ তুমি উদ্ধারকারিণী ॥

তুমি সন্ধ্যা তুমি রাত্রি তুমি কালাকাল। নারীরূপে ধর তুমি ভুবন বিশাল ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র আদি তোমার কৃপায়। নিত্যধামে নিত্য সুখ নিত্য নিত্য পায় ॥
তুমি বন তুমি নদী পর্ব্বত বিশাল। তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য্য আকাশ পাতাল ॥
স্থাবর জঙ্গমাত্মক পদার্থ নিচয়। তোমাতে উৎপত্তি সব তোমাতেই লয় ॥
জগতের হিতকরী জগতের কর্ত্রী। তোমা হতে জন্মে সব নিখিল যুবতী ॥
কে জানে তোমার স্তব ওগো কৃপাময়ী। মোরে রক্ষা কর দেবী তুমি মায়াময়ী ॥
কৃপা কর মম প্রতি ওগো ভগবতী। জগত-পালিনী তুমি জগত-প্রসূতি ॥
তব তত্ত্ব কে বুঝিবে তত্ত্বময়ী তারা। কালভয়-বিধ্বংসিনী ভব-ভয়-হরা ॥
বিশ্বের কল্যাণকরী মঙ্গলদায়িনী। বিশ্ব-বিনোদিনী তুমি জগতমোহিনী ॥
জগতের সার জানি পুরুষ প্রকৃতি। উভয়ের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠতরা অতি ॥
নাশিয়াছ শত শত অসুর প্রবল। সুরগণে রক্ষা কর দিয়া তুমি বল ॥
তব ইচ্ছাবশে হয় ব্রহ্মাণ্ড প্রসব। তোমা হতে হয়ে থাকে বিশ্ব সৃষ্টি সব ॥
আদ্যাশক্তি তুমি দেবী শিববিমোহিনী। হর-বক্ষস্থিতা দেবী নিস্তারকারিণী ॥
সকলের আদি তুমি সৃষ্টির কারণ। লক্ষ্মী সরস্বতী তব অংশেতে সৃজন ॥
সাবিত্রী করিয়া আদি তব অংশে হয়। যোগরূপা যোগময়ী তুমি তত্ত্বময় ॥
ভক্ত প্রতি কভু দেবী নিদয়া হও না। ভক্তজনে কভু যেন যাতনা দিও না ॥
বিশ্বের জননী তুমি শিবের ঘরণী। সাবিত্রী রূপেতে তুমি বেদ-প্রসবিনী ॥
লক্ষ্মীরূপে বিষ্ণুমন করেছ হরণ। জাহ্নবীরূপেতে কর পাপ বিমোচন ॥
ইচ্ছাময়ী মহামায়া ত্রিলোকতারিণী। ব্রহ্মাণ্ড বিভাণ্ডোদরা নিত্যাস্বরূপিণী ॥
অধম অজ্ঞান নর কি জানে ভজনা। কৃপাগুণে গুণময়ী পূরাও বাসনা ॥
তব পদে অপরাধ করেছি প্রচুর। অজ্ঞান ভকত জনে দুঃখ কর দূর ॥

নরদেহে ষড়রিপু অতি দুর্নিবার। কেমনে জানিবে দেবী ভকতি তোমার॥
কি দ্রব্যে পূজিব তোমা তোমারি সকল। একমাত্র ভক্তি মম প্রধান সম্বল॥
বিশ্ববিনাশিনী দেবী তুমি কৃপাময়ী। অজ্ঞান তিমির মম নাশ গুণময়ী॥
নরদেহ ঠিক যেন অরণ্য সমান। ছয় রিপু সিংহ সম ভ্রমে অবিরাম॥
মন মতি ক্ষুদ্র জীবে বধিবারে তরে। ঘুরিছে সতত যেন রহি অনাহারে॥
কি করি উপায় দেবী বলহ এখন। থর থর কাঁপে দেহ সঙ্কট জীবন॥
শমন নিকটপ্রায় কাতর হৃদয়। কৃপাময়ী কৃপা করি দেহ পদাশ্রয়॥ বল
নাই বুদ্ধি নাই কি বলে ডাকিব। নাহি জানি তন্ত্র মন্ত্র কি দিয়ে পূজিব॥
চরণ তরণী বিনা ভক্তিহীন জনে। ত্রাণ কর তন্ত্রময়ী সংসার জীবনে॥
তোমা হতে হইতেছে সৃষ্টি স্থিতি লয়। জগত ঈশ্বরী তুমি সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়॥
সগুণা নির্গুণা তুমি ত্রিগুণ ধারিণী। দেবের দেবতা তুমি ভুবন মোহিনী॥
ত্রিতাপ হারিণী তুমি কলুষ-নাশিকা। অপরা অমরা তুমি ত্রিলোক-পালিকা॥
দুর্ব্বলের বল তুমি অজ্ঞানের জ্ঞান। নির্গুণের গুণ তুমি তুমি বিশ্ব প্রাণ॥
কে বুঝিবে তব তত্ত্ব কভু নিরাকার। মায়াবশে কভু হও সাকার আকার॥
তব সত্য তব তথ্য বোঝা অতি ভার। কখন কি ভাব নর মায়ার আধার॥
মূঢ় জনে কি বুঝিবে তোমার ছলনা। অদ্ভুত যত সব তোমার ঘটনা॥ কেবা
পুত্র কেবা স্বামী কেবা আমি হই। লোচন নিমীলে আর আমি আমি নই॥
তথাপি অবোধ নর কিছু নাহি জানে। না দেয় আপন মন তোমার চরণে॥
অতুল ঐশ্বর্য্য দেবী যারে দেও যত। সুখের না হয় কিছু দুঃখ বাড়ে তত॥
কৃপা করি যারে তুমি দেও উচ্চপদ। তোমারে ভুলিয়া যায় বাড়ে তার মদ॥
তোমার চরণপদ্ম করি আরাধনা। হৃদয়কমলে আসি পূরাও বাসনা॥ সুশো-
ভিত অসিধরা জলদবরণী। নলিনী শোভিছে পদে কটিতে কিঙ্কিণী॥ কাল
ভয় বিনাশিনী করালবদনী। গিরিবর সুতে মাতঃ দেবী কাত্যায়নী॥ তব
পদে লীন কর ভকত সুজন। তোমার কটাক্ষে হয় শমন দমন॥ শিবের
হৃদয়-ধন তুমি দিগম্বরী। দৈত্যকুল কর নাশ করে অসি ধরি॥ কত দৈত্য
বধিয়াছ সীমা নাহি তার। উদ্ধার সকলে পায় নামেতে তোমার॥ শ্মশানে
ভৈরব সহ শ্মশান-বাসিনী। কৈলাসেতে অন্নপূর্ণা শিবের ঘরণী॥ কত স্থানে
কত রূপে করিছ বিরাজ। তোমার চরণ বিনা অন্যে কিবা কাজ॥ তব নাম
স্মৃতিপথে বারেক আনিলে। চরমে পরম পদ পায় কুতূহলে॥ মুক্তকেশী কর
ত্রাণ ওগো মহামায়া। নিত্যানন্দে সনাতনি দেহ পদছায়া॥ সদা যেন থাকে
মন চরণকমলে। পূর্ণ কর মনস্কাম ভক্ত জন বলে॥ এইরূপে স্তব করি করিবে
পূজন। কবচ করিবে পাঠ করহ শ্রবণ॥ সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয় কবচ পাঠেতে।
ধারণে মুকতি পায় সঙ্কট হইতে॥ না জানি কবচ কভু মন্ত্র না জপিবে।
জপিলে বিনষ্ট ফল নরকে মজিবে॥ গুহ্য হতে গুহ্যতম কবচ প্রধান। বলি-

লাম স্নেহবশে তব বিদ্যমান ॥ যতন করুন উমা মস্তক রক্ষায়। ললাট করিয়া রক্ষ রক্ষুন আমায় ॥ খেচরী করিয়া আদি দ্বার-নিবাসিনী। অশোক-বাসিনী আর সর্ব্ব-সংসাধিনী ॥ বজ্রধরা মহাবাণী ললিতা চণ্ডিকা। বিন্ধ্য-নিবাসিনী মহাবলা সৌভদ্রিকা ॥ ইত্যাদি বহুধা দেবী বহুধা প্রকার। কণ্ঠ তালু জিহ্বা আদি রাখুন আমার। স্তব ও কবচ পাঠ করে যেই জন। সে জন অবশ্য করে অসাধ্য সাধন ॥ ধন ধান্য সুত দারা হয় হস্তী হয়। চতুর্ব্বর্গ ফল পায় জানিবে নিশ্চয় ॥ প্রভাতে উঠিয়া যেবা করে অধ্যয়ন। সর্ব্ব তীর্থ ফল পায় শাস্ত্রের বচন ॥ কবচ দেহেতে যেবা ভক্তিভাবে ধরে। বিঘ্নরাশি তারে হাড়ি চলি যায় দূরে ॥ ভূত প্রেত পিশাচাদি সকলে পলায়। সর্ব্বত্র বিজয়ী সেই জানিবে ধরায় ॥ যথায় তথায় নাহি করিবে প্রকাশ। প্রকাশে মহত হানি ফলের বিনাশ ॥ সে জন ভকতি-হীন পরের নিন্দক। তাহারে না দিবে ইহা সুজন সাধক ॥ ইত্যাদি জনেরে কভু কবচ না দিবে। স্তব ও কবচ দিলে নরকে মজিবে ॥ শিবের বচন ইহা নাহিক সংশয়। দেবতা-দুর্লভ বস্তু জানিবে নিশ্চয় ॥ নিষিদ্ধ জনেরে দিলে সিদ্ধি নাশ হয়। পরাঙ্মুখ হয়ে মন্ত্র শাপ দিয়া যায় ॥ অমঙ্গল পদে পদে হইবে তাহার। যতনে রাখিবে গুপ্ত শাস্ত্রের বিচার ॥ পুরুষে দক্ষিণ হস্তে নারী বাম করে। ধরিবে কবচ দিবা রাতি ভক্তিভরে ॥ আধি ব্যাধি তার দেহে না রহে কখন। দুঃখ শোক নাহি দেয় তারে কদাচন ॥ তাহারে দেখিয়া বাদী মূক হয় যায়। রাজগণ দেখামাত্র কিঙ্করত্ব পায় ॥ অপুত্রের পুত্র হয় দরিদ্রের ধন। রিপুকুল অবিলম্বে হয় বিনাশন ॥ নমস্কার বিধি এবে করহ শ্রবণ। নমস্কার বহুবিধ ওহে মহাত্মন ॥ প্রথমেতে প্রদক্ষিণ করিবেক ধীর। দক্ষ হস্ত প্রসারিয়া হবে নত্রশির ॥ দক্ষ পার্শ্ব দেখাইয়া সাধু বিচক্ষণ। এক কিম্বা তিনবার করিবে ভ্রমণ ॥ অষ্টোত্তর শত যদি প্রদক্ষিণ হয়। সকল কামনা সিদ্ধ জানিবে নিশ্চয় ॥ তিনরূপ নমস্কার প্রথম কায়িক। বাচনিক তদন্তর আর মানসিক ॥ উত্তম মধ্যম আর তৃতীয় অধম। প্রত্যেকের তিনরূপ করহ শ্রবণ ॥ হস্ত পদ প্রসারিয়া পড়ে দণ্ডবত। মস্তক পৃথিবী-লগ্ন হয় ভক্তিরত ॥ উত্তম কায়িক নতি জানিবে ইহায়। ইহাতে দেবতা প্রীত কহিনু তোমায় ॥ জানু শির পৃথিবীতে লগ্ন মাত্র হয়। কায়িক মধ্যম নমস্কার তারে কয় ॥ পুটাঞ্জলি করি মাত্র শিরে দেয় হাত। অধম কায়িক তারে বলে বিশ্বনাথ ॥ স্বরচিত গদ্য পদ্যে যেবা স্তব করে। বাচনিক নমস্কার শ্রেষ্ঠ বলি তারে ॥ পুরাণ বৈদিক মন্ত্রে করে স্তব পাঠ। মধ্যবিধ বাচনিক বলে ঋষিরাট ॥ যথা তথা কাল্পনিক বাক্যে করে গান। অধম প্রণাম সেই জানিবে ধীমান ॥ মানসিক তিনরূপ প্রথমে মনন। পরেতে মানস করা মনেতে ঘটন ॥ কহিলাম নমস্কার ত্রিবিধ প্রকার। কায়িক সকল হতে শ্রেষ্ঠ নমস্কার। নৈবেদ্য প্রদানে ধর্ম্ম

অর্থ কাম মোক্ষ। নৈবেদ্য সকল যজ্ঞে দেবগণ-ভক্ষ্য॥ জ্ঞানদ মানদ পুণ্য-প্রদ তুষ্টিকর। মনেও করিবে দান হইয়া তৎপর॥ মনে যদি করে কবে দেখিব পার্ব্বতী। করিব দেবীর পূজা করি স্তুতি নতি॥ সে জন সকল কাম অনায়াসে পায়। মনেতে করিলে পূজা দেবীলোকে যায়॥ দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ রাক্ষস কিন্নর। নমস্কারে পরিতুষ্ট পার্ব্বতী শঙ্কর॥ সংক্ষেপে বলিনু এব ওহে তপোধন। আশ্রমের ধর্ম্মকথা শুনহ এখন॥ পুরাণের সার বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ। শুনিলে সে জন লভে দিব্য তত্ত্বজ্ঞান॥

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ও গৃহস্থাশ্রম কথন।

ব্যাস উবাচ। অতিথেঃ সেবনং দানং তীর্থপর্যটনং তথা।
গুরুসেবা শাস্ত্রমতিরাস্তিক্যং সলজ্জতা।
স্নানঞ্চ তর্পণঞ্চৈব ব্রহ্মচারী সমাচরেৎ॥

জাবালিরে সম্বোধিয়া ব্যাস মহামতি। কহিলেন শুন শুন তপস্বি [illegible]॥ অহিংসা অস্তেয় সত্য ইত্যাদি কথন। বলিয়াছি তব পাশে ওহে তপোধন॥ এখন আশ্রম-কথা কর অবধান। শুনিলে হৃদয়ে পাবে দিব্য তত্ত্বজ্ঞান॥ অতিথির সেবা দান তীর্থপর্য্যটন। গুরুসেবা শাস্ত্রে মতি ওহে মহাত্মন॥ আস্তিকতা লজ্জা আর স্নান তর্পণাদি। করিবেক ব্রহ্মচারী হইয়া সুমতি॥ ভিক্ষা করি যেই দ্রব্য লভিবে সুজন। করিবেক গুরুদেবে সব নিবেদন॥ গুরুগৃহে নিরন্তর করিবে বসতি। গুরুগৃহে কিন্তু রহে যে সব যুবতী॥ তাদের সহিতে কথা কভু না কহিবে। যুবতীরে অগ্নি তুল্য অন্তরে জানিবে॥ পুরুষেরা ঘৃত সম জানিবে সুজন। একত্র থাকিলে হয় নিশ্চয় দহন॥ ব্রহ্মচারী অঙ্গসেবা কভু না করিবে। চন্দনাদি কলেবরে কভু না মাখিবে॥ দুর্জ্জন সহিতে কথা না কবে কখন। করিবে ত্রিসন্ধ্যা সেই স্নান আচরণ॥ নিরন্তর বেদপাঠ করিবে যতনে। সাদরে বেদার্থ সব বুঝিবেক মনে॥ গুরু-দ্রব্যে অভিলাষ কভু না করিবে। তাহা উপভোগে শেষে নরকে মজিবে॥ মসূর আমিষ তৈল করিবে বর্জ্জন। ব্রহ্মচারী না করিবে ব্যভার কখন॥ খট্টাতে শয়ন নাহি কদাচ করিবে। হবিষ্যান্ন প্রতিদিন যতনে খাইবে॥ হৈমন্তিক ধান্য হতে তণ্ডুল লইয়ে। তাহাতে করিবে অন্ন একাগ্র-হৃদয়ে॥ মুগ তিল যব মুলা সৈন্ধব-লবণ। কলায় বাস্তুক হিঞ্চা পনস মাখন॥ কদল-

শাক মধু ঘৃত জীরক পিপ্পলী। হরীতকী নাগরঙ্গ তিন্তিড়ী কদলী ॥ আম-লকী ধাত্রী আর সামুদ্র-লবণ। ব্রহ্মচারী এই সব করিবে ভক্ষণ ॥ বিধবা রমণী যারা এ ভব সংসারে। তাহারাও এই সব খাইবে সাদরে ॥ হবিষ্যান্ন মধ্যে গণ্য এই সব হয়। বলিনু তোমার পার্শে ওহে মহোদয় ॥ যে নারীর পতি করে সুরপুরে গতি। এসব খাইবে সেই ওহে মহামতি ॥ ইহাই পরম ব্রত বিধবার হয়। শাস্ত্রের বচন ইহা জানিবে নিশ্চয় ॥ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম-কথা করিনু বর্ণন। গৃহস্থ আশ্রম কথা শুনহ এখন ॥ ব্রাহ্মিক মুহূর্ত্তে গৃহী করি গাত্রো-ত্থান। গুরুদেবে প্রণমিবে ওহে মতিমান ॥ গৃহ হতে দূরে পরে করিয়া গমন। করিবেক মলত্যাগ শাস্ত্রের বচন ॥ লোকের সম্মুখে মল কভু না ত্যজিবে। বৃক্ষতলে মলত্যাগ সর্ব্বথা বর্জ্জিবে ॥ সূর্য্য-অভিমুখে বসি গৃহী সেই জন। মলত্যাগ না করিবে শাস্ত্রের বচন ॥ কৃষকে কৃষের কার্য্য করেছে যথায়। মলত্যাগ না করিবে কখন তথায় ॥ মল মূত্র যেই কালে করিবে বর্জ্জন। না করিবে লিঙ্গস্পর্শ কখন তখন ॥ যথাবিধি শৌচকার্য্য করি তার পর। দশনধাবনে স্নানে হইবে তৎপর ॥ গৃহস্থ করিবে যবে দশনধাবন। দক্ষিণ পশ্চিম দিক করিবে বর্জ্জন ॥ পূর্ব্বদিক রক্তবর্ণ যখন হইবে। প্রাতঃ-স্নান সেই কালে গৃহীরা করিবে ॥ করিবে ভাস্করোদয়ে পরে দিবাস্নান। এই শাস্ত্রের বাণী ওহে মতিমান ॥ বিধানে সংকল্প পরে করিয়া সুজন। পরে শুষ্ক বস্ত্র করিবে ধারণ ॥ করিবেক পঞ্চ যজ্ঞ শুন তার পর। শাস্ত্রেতে নানা উক্তি ওহে মুনিবর ॥ ব্রহ্মযজ্ঞ পিতৃযজ্ঞ দেবযজ্ঞ আর। নর-যজ্ঞ পিতৃবলি শাস্ত্রের বিচার ॥ অধ্যাপন ব্রহ্মযজ্ঞ শাস্ত্রের বচন। পিতৃযজ্ঞ বলে তারে যা হয় তর্পণ ॥ দেবযজ্ঞ হোমে কহে ওহে মহামতি। নরযজ্ঞ বলি খ্যাত পূজিলে অতিথি ॥ পিতৃদের শ্রাদ্ধ আদি করিলে সাধন। পিতৃবলি তারে কহে শাস্ত্রের বচন ॥ স্বর্গ অপবর্গলাভ পঞ্চযজ্ঞে হয়। শাস্ত্রের বিধান ইহা ওহে মহোদয় ॥ অতিথি যদ্যপি নাহি করে আগমন। ব্রাহ্মণেরে অন্নদান করিবে সুজন ॥ বৈশ্বদেবে বলি দিবে বিহিত বিধানে। নবগ্রহ আদি করি পূজিবে যতনে ॥ সূর্য্য আদি দেবপূজা করিয়া সাধন। গাভীপূজা করিবেক করিয়া যতন ॥ পরান্ন গৃহস্থ সদা করিবে বর্জ্জন। এই ত শাস্ত্রের বিধি ওহে মহাত্মন্ ॥ প্রতিদিন শ্রাদ্ধ করা সমুচিত হয়। ফল মূল দুগ্ধে তুষ্ট পিতৃগণ রয় ॥ তদন্তে গোগ্রাস গৃহী করিবে অর্পণ। যথাযথ মন্ত্রপাঠ করিবে সুজন ॥ * অতিথি পূজিবে শেষে যতন করিয়ে। যথাশক্তি সমাদরে সানন্দ হৃদয়ে ॥ বেদপাঠে তত পুণ্য কভু নাহি হয়। অতিথি পূজনে যত লভে গৃহীচয় ॥ অগ্নিহোত্রে তত পুণ্য কভু নাহি পায়। জানিবে নিশ্চয় ইহা কহিনু তোমায় ॥

---

* মন্ত্র যথা—ওঁ সৌরভেয্যঃ সর্ব্বহিতাঃ পবিত্রাঃ পুণ্যরাশয়ঃ।
প্রতিগৃহ্ণন্তু মে গ্রাসং গাবস্ত্রৈলোক্যমাতরঃ॥

কিম্বা যজ্ঞে কিম্বা তপে নাহি তত ফল। অতিথি পূজিলে গৃহী লভয়ে সকল॥ অতিথির পূজা করে যেই গৃহীজন। ধন্য গণ্য সেই হয় এ তিন ভুবন॥ অতুল সুখ্যাতি পায় অবনীমাঝারে। দীর্ঘ আয়ু হয় তার শাস্ত্রের বিচারে॥ অতিথি পূজিলে স্বর্গ বেদের বচন। বলিনু নিগূঢ় কথা তোমার সদন॥ এইরূপে অতিথিরে পূজিয়া সাদরে। তার পর খাবে গৃহী মৌনভাব ধরে॥ অন্ন দেখি মহানন্দ করিবে সুজন। তেজোরূপী বোধে অন্ন করিবে স্পর্শন॥ প্রণাম করিবে অন্নে ভকতির ভরে। তার পর শুন ঋষি বলিব তোমারে॥ মণ্ডল আঁকিবে গৃহী চতুষ্কোণ করি। পঞ্চ ভাগ অন্ন তাহে দিবে ভক্তি করি॥ যেইরূপ মন্ত্র আছে শাস্ত্রের লিখন। সেইরূপে দিবে অন্ন ওহে মহাত্মন॥ তার পর যথামন্ত্র করি উচ্চারণ। গণ্ডূষে সলিল পান করিবে সুজন॥ প্রাণ আদি পঞ্চ নাম উচ্চারিয়া পরে। পঞ্চগ্রাস লইবেক অতীব সাদরে॥ দীর্ঘ আয়ু অভিলাষ করে যেই জন। পূর্ব্বমুখে বসি খাবে সেই সুজন॥ সত্যকামী উদঙ্মুখে বসিবে যতনে। শ্রীকামী পশ্চিম মুখে বসিবে বিধানে॥ যশাকাঙ্ক্ষী যেই জন অবনী ভিতর। বসিবে পশ্চিম মুখে সেই নর। [illegible] যদি থাকয়ে জীবিত। দক্ষিণ মুখেতে নাহি বসিবে কিঞ্চিত॥ পীঠোপরি পাদদ্বয় করিয়া স্থাপন। বামদিকে জলপাত্র রাখিয়া সুজন॥ ভোজন করিবে গৃহী মৌনভাব ধরে। কহিনু নিগূঢ় কথা তোমার গোচরে॥ অষ্টমী ষষ্ঠী অমাবস্যা চতুর্দ্দশী। ভাস্করসংক্রান্তি রবিবাসর দ্বাদশী। ইহ ভিন্ন অন্য অন্য পুণ্যাহ কালে। মৎস্য মাংস নাহি খাবে শাস্ত্রের বিচারে॥ মৎস্য মাংস নিম্ব [illegible] মসূর কলায়। রবিবারে নাহি খাবে কহিনু তোমায়॥ শনিবারে তৈল নাহি করিবে সেবন। শাস্ত্রের বচন ইহা ওহে মহাত্মন॥ লোহিত শকুল তথা সফরাদি করে। শুক্লবর্ণ মৎস্য খাবে এ সব নিকরে। শল্কহীন মৎস্য নাহি করিবে ভোজন। সর্ব্বাঙ্গুলী দিয়া খাবে শাস্ত্রের লিখন॥ ভোজন সময়ে হস্ত কভু না কাঁপাবে। নিঃশব্দে ভোজন কার্য্য সমাধা করিবে॥ প্রথমেতে ঘৃত দিয়া করিবে ভোজন। তার পর শাক আদি যতেক ব্যঞ্জন॥ দুগ্ধাদি ভোজন গৃহী করিবেক পরে। লবণ ভ্রমেও নাহি কভু দিবে ক্ষীরে॥ অন্নমধ্যে গুড় নাহি দিবেক কখন। আমিষান্তে ক্ষীর নাহি করিবে ভোজন॥ কদলী পত্রেতে কিম্বা প্রস্তর আধারে। ভোজন করিবে গৃহী কহিনু তোমারে॥ ভগ্ন কাংস্যে কভু নাহি করিবে ভোজন। তাম্রপাত্র সযতনে করিবে বর্জ্জন॥ তাম্রপাত্রে জল গৃহী কভু নাহি খাবে। শৌচক্রিয়া তাম্রপাত্রে কভু না করিবে॥ মল মূত্র ত্যাগকালে শৌচের কারণ। তাম্রাধারে জল নাহি করিবে গ্রহণ॥ ভোজনে বিলম্ব যার হয় অতিশয়। মহাপাপ ঘেরে তারে শাস্ত্রের নির্ণয়। ত্বরিতে ভোজন করে যেই সাধুজন। মহাপুণ্য সেই জন করে উপার্জ্জন॥ যেরূপ নিয়ম এই করিনু কীর্ত্তন। বিপ্র অনুরোধে পারে করিতে

খণ্ডন ॥ বহুজন একত্রেতে ভোজনের কালে। এক জন না উঠিবে অতি ত্বরা করে ॥ বৃথা অন্ন বিকীরণ কভু না করিবে। অকারণে ছড়াইলে পাপেতে ডুবিবে ॥ উচ্ছিষ্ট হস্তেতে নাহি যাইবে কোথায়। শাস্ত্রের বচন ইহা কহিনু তোমায় ॥ উচ্ছিষ্ট মুখেতে শ্লোক কভু না পড়িবে। শাস্ত্রার্থ কথন গৃহী সর্ব্বথা ত্যজিবে ॥ উচ্ছিষ্ট-বদনে মন্ত্র কভু না পড়িবে। পুরাণের কথা মুখে কভু না বলিবে ॥ শূদ্রাদি স্পৃষ্ট অন্ন ব্রাহ্মণ নিকর। স্পর্শন করিবে নাহি ওহে মুনিবর। নারীগণে যেই অন্ন করয়ে স্পর্শন। সেই অন্ন কভু নাহি লইবে ব্রাহ্মণ ॥ আহারীয় অন্ন যদি কুকুরে নেহারে। ত্যজিবে সে অন্ন বিপ্র কহিনু তোমারে ॥ কুকুরের স্পৃষ্ট অন্ন না লবে ব্রাহ্মণ। শাস্ত্রের বচন ইহা ওহে তপোধন। হাতেতে করিয়া দ্রব্য কভু নাহি খাবে। বসনে আহার দ্রব্য কভু না রাখিবে ॥ মৃত্তিকাতে কভু নাহি করিবে ভোজন। মৃৎপাত্রে সলিল পান করিবে বর্জ্জন ॥ জলপান করি যাহা অবশেষ রবে। সে জল পুনশ্চ নাহি সেবন করিবে ॥ উচ্ছিষ্ট পাত্রেতে ঘৃত না লবে কখন। অনিবেদ্য বস্তু নাহি করিবে ভোজন ॥ আর্দ্রবস্ত্রে কোন দ্রব্য কভু নাহি খাবে। এক বস্ত্রে আহারীয় সর্ব্বদা ত্যজিবে ॥ ভগ্নাসনে বসি নাহি খাইবে কখন। শয়ন করিয়া নাহি করিবে ভোজন ॥ অঞ্জলি করিয়া জল না করিবে পান। জল-মধ্যে মুখ নাহি করিবে প্রদান ॥ অতি প্রাতে কভু নাহি আহার করিবে। সন্ধ্যা-কালে খাদ্য দ্রব্য সর্ব্বথা ত্যজিবে ॥ সার্দ্ধ যামাধিক রাত্রি হইলে বিগত। কভু নাহি খাবে সাধু শাস্ত্রের বিহিত ॥ কিন্তু যদি সুখরাত্রি হয় কোন দিন। সে দিনে খাইতে পারে কহে প্রবীণ ॥ অনাবৃত স্থানে নাহি করিবে ভোজন। অর্দ্ধপক্ক বস্তু ত্যাগ করিবে সুজন ॥ অর্দ্ধ পক্ক দ্রব্য হয় প্রেতের আহার। সুপক্ক করিয়া খাবে শাস্ত্রের বিচার ॥ সূর্য্যের কিরণে তপ্ত হইলে প্রথম। এক পক্ক হয় তাহা শাস্ত্রের বচন। তৎপরে তাহারে পাক করিয়া বিধানে। বিপক্ক করিয়া খাবে পুলকিত মনে ॥ ইহা ভিন্ন অন্যরূপে করিলে ভোজন। মহাপাপ হয় তাহে শাস্ত্রের বচন ॥ কৃমিযুক্ত দগ্ধ কিম্বা বাসি যাহা হয়। কভু নাহি খাবে তাহা শাস্ত্রের নির্ণয় ॥ এইরূপে যথাবিধি করিয়া ভোজন। গণ্ডূষ করিবে শেষে ওহে তপোধন ॥ হস্ত মুখ দন্ত ধুইবে মৃত্তিকাতে পরে। মুখশুদ্ধি তার পর করিবে সাদরে ॥ তাম্বূল ভৃঙ্গাদি দল করিয়া গ্রহণ। শ্রীহরিরে মনে মনে করিয়া স্মরণ ॥ মুখশুদ্ধি করিবেক বিহিত বিধানে। বলিনু শাস্ত্রের কথা ওহে মহামুনে ॥

এইরূপে আহারাদি করি সমাপন। মনসুখে পুরাণাদি করিবে শ্রবণ ॥ করিবেক অবশেষে রাজদরশন। সন্ধ্যাকালে পুনঃ সন্ধ্যা করিবে সাধন ॥ প্রদীপ জ্বালিয়া পরে প্রণাম করিবে। এক সঙ্গে জল অগ্নি কভু নাহি লবে ॥ সন্ধ্যাকালে না করিবে শাস্ত্রের চিন্তন। শয়ন গমন ক্রীড়া মৈথুন ভোজন ॥

এই সব সন্ধ্যাকালে ত্যজিবে সাদরে। কহিনু শাস্ত্রের বিধি তোমার গোচরে॥ তার পর পাদ আদি করি প্রক্ষালন। নিত্যকর্ম্ম যথাবিধি করি সমাপন॥ যথাকালে বিধিমতে করিয়া আহার। শয়ন করিতে যাবে শাস্ত্রের বিচার॥ দারুময়ী খট্টাপরি করিবে শয়ন। পরিষ্কৃত হবে শয্যা ওহে মহাত্মন॥ অতীব বিস্তীর্ণ শয্যা কভু নাহি হবে। সমতল পরিষ্কৃত সর্ব্বদা রাখিবে॥ ভগ্ন খট্টা-পরি নাহি করিবে শয়ন। অনাবৃত শয্যা সাধু করিবে বর্জ্জন॥ কীট আদি শয্যাপরি যদি কভু রয়। তাহাতে শয়ন নাহি করিবে নিশ্চয়॥ পূর্ব্বদিকে দক্ষিণে বা মস্তক রাখিয়ে। শয়ন করিবে গৃহী সানন্দ হৃদয়ে॥ নন্দীশ্বরে প্রণমিয়া যে করে শয়ন। রাজ আদি ভয় তার না রহে কখন॥ পদ্মনাভ নাগদেবী গৃহদেবী আর। সর্পগণ এই সবে করি নমস্কার॥ পরেতে গৃহস্থ জন করিবে শয়ন। তৈলাক্ত শরীরে নাহি শুইবে কখন॥ আর্দ্র বস্ত্রে আর্দ্র পদে কভু নাহি শোবে। শয়ন কালেতে কভু উলঙ্গ না রবে॥ উত্তর শিয়রে নাহি করিবে শয়ন। শাস্ত্রের নিয়ম ইহা ওহে তপোধন॥ শয়নের পূর্ব্বে গৃহী নিজ মনে মনে। অনিষ্ট চিন্তিবে নাহি শাস্ত্রেতে বাখানে॥ কামাসক্ত যদি হয় রাত্রিকালে মন। করিবে আনন্দে তবে স্বনারী গমন॥ চতুর্দ্দশী অমাবস্যা পূর্ণিমা অষ্টমী। রবি সংক্রান্ত্যাদি দিনে ওহে মহামুনি॥ এই সব পর্ব্বদিনে গৃহী সাধুজন। নারী তৈল মাংস তিন করিবে বর্জ্জন॥ যেই [illegible] এই বিধি কভু নাহি পালে। বিণ্মূত্র-নরকেতে পড়ে অন্তকালে॥ রবি [illegible] কুজ শুক্র এই কয় বারে। তৈল ক্ষৌর মাংস নারী ত্যজিবে সাদরে॥ [illegible] চিত্রা শ্রবণাতে গৃহী সাধুজন। তৈল অঙ্গে কভু নাহি করিবে মর্দ্দন॥ [illegible] ভাদ্রপদ মৃগশিরা বিশাখায়। ক্ষৌরকর্ম্ম না করিবে কহিনু তোমায়॥ [illegible] ভাদ্রেতে আর মঘা নক্ষত্রেতে। মাংস নারী তেয়াগিবে [illegible] শাস্ত্র [illegible] ঋতু অন্তে ষোল দিন যতেক রমণী। পুত্র শাস্ত্রে অভিহিতা ওহে মহামুনি॥ ইতি মধ্যে যুগ্মদিনে হইলে সঙ্গম। পুত্ররত্ন জন্মে তাহে ওহে মহাত্মন॥ রমণী-গমন কথা বলিনু তোমারে। গৃহিদের ধর্ম্ম আর শুন হে এবারে॥ জল মধ্যে উচ্ছিষ্ট না করিবে ক্ষেপণ। মলমূত্র জলে নাহি ত্যজিবে কখন॥ পদাঘাত জলোপরি কভু না করিবে। শ্লেষ্মত্যাগ জলমধ্যে সর্ব্বথা বর্জ্জিবে॥ এইরূপ বহ্নিমধ্যে জানিবে সুজন। কহিনু তোমার পাশে শাস্ত্রের বচন॥ জলাগ্নি সম্মুখে মল মূত্র আদি করে। কভু না ত্যজিবে গৃহী শাস্ত্রের বিচারে॥ দশাযুক্ত বস্ত্র গৃহী করিবে ধারণ। রজকের ধৌত বস্ত্র শুদ্ধ না কখন॥ পূর্ব্ব দিনে যেই বস্ত্র হইয়াছে ধৌত। কভু তাহা শুদ্ধ নহে জানিবে নিশ্চিত॥ নারীজাতি ধৌত করে যে সব বসন। অশুদ্ধ সর্ব্বথা তাহা জানিবে সুজন॥ বিবিধ বর্ণের সূত্র যে বসনে রয়। পূজাতে না দিবে তাহা ওহে মহোদয়॥ পূর্ব্বাস্য হইয়া কিম্বা উত্তরাস্য হয়ে। বিধাশন করিব প্রজ্ঞা একাগ্র হৃদয়ে॥

মলিন অথবা ভগ্ন শূদ্রব্যবহৃত। এ সব দ্রব্যেতে পূজা না হবে নিশ্চিত॥ অতিথি ব্রাহ্মণ যদি সন্ধ্যাকালে আসে। সেই কালে গৃহী যদি পূজাদিতে বসে॥ তাহা হলে অতিথিরে করিয়া পূজন। পরেতে আরব্ধ পূজা করিবে সাধন॥ আসন বসন শয্যা রমণী নন্দন। কমণ্ডলু আপনার ওহে মহাত্মন্॥ এই সব শুদ্ধ সদা জানিবে অন্তরে। অপরের নহে শুদ্ধ কহিনু তোমারে॥ পূজা-কালে গুরুদেব দিলে দরশন। পূজা ত্যজি হর্ষভরে উঠিবে তখন॥ পূজা-কালে মলত্যাগে যদি যেতে হয়। নাভিদেশ বহির্দেশে ওহে মহাশয়॥ পুন-রায় শুদ্ধ হয়ে পাদশুদ্ধি করে। পঞ্চাঙ্গ করিবে পূজা একান্ত অন্তরে॥ পূজা-কালে অন্ত্যজাদি করিলে স্পর্শন। স্নান করি পুনঃ পূজা করিবে সাধন॥ পুণ্য বাঞ্ছা সেই গৃহী করে নিত্যমনে। গোসেবা করিবে সেই পুলকিত মনে॥ গোসেবা নিরত যারে সেই সাধুজন। লক্ষ্মী বন্দী হয় তার শাস্ত্রের বচন॥ বিপ্র অগ্নি গুরু গরু আর নারীজাতি। দেবলিঙ্গ শিলা যথা করয়ে বসতি॥ ইহাদের মধ্য দিয়া না যাবে কখন। শাস্ত্রের বচন ইহা ওহে মহাত্মন॥ গুরু গঙ্গা মাতা পিতা শালগ্রাম আর। প্রত্যক্ষ দেবতা সবে আর যে অনল॥ প্রত্যক্ষ দেবতা পাঁচ কহিনু নিশ্চয়। শাস্ত্রের বচন ইহা কভু মিথ্যা নয়॥ ব্রাহ্মণ রমণী সহ গোগণ কান্তি। এই সবে যেই স্থানে করে নিবসতি॥ সর্বতীর্থ সেই স্থান শাস্ত্রের বচন। গোস্পর্শে মানব শুদ্ধ হয় মহাত্মন॥ পরম পবিত্র হয় গোমূত্র গোময়। শাস্ত্রের প্রমাণ ইহা ওহে মহোদয়॥ দধি দুগ্ধ ঘৃত যদি করয়ে ভোজন। অমৃত সমান তাহা ওহে তপোধন॥ ইহা ভিন্ন সব হয় বিকল আহার। বলিনু তোমার পাশে শাস্ত্রের বিচার॥ বিশে-ষতঃ বিপ্রগণ খাইবে যখন। গব্য বিনা কভু নাহি করিবে ভোজন॥ সর্ব্ব-দ্রব্য অবহেলা করিবারে পারে। গব্যদ্রব্যে উপেক্ষা না করিবে অন্তরে॥ গোমূত্র গোময় দুগ্ধ দধি ঘৃত আর। পঞ্চগব্য বলি খ্যাত শাস্ত্রের বিচার॥ স্নানীয় জানিবে সর্ব্ব দেবতার হয়। পঞ্চগব্যে সমাদর করিবে নিশ্চয়॥ ভূদেব বলিয়া খ্যাত যত বিপ্রগণ। পঞ্চগব্য ধরামৃত শাস্ত্রের বচন॥ প্রতি-দিন গব্য পান যেই বিপ্র করে। অমরত্ব পায় সেই জানিবে অন্তরে॥ গোগণে তাড়ন নাহি করিবে কখন। না বলিবে কভু ভ্রমে "মর" এ বচন॥ পদাঘাত কভু নাহি গরুরে করিবে। জলপাত্র [illegible] না ছোঁয়াবে॥ গোশালা মাঝেতে ধূম না দিবে কখন। না করিবে ক্ষৌর কর্ম্ম আমিষ ভোজন। জীবহত্যা সেই গৃহে কভু না করিবে। ব্যায়াম মৈথুন তথা সর্ব্বথা ত্যজিবে॥ মিথ্যা কথা তথা বসি না কবে কখন। উচ্ছিষ্ট দ্রব্য না করিবে তথায় ভোজন॥ পরান্ন ভোজন তথা কভু না করিবে। গোগণে করিলে দোষ দণ্ড নাহি দিবে॥ যেই গৃহী এইরূপ করে আচরণ। পরম সুখেতে থাকে সেই সাধুজন॥ গরু দ্বারা কৃষিকার্য্য কৃষকে করিবে। সার্দ্ধ প্রহরেক কাল

এই ব ॥ ইহার অধিক যদি খাটায় কখন। গোবধপাতকী হয় ॥ উচ্ছিষ্টান্ন কভু নাহি গোগণে অর্পিবে। যাত্রাকালে বৎস-সহ ধেনুরে দেখিবে ॥ তাহা হলে বিঘ্ন নাহি হইবে কখন। সুখেতে আপন কার্য্য করিবে সাধন ॥ শুক্ল পুষ্প দধি হস্তী সুন্দরী রমণী। দূর্ব্বা অশ্ব শুক্ল ধান্য ওহে মহামুনি ॥ জলপূর্ণ ঘট বিপ্র শৃগালী খঞ্জন। শঙ্খচিল সাধুজন মঙ্গল বচন ॥ বিল্ববৃক্ষ মুক্তা শঙ্খ সামগ্রীনিকরে। যাত্রাকালে দেখিবে বা স্মরিবে অন্তরে ॥ একাকী সুদূরদেশে না যাবে কখন। তিন জনে কভু নাহি করিবে গমন ॥ বারবেলা পাপদিন ভদ্রা রিক্তা আর। দিগ্দোষেতে নাহি যাবে শাস্ত্রের বিচার ॥ আষাঢ় কার্ত্তিক মাঘ বৈশাখ যে আর। এই কয় পূর্ণিমাতে ওহে গুণাধার ॥ যুগাদ্যা দিনেতে আর রবিসংক্রমণে। ব্যতীপাতে আর চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণে ॥ মাসমাসে সপ্তমীতে ভাদ্রের অষ্টমী। শিবরাত্রি চতুর্দ্দশী ওহে মহামুনি ॥ সোমবার যুক্তা যেই অমাবস্যা তিথি। মহাপূজাদিনে আর ওহে মহামতি ॥ অর্ক সপ্তমীতে কিম্বা শ্রাদ্ধের বাসরে। জন্মদিনে বিনক্ষয়ে কহিনু তোমারে ॥ অর্দ্ধোদয় একাদশী আর যে বারুণী। এই সব দিনে দানে মহোপুণ্য গণি ॥ মনঃশুদ্ধি করি গৃহী এই সব দিনে। দান করি মহাপুণ্য লভিবে বিধানে ॥ তীর্থস্নান সাধু-সঙ্গ দেবতারাধন। পুরাণ শ্রবণ আর রাজ দরশন ॥ এই সব পুণ্যদিনে এ সব করিবে। মৈথুন কলহ আদি সর্ব্বথা ত্যজিবে ॥ নদীপারে নাহি যাবে শুন তপোধন। পৃথিবী খনন নাহি করিবে কখন ॥ আমিষ ভোজন ত্যাগ সর্ব্বথা করিবে। গোগণে এসব দিনে কভু না খাটাবে ॥ ক্ষারেতে ক্ষালন নাহি করিবে বসন। এ সব করিলে হয় নরকে পতন ॥ সুখবাঞ্ছা যেই গৃহী করে নিজ মনে। রাজার অমান্য নাহি করিবেক ভ্রমে ॥ কালসন্ধ্যাকালে দ্বিজ না খাবে কখন। বৃথা বাক্য বৃথা কার্য্য করিবে বর্জ্জন ॥ যেখানে জানিবে আছে বিবস্ত্রা রমণী। সেখানে না যাবে গৃহী ওহে মহামুনি ॥ যুবতী রমণী যথা করে অবস্থান। গৃহী নাহি যাবে তথা শাস্ত্রের বিধান ॥ কভু না দেখিবে তারে আপন নয়নে। শাস্ত্রের নিয়ম ইহা জানিবেক মনে ॥ অপরেরে লিঙ্গ নাহি দেখাবে কখন। নারীগণে কভু নাহি করাবে দর্শন ॥ চিকিৎসক কিম্বা ভিক্ষু পাষণ্ড যে জন। ইহাদের অন্ন নাহি করিবে ভোজন ॥ নাস্তিকের অন্ন গৃহী সর্ব্বথা ত্যজিবে। শাস্ত্রের বিধান ইহা অন্তরে জানিবে ॥ স্ত্রীচিহ্নের অধোদিক ব্যাবৃত যাহার। অথবা কুক্কুরাকৃতি ওহে গুণাধার ॥ তাদৃশী রমণী সঙ্গ কভু না করিবে। পর্ণাকৃতি চিহ্ন দেখি তাহারে লইবে ॥ সেই গর্ভে যেই পুত্র লভয়ে জনম। ধর্ম্মকর্ম্ম-অর্থকর্ত্তা সেই সে নন্দন ॥ সুলক্ষণ পুত্র জন্মে যাহার আগারে। ভাগ্যবান সেই নর শাস্ত্রের বিচারে ॥ দ্বাদশ প্রকার পুত্র জানিবে সুজন। তাহাদের নাম বলি করহ শ্রবণ ॥ ঔরস ক্ষেত্রজ দত্ত চতুর্থ কৃত্রিম। গূঢ়জাত অপবিদ্ধ কানীন সপ্তম ॥

অষ্টম সহোঢ় আর ক্রীত তার পরে। পৌনর্ভব স্বয়ংদত্ত কহিনু তোমারে॥ দ্বাদশ তনয় শৌদ্র ওহে মহাত্মন্। দ্বাদশ পুত্রের নাম করিনু বর্ণন॥ পর-ম্পর ক্রমে ক্রমে দ্বাদশ তনয়। উত্তরাধিকারী হয় ওহে মহাশয়॥ বিধানে বিবাহ করি যেই নারী লয়। তার গর্ভে ঔরসেতে জন্মে যে তনয়॥ ঔরস তনয় হয় তাহার আখ্যান। বলিনু তোমার পাশে ওহে মতিমান॥ স্বীয় ক্ষেত্রে পরবীর্য্যে যাহার জনম। ক্ষেত্রজ তাহার নাম ওহে তপোধন॥ আপৎকালে পিতৃগণ দান করে যায়। দত্ত পুত্র নাম তার কহিনু তোমায়॥ পরপুত্রে পুত্ররূপে কল্পনা করিলে। কৃত্রিম তাহার নাম শাস্ত্রে হেন বলে॥ গৃহেতে অজ্ঞাতভাবে জনম যাহার। শুন ঋষে নাম হয় গূঢ়জাত তার॥ মাতৃ-পিতৃ-পরিত্যক্ত পুত্রেরে লইলে। অপবিদ্ধ তার নাম শাস্ত্রে হেন বলে॥ অনূঢ়াবস্থায় যদি পিতার আগারে। কোন কন্যা পুত্র ধরে আপন জঠরে॥ কানীন তাহার নাম জানিবে সুজন। বলিনু তোমার পাশে শাস্ত্রের বচন॥ অপত্যার্থে মূল্য দিয়া কিনিয়া লইলে। ক্রীতপুত্র নাম তার শাস্ত্রে হেন বলে॥ অন্য পতি যেই নারী করিয়া গ্রহণ। তাহার ঔরসে পুত্র করয়ে ধারণ॥ পৌনর্ভব এই নাম সেই পুত্র ধরে। বলিনু শাস্ত্রের কথা তোমার গোচরে॥ স্বয়ং আসি পুত্রভাব যে করে স্বীকার। স্বয়ংদত্ত নাম তার শাস্ত্রের বিচার॥ বিপ্রের ঔরসে আর শূদ্রাণী-জঠরে। জনমিলে পুত্র সেই শৌদ্র নাম ধরে॥ ভ্রাতৃপুত্রে পুত্রবান্ নরগণ হয়। শাস্ত্রের বিধান ইহা ওহে মহোদয়॥ দ্বাদশ পুত্রের মধ্যে ঔরস প্রধান। পিতৃবিত্ত-অধিকারী সেই মতিমান॥ অপর অপরে পাবে ভরণপোষণ। শাস্ত্রের বিধান এই ওহে মহাত্মন॥ বীর্য্য ব্রহ্ম বলি ঋষে জানিবে অন্তরে। কামাগ্নি-গলিত উহা কহিনু তোমারে॥ বিধানে বিবাহ করি করিয়া গ্রহণ। কামাগ্নি জঠরে তার করিবে ক্ষেপণ॥ সেই গর্ভে পুণ্যফলে জন্মিলে তনয়। মহাপুণ্য হয় তাহে ওহে মহাশয়॥ যোনি ভিন্ন অন্য স্থানে বীর্য্য না ফেলিবে। পরযোনি সযতনে বর্জ্জন করিবে॥ বৃথা শুক্র ব্যয় নাহি করিবে কখন। বৃথা বাক্য ব্যয়ে হয় পাতক অর্জ্জন॥ ভগ শব্দ লিঙ্গ শব্দ পরের গোচরে। কভু নাহি উচ্চারিবে কহিনু তোমারে॥ কন্যা পুত্র মাতা শিষ্যা প্রভৃতি গোচর। কভু না বলিবে ইহা ওহে মুনিবর॥ ভগ-রূপা ভগবতী জানিবে সুজন। ভগলিঙ্গরসপ্রিয়া মহাদেবী হন॥ এই হেতু মহেশীর তুষ্টির কারণ। করিবেক ভগপূজা ওহে তপোধন॥ আমার বচন এবে শুন মহামুনি। নববিধ মাতা হয় মনে হেন জানি॥ জননী গুরুর পত্নী শাশুড়ী যে আর। জ্যেষ্ঠভ্রাতৃবধূ মামী ওহে গুণাধার॥ মাসী পিসী পিতৃব্যস্ত্রী জ্যেষ্ঠা যে ভগিনী। মাতা বলি এই নয় জান মহামুনি॥ কনিষ্ঠা ভগিনী কন্যা পুত্রের রমণী। কনিষ্ঠ ভ্রাতার নারী ওহে মহামুনি॥ ভ্রাতু-ষ্পুত্রী ভাগিনেয়ী শিষ্যা সেই হয়। কন্যা বলি এই সব আছে পরিচয়

এই ... ন স্নেহ করিবে সাদরে। লালিবে পালিবে সবে অতি সমাদরে॥ ...ব তাহে শাস্ত্রের বচন। বলিনু তোমার পাশে ওহে মহাত্মন॥ ...তে রত যেই জন হয়। জাতিভ্রষ্ট হয় সেই শাস্ত্রে হেন কয়॥ যবনী সহিতে যেই করয়ে সঙ্গম। দেবতারা শাপ তারে করেন অর্পণ॥ শিবের বচন ইহা জানিবে অন্তরে। অলঙ্ঘ্য শিবের বাক্য কহিনু তোমারে॥ ধর্ম্মের পরম সূক্ষ্ম জানিবে সুজন। যতনে ধরম সদা করিবে রক্ষণ॥ রাত্রিকালে দধি নাহি করিবে ভোজন। তিক্ত ছাতু তিল রাত্রে করিবে বর্জ্জন॥ কর্ণ-নাসাকণ্ডূয়ন রাত্রে না করিবে। প্রণাম বা আশীর্ব্বাদ সর্ব্বথা ত্যজিবে॥ উচ্চৈঃশব্দে কারে নাহি করিবে আহ্বান। পরনিন্দা তেয়াগিবে ওহে মতিমান॥ রাত্রিকালে এই সব কভু না করিবে। যতনে শাস্ত্রের বিধি পালিতে হইবে॥ দিবাতে শয়ন নাহি করিবে কখন। মৈথুন সর্ব্বথা দিনে করিবে বর্জ্জন॥ না করিবে দিবাভাগে কভু পরিহাস। বেদের লিখন ইহা শাস্ত্রেতে প্রকাশ॥ গৃহীজন নিরন্তর একান্ত অন্তরে। দেবোৎসবক্রিয়া আদি করিবে সাদরে॥ প্রতিদিন দেবতার করিবে পূজন। দেবতারে সর্ব্ব কর্ম্ম করিবে অর্পণ॥ গৃহস্থ-ধরম এই বলিনু তোমারে। বাণপ্রস্থ ধর্ম্ম এবে শুনহ সাদরে॥ শেষেতে ভিক্ষুকাশ্রম করিব কীর্ত্তন। পুরাণে ধর্ম্মের কথা অতি বিমোহন॥

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

বাণপ্রস্থ ও ভিক্ষুকাশ্রম বর্ণন।

ব্যাস উবাচ। গৃহস্থস্তু যদা পশ্যেদ্বলীপলিতমাত্মনঃ।
অপত্যস্যৈব চাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ।
মার্কণ্ডেয়পুরাণস্থং চণ্ডীসপ্তশতীস্তবং।
গীতাশাস্ত্রং ভারতীয়ং বিপ্রঃ সর্ব্বাশ্রমঃ পঠেৎ॥

ব্যাস কহে শুন শুন ওহে মহামুনি। বলিব তোমার পাশে অপূর্ব্ব কাহিনী॥ যখন দেখিবে গৃহী নিজ কলেবর। পলিত হয়েছে তাহা ওহে মুনিবর॥ পুত্র পৌত্র আদি করি জন্মেছে সংসারে। তখন যাইবে গৃহী অরণ্য-মাঝারে॥ মার্কণ্ডপুরাণে আছে চণ্ডিকার স্তব। গীতাশাস্ত্র ভারতেতে হয়েছে উদ্ভব॥ যে কোন আশ্রমে বিপ্র করে অবস্থান। সর্ব্বদা পড়িবে উহা ওহে মতিমান॥ যেই জন উহা নাহি করে অধ্যয়ন। বিফল জনম তার শাস্ত্রের বচন॥ চণ্ডী গীতা হরিনাম যেই নাহি গায়। গঙ্গাস্নানহীন কিম্বা

কহিনু তোমায় ॥ ধরাধামে ইহাদের জনম বিফল। কহিলাম সার তোমার গোচর ॥ পলিতশরীর গৃহী হইবে যখন। অপত্যের পুত্রজন্ম করিবে দর্শন ॥ তখন আহারবাঞ্ছা করি পরিহার। পরিচ্ছদ তেয়াগিয়া ওহে গুণাধার ॥ পুত্র প্রতি ভার্য্যাভার করিয়া অর্পণ। অথবা পত্নীরে সঙ্গে করিয়া গ্রহণ ॥ গমন করিবে গৃহী কানন-মাঝারে। মুনিবৃত্তি আচরিবে একান্ত অন্তরে ॥ শাক মূল ফল আদি করিবে ভোজন। চীরবাস নিজ অঙ্গে করিবে ধারণ ॥ প্রতিদিন প্রাতঃকালে করিবেক স্নান। জটাশ্মশ্রু-নখধারী হইবে ধীমান ॥ স্বাধ্যায়-নিরত দান্ত সমাহিত হবে। অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান বিধানে করিবে ॥ চাতুর্ম্মাস্য আচরণ করিবে বিধানে। চরু পুরোডাশ দিবে যত দেবগণে ॥ অবশেষে নিজে কিছু করিবে ভোজন। লবণ কদাপি নাহি করিবে গ্রহণ ॥ ব্রহ্মচারীভাবে সদা রবে মতিমান। শয়ন করিবে ভূমে শাস্ত্রের বিধান ॥ সর্ব্বত্র সমান ভাব ভাবিবে অন্তরে। বৃক্ষমূলে যথা তথা রহিবে সাদরে ॥ তপস্যাতে নিজ দেহ করিবে শোষণ। যোগাভ্যাস নিরন্তর করিবে সাধন ॥ পাতক শোধন হেতু একান্ত অন্তরে। বন্য-স্নেহ-সেবারত হইবে সাদরে ॥ বাণপ্রস্থ-অবশেষে চতুর্থ আশ্রম। ভিক্ষুক তাহার নাম ওহে তপোধন ॥ সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে হইবে। একস্থানে বহুদিন কভু নাহি রবে ॥ সর্ব্বদা করিবে ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান। হৃদিমাঝে কোপ নাহি রবে বিদ্যমান ॥ জিতেন্দ্রিয় হতে হবে একান্ত অন্তরে। আত্মজ্ঞানে সদা বাঞ্ছা করিবে সাদরে ॥ একাশ্রম হতে পুনঃ অন্যাশ্রমে যাবে। একবাল মাত্র সুখে ভিক্ষান্ন খাইবে ॥ নিরন্তর ধ্যানে রত রহিবে সুজন। ভিক্ষুর ধরম ইহা ওহে তপোধন ॥ গৃহস্থ-আলয়ে কভু করিলে গমন। বহুক্ষণ তথা নাহি রহিবে কখন ॥ গোদোহনে যত কাল সমতীত হয়। ততক্ষণ রবে তথা ওহে মহোদয় ॥ গৃহস্থ যদ্যপি কোন দ্রব্য দান করে। খাইবে আনন্দে তথা পুলক অন্তরে ॥ মধু মাংস কিন্তু নাহি খাইবে কখন। অসৎকথা পরনিন্দা করিবে বর্জ্জন ॥ তীর্থসেবা করি দিন সতত কাটাবে। ভিক্ষুর নিয়ম এই অন্তরে জানিবে ॥ চতুর্ব্বিধ আশ্রম যে করিনু বর্ণন। গৃহাশ্রম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ওহে তপোধন ॥ পুত্র উৎপাদন নাহি করি যেই জন। বেদ অধ্যয়ন আদি করিয়া বর্জ্জন ॥ গৃহাশ্রম পরিত্যাগ যদি কেহ করে। অধোগতি হয় তার শাস্ত্রের বিচারে ॥ ধৃতি ক্ষমা দয়া শৌচ ইন্দ্রিয়-দমন। লজ্জা বিদ্যা সদা তুষ্টি ধর্ম্মের লক্ষণ ॥ সন্ন্যাস আশ্রম করে যেই মহামতি। অন্তিমে সে জন লভে পরমা সুগতি ॥ সন্ন্যাস হইতে ধর্ম্ম আর কিছু নাই। শাস্ত্রের বচন ইহা কহি তব ঠাঁই ॥ বিশেষতঃ কলিকালে সন্ন্যাস ধরম। পরম দুর্ল্লভ হয় ওহে তপোধন ॥ আশ্রম-ধরম-কথা বলিনু তোমারে। এবে কি শুনিতে বাঞ্ছা বলহ আমারে ॥ পুরাণে সুধার কথা অতি মনোহর। সাধুজন শুনি হয় প্রফুল্ল-অন্তর ॥

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

স্ত্রীধর্ম্ম কথন।

ব্যাস উবাচ। অস্বতন্ত্রা ভবেন্নারী সলজ্জা স্মিতভাষিণী।
অনালস্যা সদা স্নিগ্ধা মিতবাগ্‌লোভবর্জ্জিতা॥
নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষণং।
পতিং শুশ্রূষতে যা তু সৈব স্বর্গে মহীয়তে॥

জাবালি জিজ্ঞাসে পুনঃ ওহে ভগবন। স্ত্রীধর্ম্ম আমার পাশে করহ কীর্ত্তন॥ নারীর চরিত্র বল কিবা রূপ হয়। শুনিবারে কুতূহলী হতেছে হৃদয়॥ এতেক বচন শুনি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন। কহিলেন শুন বলি ওহে তপোধন॥ স্বাধীনা রমণী-জাতি কভু নাহি হবে। সহাস্য-ভাষিণী হয়ে সতত রহিবে॥ সলজ্জভাবেতে সদা করিবে বসতি। নিরলস হয়ে সদা করিবেক স্থিতি॥ সুস্নিগ্ধ-স্বভাব সদা হইবে রমণী। মিতবাক্ হবে সদা ওহে মহামুনি॥ না রাখিবে লোভ কভু হৃদয়-মাঝারে। শাস্ত্রের বিধান এই কহিনু তোমারে॥ যজ্ঞ ব্রত উপবাস সকলি বিফল। পতিসেবা রমণীর ধরম কেবল॥ নিরন্তর পতিসেবা যেই নারী করে। পূজনীয়া হয় সেই গিয়া সুরপুরে॥ বিধবা হইয়া যেই অবনী-মাঝারে। ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান নিরন্তর করে॥ অপুত্রা হলেও সেই সুরপুরে যায়। শাস্ত্রের বিধান ইহ কহিনু তোমায়॥ পতিরে ইন্দ্রের সম করিবে দর্শন। পতি বিনা গতি নাহি নারীর কখন॥ সুরূপ কুরূপ কিম্বা যেইরূপ হয়। তথাপি পতিরে ত্যাগ সমুচিত নয়॥ সধবা রমণী যারা এ ভব সংসারে। ব্রততে তাদের বল কিবা ফল করে॥ উপবাসাদিতে ফল কিছুমাত্র নাই। পতিমাত্র সার ব্রত কহি তব ঠাঁই॥ পতি যবে যেই আজ্ঞা করিবে প্রদান। তাহাই তাদের ব্রত ওহে মতিমান॥ পতির মরণে যদি সহগামী হয়। পতিরে উদ্ধার করে সে নারী নিশ্চয়॥ ইহা হতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম রমণীর নাই। বলিনু শাস্ত্রের কথা ঋষে তব ঠাঁই॥ সহগামী পতি সহ যেই নারী হয়। মন্বন্তর সেই নারী পতি সহ রয়॥ পতি সহ সুরপুরে করে অবস্থিতি। আনন্দে কাটায় কাল শাস্ত্রের ভারতী॥ বিধবা রমণী যারা ওহে তপোধন। ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান তাদের ধরম॥ রক্তবস্ত্র বিধবারা কভু না পরিবে। খট্টাতে শয়ন করা সর্ব্বথা বর্জ্জিবে॥ করিবে না অন্য সহ মৈথুন কখন। শাস্ত্রের বিধান ইহা ওহে তপোধন॥ পতি-পুত্র হীনা যদি

নারীজাত হয়। অবীরা তাহার নাম শাস্ত্রে হেন কয়॥ অবীরা দ্বিবিধ হয় ওহে মহাত্মন্। দত্তা ও অদত্তা নাম শাস্ত্রের কথন॥ অদত্তার অন্ন আদি কভু নাহি লবে। দত্তা-দত্ত অন্ন লবে সম্বন্ধ গৌরবে॥ বিকলাঙ্গী ললাটোচ্চা যেই নারী হয়। দশন বিকট যার ওহে মহাশয়॥ স্তনদ্বয় পরস্পর অতিদূরে যার। লজ্জাহীনা নারী যেই ওহে গুণাধার॥ সে জন বিধবা হয় শাস্ত্রের বচন। কহিনু তোমার পাশে ওহে মহাত্মন্॥ পতিহীনা হবে যেই ওহে মহাশয়। কৌটিল্য তাদের হবে নিরন্তর রয়॥ তাহার দুষ্কর হয় শাস্ত্রের বচন। নারীর ধরম এই করিনু কীর্ত্তন॥ দেবপূজা ধর্ম্ম এবে শুন মহামতি। পুরাণে পুণ্যের কথা অপূর্ব্ব ভারতী॥

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়

ব্রহ্মাদি পূজাধর্ম্ম ও তৎপ্রসঙ্গে গণেশব্রত,
সূর্য্যব্রত প্রভৃতি ব্রত কথন।

ব্যাস উবাচ। সর্ব্বমঙ্গলকার্য্যেষু গণেশাদ্যাস্তু তান্ত্রিকাঃ।
শিবঞ্চ পঞ্চদেবান বৈ পূজয়েদ্যথাবিধি॥
ইন্দ্রমগ্নিং যমঞ্চৈব নৈঋতং বরুণন্তথা।
বায়ুং কুবেরমীশানং ব্রহ্মানন্তৌ চ পূজয়েৎ॥

ব্যাস কহে শুন শুন ওহে তপোধন। যে কোন মঙ্গল কার্য্য করিবে যখন॥ গণপতি সূর্য্য বিষ্ণু অম্বিকা যে আর। শিব এই পঞ্চে পূজা শাস্ত্রের বিচার॥ তার পর ইন্দ্র অগ্নি শমন রাজন। নৈঋত বরুণ যক্ষ-অধিপ পবন॥ ঈশান ব্রহ্মারে পূজি অনন্তে পূজিবে। সোম কুজ সৌম্য গুরু শুক্রেরে অর্চ্চিবে॥ শনি রাহু কেতু পরে করিয়া পূজন। তার পর শুভ কর্ম্ম করিবে সাধন॥ যে দেবের ব্রত কার্য্য করিতে হইবে। এই সব দেবে আগে যতনে পূজিবে॥ ব্রতদেবে তার পর করিবে পূজন। কহিনু শাস্ত্রের কথা তোমার সদন॥ গণেশ ব্রতের কথা শুন মহাত্মন্। এই ব্রতে বিঘ্ননুর শাস্ত্রের বচন॥ ফাল্গুনে চতুর্থী তিথি যেই দিন হয়। সেদিনে করিবে ব্রত ওহে মহোদয়॥ তিলান্ন ভোজন হয় ব্রতের বিধান। ইহাতে করিবে ব্রতী ত্রিলোকে পান॥ তিল দ্বারা অষ্টাহুতি অর্পিবে সাদরে। শাস্ত্রের বিধান ইহা কহিনু তোমারে॥ এই ব্রত যেই জন করয়ে সাধন। বিঘ্নরাশি তার পাশে না আসে কখন॥

পূজা অন্তে নমস্কার করিবে সুজন। যেমন আছয়ে মন্ত্র শাস্ত্রের লিখন॥ * দুই বর্ষ এই রূপে ব্রতের বিধান। ইহাতে পরম তুষ্ট গণপতি পান॥ তাঁহার প্রসাদে হয় বাসনা সফল। সর্ব্বদা সে জন পায় পরম মঙ্গল॥ গণেশ ব্রতের কথা করিনু কীর্ত্তন। সূর্য ব্রত বলি এবে শুন তপোধন॥ সূর্য্যব্রত-ফলে লোক রোগমুক্ত হয়। সপ্তমীতে ব্রতের বিধি ওহে মহোদয়॥ ষষ্ঠীতে সংযত হয়ে একান্ত অন্তরে। হবিষ্যান্ন-ভোজী হয়ে রবে ভক্তিভরে॥ সপ্তমীতে উপবাস করিবে সুজন। যথাবিধি সূর্য্যদেবে করিবে পূজন॥ একবর্ষ এই-রূপে সূর্য্যেরে পূজিলে। ধন ধান্য বৃদ্ধি হয় সেই পুণ্যফলে॥ রোগনাশ হয় তার শাস্ত্রের বচন। পরকালে হয় তার কল্যাণ সাধন॥ পুনরায় জন্ম তার কভু নাহি হয়। শাস্ত্রের বচন ইহা কভু মিথ্যা নয়॥ ইহা ভিন্ন যেই রূপে সূর্য্য তুষ্ট হন। বলিতেছি সেই কথা শুন তপোধন॥ রবিবারে ভক্তি-ভরে সূর্য্যেরে পূজিবে। দিবাভাগ উপবাসে যাপিতে হইবে॥ রাত্রিকালে যথাবিধি করিবে ভোজন। সুরলোকে যাবে সেই শাস্ত্রের বচন॥ অন্যরূপ সূর্য্যব্রত করিব কীর্ত্তন। মন দিয়া শুন তাহা ওহে মহাত্মন॥ যদ্যপি রবি সংক্রান্তি রবিবারে হয়। ভাস্করে পূজিবে তাহে ওহে মহোদয়॥ দিবা-উপ-বাসী থাকি রাত্রিতে খাইবে। আদিত্য হৃদয় জপ বিধানে করিবে॥ যাবত ভাস্কর নাহি অস্তাচলে যায়। তাবত চিন্তিবে তাঁরে কহিনু তোমায়॥ মিষ্ট দ্রব্য বিপ্রগণে করাবে ভোজন। আপনি পায়স মাত্র করিবে ভক্ষণ॥ এই-রূপে সূর্য্যপূজা যেই জন করে। সর্ব্ব কাম সিদ্ধি তার শাস্ত্রের বিচারে॥ অন্যরূপ ব্রত আছে শুন তপোধন। মাঘমাসে সপ্তমীতে করিবে অর্চ্চন॥ সপ্তমীতে রবিবার যদি কভু হয়। মহা মহাফল তাহে জানিবে নিশ্চয়॥ বিজয়-সপ্তমী নাম তাহারেই বলে। স্নান দান জপ হোম করিবে সাদরে॥ উপবাসে সূর্য্যপূজা করিবে সাধন। মহাফল হবে তাহে ওহে তপোধন॥ শুক্লপক্ষে সপ্তমীতে রবি সংক্রমণ। মহাজয়া নাম তার শাস্ত্রের বচন॥ রবিতুষ্টিপ্রদা তিথি জানিবে অন্তরে। স্নান দান আদি করি করিবে সাদরে॥ ঘৃত কিম্বা দুগ্ধে সূর্য্যে করিলে স্নপন। পাপমুক্ত হয়ে যায় ভাস্কর-ভবন॥ পূর্ণ এক বর্ষ হয় ব্রতের বিধান। জাতিমাত্রে অধিকার ইহাতে সমান॥ অষ্টাঙ্গার্ঘ্য দিবাকরে করিলে অর্পণ। মহাফল হয় তাহে শাস্ত্রের বচন॥ † দারুপাত্রে মৃৎপাত্রে স্বর্ণাদি আধারে। অষ্টাঙ্গার্ঘ্য সমর্পিবে কহিনু

---

* নমস্কার মন্ত্র যথা—দিব্যায় শূরায় গজাননায়
লম্বোদরায়ৈকরদায়ুধায়।
নগাত্মজানন্দসমুদ্ভবায়
কুঠারহস্তায় নমো বরায়॥

† অষ্টাঙ্গার্ঘ্য দ্রব্য যথা—জল, দুগ্ধ, কুশাগ্র, ঘৃত, দধি, মধু, রক্তকরবীর ও রক্ত চন্দন।

তোমারে ॥ শিবব্রত বলি এবে শুন মহাত্মন। ফাল্গুনের শুক্লপক্ষে করাবে সাধন ॥ চতুর্দ্দশী দিনে ব্রত আরম্ভ করিবে। একবর্ষ প্রতিমাসে শিবেরে পূজিবে ॥ রাত্রিকালে ফলমাত্র করিবে ভোজন। পরদিনে বিপ্রগণে করাবে ভক্ষণ ॥ ইহাতে পরম তুষ্ট হন পশুপতি। শাস্ত্রের বচন ইহা ওহে মহামতি ॥ মার্গশীর্ষ মাসে কৃষ্ণা অষ্টমী পাইয়ে। রাত্রিতে পূজিবে শিবে একান্ত হৃদয়ে ॥ মহাপুণ্য হয় তাহে শাস্ত্রের বচন। অন্যরূপ শিবব্রত শুনহ এখন ॥ শম্ভুরে পূজিবে পৌষে কৃষ্ণাষ্টমী দিনে। ঘৃত মাত্র খাবে ব্রতী বিহিত বিধানে ॥ বাজপেয়ফল তাহে হইবে অর্জ্জন। শাস্ত্রের বচন ইহা ওহে মহাত্মন্ ॥ মাঘমাসে কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশী পাইয়ে। পূজিবেক মহেশ্বরে একান্ত হৃদয়ে ॥ দুগ্ধমাত্র রাত্রিকালে করিবে ভোজন। গোমেধ যজ্ঞের ফল হবে উপার্জ্জন ॥ ফাল্গুনমাসেতে শিবে পূজি ভক্তিভরে। তিলমাত্র যদি খায় সেই ব্রতী নরে ॥ রাজসূয় হতে অষ্টগুণ ফল পায়। সত্য সত্য এই কথা কহিনু তোমায় ॥ চৈত্রমাসে অষ্টমীতে একান্ত যতনে। স্থাণু নামা মহেশ্বরে পূজিয়া বিধানে ॥ যবমাত্র ব্রতীজন করিলে ভোজন। অশ্বমেধ-ফল পাবে সেই সাধুজন ॥ চৈত্রমাসে শিবোৎসব করিবে সকলে। নৃত্য গীত মহোৎসব আদি কোলাহলে ॥ ত্রিসন্ধ্যা করিবে স্নান ব্রতী যেই জন। রাত্রিকালে হবিষ্যান্ন করিবে ভোজন ॥ জিতেন্দ্রিয় হয়ে রবে বিহিত বিধানে। মহাপ্রীত হবে তাহে মহেশ্বর মনে ॥ শিবসন্নিধি পাবে সেই ব্রতী জন। শাস্ত্রের বচন ইহা ওহে তপোধন ॥ সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে সুজন। শিবোৎসবপরায়ণ হবে সাধুজন ॥ রাত্রিকালে জাগরণ করিবে হরিষে। নানাবিধ মহাবাদ্য করিবে উল্লাসে ॥ মনসুখে নৃত্য গীত যদি ব্রতী করে। শঙ্কর পরম তুষ্ট তাহার উপরে ॥ যদ্যপি প্রসন্ন হন দেব পঞ্চানন। করিতে পারেন ব্রতী অঘট ঘটন ॥ দুষ্প্রাপ্য জগতে তার কিছু নাহি রয়। এ হেতু পূজিবে শিবে ওহে মহোদয় ॥ শিবপাশে শঙ্খবাদ্য কভু না করিবে। শঙ্খজল শিবপাশে সর্ব্বথা ত্যজিবে ॥ গ্রাম হতে বহির্ভাগে করিয়া গমন। আনন্দেতে শিবোৎসব করিবে সাধন ॥ সংক্রান্তিতে হোম আর করি উপবাস। সমাপিবে ব্রতবিধি শাস্ত্রেতে প্রকাশ ॥ বৈশাখেতে শিবপূজা করিয়া যতনে। রাত্রিকালে কুশোদক খাইবে বিধানে ॥ সর্ব্ব ফল লাভ তাহে হইবে নিশ্চয়। শাস্ত্রের নিয়ম ইহা কভু মিথ্যা নয় ॥ জ্যৈষ্ঠমাসে ভক্তিভরে পূজি পশুপতি। গোশৃঙ্গ-উদক পান করিবে সুমতি ॥ গো-কোটি দানের ফল হইবে তাহায়। শাস্ত্রের বিধান এই কহিনু তোমায় ॥ উগ্রনামা মহাদেবে আষাঢ়ে পূজিয়ে। গোময় যদ্যপি খায় আনন্দ-হৃদয়ে ॥ দিব্য শতবর্ষ থাকে কৈলাস নগরে। মহাতুষ্ট হন শিব তাহার উপরে ॥ শর্ব্ব নামা মহেশ্বরে পূজিবে শ্রাবণে। অর্কদল রাত্রিকালে খাইবে যতনে ॥ গোমেধ যজ্ঞের ফল পাবে সেই জন। শাস্ত্রের বিধান ইহা ওহে মহাত্মন্ ॥

ভাদ্রমাসে কৃষ্ণাষ্টমী সুতিথি পাইয়ে। ত্র্যম্বকে পূজয়ে যেই একান্ত হৃদয়ে॥ বিল্বপত্র-রস নিজে করয়ে ভোজন। বাজপেয় ফল পায় সেই সাধুজন॥ ঈশ নাম মহেশ্বরে পূজিয়া আশ্বিনে। তণ্ডুল-উদক পান করিলে যতনে॥ পৌণ্ডরীক-ফল পায় সেই সাধুজন। শাস্ত্রের নিয়ম মিথ্যা নহে কদাচন॥ কার্ত্তিকে অষ্টমী তিথি হবে যেই দিন। ঈশানে শিবের পূজা করিবে সে দিন॥ রাত্রিতে গোময়মাত্র করিবে ভোজন। পশুযজ্ঞ-ফল পাবে সেই সাধুজন॥ সম্বৎসর এই ব্রত করি আচরণ। বিপ্রগণে মিষ্ট দ্রব্য করাবে ভোজন॥ ঘৃতযুক্ত পায়সান্ন রুদ্রেরে অর্পিবে। কৃষ্ণবর্ণা পয়স্বিনী অর্পণ করিবে॥ কৃষ্ণাষ্টমী ব্রত এই করিয়া সাধন। দক্ষিণা বিপ্রেরে দিবে ওহে মহাত্মন॥ এইরূপে শিবব্রত যেই জন করে। অভীষ্ট সাধন তার হয় শিববরে॥ বৈষ্ণবের ব্রতবিধি করিব কীর্ত্তন। মন দিয়া শুন এবে ওহে তপোধন॥ পুরাণের সার ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ। শুনিলে সে জন হয় স্বর্গের সোপান॥

চত্বারিংশ অধ্যায়।

বৈষ্ণব-ব্রত কথন।

ব্যাস উবাচ। একাদশীতিথিঃ পুণ্যা বৈষ্ণবী পাপনাশিনী।
শুক্লা বা যদি বা কৃষ্ণা তত্রোপোষ্য হরিং ব্রজেৎ॥
একাদশ্যাং নিরাহারো দ্বাদশ্যাং পারণং চরেৎ।
একাদশ্যাং ভোজনাচ্চ নাশ্নৎ পাপতরং পরং॥

ব্যাস বলে শুন শুন ওহে তপোধন। বৈষ্ণবের ব্রতবিধি করিব কীর্ত্তন॥ একাদশী পুণ্যা তিথি পাতকনাশিনী। কিবা শুক্লা কিবা কৃষ্ণা ওহে মহামুনি॥ এই দিনে উপবাসী রহিবে সুজন। অন্তিমে শ্রীহরিপুরে করিবে গমন॥ এই দিনে নিরাহারে করি অবস্থান। দ্বাদশী দিনেতে পরে পারণ বিধান॥ একাদশী দিনে যদি করয়ে ভোজন। ঘোরতর পাপে লিপ্ত হয় সেই জন॥ ইহা হতে পাপ আর কিছুমাত্র নাই। বলিলাম শাস্ত্র-কথা ঋষে তব ঠাঁই॥ ব্রহ্মহত্যা আদি করি পাতক-নিকর। অন্নেরে আশ্রয় করি ওহে মুনিবর॥ একাদশী দিনে সব করে অবস্থান। এই হেতু উপবাসী রহিবে ধীমান॥ সর্ব্ব জাতি সর্ব্বাশ্রমী কিবা নর নারী। উপবাসী রবে সবে অতি ভক্তি করি॥ দিব্য গতি পাবে সেই শাস্ত্রের বচন। ইহা হতে শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম নাহিক কখন॥ সধবা রমণী যদি একাদশী করে। রাত্রিকালে জল পান করিবারে পারে॥ কিবা

কৃষ্ণা কিবা শুক্লা যেই পক্ষ হয়। একাদশী দিনে নাহি খাইবে নিশ্চয়॥
কিবা গৃহী বানপ্রস্থ যতি আদি করে। উপবাসী রবে সবে শ্রীহরিবাসরে॥
হরিরে পূজিবে সাধু একাদশী দিনে। মহাফল হবে তাহে শাস্ত্রের বিধানে॥
একাদশী সম ব্রত ব্রত আর নাই। কহিলাম গূঢ় কথা শুনে তব ঠাঁই॥
ত্রিভুবনে যত কর্ম্ম কর দরশন। ইহা হতে শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম না হয় কখন॥
সর্ব্বব্রত-সার ব্রত একাদশী হয়। কৃষ্ণ-প্রীতি হয় তাহে জানিবে নিশ্চয়॥
দেবমধ্যে যথা কৃষ্ণ সবার প্রধান। নাহি কোন দেবী যথা রাধিকা সমান॥
বিদ্যার সমান ধন নাহিক যেমন। অম্বিকা শক্তির শ্রেষ্ঠ আছেন যেমন॥
গুরুমধ্যে মাতা যথা বন্ধু-মধ্যে পতি। বল-মধ্যে দৈব বল তেজে দিবাপতি॥
ক্ষমা-মধ্যে ক্ষিতি শ্রেষ্ঠ বিদিত যেমন। ছন্দেতে গায়ত্রী যথা শাস্ত্রের বচন॥
আশ্রমেতে গৃহাশ্রম যেমন প্রধান। শঙ্কর বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ শুন বুদ্ধিমান॥
তীর্থেতে জাহ্নবী যথা তৈজসে কাঞ্চন। শাস্ত্র মধ্যে বেদ শ্রেষ্ঠ আছয়ে যেমন॥
অশ্বত্থ বৃক্ষের শ্রেষ্ঠ যেমন বিদিত। তুলসী পত্রের শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রের বিহিত॥
ভারত বর্ষের মধ্যে যেমন প্রধান। রাজ-মধ্যে শ্রেষ্ঠ যথা দাশরথি রাম॥
সিদ্ধেতে কপিল যথা সবার প্রধান। যেমতি রূপেতে শ্রেষ্ঠ রতিপতি কাম॥
ব্রহ্মর্ষির শ্রেষ্ঠ যথা দেব বৃহস্পতি। নদী-মধ্যে শ্রেষ্ঠ যথা নদী সরস্বতী॥
যোগীর প্রধান যথা সনত-কুমার। সুরভি পশুর শ্রেষ্ঠ বিদিত সংসার॥
ঐরাবত গজ শ্রেষ্ঠ বিদিত যেমন। হিমাদ্রি শৈলের শ্রেষ্ঠ জানে সর্ব্বজন॥
যক্ষের প্রধান যথা দেব ধনেশ্বর। কৌস্তুভ মণির শ্রেষ্ঠ জানে চরাচর॥
সুমালী রাক্ষস শ্রেষ্ঠ যেমন বিদিত। নারী-মধ্যে শতরূপা যথা পরিচিত॥
গন্ধর্ব্বের শ্রেষ্ঠ যথা নাম চিত্ররথ। তেমতি ব্রতের শ্রেষ্ঠ একাদশী ব্রত॥
একাদশী দিনে যেই করয়ে ভোজন। মহাপাপী বলি সেই বিদিত ভুবন॥
ইহকালে মহাকষ্ট পেয়ে সেই জন। অন্তিমে নরক মাঝে সে করে গমন॥
কুম্ভীপাকে পড়ি সেই দুষ্ট দুরাচার। একাদশ যুগ কষ্ট পায় অনিবার॥
পুনশ্চ চণ্ডাল হয়ে ধরয়ে জনম। সপ্তজন্ম কুষ্ঠরোগী হয় সেই জন॥ একাদশী-ভোজনেতে যেই ফল ফলে। বলিলাম বিবরিয়া তোমার গোচরে॥ দ্বাদশী লঙ্ঘন দোষ করিব বর্ণন। মন দিয়া শুন তাহা বিধির নন্দন॥ দশমীতে একাদশী দ্বাদশী মিলন। যেই দিনে তিথিত্রয় হইবে স্পর্শন॥ সেই দিন ভোজনেতে নাহি কোন পাপ। সে দিনে খাইলে কিছু নাহি থাকে তাপ॥ দ্বাদশীতে উপবাস হরির অর্চ্চন। ত্রয়োদশী দিনে পরে করিবে পারণ॥ সম্পূর্ণ দিবস হয় একাদশী ভোগ। পর দিন হয় যদি ঈষৎ সংযোগ॥ তা হলে দ্বিতীয় দিনে হবে উপবাস। ষষ্টি দণ্ড হলে বৃদ্ধি নাহি হয় হ্রাস॥ পর দিনে বৃদ্ধি তিথি যদি কভু হয়। দ্বাদশী হ্রাসেতে ত্রয়োদশী যদি হয়॥ পূর্ব্ব দিনে উপবাসী রবে গৃহী জন। পর দিন অপরেতে রবে অনশন॥ পর দি

পারণান্তে যেই সাধু জন। যথাবিধি নিত্যকর্ম্ম করে আচরণ॥ পূর্ব্বদিনে সর্ব্ব কার্য্য ব্রত জাগরণ। পর দিনে হরি পূজি হইবে পারণ॥ একাদশী সমাপ্তিতে পারণা হইবে। শাস্ত্রের লিখন ইহা নিশ্চয় জানিবে॥ গৃহী বৈষ্ণবাদি সবে আনন্দিত-মনে। শুক্লপক্ষে উপবাসী রবে একমনে॥ অপর বৈষ্ণব আদি কৃষ্ণপক্ষে করি। পাইবে উচিত ফল শাস্ত্রের বিচারি॥ বেদের লিখন এই করিনু বর্ণন। ব্রতের বিধান এবে করহ শ্রবণ॥ হবিষ্য করিবে একাদশী-পূর্ব্ব-দিনে। শয়ন করিবে সুখে কুশের আসনে॥ ব্রাহ্মিক মুহূর্ত্তে উঠি পরে সাধু জন। প্রাতঃকৃত্য যথাবিধি করিবে সাধন॥ কৃষ্ণের প্রীতির জন্য হয় উপবাস। সঙ্কল্প করিবে যথা শাস্ত্রেতে প্রকাশ॥ করিবেক পূজাদ্রব্য ক্রমে আয়োজন। ষোড়শোপচার পরে হবে আনয়ন॥ অবশেষে ধৌতবাস করি পরিধান। আচমন স্বস্তিবাক্য যতেক বিধান॥ ধান্যের উপরে ঘট করিবে স্থাপন। আম্রশাখা সিন্দুরাদি করিবে অর্পণ॥ গণপতি সূর্য্য বহ্নি আর নারায়ণ। শিব শিবা সব দেবে করিবে পূজন॥ যথাবিধি পূজা করি প্রণাম করিবে। মনে মনে শ্রীহরিরে হৃদয়ে স্মরিবে॥ এই ছয় দেবে অগ্রে না করি পূজন। অন্য দেবে পূজা যদি করে কোন জন॥ বিফল হইবে সব জানিবে নিশ্চয়। শাস্ত্রের লিখন ইহা বেদমতে কয়॥ অবশেষে কৃষ্ণ-পূজা ষোড়শোপচারে। করিবেক যথাবিধি হরিষ-অন্তরে॥ পূজা শেষ করি পরে করিবে স্তবন। মূলমন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি করিবে অর্পণ॥ করিবেক স্তব পাঠ পুলক-অন্তরে। কোথা কৃষ্ণ দয়াময় এস হে অন্তরে॥ সংসার-বন্ধন হতে করহ উদ্ধার। তব পাদপদ্মে করি কোটি নমস্কার॥ ভবভয় নাশ কর ওহে জনার্দ্দন। এরূপে অনেক স্তব করিবে সুজন॥ ব্রাহ্মণে দক্ষিণা দিবে শক্তি অনুসারে। রাত্রি জাগরিতে হবে হরিষ অন্তরে॥ নিদ্রা নাহি যাবে রাত্রে কহিনু বচন। না করিবে জলপান শাস্ত্রের লিখন॥ নিদ্রা যায় কিম্বা যদি করে জলপান। একাদশী অর্দ্ধ ফল সেই জন পান॥ পর-দিনে হৃষ্টচিত্তে হবিষ্য করিবে। এরূপে হরির পদযুগল পূজিবে॥ যেই জন এইরূপে করেন পূজন। শত-জন্ম পাপ তার হয় বিনাশন॥ পূর্ব্ব পক্ষ পর পক্ষ পুরুষ তাহার। নিশ্চয় হইবে জেনো তাহাতে উদ্ধার॥ মাসে মাসে একাদশী যেরূপে করিবে। বিশেষ বলিব তাহা শুন ঋষে এবে॥ একাদশী-দিনে কৃষ্ণে করিবে পূজন। ধূপ দীপ আদি করি করিবে অর্পণ॥ অগ্নি বিপ্র জল কিম্বা শালগ্রামোপরে। অথবা প্রতিমা করি পূজিবে সাদরে॥ মাসে মাসে নৈবেদ্যাদি করিয়া অর্পণ। ভক্তি করে শ্রীহরিরে করিবে অর্চ্চন॥ মার্গশীর্ষ মাসে তাঁরে পরমান্ন দিবে। ভক্তি করি দুগ্ধ চিনি অর্পণ করিবে॥ পৌষমাসে হরিধনে করিবে অর্চ্চন। অতি প্রাতে উক্ত দেবে করাবে স্নান॥ সুগন্ধি স্নেহদ্রব্যে করাইবে স্নান। মুগ মাষ ঘৃত আদি করিবে প্রদান। হিঙ্গু পত্রে সুবাসিত করিয়া সাদরে। শাল্যন্ন অর্পিবে

সাধু শ্রীহরি দেবেরে ॥ বাস্তুক মাষেতে শাক ঘৃতেতে ভাজিয়ে। তাহা আর দধি দিবে পুলকিত হয়ে ॥ এইরূপে মাঘ মাসে করিবে পূজন। ফাল্গুনেতে গুড় দিবে হয়ে একমন ॥ শাক ছোলা গব্যাম্বুত করিবে প্রদান। সশর্কর দধি দিবে ওহে মতিমান ॥ পূর্ণিমাতে দোলযাত্রা করিবে বিধানে। দোলাবে গোবিন্দে সবে পুলকিত-মনে ॥ গোবিন্দে দোলাবে যত গোপনারীগণ। নানা-বিধ বিভূষণ করিয়া ধারণ ॥ অপরূপ রূপবতী হইবে সকলে। করিবেক হাস্য পরিহাস কুতুহলে ॥ কমল-লোচনা হবে যত নারীগণ। নৃত্য গীত বাদ্যে সবে হবে নিমগন ॥ পুষ্প-অলঙ্কার সবে ধারণ করিবে। চারিদিকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে থাকিবে ॥ নিরন্তর মন রবে শ্রীগোবিন্দ দেবে। দোলাবে যে সব নারী এইরূপ হবে ॥ চৈত্রমাসে সুবাসিত কুসুম-নিকরে। পূজিবে শ্রীহরিধনে অতি সমাদরে ॥ কুঙ্কুম চন্দন আদি করিবে প্রদান। মনোহর নৈবেদ্যাদি দিবে মতিমান ॥ আর্দ্রক হরিরে দিবে ভক্তিপূতমনে। আম্র চিনি আদি দিবে একান্ত যতনে ॥ বৈশাখে শীতল জলে করাইবে স্নান। তুলসী সলিল সহ করিবে প্রদান ॥ মুগের নৈবেদ্য আর তাম্বূল অর্পিবে। ঘৃত সহ অন্ন-দান বিধানে করিবে ॥ কর্পূর-বাসিত জল করিবে প্রদান। এইত শাস্ত্রের বিধি ওহে মতিমান ॥ জ্যৈষ্ঠ মাসে পক্ক আম্র দুগ্ধ আর চিনি। তাম্বূল প্রভৃতি দিবে ওহে মহামুনি ॥ ছত্র উপানহ সাধু করিবে প্রদান। সূক্ষ্ম বস্ত্রকৃত শয্যা করিবে প্রদান ॥ হরিরে চামর দিবে অতি মনোহর। মুক্তিবাঞ্ছা হৃদে করে সেই সব নর ॥ আষাঢ়ে তুলসী আর পদ্মপুষ্প দিয়ে। পূজিবেক কেশবেরে ভক্তিযুক্ত হয়ে ॥ ভক্তজনে বশ প্রভু সদা সর্ব্বক্ষণ। আষাঢ়ে পনস দধি করিবে অর্পণ ॥ ঘৃত দুগ্ধ নৈবেদ্যাদি করিবে প্রদান। করিবেক রথযাত্রা যেমত বিধান ॥ নৃত্য গীত মহোৎসব করিবে কৌতুকে। ভোজন করাবে বিপ্রে অতীব পুলকে ॥ শ্রাবণেতে সূক্ষ্মবস্ত্র লাজ আদি করি। ভক্তিভরে দিলে তুষ্ট দেবদেব হরি ॥ ভাদ্রমাসে ঘৃতযুক্ত তালফল দিলে। কেশব পরম তুষ্ট তাহার উপরে ॥ আশ্বিনেতে গুল দিবে ভক্তিযুক্ত হয়ে। সঘৃত পায়স দিবে একান্ত হৃদয়ে ॥ নানাবিধ মিষ্ট আর নৈবেদ্যাদি করি। অর্পিলে কেশব তুষ্ট তাহার উপরি ॥ পাষাণপাত্রেতে দিবে নারিকেল-ফল। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ হন অতীব শীতল ॥ শাল্যন্ন কৃষ্ণেরে দিবে অতি ভক্তিভরে। ইন্দীবর পুষ্পে পূজা করিবে সাদরে ॥ জম্বীরের রসযুক্ত করিয়া যে আর। শাক দিবে কৃষ্ণ-ধনে ওহে গুণাধার ॥ লবঙ্গাদিযুক্ত করি তাম্বূল অর্পিবে। বিষ্ণুরে খদির ভ্রমে কভু নাহি দিবে ॥ দ্বিজেরা খদির নাহি করিবে ভোজন। শাস্ত্রের বচন ইহা ওহে মহাত্মন ॥ কার্ত্তিকে সঘৃত অন্ন করিবে প্রদান। ঘনীকৃত ক্ষীর দিবে ওহে মতিমান ॥ শর্করা মরিচ দিবে কেশব দেবেরে। চন্দ্রাতপ ভক্তিভরে দিবেক সাদরে ॥ এইরূপে যেইকালে যেই দ্রব্য হয়। তাহা দিয়া পূজিবেক

হরি দয়াময় ॥ সাধ্যমতে বিভূষণ করিবে প্রদান। এইরূপে পূজা করে যেই মতিমান ॥ সর্ব্বসিদ্ধি হয় তার নাহিক সংশয়। শাস্ত্রের বচন ইহা কভু মিথ্যা নয় ॥ বিষ্ণুর পরম প্রিয় তুলসীর দল। বিষ্ণুনাম লবে সদা হইয়া বিমল ॥ জাহ্নবী গায়ত্রী গীতা পবিত্র এ তিন। হরির পরম প্রিয় জানিবে প্রবীণ ॥ শ্রবণ কীর্ত্তন আর চরণ-সেবন। স্মরণ অর্চ্চন বন্দ আত্মনিবেদন ॥ দাস্য সখ্য এই নববিধ ভক্তিযোগে। পূজিবে যতন করি হরি মহাভাগে ॥ সংক্ষেপেতে বিষ্ণুপূজা করিনু কীর্ত্তন। দুর্গাপূজা বলি এবে করহ শ্রবণ ॥ অগ্নিহোত্র বেদ যজ্ঞ-আদি কিছু হয়। চণ্ডীপূজা সমতুল্য কিছুমাত্র নয় ॥ দুর্গারে প্রণাম করে যেই মহাজন। অথবা ভকতিভরে করয়ে অর্চ্চন ॥ তাহারেই যোগী কহে শাস্ত্রের বিচারে। মুনিনাম-যোগ্য সেই কহিনু তোমারে ॥ মহাবুদ্ধি সেই জন নাহিক সংশয়। শাস্ত্রের প্রমাণ ইহা ওহে মহোদয় ॥ আশ্বিনের শুক্লপক্ষে নবমী তিথিতে। দুর্গাপূজা করে যেই ভক্তিযুক্ত চিতে ॥ অশ্বমেধফল পায় সেই সাধুজন। সন্দেহ নাহিক ইথে ওহে তপোধন ॥ সুমেরু গিরির তুল্য পুণ্য রাশি রাশি। সে জন অর্জ্জন করে ওহে মহাঋষি ॥ অনলে পতঙ্গ মরে পুড়িয়া যেমন। চণ্ডীপূজা পাপরাশি বিনাশে তেমন ॥ দুর্গাপদে মতি রাখে সদা যেই নর। মহাপাপ নাহি ছোঁয় তার কলেবর ॥ পদ্মপত্রজল যথা না লাগে পাতায়। সেরূপ পাতক নাহি আক্রমে তাহায় ॥ বর্ষ অন্তে দুর্গাপূজা যেই নাহি করে। দেবপূজাফল তার বিনাশে অচিরে ॥ সংক্ষেপে বলিনু দুর্গাপূজার কথন। অন্য অন্য বিধি পূর্ব্বে করেছি কীর্ত্তন ॥ নাগব্রত বলি এবে কর অবধান। শ্রাবণের শুক্লপক্ষে ইহার বিধান ॥ পঞ্চমীতে নাগগণে করিবে পূজন। দূর্ব্বাঙ্কুর কুশ দধি করিবে অর্পণ ॥ গন্ধ পুষ্প জল আদি দিবে উপহার। বিপ্রেরে করিবে তুষ্ট ওহে গুণাধার ॥ তার পর ভাদ্রমাসে পঞ্চমী তিথিতে। পায়স গুগ্‌গুলু সর্পি এ সব দ্রব্যেতে ॥ নাগের করিবে পূজা শাস্ত্রের বিধান। এ ব্রত জানিবে নাগপঞ্চমী আখ্যান ॥ সংক্ষেপে নাগের পূজা করিনু কীর্ত্তন। এবে কি শুনিতে বাঞ্ছা কহ মহাত্মন্ ॥

জাবালি জিজ্ঞাসে পুনঃ ওহে মহোদয়। সূর্য্য আদি গ্রহ যাহে পরিতুষ্ট হয় ॥ সেই কথা মোর পাশে করহ কীর্ত্তন। কোন্ গ্রহ কোথা থাকে কহ মহাত্মন্ ॥ ব্যাস বলে শুন শুন ওহে মহামতি। বলিব তোমার পাশে অপূর্ব্ব ভারতী ॥ স্থির বায়ু যেই স্থানে আকাশ উপরে। গ্রহগণ সেই স্থানে সদত বিহরে ॥ যোজন সহস্র ষোল ধরা হতে দূরে। গ্রহগণ আছে সবে শূন্যের উপরে ॥ এই স্থানে স্থিরভাব করিয়া গ্রহণ। বায়ুদেব ধরিতেছে যত দেব-গণ ॥ এই স্থানে মেঘগণ করি অবস্থান। ভূমিতলে জল বর্ষে ওহে মতিমান ॥ সহস্র যোজন দূর ইহা হতে পরে। চন্দ্র সূর্য্যে গরাসিতে রাহু স্থিতি করে ॥ অধিকন্তু কেতুগ্রহ করে বিচরণ। তার ঊর্দ্ধে সূর্য্যদেব ওহে তপোধন ॥ বি

সপ্ততি যোজনের পর দিবাকর। করিছেন অবস্থিতি ওহে মুনিবর॥ লক্ষ যোজনের পর চন্দ্রদেব রয়। তার উর্দ্ধে তারাগণ ওহে মহোদয়॥ চন্দ্র হতে এক লক্ষ যোজন অন্তেতে। তারাগণ আছে সবে ঈশ্বর-আজ্ঞাতে॥ তার উর্দ্ধে এক লক্ষ যোজনের পর। শুক্র গ্রহ অবস্থিত ওহে মুনিবর॥ তার পর দুই লক্ষ যোজন দূরেতে। মঙ্গল আছেন স্থিত জানিবেক চিতে॥ দ্বিলক্ষ যোজন উর্দ্ধে তাহার উপর। বুধগ্রহ অবস্থিত ওহে মুনিবর॥ বুধ হতে দুই লক্ষ যোজন উপরে। বৃহস্পতি অবস্থিত কহিনু তোমারে॥ তার পর দুই লক্ষ যোজন উপর। অবস্থিতি করি আছে গ্রহ শনৈশ্চর॥ এইরূপে গ্রহগণ করে অবস্থান। শুভফলপ্রদ সবে ওহে মতিমান॥ গ্রহগণ সদা তুষ্ট যাহার উপরে। অমঙ্গল কভু নাহি সেই জনে ধরে॥ গ্রহবিপ্র বলি খ্যাত গণকেরা হয়। তাদের পূজায় তুষ্ট যত গ্রহচয়॥ স্তবপাঠে তুষ্ট হয় যত গ্রহগণ। বলিতেছি গ্রহস্তব শুনহ এখন॥ পুরাণের সার বৃহদ্ধর্ম পুরাণ। শুনিলে সে জন লভে দিব্য তত্ত্বজ্ঞান॥

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

গ্রহস্তব।

ব্যাস উবাচ।

শৃণুষ দ্বিজশার্দ্দুল সূর্য্যস্তোত্রং মহাদ্ভুতং।
যচ্ছ্রুত্বা চ পঠিত্বা চ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥

ব্যাস বলে শুন শুন ওহে তপোধন। সূর্য্যস্তোত্র তব পাশে করিব কীর্ত্তন॥ পড়িলে অথবা যদি করয়ে শ্রবণ। সর্ব্ব পাপে মুক্ত ... সেই স ... ।
"ওঁ ওঙ্কাররূপো ভগবান্ ভাস্করশ্চ বিকর্ত্তনঃ। সূর্য্যো ... ওঁ দেবাচার্য্যো গুরু-
সর্ব্বশাস্ত্রকরঃ সুরঃ॥ ধীমণো দিনকরঃ প্রভুঃ॥ লোকপ্রকাশকঃ সাক্ষী শ্রীম... ...
জীবনপ্রদঃ॥ মালী সপ্তাশ্বস্ত্রিগুণঃ কমলাসনঃ॥ গ্রহেশ্বরো গুণাধারো ব্রহ্মবিষ্ণু
জ্যোতিষ্মান্ জ্যোতিষাং মান্যো ব্রহ্মা ব্রাহ্মণদৈবতং॥ ত্রৈগুণ্যনায়কো কর্ত্তা লোকবন্ধুর্ভয়াপহঃ। তিমিরারী রশ্মিমালী সহস্রকিরণঃ কর্ত্তা॥ শূরঃ কবীন্দ্রো মৈত্রেয়ঃ কেবলো অর্য্যমামলঃ। পদ্মপ্রকাশকো ধাতা বিষ্ণুস্ত্বষ্টাংশুরেব চ॥ বেদাঙ্গবেদবেদশ্চ যমকর্ত্তা শ্বিনীপতিঃ। মাসত্যাদস্রজনকো জ্ঞানজ্যোতিঃ সনাতনঃ॥ পূষা বিবস্বানাদিত্যো দ্বাদশাত্মা দিবাকরঃ। অহস্করঃ প্রভারাশী রোগহা রুক চিকিৎসকঃ॥ মহৌষধিঃ স্তুতিঃ পুণ্যঃ পরমার্থঃ স্মৃতার্ত্তিহা। ঋষিস্তুতে

জপপ্রীতো গায়ত্রীজনকোঽব্যয়ঃ॥ গায়ত্রীজপসুপ্রীতস্ত্রিসন্ধ্যাপরসুপ্রিয়ঃ। শিবপূজকসুপ্রীতো বিষ্ণুপূজকসুপ্রিয়ঃ॥ গঙ্গাস্নানপ্রিয়প্রীতো দুর্গাপূজা সুখদয়ঃ। পিতৃমাতৃ-ভক্তিভক্তো ধর্ম্মো ধর্ম্মাত্মদণ্ডকৃৎ॥ রক্তবর্ণঃ শ্যামবর্ণো ধবলঃ কালভেদকঃ। স্বয়ম্ভুরন্নদো বারিপ্রদো হ্যরুণসারথিঃ॥ পিতা পিতামহো দেবো দক্ষিণাশাপতিঃ সুরুক্। আকাশরত্নং তরণীশ্চিত্রভানুর্ব্বিরোচনঃ॥ মার্ত্তণ্ডো বারিকর্ত্তা সম্পদাতা কৃপাময়ঃ। প্রাতর্মধ্যাহ্ন-সায়াহ্ন-সন্ধ্যাবন্দনকৃৎপ্রিয়ঃ॥ প্রাতর্ব্রাহ্মণহস্তাক্তজলাঞ্জলিসুখী সদা। তপনস্তাপনো বিশ্বস্তীর্থোদয় উদারধীঃ॥ ভুরসগ্রাহকশ্চেতি সূর্য্যনামশতং পরং। সাষ্টকং কথিতং পূর্ব্বং পাপরোগহরং পরং॥ সর্ব্বজ্বরপ্রশমনং সর্ব্বব্যাধি-মহৌষধং॥"

সূর্য্যশতাষ্টক স্তোত্র করিনু কীর্ত্তন। রোগহর স্তব এই পাতক-নাশন॥ ইহার প্রভাবে জ্বর বিদূরিত হয়। রোগমাত্রে মহৌষধি জানিবে নিশ্চয়॥ পবিত্র পুণ্যদ স্তব পড়ে যেই জন। সর্ব্ব সিদ্ধি হয় তার শাস্ত্রের বচন॥ সংকল্প করিয়া স্তব যদি কেহ পড়ে। বিঘ্ন দূর হয় তার শাস্ত্রের বিচারে॥ রবিবারে সূর্য্যপূজা করি যেই জন। সূর্য্যস্তোত্র ভক্তিভরে করে অধ্যয়ন॥ ভাস্কর-মণ্ডল ভেদ করি সেই জন। ব্রহ্মলোকে যায় সুখে ওহে তপোধন॥ এখন চন্দ্রের স্তব শুন ঋষিবর। শুনিলে পুলকে পূর্ণ হইবে অন্তর॥

"ওঁ চন্দ্রোঽমৃতময়ঃ শ্বেতো বিধুর্ব্বিমলরূপবান্। বিশালমণ্ডলঃ শ্রীমান্ পীযূষকিরণঃ করী॥ দ্বিজরাজঃ শশধরঃ শশী শিবশিরস্থিতঃ। ক্ষীরাব্ধিতনয়ো দিব্যো মহাত্মামৃতবর্ষণঃ॥ রাত্রিনাথো ধ্বান্তহন্তা নির্ম্মলো লোকলোচনঃ। ক্ষুধাতৃষ্ণাদিনাশকস্তারাপতিরখণ্ডিতঃ॥ ষোড়শাত্মা কলানাথো মদনঃ কামবল্লভঃ। হংসস্বামী ক্ষীণবৃদ্ধো গৌরঃ সততসুন্দরঃ॥ মনোহরো দেবভোগ্যো ব্রহ্মকর্ম্মবিবর্দ্ধনঃ। বেদপ্রিয়ো বেদকর্ম্মকর্ত্তা হর্ত্তা হরো হরিঃ॥ ঊর্দ্ধরশ্মির্নিশানাথঃ শৃঙ্গারভাবকর্ষণঃ। মুক্তদ্বারশিরাত্মা চ তিথিকর্ত্তা কলানিধিঃ॥ ওষধীপতিরত্নশ্চ সোমো জৈবাতৃকঃ শুচিঃ। মৃগাঙ্কো গ্লৌঃ পুণ্যনামা চিত্রকর্ম্মা সুরাশাং রোহিণীশো বুধপিতা আত্রেয়ঃ পুণ্যকীর্ত্তনঃ। নিরাময়ো মন্ত্ররূপঃ জাবালি জিজ্ঞা[illegible] সৌন্দর্য্যদায়কো দাতা রাহুগ্রাসপরাঙ্মুখঃ। শরণ্যঃ হয়॥ সেই[illegible] ভগবানপি॥ পুণ্যারণ্যপ্রিয়ঃ পূর্ণঃ পূর্ণমণ্ডলমণ্ডিতঃ। মহাজন[illegible]কর্ত্তা শুদ্ধঃ শুদ্ধস্বরূপকঃ॥ শরৎকালপরিস্ফীতঃ সুন্দরঃ কুসুম[illegible] দ্রুমনির্দক্ষজামাতা যক্ষ্মারিঃ শাপমোচনঃ॥ ইন্দুঃ কলঙ্কনাশী চ সূর্য্যসঙ্গমপণ্ডিতঃ। সূর্য্যোদ্ভূতঃ সূর্য্যগতঃ সূর্য্যপ্রিয়পরঃ পরঃ॥ স্নিগ্ধরূপঃ প্রসন্নশ্চ মুক্তাকর্পূরসুন্দরঃ। জগদাহ্লাদসংদর্শো জ্যোতিঃশাস্ত্রপ্রমাণকঃ॥ সূর্য্যাভাব-দুঃখহর্ত্তা বনস্পতিগতঃ কৃতী। যজ্ঞরূপো যজ্ঞভাগী বৈদ্যো বিদ্যাবিশারদঃ॥ রশ্মিকোটিদীপ্তকরী গৌরভানুরিতি দ্বিজ। নাম্নামষ্টোত্তরশতং চন্দ্রমা পাপনাশনং॥" চন্দ্রস্তব এই হয় পাতকনাশন। অষ্টোত্তর শত নাম

ওহে মহাত্মন ॥ চন্দ্রোদয়কালে যেই ভক্তি করি পড়ে। সুরূপ সে জন হয় চন্দ্রমার বরে ॥ বিশেষতঃ পূর্ণিমাতে পড়িবে সুজন। করিবেক তিন সন্ধ্যা স্তব অধ্যয়ন ॥ ইহার প্রসাদে হবে সুস্থির অন্তর। পাপ তাপ না রহিবে ওহে মুনিবর ॥ অমৃত সমান স্তব জানিবে অন্তরে। পড়িবেক শ্রাদ্ধকালে অতীব সাদরে ॥ স্তববলে দাহ জ্বর হয় বিনাশন। দুঃস্বপ্ন নাশন আর পুণ্যবিবর্দ্ধন ॥ বিপ্রগণ স্তব পাঠ করিবে সাদরে। শুনিবে স্ত্রী শূদ্র আদি একান্ত অন্তরে ॥ বিপ্রমুখে বিপ্রগণ করিলে শ্রবণ। অধ্যয়ন সম ফল হয় উপার্জ্জন ॥ মঙ্গলাদি স্তব এবে শুন মতিমান। শুনিলে লভিবে হৃদে দিব্য তত্ত্বজ্ঞান ॥ "ওঁ মঙ্গলো ভূমিপুত্রশ্চ রক্তাঙ্গোঽরুণলোচনঃ। অঙ্গারকো দীপ্তঘোরঃ শত্রুপাণির্ধনাপহাঃ ॥ মেষরাশ্যধিপো রক্তো রক্তাম্বরধরস্তথা। শূকরাশ্যধিপো দেবো যাত্রামঙ্গলবৃদ্ধিদঃ ॥ সমুদ্রশোষকশ্চৈব বহ্নিনেত্রপ্রতাপবান্। ধনদঃ পীতবদনঃ প্রলয়াত্মা প্রমোদদঃ ॥ ইত্যেকবিংশতিং নাম্নাং মঙ্গলস্য যঃ পঠেৎ। স এব নির্ঋণো ভূত্বা ধার্ম্মিকশ্চ ধনী ভবেৎ ॥" মঙ্গলের স্তব এই করিনু কীর্ত্তন। পড়িলে নির্ঋণী হয় সেই সাধুজন ॥ ধনবান্ ধর্ম্মনিষ্ঠ সেই সাধু হয়। বলিনু তোমার পাশে ওহে মহোদয় ॥ কুজবারে রক্তপুষ্পে করিয়া পূজন। এই স্তব পাঠ করে যেই সাধুজন ॥ ঋণশূন্য হয়ে সেই মহাধনী হয়। শাস্ত্রের বচন ইহা কভু মিথ্যা নয় ॥ বুধের পবিত্র স্তব শুন এই বার। শুনিলে বুদ্ধির বৃদ্ধি শাস্ত্রের বিচার ॥ "ওঁ বুধো গৌরতনুঃ সৌম্যো মানবীশঃ শুভাননঃ। শুভগ্রহঃ পুণ্যকীর্ত্তিস্তারেয়শ্চ ইলাপতিঃ ॥ পুরূরবঃপিতা ধীরঃ কুমারো রাজবল্লভঃ ॥ রাজপুত্রো রাজ্যদাতা ব্রহ্মরাজ উবর্ব্বশঃ ॥ দ্বন্দ্বরাশ্যধিপশ্চৈব সিংহরাশ্যধিপস্তথা। নবগ্রহপ্রিয়শ্চেতি নাম্নামেবৈকবিংশতিং ॥" যাত্রাকালে যদি কেহ পড়ে। কার্য্যসিদ্ধি হয় তার আনন্দে বিচরে ॥ প্রসন্ন তাহার গ্রহগণ। পুত্রবান্ ধনবান্ হয় সেই জন ॥ পাণ্ডিত্য-শকতি তার নিশ্চয়। ধর্ম্মজ্ঞান জন্মে তার নাহিক সংশয় ॥ শুনহ জাবালে ঋষে অতঃপর। মহাপুণ্য গুরুস্তোত্র অতি মনোহর ॥ "ওঁ দেবাচার্য্যো গুরুর্জীবঃ কমনীয়ঃ সুরেশ্বরঃ। বাচস্পতিঃ পণ্ডিতশ্চ সর্ব্বশাস্ত্রকরঃ সুরঃ ॥ ধীমণো গীষ্পতির্ব্রহ্মা ব্রাহ্মণশ্চ বৃহস্পতিঃ। শ্রীমানাঙ্গিরসস্তারাবল্লভো জীবনপ্রদঃ ॥ জ্যেষ্ঠো জ্যেষ্ঠগ্রহো বিজ্ঞো ধনুর্মীনাধিপো জয়ঃ। শুভগ্রহো যজ্ঞকর্ত্তা কৃতী চিত্রশিখণ্ডিজঃ ॥" গুরুস্তোত্র এইরূপ যদি কেহ পড়ে। বুদ্ধি বৃদ্ধি হয় তার বৃহস্পতি-বরে ॥ বিপ্রগণ যদি ইহা করে অধ্যয়ন। বেদবেত্তা হন তাঁরা শাস্ত্রের বচন ॥ যাত্রাকালে এই স্তব যদি কেহ পড়ে। কার্য্যসিদ্ধি হয় তার বৃহস্পতি-বরে ॥ শুক্রস্তব এইক্ষণ করিব কীর্ত্তন। মন দিয়া শুন তাহা ওহে তপোধন ॥ "ওঁ শুক্রো দৈত্যগুরুঃ শ্রীমান্ কবিঃ কাব্যশ্চ ভার্গবঃ। সিতঃ শুক্রঃ শুচিপুরীশ লক্ষ্ম্যা শঙ্করঃ প্রভুঃ ॥ উশনা উতমৌজাশ্চ উদয়ী উজ্জ্বলঃ প্রভুঃ।

উর্দ্ধশ্চ বরবরাশীশস্ত্বলারাশুধিপস্তথা॥ মৃতসঞ্জীবনজ্ঞাতো বিদ্যাবিনয়পণ্ডিতঃ। সদ্গ্রহঃ সাধুশীলশ্চ যযাতিশ্বশুরো বশী॥" শুক্রের পবিত্র স্তব করিনু কীর্ত্তন। পড়িবে সজ্জনগণ করিবে শ্রবণ॥ শুক্রবারে এই স্তব পড়ে যেই জন। তার প্রতি শুক্র দেব পরিতুষ্ট হন॥ শ্বেতপুষ্পে শুক্রদেবে পূজিয়া সাদরে। পড়িবে এ স্তব সাধু একান্ত অন্তরে। শতবার এইরূপ পড়ে যেই জন। মহাকবি হয় সেই শাস্ত্রের বচন॥ প্রতিদিন ভক্তিভাবে যেই জন পড়ে। সুমতি তাহার হয় ধর্ম্মের উপরে॥ শুক্রের মাহাত্ম্যকথা করিনু বর্ণন। শনিস্তব শুন এবে ওহে তপোধন॥ "ওঁ সূর্য্যপুত্রঃ শনিঃ শ্যামো মন্দোঽমন্দঃ শনৈশ্চরঃ। ছায়াগর্ভোদ্ভবো বীরো দীর্ঘবক্ত্রঃ প্রসাদবান্॥ একাঙ্গঃ সর্ব্বসঞ্চারী দীর্ঘবাসী শুভালয়ঃ। এতানি শনিনামানি যঃ পঠেৎ প্রযতো নরঃ। তস্যাষ্টমগতোঽপ্যেষো ভবেদেকাদশস্থবৎ॥" শনিনামস্তোত্র যেই করে অধ্যয়ন। অষ্টমেতে শনি যদি রহে সেইক্ষণ॥ একাদশ সম ফল সেই জন পায়। শাস্ত্রের বিধান এই কহিনু তোমায়॥ শনিবারে শনিদেবে করিয়া পূজন। এই স্তব যেই জন করে অধ্যয়ন॥ বাঞ্ছিত সকল তার শনিবারে হয়। গ্রহদোষ নাশ পায় শাস্ত্রের নির্ণয়॥ প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠি যেই জন। ভক্তিভরে শনিস্তব করে অধ্যয়ন॥ সর্ব্বগ্রহ তুষ্ট হয় তাহার উপরে। কল্যাণ লভয়ে সেই জানিবে অন্তরে॥ এইত শনির স্তোত্র করিনু কীর্ত্তন। রাহুস্তোত্র মন দিয়া শুন তপোধন॥ "ওঁ পীযূষপায়ী মস্তাখ্যো রাহুর্ভিন্নমতিস্তমঃ। উপবাসগ্রহঃ পুণ্যচরিত্রপুষ্পবস্তুয়ঃ॥ রাহুনামাষ্টকমিদং রাহুপ্রীতিকরং পরং। যঃ পঠেৎ শৃণুয়াদ্বাপি রাহুদোষৈর্ন সোঽন্বিতঃ॥" রাহুনামাষ্টক এই করিনু কীর্ত্তন। পড়িলে পরম প্রীত রাহুগ্রহ হন॥ যেই জন পড়ে কিম্বা শুনে ভক্তিভরে। রাহুদোষ তারে নাহি ঘেরিবারে পারে॥ কেতুনামস্তোত্র এবে করিব কীর্ত্তন। মন দিয়া শুন তাহা ওহে তপোধন॥ "ওঁ সৈংহিকেয়ো ধূমনামা দীর্ঘাঙ্গো বহুরূপবান্। স্কন্ধরূপতনুঃ কেতুর্মহাভীমগ্রহো গ্রহঃ॥ শেষগ্রহাখ্যো নবমগ্রহশ্চেতি দ্বিজোত্তম। কেতুনাং চারুনামানি কথিতানি ময়া তব॥" কেতুনামস্তোত্র এই করিনু কীর্ত্তন। পড়িলে পরম প্রীত কেতুগ্রহ হন॥ পুত্রবান্ ধনবান্ সেই জন হয়। শাস্ত্রের বচন ইহা কভু মিথ্যা নয়॥ নবগ্রহস্তোত্র এই করিনু কীর্ত্তন। মহাপুণ্যপ্রদ ইহা পাতকনাশন॥ এ হেতু শুনিবে কিম্বা পড়িবে সাদরে। মহাপুণ্য হবে তাহে শাস্ত্রের বিচারে॥ প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করি যেই জন। পবিত্র অধ্যায় এই করে অধ্যয়ন॥ গ্রহগণ মহাতুষ্ট তাহার উপরে। ধনধান্য বাড়ে তার গ্রহগণ-বরে॥ ধর্ম্ম কীর্ত্তি আয়ু যশ লক্ষ্মী বাড়ে তার। পুত্র পৌত্র কত লভে সেই গুণাধার॥ পতিব্রতা ভার্য্যা পায় সেই সাধু জন। গোবিন্দ-উপরে হয় ভক্তির জনম॥ অন্তকালে গঙ্গাতীরে সেই জন মরে। দুঃস্বপ্ন বিনাশ হয় গ্রহগণ-বরে॥ পিতৃগণ তুষ্ট হ

শাস্ত্রের বচন ইহা ওহে মুনিবর॥ সর্ব্ব গ্রহশ্রেষ্ঠ সূর্য্য ওহে তপোধন। সূর্য্য হতে হয় বার-প্রবৃত্তি গণন॥ বলিনু সকল কথা ওহে মুনিবর। আর কি শুনিতে বাঞ্ছা কহ অতঃপর॥

দ্বাচত্বারিংশ অধ্যায়।

চতুর্যুগের পরিমাণ, হিংসা, কামনা ও ব্যাধি প্রভৃতির উৎপত্তি কথন।

ব্যাস উবাচ। অত্রাদৌ তু কৃতযুগং যৎ সত্যযুগমুচ্যতে।
ধর্ম্মশ্চতুষ্পাৎ সংপূর্ণো বৃষরূপধরস্তদা॥
বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ তদা ধর্ম্মো হ্যবস্থিতঃ।
তস্মিন্ কালে শোকমোহক্ষয়ব্যাধানি ন কুচিৎ॥

জাবালি বিনয়ে কহে ওহে ভগবন্। গ্রহস্তব তব পাশে করিনু শ্রবণ॥ চতুর্যুগ-পরিমাণ শুনিতে বাসনা। কৃপা করি বিবরিয়া পূরাও কামনা॥ আধি ব্যাধি হিংসা আদি কিরূপে জনমে। কৃপা করি কহ তাহা অধীন সদনে॥ এতেক বচন শুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। কহিলেন শুন শুন ওহে তপোধন॥ কালাব্ধি নিমেষে হয় অতি সূক্ষ্ম তাহা। পক্ষের পলক সীমা বলে লোকে যাহা॥ এই সূক্ষ্ম হতে হয় স্থূলের প্রকাশ। ক্রমে ক্রমে সে সকল পাইবে আভাস॥ অষ্টাদশ নিমেষেতে কাষ্ঠার সৃজন। ত্রিংশত কাষ্ঠার হয় কলা নিরূপণ॥ ত্রিংশত কলায় হয় ক্ষণ পরিমাণ। মুহূর্ত্ত দ্বাদশ ক্ষণে এইত সন্ধান॥ ত্রিংশত মুহূর্ত্তে হয় দিবা নরমান। পঞ্চদশ দিবসেতে পক্ষ পরিমাণ॥ দুই পক্ষে মাস হয় বর্ষে বার মাস। দেবলোকে দিন তাহা জানিহ নির্যাস॥ বৎসরে অয়ন দুই জানিহ নিশ্চয়। উত্তর দক্ষিণ নাম সকলেতে কয়॥ দক্ষিণ অয়ন হয় পিতৃ তৃপ্তি-কর। উত্তর অয়ন হয় দেব-তুষ্টি-কর॥ দুই মাসে হয় ঋতু জানে সর্ব্বজন। তিন ঋতু গণনায় অয়ন কথন॥ প্রথম সঞ্চার মাস বৈশাখ হইতে। পুন চৈত্রে হয় তাহা শেষ গণনাতে॥ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠেতে হয় গ্রীষ্ম নিরূপণ। বরষার স্থির জেনো আষাঢ় শ্রাবণ॥ ভাদ্র আশ্বিনীতে হয় শরৎ সময়। কার্ত্তিক আর মার্গশীর্ষে হেমন্ত নির্ণয়॥ পৌষ মাঘ দুই মাসে শীত অধিকার। ফাল্গুন চৈত্রেতে হয় বসন্ত সঞ্চার॥ এইরূপে ঋতুকাল আছে নির্দ্ধারিত। তাহা হতে কাল-ভাগ হইল উদ্ভূত॥ সপ্তদশ লক্ষ অষ্টাবিংশতি অযুত। নর গণনায় সত্য যুগ পরিমিত॥ বার-

লক্ষ ছেয়ান্নই হাজার বৎসর। ত্রেতা যুগ নির্দ্ধারিত আছে পূর্ব্বাপর॥ আট লক্ষ চৌষট্টি হাজার পরিমাণ। দ্বাপরের সংখ্যা এই আছয়ে সন্ধান॥ বিংশতি সহস্র চতুর্লক্ষ হয় কলি। ক্রমে যুগ-অধিকার নৃপতি মণ্ডলী॥ দেবগণে গণনায় দ্বাদশ হাজার। মনুষ্যের সংখ্যা হয় যত যুগ তার॥ দেবের সপ্ততি যুগে হয় মন্বন্তর। দেবের গণনা হয় (দু)হাজার বৎসর॥ ব্রহ্মার দিবস রাত্রি তাহাতে প্রকাশ। চারি যুগ দুহাজার মনুষ্য আভাস॥ চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে ব্রহ্ম দিন হয়। তিন শত যাটি দিনে বরষ নিশ্চয়॥ পঞ্চ শত বৎসরেতে পরার্দ্ধ গণনা। শত বর্ষ ব্রহ্মমানে কাল বিবেচনা॥ ঈশ্বরের দিবা রাত্রি মনুষ্যের মত। জাগ্রত কালেতে সৃষ্টি নিদ্রাকালে মৃত॥ মহৎ প্রলয় হয় সুষুপ্তি সময়। ব্রহ্মেতে সকল জীব পেয়ে থাকে লয়॥ নির্ব্বিকার নিরাকার নিরবদা যেই। জ্যোতির্ম্ময় অদ্বিতীয় পূর্ণ ব্রহ্ম সেই॥ দিবা রাত্রি কাল-ভেদ নাহিক তাঁহার। ইচ্ছাতেই সৃষ্টি স্থিতি করে নির্ব্বিকার॥ পুরাণেতে কল্পনাতে তাঁর যত কার্য্য। করিয়াছে তাঁর ইচ্ছা জানি শিরোধার্য্য॥ ব্রহ্মার শতেক বর্ষ হলে সমাধান। বিষ্ণু সৃষ্টি প্রযোজনে হন আগুয়ান॥ এই জন্য সকলেতে অনাদি বলিয়া। তাঁরে সম্বোধন করে প্রণত হইয়া॥ তিনি সকলের মূল সবার আশ্রয়। তাঁহার করুণা ভিন্ন থাকিবার নয়॥ কল্পান্তে ব্রহ্মার নাশ হয়ে থাকে যবে। সেকালেতে উগ্রতর হন সূর্য্যদেবে॥ স্থাবর জঙ্গমে তেজ করি বিকীরণ। জলাশয় হতে জল করেন শোষণ॥ দেবমানে শত বর্ষ করিয়া বিশীর্ণ। দ্বাদশ আদিত্য রূপে হইবে উদীর্ণ॥ উগ্রতেজে এ সংসার হলে ছারখার। রুদ্ররূপী মহাদেব হইয়া প্রচার॥ স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালের যত জীবগণ। একে একে তাঁর হাতে হইবে পতন॥ ভূচর খেচর নর গন্ধর্ব্ব কিন্নর। সকলি পাইবে লয় সেখানে সত্বর॥ পরে মহাবায়ু আগি হয়ে উপনীত। শতবর্ষ অবিচ্ছিন্ন করিবেক স্থিত॥ সেখাইবে ঘোর তেজ উড়াইবে সবে। স্থাবর জঙ্গম আদি কেহ নাহি রবে॥ শেষে মহাতেজ সনে হইয়া মিশ্রিত। ধরিবেক রৌদ্র মূর্ত্তি অতীব বিস্মিত॥ সম্বর্ত্ত পুষ্কর আদি যত মেঘগণ। সেকালেতে তার সঙ্গে মিশিবে তখন॥ ঘন ঘন ঘোর নাদ করি মেঘদল। বৃষ্টি ধারা আচ্ছাদিবে এই ভূমণ্ডল॥ তার পর রুদ্ররূপী দেব জনার্দ্দন। নিজ মুখ হতে বায়ু করিয়া সৃজন॥ খণ্ড খণ্ড করি মেঘ করিয়া সংহার। উড়াইয়া দিবে চিহ্ন না রবে তাহার॥ তার পর মহাকাল আপন ইচ্ছাতে। আকাশ পাতাল চূর্ণ করি প্রভাবেতে॥ পার্থিব-অংশেতে জল ক্ষিতিতেই ক্ষিতি। যথাস্থানে পঞ্চ ভূতে রাখি পশুপতি॥ আদিত্যের রূপ ধরি শুষি সব জল। তেজোরূপে প্রকাশিবে এই ধরাতল॥ ক্রমে মহাতেজ হতে তেজ পাবে লয়। আকাশ উড়িয়া যাবে শুদ্ধ তমোময়॥ সেকালে দারুণ তেজ ব্রহ্মার শরীরে। আশ্রয় করিবে তাহা অতি ধীরে

ধীরে ॥ শেষে নারায়ণ-দেহ হতে নিরাকার। স্থূল নয় সূক্ষ্ম নয় রহিত বিকার ॥ এইরূপে বারবার সৃষ্টির সৃজন। বার বার লয় পাবে আছে নিরূপণ ॥ পুনর্ব্বার লয় অন্তে হবে এই মত। ঈশ্বরের এই কার্য্য ইচ্ছা অনুগত ॥ শুনহ জাবালে ঋষে বলি তার পরে। সত্যযুগ কৃতযুগ আখ্যান যে ধরে ॥ সত্যযুগে চতুষ্পাদ আছিল ধরম। বৃষরূপধর ধর্ম্ম ওহে মহাত্মন ॥ যেই বর্ণে সেই ধর্ম্ম করিবে পালন। সকলে করিত তাহা ন্যায় আচরণ ॥ আশ্রম-উচিত কর্ম্ম সকলে করিত। সর্ব্বজনপাশে ধর্ম্ম ছিল অখণ্ডিত ॥ সেই কালে শোক মোহ জরা দুঃখ আদি। বিন্দুমাত্র নাহি ছিল ওহে মহামতি ॥ ব্যাধি নাহি তাপ নাহি উদ্বেগ না ছিল। হিংসা-দ্বেষশূন্য ছিল মানব সকল ॥ কলহ দুর্ভিক্ষ দুঃখ না ছিল তখন। পীড়া ভোগ না করিত কভু কোন জন ॥ অধ্যয়ন দান সদা করিত সাদরে। বলী-পলিতাদি নাহি হইত শরীরে ॥ দীর্ঘ-আয়ু সেই কালে ছিল নরগণ। শুক্লবাসা চতুর্ভুজ ছিল নারায়ণ ॥ মোক্ষের সাধন ধর্ম্ম আছিল সেকালে। সত্যযুগ-বিবরণ বলিনু তোমারে ॥ ত্রেতাযুগে ধর্ম্ম হয় একপদ হ্রাস। যজ্ঞ আদি ধরাধামে হইল প্রকাশ ॥ নরগণ এই কালে ধর্ম্মপরায়ণ। নানাবিধ ক্রিয়া আদি করিত সাধন ॥ তপোদানপরায়ণ সর্ব্ব বর্ণ ছিল। স্বধর্ম্মস্থ ক্রিয়াবন্ত মানব সকল ॥ অশ্বমেধ অগ্নিষ্টোম আর রাজসূয়। অতিরাত্র আদি করি আর বাজপেয় ॥ ইত্যাদি বিবিধ যজ্ঞ হৈত অনুষ্ঠান। এ যুগে সংকল্প-সৃষ্টি ওহে মতিমান ॥ এই কালে ভগবান্ রক্তবর্ণ হয়ে। অবতীর্ণ হন আসি মানব-আলয়ে ॥ দ্বাপরে দ্বিভাগ হয় ধরমের হ্রাস। নানাবর্ণ হন বিষ্ণু শাস্ত্রেতে প্রকাশ ॥ হিংসা দ্বেষ মৎসরতা পিশুন কলহ। শোক রোষ পাপ ব্যাধি জরা মিথ্যা মোহ ॥ ঈর্ষা লোভ এই সব জনমে দ্বাপরে। ধর্ম্মালস্য চতুরতা শিখে যত নরে ॥ জাতি-সঙ্করতা জন্মে ওহে তপোধন। তার পর কলিকাল অতি বিভীষণ ॥ পাপের উন্নতি শুধু এই কালে হয়। জ্ঞাত আছ সেই সব ওহে মহোদয় ॥

জাবালি এতেক শুনি কহে পুনরায়। শুন শুন ভগবন্ নিবেদি তোমায় ॥ হিংসা দ্বেষ জরা ব্যাধি মৃত্যু আদি করে। কিরূপে জন্মিল তাহা বলহ আমারে ॥ কিরূপে ধর্ম্মের হ্রাস হয় তপোধন। কৃপা করি মম পাশে করহ কীর্ত্তন ॥ এতেক বচন শুনি ব্যাস মহামতি। কহিলেন শুন বলি অপূর্ব্ব ভারতী ॥ পূর্ব্বে কোন কালে ব্রহ্মা অতি ক্রুদ্ধ হন। তাহে একাদশ রুদ্র লভিল জনম ॥ ভয়ঙ্কররূপ সবে জগন্নাশকর। ঈর্ষ্যাবন্ত অতিহিংস্র ওহে মুনিবর ॥ ক্রোধ হিংসা জরা আদি জন্মিয়া তখন। অনুগামী রূপে সব দিল দরশন ॥ এইরূপ তাহাদিকে করি দরশন। দক্ষেরে আদেশ দেন দেব পদ্মাসন ॥ রুদ্রগণে শান্ত কর তুমি মহামতি। কিন্তু তাহে নাহি হৈল দক্ষের

শকতি ॥ সঙ্গদোষে দক্ষরায় কুমতি হইল। তার পর শম্ভু তথা স্বয়ং আসিল ॥ ক্রোধ হিংসা জরা আদি সব দুষ্টগণে। স্ববশে রাখিল শম্ভু আপনার গুণে ॥ গুপ্তভাবে এই সব রহিল তখন। মহেশের ভয়ে সবে অপ্রকাশ্যে রন ॥ ক্রমে ক্রমে তমোগুণ বাড়িল যখন ॥ দ্বাপর নামক যুগ দিল দরশন ॥ সেই কালে হিংসা আদি প্রকাশিত হয়ে। শম্ভুরে নাশিতে চলে মহাবেগে ধেয়ে ॥ তাহা দেখি ভীত হয়ে দেব পঞ্চানন। স্বরক্ষার্থ শূল করে করেন ধারণ ॥ শিবের করেতে শূল করি দরশন। হিংসা আদি সবে হৈল অতি ভীতমন ॥ বিনয়-বচনে সবে মহেশেরে কয়। ত্রিগুণেশ ত্রিলোচন ওহে মহোদয় ॥ মোদের বচন প্রভো করহ শ্রবণ। আমরা সকলে হই বিধির নন্দন ॥ তব ভয়ে ভীত হয়ে আছিনু সকলে। থাকিবার স্থান নাহি ছিল সেই কালে ॥ এবে দেখিতেছি আছে থাকিবার স্থান। অতএব শুন শুন ওহে ভগবান ॥ মোদের বসতিস্থান কর নিরূপণ। কি কর্ম্ম করিব মোরা বলহ এখন ॥ যদি ইহা স্থির নাহি কর মহোদয়। তোমারে ভক্ষণ মোরা করিব নিশ্চয় ॥ বিকট আকার সেই হিংসা আদিগণ। এরূপ বলিল যদি দারুণ বচন ॥ পরম পুরুষ শিব কহিতে লাগিল। শুন শুন মম বাক্য তোমরা সকল ॥ যা বলিলে সত্য বটে তোমরা সকলে। আমার বচনে যাও ব্রহ্মার গোচরে ॥ করিবেন পদ্মাসন সব নিরূপণ। সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান চতুর-আনন ॥ তাঁহা হতে জন্মিয়াছ তোমরা সকলে। উপায় করিবে বিধি কহিনু সবারে ॥ শিবের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। হিংসা আদি সবে গেল বিধির সদন ॥ বিধিপাশে উপনীত হইয়া সকলে। প্রণাম করিয়া সবে রহে যোড়করে ॥ তাহাদিগে সমাগত করি দরশন। মিষ্টভাষে সম্বোধিয়া কহে পদ্মাসন ॥ কি জন্য তোমরা সবে আগত এখানে। কে তোমরা কহ তাহা আমার সদনে ॥ মহা ভীমকায় সবে করি দরশন। কোথায় নিবাস কর কাহার নন্দন ॥ বিধির বচন শুনি হিংসা আদি সবে। সবিনয়ে কহে শুন বলি ভক্তিভাবে ॥ হিংসা আদি নাম করি সকলে ধারণ। ওহে পিত মোরা হই তোমার নন্দন ॥ স্থান নাহি পেয়ে মোরা অতি ভীতমনে। আছিনু লুকায়ে সবে অতীব গোপনে ॥ অবসর এবে সবে করি দরশন। আসিয়াছি তব পাশে ওহে পদ্মাসন ॥ শিবের আদেশে মোরা আসিনু হেথায়। কি করিব এবে তাহা বল সবাকায় ॥ কোন স্থানে সবে মোরা করিব বসতি। কি কাজে রহিব লিপ্ত ওহে মহামতি ॥ আদেশ করহ তাহা অধীন সবায়। ভক্তিভরে নতি করি তব রাঙ্গা পায় ॥ এতেক বচন শুনি দেব প্রজাপতি। কহিলেন শুন শুন আমার ভারতী ॥ কামনামে আছে মম পুত্র এক জন। তাহার সহিতে সবে রহ অনুক্ষণ ॥ শরীর জন্মেছে জান সেই কাম হতে। ধর্ম্ম হতে ক্রোধোৎপত্তি জানিবে জগতে ॥ ক্রোধ হতে সম্মোহের জানিবে সৃজন।

সম্মোহ হইতে জান আশার জনম॥ আশা হতে ব্যামোহের জানিবে উৎপত্তি। ব্যামোহ হইতে লোভ শাস্ত্রের ভারতী॥ লোভ হতে চিন্তা আর জরা চিন্তা হতে। জরা হতে ব্যাধি জন্মে জানিবেক চিতে॥ ব্যাধি হতে হয় শেষে জানিবে মরণ। মৃত জীবে কাম পুনঃ করে উৎপাদন॥ এইরূপ চক্রবৎ ঘুরিছে সংসার। এই হেতু শুন সবে বচন আমার॥ ধর্ম্মে মতি সদা রাখে যেই সব জন। তাদের নিকটে নাহি করিও গমন॥ ধর্ম্মেশ্বর হরিধ্যানে ভজে যেই জন। তাদের সমীপে নাহি করিও গমন॥ অধর্ম্ম হরিরে ভয় করে নিরন্তর। হরিই জগতে সার হরি পরাৎপর॥ ব্রহ্মার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। কামেরে সহায় করি রহে সর্ব্বজন॥ অধর্ম্মের পুত্র হৈল মৃত্যু নাম তার। অধর্ম্ম বলিল তারে ওহে গুণাধার॥ মারণ কার্য্যেতে তুমি রহ অনুক্ষণ। লোকহিংসা কার্য্যে ব্রতী হইবে নন্দন॥ এতেক বচন শুনি মৃত্যু তবে কয়। শুন শুন মম বাক্য পিতা মহোদয়॥ লোকেরে হিংসিতে আজ্ঞা করিছ প্রদান। কি হেতু করিব পাপ ওহে মতিমান॥ অধর্ম্ম এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। কহিলেন শুন শুন আমার বচন॥ লোকহিংসা হেতু তুমি পাতকী না হবে। জরা ব্যাধি আদি সবে সহায় পাইবে॥ তাদের সহায়ে সব করিবে বিনাশ। আমার মনের কথা করিনু প্রকাশ॥ আমার আদেশে তুমি সবার শরীরে। সন্নিবিষ্ট রহ সদা কহিনু তোমারে॥ মৃতজনে অনুগত রবে নিরন্তর। জন্মিলে পশ্চাৎ রবে হয়ে সহচর॥ যেই স্থানে আমি সদা করিব বসতি। তথায় রহিবে তুমি আমার ভারতী॥ নারায়ণ-পরায়ণ হয় যেই জন। পরাঙ্মুখ আমি তথা শুনহ বচন॥ অধর্ম্মের বাক্য শুনি মৃত্যু ভয়ঙ্কর। হিংসা কলহাদি সবে লয়ে সহচর॥ করিতে লাগিল ভূমে সদা বিচরণ। আজন্ম মরণাবধি ওহে তপোধন॥ অধর্ম্ম হইতে পরে নানাব্যাধি জন্মে। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ জ্বর তাহে জানিবেক মনে॥ তিন মাথা ছয় হাত নয়টি লোচন। অর্দ্ধ দন্ত ভস্মবর্ণ মলিন বসন॥ লোল চক্ষু তির্য্যক্ তারা উর্দ্ধনাসা তার। উর্দ্ধশ্বাস অতি ভীম ওহে গুণাধার॥ বহুসংখ্য ব্যাধি জন্মে কেবা নাম করে। শোথ শূল গুল্ম প্রবাহিকা আদি করে॥ তার পর জরা কন্যা অপত্য কারণ। মনে মনে পতি বাঞ্ছা করিয়া তখন॥ মৃত্যুর নিকটে আসি উপনীত হয়। করযোড়ে কহে তারে করিয়া বিনয়॥ আমার বচন শুন ওগো মহাত্মন্। পত্নীরূপে মোরে তুমি করহ গ্রহণ॥ এতেক বচন শুনি মৃত্যু তবে কয়। আমি তব নহি পতি শুন পরিচয়॥ বিধি হতে তব পতি আছে নিরূপণ। প্রজ্বার নামেতে আছে ব্যাধির রাজন॥ মহাবীর্য্যবান্ সেই ভ্রাতা যে আমার। সেই জন হবে পতি জানিবে তোমার॥ কনিষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী তুমি বিমোহিনী। এ হেতু তোমারে দেখি যেমন ভগিনী॥ এতেক বচন শুনি জরা তবে কয়। শুন শুন মম বাক্য ওহে মহোদয়॥ কৃপা করি সেনা মোরে করহ অর্পণ। নতুবা কিরূপে যাব প্রজ্বার সদন॥ এত

শুনি মৃত্যু তারে সেনা দান করে। সেনা সহ গেল জরা প্রজ্বার গোচরে॥ প্রজ্বার দয়িতা লাভ করিয়া তখন। অদ্ভুত যতেক সেনা করি দরশন॥ আনন্দে প্রফুল্ল হৈল আপন অন্তরে। জরারে কহিল পরে সুমধুর স্বরে॥ শুন শুন প্রিয়তমে আমার বচন। আমার সহিতে তুমি থাক সর্ব্বক্ষণ॥ কলহাদি সৈন্য লয়ে আপনার সনে। মর্দ্দন করহ সদা যত জীবগণে॥ বিধি হতে এই কার্য্য আছে নিরূপণ। এই দেখ যত ব্যাধি মম সৈন্যগণ॥ মহাবল-সৈন্যগণ জানিবে আমার। ক্রোধ হিংসা আদি যত এ সব তোমার॥ এদের সহায়ে প্রিয়ে মোরা দুই জন। স্থাবর জঙ্গম বিশ্ব করিব নিধন॥ দুই জনে এইরূপ করিয়া নির্ণয়। সৈন্য সহ যায় দোঁহে মানব-আলয়॥ জীবের মর্দ্দন হেতু দুষ্ট দুই জন। সৈন্য সহ লোকমাঝে দিল দরশন॥ তাহা দেখি সব লোক অতি রোষভরে। প্রজ্বার সহিতে যুদ্ধ ঘোরতর করে॥ সে যুদ্ধে প্রজ্বার হৈল অতীব পীড়িত। শিবেরে শরণ লইল হইয়া বিভীত॥ শরণাগতেরে দেখি দেব পঞ্চানন। ভকত জানিয়া তারে করেন রক্ষণ॥ এদিকে জরারে ধরি যত লোকগণ। বহু কষ্ট দিল করি কেশ আকর্ষণ॥ পরাজিতা হয়ে জরা বিনয়-বচনে। সম্বোধি কহিল পরে লোক আদি গণে॥ শুন শুন মম বাক্য যত নরগণ। বৃক্ষ আদি পশু পক্ষী স্থাবর জঙ্গম॥ শরণ লইনু আমি তোমা সবাকার। আমার উপরে কর করুণা বিস্তার॥ ভার্য্যা-রূপে মোরে সবে করহ গ্রহণ। প্রজ্বার আমার পতি হয়েছে নিধন॥ তোমা-দের হাতে পতি হয়েছে বিনাশ। আমার উপরে কর করুণা প্রকাশ॥ বিধবা হয়েছি আমি শুন সর্ব্ব জন। পতি হয়ে পত্নীরূপে করহ গ্রহণ॥ কাতর-বচন শুনি যত জীবগণ। জরার উপরে করে কৃপা বিতরণ॥ ধর্ম্ম-বুদ্ধি সবাকার জন্মিল অন্তরে। আশ্রয় অর্পিল সব শরণাগতেরে॥ দুষ্টার চাতুরী সবে বুঝিবারে নারি। মুগ্ধবুদ্ধি হৈল সবে যাই বলি হারি॥ হিংসাদি সহিতে জরা সানন্দ অন্তরে। স্থাবর জঙ্গম আদি ঘেরিল সবারে॥ ক্রমে ক্রমে সবাকারে জীর্ণ করি দিল। সময়ে পুনশ্চ আসি প্রজ্বার মিলিল॥ প্রজ্বার পরম ভক্ত মহেশের হয়। মিলিল নারীর সহ ওহে মহোদয়॥ মিলিয়া রমণী সহ আর সৈন্যসনে। দেহপুর বিমথিত করে ক্রুদ্ধমনে॥ নব-দ্বার দেহপুর করিয়া আশ্রয়। দুষ্টগণ রহে সদা ওহে মহোদয়॥ পঞ্চ প্রাণ দেহ-মাঝে সদা বাস করে। তাহাতে জীবন থাকে এই দেহপুরে॥ প্রজ্বার জরার সহ মিলিত হইয়ে। মর্দ্দিত করয়ে দেহ সানন্দ হৃদয়ে॥ দেহ ধরি হরিভক্ত হয় যেই জন। নাহি থাকে কোন ভয় তাহার কখন॥ জরা ব্যাধি ভয় তার কভু নাহি রয়। হরিপদে এই হেতু রাখিবে হৃদয়॥ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে যাহা তপোধন। যথাযথ সেই সব করিনু কীর্ত্তন॥ এবে কি শুনিতে বাঞ্ছা কহ মহোদয়। পুরাণ শুনিলে হয় ভববন্ধ ক্ষয়॥

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

—•••••••••••—

সঙ্কর জাতির উৎপত্তি কথন।

জাবালিরুবাচ। অদ্ভুতং ভবতা সর্ব্বং শ্রুতঞ্চৈতন্মহাদ্ভুতং ময়া।
কীদৃশাং জাতিসাঙ্কর্য্যাং কথং জাতং বদস্ব তৎ।।
ব্যাস উবাচ। পুরা বেণো ধর্ম্মপথমুল্লঙ্ঘ্যৈশ্বর্য্যমকারয়ৎ।
তস্যাধিকারকালে তু জাতীনাং সঙ্করোঽভবৎ।।

জাবালি জিজ্ঞাসে পুনঃ ওহে তপোধন। শুনিনু তোমার মুখে অপূর্ব্ব কথন॥ সঙ্কর জাতির জন্ম কোন্ রূপে হয়। কৃপা করি বল তাহা ওহে মহোদয়॥ ব্যাস বলে শুন শুন ওহে মহামতি। বর্ণন করিব এবে অপূর্ব্ব ভারতী॥ পুরাকালে বেণরাজা বিদিত ভুবন। ধর্ম্মপথ সেই জন করি অতিক্রম॥ করিয়াছিলেন তিনি ঐশ্বর্য্য বিস্তর। শুন শুন তার পর ওহে মুনিবর॥ তাঁর অধিকার-কালে ওহে তপোধন। সঙ্কর জাতির বহু হইল জনম॥ জাবালি এতেক শুনি কহে পুনরায়। কাহার তনয় বেণ বলহ আমায়॥ কোন বংশে সেই বেণ লভেন জনম। কি কার্য্য করেন তিনি ওহে তপোধন॥ ধর্ম্ম অতিক্রম বেণ কিরূপেতে করে। কৃপা করি বল তাহা অধীন-গোচরে॥ ব্যাস বলে শুন শুন ওহে তপোধন। জিজ্ঞাসিলে যাহা তাহা করিব বর্ণন॥ ব্রহ্মার তনয় জন্মে স্বায়ম্ভুব নাম। দুই পুত্র জন্মে তার ওহে মতিমান॥ প্রিয়ব্রত জ্যেষ্ঠ তার ওহে তপোধন। কনিষ্ঠ উত্তানপাদ ধর্ম্মপরায়ণ॥ উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব মহোদয়। যার কীর্ত্তি ধরাতলে আছে পরিচয়॥ সুনীতির গর্ভে জন্মে সেই মহাত্মন। পঞ্চবর্ষে করে শিশু তপ আচরণ॥ কৃষ্ণ আরাধনা করে পঞ্চম বরষে। বর্ণন করিল রূপে ধ্রুব পরিশেষে॥ পাইল বিমল পদ সেই মহোদয়। বৎসর তাঁহার পুত্র আছে পরিচয়॥ ভূমিগর্ভে জন্ম ধরে সেই সে নন্দন। পুষ্পার্ণ তাহার পুত্র বিদিত ভুবন॥ পুষ্পার্ণের পুত্র হয় বৃষ্টপুত্র নাম। তার পুত্র মনু যিনি অতি মতিমান॥ উলূক মনুর পুত্র বিদিত ভুবন। অঙ্গ নামে পুত্র লাভ করে সেই জন॥ অঙ্গের ঔরসে জন্মে বেণ মহাশয়। সুনীথার গর্ভজাত আছে পরিচয়॥ মহাবল বেণ রাজা বিদিত ভুবন। তাঁহার চরিত কথা শুন তপোধন॥ সুনীথা মৃত্যুর কন্যা জানিবে অন্তরে। অঙ্গর জপত্নী তিনি খ্যাত চরাচরে॥ পুত্র হেতু যজ্ঞ করে অঙ্গ মহাশয়। তাহাতে বেণের জন্ম আছে পরিচয়॥ এইরূপে পুত্র

লভি অঙ্গ নরপতি। আনন্দেতে মনে মনে পুলকিত অতি॥ রাজপুত্র বেণ জন্মি মানব-আগারে। দিবানিশি সবাকারে প্রপীড়িত করে॥ জন্তুগণে ধরি বধে রাজার কুমার। সকলেরে দেয় কষ্ট কি বলিব আর॥ যাহার তাহার গৃহে করিয়া গমন। শিশুগণে বল করি করে আকর্ষণ॥ রজ্জুতে সবারে বান্ধি ফেলি দেয় জলে। আপনি আনন্দনীরে ভাসে কুতূহলে॥ এইরূপে কত কষ্ট দেয় নিরন্তর। পুত্রশোকে প্রজাগণ অতীব কাতর। সকলে আসিয়া পরে রাজার গোচরে। কুমারের যত কাণ্ড নিবেদন করে॥ পুত্রের ব্যভার দেখি অঙ্গ নরপতি। মনোদুঃখে বনমাঝে করিলেন গতি। অরাজক হৈল রাজ্য অতি ভয়ঙ্কর। তাহা দেখি রাজ্যবাসী তাপসনিকর॥ বেণেরে বসান সবে রাজসিংহাসনে। স্বভাবতঃ উগ্র বেণ বিদিত ভুবনে॥ সিংহাসনে বসি পরে রাজার কুমার। রাজ্যেতে ঘোষণা এই করিল প্রচার॥ ধর্ম্ম কর্ম্ম কেহ নাহি করিতে পাইবে। বর্ণাশ্রম কুলোচিত করম বর্জ্জিবে॥ বিপ্রগণ না করিবে যজ্ঞ-অনুষ্ঠান। না করিবে কভু ভ্রমে কিবা হোম দান॥ ভৈরব রবেতে বেণ ঘোষণা করিল। ধর্ম্মলোপ ভয়ে বিপ্র সমবেত হৈল॥ একত্র হইয়া গিয়া বেণের গোচরে। ধীরে ধীরে মিষ্টভাষে নিবেদন করে॥ ধ্রুববংশে জন্ম তব ওহে মহাত্মন্! মহাভাগ তুমি বেণ রাজার নন্দন॥ পিতৃ-সিংহাসন তুমি করি অধিকার। এরূপ ঘোষণা কেন করিলে প্রচার॥ ধর্ম্মকর্ম্ম লোপ কর কিসের কারণে। ধর্ম্ম হতে শ্রেষ্ঠ কভু নাহি কোন স্থানে॥ ধর্ম্মকর্ম্ম পরিত্যাগ করে যেই জন। আয়ুঃশেষ হয় তার শাস্ত্রের বচন॥ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে যেই নরপতি। কে করে তাহারে ভয় ওহে মহামতি॥ যদ্যপি নৃপতি করে ধর্ম্ম বিসর্জ্জন। প্রজাগণ কেন ধর্ম্ম করিবে পালন॥ ধর্ম্ম ত্যাগ যদি করে মানব নিকর। তবে বল কিসে সুখ অবনী-ভিতর॥ যার ধন তার ধন কভু নাহি রয়। যার নারী তার নারী কথন না হয়॥ যার গৃহ তার নাহি রহে অধিকার। কত যে অনর্থ ঘটে কি বলিব আর॥ অধার্ম্মিক যেই রাজা ওহে মহামতি। ধনাগার সে রাজার ভীষণ-মূরতি॥ যে রাজ্যে বিষ্ণুর পূজা কভু নাহি হয়। অরাজক সেই রাজ্য জানিবে নিশ্চয়॥ অরাজক রাজ্য হলে যত দুষ্টগণ। সবলে পরের নারী করয়ে হরণ॥ বিপ্র হয়ে ক্ষত্রিয়াতে উপরত হয়। বিপ্রাণীরে ক্ষত্র হয়ে সুখে হরি লয়॥ এরূপে সঙ্কর-জাতি লভয়ে জনম। কর্ম্মফল শেষে মাত্র নরকে গমন॥ এতেক বচন শুনি বেণ মহাশয়। কহিলেন শুন শুন ওহে বিপ্রচয়॥ যা বলিলে তোমা সবে করিনু শ্রবণ। নরকের জন্য হয় সঙ্কর জনম॥ যাহাতে সঙ্কর-জাতি জনমে ধরায়। করিব সে কাজ আমি কহিনু সবায়॥ এত বলি নরপতি উঠিয়া সত্বর। দ্রুতগতি চলি যান অন্দর-ভিতর॥ বিপ্রগণ ম্লানমুখে বিষাদিত-মনে। চলিয়া গেলেন সবে আপনার স্থানে॥ তার পর বেণ রাজা আনন্দিতমনে।

সবলে হরিল যত বিপ্রনারীগণে ॥ সেই গর্ভে ক্ষত্রপুত্র করে উৎপাদন। বৈশ্যা শূদ্রা বহু সহ করিল সঙ্গম ॥ বিপ্র দ্বারা ক্ষত্রাণীতে জন্মাল সন্তান। বৈশ্যাগর্ভে কত ক্ষত্র জন্মে মতিমান ॥ বিপ্রাণীতে কত বৈশ্য লভিল জনম। বৈশ্যাগর্ভে কত দ্বিজ হৈল উৎপাদন ॥ এরূপে সঙ্কর জাতি জন্মিল ধরায়। কত যে হইল জাতি বলা নাহি যায় ॥ শূদ্রাণীতে জনমিল করণ আখ্যান। বৈশ্যাতে জন্মিল যত বৈদ্য অভিধান ॥ বিপ্রের ঔরসে আর বৈশ্যার জঠরে। বৈদ্যগণ জনমিল কহিনু তোমারে ॥ কাংস্যকার শঙ্খকার গন্ধবেণে আর। এইরূপে জনমিল ওহে গুণাধার ॥ বৈশ্যাগর্ভে ক্ষত্র হতে রাজপুত জন্মে। আগুরী জন্মিল আর জানিবেক মনে ॥ শূদ্রের ঔরসে আর ক্ষত্রিয়া-জঠরে। কুম্ভকার তন্তুবায় জনমিল পরে ॥ এইরূপে কর্ম্মকার দাসের জনম। বলিনু তোমার পাশে ওহে তপোধন ॥ মাগধ গোপের জন্ম ক্ষত্রিয়া-উদরে। বৈশ্যের ঔরসে ইহা জানিবে অন্তরে ॥ ক্ষত্র হতে শূদ্রাণীতে জন্মে দুই জন। নাপিত মোদক আর শাস্ত্রের বচন ॥ বিপ্র হতে শূদ্রাণীতে বারজীবী জন্মে। শাস্ত্রের বিধান ইহা জানিবেক মনে ॥ ক্ষত্র হতে বিপ্রাণীতে জন্ম মালাকার। জাঙ্গলিক শূদ্রাণীতে ওহে গুণাধার ॥ বৈশ্যের ঔরসে হয় উহার জনম। উত্তম সঙ্কর জাতি এই সব জন ॥ মধ্যম সঙ্কর-জাতি যারা যারা হয়। বলিতেছি এবে তাহা শুন মহোদয় ॥ করণ-ঔরসে আর বৈশ্যার উদরে। তক্ষা ও রজক দোঁহে নিজ জন্ম ধরে ॥ স্বর্ণবেণে স্বর্ণকার এই দুই জন। বৈদ্য হতে বৈশ্যাগর্ভে লভয়ে জনম ॥ গোপের ঔরসে আর বৈশ্যার উদরে। আভীর ও তৈলকার জনমিল পরে ॥ গোপ হতে শূদ্রাগর্ভে জনমে ধীবর। আর জন্মে শুঁড়িজাতি ওহে মুনিবর ॥ নট ও শারক জন্মে মালাকার হতে। শেখর জালিক দোঁহে জন্মে শূদ্রাণীতে ॥ মাগধ হইতে জাত এই দোঁহে হয়। মধ্যম সঙ্কর এই ওহে মহোদয় ॥ অধম সঙ্কর-জাতি করিব কীর্ত্তন। মন দিয়া শুন তাহা ওহে তপোধন ॥ বৈদ্যপত্নী মাতা আর পিতা স্বর্ণকার। মলেগ্রহি জাতি সেই ওহে গুণাধার ॥ স্বর্ণবণিকের বীর্য্যে বৈদ্যের জঠরে। কুড়ব নামেতে জাতি জনমিল পরে ॥ শূদ্র হতে বিপ্রাণীতে চাণ্ডাল-জনম। বলিনু তোমার পাশে ওহে মহাত্মন্ ॥ আভীর হইতে গোপকন্যার উদরে। বড়ুর জাতির জন্ম কহিনু তোমারে ॥ তক্ষা হতে বৈশ্যাগর্ভে জন্মে চর্ম্মকার। দোলাবাহী বৈশ্যাগর্ভে পিতা তৈলকার ॥ ধীবর হইতে আর শূদ্রার জঠরে। মণ্ডজাতি জনমিল জানিবেক পরে ॥ অধম সঙ্কর জাতি এই সব হয়। বর্ণাশ্রম-বহিষ্কৃত ওহে মহোদয় ॥ এই যে সঙ্কর-জাতি করিনু বর্ণন। বিংশতি ইহার মধ্যে জানিবে উত্তম ॥ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণ পুরোধা তাহার। বলিনু তোমার পাশে ওহে গুণাধার ॥ দেবল হইতে আর বৈশ্যার উদরে। গণক বাদক দোঁহে জনমিল পরে ॥ ম্লেচ্ছনামে পুত্র জন্মে বেণ-অঙ্গ হতে। ম্লেচ্ছের অনেক পুত্র

বিদিত জগতে ॥ পুলিন্দ পুক্কশ খস আর যে যবন। কাম্বোজ শবর সুহ্ম খর আদিগণ ॥ এই সব ম্লেচ্ছগণ করি দরশন। রোষবশে সমাকুল হৈল মুনিগণ ॥ বেণের বিনাশ বাঞ্ছা করিয়া অন্তরে। দ্রুতগতি যায় সবে অতি ক্রোধভরে ॥ হুঙ্কার নিনাদ করি যত ঋষিগণ। বেণরাজে অবিলম্বে করিল নিধন ॥ মথিয়া বেণের হস্ত ঋষিগণ পরে। পৃথুনামে এক পুত্র উৎপাদন করে ॥ অর্পিল তাহার করে রাজসিংহাসন। ধর্ম্মমতে পৃথু করে প্রজার শাসন ॥ জগত হইল স্থির এত দিন পরে। বিষ্ণুপূজা হয় পুনঃ প্রতি ঘরে ঘরে ॥ দেব-গো-বিপ্রের পূজা পুনরপি হয়। ধর্ম্ম কার্য্য ব্যাপ্ত হৈল পুনঃ বিশ্বময় ॥ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে যাহা তপোধন। বলিনু তোমার পাশে সে সব কথন ॥ সঙ্কর-জাতির জন্ম যেই রূপে হয়। বলিনু সে সব কথা ওহে মহোদয় ॥ যেরূপে জন্মিল পৃথু করিনু কীর্ত্তন। অতীব অপূর্ব্ব কথা ওহে তপোধন ॥ পুরাণের সার বৃহদ্ধর্ম পুরাণ। শুনিলে সে জন লভে অন্তিমে নির্ব্বাণ ॥ ভক্তি করি এই গ্রন্থ পূজিলে সাদরে। আর নাহি বন্দী হয় ভবকারাগারে ॥ জপ তপ যাহা বল কিছু কিছু নয়। বিষ্ণুভক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ওহে মহোদয় ॥ শুনিলে পুরাণ-কথা অন্তিমে মুকতি। শাস্ত্রের বচন ইহা সুধীর যুকতি ॥

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

—••••••••••—

সঙ্কর-জাতির বৃত্তি নিরূপণ।

জাবালিরুবাচ। ততঃ কিমকরোদ্রাজা পৃথুর্নারায়ণাত্মকঃ।
সঙ্করাণাঞ্চ জাতীনাং কিং বভূব মহামতে ॥

জাবালি জিজ্ঞাসে পুনঃ ওহে ভগবন। শুনিনু তোমার মুখে অপূর্ব্ব কথন ॥ এখন জিজ্ঞাসি যাহা কহ মহোদয়। কি করিল পৃথুরাজা দেহ পরিচয় ॥ যে সব সঙ্কর জাতি জন্মিল ধরায়। কি হৈল তাদের তাহা বলহ আমায় ॥ এতেক বচন শুনি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন। কহিলেন শুন বলি ওহে তপোধন ॥ পৃথুরাজা অভিষিক্ত হয়ে সিংহাসনে। ধর্ম্ম অনুসারে পালে যত প্রজাগণে ॥ কিছুতে না মন স্থির কিন্তু হয় তাঁর। চঞ্চল তাঁহার মন রহে অনিবার ॥ তাহা দেখি বিপ্রগণে করি সম্বোধন। বলিলেন সকাতরে বিনয়-বচন ॥ শুন শুন বিপ্রগণ নিবেদি চরণে। রাজা হয়ে রাজ্যরক্ষা করিছি বিধানে ॥ তথাপি মনের স্বাস্থ্য নাহিক আমার। প্রজাগণ অন্নদুঃখ পায় অনিবার ॥ ইহার কারণ কিবা বল বিপ্রগণ। এই হেতু মম মন সদা

উচাটন ॥ রাজার এ হেন বাণী শুনিয়া তখন। উত্তর-বচনে কহে যত বিপ্রগণ ॥ আমাদের বাক্য শুন ওহে নরপতি। ছিলেন তোমার পিতা ধর্ম্মশূন্য অতি ॥ তব পিতা ধর্ম্মকর্ম্ম করি বিসর্জ্জন। সঙ্কর জাতির বহু করিল সৃজন ॥ অধর্ম্ম হইতে তারা জন্মিল ভূতলে। সে হেতু প্রজারা দুঃখ পেতেছে অন্তরে ॥ তব মন কলুষিত সেই হেতু হয়। বলিনু তোমার পাশে ওহে মহোদয় ॥ সেই সব পাপীগণে করিতে ধারণ। বসুমতী পৃথ্বীদেবী না হন সক্ষম ॥ সেই হেতু শস্য নাহি জন্মিছে ধরায়। কহিনু তোমার পাশে ওহে নররায় ॥ এতেক বচন শুনি পৃথু নরপতি। হইলেন মনে মনে অতি ক্ষুব্ধ-মতি ॥ সকাতরে বিপ্রগণে কহেন তখন। ইহার উপায় কিবা কহ সর্ব্বজন ॥ বধিলে সঙ্করগণে অথবা রাখিলে। কল্যাণ হইবে বল এই ভূমণ্ডলে ॥ বিধির ইচ্ছায় হৈল তাদের সৃজন। কিরূপে তাদের আমি করি বিনাশন ॥ এদিকে যদ্যপি তারা রহে বিদ্যমান। বসুমতী শস্য নাহি করিবে প্রদান ॥ উভয় সঙ্কট মোর করি দরশন। ইহাতে উপায় কিবা কহ বিপ্রগণ ॥ কিরূপেতে প্রজাগণ শান্তিলাভ করে। কৃপা করি বল তাহা আমার গোচরে। পৃথুর ধরমবাক্য করিয়া শ্রবণ। আনন্দ-সাগরে ভাসে যত বিপ্রগণ ॥ মধুর-বচনে পরে সম্বোধি তাঁহায়। কহিলেন শুন বলি ওহে নররায় ॥ একমাত্র প্রভু তুমি জানিনু অন্তরে। আমরা তোমার বশ জানিবে সকলে ॥ তুমি রাজা মহাবল ধর্ম্মপরায়ণ। ঈশ্বর হইতে হবে কল্যাণ সাধন ॥ এখন মোদের বাক্য শুন নরপতি। যাতে নাহি হয় আর সঙ্কর উৎপত্তি ॥ তাহাতে করহ যত্ন ওহে মহাত্মন্। অন্য জাতি সঙ্গ যেন না হয় কখন ॥ নিজ জাতি ত্যজি যাহে অন্য জাতি সনে। রত নাহি হয় কেহ করহ বিধানে ॥ পূর্ব্বেতে যাহারা জন্ম করেছে গ্রহণ। তাহাদের যথা বৃত্তি কর নিরূপণ ॥ সবাকারে ডাকি আন আপন গোচরে। আজ্ঞা দেহ ধর্ম্মপথে সদা রহিবারে ॥ তব আজ্ঞা যেই জন করিবে লঙ্ঘন। করিবে তাহারে বধ শুনহ রাজন ॥ এই ত যুকতি হয় মোদের অন্তরে। এখন উচিত নয় সবে বধিবারে ॥ মোদের বাসনা যাহা করিনু কীর্ত্তন। অভিমত হয় যাহা করহ রাজন ॥ ব্রাহ্মণগণের বাক্য শুনি নরপতি। সঙ্করগণেরে সবে ডাকি শীঘ্রগতি ॥ কহিলেন শুন সবে আমার বচন। কি হেতু তোমরা সবে মলিন বদন ॥ হেরিতেছি সবাকার বিকৃত আকার। মলিন বসন হেরি পরা সবাকার ॥ জীর্ণ শীর্ণ কলেবর কিসের কারণ। প্রকাশ করিয়া বল আমার সদন ॥ এতেক বচন শুনি সঙ্কর সকলে। উত্তর-বচনে কহে রাজার গোচরে ॥ কি বলিলে নরপতি আশ্চর্য্য বচন। নয়ন থাকিতে তুমি বিহীন-নয়ন ॥ আমরা সকলে হই সুন্দর আকার। উত্তম বসন দেখ দেহে সবাকার ॥ বিমল আনন মোরা করিছি ধারণ। বিপরীত বল রাজা কিসের কারণ ॥ বেণ সম মোরা সবে জানিবে

অন্তরে। তাঁহার পালিত হই আমরা সকলে॥ বেণ হতে মোরা সবে লভেছি জীবন। রাজরাজেশ্বর তিনি জানিবে রাজন॥ মহাবল ধরি মোরা নিষ্ক-কলেবরে। ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি সবে কি করিতে পারে॥ তাহা হতে শ্রেষ্ঠ মোরা জানিবে রাজন। বলিনু তোমার পাশে স্বরূপ বচন॥ সঙ্করগণের বাক্য করিয়া শ্রবণ। হাসিতে লাগিল যত বিপ্র আদি জন॥ নরপতি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তখন। সঙ্করগণেরে পরে করিল বন্ধন॥ পীড়ন করিল বহু পৃথু নর-পতি। তাহে কষ্ট পেয়ে যত সঙ্কর-সন্ততি॥ রক্ষ রক্ষ বলি কান্দে অতি ঘন ঘন। অশ্রুজল অবিরল করে বিসর্জ্জন॥ হইল মলিন মুখ সকলে কাতর। সবে বলে রক্ষা কর ওহে নৃপবর॥ আজ্ঞাধীন মোরা সবে হইনু তোমার। উচিত বিধান যাহা কর এইবার॥ কুরূপ মোদের যাহে স্বরূপে দাঁড়ায়। কৃপা করি কর তাহা ওহে নররায়॥ আমাদের বর্ণ বৃত্তি কর নিরূপণ। বেণ-বুদ্ধিদোষে মোরা অতি নরাধম॥ অপরাধ ক্ষম প্রভু হইয়া সদয়। বিধান করহ এবে উচিত যা হয়॥ এতেক বচন শুনি পৃথু নরপতি। বিপ্রগণে সম্বোধিয়া বলেন ভারতী॥ শুন শুন বিপ্রগণ আমার বচন। তোমরা সকলে কর ধর্ম্ম নিরূপণ॥ সঙ্কর জাতিরা যত আছে বিদ্যমান। ইহাদের বর্ণবৃত্তি করহ বিধান॥ রাজার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। আনন্দে ব্রাহ্মণগণ হলেন মগন॥ সম্বোধি সঙ্করগণে কহিলেন পরে। মোদের বচন শুন বলি সবাকারে॥ প্রধান ছত্রিশ জাতি আছে বিদ্যমান। কি করিবে বল আমাদের সন্নিধান॥ যেই কার্য্য যেই জন করিবারে পার। প্রকাশ করিয়া বল মোদের গোচর॥ কর্ম্ম অনুরূপ নাম হইবে সবার। মনে মনে ভাবি দেখ বলিলাম সার॥ এইরূপে বিপ্রগণ বলিলে বচন। করণ নামক জাতি বলিল তখন॥ কি বলিলে দ্বিজগণ মূঢ়ের সমান। আমাদিগে জিজ্ঞাসিছ কেন মতিমান॥ বিধানের কর্ত্তা আছ তোমরা সকলে। বিবেচিয়া কর যাহা সুযুক্তি অন্তরে॥ সর্ব্বজ্ঞ তোমরা সবে ওহে দ্বিজগণ। নিবেদিনু যাহা বুঝি সবার সদন॥ তাহাদের এই বাক্য করিয়া শ্রবণ। পুলকে পূরিত হল যত দ্বিজগণ॥ রাজারে সম্বোধি পরে মধুর-বচনে। কহিলেন শুন নৃপ কহি তব স্থানে॥ ইহারা করণ নাম করিয়া ধারণ। শ্রীযুক্ত হইয়া ভূমে থাক সর্ব্বক্ষণ॥ বিনয়-আচারবান্ ইহারা সকলে। বলিল শোভন বাক্য সবার গোচরে॥ নীতিবান্ ইহাদিগে করি দরশন। রাজকার্য্য করিবেক মোদের বচন॥ বিপ্রগণে ভক্তিমান্ ইহারা হইবে। দেবতার প্রতি ভক্তি সর্ব্বদা রাখিবে॥ ইহারা সৎশূদ্র হইল ওহে নররায়। ইহাতে সন্দেহ নাহি কহিনু সবায়॥ সৎশূদ্র-লক্ষণ এবে করহ শ্রবণ। বিপ্রোপরি ভক্তিমান্ হবে সর্ব্বক্ষণ॥ দেবতারাধনে মতি সর্ব্বদা রাখিবে। মৎসরতা হৃদি হতে বর্জ্জন করিবে॥ সুশীল হইবে সবে ওহে নরপতি। সৎশূদ্র-লক্ষণ এই শাস্ত্রের ভারতী॥ এতেক বচন শুনি

বিনয়ে সঙ্কর। প্রণাম করিল বিপ্রগণ-উপর ॥ আশীষ করিয়া বলে যত দ্বিজগণ। সুখে থাক ভুমিতলে শুনহ করণ ॥ রাজকার্য্যে সুপারগ তোমরা হইবে। লিপিকর্ম্মে নিপুণতা সবার জন্মিবে ॥ ভক্তিমান হবে সবে বিপ্রের উপর। মাৎসর্য্য-বিহীন হবে সবার অন্তর ॥ সুস্থচিত্তে নিরন্তর রবে সর্ব্বজন। কুশলে থাকিবে সবে মোদের বচন ॥ বংশবৃদ্ধি হবে কেনো উত্তর-উত্তর। মোদের বচন কভু না হবে অন্তর ॥ যেমন এ সব কথা বলিল ব্রাহ্মণ। অমনি করণ হৈল সুরূপ তখন ॥ রাজারে সম্বোধি পরে ব্রাহ্মণ নিকর। বলিলেন শুন শুন ওহে নরবর ॥ অপর সঙ্কর এই কর দরশন। অম্বষ্ঠ ইহার নাম বৈশ্যাতে জনম ॥ মহাপাপ পরনিন্দা করে এই জন। ইহার সংস্কার করা উচিত এখন ॥ বিশুদ্ধ হইয়া পরে ওহে নরপতি। পুনর্জ্জাত সম হবে কহিনু ভারতী ॥ এত বলি দ্বিজগণ পুলকিতমনে। স্মরণ করিল হৃদে অশ্বিনী-নন্দনে ॥ স্মৃতিমাত্র দুই জন করে আগমন। অম্বষ্ঠেরে আয়ুর্ব্বেদ করিল অর্পণ ॥ তদবধি বৈদ্য নাম ধরিল সকলে। পাপশূন্য হৈল দেহ জানিবে অন্তরে ॥ বিকৃত-আকার সবে করিয়া বর্জ্জন। মনোহর রূপ বৈদ্য করিল ধারণ ॥ বিপ্রের আদেশ পরে ধরি শিরোপরে। ভক্তিভরে প্রণমিল চরণ-উপরে ॥ কৃতাঞ্জলিপুটে পরে রহিল দাঁড়ায়ে। বিপ্রগণ বলে তবে সানন্দ হৃদয়ে ॥ আমাদের কৃত শাস্ত্র করিনু অর্পণ। মনসুখে এই সব করহ গ্রহণ ॥ চিকিৎসা-কুশল হবে মোদের বচনে। কুশলে থাকহ সদা মানব ভবনে ॥ শূদ্রধর্ম্ম সমাশ্রয় করি সর্ব্বক্ষণ। করিবে বৈদিক কর্ম্ম সব আচরণ ॥ আয়ুর্ব্বেদে বিচক্ষণ রবে সর্ব্বক্ষণ। করিবে নিয়ত পুরাণাদি অধ্যয়ন ॥ একমাত্র হবে আয়ুর্ব্বেদে অধিকার। বংশে বংশে এইরূপ কহিলাম সার ॥ বিপ্রগণ এত বলি মৌনভাবে রয়। বিপ্র-আজ্ঞা অম্বষ্ঠেরা শিরোপরি লয় ॥ রাজারে সম্ভাষি পরে অশ্বিনীকুমার। মনসুখে চলি যান আপন আগার ॥ তার পর সম্বোধিয়া যত বিপ্রগণ। রাজারে পুনশ্চ কহে শুনহ রাজন ॥ উগ্রনামা এই জাতি কর দরশন। সাহসী বলিষ্ঠ অতি শুনহ রাজন ॥ ইহারা যুদ্ধের কার্য্য সতত করিবে। ক্ষত্রবৃত্তি মনসুখে সদা আচরিবে ॥ মাগধ নামেতে এই আর এক জাতি। ইহারাও উগ্র সম হবে নরপতি ॥ ইহারাও উগ্র সম করিবে সমর। করিলাম নিরূপণ ওহে নরবর ॥ বিপ্রের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। মাগধ বিনয়বাক্যে কহিল তখন ॥ নমস্কার বিপ্রগণ সবার চরণে। আমারে আদেশ নাহি করিবেন রণে ॥ অস্ত্রধারী হতে আমি নারিব কখন। অন্য রাজকর্ম্মে মোরে কর নিয়োজন ॥ রাজার সম্মুখে যাদৃহ হয় অবস্থান। এরূপ কার্য্যের ভার করহ প্রদান ॥ যুদ্ধ ভিন্ন অন্য যাহে কর অনুমতি। সে কাজ সাধিব প্রভু যতেক শকতি ॥ এতেক বচন শুনি যত বিপ্রগণ। কহিলেন শুন তবে মোদের বচন ॥ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় যারা অবনীমাঝারে। তাদের করিবে

স্তব তোমরা সকলে॥ বন্দী নামে খ্যাত হবে সংসার-মাঝার। স্তুতিপাঠে নিয়োজিত রবে অনিবার॥ গুণের প্রশংসা সদা করিবে কীর্ত্তন। লিপিপত্র-বাহী হবে মোদের বচন॥ উত্তম সঙ্কর জাতি হইবে নিশ্চয়। রাজগণ তবোপরে হইবে সদয়॥ সমাদরে তোমা সবে করিবে পালন। বংশবৃদ্ধি হবে ভুমে মোদের বচন॥ মহাসুখে ধরাধামে কর অবস্থান। বর্ণবৃত্তি তোমাদের করিনু বিধান॥ মাগধেরা বিপ্র আজ্ঞা ধরি শিরোপরে। রহিল মনের সুখে অবনী-মাঝারে॥ তন্তুবায়ে ডাকি পরে যত বিপ্রগণ। বসন নির্ম্মাণ-ভার করেন অর্পণ॥ বণিকেরা গন্ধদ্রব্য করিবে বিক্রয়। এরূপ বিধান কৈল যত বিপ্রচয়॥ নাপিতে দিলেন বিপ্র ক্ষৌরকর্ম্মভার। করিবেক লৌহকর্ম্ম যত কর্ম্মকার॥ তৈলিকে দিলেন আজ্ঞা গুবাক বিক্রয়ে। তাম্বুল বিক্রয় হেতু তাম্বূলী নিচয়ে॥ করিবে মৃত্তিকাপাত্র যত কুম্ভকার। তাম্র কাংস্য আদি কাজ নিল কংসকার॥ গড়িবে শাঁখারীগণ শঙ্খ বিভুষণ। করিবেক কৃষিকার্য্য যত দাসগণ॥ মোদকেরা গুড়কর্ম্ম করিবে যতনে। মালাকার রবে সদা পুষ্প আহরণে॥ করিবেক স্বর্ণকার যত বিভুষণ। রজতে নির্ম্মিত হবে অথবা কাঞ্চন॥ স্বর্ণরৌপ্য-গুণাগুণ পরীক্ষার তরে। নিযুক্ত রহিবে সদা বণিক-নিকরে॥ এইরূপ জাতিভেদ করিয়া বিচার। দিলেন ব্রাহ্মণগণ করমের ভার॥ বিকৃত আকার ত্যজি সঙ্কর নিকর। দেখিতে দেখিতে হৈল রম্য কলেবর॥ সুবুদ্ধি হইল সবে ওহে তপোধন। ধর্ম্মপথে মন সবে কৈল নিয়োজন॥ হীনাচার পরিত্যাগ করিল যতনে। জনমিল ধর্ম্মজ্ঞান তাহাদের মনে॥ গণকেরে জ্যোতিঃশাস্ত্র দিল বিপ্রগণ। গ্রহবিপ্র বলি তারা বিদিত ভুবন॥ এইরূপে বর্ণবৃত্তি হলে নিরূপণ। সঙ্করেরা মিষ্টবাক্যে বলিল তখন॥ শুন শুন বিপ্রগণ নিবেদি চরণে। মোদের করম বল হবে কি বিধানে॥ আমরা করম কার্য্য করিব যখন। পুরোহিত আমাদের হবে কোন্ জন॥ এতেক বচন শুনি ব্রাহ্মণ-নিকর। কহিলেন শুন বলি যতেক সঙ্কর॥ বিংশতি সঙ্কর জাতি সর্ব্বোত্তম হয়। পুরোহিত হব মোরা তাদের নিশ্চয়॥ আমরা শ্রোত্রিয় যত হব পুরোহিত। সবাকার কর্ম্ম মোরা করিব নিশ্চিত॥ অপর ষোড়শ যারা অবশিষ্ট রবে। তাদের করিলে কাজ পতিত হইবে॥ তাহাদের পুরোহিত হবে যেই জন। নিশ্চয় পতিত হবে সে সব ব্রাহ্মণ॥ পতিত জাতির কর্ম্ম করিলে ব্রাহ্মণ। সেই জাতীয়ত্ব পায় শাস্ত্রের বচন॥ এইরূপে বিপ্রগণ সঙ্কর-নিকরে। স্থাপন করিল যথাবিহিত আচারে॥ নরপতি সুস্থচিত্ত হলেন তখন। করিলেন বিপ্রগণে বিধানে অর্চ্চন॥ আনন্দেতে বিপ্রগণ করিল প্রস্থান। আনন্দ-সাগরে ভাসে রাজা মতিমান॥ নানা শস্যে পরিপূর্ণ হৈল বসুমতী। দোহন করিল শস্য পৃথু নরপতি॥ জিজ্ঞাসিয়াছিলে যাহা ওহে তপোধন। তব পাশে সেই সব করিনু কীর্ত্তন॥ সঙ্করের-উপাখ্যান পুণ্যপ্রদ

ভতি। পড়িলে সে জন পায় অন্তিমে মুকতি ॥ শ্রবণ করিলে পায় দিব্য তত্ত্ব-জ্ঞান। পুরাণের সার বৃহদ্ধরম পুরাণ ॥

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

দান কথন।

ব্যাস উবাচ। স্বর্ণং পরমং দানং স্বর্ণং দক্ষিণা পরা।
দাতারং হন্তে স্বর্ণ কি ব্রাহ্মণৈস্তু বিশেষতঃ ॥
দশ পূর্ব্বং পরাংশ্চাপি দশ বংশান্ মহাত্মনা।
অপি পাপশতং কৃত্বা দত্বা বিপ্রেষু তারয়েৎ ॥

ব্যাস বলে শুন শুন ওহে মহামতি। বলিব তোমার পাশে অপূর্ব্ব ভারতী ॥ বেদ ভাগ করি আমি দ্বাপর যুগেতে। বিপ্রভেদ হয় তাহে জানিবে জগতে ॥ একবেদী তাহে হয় কোন কোন জন। কেহ যজু কেহ সাম ওহে তপোধন ॥ কেহ ঋক্‌বেদী হয় অবনীমাঝারে। এ রূপে বিপ্রের ভেদ কহিনু তোমারে ॥ এইরূপ শাস্ত্রভেদ নানারূপে হয়। নানাবিধ ক্রিয়া জন্মে ওহে মহোদয় ॥ রজোগুণময় প্রজা ক্রমেতে হইল। মনুষ্যেরা অল্প-আয়ু হইয়া পড়িল ॥ মন্দভাগ্য হিংসাশীল ক্রমে ক্রমে হয়। বেদাচার-শূন্য হয়ে নানাভাবে রয় ॥ মহাভারে মহাকষ্ট পায় বসুমতী। তাহা দেখি ভগবান্ অতি খিন্নমতি ॥ বসুধার ভারনাশ করিবার তরে। অবতীর্ণ হন আসি মানব-আগারে ॥ বাসুদেবরূপে আসি অবতীর্ণ হন। দৈবকীর গর্ভে হয় তাঁহার জনম ॥ অষ্টম গর্ভেতে হয় জনম তাঁহার। সহায় হলেন বলদেব গুণাধার ॥ শঙ্খ চক্র গদা আদি চতুর্ভুজ ধারী। ভগবান্ নিরঞ্জন বিনোদবিহারী ॥ দ্বিভাগ রূপেতে তিনি অবতীর্ণ হন। বাসুদেব বলরাম এই দুই জন ॥ দ্বিভুজ হইয়া প্রভু ধরেন জনম। নন্দগৃহে ব্রজধামে জানে সর্ব্বজন ॥ পূতনারে বধ করি শেষেতে মুরারি। কংসেরে বিনাশ করি লন মধুপুরী ॥ ধরার দুর্ব্বহ ভার করিয়া মোচন। নিজকুল যদুকুল করেন ধ্বংসন ॥ ধরণীতে ধর্ম্মরক্ষা করিলেন হরি। অধর্ম্ম করিল লোপ বিপিনবিহারী ॥ যখন পৃথিবী হয় অধর্ম্মে মগন। অবতীর্ণ হন হরি জানিবে তখন ॥ বলিনু তোমার পাশে ওহে ঋষিবর। আর কি শুনিতে বাঞ্ছা কহ অতঃপর ॥ ব্যাসের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। জাবালি জিজ্ঞাসে পুনঃ ওহে ভগবন ॥ কি দানে সন্তুষ্ট হন দেবদেব হরি। সেই কথা বিবরিয়া বল কৃপা করি ॥ দাতা বলি গণ্য হয় ভুমে কোন্ জন।

দান-উপযুক্ত পাত্র বল কেবা হয় ॥ কোন্ দানে কিবা ফল কহ মহাশয়। শুনিতে কৌতুকী বড় হতেছে হৃদয় ॥ এতেক বচন শুনি ব্যাস মহামতি। কহিলেন শুন শুন অপূর্ব্ব ভারতী ॥ সুবর্ণ পরম দান শাস্ত্রের বচন। প্রধান দক্ষিণা হয় সুবর্ণ অর্পণ ॥ ধরিবে বিপ্রেরা স্বর্ণ আপনার করে। পরম পবিত্র স্বর্ণ খ্যাত চরাচরে ॥ স্বস্ত্যয়ন তুল্য ইহা ওহে মহাশয়। বিশেষ করিয়া বলি শুন পরিচয় ॥ শত শত পাপ করি স্বর্ণদান দিলে। পরিত্রাণ পায় পাপী সেই পুণ্যফলে ॥ দশসংখ্য ঊর্দ্ধতন পুরুষ তাহার। সেই ফলে পায় জান অবশ্য উদ্ধার ॥ দশম পুরুষ পরে এইরূপে তরে। শাস্ত্রের প্রমাণ ইহা জানিবে অন্তরে ॥ প্রীতমনে স্বর্ণদান করে যেই জন। সে জন দেবত্ব পায় শাস্ত্রের বচন ॥ আনন্দেতে সুরপুরে সেই করে গতি। দেবগণ সহ তথা করয়ে বসতি ॥ স্বর্ণদানে পাপরাশি বিনাশিত হয়। মুক্ত হয় সেই জন নাহিক সংশয় ॥ সুবর্ণ হারালে হয় পাতকে মগন। স্বর্ণদানে পুনঃ হয় পাপবিমোচন ॥ গোদান প্রধান বলি শাস্ত্রের বিচারে। সেই ফলে দাতা জন অবশ্য উদ্ধারে ॥ পূর্ব্বকালে পিতামহ দেব পদ্মাসন। যাবতীয় জীবগণে করিয়া সৃজন ॥ সবার প্রীতির হেতু সানন্দ অন্তরে। গোগণে সৃজন করে প্রজাপতি পরে ॥ গোগণের জাতিকথা করিব কীর্ত্তন। মন দিয়া শুন তাহা ওহে তপোধন ॥ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয় গৌরকপিলা আখ্যান। দ্বিতীয়া গৌর-পিঙ্গলা ওহে মতিমান ॥ শুক্ল-পিঙ্গ-অক্ষী পরে ওহে মহাশয়। পরেতে শুক্ল-পিঙ্গলা আছে পরিচয় ॥ তার পর হয় চিত্রপিঙ্গাক্ষী আখ্যান। পরেতে বভ্রুরোহিণী ওহে মতিমান ॥ শ্বেত পিঙ্গ-অক্ষী নাম অন্য ধেনু ধরে। শ্বেত পিঙ্গলা আখ্যান ধরয়ে অপরে ॥ ইহারা কপিলা বলি গণনীয় হয়। এই সব ধেনু দানে পুণ্য অতিশয় ॥ সবস্ত্রা সবৎসা ধেনু সাজায়ে ভূষণে। যদি দান করে কেহ সজ্জন ব্রাহ্মণে ॥ রোমসংখ্য বর্ষ সেই সুরপুরে রয়। শাস্ত্রের বচন ইহা কভু মিথ্যা নয় ॥ শুদ্ধচিত্তে ধেনুদান করে যেই জন। অন্তিমে সে জন যায় অমর-ভবন ॥ দেবগণ সহ তথা করয়ে বসতি। শাস্ত্রের বচন ইহা ওহে মহামতি ॥ অন্নদানে মহাপুণ্য শাস্ত্রের বচন। শ্রেষ্ঠদান বলি গণ্য বিদিত ভুবন ॥ ক্ষুধিতেরে অন্নদান যেই জন করে। মহাফল পায় সেই শাস্ত্রের বিচারে ॥ সত্যবাদী অন্নদাতা এই দুই জন। এক স্থানে দেহ-অন্তে করয়ে গমন ॥ প্রাণীর জীবন অন্ন জানিবে অন্তরে। অন্নদানে প্রাণদান-ফল লাভ করে ॥ অন্নভিক্ষু যদি কেহ করে আগমন। তারে নাহি দিয়া যেই করয়ে ভোজন ॥ মরিয়া কুক্কুরীবিষ্ঠা সেই জন খায়। শাস্ত্রের বচন ইহা কহিনু তোমায় ॥ অন্নদান সদা করে যেই সাধুজন। হরিনাম মুখে গায় সদা সর্ব্ব-ক্ষণ ॥ গঙ্গাস্নান প্রতিদিন বিধানেতে করে। অনায়াসে সেই জন ভবসিন্ধু তরে ॥ আপন উদর হেতু যেই অভাজন। অন্ন আদি পাক করে হয়ে হৃষ্টমন ॥

কৃমি কীট সেই জন করয়ে আহার। শাস্ত্রের বচন ইহা ওহে গুণাধার॥ অতএব অন্ন পাক করি সাধুজন। অপরেরে কিছু তার করিবে অর্পণ। অন্ন-দানে যেই ফল করিনু কীর্ত্তন। ভূমিদান-কথা এবে করহ শ্রবণ॥ ভূমি-দান শ্রেষ্ঠদান শাস্ত্রের বিচারে। ভূমিদান হৃষ্টচিতে যদি কেহ করে॥ ষাইট হাজার বর্ষ সুরপুরে রয়। শাস্ত্রের বচন ইহা কভু মিথ্যা নয়॥ ভূমিদান শ্রেষ্ঠ দান শাস্ত্রের বচন। ভূমিদান হৃষ্টমনে করে যেই জন॥ কমলা অচলা হন তাহার আগারে। শাস্ত্রের প্রমাণ ইহা বলিনু তোমারে॥ ভূমিদাতা দেহ-অন্তে সুরপুরে গিয়ে। দেবগণ সহ রহে সানন্দ হৃদয়ে॥ বহুকাল সুরপুরে করি অবস্থিতি। পুনরায় জন্ম লভে হইয়া ভূপতি॥ স্বর্ণ রৌপ্য তাম্র মণি মুক্তা আদি করে। যত দান আছে মুনে অবনীভিতরে॥ ভূমিদান সম কভু কিছু নাহি হয়। শাস্ত্রের বচন ইহা কভু মিথ্যা নয়॥ তপ যজ্ঞ সত্য বাক্য শাস্ত্র অধ্যয়ন। সুশীলতা গুরু দেব ইত্যাদি পূজন॥ ভূমিদান পাশে সব কভু শ্রেষ্ঠ নয়। বলিনু তোমার পাশে ওহে মহাশয়॥ বিশুদ্ধ পণ্ডিত বিপ্র হয় যেই জন। উপযুক্ত পাত্র তারে করিবে গণন॥ তাদৃশ জনেরে দান করিবে নিশ্চয়। তাহা হলে হরি তুষ্ট নাহিক সংশয়॥ সশস্যা পৃথিবী দান যদি কেহ করে। অন্তিমে পরম পদ পায় সেই নরে॥ ভূমিদান করে সেই ওহে তপোধন। সেই দান যেই জন করয়ে গ্রহণ॥ দুই জনে অন্তকালে সুরপুরে যায়। শাস্ত্রের বচন ইহা কহিনু তোমায়॥ ভূমি দান ভূমিতলে না করে যে জন। পরজন্মে ভূমি নাহি পায় সেই জন॥ বস্ত্রদান নাহি করে সেই দুরমতি। বস্ত্র নাহি পায় সেই শাস্ত্রের ভারতী॥ দানেতে দেবতা তুষ্ট শাস্ত্রের বচন। দানেতে জানিবে হয় দুর্গতি মোচন॥ দানেতে স্বরগ লাভ জানিবে অন্তরে। দানেতে মুকতি শেষে শাস্ত্রের বিচারে॥ দরিদ্র অথবা ধনী যেই কোন জন। সাধ্যমতে বিপ্রগণে করিবে অর্পণ॥ ধনীজন যদি করে বহু বহু দান। দরিদ্রের স্বল্পদান তাহার সমান॥ জনমিয়া কভু দান না করে যে জন। পরদ্রব্য নিতে সদা করে আকিঞ্চন॥ শৃগাল-যোনিতে জন্মে সেই দুরাশয়। শাস্ত্রের বচন ইহা কভু মিথ্যা নয়॥ একমাত্র দানপাত্র ব্রাহ্মণ-নিকর। ভ্রমে নাহি লবে দান অন্য কোন নর॥ অন্য জনে দান দিলে বিফল নিশ্চয়। শাস্ত্রের বচন ইহা ওহে মহাশয়॥ জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিলে যাহা তপোধন। সেই কথা তব পাশে করিনু কীর্ত্তন॥ এবে কি শুনিতে বাঞ্ছা কহ মতিমান। পুরাণের শ্রেষ্ঠ বৃহদ্ধরম পুরাণ॥

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়

বরাহাবতার কথন।

ব্যাস উবাচ। দেবদেবো জগন্নাথো ধৃত্বা বরাহরূপকং।
দশনেন চ ঘোরেণ সমুদ্দধার মেদিনীং॥

জাবালি ব্যাসেরে কহে ওহে ভগবন্। শুনিনু তোমার মুখে অপূর্ব্ব কথন॥ এখন নিবেদি প্রভু তোমার চরণে। বরাহাবতার-কথা কহ মম স্থানে॥ বরাহমূরতি ধরি দেব নারায়ণ। কি কাজ করিল তাহা করহ কীর্ত্তন॥ কিরূপে বরাহদেহ করে পরিহার। সেই কথা শুনিবারে বাসনা আমার॥ ব্যাস বলে শুন শুন ওহে তপোধন। বলিব সে সব কথা তোমার সদন॥ বরাহ-আকার ধরি দেব নারায়ণ। বসুধারে দন্ত দিয়া তুলেন যখন॥ সেই কালে ঋতুমতী আছিল অবনী। বরাহেরে লভি তুষ্ট হলেন ধরণী॥ বিহারে বাসনা তাঁর হইল মনেতে। বরাহ সনেতে রতি করে হৃষ্টচিতে॥ ঋতু সহ বাস করি ধরা গর্ভবতী। হইলেন মনে মনে পুলকিত অতি॥ বসুধার গর্ভ-ভার দেখি সুরগণ। মনে মনে মহাচিন্তা করেন তখন॥ কি জানি বিপদ বুঝি হয় উপস্থিত। কি জানি কুগ্রহ আসি হয় উপনীত॥ কি জানি জঠরে কোন দৈত্য-আবির্ভাব। কি ঘটে দুর্ভাগ্যে আজি নাহি বুঝি ভাব॥ শেষে পরামর্শ করি শিবের সহিত। বরাহের সমীপেতে হন উপনীত॥ জানালেন সকলের দুঃখের কাহিনী। বুঝি বা বিলুপ্ত হয় এবার মেদিনী॥ তুমি লীলা-পরবশ হয়েছ এখন। জান না কি দুর্নিমিত্ত হতেছে ঘটন॥ ভোগসুখে রত আছ জানিবে কি করে। আমাদের মর্ম্মপীড়া হয় ঘোরতরে॥ তুমি দেব ইচ্ছা-ময় সর্ব্ব-যজ্ঞময়। তেজোময় তপোময় গুণের আশ্রয়॥ দেবের দেবতা তুমি অনাদি অব্যয়। তোমা ছাড়া এই বিশ্ব রহিবার নয়॥ তোমার বিহনে ক্ষিতি পাইতেছে ক্লেশ। তুমি কিন্তু তার তথ্য না জান বিশেষ॥ অশক্ত ধরণী এবে তোমার ধারণে। তুমি না রাখিলে যায় পাতাল ভবনে॥ ত্যজহ বারাহীমূর্ত্তি ওহে দয়াময়। নতুবা সংসারে বুঝি ঘটে বা প্রলয়॥ তোমার অসহ্য তেজ করিয়া ধারণ। ধরা প্রপীড়িত এবে কষ্টের কারণ॥ দুর্জ্জয় তেজেতে ধরা রসাতল প্রায়। যাইতেছে দেখে মোরা না পাই উপায়॥ বসুধার গর্ভে যত জন্মিবে সন্তান। তোমার অংশেতে সবে হবে বলবান্॥ কার সাধ্য বিরোধিবে তাদের সনেতে। পতঙ্গের মৃত্যু হয় পড়িলে অগ্নিতে॥ দুর্জ্জয় অসুর তারা দেবতাবিদ্বেষী। যজ্ঞ ধ্বংস করিবেক হয়ে অবিনাশী॥

হইবে অনিষ্টকারী করিবে পীড়ন। এই জন্য আমাদের হেথা আগমন॥ বিপদের চিহ্ন পূর্ব্বে করেছি প্রত্যক্ষ। জানাইতে আসিলাম ওহে অম্বুজাক্ষ॥ বিপদ বারণ তুমি বিপদ-তারণ। তোমা ভিন্ন কে তারিবে বল না এখন॥ আমাদের বল বুদ্ধি গতি নারায়ণ। তোমা বিনা তিষ্ঠিবারে নারি কদাচন॥ তোমার আদেশে মোরা যজ্ঞভাগ পাই। তাই স্বচ্ছন্দেতে মোরা সর্ব্বত্র বেড়াই॥ তোমার কৃপায় কারে লক্ষ্য নাহি করি। তোমার কৃপায় সবে মনে নাহি ধরি॥ এখন উপায় এর কর সমুচিত। যাহাতে উদ্বেগ সব হয় অন্তর্হিত॥ যাতে সৃষ্টি রক্ষা হয় তার প্রতীকার। করিয়া জানাও দেব মহিমা অপার॥ শুনিয়া দেবের বাক্য দেব ভগবান। তাঁহাদের প্রতি এই বলেন বিধান॥ আমার এ দেহ কেহ না করিবে ক্ষয়। শিবের হাতেতে মোর মরণ নিশ্চয়॥ তার জন্য বৃথা চিন্তা কেন দেবগণ। করিতেছ ভবিষ্যত দুঃখ আমন্ত্রণ॥ আমার ইচ্ছায় কভু তোমাদের ক্ষতি। নাহি হবে স্থির কথা জানিও সংপ্রতি॥ এত কহি তিরোধান হন ভগবান। দেবগণ সঙ্গে শিব চলেন স্বস্থান॥ এখানে বরাহ কামে হয়ে অভিভূত। পৃথিবীর সনে রতি করে ইচ্ছামত॥ ক্রমেতে জঠরে তার তিন পুত্র হয়। মহাবল-পরাক্রান্ত অতীব দুর্জ্জয়॥ সুবৃত্ত জ্যেষ্ঠের নাম মধ্যম কনক। কনিষ্ঠের নাম ঘোর যাতনাদায়ক॥ আকার অনুগ করে বিসদৃশ কার্য্য। দেবতা ব্রাহ্মণে কারে নাহি করে গ্রাহ্য॥ পুত্র পত্নী সহ হরি করেন বিহার। ধরিয়া বরাহ তনু অতি চমৎকার॥ পদভরে টলমল করিতেছে ক্ষিতি। জীবজন্তু সশঙ্কিত নাহি অব্যাহতি॥ অনন্ত অসহ্য বোধ করেন তখন। বরাহ ক্রীড়াতে রত হযেন যখন॥ কুর্ম্ম না সহিতে পারি হইল অধীর। বাসুকি কম্পিত প্রাণে নহে কভু স্থির॥ তিন পুত্র মনসুখে যেখানে সেখানে। ক্রীড়া করে কারে লক্ষ্য না করে সন্ধানে॥ স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে করয়ে ভ্রমণ। গিরিশৃঙ্গ বেগবলে করে উৎপাটন॥ অপূর্ব্ব মানস সর তার শোভা যেই। দেখিয়া বিনাশ কৈল তিন বিশ্বজয়ী॥ দেবের অসহ্য তেজ ধরি তিন জন। যাহা ইচ্ছা অনায়াসে করয়ে সাধন॥ বাধা দিতে কার সাধ্য হয় অগ্রসর। বরাহ দেখিয়া সবে পায় বড় ডর॥ সাগর উথলে নদী প্লাবিত পৃথিবী। কল্পতরু উৎপাটিত নষ্টপ্রায় দিবি॥ ত্রিলোকে কম্পিত সবে না দেখে উপায়। হাহাকার রবে সবে চতুর্দ্দিকে ধায়॥ কোন খানে গিয়া সুস্থ তাহারা না হয়। সর্ব্বত্রেই স্বেচ্ছাগতি বরাহ-তনয়॥ ভূধর-কন্দর কিম্বা সাগরের জলে। স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে তারকা মণ্ডলে॥ কোন খানে তাহাদের গতি নিবারণ। করিতে না পারে কেহ সদা ভীতমন॥ চন্দ্র সূর্য্য ভয় পেয়ে স্বকার্য্য সাধন। নাহি করে হেরি ঘোর অশুভ লক্ষণ॥ ক্রীড়ায় বরাহ মগ্ন সহ পুত্র জায়া। ত্যজিতে বাসনা নয় অপরূপ কায়া॥ ইচ্ছাময় ইচ্ছা করে বরাহ-শরীরে। ভুঞ্জিবারে কাম সুখ সহ পৃথিবীরে॥ বরা-

হের আবির্ভাবে যত সুরগণ। দ্রুতগতি যান যথা দেব পদ্মাসন॥ কহেন কাতরে তাঁরে ওহে প্রজাপতি। মোদের দুর্দ্দশা সব শুনহ সংপ্রতি॥ ত্রিভু- বনে কোন খানে তিষ্ঠিতে না পারি। আসিয়াছি তব পাশে শুন কৃপা করি॥ সদুপায় আমাদের কর পিতামহ। নতুবা সংসারে আর না রহিবে কেহ॥ যেরূপ ভীষণ কাণ্ড হতেছে ভুবনে। দূরে থাকি তুমি দেব জানিবে কেমনে॥ দুর্জ্জয় বরাহ-পুত্র প্রবল সংসারে। কারে নাহি গ্রাহ্য করে এ মহীমণ্ডলে॥ আমরা হয়েছি ভীত না পারি তিষ্ঠিতে। তাই সবে উপস্থিত তোমার পুরেতে॥ এমন বিপদ মোরা কভু দেখি নাই। কিরূপে নিস্তার পাব ভাবি মোরা তাই॥ শুনিয়া কমলযোনি দিলেন উত্তর। নিত্য নিরঞ্জন প্রভু যিনি পরাৎপর॥ সেই দেবদেব বিষ্ণু অনন্ত অমায়। তিনি ভিন্ন এ বিপদে নাহিক উপায়॥ এত বলি সঙ্গে করি যত দেবগণ। বিষ্ণুর উদ্দেশে যান দেব পদ্মাসন॥ বৈকুণ্ঠে যাইয়া সবে হয়ে একমন। বিষ্ণুর করেন স্তব যত দেবগণ॥ নমস্তেস্তু দেবদেব পুরুষ প্রধান। জগত-কারণ কালরূপ ভগবান॥ তুমি স্থূল তুমি সূক্ষ্ম তুমি সর্ব্বকর্ত্তা। অনাদি অনন্ত তুমি তুমি লোকপাতা॥ তুমি মায়া-রূপে জগৎ করিলে মোহিত। ত্রিলোক আজ্ঞায় তব আছে নিয়ো- জিত॥ তুমি ভূত তুমি ভবী তুমি বর্ত্তমান। সারাৎসার পরাৎপর স্থাবরাদি স্থান॥ অর্থার্থীর অর্থ তুমি কামার্থীর কাম। ধর্ম্মার্থীর ধর্ম্ম তুমি তুমি মোক্ষ কাম॥ তুমি অর্থ তুমি ধর্ম্ম তুমিই কামুক। জপ তপ যাগ যজ্ঞ তুমি দুঃখ সুখ॥ তব মুখে জন্মে বিপ্র ক্ষত্রিয় বাহুতে। উরুযুগে বৈশ্য জন্মে শূদ্র রে পেতে॥ নেত্র হতে সূর্য্য জন্মে মনে শশধর। শ্রবণে জন্মিল বায়ু প্রাণাদি অপর॥ উর্দ্ধ স্বর্গ আদি ভূব মস্তকে তোমার। নাভি অধোভাগ তব ক্ষিত্যাদি বিস্তার॥ পাদতল অধোভাগ হইল পাতাল। কর্ণাগ্রেতে দশদিক জঠরেতে কাল॥ নির্গুণ সগুণাতীত তুমি পরাৎপর। চিদানন্দময় নিত্য জ্ঞানের গোচর॥ সংসার বৃক্ষের বীজ শেষে তুমি ফল। পদ্মালয়া সহ তুমি কারণ কেবল॥ প্রপন্নে প্রসন্ন হও করি নমস্কার। দেবদেব জগৎপতে চরণে তোমার॥ এইরূপ স্তব শুনি যত দেবতার। গুণের সাগর দেব দয়ার আধার॥ কহেন মধুর ভাসে কেন দেবগণ। মলিন বদন সবে কিসের কারণ॥ সুশোভন দেহযষ্টি হেরি অবসন্ন। বদন-কমল যেন নীহারে আচ্ছন্ন॥ কি কহিব দিননাথ কহে দেবগণে। বিশীর্ণ বসুধা আদি বরাহ পীড়নে॥ শুষ্ক পত্র পদাঘাতে যেন জর্জ্জরিত। সেইরূপ ক্ষিতিভাগ হইল ক্ষোভিত॥ বরাহের তিন পুত্র মহা বলবন্ত। কালাগ্নি সমান তেজে অতীব দুরন্ত॥ মানসাদি নদী যত করেছে কর্দ্দম। ভগ্ন কৈল দেবতরু নাহি উপশম॥ লবণ-সাগরে পড়ি করে আস্ফালন। পৃথিবী প্লাবিত জলে প্রলয়ে যেমন॥ দর্পভরে স্বর্গে যায় দেবতা পলায়। আঘাতে পর্ব্বতকুল করে চূর্ণপ্রায়॥

চারি জনে মহাবল করে সৃষ্টি নাশ। তুমি প্রভু রক্ষ করি করুণা প্রকাশ ॥
এতেক শুনিয়া হরি দিলেন উত্তর। আমার বচন শুন বিধি' গঙ্গাধর ॥
অধুনা বরাহ পশু-ভাব প্রাপ্ত প্রায়। না ত্যজিবে নিজকায়া আপন ইচ্ছায় ॥
লইয়া পরম তেজ আপনি শঙ্কর। পশু হয়ে পশু বধ করহ সত্বর ॥
যদি বল মম কায়া অবধ্য সে বটে। রজস্বলা গমনে তাহাতে পাপ ঘটে ॥
সেই মহাপাপে দেহ হইবে নিধন। কহিলাম আমি এই মৃত্যুর কারণ ॥
কহেন শঙ্কর বিধি শুন নারায়ণ। অগ্রে তুমি তার তেজ করিবে হরণ ॥
হইলে নিস্তেজ দুষ্ট বিনষ্ট হইবে। নতুবা কাহার সাধ্য তার বল সবে ॥
তথাস্তু বলিয়া হরি দিলেন আশ্বাস। হরিয়া তাহার তেজ নিল পীতবাস ॥
ক্ষণেকে শরভ-মূর্ত্তি ধরিল শঙ্কর। দ্বিলক্ষ যোজন উর্দ্ধে হৈল কলেবর ॥
দেড় লক্ষ যোজন যে পার্শ্ব পরিমাণ। চারি পদ উর্দ্ধে চারি অধো বিদ্যমান ॥
মস্তকে ঠেকিল চন্দ্র দীর্ঘ নাসাখুর। দীর্ঘ বক্ত্র দীর্ঘ পুচ্ছ দীর্ঘ কর্ণপুর ॥
কৃষ্ণাঙ্গার সম তনু পৃষ্ঠে চারি পদ। চলিল আক্রম করি অতি মহামদ ॥
যথায় বরাহ-পুত্র আছে তিন জন। দ্রুতগতি সেই স্থানে উপনীত হন ॥
তথায় শরভ আসি হৈল উপনীত। দেখিয়া বরাহ পুত্র হইল ক্রোধিত ॥
খুরেতে আছাড়ে ক্ষিতি ছাড়ে সিংহনাদ। শরভ সহিত শেষে বাধিল বিবাদ ॥ করিল অনেক যুদ্ধ শরভ সহিত। সভয়ে সাগরে শেষে হয় লুক্কায়িত ॥ বরাহ দেখিয়া তবে অতি ক্রোধান্বিত। শরভ নিকটে আসি হৈল উপনীত ॥ সাগর হইতে তিন জন উঠে ক্রমে। মিলিয়া দুরাত্মা চারি আসিল সংগ্রামে ॥ একাকী শরভ সনে বাধিল সমর। অদৃষ্ট অশ্রুত যুদ্ধ হয় ঘোরতর ॥ দন্তে দন্তে শুণ্ডে শুণ্ডে মুণ্ডে ঠেলাঠেলি। করে করাঘাতে পদাঘাতে ফেলাফেলি ॥ পৃথিবী কম্পিত হৈল ভাঙ্গয়ে পর্ব্বত। জীবজন্তু আদি কত মরিল তাবত ॥ হইল নক্ষত্রপাত গ্রহগণ ছুটে। দেব ঋষিগণ ভয়ে তপ ত্যজি উঠে ॥ ক্ষণেক পৃথিবীমধ্যে ক্ষণেক সাগরে। পাতালে পলায় অসুরাদি সবে ডরে ॥ এইরূপে চলে রণ সহস্র বৎসর। কেহ না পরাস্ত পঞ্চ জনের সমর ॥ চরাচর নষ্টপ্রায় বীর-আস্ফালনে। অনন্ত অশক্ত অতি ধরিত্রী ধারণে ॥ চারি পদে ধরি কূর্ম্ম রাখেন ধরণী। অসুর অমর কাঁপে ভয় মনে গণি ॥ সৃষ্টিনাশ দেখি বিধি চিন্তায় কাতর। বিষ্ণুস্তব করি বলে ভুবন ঈশ্বর ॥ সুরাসুর বসুন্ধরা স্থাবর জঙ্গম। নষ্টপ্রায় রক্ষ দেব কর উপশম ॥
নিজ কায়া বরাহেরে করহ সংহার। তোমা বিনা বিভু বল কে করে নিস্তার ॥
শুনিয়া বিধির স্তব আপনি অচ্যুত। মৎস্যরূপে ভগবান হন সমুদ্ভূত ॥
নিজ পৃষ্ঠে জীবজন্তু করিয়া ধারণ। শঙ্করে করিতে শান্ত করিল গমন ॥
বিষ্ণু হতে বাহিরায় নৃসিংহ আকার। শরভ সহায়ে যুদ্ধ করে অনিবার ॥
বরাহ নৃসিংহে দেখি ত্যজিল নিশ্বাস। বরাহ হইল বহু ক্রমেতে প্রকাশ

শরভ নৃসিংহ সনে বাধিল সমর। নানা মূর্ত্তি ধরি যুদ্ধ করিছে শূকর॥ ক্ষণে মহাগর্ব্বরূপী ক্ষণে সিংহানন। ক্ষণেকে ভল্লুক ঋক্ষ গজের বদন॥ মায়াবী বরাহ এইরূপে করে যুদ্ধ। দেখিয়া শঙ্কর তবে হইলেন ক্রুদ্ধ॥ বিষ্ণু তেজ শঙ্করেরে করেন অর্পণ। শরভে বাড়িল তেজ জ্বলন্ত তপন॥ ছাড়িল নিনাদ ঘোর কাঁপে ত্রিভুবন। তাহাতে জন্মিল যত ঘোর সৈন্যগণ॥ বরাহে নাশিতে তারা নানা মূর্ত্তি ধরে। স্থাবর জঙ্গম সব হুঙ্কারে শিহরে॥ উষ্ট্রমুখ অশ্বমুখ কেহ গজমুখ। বিড়াল-বদন কেহ কেহ ছাগমুখ॥ ঋক্ষরূপী ব্যাঘ্ররূপী সিংহ-রূপী কেহ। সর্পাকার মৎস্যাকার কেহ বৃকদেহ॥ কেহ বা মস্তকহীন কবন্ধ সমান। এক দুই তিন চারি পদ বিদ্যমান॥ কেহ একবাহু কেহ দুই পাঁচ ছয়। কেহ দশ কেহ বিশ ত্রিশ বাহু হয়॥ লম্বোদর মহোদর দীর্ঘো-দর কেহ। স্থূল ক্ষুদ্র হ্রস্ব শুষ্ক দীর্ঘাকার দেহ॥ কেহ কেশহীন কেহ জটা-শ্মশ্রুধারী। দন্তুর করাল বক্ত্র করে মহামারি॥ মুসল মুদ্গর শূল কেহ শেল ধরে। গদা ভিন্দিপাল অসি চর্ম্ম কারো করে॥ কপাল ত্রিশূল শক্তি খট্টাঙ্গ পট্টিশ। ধনুর্ব্বাণ ধরে কেহ কেহ বা কুলিশ॥ রুদ্রতুল্য রূপ কেহ বৃষভ-বাহনে। অর্দ্ধনারীশ্বর কেহ চলিয়াছে রণে॥ কেহ বা বনিতারূপা পরমা সুন্দরী। কেহ বা বিকৃতাকারা যেন নিশাচরী॥ কেহ নানাবর্ণ কেহ শুক্ল রক্ত পীত। কেহ ধূম্র কেহ শ্যাম আসে ত্বরান্বিত॥ ডিণ্ডিম নাগরা ভেরী তুরী শঙ্খ বাজে। করতালি দিয়া কেহ নাচে রণমাঝে॥ এইরূপে শিবসৈন্য আসে রণধাম। বরাহ সৈন্যের সহ বাধিল সংগ্রাম॥ কিলাকিলি চড়াচড়ি করে লাথালাথি। জড়াজড়ি হুড়াহুড়ি শেষে হাতাহাতি॥ দন্তাদন্তি মাথা-মাথি করে ঘোর রণ। কেহ অসি মারে কেহ বাণ বরিষণ॥ দুরন্ত দুর্জ্জয় দর্পী শিব-সেনাগণ। বরাহের সৈন্য ক্রমে করিল নিধন॥ বরাহ সেনার নাশ দেখি হতজ্ঞান। বিশেষ বরাহ-তেজ হরে ভগবান॥ বরাহ শরভে ডাকি কহিছে তখন। মম দেহজাত সৈন্য হইবে নিধন॥ নিবেদি তোমায় পূর্ব্বে ওহে মহাভাগ। লোক হিত হেতু আবশ্যক দেহত্যাগ॥ এক্ষণে আমায় তুমি করহ বিনষ্ট। আর তুমি যুদ্ধ করি কেন পাও কষ্ট॥ মম তিন পুত্র হবে যজ্ঞ অগ্নি তিন। এতেক বরাহ বলি হলো তেজোহীন॥ বরাহে শরভ আসি দশনে বিদরে। পড়িয়া বরাহকায় ধূলায় ধূসরে॥ তিন পুত্র নষ্ট তার করিল মহেশ। বরাহের তেজ হৈল বিষ্ণুতে প্রবেশ॥ অনন্তর নৃসিং-হকে কৈল দুইখান। নরনারায়ণ রূপ হৈল বিদ্যমান॥ নরভাগে মহামুনি তপস্বী প্রধান। সিংহভাগে নারায়ণ-রূপী ভগবান॥ নরনারায়ণ এই রূপেতে উৎপত্তি। পারিষদগণ বেড়ি রহে পশুপতি॥ ছত্রিশ হাজার গণ হইল প্রমথ। শিব সঙ্গে ফিরিবেক তারা অবিরত॥ জটাজূটধারী অর্দ্ধ চন্দ্রেতে ভূষিত। ধ্যান-পরায়ণ তারা ঐশ্বর্য্য সহিত॥ ষোলকোটি ধৃতব্রত শিবের সংহতি।

সর্ব্বদা তৎপর ধ্যানে ভাবে পশুপতি ॥ অষ্টকোটি গণ সবে শিবতুল্য হবে। সমরূপা নারীগণ প্রত্যেকের রবে ॥ দিব্য মাল্য গন্ধবস্ত্রে হইয়া ভূষিত। সতত শৃঙ্গার রসে হবে আনন্দিত ॥ অর্দ্ধনারীশ্বর যারা হবে দ্বারপাল। শিব-তুল্য হয়ে তারা রবে চিরকাল ॥ আর নবকোটি গণ যুদ্ধে বিশারদ। নানা অস্ত্রধারী হয়ে হবে পারিষদ ॥ পরে তিনকোটি গণ হইবে গায়ক। নানা যন্ত্রধারী নৃত্য গীতে সুপারগ ॥ এককোটি গণ পরে হইবে মায়াবী। শাস্ত্রার্থ-পারগ বীর সবে সমভাবী ॥ শীকরে জন্মিল যত হলো ক্রূরকর্ম্ম। ক্রূরদৃষ্টে ক্রূররূপে করিবে অধর্ম্ম ॥ অনিবেদনীয় দ্রব্য যে জন ভুঞ্জিবে। মহাবল ক্রূরগণ তাহারে নাশিবে ॥ কীর্ত্তন করিনু এই দেব শম্ভুগণ। দীর্ঘ-আয়ু হয় সেই যে করে শ্রবণ ॥ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে যাহা ঋষিবর। বলিনু সে সব কথা তোমার গোচর ॥ এবে কি শুনিতে বাঞ্ছা কহ মহাত্মন্। পুরাণ শুনিলে ঘুচে ভবের বন্ধন ॥ পুরাণের সার বৃহদ্ধরম পুরাণ। সাধুগণ শুনি হয় সুখে ভাসমান ॥

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

মথুরাপুরীর উৎপত্তি, বসুদেবের বিবাহ, কংস কর্ত্তৃক আকাশ-বাণী শ্রবণ ও দৈবকী-বধে উপক্রম প্রভৃতি বর্ণন ও কৃষ্ণের জন্ম।

ব্যাস উবাচ। পুরা গোদশবীরেণ শত্রুঘ্নাখ্যেন বিষ্ণুনা।
মধুনামাসুরং হত্বা নিম্মমে মথুরা পুরী ॥
তত্রোগ্রসেননামাভূদ্রাজা পরমধার্ম্মিকঃ।
তস্যাত্মজশ্চ ভ্রাতাসীদ্দেবকাখ্যো মহামনাঃ ॥

জাবালি জিজ্ঞাসে পুনঃ ওহে মহাত্মন্। কিরূপে জনম লভে দেব জনার্দ্দন ॥ কিরূপে বিহার করে ভূমিতলে আসি। প্রকাশিয়া বল তাহা ওহে মহাঋষি ॥ কলিধর্ম্ম শুনিবারে বাসনা আমার। প্রকাশ করিয়া বল ওহে গুণাধার ॥ এতেক বচন শুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। কহিলেন শুন বলি ওহে তপোধন ॥ পুরাকালে ত্রেতাযুগে দেব জনার্দ্দন। চারিভাগে ভূমিতলে অবতীর্ণ হন ॥ তার মাঝে গৌররূপী শত্রুঘ্ন আকারে। জনম ধরেন এক সুমিত্রা-জঠরে ॥ শত্রুঘ্ন মহাত্মা সেই আপনার করে। মধুনামা দানবেরে বিনাশিত করে ॥ দানবে বধিয়া তথা করেন নগর। মথুরা তাহার নাম ওহে ঋষিবর ॥ উগ্রসেন নামে তথা ছিল নরপতি। পরম ধার্ম্মিকবর অতি মহামতি ॥ তাঁহার

অনুজ ছিল দেবক আখ্যান। মহামনা মহোদয় অতীব ধীমান॥ রূপবতী সপ্ত কন্যা আছিল তাঁহার। বসুদেব মহামতি পতি সবাকার॥ কনিষ্ঠা কন্যার নাম দৈবকী সুন্দরী। সর্ব্বশেষে তারে লন পরিণয় করি॥ শূরসেন-সুত বসুদেব মহামতি। ভাগ্যবশে হন তিনি দৈবকীর পতি॥ দেবক তাঁহারে কন্যা করেন প্রদান। বসুদেব কন্যা পেয়ে সুখে ভাসমান॥ জাবালি এতেক শুনি কহে পুনরায়। শুন শুন ভগবন্ নিবেদি তোমায়॥ বসুদেব কেবা হয় কহ মহোদয়। কে হয় দৈবকী দেবী জানি বাঞ্ছা হয়॥ কিরূপে দোঁহার হয় বিবাহ ঘটন। এই সব বিবরিয়া কহ তপোধন॥ কিরূপে কৃষ্ণের হয় ধরায় জনম। প্রকাশ করিয়া তাহা বল মহাত্মন্॥ এতেক বচন শুনি ব্যাস মহামতি। কহিলেন শুন বলি অপূর্ব্ব-ভারতী॥ কশ্যপ অমরপিতা খ্যাত চরাচর। বসুদেব তাঁর অংশ ওহে ঋষিবর॥ অদিতির অংশে জন্মে দৈবকী-সুন্দরী। কৃষ্ণ তাঁর সুতরূপে জন্মে দয়া করি॥ শূরসেনসুত বসুদেব মতিমান। দেবক রাজার কন্যা দৈবকী আখ্যান॥ দৈবকী পরম সতী রাজার নন্দিনী। কঠোর তপস্যা করে সেই বিমোহিনী॥ যদুকুল-কুলাচার্য্য গর্গ তপোধন। বসুদেব সহ করে বিবাহ ঘটন॥ পুলকেতে বিভাকার্য্য সমাধা হইল। রত্নাদি যৌতুক বহু দেবক অর্পিল॥ পুলকেতে বসুদেব নিজের আলয়ে। চলিলেন আনন্দেতে নববধূ লয়ে॥ রথে চড়ি বসুদেব করেন গমন। কি বলিব রথ-শোভা অতি বিমোহন॥ সুবর্ণে রচিত রথ অতি মনোহর। কাঞ্চনপতাকা তাহে করে ঝলমল॥ দুন্দুভি মৃদঙ্গ আদি বাজে রথোপরে। ভেরী ঢক্কা কত বাদ্য কে গণিতে পারে॥ ঘন ঘন ঘণ্টা বাজে শ্রুতিমনোহর। জয়শব্দে প্রপূরিত দিক-দিগন্তর॥ আনন্দেতে নৃত্যগীত রথোপরি হয়। শঙ্খশব্দে নিনাদিত দিক্ সমুদয়॥ অস্ত্র শস্ত্র শোভে কত রথের উপরে। সজ্জিত কত বা খাদ্য আছে থরে থরে॥ রূপবতী কত দাসী বধূরে বেড়িয়ে। রথোপরি আছে সবে বিনয়ে দাঁড়ায়ে॥ উগ্রসেন-পুত্র কংস অতি দুরমতি। ভগ্নীর বিবাহ দেখি আনন্দিত অতি॥ সারথি হইয়া নিজে চালাইয়া গেল। মহা-বেগে অশ্বগণ ধাবিত হইল॥ অকস্মাৎ দৈববাণী উঠে শূন্যভরে। "শুন শুন কংসরায় বলি যে তোমারে॥ এই ভগ্নী হতে হবে তোমার বিনাশ। সত্য কথা তব পাশে করিনু প্রকাশ॥ জন্মিলে অষ্টম গর্ভে ইহার নন্দন। সেই পুত্র হতে হবে তোমার নিধন।" শুনিয়া আকাশবাণী কংস দুরমতি। হইলেন মহাভয়ে সচিন্তিত অতি॥ ক্ষণকাল মনে মনে করিয়া চিন্তন। রোষভরে অসি করে করেন ধারণ॥ দ্রুতবেগে দৈবকীর ধরি কেশপাশ। উত্তোলন করে অসি করিতে বিনাশ॥ কংসভয়ে কার মুখে বাক্য নাহি সরে। সাহস না হয় কারো তাহারে নিবারে॥ মনে ভাবে দৈবকীরে করিব সংহার। নিশ্চয় আমার ভয় না রহিবে আর॥ এ হেন বিষম কাণ্ড করি

দরশন। দ্রুতগতি বসুদেব ধরেন তখন॥ কংসহস্ত বসুদেব করিয়া ধারণ।
কহিলেন শুন শুন আমার বচন॥ রমণী-নিধনে হয় নরকেতে গতি। বুঝিয়া
বুঝ না কেন ওহে মহামতি॥ অধিকন্তু ভগ্নীবধ সমুচিত নয়। শাস্ত্রের প্রমাণ
এই জানিবে নিশ্চয়॥ প্রায়শ্চিত্ত নাহি তার ওহে মহামতি। মিছা কেন
কর তবে পাপকার্য্যে মতি॥ অনুজা ভগিনী তব দৈবকী যে হয়। ইহারে
বধিলে পাপে ডুবিবে নিশ্চয়॥ পালনের যোগ্যা হয় দৈবকী সুন্দরী। ইহার
উপরে দয়া কর কৃপা করি॥ ইহার নাহিক দোষ শুনহ সুজন। শিশুবুদ্ধি
কেন হও তুমি হে রাজন॥ ইহার নাহিক দোষ শুন নররায়। অবলা কামিনী
জাতি কহিনু তোমায়॥ অই দেখ বিধুমুখ মলিন এখন। ঘন ঘন তব হস্ত
করিছে দর্শন॥ নারী-বধে কভু নাহি হইবে সুখ্যাতি। কেবল অযশে হবে
পূর্ণ বসুমতী॥ পুরুষত্ব নারীবধে নাহিক কখন। আমার বচনে ক্ষান্ত হও
মহাত্মন॥ জন্মিলে মরণ আছে বিধির বিধান। লঙ্ঘিবে তাহারে কেবা কহ
মতিমান॥ শত্রু মিত্র গুরু বন্ধু কেহ কিছু নয়। সকলি কেবল হরি জানিবে
নিশ্চয়॥ অতএব মম বাক্য করহ শ্রবণ। একান্ত অন্তরে লও হরির শরণ॥
দৈবকীর কেশপাশ কর পরিহার। অধিকন্তু বলি যাহা শুন গুণাধার॥
অষ্টম জঠরে জন্ম হইবে যাহার। আনিয়া তাহারে দিব হস্তেতে তোমার॥
কিম্বা দৈবকীর গর্ভে যত পুত্র হবে। আনিয়া তোমার করে দিব তাহা সবে॥
করিবে যেমন ইচ্ছা হইবে তোমার। করিনু তোমার পাশে এই অঙ্গীকার॥
বসুদেব-বাক্য শুনি কংস দুরজন। দৈবকীরে ছাড়ি তবে স্থিরচিত্ত হন॥
সকলেরে সাক্ষী রাখি কংস দুরমতি। হইলেন তার পর অতি সুস্থমতি॥
পরেতে মঙ্গলকার্য্য হইল সাধন। বধূ সহ বসুদেব গেলেন ভবন॥
এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে। জনমিল এক পুত্র দৈবকী-জঠরে॥
বসুদেব সেই পুত্রে লইয়া তখন। কংসের করেতে গিয়া করিল অর্পণ॥
প্রতিজ্ঞা-পালন কংস করি দরশন। বিস্মিত হইয়া কহে শুন মহাত্মন॥
পুত্র লয়ে যাহ তুমি আপন আগারে। এ পুত্রে নাহিক কাজ কহিনু তোমারে॥
অষ্টম গর্ভেতে জন্ম হইবে যাহার। তাহারে আনিয়া দিবে করেতে আমার॥
সেই পুত্র হতে মম মৃত্যু নিরূপণ। এই ত আকাশবাণী ওহে মহাত্মন॥
কংসের বচনে বসুদেব মহামতি। পুত্র লয়ে নিজগৃহে করিলেন গতি॥
সহসা নারদ আসি উপনীত হন। বলিলেন শুন কংস আমার বচন॥ রাজ-
বুদ্ধি নাহি কিছু তোমার অন্তরে। কেন পুত্র দিলে ফিরি বসুদেব-করে॥
দৈবকীর গর্ভে হবে যতেক নন্দন। সবারে উচিত হয় করিতে হনন॥ অষ্টম
নন্দন যাহে নিঃসহায় হয়। তাহার উপায় কর ওহে মহোদয়॥ সহায়
থাকিলে সাধ্য না রবে তোমার। অনায়াসে তোমা নৃপে করিবে সংহার॥
অতএব মম বাক্য করহ শ্রবণ। যত পুত্র জনমিবে করিবে নিধন॥ এত

বলি দেব-ঋষি করিল প্রস্থান। কংসরায় বিষাদেতে হয় ম্রিয়মাণ॥ পুনশ্চ শিশুরে আনি করিল হনন। নিরদয় দুরাচার অতি দুরজন॥ ক্রমে ক্রমে ছয় পুত্র জনম ধরিল। সবাকারে দুষ্ট কংস বিনাশ করিল॥ দৈবকী সপ্তম গর্ভ ধরিল যখন। পরম পুরুষ বিষ্ণু করেন চিন্তন॥ এ গর্ভ রাখিতে হবে সেইরূপে পারি। এত চিন্তি কামরূপে চলিলেন হরি॥ নিমেষেতে কামরূপে করিয়া গমন। কামাখ্যা দেবীরে স্তব করেন তখন॥ জানালি এতেক শুনি কহে পুনরায়। শুন শুন ভগবন্ নিবেদি তে মায়॥ কামাখ্যার স্তব করে দেব নারায়ণ। জানিনু কামাখ্যা দেবী অতি শ্রেষ্ঠ হন॥ কামাখ্যার পীঠ-স্থান কহ মহোদয়। শুনিবারে কুতূহলী হতেছে হৃদয়॥ কামরূপ-বিনির্ণয় কহ গুণাধার। কোথায় কিরূপ পীঠ করিয়া বিস্তার॥ এতেক বচন শুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। কহিলেন শুন শুন ওহে তপোধন॥ অপরূপ কামরূপ ভূমে মনোহর। যাহার দর্শনে তরে পাতকী-নিকর॥ ইহার সদৃশ তীর্থ আর কোথা নাই। কহিনু নিগূঢ় কথা শাস্ত্রে তব ঠাঁই॥ এই স্থানে বহুরোকা নামে তরঙ্গিণী। কলকল রবে বহে শুন ওহে মুনি॥ বহুরোকা চারিদিক করিয়া ভ্রমণ। উত্তরবাহিনী হয়ে হতেছে বহন॥ তার পূর্ব্বে কামরূপ অতি শোভা পায়। হেন মহাপীঠ আর নাহিক ধরায়॥ সুরস নামেতে গিরি মনোরম অতি। কামরূপ-অভ্যন্তরে করে অবস্থিতি॥ বহুরোকা বাহিরিয়া সেই গিরি হতে। রত্নপ্রদা নাম ধরি বহিছে ধরাতে॥ মহারস নামে লিঙ্গ নিকটে তাহার। মাহেশ্বরী শক্তি সহ রহে অনিবার॥ চতুর্ভুজ মহারস বরাভয় করে। পূজিলে সে শূলধারী ভবভয় হরে॥ উহার নিকটে শোভে পাপবিমোচন। বশিষ্ঠের কুণ্ড বলি বিদিত ভুবন॥ তথায় বশিষ্ঠ ঋষি বসি যোগাসনে। কামাখ্যারে পূজেছিল আনন্দিত-মনে॥ এ কুণ্ড না দেখি যেব যায় কামরূপে। পুণ্য-ভ্রষ্ট হয়ে পড়ে নরকের কূপে॥ সেই কুণ্ডে ভক্তিভাবে যেবা করে স্নান। অন্তকালে সুরপুরে তার নিত্য স্থান॥ সুরস গিরির পূর্ব্বে কৃত্তিবাস নাম। বিরাজিছে রমণীয় পর্ব্বত প্রধান॥ চন্দ্রিকা নামেতে নদী বহিছে তথায়। যাহাতে করিলে স্নান সুরপুরে যায়॥ ভাদ্র মাসে শুক্ল পক্ষে চতুর্থী পাইয়া। চন্দ্রিকার পুণ্য জলে স্নান সমাপিয়া॥ কৃত্তিবাসে পূজে যেই একান্ত অন্তরে। বহু কীর্ত্তি পায় সেই অবনী ভিতরে॥ ভাদ্র মাসে প্রতিদিন সিনান করিয়া। কৃত্তিবাসে হেরে যেই পবিত্র হইয়া॥ সর্ব্বপাপে মুক্ত হয়ে শিবপুরে যায়। ধরায় তাহার যশ সর্ব্বলোকে গায়॥ ফেনিলা নামেতে নদী চন্দ্রিকার পূর্বে। বহিতেছে অবিরল কল কল রবে॥ শতানন্দ ধরাধামে আছেন ইহায়। গঙ্গা নামে সুবিখ্যাত হয়েন ধরায়॥ যথাবিধি ফেনিলায় যেবা করে স্নান। দিনে দিনে বাড়ে তার অশেষ কল্যাণ॥ ফাল্গুনে যখন কুম্ভে যান দিনকর। তখন ইহাতে স্নান করে যেই নর॥ আটাশ নরক জয় করি সেই জন। আনন্দে

অমর ধামে করয়ে গমন ॥ কামরূপ-পূর্ব্ব-ভাগে উত্তর-বাহিনী। শোভি-তেছে অনুপমা সিতা তরঙ্গিণী ॥ মধুমাসে পূর্ণিমাতে যেই করে স্নান। বহু ফল পায় সেই জাহ্নবী সমান ॥ সিতার পূরব ভাগে দ্বিযোজন দূরে। সুমদনা নামে নদী অতি শোভা ধরে ॥ জনক রাজার শ্রেষ্ঠ মিথিলার পতি। পূজেছিল পূর্ব্ব তটে বসি পশুপতি ॥ সুতীক্ষ্ণ নামেতে গিরি করেন স্থাপন। ভক্তিভাবে করে যেই তাহে আরোহণ ॥ অবশেষে সুমদনা নদীর সলিলে। ভক্তিভাবে করে স্নান পুলক অন্তরে ॥ ইহলোকে থাকি সুখে সেই নরবর। অন্তিমে কৈলাসে যায় শিবের গোচর ॥ কামরূপ-নৈঋতাংশে ভুবনমোহিনী। শোভিতেছে কত নদী উত্তর-বাহিনী ॥ পীঠগিরি নামে গিরি তথা শোভা পায়। ত্রিপুরা সুন্দরী দেবী বিরাজে যথায় ॥ জগদম্বা দুর্গা সহ দেবদেব হর। করেন নৈঋতে স্থিতি প্রফুল্ল অন্তর ॥ ভক্তিভাবে কামরূপে করিয়া গমন। হরদুর্গা-মূর্ত্তি যেবা করেন দর্শন ॥ পাপমুক্ত হয়ে সেই পায় দিব্য জ্ঞান। শঙ্কর নিকটে দেন তারে নিত্য স্থান ॥ এত বলি দ্বৈপায়ন সম্বোধি মুনিরে। কহিছেন মিষ্টভাষে অতি সমাদরে ॥ হিমালয় হতে যত সমুদ্র-গামিনী। বাহিরিয়া যায় শুন দক্ষিণবাহিনী ॥ অগদের ঊর্দ্ধভাগে ভদ্রা শোভা পায়। যাহাতে করিলে স্নান দিব্য লোকে যায় ॥ পূর্ব্বভাগে সুভদ্রাখ্যা অতি পুণ্যতোয়া। পাইলে করিবে স্নান বৈশাখী তৃতীয়া ॥ মানসা নামেকে নদী অতি শোভা ধরে। মহামুক্তি দেয় যার পবিত্র সলিলে। বিভ্রটা নামেতে গিরি অতি শোভমান। হিমালয় নিকটেতে করে অবস্থান ॥ তথায় ভৈরবরূপ করিয়া ধারণ। নিরন্তর বাস করে দেব ত্রিনয়ন। বিভ্রটা নদীর রূপ করিয়া ধারণ। ভৈরবী নামেতে বহে সদা সর্ব্বক্ষণ ॥ তাহাতে বসন্তকালে করিলে সিনান। মহাসুখে যায় স্বর্গে সুর-বিদ্যমান ॥ যেই জন ভৈরবীতে স্নানাদি করিয়ে। কামাখ্যা দেবীরে পূজে ভক্তিযুত হয়ে ॥ মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হয় পুরাণেতে কয়। সত্য সত্য কহিলাম নাহিক সংশয় ॥ সুমদনা-পূর্ব্বভাগে অতি শোভা-কর। মহাক্ষেত্র যাহে রহে দেব দিবাকর ॥ তত্ত্বাহ্বয় নামে গিরি কামরূপে স্থিতি। যথায় সতত রহে দেব দিনপতি ॥ কপোতাখ্য কুণ্ড আছে তত্ত্বের পূরবে। যথায় সূর্য্যেরে পূজে নিখিল মানবে ॥ যথাবিধি ন্যাস করি যদি কোন নর। বীজমন্ত্রে পূজা করে দেব দিনকর ॥ সর্ব্ব পাপ যায় দূরে পূরে মনস্কাম। অন্তিমে আনন্দে যায় সূর্য্য-বিদ্যমান ॥ তথায় দক্ষিণে শুভ অচল মহান্। শৃঙ্গেতে শঙ্কর-লিঙ্গ করে অধিষ্ঠান ॥ যে জন তাহারে পূজে সদা ভক্তিভরে। অনুচররূপে থাকে শিবের গোচরে ॥ পূর্ব্বদিকে শোভে নদী কুসুম-মালিনী। ক্ষীরোদাখ্যা নদী আর দক্ষিণ-বাহিনী ॥ মহাপুণ্যতোয়া হয় এই নদীদ্বয়। ইহার প্রসাদে লোক পায় শিবালয় ॥ ইহার পূর্ব্বেতে শোভে নীলা নামা নদী। যাহার অগাধ জল নাহিক অবধি ॥ যেই জন

নীলাজলে করয়ে সিনান। মহামায়া-পদ পেয়ে শিবলোকে যান॥ কণ্ডিকা নামেতে গিরি ধবলাখ্য গিরি। উভয়ের শোভা কিবা আহা মরি মরি॥ নীলার পূর্ব্বেতে এরা অতি শোভাধার। শিবলিঙ্গ আছে দুটী নিকটে উহার॥ লিঙ্গের দুক্রোশ দূরে গোলোক শঙ্কর। উভয়ে করেন বাস প্রফুল্ল অন্তর॥ কণ্ডিকাতে স্নান করি ভক্তিযুক্তচিতে। আরোহিয়া মহানন্দে ধবল গিরিতে॥ দক্ষিণ-সাগর পরে করি দরশন। বন্দিবে গোলোকে আর শঙ্কর-চরণ॥ অনন্তর শৃঙ্গপীঠে পুন আরোহিয়া। বিধানে পূজিবে হরে গন্ধ পুষ্প দিয়া॥ পূরিবে মনের কাম শিবত্ব পাইবে। অশ্বমেধ-যজ্ঞ সম সুফল ফলিবে॥ শুন শুন অতঃপর ওহে তপোধন। গন্ধমাদনক গিরি ঈশানে মোহন॥ গঙ্গাধর শিবলিঙ্গ বিরাজে তথায়। ভক্তজনে করে পূজা সতত যাহায়॥ অন্তরাল নামে কুণ্ড অতি শোভমান। পাপমুক্ত হয় তাহে করে যেই স্নান॥ তাহাতে করিয়া স্নান ভূতেশে পূজিলে। গাণপত্য পায় সেই জানিবে অচিরে॥ মণিকূট-পূর্ব্বভাগে দেব নারায়ণ। করেছিল হয়গ্রীব-মূরতি ধারণ॥ বিনাশিয়া জ্বরাসুরে মহা সরোবর। করিলেন রক্ষাকর্ত্তা দেব গদাধর॥ যেই জন করে স্নান সরোবর-নীরে। নীরোগী হইয়া সেই আনন্দে বিহরে॥ মণিকূট-পূর্ব্বদিকে সুন্দর সুঠাম। অনুপম গিরি যার নাম ভদ্রকাম॥ কামেশ্বর নামে লিঙ্গ বিরাজে তথায়। তার কাছে কুণ্ড এক কিবা শোভা পায়॥ অপুনর্ভব সর সেই কুণ্ডের আখ্যান। ভদ্রকাম গিরি যার তীরে বিদ্যমান॥ হয়গ্রীব নামে শিলা তথায় বিরাজে। মহাযোগী মহাদেব আছে তার মাঝে॥ যে জন সে যোগীবরে করে দরশন। নির্ব্বাণ-পদবী পায় বেদের বচন॥ গোকর্ণ নামেতে এক শঙ্কর-মূরতি। উক্ত শিলা ধরি সদা করে অবস্থিতি॥ গোকর্ণের ঈশানেতে কেদারাখ্য শিব। যাহার স্মরণে যায় যাবত অশিব॥ তথায় মদন গিরি বিখ্যাত ভুবন। তদুপরি কমলাখ্য শিব অনুপম॥ পুনর্ভু সলিলে স্নান করি যেই জন। গোকর্ণ ও মহাযোগী করে নিরীক্ষণ॥ আর তারে পাপভার না হয় বহিতে। দেবতুল্য রহে সদা মানব-পুরীতে॥ মাধবে দর্শন করি দেখিবেক কাম। পূরিবে তাহার ইথে যত মনস্কাম॥ এইরূপে যেই জন করে অনুষ্ঠান। নিজ বংশে সপ্তকুল করে পরিত্রাণ॥ পুনর্ভু সলিলে স্নান করিবে যখন। করিবে তখন এই মন্ত্র উচ্চারণ॥ "শুন শুন পুনর্ভব ওহে মহীধর। বিনাশ করহ মোর পাতক-নিকর॥ যথায় থাকিতে বাঞ্ছা করে সুরগণ। তথায় করিব গতি হয়েছে মনন॥" এইরূপে মন্ত্র পড়ি করিবেক স্নান। হইবে সকল সিদ্ধ পাবে মনস্কাম॥ হয়গ্রীবে যেইরূপে করিবে চিন্তন। মন দিয়া শুন বলি ওহে তপোধন॥ "কুন্দ পুষ্প সম বর্ণ কর্পূর সমান। সুললিত তনুবর সুন্দর সুঠাম॥ শ্বেতপদ্মে সমাসীন চারি বাহু ধরে। রূপের ছটায় দিক আলোকিত করে॥ কেয়ূর কুণ্ডল আদি

বিবিধ ভূষণ। নানারত্ন অঙ্গে তার হয় সুশোভন ॥ বরাভয়ধারী দেব বাম দুই করে। পুস্তক ও শ্বেত পদ্ম দক্ষ করবরে ॥ শ্রীবৎস কৌস্তুভ শোভে বক্ষের উপরে। দেখিলে জুড়ায় চক্ষু রূপ মনোহর ॥ কখন কখন দেব গরুড় আসনে। বসিয়া করেন লীলা পুলকিতমনে ॥ উত্তর তন্ত্রেতে আছে পূজার বিধান। করিবেক সেই মতে পূজা অনুষ্ঠান ॥ দুই লক্ষ মন্ত্র জপ করে যেই জন। সিদ্ধিপদ পায় সেই শাস্ত্রের বচন ॥ যাবকের পায়সেতে ঘৃত মিশাইয়া। করিবে হোমের কাজ সংযত হইয়া ॥ এইরূপে পুরশ্চর্য্যা করে যেই জন। চরমে বৈকুণ্ঠধামে সে করে গমন ॥ পঞ্চরত্ন মহামন্ত্র করি উচ্চারণ। পঞ্চমূর্ত্তি আরাধনা করিবে সুজন ॥ তৎপুরুষ মন্ত্রে সদা কামাদি পূজিবে। তৎপুরুষ বলি কামে হৃদয়ে জানিবে ॥ যে সব দেবের নাম করিনু কীর্ত্তন। এ সব পূজায় তুষ্ট হর-গৌরী হন ॥ হয়গ্রীব-পূর্ব্বভাগে স্বায়াভোগ নাম। অনুপম রমণীয় যোগীজন-স্থান ॥ ভোগবতী নামে তথা মনোহর পুরী। যাহার শোভার কথা বর্ণিবারে নারি ॥ সেই জন মণিকূট করি দরশন। পুনর্ভবে সকৌতুকে করেন গমন ॥ সর্ব্বতীর্থ যাত্রা-ফল সেই জন পায়। তার সম পুণ্যবান্ নাহিক ধরায় ॥ জ্যৈষ্ঠমাসে শুক্লপক্ষে পঞ্চদশী দিনে। যথাবিধি করে স্নান পুনর্ভবে গিয়ে ॥ গরুড়-আসন বিষ্ণু করে দরশন। নিজকুল করে ত্রাণ সেই সাধুজন ॥ জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রতিদিন বিষ্ণুকে হেরিলে। হরি-দেহে লীন হয় দেহত্যাগ-কালে ॥ বারাণসী হতে পুণ্য মণিকূটে হয়। সিদ্ধ সাধ্য সবারাধ্য জানিবে নিশ্চয় ॥ ইহার মাহাত্ম্য-কথা শুনিলে শ্রবণে। বেদপাঠ ফল পায় যত দ্বিজগণে ॥ ধরম পুরাণে মণিকূট উপাখ্যান। কীর্ত্তন করিনু এই তব বিদ্যমান ॥ পুরাণ অমৃত-কথা ভক্তিযুক্ত-মনে। নর কিম্বা নারী যদি শুনয়ে শ্রবণে। সপ্ত-জন্ম কৃত পাপ দূরে চলি যায়। কালিকা-পরম পদ অন্তকালে পায় ॥ মণিকূট-পূর্ব্বদিকে দর্পণ ভূধর। কুবেরের বাস-ভূমি অতি মনোহর ॥ রোহণাখ্য গিরি আছে তথা বিদ্যমান। লোহাদি স্পর্শিলে হয় কাঞ্চন সমান ॥ দশার্ণা নামেতে নদী নিকটে তাহার। মরাল করিছে কেলি যাহে অনিবার ॥ ইহার পবিত্র জলে যেবা করে স্নান। লৌহিত্য সমান ফল পায় সে ধীমান ॥ কার্ত্তিকে দর্পণাচলে করিয়া গমন। ভক্তিভাবে করে যেই কুবের-পূজন ॥ অনায়াসে মহা-সুখ সেই জন পায়। অন্তকালে ব্রহ্মপুরে দিব্য রথে যায় ॥ অগ্নিমালা নামে গিরি শোভার আধার। দর্পণের পূর্ব্বে শোভে ভুজঙ্গ আকার ॥ সপ্ত শত হস্ত হয় গিরি-আয়তন। দৈর্ঘ্যের প্রমাণ তত জানিবে সুজন ॥ কি কব তাহার শোভা অতি মনোলোভা। তার কাছে পায় লাজ সিন্দূরের প্রভা ॥ তথায় ত্রিলোকবন্দ্য দেব হুতাশন। বিরাজ করেন সদা আনন্দে মগন ॥ সগণে বেষ্টিত হয়ে বহ্নি মহামতি। অগ্নিমালা গিরিপরে করে অবস্থিতি ॥

লৌহিত্য-সলিলে আগে স্নানাদি করিয়ে। অগ্নিমালা-স্থলে যায় ভক্তিযুত হয়ে॥ তবশেষে অগ্নিদেবে করয়ে অর্চ্চন। অন্তিমে নিশ্চয় যায় বিষ্ণুর সদন॥
অগ্নিমালা-পুরোভাগে কুণ্ড মনোহর। বরুণ আখ্যান তার লোক-হিতকর॥
কংসকর মাঝে গিরি বরুণের তীরে। কি কব তাহার শোভা মুনিমন হরে॥
জলের অধিপ যিনি বরুণ আখ্যাতি। আনন্দে সতত তথা করে অবস্থিতি॥
ভক্তিভরে কংসকরে করি আরোহণ। বরুণেরে করে পূজা ঐকান্তিক-মন॥
অবশেষে সেই কুণ্ডে স্নান আদি করে। বারুণ লোকেতে গিয়া সে জন বিহরে॥
বহ্নিবীজে বহ্নিপূজা করিবে সুজন। করিবে বারুণ বীজে বরুণে অর্চ্চন॥
বরুণাচলের পূর্ব্বে বায়ুকূট গিরি। তথায় আছেন বায়ু ভুবন-বিহারী॥
তথায় বায়ুর পূজা করে যেই নর। বায়ুলোকে যায় সেই পবন-গোচর॥
মারুতাচলের পূর্ব্বে চন্দ্রকূট নাম। ত্রিকোণ মোহন গিরি সুন্দর সুঠাম॥
তামার সমান গিরি শোভার আধার। যাহার উপরে শশী করেন বিহার॥
তথায় চন্দ্রের পূজা করিবে সুজন। পূজাকালে চন্দ্রবীজ করিবে স্মরণ॥
সোমকুণ্ড মাঝে নর উহার পূরবে। মুক্তি-পদ আশে যায় যথায় মানবে॥
"চন্দ্রকুণ্ড মহোদধে সুধা-প্রস্রবণ। আমার কলুষ-রাশি কর বিমোচন॥"
এত বলি চন্দ্রকুণ্ডে করিবেক স্নান। তদন্তরে গিরিস্থলে করিবে পয়ান॥
অবশেষে সোমদেবে পূজিবে বিধানে। পুত্র পৌত্র ধন ধান্য পাবে সেই জনে॥
কামিনী লভয়ে সেই উর্ব্বশী সমান। অন্তকালে চন্দ্রলোকে করে অধিষ্ঠান॥
কিছু কাল থাকি তথা ঈশের কৃপায়। পরম নির্ব্বাণ পদ অনায়াসে পায়॥
চন্দ্রকূট-তীরে গিরি নামেতে নন্দন। নন্দন কানন সম অতীব মোহন॥
দেবরাজ পুরন্দর বিরাজে তথায়। দিবানিশি কামাখ্যারে হৃদয়ে ধেয়ায়॥
চন্দ্রকূট গিরি আর পর্ব্বত নন্দন। ভক্তিভরে একচিত্তে যে করে দর্শন॥
তথায় স্নানাদি কৃত্য করি অনুষ্ঠান। পুরন্দরে করে যেই পূজার বিধান॥
অনুত্তম ফলরাশি সেই জন পায়। তাহার সমান বল কে আছে ধরায়॥
নন্দনের পূর্ব্বে শোভে ভস্মকূট গিরি। যাহার মোহন রূপ আহা মরি মরি॥
ভর্গের বসতি তথা অতি সুখধাম। শান্তির আলয় দেব করুণা-নিধান॥
করিলে তাঁহার পূজা শান্তি লাভ হয়। অশ্বমেধ-যজ্ঞ-ফল জানিবে নিশ্চয়॥
উর্ব্বশী নামেতে দেবী উহার দক্ষিণে। বিরাজ করেন সদা আনন্দিত-মনে॥
সুধাপূর্ণ পাত্র লয়ে উর্ব্বশী কামিনী। কামাখ্যার করে যেন সে কামচারিণী॥
সুধাপাত্র আবর্ত্তন করি পশুপতি। শিলারূপে দিবানিশি করে অবস্থিতি॥
অতঃপর কুণ্ডমধ্যে বিভাগ করিয়া। কামাখ্যা রাখেন সুধা আনন্দে মজিয়া॥
ভস্মকূট-কাছে শোভে সে কুণ্ড মোহন। দ্বাত্রিংশ ধনুক যার হয় আয়তন।
বিস্তারে পঞ্চাশ ধনু কি কহিব আর। পরম অমৃতকুণ্ড মুক্তির আধার।
স্নান পান তথা করে যেই ভক্তিমান। সত্য সত্য সেই জন পাইবে নির্ব্বাণ

কামাখ্যা সুন্দরী দেবী যোনির ঈশানে। গমন করেন সদা আনন্দিতমনে ॥
তথা হতে ভস্মকুটে প্রবেশ করিয়া। উর্ব্বশীরে দেন সুধা প্রসন্না হইয়া ॥
ভস্ম-কুট-ঈশানেতে মণিকুট নাম। মণিকর্ণ হয় যার দ্বিতীয় আখ্যান ॥
পরম সুন্দর গিরি অতি উচ্চতর। সদ্যোজাত মন্ত্রে তারে পূজে যত নর ॥
চন্দ্রতীর্থ দেখি আগে মানব নিকর। করিবে দর্শন পরে মণিকর্ণেশ্বর ॥
ভস্মাচলে পরিশেষে করিবে গমন। মুক্তিপদ পাবে ইথে বেদের বচন ॥
শুন শুন মন দিয়া ওহে তপোধন। মণি-কর্ণেশ্বর-রূপ করিব বর্ণন ॥
রজত অচল সম শ্বেত কলেবর। পরিধান কিবা শুভ্র অমূল্য অম্বর ॥
বিবিধ রতন তাঁর অঙ্গেতে শোভন। আকর্ণ বিশ্রান্ত নেত্র সহাস্য বদন ॥
শোভিছে বিশাল গদা সুকোমল করে। উন্নত রয়েছে হাত বরদান তরে ॥
লোচন-রাজিতে শোভে বদন কমল। পীতরাগে সুশোভিত শরীর অমল ॥
বাম করে বজ্র শোভে অন্তক সমান। বারণ অঙ্কুশ দক্ষে বিশাল মহান্ ॥
সশর তূণীর শোভে কটিতে তাঁহার। ঐরাবতে সমারূঢ় ভীষণ আকার ॥
কামাখ্যার আরাধনা করি নিরন্তর। পুলকে পূরিত তনু সানন্দ অন্তর ॥
শক্রবীজে ভক্তগণ পূজিবে ইঁহার। অতুল বিভূতি সেই পাইবে ধরায় ॥
মণিকুট পূর্ব্ব-অংশে সুমঙ্গলা নদী। কল কল রবে সতী বহে নিরবধি ॥
তাহার বিমল জল কিবা শোভা পায়। সমীরণ তীরে তার ধীরে ধীরে বয় ॥
আরোহণ নিরীক্ষণ মণিকুটে করি। সুমঙ্গলা দেখে যেই নর কিম্বা নারী ॥
জাহ্নবী দর্শন সম মহাফল হয়। মনোরথ হয় সিদ্ধ জানিবে নিশ্চয় ॥
ইহাতে করিলে স্নান মহাফল পায়। অন্তিমে ত্রিদিব-স্থানে অনায়াসে যায় ॥
মণিকুট-পূর্ব্ব-অংশে মৎস্যধ্বজ গিরি। কামেরে করেন দগ্ধ যথা ত্রিপুরারি ॥
অবশেষে করি কাম তপ আচরণ। পুনরায় দিব্য দেহ করেন গ্রহণ ॥
মৎস্যরূপ ধরি কাম সেই কুলাচলে। সতত করেন সেবা কামাখ্যা দেবীরে ॥
কামধর নাম তথা তাঁহার আখ্যান। শাশ্বতী নদীর তীরে তাঁর অধিষ্ঠান ॥
পবিত্র-সলিলা নদী দক্ষিণ-বাহিনী। কল কল রবে বহে দিবস যামিনী ॥
শাশ্বতী নদীর জল অতি পুণ্যকর। স্পর্শিলে যাহারে পায় দিব্য কলেবর ॥
অন্তিমে কৈলাসে যায় সেই সে সুজন। হর-অনুচররূপে করে বিচরণ ॥
গন্ধমাদনের পূর্ব্বে সুকান্ত অচল। যাহার ললিত কান্তি ছায়া সুশীতল ॥
তাহার পাশেতে এক কুণ্ড মনোরম। যথায় বসিলে যায় যত পরিশ্রম ॥
অমৃতে পূরিত কুণ্ড সুধার আধার। বাসবাখ্য নীর তার জগতে প্রচার ॥
পুরন্দর ক্লান্তদেহে করিয়া গমন। তৃষ্ণা হেতু সেই সুধা করেন ভোজন ॥
সেই হেতু বাসবাখ্য কুণ্ডের আখ্যান। বিধিমতে ভক্তজনে করিবেক স্নান ॥
ইহাতে স্নানাদি করি সুকান্তশেখরে। আরোহণ করে যেই অতি ভক্তিভরে ॥
বাসবের প্রিয়পাত্র সেই জন হয়। ইন্দ্রধামে যায় সেই জানিবে নিশ্চয় ॥

সুকান্ত অচল-পাশে রক্ষকুট গিরি। যাহার শোভার কথা বলিবারে নারি॥ নৈঋতে রাক্ষসপতি থাকেন তথায়। খড়্গধারী ভীমরূপ সুবিশালকায়॥ দক্ষকরে অসি শোভে বামকরে ঢাল। বাহন গজেন্দ্র সম গর্দ্দভ বিশাল॥ জটাজুট শোভে শিরে অতি অনুপম। গিরিশৃঙ্গ সম ভুজ সুন্দর গঠন॥ জলদ সমান বর্ণ নবীন যৌবন। পদভরে থর থর কাঁপে ত্রিভুবন॥ নৈঋত-বীজেতে পূজা করিবে ইহাঁর। পরম সন্তুষ্টি হয় তাহে চণ্ডিকার॥ ভক্তিভরে যেই জন পূজে অনুক্ষণ। রাক্ষসাদি-ভয় তার না রহে কখন॥ পিশাচ বেতাল আদি তাহারে দেখিয়া। দেব বোধে ভয়ে দূরে যায় পলাইয়া॥ সবে জানে এই কথা বেদেতে বাখান। অন্য পূজা নহে কিছু নৈঋত সমান॥ নৈঋত উদ্দেশে যদি করে কেহ দান। পুণ্যবান্ নাহি ভূমে তাহার সমান॥ নৈঋত লোকেতে সেই অযুত বৎসর। মহানন্দে সদাকাল রহে নিরন্তর॥ ভক্তিভাবে নৈঋতেরে যেই পূজা করে। অসংখ্য বৎসর থাকে অমর নগরে॥ দীন জনে দিলে অন্ন যে পুণ্য হইবে। নৈঋতে পূজিলে ততো অধিক বাড়িবে॥ তা হতে ইঁহার পুণ্য শতগুণ হয়। শাস্ত্রের বচন ইহা জানিবে নিশ্চয়॥ রবি শশী ধরাধামে রবে যতবধি। নৈঋত লোকেতে সেই রবে ততবধি। নৈঋতেরে গন্ধপুষ্প যেই জন দেয়। অযুত বৎসর রহে নৈঋত আলয়॥ পাদুকা তাঁহারে যেবা করয়ে অর্পণ। ভক্তিভরে তাঁর পূজা করে যেই জন॥ ত্রিংশ-সহস্র বর্ষ আনন্দ উৎসবে। নৈঋত-আলয়ে সুখে সতত রহিবে॥ মহামূল্য শুভ্র শয্যা যেই মতিমান। নৈঋত উদ্দেশে সাধু করেন প্রদান॥ অন্তিমে নৈঋত-লোকে বাস হবে তার। অনায়াসে সেই জন যাবে ভবপার॥ উজ্জ্বল প্রদীপ যেই নৈঋতেরে দেয়। সুরধাম তার ভাগ্যে জানিবে নিশ্চয়॥ মন্বন্তর মহাসুখে রহিবে তথায়। ধনাধিপ হয়ে পুনঃ আসিবে ধরায়॥ যমলোকে সেই জন কভু নাহি যাবে। অন্তকালে সুরধাম সেই জন পাবে॥ অমল জাহ্নবী-জল যেই মহাজন। ভক্তিভরে নৈঋতেরে করেন অর্পণ॥ দেবলোকে সে জনের হইবে বসতি। সর্ব্বদা থাকিবে সুখে দেবতা সংহতি॥ ভক্তিভাবে সদা তথা দেবতা পূজিবে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে মুকতি হইবে॥ এখন পূর্ব্বের কথা শুন দিয়া মন। ভৈরব মাধব মূর্ত্তি সুন্দর গঠন॥ রক্ষকুট-পূর্ব্বদিকে করে অবস্থান। বামকরে সুবিশাল গদা শোভমান॥ অপর করেতে শোভে কমল সুন্দর। চক্র শক্তি শোভে আর অতি মনোহর॥ চতুর্ভুজ মহাবাহু সুরূপ-মূরতি। রক্তপদ্মোপরে সদা করে অবস্থিতি॥ শিরেতে মুকুট শোভে অতি মনোহর। কাঞ্চন কুণ্ডলে তথা শ্রবণ যুগল॥ শ্রীবৎসে চিহ্নিত হৃদি অতি শোভমান। আকর্ণ বিস্তৃত নেত্র পলাশ সমান॥ সপ্তাক্ষরী মূলমন্ত্রে করিবে পূজন। চতুর্ব্বর্গ ফল পাবে শাস্ত্রের বচন॥ ব্রহ্ম-কুণ্ড নামে এক রম্য সরোবর। পঞ্চাশ ধনুক যার হয় পরিসর॥ এক শত

ধনু তার দীর্ঘ-পরিমাণ। পাণ্ডুনাথ-উত্তরাংশে করে অবস্থান॥ সুরেরা
করিবে স্নান এই সে কারণ। ব্রহ্মকুণ্ড প্রজাপতি করেন সৃজন॥ "কমণ্ডলু-
সমুদ্ভূত ওহে সরোবর। দূর কর তুমি মম পাতক-নিকর॥ যাহার প্রসাদে
যায় অমর-নগরে। সে পুণ্য বহুলরূপে দেহ তুমি মোরে॥" এই মন্ত্র ভক্তি-
ভরে উচ্চারি বদনে। করিবে স্নানাদি ব্রহ্মকুণ্ডের জীবনে॥ তদন্তরে
পাণ্ডুনাথে করিবে অর্চনা। বিষ্ণুর সাযুজ্য পাবে পূরিবে বাসনা॥ উহাতে
করিয়া স্নান পূজিলে মহেশে। মুক্তিপদ পেয়ে যায় ভবেশ-সকাশে। পাণ্ডু-
নাথ-পূর্ব্বদিকে বিচিত্র পর্ব্বত। যাহার দর্শনে নাশে পাতক তাবত॥ আশু-
তোষ মহাদেব সতত সেথানে। বিরাজেন হরি সহ আনন্দিতমনে॥ তাহার
পাশেতে নীল-কূট বিরাজিত। কামাখ্যা-নিলয় যথা অতি সুশোভিত॥ ইহার
পূর্ব্বেতে ব্রহ্মশৈল অধিষ্ঠান। পদ্মযোনি ব্রহ্মা তথা করে অবস্থান॥ ইহার
পূর্ব্বেতে ভূমিপীঠ অনুপম। কামাখ্যা নাভি-মণ্ডল তথা মনোরম॥ উগ্র-
তারারূপে দেবী সে নাভিমণ্ডলে। নিয়ত করেন কেলি সানন্দ অন্তরে॥ দেব
যক্ষ-মানবাদি বহু উপচারে। উগ্রতারা পূজা করে ভকতির ভরে॥ উগ্রতারা-
মূর্ত্তি এবে করহ শ্রবণ। যোগীগণ চিন্তে যাহা হৃদে অনুক্ষণ॥ নীরদবরণী
দেবী অতি দিগম্বরী। রক্তমাখা দন্তপংক্তি অপূর্ব্ব সুন্দরী॥ চতুর্ভুজা
কাল-অঙ্গী ভীষণ-বদনা। পদ-ভরে ধরা কাঁপে অদ্ভুত ললনা॥ কাটারি খর্পর
শোভে করে বামভাগে। দক্ষভাগে পদ্ম আর সুতীক্ষ্ণ খড়্গাগে॥ শিরে শোভে
জটাভার কিবা তার ঘটা। চারিদিকে আলো করে সে রূপের ছটা॥ বাম পদ
শব উরে করিয়া স্থাপন। দক্ষিণ চরণ কিছু করি উত্তোলন॥ দাঁড়ায়ে আছেন
শব-হৃদয়-উপর। অট্ট অট্ট হাস্য মুখে অতি ভয়ঙ্কর॥ নাগহারে কণ্ঠ শির কিবা
শোভা পায়। জীবের বাসনা পূরে যাঁহার কৃপায়॥ দেবীর ত্রিকোণ যন্ত্র
করিয়া লিখন। তাহাতে বিধানমতে করিবে অর্চ্চন॥ উগ্রতারা পূজা যেই
করে ভক্তিভরে। প্রসন্না হয়েন দেবী তাহার উপরে॥ উর্ব্বশী নদীতে স্নান
করি যেই জন। পাণ্ডুশিলা স্পর্শ করি করয়ে গমন॥ আরোহণ করে শেষে
নীলকূটোপরে। সে জন না আসে পুন সংসার ভিতরে॥ "পুরন্দরপ্রিয়ে
দেবি উর্ব্বশী সুন্দরী। সুধাসম জলস্পর্শে ভবভয়হারী॥ সুধাসম তব বারি
করি মোরে দান। দুস্তর পাতক হতে কর পরিত্রাণ॥ অমরত্ব দেহ দেবি
ধরি তব পায়। দুর্গতি বিনাশ হয় তোমার কৃপায়॥ পুরন্দরপ্রিয়তমে কাশী-
কলাধিকে। তোমার মহিমা বল কি বলি তোমাকে॥ তব জলে স্নান আদি
করি এইক্ষণ। আমার পাতকরাশি কর বিমোচন॥" এইরূপে করি স্তুতি
স্নান অনুষ্ঠান। করিলে তাহার হয় বৈকুণ্ঠে পয়াণ॥ দ্বিভুজধারিণী দেবী
উর্ব্বশী সুন্দরী। পীনোন্নত-পয়োধরা আহা মরি মরি॥ অতসী কুসুম সম
শরীরের আভা। শ্বেতাম্বর পরিধান অতি মনোলোভা॥ সুবর্ণ কঙ্কণ শোভে

করেছে তাঁহার। সর্ব্বাঙ্গে বিরাজে কিবা রত্ন-অলঙ্কার ॥ সুবিশুদ্ধ-কলেবরা ত্রিলোকমোহিনী। যোগিজন-সিদ্ধজন-হৃদয়-হারিণী ॥ যে জন সতত করে বিভূতি কামনা। ভক্তিভরে উগ্রবীরে করিবে অর্চ্চনা ॥ গণেশ কামাখ্যা-স্থানে করে অবস্থিতি। দ্বারদেশে শোভে অগ্নি বেতাল মূরতি ॥ ইহাদের রূপ মন্ত্র করিব কীর্ত্তন। মন দিয়া শুন ওহে মহাতপোধন ॥ ওঁ নম উল্কা-মুখায় করি উচ্চারণ। সিদ্ধ গণপতি সদা করিবে অর্চ্চন ॥ মন দিয়া শুন রূপ শিব বংশধর। সিদ্ধ হয় সর্ব্ব কার্য্য কৃপায় যাঁহার ॥ গজেন্দ্র বদন দেব স্থূলিত শরীর। ত্রিলোচন চতুর্ব্বাহু লম্বিত উদর ॥ নাগযজ্ঞ উপবীত কণ্ঠে শোভে তার। শ্রবণযুগল যেন শূর্পের আকার ॥ এক দন্ত দীর্ঘ শুণ্ড স্থূল-কলেবর। দক্ষ করে শোভে দন্ত অতি ভয়ঙ্কর ॥ অপর দক্ষিণ করে নীল পদ্ম ধরে। লড্ডুক পরশু শোভে বাম দুই করে ॥ রক্তধারা দন্তমূলে হতেছে পতন। বৃহৎকায় বৃহৎস্কন্ধ মূষিকবাহন ॥ কিবা স্থূল অঙ্ঘ্রিদ্বয় অতি শোভা পায়। রক্তিমা ধরিছে দিক শরীর-প্রভায় ॥ যেই মন্ত্রে পঞ্চবক্ত্র গণেশ পূজিবে। সে মন্ত্রে ইহার পূজা সতত করিবে ॥ এখন শুনহ বলি ওহে তপোধন। অগ্নি-বেতালের রূপ করিব কীর্ত্তন ॥ জবা পুষ্প সম তার রক্তলোচন। বদন অতীব স্থূল মূরতি মোহন ॥ শিরোপরে জটাজুট কিবা তার শোভা। দ্বিভুজ বরদ দেব অতি মনোলোভা ॥ দক্ষ করে তীক্ষ্ণ ছুরী করেন গ্রহণ। বাম করে রক্তপাত্র করেন ধারণ ॥ শ্রবণে পশিলে তার সুকঠোর স্বর। ঘন ঘন থর থর কাঁপে কলেবর ॥ অগ্নিবীজ মহেশ্বরে সংযোগ করিয়া। পূজিবে ইহারে সেই মন্ত্র উচ্চারিয়া ॥ এই মন্ত্র যেই জন করে উচ্চারণ। নির্ভয়ে সর্ব্বত্র সেই করয়ে গমন ॥ এই বীজ মন্ত্রে অগ্নি-বেতালে পূজিবে। ভূতাদি-বিভীতি তার কভু না হইবে ॥ অষ্ট যোগিনীর মন্ত্র শুন দিয়া মন। একে একে সব আমি করিব কীর্ত্তন ॥ প্রত্যক্ষর বীজে কিম্বা দুর্গা-বীজ স্মরি। পূজিবে সতত অষ্ট যোগিনী সুন্দরী ॥ কালরাত্রি মন্ত্রে কাল-রাত্রিরে পূজিবে। দুর্গামন্ত্রে কাত্যায়নী সতত অর্চ্চিবে। মহামায়া-মন্ত্র পাঠ করি সাবধান। ভুবন-ঈশ্বরী সদা করিবে পূজন ॥ যে জন যোগিনী-পূজা করে অনুষ্ঠান। যোগিনীলোকেতে অন্তে সে করে পয়াণ ॥ ভস্মকূট দক্ষভাগে এক গিরিবর। দপটি তাহার নাম অতি শোভাকর ॥ কৃষ্ণবর্ণ যামা-শিলা শোভিছে তথায়। সদাকাল অবস্থিতি যমের যথায় ॥ মহিষবাহন দেব দ্বিভুজ শমন। মুকুট কিরীট শিরে অতি সুশোভন ॥ পরিধিয়া কৃষ্ণবস্ত্র অমূল্য বসন। খড়্গ তুঙ্গ রহে হস্তে করিয়া ধারণ ॥ ভয়াভয় বিতরিছে মানব নিকরে। ঘন ঘন চালে পদ মহিষ উপরে ॥ যামাবীজে শিলামূর্ত্তি করিলে পূজন। অভীষ্ট সুসিদ্ধ হয় শাস্ত্রের বচন ॥ উপান্ত বর্গের আদি বর্ণ আগে লয়ে। চন্দ্রবিন্দু তার সহ সংযোগ করিয়ে ॥ যামাবীজ স্থির করি করিবে

পূজন। মন্ত্রের উদ্ধার এই শাস্ত্রের লিখন॥ দর্পট-অচলে যেই অতি ভক্তি-
ভরে। স্থূলপদ মনে পূজা বিধিমতে করে॥ তাহার নাহিক হয় কভু সর্পভয়।
শাস্ত্রের বচন ইহা কহিনু নিশ্চয়॥ দর্পটের পূর্ব্বভাগে এক গিরিবর। বিচিত্র
তাহার নাম শোভার আকর॥ তার পূর্ব্বে ব্রহ্মগ্রাহ স্থান মনোরম। পাকগিরি
বলি তারে কহে ঋষিগণ॥ নবগ্রহ-বাসস্থান সে পাক-পর্ব্বতে। করিবে গ্রহের
পূজা তথা বিধিমতে॥ নবগ্রহ-পূজা তথা করে যেই জন। তাহার বিপদ
নাহি হয় কদাচন॥ দিনে দিনে পায় বৃদ্ধি সম্পদ তাহার। কহিলাম সত্য
সত্য শাস্ত্রের বিচার॥ যেরূপ পূজিবে চন্দ্রে আর দিনকরে। সে বিধি বলেছি
পূর্ব্বে তাপস তোমারে॥ এবে সপ্তগ্রহ-মন্ত্র করিব কীর্ত্তন। তাহাদের রূপকথা
করহ শ্রবণ॥ চতুর্ভুজ মেষোপরি মঙ্গল ধীমান। ভক্তে বরপ্রদ রক্তবস্ত্র পরি-
ধান॥ শূল শক্তি গদাবর মুদ্রা শোভে করে। চিন্তিবে এরূপে সবে মঙ্গল
দেবেরে॥ সিংহপৃষ্ঠে দেবদেব কিবা শোভা পান। বরদানে রত পীতবস্ত্র
পরিধান॥ শূল মালা অনুলেপ শোভে এক করে। অন্য করে খড়্গ চর্ম্ম মহা-
গদা ধরে॥ এ রূপে বুধেরে সদা করিবে চিন্তন। বিধিমতে পূজা তাঁর করিবে
সুজন॥ সুরাচার্য্য বৃহস্পতি কাঞ্চন আকার। পীতবস্ত্র পরিধান শোভার
আধার॥ চতুর্ভুজ দেবগুরু মোহন-মূরতি। মালা পদ্ম কমণ্ডলু বামকরে স্থিতি॥
বাম করে অহর্নিশি করে বরদান। এরূপে চিন্তিবে তাঁরে সুজন ধীমান॥
দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য শ্বেত কলেবর। পরিধান মনোহর ধবল অম্বর॥
পুস্তক অভয় বর অক্ষমালা করে। চতুর্ভুজ মহামতি কিবা শোভা ধরে॥
দৈত্যের মঙ্গল সদা করিতে বিধান। নিরন্তর শুক্রাচার্য্য রহে যত্নবান॥
শনৈশ্চর মহাকায় তপন-তনয়। ইন্দীবর সম কান্তি গৃধ্রোপরি রয়॥ পিনাক
ত্রিশূল শোভে সে কমলকরে। তীক্ষ্ণবাণ পাশ আর তাঁর শোভা ধরে॥ কাম-
বীজে মঙ্গলেরে পূজে যেই জন। গ্রহশান্তি হয় তার শাস্ত্রের বচন॥ দুর্গা-
দেবী নেত্রবীজে বুধেরে পূজিবে। তাহার মনের বাঞ্ছা অচিরে পূরিবে॥
শুক্রদেবে গাণপত্য বীজেতে পূজিলে। মনের বাসনা পূর্ণ হইবে অচিরে॥
গ্রহের নামের আদি অক্ষর লইয়া। অনুস্বার সংযোজন তাহাতে করিয়া॥
সেই বীজ ধরি পূজা করিবে সুজন। ইষ্টসিদ্ধি হবে তাহে বেদের বচন॥
চতুর্ভুজ রাহুগ্রহ খড়্গ চর্ম্মধারী। বরাভয় দুই করে বসি সিংহোপরি॥
ঘন ঘন চারিদিকে করে দৃষ্টিপাত। চিন্তিবে এরূপে তারে করি প্রণিপাত॥
পুচ্ছরূপী কেতুগ্রহ ধূম্র কলেবর। নয়ন বিশাল অতি বসে শিবাপর॥ খড়্গ
চর্ম্ম গদা বাণ শোভে চারি করে। যথাবিধি মন্ত্র বলি পূজিবে ইঁহারে॥
চিতাচলে ভক্তিযোগে করিয়া গমন। গ্রহগণে বিধিমতে পূজে যেই জন॥
ইষ্টসিদ্ধি হয় তার শান্তিলাভ হয়। ইহধামে সেই জন মহাসুখ পায়॥
অন্তকালে নিত্য ধামে করয়ে গমন। ইহাতে অন্যথা নাহি ভাব তপোধন॥

কজ্জলশৈলের পূর্ব্বে শুভ গিরিবর। শচী সহ সদা তথা রহে পুরন্দর॥
কপিল-গঙ্গিকা নামে সলিল-বাহিনী। শুভগিরি-পূর্ব্বে বহে দিবস যামিনী॥
ইহাতে করিলে স্নান জাহ্নবী সমান। ফল পেয়ে সেই সাধু দিব্য লোকে যান॥
বিরাজিছে সেই স্থানে কামাখ্যা-নিলয়। ব্রহ্মবিল নাম গুহা দক্ষিণেতে রয়॥
ব্রহ্মবিল হতে সিতা নদী বাহিরায়। কল কল রবে বহে কিবা শোভা পায়॥
সিতাজলে যেই করে স্নান আচমন। জাহ্নবী সমান ফল পায় সেই জন॥
এই হেতু নাম তার কপিল-গঙ্গিকা। গঙ্গা সম পুণ্যকরী মুকতি-দায়িকা॥
ইহার পূর্ব্বেতে শোভে দমনিকা সতী। কৃষ্ণবর্ণ যার জল বহে নিরবধি॥
জীবের পাতকরাশি করেন দমন। এই হেতু দমনিকা বলে সাধুজন॥
হবিবিন্ধা নামে নদী ইহার পূরবে। বহিতেছে নিরন্তর কল কল রবে॥
ইহাতে করিলে স্নান মহাফল হয়। জাহ্নবী সমান ফল জানিবে নিশ্চয়॥
মাঘমাসে এই জলে যেবা করে স্নান। নিশ্চয় সে জন পায় অন্তিমে নির্ব্বাণ॥
ইহার পূরবে দিব্য যমুনা বিরাজে। যার জল করে ত্রাণ মানব সমাজে॥
কার্ত্তিকে পবিত্র মাসে যদি করে স্নান। ইহ লোকে থাকি সুখে অন্তে মোক্ষ পান॥ দিব্য যমুনার মাঝে দুর্জ্জয় ভূধর। যথায় ভৈরব দেব রহে নিরন্তর॥
দাক্ষায়ণী সহ সদা আছেন কৌতুকে। ভক্তজন নিরন্তর ভাবয়ে যাঁহাকে॥
ভৈরব নামেতে তথা অপূর্ব্ব সরসী। যাহার সলিলে সব হরে দিবানিশি॥
ইহাতে করিলে স্নান শিবলোকে যায়। আর না সে জন কভু আসিবে ধরায়॥
শরাসন নামে পুরী ইহার দক্ষিণে। যাহার রূপের তুলা নাহিক ভুবনে॥
ইহার দক্ষিণে শোভে কৌতুক ভূধর। [illegible] দেবী আছে নিরন্তর॥
ইহার পূর্ব্বেতে কান্তা সলিলবাহিনী। কল কল রবে যান উত্তর বাহিনী॥
দিব্য কুণ্ড মহাকুণ্ড তথা শোভা পায়। যাহার প্রসাদে নর সুরপুরে যায়॥
ভক্তিভরে ইথে স্নান করি যেই নর। [illegible] প্রফুল্ল-অন্তর॥
জঠর-যাতনা সেই না পায় কখন। মুকতি পায় সেই শাস্ত্রের বচন॥ সন্ধ্যা-
চল মহাগিরি অতি শোভমান। কৌতুকের ঈশানেতে আছে বিদ্যমান॥
তপস্বী বশিষ্ঠ ঋষি মুনির প্রধান। করিতেন এই স্থানে তপ-অনুষ্ঠান॥
নিমির শাপেতে তিনি যাতনা পাইয়া। করেছিল মহাতপ সংযত হইয়া॥
বহুতপে তুষ্ট হয়ে দেব নারায়ণ। গরুড় আসনে তথা উপনীত হন॥ বর
পেয়ে আনন্দিত মুনির প্রধান। করিলেন তথা এক কুণ্ডের নির্ম্মাণ॥ সেই
কুণ্ডে স্নান পান করে যেই নর। অবিলম্বে পায় সেই দিব্য কলেবর॥ সুধা-
কুণ্ড নাম তার সর্ব্বলোকে জানে। করিবে যে কুণ্ডে স্নান ভক্তিযুত মনে।
তাহা হতে সন্ধ্যা নামে নদী বাহিরায়। যাহাতে করিলে স্নান দিব্য লোকে
যায়॥ রোগ নাহি থাকে তার শরীর ভিতরে। দীর্ঘজীবী সেই জন অবনী
মাঝারে॥ প্রচণ্ড ললিতা নামে আর এক নদী। সন্ধ্যাচল-পূর্ব্বভাগে বহে

নিরবধি ॥ বৈশাখের শুক্লপক্ষে তৃতীয়া তিথিতে। যেই জন করে স্নান ভক্তি-
যুত চিতে ॥ পাপরাশি হয় তার সদা বিমোচন। অনায়াসে শিবপুরে সে
করে গমন ॥ পূর্ব্বতীরে গিরি এক নামে ভগবান। লিঙ্গরূপী বিষ্ণু তথা
করে অধিষ্ঠান ॥ শুক্লপক্ষে দ্বাদশীতে বিহিত বিধানে। স্নান আদি করি
নর আনন্দিত মনে ॥ সে গিরিরে একমনে করি আরোহণ। চিন্তা করে এক
চিত্তে সেই নিত্যধন ॥ সশরীরে বিষ্ণুপুরে সেই জন যায়। আর না আসিতে
হয় তাঁহারে ধরায় ॥ প্রথমত মহাপীঠ করি দরশন। উর্ব্বশী-সলিলে স্নান
করি আচরণ ॥ এ সব নদীতে পরে করিবেক স্নান। নিশ্চয় সে জন পাবে
অন্তিমে নির্ব্বাণ ॥ শাশ্বতী নদীর পূর্ব্বে নামে দীপবতী। মনোরমা নদী এক
বহে নিরবধি ॥ দীপশিখা সম প্রভা দীপবতী ধরে। এ হেতু রাখিল
নাম অমর-নিকরে ॥ হিম সম সুশীতল বারি মনোহর। স্পর্শমাত্র সুশীতল
হয় কলেবর ॥ শৃঙ্গাট নামেতে গিরি উহার পূরবে। অতি উচ্চ মনোহর
আছে সমভাবে ॥ ভর্গলিঙ্গ তদুপরি করে অধিষ্ঠান। যাহারে পূজিলে পায়
অন্তে মোক্ষধাম ॥ ইহার নিকটে এক নদী মনোরমা। যাহার শোভার কভু
না দেখি উপমা ॥ কোমল কমল ভাসে সলিল-উপর কেলি করে হংস আদি
সুখে নিরন্তর ॥ ত্রিস্রোতা তাহার নাম সলিল-বাহিনী। কল কলরবে হয়
সাগর-গামিনী ॥ ইহাতে করিয়া স্নান পরে সেই জন। শৃঙ্গাট শিখরোপরি
করে আরোহণ ॥ অবশেষে ভর্গলিঙ্গে করয়ে অর্চ্চনা। না পায় সে জন কভু
সংসার-যাতনা ॥ পবিত্র-শরীর হয় রোগ নাহি থাকে। দেব সম সদানন্দে
থাকে ইহলোকে ॥ কামনা পূরণ তার করেন ঈশ্বর। মুক্তিপদ পেয়ে যায়
শিবের গোচর ॥ শৃঙ্গাট গিরিতে সদা দেব শূলপাণি। উমা সহ করে কেলি
দিবস যামিনী ॥ বামদেব-মন্ত্রে তপ নানা উপহারে। ভক্তের করিবে পূজা
আর চণ্ডিকারে ॥ গৃহদেবী নামে নদী অতি মনোহর। স্বর্গগা আখ্যান যার
খ্যাত চরাচর ॥ ভর্গলিঙ্গ পূর্ব্বপার্শে আছে শোভমান। সেই জলে সুরগণ
করে স্নান পান ॥ ভদ্রিকা নামে নদী ইহার অদূরে। কুমুদ কহ্লার আদি
যাহে শোভা ধরে ॥ সেই স্থানে সমবেত হয়ে দেবগণ। করিয়াছিলেন পর-
ব্রহ্ম আরাধন ॥ ইহাতে যে জন করে স্নান অনুষ্ঠান। সে জন অন্তিমে পায়
নিশ্চয় নির্ব্বাণ ॥ দেহ-অন্তে বিষ্ণুদূত বিমানে করিয়া। বিষ্ণুপদে চলি যায়
তাহারে লইয়া ॥ অতঃপর শুন বলি ওহে মুনিবর। মাটক অচলে শোভে
মান সরোবর ॥ রমণীয় সেই সরে দেব ত্রিলোচন। শৈলপুত্রী সহ সদা
ক্রীড়ায় মগন ॥ বিকসিত স্বর্ণপদ্ম শোভে সরোবরে। কারণ্ডব আদি জীব
জলকেলি করে ॥ সরসীর তিন দিকে তিন তরঙ্গিণী। বাহিরিয়া যায় চলি
দক্ষিণ-বাহিনী ॥ দিক্করিকা নামে নদী উহার পশ্চিমে। রমণীয়া বলি খ্যাত
এ তিন ভুবনে ॥ বৃদ্ধগঙ্গা নামে এক সলিলবাহিনী। জাহ্নবী সমান যিনি

পবিত্রকারিণী ॥ দিক্করিকা-মধ্য হতে লভিয়া জনম। কল-কলরবে বহে অতি মনোরম। ইহার পূর্ব্বেতে গিরিবরা শোভা পায়। স্বর্ণশ্রী বলিয়া তিনি বিদিত ধরায় ॥ কুর্ব্বতী নামেতে সর বিরাজে তথায়। আশুতোষ সদা ক্রীড়া করেন যথায় ॥ স্বর্ণবহা নামে নদী আছে সুশোভন। যথায় সতত রহে দেব ত্রিলোচন ॥ চৈত্রমাসে কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশী পেয়ে। যেই জন করে স্নান ভক্তি-যুত হয়ে ॥ দেবগৃহে বাস তার চিরদিন তরে। আর না আসিতে হয় সংসার ভিতরে ॥ বিশ্বনাথ লিঙ্গ শোভে বৃদ্ধগঙ্গাতীরে। যোনিরূপা মহামায়া কিবা শোভা ধরে ॥ পূরাকালে সেই স্থানে দেব নারায়ণ। হয়গ্রীব দানবেরে করিয়া নিধন ॥ মণিকূট অভিমুখে করেন পয়াণ। এ হেতু পরম পুণ্যকর সেই স্থান ॥ মণিকুটে ভক্তি ভাবে গিয়া যেই জন। সারদা-মন্ত্রেতে করে দুর্গার অর্চ্চন ॥ ইহলোকে ধন যশ মহাসুখ পায়। অন্তকালে দুর্গা-লোকে বিমানেতে যায় ॥ সোমনসা বৃষোদকা কামাখ্যা আখ্যান। বহুবিধ নদী তথা করে অধিষ্ঠান ॥ পরমমঙ্গলকরী কল্যাণদায়িনী। কল কল রবে সবে সাগরবাহিনী ॥ কামরূপা বৃষোদকা-পূর্ব্বে শোভা পায়। জগদম্বা মহামায়া বিরাজে যথায় ॥ দিক্করবাসিনী নাম ধরিয়া জননী। বিরাজ করেন তথা দিবস-যামিনী ॥ সিতগঙ্গা নামে নদী মঙ্গল দায়িনী। উপান্তসীমায় বহে বিমলবাহিনী ॥ সিতগঙ্গা-জলে স্নান করে যেই জন। হর-হরি ব্রহ্মাপদ করে দরশন ॥ ললিতকান্তার পদ অতি ভক্তিভরে। মনসুখে যেই জন দরশন করে ॥ তাহার পুণ্যের কথা না যায় বর্ণনা। আর নাহি পায় কভু জঠর-যাতনা ॥ লিঙ্গরূপী দেবদেব শম্ভু ভগবান। সিতগঙ্গাতটে সদা করে অধিষ্ঠান ॥ শিলারূপে শোভে তথা দেব নারায়ণ। যাঁহারে হেরিলে শুদ্ধ মানব-জীবন ॥ দিক্করবাসিনী তথা দ্বিরূপিণী হয়ে। রমণে আসক্ত সদা আনন্দে মজিয়ে ॥ তীক্ষ্ণকান্তা নামে আর পরম-রমণী। শোভিতেছে মহাদেবী অতি সুরূপিণী ॥ মঙ্গলচণ্ডিকা এই নারীর আখ্যান। ইহাঁর অপূর্ব্ব রূপ শুন মতিমান ॥ কৃষ্ণবর্ণা লম্বোদরী শিরে জটাভার। পরম-মঙ্গলকরী রূপের আধার ॥ বিধানে ত্রিকোণ যন্ত্র করিয়া নির্ম্মাণ। ন্যাসমন্ত্রে করিবেক পূজা-অনুষ্ঠান ॥ চামুণ্ডা করালা ভগা সুভগা ভীষণা। বিকটা যোগিনী অষ্টে করিবে অর্চ্চনা ॥ এইরূপে চণ্ডিকারে করিয়া পূজন। বিকটচণ্ডীর পরে করিবে অর্চ্চন ॥ তদন্তরে বিসর্জ্জন শাস্ত্রের বিধানে। করিবে সাধকবর আনন্দিত-মনে ॥ মৃণ্ময়ী মালিকা কিম্বা রুদ্রাক্ষের মালা। মঙ্গলচণ্ডীরে দিলে ঘুচে সব জ্বালা ॥ ভক্তি-ভরে নরবলি করিবে প্রদান। ইহাতে পরম তুষ্টি চণ্ডীদেবী পান ॥ মদিরা মাদক মাংস বিবিধ ব্যঞ্জন। নারিকেল চণ্ডিকারে করিবে অর্পণ ॥ প্রকৃত ললিতকান্তা মঙ্গলচণ্ডিকা। জগত-মাঝারে যিনি কল্যাণদায়িকা ॥ তাঁহার স্বরূপ বলি শুন তপোধন। ভক্তিভরে একচিত্তে করহ শ্রবণ ॥ দ্বিভুজ-

ধারিণী দেবী মঙ্গল-নিধান। বরাভয় করদ্বয়ে আছে শোভমান॥ পীতবর্ণ কলেবর রক্তপদ্মোপরি। উজ্জ্বল মুকুট শোভে মস্তক উপরি॥ ত্রিভুবনে নাহি হেরি রূপের তুলনা। যৌবনে পূরিতা ধনী প্রসন্নবদনা॥ একাক্ষরী উমামন্ত্রে উহাঁরে পূজিবে। সাধক সুসিদ্ধি তাহে নিশ্চয় পাইবে॥ গায়ত্রী পড়িয়া স্তব করি অধ্যয়ন। করিবে সাধকবর প্রীতি উৎপাদন॥ বসন্তের সিতাষ্টমী অথবা নবমী। পূজিবে চণ্ডিকাদেবী মঙ্গলদায়িনী॥ ভৌমবারে শুদ্ধাচারে সাধক সুজন। ঘটে পটে প্রতিমাতে করিবে পূজন॥ অক্ষত কুসুম গন্ধ দূর্ব্বা সহকারে। অর্পিবে ভকতিভরে মঙ্গলচণ্ডীরে॥ সাধকের মনোরথ হইবে পূরণ। দেবীলোকে সেই জন করিবে গমন॥ অতঃপর ব্রহ্মপূজা শুন মুনিবর। শ্রবণে পরম শুদ্ধ হবে কলেবর॥ ব্রহ্মবীজে ব্রহ্মযন্ত্রে করিলে অর্চ্চনা। সাধক পাইবে মুক্তি ঘুচিবে যাতনা॥ ব্রহ্মবীজে যেই জন ব্রহ্মারে পূজিবে। চিরদিন ব্রহ্মলোকে বসতি করিবে॥ ব্রহ্মার স্বরূপ এবে করহ শ্রবণ। কমণ্ডলু বামকরে করেন ধারণ॥ কমণ্ডলু পরিপূর্ণ জাহ্নবী-সলিলে। মনোহর দিব্য স্রুক শোভে দক্ষকরে॥ অন্য দক্ষকরে শোভে জপের মালিকা। জগতে বিখ্যাত যাহা কল্যাণদায়িকা॥ অন্য এক স্রুক শোভে অন্য বাম-করে। আজ্যস্থালী পুরোভাগে কিবা শোভা ধরে॥ বেদাদি পুরাণ বাম-ভাগে শোভা পায়। সাবিত্রী রূপসী নারী আছেন তথায়॥ চতুষ্কোণ যন্ত্র এক করিবে নির্ম্মাণ। অষ্টদলে যথাযুক্ত শাস্ত্রের বিধান॥ চতুর্দ্বার হবে তার শাস্ত্রের লিখন। তাহাতে ব্রহ্মার পূজা করিবে সুজন॥ আরক্ত কৌষেয় বস্ত্র করিলে প্রদান। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা তাহে অতি তুষ্টি পান॥ পায়সান্ন ঘৃত মিশ্র মতিচূর্ণ মোদক। সুবাসিত গন্ধোদক রকত চন্দন॥ এ সব ব্রহ্মারে যেবা করে নিবেদন। ব্রহ্মধামে সেই জন করিবে গমন॥ পদ্মবীজ-মালা লয়ে অতি ভক্তিভরে। ব্রহ্মমন্ত্র মহামন্ত্র যদি জপ করে॥ ইহলোকে সুখভোগে থাকে সেই জন। অন্তিমে ব্রহ্মার পুরে করিবে গমন॥ অমাবস্যা পৌর্ণমাসী সুতিথি পাইয়া। করিবে ব্রহ্মার পূজা সংযত হইয়া॥ দুর্ব্বাক্ষত-যুক্ত অর্ঘ্য করিয়া গ্রহণ। ব্রহ্মোদ্দেশে ভক্তিভাবে করিবে অর্পণ॥ অতঃপর শুন বলি ওহে তপোধন। বিষ্ণুর দ্বাদশার্ণ মন্ত্র করিব বর্ণন॥ প্রণব প্রথমে মুখে করি উচ্চারণ। নমঃ শব্দ তার পর করিবে যোজন॥ ভগবতে এই শব্দ বলিয়া বদনে। চতুর্থ্যন্ত বাসুদেব আনিবে আননে॥ দ্বাদশার্ণ মন্ত্র এই করিনু উদ্ধার। এই মন্ত্র মহামন্ত্র জগতের সার॥ পরম বৈষ্ণব যারা বিষ্ণুপরায়ণ। এই মন্ত্র সদা হৃদে করিবে স্মরণ॥ বিষ্ণু-যন্ত্র বিষ্ণু-মন্ত্র যেই জন জানে। বন্দী নাহি হয় সেই সংসার-বন্ধনে॥ বহু-বিধ বিষ্ণুরূপ শাস্ত্রেতে বাখানে। একে একে বলিতেছি তোমার সদনে॥ পূর্ণচন্দ্র সম কান্তি গরুড় বাহন। চতুর্ভুজ পীতাম্বর মূরতি মোহন॥ শঙ্খ

চক্র গদা পদ্ম শোভে করবরে। শ্রীবৎস কৌস্তুভ শোভে হৃদয়-উপরে॥ কক্ষের বামেতে করি তূণীর ধারণ। দক্ষভাগে খড়্গবর করিয়া গ্রহণ॥ কটাক্ষ বিক্ষেপ সদা করিছে নয়নে। কুণ্ডল দুলিছে কিবা যুগল শ্রবণে॥ আজানুলম্বিত বাহু গলে বনমালা। যাঁহারে হেরিলে ঘুচে সংসারের জ্বালা॥ মুকুট শোভিছে শিরে আহা মরি মরি। দেবদেব কংস-অরি বিপিন-বিহারী॥ বামভাগে শ্বেতাঙ্গিনী দেবী বীণাপাণি। দক্ষিণে কমলা শোভে কমলবাসিনী॥ এরূপ চিন্তয়ে যদি সাধক সুজন। অন্তিমে পরম পদে করয়ে গমন॥ অন্য-বিধ রূপ তাঁর করিব কীর্ত্তন। মন দিয়া শুন তাহা ওহে তপোধন॥ নীলোৎ-পলদল সম শ্যাম কলেবর। চতুর্ভুজ দীর্ঘবাহু পরম সুন্দর॥ গদা চক্র পাঞ্চ-জন্য পদ্ম শোভে করে। হেরিয়া যাহার রূপ জনমন হরে॥ এইরূপ হৃদে সদা করিলে চিন্তন। দুর্গতি তাহার যত হবে বিমোচন॥ হরির গুণের কথা না পারি কহিতে। পঞ্চমুখে পঞ্চানন না পারে বর্ণিতে॥ ব্রহ্মা আদি দেবগণ সতত ধেয়ায়। বিন্দুমাত্র ভক্তি জন্মে বহু তপস্যায়॥ জগতের আদি তিনি জীবের জীবন। সকলের প্রভু তিনি অধম-তারণ॥ নির্বিকার সদানন্দ তিনি ভগবান। সর্ব্বভূতে সদা তাঁর আছে অধিষ্ঠান॥ জগতের সার তিনি বিশ্বের আধার। ভবার্ণব পারে যেতে তিনি কর্ণধার॥ নবীন নীরদ সম শ্যামকলেবর। নবীন যৌবন তাঁর বেশ মনোহর॥ লাজ পেয়ে কামদেব রূপের আভায়। বিরহী জনের হৃদে যতনে লুকায়॥ কটিতটে পীতবাস অতি সুশোভন। রমণীয় দেহে শোভে অমূল্য রতন॥ এইরূপে তাঁর রূপ চিন্তে যেই জন। নরকের ভয় তার না রহে কখন॥ বিষ্ণুদেব নিত্যধন রূপের আধার। তাঁর হতে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারের ভার॥ এইরূপে বিষ্ণুচিন্তা হৃদয়ে করিয়া। পূজিবে ভকতগণ পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া॥ যথাবিধি যন্ত্র আদি করিয়া নির্ম্মাণ। ন্যাসাদি করিবে যত শাস্ত্রের বিধান॥ অঙ্গপূজা যথাকালে করিবে সুজন। যোগিনীগণেরে পরে করিবে পূজন॥ অস্ত্রপূজা আদি করি বিহিত বিধানে। লক্ষ্মী সরস্বতী পূজা করিবে যতনে॥ যন্ত্র মন্ত্র ভাষাচ্ছন্দে ব্যক্ত নাহি হয়। এজন্য সংক্ষেপে সব দিনু পরিচয়॥ দীপমধ্যে ঘৃতদীপ দীপের প্রধান। মলয়জ চন্দ দিবে শাস্ত্রের বিধান॥ অর্ঘ্যপাত্র ভোজ্যপাত্র হবে তাম্রময়। ইহাতে দেবতা তুষ্ট জানিবে নিশ্চয়॥ কদম্ব কুব্জক পদ্ম মনোহর জাতি। বিষ্ণুর পরম প্রিয় মল্লিকা মালতী॥ হরির উদ্দেশে দিবে তুলসী চন্দন। ইহাতে পরম তুষ্ট দেব নারায়ণ॥ এইরূপে পূজে যেই জগত-আধার। কোটি কুল সেই জন করে সমুদ্ধার॥ জনার্দ্দন সম হয়ে বিশুদ্ধ শরীরে বিমানে চড়িয়া যায় বৈকুণ্ঠ নগরে॥ বিশ্বের আধার দেব হরি এইরূপে। সতত করেন লীলা থাকি কামরূপে॥ এত বলি ব্যাস কহে শুন তপোধন। কামাখ্যার বিবরণ করিনু বর্ণন॥ অনুত্তম উপাখ্যান করিলে শ্রবণ। পাপভয় তাপত্রয়

না রহে কখন ॥ পুত্র পৌত্র ধন রত্ন সেই জন পায়। দীর্ঘজীবী হয়ে শেষে সুরপুরে যায় ॥ কামরূপ-পীঠস্থান জানে যেই জন। দিব্যজ্ঞান পায় সেই শাস্ত্রের বচন ॥ ভক্তিভাবে কামরূপ উদ্দেশ করিয়া। যাত্রা করে যেই জন স্বগৃহ ছাড়িয়া ॥ উপনীত হয়ে তথা ভক্তিযুত মনে। দেবীর অর্চ্চনা করে বিহিত বিধানে ॥ ঊর্দ্ধ দশ অধো দশ পুরুষ তাহার। দেবীর প্রসাদে হবে অচিরে উদ্ধার ॥ প্রসঙ্গে প্রসঙ্গে আমি বলিনু বিস্তর। পূর্ব্বকথা বলি এবে শুন মুনিবর ॥ পরম পুরুষ বিষ্ণু কামরূপে গিয়ে। দেবীরে করেন স্তব সানন্দ হৃদয়ে ॥ নব-ঘন নীল-রূপা ওগো ভগবতী। তোমার চরণে দেবি করি গো প্রণতি ॥ পদ-নখ শোভে তব চন্দ্রের সমান। বিজয়-দায়িনী তুমি করি গো প্রণাম ॥ ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান তোমার শরীরে। দক্ষের নন্দিনী মাগো বিদিত সংসারে ॥ কাদম্বিনী সম শোভা অতি মনোহর। দীর্ঘ কেশপাশ তব অতীব সুন্দর ॥ কিবা উরু তব দেবি অপূর্ব্ব গঠন। অবিমাত্রে স্মরি সদা তোমার চরণ ॥ চতুর্ভুজ তব দেবি কিবা শোভা পায়। তোমার করুণা সদা দেবগণ চায় ॥ দৈত্যগণ-বিনাশিনী বিজয়-দায়িনী। নমস্কার করি তোমা শুন গো ভবানী ॥ ত্রিনয়ন শোভে তব ললাট উপরে। সুধা বর্ষে সদা যেন সুরগণো-পরে ॥ [illegible] তুমি দেবী প্রসন্ন-বদনা। করুণা করিয়া মম পুরাও কামনা ॥ চন্দ্রকলা শোভে তব ললাট-উপরে। তিলক শোভিছে যেন জনমন হরে ॥ রবি-কোটি জিনি প্রভা নিরখি তোমার। বিজয়-দায়িনী দেবী করি নমস্কার ॥ চিদানন্দ-প্রকাশিনী ওগো ভগবতী। তোমার চরণে করি কোটি কোটি নতি ॥ বিধি শিব আদি করি অমর-নিকর। তব পদ চিন্তা করে হৃদয়-ভিতর ॥ ভুবনে দুর্গতিহরা গিরিজা ভবানী। বিজয়-দায়িনী দেবী চরণে নমামি ॥ ভবানী বৈষ্ণবী তুমি সর্ব্বদেবময়ী। প্রসীদ প্রসীদ দেবি সর্ব্ববিশ্বময়ী ॥ মঙ্গল-দায়িকা তুমি বিদিত সংসারে। তোমার নিগূঢ় তত্ত্ব কে বুঝিতে পারে ॥ ঈশান উপরে তুমি কর অধিষ্ঠান। তোমার চরণে আমি করি গো প্রণাম ॥

ব্যাস বলে শুন শুন ওহে তপোধন। এইরূপে স্তব করে দেব নিরঞ্জন ॥ স্তবে তুষ্টা হয়ে তবে কামাখ্যা-বাসিনী। আবির্ভূত হন আসি যথা চিন্তা-মণি ॥ ভগবানে সম্বোধিয়া কহেন তখন। কি হেতু করিছ স্তব ওহে নিরঞ্জন ॥ কি কাজ করিতে হবে করহ উত্তর। সে কাজ করিব আমি করিনু গোচর ॥ আমার বচন নাহি হইবে লঙ্ঘন। এত শুনি ভগবান কহেন তখন ॥ ভূভার হরিতে আমি ধরাতলে যাব। জানিও তাহাতে চাহি সহায়তা তব ॥ এতেক বচন শুনি কহেন ভবানী। শুন শুন মম বাক্য ওহে নীলমণি ॥ ধরা-তলে জন্ম তুমি করহ ধারণ। হইবে দেবকী গর্ভে অষ্টম নন্দন ॥ গোকুলে যশোদা-গৃহে জন্মিব আমি। নন্দের বাসনা পূর্ণ করিবে হে তুমি ॥ মথুরা নগরে আমি করি আগমন। তব শত্রু দুষ্ট কংসে করিব বঞ্চন ॥ তব জ্যেষ্ঠ

বলদেব দেবকী-জঠরে। জনম ধরিবে গিয়া কহিনু তোমারে॥ সেই গর্ভ
তথা হতে করি আকর্ষণ। রোহিণী-জঠরে লয়ে করিব স্থাপন॥ এরূপ করিব
আমি জানিবে অন্তরে। রটিবে তোমার কীর্ত্তি জগত-মাঝারে॥ এত বলি
ভগবতী হন অন্তর্ধান। শুন শুন, তার পর ওহে মতিমান॥ দেবকীর গর্ভ
দেবী করি আকর্ষণ। রোহিণী-জঠরে লয়ে করিল স্থাপন॥ দেবকীর গর্ভ-
পাত হৈল এই বলে। জনরব হৈল রাষ্ট সমস্ত নগরে॥ এদিকে নন্দের
গৃহে গোকুল নগরে। রোহিণী ধরিল গর্ভ জানিবে অন্তরে॥ যথাকালে
নন্দগৃহে সুন্দরী রোহিণী। বলরামে প্রসবিল যিনি হলপাণি॥ অতীব
মোহন রূপ ধবল বরণ। কিবা কেশ কিবা বেশ অতি বিমোহন॥ এইরূপে
বলদেব লভিলে জনম। দেবকী-জঠরে আসিলেন জনার্দ্দন॥ পূর্ব্বদিক
শোভে যথা অরুণ উদয়ে। দেবকী শোভিল তথা গর্ভবতী হয়ে॥ দেবকী
জঠরে কৃষ্ণ রহেন যখন। সেই কালে স্তব করে যত দেবগণ॥ পুরাণ পুরুষ
তুমি ওহে ভগবান। বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর তব নাহি পরিমাণ॥ অখিল বিশ্বের
পতি তুমি জ্ঞানময়। অমল ভুবননাথ ওহে দয়াময়॥ সত্যরূপী তুমি প্রভু
অনন্ত আখ্যান। তব স্তব করি মোরা পূর্ণ কর কাম॥ সুরাসুর নর নাগ
কিন্নরাদি করি। তব স্তব করে সদা বিপিন-বিহারী॥ একমাত্র ঈশ তুমি
ওহে দয়াময়। তোমার বন্দনা করি হও গো সদয়॥ তোমার ইচ্ছায় হয়
জগত সৃজন। ইচ্ছাবশে করিতেছ অখিল পালন॥ ইচ্ছাবশে পুনঃ কর
সমুদয় লয়। ইচ্ছাবশে দেহ ধর ওহে জগন্ময়॥ সম্প্রতি দেহ তুমি ধরিবার
তরে। আসিয়াছ ওহে প্রভু দেবকী-জঠরে॥ তোমার চরণে নতি করি সর্ব্ব
জন। তোমার চরণে যেন সদা রহে মন॥ যাঁহারে স্মরিলে সব দুঃখ নাশি
হন। সেই তুমি জঠরেতে হয়েছ উদয়॥ ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব কে বুঝিতে পারে।
সদা যেন মন রহে তোমার উপরে॥ ইন্দ্রাদি সকলে স্তব করি এই মতে। নিজ
নিজ বাসে যান আনন্দিত চিতে॥ এদিকে দেবকীরূপ নারী দরশনে। তাহারে
বধিতে কংস করিল মনন॥ কিন্তু পরে বিবেচনা করিয়া অন্তরে। ক্ষান্ত হৈল
বিনাশিতে দেবকী দেবীরে॥ দেবকী ও বসুদেব এই দুই জনে। বান্ধিয়া
রাখিল দুষ্ট নিগড়-বন্ধনে॥ কারাগারে লৌহাকারে করিল স্থাপন। দ্বারদেশে
বহু রক্ষী করিল রক্ষণ॥ অনন্তর ভাদ্রমাসে কৃষ্ণাষ্টমী তিথি। সেই দিন দিবা
গতে যবে অর্দ্ধরাতি॥ মৃদু মৃদু সুশীতল বহিছে পবন। আনন্দে প্রসন্নমনা
যোগী ঋষিগণ॥ কিন্নর গন্ধর্ব আর বিদ্যাধরী সবে। গাইছে নাচিছে
কত আনন্দেতে ভবে॥ শূন্যোপরে পুষ্পবৃষ্টি হয় ঘন ঘন। হেনকালে কৃষ্ণধন
লভিল জনম॥ নবদূর্ব্বাদল-শ্যাম যেন জলধর। মরি কি রূপের আভা অতি
মনোহর॥ দুলিছে কুণ্ডলদ্বয় যুগল শ্রবণে। কিবা শোভা মুখ-আভা না যায়
বর্ণনে॥ চরণে নূপুর কিবা রতনে গাঠিত। অঙ্গযষ্টি মনোহর ভূষণে ভূষিত॥

পীতবাস পরিধান অতি মনোহর। সুগন্ধি চন্দনে সিক্ত দিব্য কলেবর॥ শিখিপুচ্ছ শিরোপরি আহা মরি মরি। কিরীট শোভিছে কিবা অপূর্ব্ব মাধুরী॥ গলদেশে বনমালা কিবা শোভা পায়। ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠাম অপূর্ব্ব তাহায়॥ বিধুমুখে শোভে কিবা বঙ্কিম লোচন। বক্ষেতে শ্রীবৎসচিহ্ন অতি বিমোহন॥ চতুর্ভুজ শোভে কিবা আহা মরি মরি। শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চারি ভুজে ধরি॥ সুনন্দ করিয়া আদি পারিষদগণ। চারিদিকে বেড়ি দেবে করিছে বন্দন॥ কমললোচন কৃষ্ণে দরশন করি। বসুদেব আর সতী দেবকী সুন্দরী॥ দুইজনে জগন্নাথে করিয়া প্রণাম। করপুটে করে স্তব ওহে ভগবান॥ জানিয়াছি রমানাথ তুমি বিশ্বপতি। তুমি হে মাধব দেব শ্রীধর শ্রীপতি॥ কমনীয় কলানিধি পূর্ণ ভগবান। যাহার ভ্রূভঙ্গে হয় ত্রিলোক বিধান॥ ভূর্ভুব করিয়া আদি লোক সমুদয়। তোমা হতে সমুৎপন্ন ওহে দয়াময়॥ তোমা হতে পুনঃ হয় সে সব বিনাশ। সত্ত্বরূপী তুমি প্রভু জগতে প্রকাশ॥ অখিল-আধার সত্ত্বমূর্ত্তি সনাতন। ধরাভার নাশিবারে তোমার জনম॥ ত্রিভুবনে যত কান্তি আছে অবস্থিত। সকলি তোমার দেহে হেরি সমুদিত॥ তোমার এরূপ রূপ করিতে দর্শন। কভু না সক্ষম হবে মোদের নয়ন॥ এরূপ রূপেতে তুমি ভূভার নাশিতে। কভু না পারিবে দেব জানিবেক চিতে॥ ভক্তজনে অনুকম্পা করি বিতরণ। এ রূপ সম্বর দেব এই আকিঞ্চন॥ গোবিন্দ গরুড়ধ্বজ পুরুষ উত্তম। অলৌকিক রূপ প্রভু সম্বর এখন॥ কি করিব জনার্দ্দন আমরা এক্ষণে। কৃপা করি বল তাহা মোদের সদনে॥ এতেক বচন শুনি কহে ভগবান। শুনহ করিবে এবে যেরূপ বিধান॥ পূর্ণ ভগবান আমি প্রভু নিরঞ্জন। বালরূপে ধরাধামে আমার জনম॥ শুন শুন বসুদেব বচন আমার। আসিয়াছি দয়া করি তোমার আগার॥ এ রূপ এখন আমি করি সম্বরণ। মনোহর শিশুরূপ করিব ধারণ॥ আমারে লইয়া যাও গোকুল নগরে। সেখানে রাখিবে মোরে নন্দের আগারে॥ যেই কালে মম জন্ম হয়েছে হেথায়। সেকালে যশোদাকন্যা জন্মেছে তথায়॥ মনোহরা রূপবতী সেই কন্যা হয়। তাহারে আনিবে তুমি শুন মহাশয়॥ প্রতিনিধি-রূপে মোরে করিয়া স্থাপন। যশোদা-কন্যারে হেথা কর আনয়ন॥ কংসেরে ছলিবে তুমি এ হেন প্রকারে। বিহার করিব আমি গোকুল-নগরে॥ বহুসংখ্য দুষ্টগণে করিব বিনাশ। তব পাশে অভিলাষ করিনু প্রকাশ॥ গোকুলে যাইতে পথে যমুনা তটিনী। তোমারে দিবেন পথ সেই তরঙ্গিনী॥ অনায়াসে যাবে তুমি যমুনার পার। এবে নিদ্রাগত হের জগত সংসার॥ কংসভয়ে ভীত নাহি হও দুইজন। নিগড়-বন্ধন দেখ হয়েছে মোচন॥ অই দেখ খোলা আছে মন্দিরের দ্বার। অনায়াসে গোকুলেতে কর আগুসার॥ গোকুলে গোকুল-বাসী যত কেহ আছে। নিদ্রাগত আছে সবে কহি তব কাছে॥ কেহ কিছু না বলিবে

কহিনু তোমায়। বাসুদেব বলি মোরে ডাকিবে সবায়॥ তব নামে মম নাম হইবে প্রচার। কহিনু তোমার পাশে ওহে গুণাধার॥ বসুদেবে এত বলি দেব নিরঞ্জন। শিশুরূপ সেইক্ষণে করেন ধারণ॥ এ দিকেতে বসুদেব হয়ে দ্রুততর। অবিলম্বে চলি যান গোকুল নগর॥ শিশুকোলে উপনীত যশোদা-আগারে। দেখিলেন কন্যা এক রূপে আলো করে॥ কৃষ্ণেরে তথায় রাখি কন্যারে লইয়ে। বসুদেব গেল ফিরি আপন আলয়ে॥ যেমন আসেন ফিরি আপন আগারে। পূর্ব্ববৎ বন্দী হন পুনশ্চ নিগড়ে॥ পূর্ব্বমত বদ্ধ হৈল মন্দিরের দ্বার। কাঁদিয়া উঠিল কন্যা গৃহের মাঝার॥ সকলে জাগিল শুনি কন্যার রোদন। দুরাচার কংস আসি উপনীত হন॥ মুক্তকেশ অগ্নিসম ঘূর্ণিত-লোচন। পদাঘাতে দ্বার আসি করিল ভঞ্জন॥ বসুদেবে সম্বোধিয়া কহিতে লাগিল। দৈবকী জঠরে আজি তনয় জন্মিল॥ আমার হস্তেতে হবে তাহার মরণ। বিধির লিখন ইহা কে করে খণ্ডন॥ আমারে অর্পণ কর তোমার নন্দন। দৈবকী এতেক শুনি করেন রোদন॥ কংসপানে ধীরে ধীরে নির-খেন সতী। বলে কন্যা জন্মিয়াছে ওহে মহামতি॥ এত বলি কন্যাবদনে করে আচ্ছাদন। সবলে দুরাত্মা তারে করিল গ্রহণ। কন্যা আর [illegible] করেছে হনন। হাসিতে হাসিতে তথা [illegible]॥ কন্যারে [illegible] করে। বধ হেতু দুষ্ট কংস উত্তোলন করে॥ [illegible] যেমন। কর হতে নিয়া কন্যা করে পলায়ন॥ [illegible] আকার। অষ্ট অষ্ট হাস্য মুখে বদন বিশাল॥ অষ্ট [illegible] শোভে কিবা [illegible] বাহার। খড়্গ চর্ম্ম শূল অসি শোভে চমৎকার॥ বাণ পাশ যষ্টি আর পরশু এ চারি। শোভিতেছে করে তাঁর অপূর্ব্ব মাধুরী॥ [illegible] দেব দেবী কে করে গণন। দেবীরে করিছে স্তব করিছে অর্চ্চন॥ [illegible] ঘণ্টাশব্দ হতেছে গগনে। দশদিক নিনাদিত বাজিতেছে কাণে॥ [illegible] দেবী বলিয়া তখন। কংসেরে সম্বোধি কহে শুনরে দুর্জ্জন॥ আমারে করিবে বধ করেছ বাসনা। তুমি রে অধম দুষ্ট কিছুই বুঝনা॥ কত কহি দেবী হন আকাশ-ভারতী। তব শত্রু জন্মিয়াছে শুন দুরমতি॥ এত বলি ভারতী হন তিরো-ধান। বিমনা হইয়া কংস করে অবস্থান॥ বসুদেব দেবকীরে করিয়া বিনয়। আপন গৃহেতে শেষে গেল দুরাশয়॥ মন্ত্রণা করয়ে দুষ্ট মন্ত্রীগণ সনে। পবিত্র ভারতী-গাথা ধরম পুরাণে॥

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়

—•••••••••••—

শ্রীকৃষ্ণের জন্মে নন্দোৎসব, কৃষ্ণের বাল্যলীলা, পূতনাবধ,
শকটভঞ্জন, তৃণাবর্ত্তাদি বিবিধ অসুর সংহার,
অক্রূর সংবাদ ও কংসবধ এবং
কৃষ্ণের দ্বারকায় প্রস্থান।

ব্যাস উবাচ। প্রাক্ গোপেশ্বরো নন্দ শ্রুত্বা পুত্রজন্ম তৎ।
বভূব মমু সংহৃষ্টকে চন্দ্রদর্শে যথোদধিঃ॥
তং দৃষ্টে গোকুলে চ যশোদাপুত্রসম্ভবঃ।
বালকরূপেণ বলবান্ বাচরম্মঙ্গলোদয়ঃ॥

ব্যাস বলে শুন শুন ওহে তপোধন। বলিব তাহার পর অপূর্ব্ব কথন॥ প্রাতঃকালে গোপেশ্বর নন্দ মহামতি। শুনিয়া পুত্রের জন্ম পুলকিত অতি॥ শশিমাঝে মহোদধি উথলে যেমন। আনন্দে তাঁহার মন পূরিল তেমন॥ মহোৎসব করে কত সানন্দ অন্তরে। সংবাদ রটিল ক্রমে প্রতি ঘরে ঘরে॥ যশোদার পুত্রজন্ম শুনিয়া তখন। ঘরে ঘরে হয় কত মঙ্গল করম॥ পুত্রোৎসবে পুলকিত হইয়া সকলে। সানন্দ অন্তরে আসে নন্দের আগারে॥ গোপীগণ মনসুখে করে আগমন। বিবিধ ভূষণ অঙ্গে করিয়া ধারণ॥ অমূল্য বসন পরি আসিল সকলে। মাল্য চন্দনাদি শোভে সবার শরীরে॥ কৃষ্ণ-মুখপদ্ম সবে করে দরশন। অপূর্ব্ব লাবণ্য হেরি বিমোহিত মন॥ ধান্য দূর্ব্বা হাতে লয়ে যত গোপনারী। কৃষ্ণেরে আশীষ করে চিরঞ্জীব বলি॥ এইরূপে আশীর্ব্বাদ করিয়া সকলে। কৃষ্ণমুখ হেরে সব যেদিকে নেহারে॥ কৃষ্ণে আলিঙ্গিতে সবে করে অভিলাষ। মনে ভাবে কেহ কিন্তু না করে প্রকাশ॥ দধিভার গোপগণ করিয়া স্থাপন। কৃষ্ণেরে আশীষ করে সুখেতে তখন॥ মাথায় হরিদ্রা তৈল যত ধেনুগণে। বৎস সহ নাচে তারা আনন্দিত মনে॥ পুচ্ছ তুলি নাচে সবে দেখিতে সুন্দর। এরূপে উৎসব হয় প্রতি ঘরে ঘর॥ সদানন্দময় হৈল গোকুলনগরী। কৃষ্ণের অপূর্ব্ব লীলা যাই বলি হারি॥ বালিকা যুবতী আর কত বৃদ্ধাগণ। নন্দের আগারে আসে কে করে গণন॥ ব্রজনারী আসে কত গণিতে না পারি। আশীষ করয়ে কত কৃষ্ণমুখ হেরি॥ আনন্দে গোকুলধাম কোলাহলময়। কেহ গায় কেহ নাচে সানন্দ হৃদয়॥ অঙ্গেতে হরিদ্রা মাখে কেহ মাখে দধি। বাজনা বাজে বা কত নাহিক অবধি॥ গোপ গোপী স্থানে স্থানে সমবেত হয়ে। মঙ্গল-সংগীত গায় হরিষ-হৃদয়ে॥ অসংখ্য

অসংখ্য বিপ্র করিল ভোজন। গোপরাজ বহু অর্থ করে সমর্পণ ॥ অবাধে গোকুলে চলে মহা মহোৎসব। সুরগণ শূন্যে থাকি দেখিতেছে সব ॥ শূল-হস্তে করি দেবদেব পঞ্চানন। শূন্যোপরি পুলকেতে নাচেন তখন ॥ ঘন ঘন পুষ্পবৃষ্টি গোকুলেতে হয়। দিন দিন বাড়ে কৃষ্ণ যেন চন্দ্রোদয় ॥ এদিকে সংবাদ পেয়ে কংস দুরমতি। পাঠাইল পূতনারে অতি দ্রুতগতি ॥ কংসের আদেশে দুষ্টা গোকুলেতে যায়। কৃষ্ণের হাতেতে শেষে জীবন হারায় ॥ কৃষ্ণ হস্তে নিজ প্রাণ করি বিসর্জ্জন। মুক্ত হয়ে গেল পরে অমর-ভবন ॥ শিশু-কালে ভগবান বধিলেন তায়। তাহা দেখি গোপকুল সবিস্মিত-কায় ॥ মঙ্গল কারণে সবে করে স্বস্ত্যয়ন। কৃষ্ণলীলা বুঝিতে না পারে গোপগণ ॥ এতেক বচন শুনি জাবালি তখন। পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করে ওহে ভগবন্ ॥ কিরূপে করিল কৃষ্ণ পূতনা সংহার। সেই কথা বল মোরে করিয়া বিস্তার ॥ কেবা ছিল সে পূতনা বলহ আমারে। কি প্রকারে গেল দুষ্টা গোকুলনগরে ॥ এতেক বচন শুনি কহে দ্বৈপায়ন। শুন শুন বলিতেছি ওহে তপোধন ॥ একদা সভাতে বসি কংস দুষ্টমতি। চারিদিকে মন্ত্রীবর্গ পাত্র মিত্র আদি ॥ সহসা আকাশবাণী গগনেতে হয়। "শুন শুন কংসরাজ ওহে মহোদয় ॥ দেবকী-জঠরে জন্মে অষ্টম নন্দন। কিন্তু সে আছয়ে কোথা জান না রাজন ॥ নন্দগৃহে সেই পুত্র করে অবস্থান। কৃষ্ণ বলি বিশ্বমাঝে রটিয়াছে নাম ॥ দৈবকী-নন্দন বলি জানহ যাহারে। যশোদার কন্যা সেই আনিলে অন্তরে ॥ মায়াবলে সেই কন্যা ছলিয়া তোমায়। তব হস্ত হতে শূন্যে পলাইয়া যায় ॥ আর এক কথা বলি শুনহ রাজন। সপ্তম গর্ভের কথা অদ্ভুত কথন ॥ মনে মনে ভেবেছিলে হৈল গর্ভপাত। গর্ভপাত নহে তাহা বিষম প্রমাদ ॥ আকর্ষিণী শক্তিবলে রোহিণী-উদরে। সে গর্ভ গিয়াছে চলি জানিবে অন্তরে ॥ সে গর্ভে জন্মেছে পুত্র রাম অভিধান। তোমারে বধিবে দোঁহে ওহে মতিমান ॥" অকস্মাৎ দৈব-বাণী করিয়া শ্রবণ। চিন্তার সাগরে কংস হয় নিমগন ॥ অশনি পড়িল যেন মস্তক উপরে। যে দিকে ফিরায় নেত্র শূন্যময় হেরে ॥ কিরূপে উদ্ধার হবে করিয়া চিন্তন। পূতনারে সম্বোধিয়া কহিল তখন ॥ "আমার বচনে যাহ গোকুলনগরে। কৃষ্ণেরে মারিবে তুমি যে কোন প্রকারে ॥ হলাহল মাখি স্তনে করহ গমন। কৃষ্ণেরে করাবে পান আমার বচন ॥ তা হলে মরিবে দুষ্ট নাহিক সংশয়। তবে ত হইবে মম অন্তর নির্ভয় ॥" পূতনা কংসের ভগ্নী অতি মায়া-বিনী। স্বীকার করিল যেতে গোকুলে তখনি ॥ বিপ্রনারী-বেশ ত্বরা করিয়া ধারণ। অবিলম্বে গোকুলেতে করিল গমন ॥ মনোহর বেশ ধরে সিন্দূর কপালে। কমলবদন কিবা জনমন হরে ॥ শুভ অঙ্গে শোভে কিবা বিবিধ ভূষণ। দশদিক আলো করে অঙ্গের বরণ ॥ বক্ষোপরি উচ্চ কুচ অতি মনো-হর। তাহাতে মাখিল দুষ্টা বিষ হলাহল ॥ পদভরে ধরা কাঁপে অতি ঘন

গন। পাপীয়সী মনানন্দে করিল গমন॥ ক্ষণমধ্যে উপনীত যমুনার তীরে। গোষ্ঠ দেখি মায়াবিনী বিমুগ্ধ অন্তরে॥ মনে মনে ভাবে দুষ্টা অতি মনোহর। হেন গোষ্ঠ নাহি হেরি ভুবন ভিতর॥ বৎস সহ ধেনুগণ করে বিচরণ। অভিনব শষ্পরাশি করিছে ভক্ষণ॥ নবদূর্ব্বা কিবা শোভে আহা মরি মরি। অদূরে বিরাজে কিবা মনোহর পুরী॥ পুরীর মোহন শোভা করি নিরীক্ষণ। বুঝিতে পারিল দুষ্টা নন্দের ভবন॥ ধীরে ধীরে মৃদুপদে পুরীমাঝে যায়। তাহারে হেরিয়া সবে বিমোহিতপ্রায়॥ তাহারে হেরিয়া যত গোপনারীগণ। মনে ভাবে কেবা এই রমণী-রতন॥ গোকুলে কখন নাহি দেখিনু ইহারে। কোথা হতে আগমন কি ভাব অন্তরে॥ দেবী বা দানবী হবে বুঝিবারে নারি। গন্ধর্ব্বরমণী হবে অথবা অপ্সরী॥ মনে মনে এত চিন্তি গোপগোপীগণ। ভক্তিভাবে সবে গিয়া করিল বন্দন॥ মিষ্ট ভাষে কহে পরে শুন গো জননী। কি হেতু আসিলে হেথা বল দেখি শুনি॥ কাহার সকাশে বল তব আগমন। কে তুমি কাহার নারী বলহ এখন॥ এতেক বচন শুনি কহে মায়াবিনী। বিপ্রের রমণী আমি মথুরাবাসিনী॥ গোকুলে নন্দের গৃহ উৎসব হেরিতে। আসিয়াছি শুন সবে পুলকিতচিতে॥ শুনিলাম নন্দরাণী লভিল নন্দন। নেহারিব পুত্রমুখ এই আকিঞ্চন॥ আশীর্ব্বাদ করি পুত্রে যাইব আগারে। কহিনু মনের কথা সবার গোচরে॥ পূতনার প্রতারণা বুঝিবারে নারি। সুখের সাগরে ভাসে যশোদা সুন্দরী॥ দ্রুতগতি কৃষ্ণে আনি কোলেতে করিয়ে। পূতনার করে দিল সানন্দে ফেলিয়ে॥ কৃষ্ণেরে কোলেতে করি পূতনা তখন। চুম্বন করয়ে মুখে অতি ঘন ঘন॥ ছল করি যশোদারে মিষ্টবাক্য কয়। লভিয়াছ ভাগ্যফলে অপূর্ব্ব তনয়॥ এত বলি বিষমাখা উচ্চ পয়োধর। কৃষ্ণের মুখেতে দেয় শুন মুনিবর॥ তাহা দেখি মনে মনে হাসে নিরঞ্জন। সুধা সম স্তন শোষ করে জনার্দ্দন॥ অবশেষে পূতনারে বধিবারে তরে। স্তনেতে দিলেন টান অতি বল করে॥ এরূপে দিলেন টান দেব জনার্দ্দন। পূতনা চীৎকার করি ত্যজিল জীবন॥ বিকট আকার ধরি পড়িল ধরায়। বক্ষেতে পড়িয়া শিশু হামাগুড়ি খায়॥ পূতনা শরীর ত্যজি দিব্য দেহ ধরি। বিমানে চড়িয়া গেল অমর-নগরী॥ তাহা দেখি গোপ গোপী বিস্ময়ে মগন। নির্ব্বাক নিস্পন্দ রহে পুত্তলি যেমন॥ অমঙ্গল দেখি পরে যশোদা সুন্দরী। বিপ্রগণে ডাকি আনে অতি ত্বরা করি॥ যথাবিধি স্বস্ত্যয়ন করান তখন। পূতনারে দগ্ধ করে গোপের রাজন॥ এইরূপে পূতনারে করিয়া বিনাশ। তৃণাবর্ত্ত আদি ধ্বংস করে শ্রীনিবাস॥ শুনিয়া জাবালি পুনঃ জিজ্ঞাসে সাদরে। শুন শুন ভগবন্ নিবেদি তোমারে॥ সন্দেহ জন্মিল এক অন্তরে আমার। সন্দেহ ভঞ্জন কর ওহে গুণাধার॥ পূতনার স্তনপান করে জনার্দ্দন। প্রকাশ করিয়া বল ইহার কারণ॥ কি হেতু করিল পান বল কৃপা করি। হরির অপূর্ব্ব লীলা বুঝিবারে

নারি॥ তৃণাবর্ত্ত আদি করি যত দুষ্টগণে। বধিয়াছে জনার্দ্দন কহ মোর স্থানে॥ এত শুনি দ্বৈপায়ন কহে পুনরায়। শুন শুন বলিতেছি সকলি তোমায়॥ বলি রাজা করেছিল যজ্ঞ-অনুষ্ঠান। বামন-আকার তাহে হন ভগবান॥ বলিরে ছলিতে যান হইয়া বামন। বলির নন্দিনী ছিল রমণীরতন॥ রত্নমালা নাম তার অতি রূপবতী। বামনের রূপ হেরি বিমোহিত সতী॥ পুত্রভাবে সতী তারে করেন দর্শন। মনে মনে নিজে সতী কহিল তখন॥ আহা মরি কিবা রূপ অতি মনোহর। এরূপ লভিলে পুত্র জুড়াত অন্তর॥ কোলে করি স্তনদুগ্ধ করাতাম পান। হতেম চুম্বিয়া মুখে সুখে ভাসমান॥ মনে মনে [illegible] রূপ করয়ে চিন্তন। জানিলেন অন্তর্যামী অন্তরে তখন॥ দৈববাণীচ্ছলে হরি কহেন সতীরে। পূরিবে তোমার সাধ জনা জন্মান্তরে॥ জন্মান্তরে স্তনদুগ্ধ করিব হে পান। এত বলি শূন্যবাণী হয় [illegible]। প্রতিজ্ঞা পালন [illegible] কৃষ্ণ নিত্যধন। পূতনার স্তনপান করেন তখন॥ সেই পুণ্যে সুরপুরে [illegible] গতি। শুনিলে অপূর্ব্ব কথা ওহে মহামতি॥ এখন শুনহ তৃণাবর্ত্তের [illegible]। শুনিলে সে জন পায় পাতকে নিস্তার॥ একদিন পুত্র কোলে [illegible]। গৃহকর্ম্মে আছে ব্যস্ত ওহে মহামতি॥ কোলেতে নিদ্রিত হন দেব [illegible]। যশোদা রাখিতে কোলে না হন সক্ষম॥ গৃহমধ্যে শয্যাতলে শোয়াইল [illegible]। শয্যাতলে শিশু নিদ্রা যায় অকাতরে॥ পুত্রেরে রাখিয়া ঘরে যশোমতী সতী। জল আনিবারে করে যমুনাতে গতি॥ এদিকে কংসের আজ্ঞা [illegible] পরে। তৃণাবর্ত্ত দৈত্য আসে গোকুল নগরে॥ বায়ুরূপ ধরি দুষ্ট করে [illegible] মন। যশোদার গৃহে গিয়া পশিল তখন॥ বায়ুতে [illegible] সেই পাপাচারী। কৃষ্ণেরে তুলিয়া লয় শূন্যের উপরি॥ গগনে উঠিল দৈত্য [illegible] আকার। অদৃশ্য স্থানেতে গতি করে দুরাচার॥ তাহা দেখি [illegible] নিত্যধন। গলা চাপি তৃণাবর্ত্তে করেন নিধন॥ হরির করেতে প্রাণ ত্যজি দুরাচার। বিমানে চড়িয়া গেল গোলোক আগার॥ এদিকে যশোদা সতী আসিয়া আগারে। পুত্রে না হেরিয়া কান্দে ব্যাকুল অন্তরে॥ কাতর হইয়া সতী করেন রোদন। গোপ গোপী সবে হৈল ব্যাকুলিতমন॥ [illegible] সবে করে চারিভিতে। অকস্মাৎ দেখে পুত্র অপর ঘরেতে॥ আনন্দে কোলেতে নিল নন্দ মহামতি। বিসর্জ্জিল আনন্দাশ্রু যশোমতী সতী॥ রোহিণী আনন্দে কৃষ্ণে কোলেতে লইয়ে। স্নেহভরে চুম্বে কত সানন্দ হৃদয়ে॥ স্বস্ত্যয়ন করে সবে আনন্দে তখন। বিপ্রগণে দান করে অসংখ্য রতন॥ তীর্থজলে কৃষ্ণধনে করাইল স্নান। তৃণাবর্ত্তনাশ-কথা বলিনু ধীমান॥ জাবালি জিজ্ঞাসে পুনঃ ওহে ভগবন্। তৃণাবর্ত্ত দৈত্য পূর্ব্বে ছিল কোন্ জন॥ হরির হাতেতে হৈল কি হেতু সংহার। দিব্যগতি হৈল বল কেন বা তাহার॥ শুনিয়া পুনশ্চ কহে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। শুন শুন বলিতেছি ওহে তপোধন॥

সহস্রাক্ষ নামে রাজা ছিল পূর্ব্বকালে। সহস্র রমণী সহ রহে কুতূহলে॥ পাণ্ডাদেশে রাজ্য করে সেই নরপতি। দৈবের ঘটনা দেখ ওহে মহামতি॥ রমণীগণেরে লয়ে সেই নরবর। রঙ্গরসে অতি মত্ত রহে নিরন্তর॥ স্থানে স্থানে নারীগণে সঙ্গেতে করিয়ে। বিহার করয়ে নৃপ সানন্দ হৃদয়ে॥ গন্ধমাদনের প'রে পুষ্পভদ্রা নদী। একদিন সেই স্থানে যায় নরপতি॥ সহস্র মুরতি রাজা করিয়া ধারণ। সহস্র নারীর সহ করেন রমণ॥ তার পর জল-কেলি করেন হরিষে। নারীগণ বিবসনা মজি রঙ্গরসে॥ সহসা দুর্ব্বাসা মুনি শঙ্করে পূজিতে। গমন করিতেছিল কৈলাসের পথে॥ পথিমাঝে নৃপ-তিরে করেন দর্শন। মদনে মাতিয়া রাজা আছেন তখন॥ মুনিরে প্রণাম নাহি করে নরপতি। তাহা দেখি মুনিবর রোষাবিষ্ট অতি॥ ঘন ঘন কাঁপে অঙ্গ আরক্ত নয়ন। মুখে নাহি বাক্য সরে অস্থির তখন॥ রাজারে সম্বোধি কহে ওরে দুরাচার। কামে মত্ত হয়ে তব এ হেন ব্যাভার॥ নিজের মঙ্গল বাঞ্ছা নাহি কর মনে। সমুচিত ফল পাবে ইহার কারণে॥ দানবকুলেতে জন্ম হইবে তোমার। বহুদিন রবে হয়ে অসুর-আকার॥ গোকুলে জনম লবে দেবদেব হরি। তাহারে লইবে তুমি বায়ুরূপ ধরি॥ হরির পরশে মুক্তি হইবে তোমার। শুন শুন নারীকুল বচন আমার॥ আমার বচনে জন্ম লহ দৈত্যকুলে। চিরকাল থাক গিয়া এই পাপফলে॥ এত বলি তপোধন করেন গমন। এদিকেতে নরপতি বিষাদিতমন॥ অবশেষে অগ্নিকুণ্ড করি নর-পতি। প্রবেশ করেন তাহে হয়ে দুঃখমতি॥ নারীগণ অগ্নিমাঝে পশিল তখন। সকলে আপন প্রাণ দিল বিসর্জ্জন॥ তৃণাবর্ত্ত-রূপে জন্মে সেই নর-পতি। হরির পরশে শেষে লভিল সুগতি॥ শুনিলে অপূর্ব্ব কথা ওহে তপো-ধন। শকটভঞ্জন এবে করহ শ্রবণ॥ একদিন কৃষ্ণকোলে যশোমতী সতী। গৃহকর্ম্ম করিতেছে তাহে ব্যস্ত অতি॥ অকস্মাৎ গোপীগণ করে আগমন। শয্যাতে কৃষ্ণেরে রাণী শোয়াল তখন॥ সকলেরে সম্বর্দ্ধনা করেন সাদরে। ভোজন করান সবে একান্ত অন্তরে॥ সবারে দিলেন বস্ত্র আর অলঙ্কার। সন্তুষ্ট হইল সবে লভি পুরস্কার॥ অকস্মাৎ নিদ্রাভঙ্গে উঠে কৃষ্ণধন। ক্ষুধায় কাতর হয়ে করেন রোদন॥ গৃহকর্ম্মে অন্যমনা ছিল যশোমতী। কৃষ্ণের রোদন নাহি শুনিলেন সতী॥ ক্রোধেতে শ্রীহরি করে নিক্ষেপ চরণ। বৃহৎ শকট তাহে হইল ভঞ্জন॥ দধি দুগ্ধ বহুদ্রব্য আছিল তাহায়। শকট ভাঙ্গিয়া সব গড়াগড়ি যায়॥ সেই স্থানে শিশুগণ খেলিতে আছিল। ধেয়ে গিয়ে যশোদারে সকলি কহিল॥ দ্রুতগতি যশোমতী করে আগমন। দেখে শিশু উচ্চৈঃস্বরে করিছে রোদন॥ শকট পতিত আছে হইয়া ভঞ্জন। দেখি যশোমতী সতী বিস্ময়ে মগন॥ ব্যস্ত হয়ে কৃষ্ণধনে করিলেন কোলে। স্তনদুগ্ধ দেন মুখে অতি স্নেহভরে॥ গোপ গোপী সবে হয় বিস্ময়ে মগন। দুগ্ধপোষ্য বালকের হেন

আচরণ ॥ মনে মনে নন্দগোপ হইয়া বিস্ময় । দ্বিজগণে ডাকি আনে আপন আলয় ॥ সত্তায়ন করে কত বিহিত বিধানে । দ্বিজগণে দান করে অতীব যতনে ॥ কৃষ্ণের অপূর্ব্ব লীলা করিনু কীর্ত্তন । এইরূপে শিশুকালে দেব নিরঞ্জন ॥ বহু বহু দৈত্যগণে করিয়া বিনাশ । রাম কৃষ্ণ নামে দোঁহে হলেন প্রকাশ ॥ বলিনু তোমার পাশে ওহে তপোধন । আর কি শুনিতে বাঞ্ছা বলহ এখন ॥ পুরাণে অমৃত কথা সুধার আধার । শুনিলে সে জন যায় ভবসিন্ধু পার ॥

ঊনপঞ্চাশৎ অধ্যায় ।

বকাসুর ও প্রলম্বাদি দৈত্য সংহার, গোপগোপী সহ কৃষ্ণের বৃন্দাবনে বাস, বৃন্দাবনের যাবতীয় লীলা, কৃষ্ণ বলরামের মথুরাগমন, কুব্জাসংবাদ, রজকবধ, বহুসংখ্য মল্লনাশ, কংসবধ ও কৃষ্ণের সবান্ধবে দ্বারকায় গমন ।

ব্যাস উবাচ । ততস্তৌ প্রাপ্তনামানৌ রামকৃষ্ণৌ শুভাবিতি ।
গোপানাং মন্ত্রণাদেব বৃন্দারণ্যং প্রজগ্মতুঃ ॥
যত্র গোবর্দ্ধনো নাম গিরির্যমুনযান্বিতঃ ।
বিমলৈঃ সলিলৈঃ পূর্ণা যমুনা তটিনী শুভা ॥

জাবালি জিজ্ঞাসে পুনঃ ওহে ভগবন্ । শুনিনু তোমার মুখে অপূর্ব্ব কথন ॥
। পর কি করিল দেবদেব হরি । বিস্তার করিয়া তাহা কহ কৃপা করি ॥
শুনি কহে পুনঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন । শুন শুন কৃষ্ণলীলা ওহে তপোধন ॥
দিন রামকৃষ্ণ শিশুগণ সনে । খেলিতে খেলিতে যান গহন কাননে ॥
সঙ্গে ধেনুগণ করিছে গমন । নব নব দুর্ব্বাদল করিছে ভক্ষণ ॥ ক্রমে ক্রমে মধুবনে পশিল সকলে । সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গে রঙ্গে ধেনুগণ চলে ॥ সেই বনে বকদৈত্য করে অবস্থান । ভীষণ মূরতি তার ওহে মতিমান ॥ শিশুগণে সেই দুষ্ট করি দরশন । বদন ব্যাদান করি করে আগমন ॥ তাহা দেখি ভয়ে ভীত বালক-নিকরে । চীৎকার করিয়া সবে কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥ অক্ষয় অর্পিয়া সবে দেব নিরঞ্জন । বকের সম্মুখে আসি উপনীত হন ॥ কৃষ্ণেরে নেহারি বক অতি রোষভরে । বদন ব্যাদান করি ধায় গিলিবারে ॥ অমনি শ্রীকৃষ্ণ তার ধরি চঞ্চুদ্বয় । দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলে দেব দয়াময় ॥ তাহা দেখি সবিস্ময় হৈল শিশুগণ । আনন্দে সকলে গৃহে করিল গমন ॥ এইরূপে বকাসুরে করিয়া

নিধন। কাননের ভয় হরি করে বিনাশন॥ একদিন জনার্দ্দন খেলিতে খেলিতে। তালবনে যান ক্রমে বালক সহিতে॥ প্রলম্ব নামেতে দৈত্য তথায় আছিল। কৃষ্ণেরে হেরিয়া দুষ্ট ধাইয়া আসিল॥ বৃষরূপী সেই দৈত্য ভীষণ আকার। শিশুগণে মারিবারে হয় আগুসার॥ ভয় পেয়ে শিশুগণ করয়ে রোদন। আশ্বাসবচনে শান্ত করে জনার্দ্দন॥ আশ্বাসিয়া দেবদেব বৈকুণ্ঠ-বিহারী। ঊর্দ্ধেতে তুলিল দৈত্যে শৃঙ্গদ্বয় ধরি॥ ঘূরায়ে ঘূরায়ে তারে ফেলেন ধরায়। আছাড় খাইয়া দৈত্য পরাণ হারায়॥ তাহা দেখি হর্ষে মগ্ন যত শিশুগণ। কৃষ্ণের চরণে সবে লভিল শরণ॥ দেবগণ শূন্যে থাকি আনন্দে মগন। ঘন ঘন পুষ্পবৃষ্টি করে বরিষণ॥ দুই দৈত্য এইরূপে দেহ পরিহরি। বৈকুণ্ঠে চলিয়া গেল বিমানেতে চড়ি॥ কে বুঝিবে হরি-তত্ত্ব অতি চমৎকার। ভবের কাণ্ডারী তিনি জগতের সার॥ এইরূপে দৈত্যবধ করি কৃষ্ণধন। শিশু-গণ সহ গৃহে করেন গমন॥ এ সব অদ্ভুত কাণ্ড করি দরশন। গোপ গোপী সবে হৈল ভয়াকুলমন॥ মনে মনে ভাবে সবে এ কিবা ঘটিল। গোকুলে দৌরাত্ম্য বহু ঘটিতে লাগিল॥ এত ভাবি পরামর্শ করে সবে সার। এ স্থান ছাড়িয়া যাব নিশ্চয় এবার॥ নিরন্তর ভয় হয় গোকুল ভবনে। কিরূপে থাকিব বল এইরূপ স্থানে॥ গোচারণ করা হয় আমাদের রীতি। ছাড়িতে না পারি তাহা নিশ্চয় ভারতী॥ এ স্থান ছাড়িয়া সবে চল বৃন্দাবনে। অতি মনোরম স্থান সকলেই জানে॥ এরূপ মন্ত্রণা করি গোপ গোপীগণ। গোকুল ত্যজিয়া সবে করিল গমন॥ নিজ নিজ দ্রব্য যত শকটেতে পূরি। আনন্দে চলিল সবে বৃন্দাবনপুরী॥ রামকৃষ্ণ দুই জন মঙ্গল-আলয়। চলিলেন বৃন্দা-বনে সুখে ভ্রাতৃদ্বয়॥ গোবর্দ্ধন গিরি তথা অতি মনোহর। যমুনার শব্দ কিবা শ্রুতি-সুখকর॥ বিমল সলিলে পূর্ণা যমুনা তটিনী। কল কল রবে সদা হতেছে বাহিনী॥ আনন্দে চলিল সবে বৃন্দাবন বনে। কেহ গায় কেহ নাচে প্রফুল্লিতমনে॥ ধেনুগণ বৎস সহ মহাবেগে ধায়। হম্বারবে ঘন ঘন পিছু-দিকে চায়॥ বহুসংখ্য দ্বিজগণ করিল গমন। নানা যানে নানা লোক কে করে গণন॥ ক্রমে ক্রমে সবে আসি হৈল উপনীত। বৃন্দাবন বন হেরি সবে পুলকিত॥ নব নব শস্যক্ষেত্র করি দরশন। আনন্দে ভাসিল যত গোপ-গোপী-গণ॥ বিশ্রাম করয়ে কেহ তরুতলে বসি। কেহ চিন্তা করে দেখি সমাগত নিশি॥ গৃহ নির্ম্মাণের জন্য যত গোপগণ॥ দ্রুতগতি ব্যস্ত হয়ে করে আয়োজন॥ তাহা দেখি কালশশী নিবারে সবায়। বলে অদ্য ক্ষান্ত রহ আমার কথায়॥ বনদেবী-পূজা আজি করহ যতনে। প্রভাতে করিবে যাহা আছে নিজমনে॥ এতেক বচন শুনি যত গোপগণ। দ্রুতগতি সবে করে পূজা আয়োজন॥ ধূপ দীপ আদি করি আনিয়া সাদরে। বনদেবী-পূজা করে অতি ভক্তিভরে॥ বনদেবী-পূজা আর ভিন্ন কিছু নয়। চণ্ডিকার পূজামাত্র ওহে

মহোদয়॥ বিধামে চণ্ডীর পূজা করিয়া সাধন। চণ্ডীর প্রসাদ সবে করিল ভোজন॥ পথশ্রমে ছিল সবে অতীব কাতর। নিদ্রিত হইল সবে ওহে মুনি-বর॥ তরুতলে কেহ কেহ ঘুমে অচেতন। নব দুর্ব্বোপরি কেহ করিল শয়ন॥ কেহ কেহ শূন্যমাঠে শুইয়া হরিষে। নিদ্রিত হইল সুখে মনের উল্লাসে॥ হরির অপূর্ব্ব লীলা দেখ চমৎকার। তাঁহার যতেক মায়া জগতে প্রচার॥ নিদ্রাগত হৈল সবে নিশায় যখন। বিশ্বকর্ম্মা দেবে কৃষ্ণ করেন স্মরণ॥ স্মৃতিমাত্র বিশ্বকর্ম্মা উপনীত হয়। বলে প্রভু কিবা আজ্ঞা কহ দয়াময়॥ কৃষ্ণ বলে শুন ওহে আমার বচন। অপূর্ব্ব নগরী এক করহ গঠন॥ রাত্রিমধ্যে নিরমিবে আমার বচনে। গোলোক সদৃশ হবে কহি তব স্থানে॥ হরির আদেশ ধরি নিজ শিরোপর। বিশাই হইল ব্যস্ত নির্ম্মাইতে ঘর॥ বিশ্বকর্ম্মা নারায়ণে করিয়া স্মরণ। গড়িতে লাগিল পুরী অতি বিমোহন॥ সারি সারি রত্নস্তম্ভ গড়িল সুন্দর। রত্নের সোপান হৈল অতি মনোহর॥ সুচিত্র পুত্তলি কত করিল স্থাপন। দ্বারেতে কবাট হৈল সুন্দর গঠন॥ স্থানে স্থানে কত মঞ্চ গড়িল বিশাই। অগণন গৃহ কত লেখাজোখা নাই॥ এরূপে নগরী হৈল বৃন্দাবন বন। পুষ্পবন শোভে কত কে করে গণন॥ এইরূপে পুরী করি অতি আনন্দে। বিশাই চলিয়া গেল আপন ভবনে॥ হরির অপূর্ব্ব মায়া কে বুঝিতে পারে। তাঁহার মায়ায় পুরী হইল সংসারে॥ রাত্রিকালে নিদ্রাগত ছিল গোপগণ। প্রভাতে উঠিয়া সবে বিস্ময়ে মগন॥ দেখে সবে আছে নব পুরী মনোহর। রাতারাতি কে গড়িল এমন সুন্দর॥ ফলফুলে সুশোভিত আছে তরুগণ। এ হেন করম রাত্রে কৈল কোন্ জন॥ বন উপবন শোভে অতি মনোহর। সরোবর-জলে খেলা করে জলচর॥ এ মায়া কাহার মোরা বুঝি-বারে নারি। বোধ হয় কোন শত্রু করিয়াছে পুরী॥ মোদের বিনাশ হেতু যত দৈত্যচয়। নির্ম্মিয়াছে এই পুরী নাহিক সংশয়॥ কেন বা ত্যজিনু মোরা গোকুলনগর। এখন কোথায় যাই ভাবিয়া কাতর॥ এইরূপ চিন্তাকুল যত গোপগণ। বৃদ্ধ এক হেনকালে কহিল বচন॥ কেন সবে চিন্তা কর নিজ মনে মনে। কৃষ্ণের মায়ায় পুরী হয়েছে এখানে॥ যাঁহার ইচ্ছায় হয় বিশ্বের সৃজন। যাঁহার ইচ্ছায় হয় প্রলয় ঘটন॥ সেই কৃষ্ণ মায়াময় সর্ব্ববিশ্বময়। তাঁহার ইচ্ছায় পুরী হয়েছে নিশ্চয়॥ এত বলি সব গোপ চারিদিকে চায়। প্রতিদ্বারে নাম লেখা দেখিবারে পায়॥ যেই গৃহে যেই গোপ করিবে বসতি। দ্বারে তার নাম লেখা আছে মহামতি॥ তাহা দেখি গোপগণ আনন্দে মগন। আপন আপন গৃহে পশিল তখন॥ উৎসবে পূরিত হৈল বৃন্দাবন-বন। বন গিয়া হৈল পুরী অতি বিমোহন॥ আনন্দে করিল সবে তথা অবস্থিতি। জনার্দ্দন করে লীলা আনন্দিতমতি॥ একদা শ্রীকৃষ্ণ পশে কানন ভিতর। সঙ্গে সঙ্গে শিশুগণ চলে বহুতর॥ খেলিতে খেলিতে যায় গহন কাননে।

ক্ষুধার্ত্ত হইয়া রহে বিশুষ্ক বদনে॥ কৃষ্ণেরে কহিল সবে শুন গদাধর। ক্ষুধায় আকুল মোরা জ্বলিছে জঠর॥ শীঘ্র খাদ্য দেহ সবে তা না হলে মরি। এত শুনি কহে তবে বিনোদ-বিহারী॥ শুন শুন শিশুগণ আমার বচন। বনমাঝে বাস করে বহু বিপ্রগণ॥ দয়ার আধার তারা বিচক্ষণ অতি। সবে মিলি সেই স্থানে যাহ দ্রুতগতি॥ বিপ্রগণ যজ্ঞকার্য্য করে অনুষ্ঠান। তাদের নিকটে শীঘ্র করহ পয়াণ॥ যদি তারা কোন কথা নাহি শুনে কাণে। তার পর যাবে বিপ্রনারীগণ স্থানে॥ বলিবে শ্রীকৃষ্ণ বলদেব দুই জন। বনমাঝে ক্ষুধাকুল আছয়ে এখন॥ তাহা শুনি বিপ্রাগণ অবশ্য অর্পিবে। তাহা হলে সবাকার ক্ষুধাশান্তি হবে॥ এত শুনি দ্রুতগতি যত শিশুগণ। দ্বিজগণ-পাশে তবে করিল গমন॥ বলিল নিকটে তারা ওহে বিপ্রগণ। ক্ষুধার্ত্ত সবারে অন্ন করহ অর্পণ॥ বিপ্রগণ যজ্ঞকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিল। শিশুদের বাক্য কর্ণে কিছু না শুনিল॥ তাহা দেখি শিশুগণ অতি দ্রুতগতি। বিপ্রনারীগণ-পাশে করিলেক গতি॥ নারীগণ-পাশে সবে করিয়া গমন। বলিল শুনহ সবে মোদের বচন॥ রামকৃষ্ণ আছে দোঁহে কানন-মাঝারে। আমরা আসিনু সবে সবার গোচরে॥ ক্ষুধাতুর রামকৃষ্ণ আর শিশুগণ। কৃপা করি অন্ন সবে করহ অর্পণ॥ এত শুনি নারীগণ জিজ্ঞাসে সবায়। তোমাদের রামকৃষ্ণ আছেন কোথায়॥ শীঘ্র করি চল মোরা অন্ন আদি দিব। দোঁহারে অর্পিয়া মোরা আনন্দে ভাসিব॥ এত বলি স্বর্ণপাত্রে লইয়া ওদন। শিশুগণ সহ সবে করিল গমন॥ উপনীত সবে গিয়া কানন-মাঝারে। রামকৃষ্ণ-রূপ সবে নয়নে নেহারে॥ কৃষ্ণের মোহন রূপ করি দরশন। প্রণাম করিল পদে যত নারীগণ॥ তার পর স্তব করে বিনয় বচনে। স্তব শুনি জনার্দ্দন আনন্দিত-মনে॥ বলিলেন শুন শুন বিপ্রনারীগণ। বর মাগ যাহা ইচ্ছা সবার এখন॥ বিপ্রাগণ কহে শুন ওহে দয়াময়। মুক্তিবরে বাঞ্ছা মাত্র আর কিছু নয়॥ তথাস্তু বলিয়া হরি কহেন তখন। রক্ষপাত্রে শিশুগণ করহ ভোজন॥ এত শুনি সারি সারি বসিল সকলে। মধ্যস্থলে রামকৃষ্ণ বসে কুতুহলে॥ স্বর্ণথালে অন্ন আদি লয়ে নারীগণ। সানন্দে সবার পত্রে করিল অর্পণ॥ সতৃপ্তি আহার করি শিশুরা সকলে। আচমন করি বসে মনকুতুহলে॥ দেখিতে দেখিতে শূন্যে আসিল বিমান। কৃষ্ণ-অনুচর সবে তাহে অধিষ্ঠান॥ বিপ্রাগণে রথোপরি লইয়া সাদরে। শূন্যভরে লয়ে গেল গোলোক-নগরে॥ এইরূপে নারীগণে করিয়া মোচন। শিশু সহ কৃষ্ণ রাম আসিল ভবন॥ তার পর একদিন কৃষ্ণ দয়াধার। প্রভাতে উঠিয়া যান কানন-মাঝার॥ শিশুগণ ধেনু লয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলে। বলরাম সেই দিন গেছে অন্যস্থলে॥ শিশুগণ সহ কৃষ্ণ করিল গমন। কালীয় হ্রদের কাছে উপনীত হন॥ বিষম কালীয় সাপ হ্রদের মাঝারে। বাস করে নিরদয় ভীষণ আকারে॥ তাহার বিষেতে জল অতি বিষময়।

স্পর্শমাত্র হবে তার জীবন সংশয়॥ গাভীগণ তৃষাতুর হইয়া তখন। সেই জল পান করি ত্যজিল জীবন॥ কোন কোন শিশুগণ জলপান করি। ভাসিতে লাগিল সবে সলিল উপরি॥ তাহা দেখি অবশিষ্ট যত শিশুগণ। কৃষ্ণের নিকটে গিয়া করিল রোদন॥ শ্রীকৃষ্ণ অভয় দিয়া হ্রদপাশে গিয়ে। বাঁচায়ে দিলেন সবে সানন্দ হৃদয়ে॥ তাহা দেখি মহাহৃষ্ট যত শিশুগণ। কৃষ্ণ কিন্তু মনে মনে করেন চিন্তন॥ দুরাত্মা কালীয় হ্রদে করে অবস্থিতি। ইহার বিনাশ হয় সমুচিত অতি। নৈলে বৃন্দাবন ক্রমে হবে ছারখার। এত বলি ঝাঁপ দেন হ্রদের মাঝার॥ দেখিতে দেখিতে জলে হলেন মগন। তাহা দেখি শিশুগণ করয়ে রোদন॥ এদিকে কালীয় দুষ্ট কৃষ্ণেরে নেহারি। লয়ে আসে সর্পগণে নিজ সঙ্গে করি॥ ঘন ঘন কৃষ্ণ-অঙ্গে করয়ে দংশন। তাহে মনে মনে হাসে বিপদভঞ্জন॥ এদিকে যশোদা সতী আছেন আগারে। অমঙ্গল কত তিনি ভাবেন অন্তরে॥ ঘন ঘন কাঁপে তাঁর দক্ষিণ নয়ন। তাহা দেখি উচ্চৈঃস্বরে করেন রোদন॥ বলে আজি মম ভাগ্যে কিবা বুঝি ঘটে। রামেরে ছাড়িয়া কৃষ্ণ গিয়াছেন গোঠে॥ এত শুনি সবে মিলি গোপ গোপীগণ। কৃষ্ণে অন্বেষিতে সবে করয়ে গমন॥ এ বন সে বন খুঁজি সকলে চলিল। কালীয় হ্রদের কাছে আগত হইল॥ দূর হতে দেখে সতী যত শিশুগণ। অধোমুখে বসি সবে করিছে রোদন॥ তাহা দেখি দ্রুতগতি যাইল তথায়। জিজ্ঞাসিল কৃষ্ণধন আমার কোথায়॥ শিশুগণ বলে হায় বিধি নিরদয়। হ্রদমাঝে ঝাঁপ দিল কৃষ্ণ দয়াময়॥ তাহা শুনি মূর্চ্ছাগত যশোমতী সতী। নন্দ আদি ব্যাকুলিত হইলেন অতি॥ ক্ষণ পরে সংজ্ঞা পেয়ে নন্দের গৃহিণী। কান্দিয়া বলেন সতী কোথা নীলমণি॥ কি দোষে হরিলি বিধি অমূল্য রতন। এ ছার জীবনে মম কিবা প্রয়োজন॥ এত বলি দ্রুতগতি যশোমতী ধায়। কালীয় হ্রদের মাঝে ঝাঁপিবারে যায়॥ গোপ গোপী সবে তাঁরে ধরিল তখন। সবার নয়নে বারি হতেছে বর্ষণ॥ হেনকালে বলদেব আসিয়া তথায়। প্রবোধবচনে শান্ত করেন সবায়॥ বলে সবে স্থির হও কি হেতু এমন। শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বের মূল জগত-জীবন॥ তাঁহারে নাশিতে পারে হেন শক্তি কার। এখনি উঠিবে ভাই শ্রীকৃষ্ণ আমার॥ রামের প্রবোধ-বাক্য করিয়া শ্রবণ। ধৈর্য্য ধরি রহে কষ্টে গোপগোপীগণ॥ এদিকে কালীয় সর্প অতীব দুর্জ্জয়। কৃষ্ণেরে গিলিয়া ফেলে সেই দুরাশয়॥ তাহা দেখি মনে মনে হাসি জনার্দ্দন। ব্রহ্মতেজ জঠরেতে প্রকাশে তখন॥ তাহে দগ্ধীভূত হয় কালীয়-জঠর। উদগার করিয়া কৃষ্ণে ফেলিল সত্বর॥ আঘাত করিয়া কৃষ্ণে তাহার দশন। ভাঙ্গিয়া গিয়াছে সব ওহে তপোধন॥ শক্তি আর নাহি তার জীর্ণ কলেবর। মস্তকে উঠিয়া তার বসে গদাধর॥ কৃষ্ণেরে বহিতে সর্প না হয় সক্ষম। ঘন ঘন রক্তপুঞ্জ করয়ে বমন॥ তাহা দেখি ভীত হয়ে যত নাগকুল। পলাইয়া

যায় সবে নাহি দেখে কূল ॥ সুরসা পতির দশা করি দরশন। বিনয়ে কৃষ্ণেরে স্তব করিছে তখন ॥ অজ্ঞান আমার পতি ওহে দয়াময়। ক্ষমা কর নিরঞ্জন ওহে বিশ্বময় ॥ যেমন করম ফল লভিল তেমন। নিজগুণে ক্ষম এবে ওহে নিরঞ্জন ॥ এইরূপে স্তব করে নাগিনী রূপসী। স্তবে তুষ্ট হয়ে তবে নামে কালশশী ॥ সর্পের মস্তকে হস্ত বুলায়ে তখন। কহিলেন শুন এবে আমার বচন ॥ রহিল আমার পদচিহ্ন শিরোপরে। ইহাতে আঘাত যদি কোন জীব করে ॥ মহাপাপে লিপ্ত হয়ে সেই দুরজন। অন্তিমে নরক-কুণ্ডে করিবে গমন ॥ এখন আমার বাক্য শুন দুই জনে। বর মাগ যাহা বাঞ্ছা দোঁহাকার মনে ॥ ভুজগদম্পতী কহে করিয়া বিনয়। আর কোন বরে বাঞ্ছা নাহি দয়াময় ॥ সদা যেন রহে মন তোমার চরণে। কৃপা কর ওহে দেব এই দুই জনে ॥ তথাস্তু বলিয়া কৃষ্ণ কহেন তখন। আমার বচন দোঁহে করহ শ্রবণ ॥ এস্থান ছাড়িয়া দোঁহে যাহ দ্রুতগতি। রমণকে গিয়া সবে করহ বসতি ॥ নিজ জাতি সর্পগণে সঙ্গেতে করিয়ে। সুখে বাস কর তথা সানন্দ হৃদয়ে ॥ কৃষ্ণের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। প্রণমিয়া দুই জনে করিল গমন ॥ দেখিতে দেখিতে কৃষ্ণ আনন্দিতমনে। হ্রদের উপরে উঠে সবার সদনে ॥ তাহা দেখি সবে করে হর-কোলাহল। যশোদার হৃদি হৈল আনন্দে বিহ্বল ॥ জয় জয় কৃষ্ণজয় বলিয়া সকলে। নিজ নিজ গৃহে সবে গেল কুতূহলে ॥ এইরূপে কিছুকাল সমতীত হয়। ইন্দ্রপূজা করিবার আগত সময় ॥ বর্ষে বর্ষে নন্দঘোষ লয়ে গোপগণে। ইন্দ্রের করেন পূজা বিহিত বিধানে ॥ যথাকাল সমাগত করি দরশন। বিধিমতে পূজাদ্রব্য করে আয়োজন ॥ কোলাহলে পূর্ণ হৈল বৃন্দাবন পুরী। হেনকালে উপনীত মুকুন্দ মুরারি ॥ পিতারে সম্বোধি কৃষ্ণ কহেন তখন। এ কি আয়োজন পিতঃ করি দরশন ॥ নন্দ বলে শুন শুন বিনোদ-বিহারী। কুলক্রমাগত রীতি ইন্দ্রপূজা করি ॥ বর্ষে বর্ষে করি মোরা ইন্দ্রের অর্চ্চন। তাহে ভূমিতলে হয় বারি বরিষণ ॥ শস্যে পরিপূর্ণা তাহে হয় বসুমতী। এ হেতু ইন্দ্রেরে পূজি করিয়া ভকতি ॥ এত শুনি হাস্য করি কহে জনার্দ্দন। হেন আচরণ কভু না করি দর্শন ॥ ইন্দ্রের কি সাধ্য আছে করিতে মঙ্গল। মঙ্গল-আলয় মাত্র ব্রাহ্মণ সকল ॥ বিপ্রের আশীষে হয় কল্যাণ বিধান। বিপ্রেরে পূজিলে হয় অন্তিমে নির্ব্বাণ ॥ বিপ্রের অধিক কিছু নাহিক সংসারে। বিপ্রের কৃপায় সৃষ্টি সৃষ্টি-কর্ত্তা করে ॥ বরঞ্চ আমার বাক্য করহ শ্রবণ। গোবর্দ্ধনে পূজা কর যত গোপ-গণ ॥ তাহাতে মঙ্গল হবে জানিবে অন্তরে। সুফল ফলিবে তাহে সংসার-মাঝারে ॥ কৃষ্ণের বচন শুনি যত দ্বিজগণ। গোবর্দ্ধনে পূজিবারে কহিল তখন ॥ তাহা শুনি নন্দগোপ করি আয়োজন। কৃষ্ণের বচনে পূজে গিরি গোবর্দ্ধন ॥ দক্ষিণা দিলেন নন্দ যত দ্বিজগণে। তুষ্ট হয়ে গেল সবে আপন

ভবনে॥ গোবর্দ্ধনে অংশরূপে দেব জনার্দ্দন। পশিয়া পূজার দ্রব্য করিল ভোজন॥ তাহা দেখি গোপগণ বিস্মিত অন্তর। স্তববাক্যে কহে শুন ওহে গদাধর॥ সদা যেন মতি রহে তোমার উপরে। হরিভক্তি জন্মে যেন সবার অন্তরে॥ এত শুনি অন্তর্যামী কহেন বচন। বাসনা পূরণ হবে ওহে গোপগণ॥ এত বলি তিরোধান হন গদাধর। আনন্দে পূরিল যত গোপের অন্তর॥ ইন্দ্রোৎসব বন্ধ হৈল শুনি শচীপতি। মনে মনে গোপোপরে মহাক্রুদ্ধ অতি॥ উদ্দেশে বলেন শুন ওরে গোপগণ। যেমন কৃষ্ণের বাক্য করিলি শ্রবণ॥ তাহার উচিত ফল দিব সবাকায়। এত বলি দেবরাজ চারিদিকে চায়॥ মেঘগণে সম্বোধিয়া কহেন তখন। অবিলম্বে ব্রজধামে করহ গমন॥ বৃন্দাবন যাহে শীঘ্র হয় ছারখার। অচিরে করিবে তাহা বচনে আমার॥ আজ্ঞা পেয়ে মেঘগণ করিল গমন। ব্রজধামে অবিরল বারি বরিষণ॥ ভীষণ ঝটিকা উঠে বৃন্দাবন পুরে। ঘর বাড়ী পড়ে কত কে গণিতে পারে॥ শিলাবৃষ্টি ঘন ঘন পড়ে বহুতর। মেঘেতে ঢাকিয়া গেল দেব দিবাকর॥ থাকি থাকি সৌদামিনী চমকে সঘনে। মহাশব্দ হয় কত বারি বরিষণে॥ ব্রজপতি তাহা দেখি ভয়েতে কাতর। ভয়েতে অসংখ্য জীব ত্যজে কলেবর॥ একত্র হইল যত গোপ-গোপীগণ। নন্দরাণী কহে একি বিপদ ঘটন॥ শিশুর বচন শুনি হইল প্রমাদ। দৈব-বিড়ম্বন ইথে ঘটে অকস্মাৎ॥ কেন গোবর্দ্ধনে আজি করিনু অর্চ্চন। উপায় নাহিক এবে কশি নিরীক্ষণ॥ যশোদারে নন্দঘোষ কহেন বচন। হেন বিপৎপাত আর না দেখি কখন॥ দারুণ শীতেতে দেহ কাঁপে থর থর। মুহুর্ম্মুহু শিলাবৃষ্টি তাহার উপর॥ এবে কি উপায় বল ওগো যশোমতী। রাম কৃষ্ণে লয়ে তুমি যাহ শীঘ্রগতি॥ আমার বাক্যেতে ত্বরা কর পলায়ন। নচেৎ নারিবে আজি রাখিতে জীবন॥ এদিকে বিষাদভরে ব্রজবাসীচয়। ঘন ঘন কাঁপে সবে ভীত অতিশয়॥ নিজ নিজ শিশুগণে নিজ কোলে করি। ত্বরায় পলায় সবে দুবাহু পসারি॥ কান্দিতে কান্দিতে সবে কাতর অন্তরে। সমাগত হয় আসি নন্দের আগারে॥ কহে ওগো নন্দরাজ এ কিবা ঘটন। জীবন হারায় যত ব্রজবাসীগণ॥ তোমা ছাড়া মোরা আর কারে নাহি জানি। ভীষণ বিপদে রক্ষা এবে কর তুমি॥ ইন্দ্রোৎসব নষ্ট কৈল তোমার নন্দন। সে হেতু বিপদ এত ওহে মহাত্মন॥ এতেক বচন নন্দ শুনিয়া তখন। যোড়করে স্তব করে দেবেন্দ্রে তখন॥ দেবরাজ তুমি দেব ওহে দয়াধার। শিশুমতি নাহি বুদ্ধি আমার কুমার॥ দয়া করি ক্ষম নাথ কিঙ্করের দোষ। সমুচিত নহে প্রভো দাস প্রতি রোষ॥ না বুঝিয়া ওহে প্রভু আমার নন্দন। করিয়াছে দোষ ক্ষম সহস্রলোচন॥ আমারে করিয়া ক্ষমা রক্ষ গোপগণে। তোমারে অর্চ্চিব সবে ঐকান্তিক মনে॥ এইরূপে করে স্তব গোপের রাজন। অকস্মাৎ কৃষ্ণ আসি কহেন তখন॥ করিছ কাহার স্তব মূর্খের সমান। কেন পিত দেখি-

তেঁহ শোকাকুল প্রাণ॥ আমার সমক্ষে কারে করিছ স্তবন। কি শক্তি অনিষ্ট করে সহস্রলোচন॥ সুররাজে কিবা ভয় ওগো মহাশয়। ক্ষণেকে করিতে পারি শত ইন্দ্র ক্ষয়॥ আমার বচন পিত শুনহ এখন। হেরিব কেমন বলী সহস্রলোচন॥ মূঢ়বুদ্ধি দেবরাজ নিতান্ত অজ্ঞান। কি শক্তি নাশিতে পারে এই ব্রজধাম॥ আমি বর্ত্তমানে তাহা কখন নারিবে। তার যত বল পিত সকলে হেরিবে॥ কেন ভয় কর তাত শুনহ এখন। কার স্তব করিতেছ করহ কীর্ত্তন॥ সুররাজে কিবা ভয় ওগো মহাত্মন। কি হেতু তাঁহার স্তব করিছ এখন॥ কত শক্তি ধরে সেই সহস্রলোচন। কেন বৃথা করিতেছ তার আরাধন॥ যাহার করেছ পূজা ওগো মহাশয়। সে জন রক্ষিবে জেন ব্রজবাসীচয়॥ বৎস ধেনু শিশু আর লয়ে গবীগণ। অচিরে গুহার মধ্যে প্রবেশ এখন॥ কি ভয় কি ভয় পিত শিলাবৃষ্টি হেরি। উল্কাপাতে কি করিবে কহ দয়া করি॥ এত বলি বামহস্তে টানি গোবর্দ্ধন। মস্তক উপরে হরি তুলেন তখন॥ পর্ব্বতেতে আবরিল ব্রজবাসীগণে। গুহামধ্যে রহে সবে পুলকিতমনে॥ তাহা হেরি সুররাজ কোপপরায়ণ। মেঘগণে রোষভরে করি সম্বোধন॥ কহিলেন ঘোর বৃষ্টি করহ সকলে। আজ্ঞা পেয়ে তারা সবে নিজ কার্য্য করে॥ মুষল ধারায় বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। উল্কাপাত বজ্রপাত হইতে থাকিল॥ মেঘেতে ঢাকিল সূর্য্য ঘোর অন্ধকার। ভীষণ গর্জ্জনে কাণ পাতা হৈল ভার॥ প্রখর বাতাস বহে শন্ শন স্বরে। শুনিলে জীবের প্রাণ অমনি শিহরে। গিরিমাঝে আছে যত ব্রজবাসীগণ। কিছু না জানিতে পারে এ সব ঘটন॥ তৃণমাত্র নষ্ট নাহি হইল তথায়। তাহা হেরি সুরপতি ব্যাকুলিতকায়॥ ঘন ঘন বজ্রপাত পর্ব্বতেতে করে। কত বজ্র পড়ে তাহা কে গণিতে পারে॥ চূর্ণ হয়ে গেল বজ্র করি নিরীক্ষণ। মনে মনে চিন্তাকুল সহস্রলোচন॥ শত শত ইন্দ্র যার নিমেষেতে হয়। কি শক্তি দেবেন্দ্র করে তারে পরাজয়॥ মনে মনে সুরপতি করেন চিন্তন। বজ্র ব্যর্থ হৈল আজি কিসের কারণ॥ এত চিন্তি চারিদিকে করেন দর্শন। চারিদিক কৃষ্ণময় হয় নিরীক্ষণ॥ নয়ন ফিরায়ে ইন্দ্র যেই দিকে চায়। সেই দিকে পীতবাস দেব শ্যামকায়॥ নবঘনশ্যাম বর্ণ অতি বিমোহন। দেখি ইন্দ্র বিমোহিত হলেন তখন॥ শিখিচূড়া শোভে শিরে অতীব সুন্দর। গলে দোলে বনমালা অতি মনোহর॥ নূপুর বিরাজে কিবা সেই রাঙ্গা পায়। তেমন রূপের তুলা না দেখি ধরায়॥ বাহিরে যেমন রূপ করেন দর্শন। অন্তরে তেমতি ইন্দ্র হেরেন তখন॥ হেরিলেন কৃপাময় গোপরূপধারী। অবতীর্ণ গোকুলেতে বিপিনবিহারী॥ তখন ভয়েতে ইন্দ্র করপুট করি। বলিলেন স্তববাক্যে ওগো বংশীধারী॥ তুমি দেব নারায়ণ অধমতারণ। না জেনে করেছি দোষ ক্ষমহ এখন॥ আজ্ঞাধীন দাস আমি ওগো বিশ্বপতি। ভক্তি করি তব পদে করি

গো প্রণতি ॥ কে জানে তোমার লীলা তুমি সর্ব্বাধার। পরব্রহ্ম সনাতন সার হতে সার ॥ আদি-অন্তহীন তুমি সকলের গতি। সৃষ্টি-স্থিতি-হেতু তুমি ওগো রমাপতি ॥ যুগে যুগে তুমি দেব মনুষ্য আকারে। দৈত্যবধ হেতু আস অবনী-মাঝারে ॥ তোমার মূরতি হেরি অতি বিমোহন। গোপিকা-রমণ তুমি রাধিকা-মোহন ॥ তব তত্ত্ব কে বুঝিবে তুমি তত্ত্বময়। অসীম তোমার লীলা ওগো কৃপাময় ॥ মূঢ়বুদ্ধি আমি অতি কি বলিতে পারি। আদি-অন্ত-শূন্য তুমি গোলোক-বিহারী ॥ না জানি করেছি দোষ ওগো নিরঞ্জন। ক্ষমা কর নিজ গুণে লইনু শরণ ॥ এইরূপে বহু স্তব করে পুরন্দর। স্তবে তুষ্ট হন শেষে দেব দামোদর ॥ কৃষ্ণের নিকটে শেষে লইয়া বিদায়। সুরপতি নিজধামে মনসুখে যায় ॥ ঝড় বৃষ্টি উল্কাপাত হৈল নিবারণ। বিস্মিত হইল যত ব্রজবাসী-গণ ॥ মায়াবলে গোপগণ কিছু না বুঝিল। যশোমতী কৃষ্ণে আসি অঙ্কেতে লইল ॥ পুনঃপুনঃ পুত্রমুখ করেন চুম্বন। আনন্দে পূরিল যত ব্রজবাসীগণ ॥ এইরূপে জনার্দ্দন থাকি বৃন্দাবনে। কত লীলা করে সদা আনন্দিতমনে ॥ ভয়ঙ্কর বৃষাসুরে করিয়া নিধন। করিলেন নিরাপদ বৃন্দাবন বন ॥ রাধা সহ মিলি পরে করেন বিহার। ব্রজনারী লয়ে খেলা করে গুণাধার ॥ রাসলীলা মহোৎসব করেন হরিষে। জলকেলি করে কত মনের উল্লাসে ॥ সে সব বর্ণিত আছে অন্যান্য পুরাণে। অতঃপর বলি ঋষে শুন অবধানে ॥ মথুরা-লীলার কথা অতি চমৎকার। শুনিলে সে জন তরে ভবসিন্ধু পার ॥ দুরাচার দুষ্ট কংস মথুরার পতি। একদা নিদ্রিত আছে শুন মহামতি ॥ সহসা কুস্বপ্ন রাজা করে দরশন। শিরোপরি বজ্র যেন হতেছে পতন ॥ চারিদিকে দেখে মূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্কর। উল্কাপাত হয় কত গগন উপর ॥ মনে মনে কংস-রাজ করেন চিন্তন। শয্যাতে বসিয়া পরে করেন ক্রন্দন ॥ প্রভাতেতে আসি নৃপ সভার গোচরে। বসিলেন বিষাদেতে সিংহাসনোপরে ॥ পাত্র মিত্রে সম্বোধিয়া কহেন তখন। উপায় সকলে এবে করহ চিন্তন ॥ দুঃস্বপ্ন দেখিনু আজি ঘোর রাত্রিকালে। বজ্রপাত পড়ে যেন মম শিরোপরে ॥ চারিদিকে মূর্ত্তি দেখি অতি ভয়ঙ্কর। কহিতেছি বিবরিয়া সবার গোচর ॥ রক্তবাস পরি-ধান বিকট ললনা। মুক্তকেশী খড়্গ হাতে চঞ্চল রসনা ॥ কৃষ্ণবর্ণা নাসাহীনা খর্পর লইয়ে। নাচিছে নগরে আসি পুলক-হৃদয়ে ॥ উলঙ্গিনী ভীমবেশা সেই মুক্তকেশী। আলিঙ্গন দেহ কহে ধীরে ধীরে আসি ॥ এরূপ কুস্বপ্ন আজি করি নিরীক্ষণ। কাঁপিছে হৃদয় মম অতি ঘন ঘন ॥ বজ্রাঘাত হয় যেন বারিদ বিহনে। অমঙ্গল চারিদিকে দেখেছি লোচনে ॥ পড়িছে হাতের ধনু খসিয়া এখন। এই সব দেখি মম ব্যাকুলিত মন ॥ কৃষ্ণ-করে বুঝি প্রাণ হারানু এবার। না পাই চিন্তিয়া কিছু উপায় ইহার ॥ কিরূপে কৃষ্ণেরে নাশ করি-বারে পারি। তাহার উপায় সবে দেখহ বিচারি ॥ এইরূপে নরপতি দুদুঃ-

খিন্নমনে। মন্ত্রণা করয়ে কত পাত্রমিত্র সনে॥ কংসের এতেক বাণী শুনিয়া তখন। পুরোহিত বলে তাঁরে সুমিষ্ট বচন॥ কেন ভীতি মহীপতে করিছ অন্তরে। উপায় ইহার আমি বলি গো তোমারে॥ ধনুর্যজ্ঞ কর নৃপ আমার বচন। অবশ্য বিনষ্ট হবে তাহে অরিগণ॥ করিবেন কৃপাদৃষ্টি শিব গুণময়। মঙ্গল হইবে তাহে বলিনু নিশ্চয়॥ বাণ নৃপ পূজেছিল যেই শরাসন। পরেতে ভার্গব বীর করেন পূজন॥ নন্দীশ্বরে সেই ধনু দেন দিগম্বর। সে ধনু পূজিলে হবে মঙ্গল সত্বর॥ ধনুর্যজ্ঞ ছলে সবে করি নিমন্ত্রণ। ত্বরা করি আন নৃপ জগতের জন॥ সেই ধনু ভাঙ্গিবারে যদি কেহ পারে। অশুভ হইবে তবে জানিবে অন্তরে॥ যদি নাহি ভাঙ্গিবারে পারে কোন জন। অবশ্য মঙ্গল তাহে হইবে রাজন॥ বিপ্রের এতেক বাণী করিয়া শ্রবণ। বলিলেন নরপতি বিনয় বচন॥ আমার পরম অরি রহে ব্রজপুরে। শুনেছি আকাশবাণী বলিনু তোমারে॥ একমাত্র অরি সেই নন্দের নন্দন। নতুবা আমার অরি নাহি কোন জন॥ সেই হেতু সদা মম অস্থির অন্তর। বলিনু তোমার কাছে ওহে বিপ্রবর॥ আমার ভগ্নীরে হরি করেছে হনন। পদাঘাতে করে সেই শকট ভঞ্জন॥ গোবর্দ্ধন ধরে সেই স্বীয় বামকরে। শিশুকালে সেই কৃষ্ণ এত কাণ্ড করে॥ তাহারে যেমতে পারি করিতে হনন। তাহার উপায় বল বিপ্রের নন্দন॥ কৃষ্ণ বলরাম দোঁহে আনিবার তরে। উপায় করহ সবে অতি শীঘ্র করে॥ নৃপের এতেক বাণী করিয়া শ্রবণ। শুন শুন বলি কহে বিপ্রের নন্দন॥ আমি নাহি আনিবারে পারিব দোঁহারে। বসুদেবে কিম্বা ত্বরা পাঠাও অক্রূরে॥ এইরূপে কংস করে যজ্ঞ আয়োজন। শুনিলে পাপের নাশ শাস্ত্রের বচন॥ তার পর বসুদেবে করি সম্বোধন। বলিলেন মহীপতি শুনহ বচন॥ বৃন্দাবনে যাও তুমি অতি ত্বরাগতি। কৃষ্ণ বলরাম দোঁহে আনহ সংপ্রতি॥ কহিবে যতেক গোপে মম নিমন্ত্রণ। আমার ভবনে যেন করে আগমন॥ বলিলেন বসুদেব ওহে মহামতি। কি কাজ আনিলে কহ কৃষ্ণেরে সম্প্রতি॥ বিবাদ ঘটিবে মাত্র বলিলাম সার। তাহারে আনিতে মত না হয় আমার॥ শুনিয়া এতেক বাক্য কংস নরপতি। রক্তবর্ণ নেত্র করে ভীষণ মূরতি॥ খড়্গ হস্তে বসুদেবে বধিবারে যায়। পাত্র মিত্রগণ করে নিষেধ তাহায়॥ মিষ্টভাষে শান্ত করি অমাত্য-প্রবর। বসালেন কংস নৃপে সিংহাসনোপর॥ বসুদেব সভা হতে করিল গমন। পুরোহিত রাজা প্রতি বলেন তখন॥ ধনুর্যজ্ঞ আয়োজন কর নৃপবর। নিমন্ত্রণ কর ত্বরা দেশ-দেশান্তর॥ অক্রূর যাউক ত্বরা নন্দের সদনে। কৃষ্ণ বলরাম দোঁহে আনিতে এখানে॥ দূত দ্বারা নৃপগণে কর নিমন্ত্রণ। আপনি উদ্ধার হবে বলিনু রাজন॥ পুরোহিতবাক্যে রাজা পুলক অন্তরে। পাঠালেন দূতগণে দেশ-দেশান্তরে॥ যজ্ঞ আয়োজন করে নররায়। অনুচরগণ দ্রব্য যতনে যোগায়॥

সভাঘর হর্ষভরে সাজাতে লাগিল। অতি উচ্চ এক মঞ্চ গঠন করিল ॥
কুবলয় গজে দ্বারে করিল বন্ধন। চানুর মুষ্টিক করে দ্বারের রক্ষণ ॥
আপনি মঞ্চেতে বসি দানব-রাজন। অক্রূর সকাশে দূত করেন প্রেরণ ॥
অক্রূরে ডাকিয়া পরে দানব-রাজন। সবিনয়ে মিষ্ট বাক্যে কহেন তখন ॥
উপকার কর তুমি ওহে দয়াধার। ব্রজধামে দ্রুতগতি যাহ একবার ॥
রাম কৃষ্ণে নিমন্ত্রিয়া আনহ এখানে। নিমন্ত্রণ কর নন্দ আদি গোপগণে ॥
কংসের এতেক বাণী করিয়া শ্রবণ। ব্যাকুলিতমনা হয় অক্রূর সুজন ॥
মনে মনে পুলকিত সেই মহাশয়। মনে ভাবে দেখিব যে সেই দয়াময় ॥
নয়নে দেখিব তাঁর যুগল চরণ। সফল হইবে মম এ ছার জীবন ॥
ব্রজপুরে যাব আমি পুলকিতমনে। হয়ত গোষ্ঠেতে দেখা পাব সেই ধনে ॥
অথবা কদম্বতলে যমুনার তীরে। দেখিব গোকুলপতি যশোদা-কুমারে ॥
আজি কিবা শুভদিন হইল আমার। জগন্নাথে দেখি পাব নিশ্চয় উদ্ধার ॥
জগত-আধার যিনি ব্রহ্ম সনাতন। নেহারিব আজি তাঁর যুগল চরণ ॥
এত চিন্তি অক্রূর সে অতি ভক্তিভরে। মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে ধরার উপরে ॥
উদ্ধব দেখিয়া কত প্রশংসা করিল। অক্রূর উঠিয়া পরে বিদায় লইল ॥
এদিকেতে জনার্দ্দন আনন্দিতমনে। ব্রজধামে ক্রীড়া করে গোপীগণ সনে ॥
দেবদেব কৃষ্ণ-ধন লয়ে রাসেশ্বরী। নানামতে করে ক্রীড়া শয্যার উপরি ॥
নিদ্রাগত হন পরে সেই গুণবতী। উঠিলেন স্বপ্ন দেখি হয়ে ভীতমতি ॥
কৃষ্ণ-পাদপদ্ম ধরি কহেন তখন। কেন দেখি অকস্মাৎ বিপদ ঘটন ॥
চঞ্চল হতেছে প্রভু আমার হৃদয়। শিরোপরি বজ্রপাত সদা যেন হয় ॥
অদৃষ্টে বিপদ বুঝি কিছু বা ঘটিবে। অভাগী-ভাগ্যেতে নাহি কি জানি হইবে ॥
দুঃস্বপ্ন দেখিয়া আজি আমার অন্তর। কাঁপিতেছে ওহে প্রভু অতি থর থর ॥
স্বপনে দেখিনু যেন এক বিপ্রবর। কর্কশ বচন বলি আমার উপর ॥
ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল সমুদ্র-সলিলে। শোকেতে কাতর হয়ে ভাসিছি অকূলে ॥
ত্রাহি ত্রাহি বলি ডাকি তোমা ঘন ঘন। চারিদিক শূন্য যেন করি নিরীক্ষণ ॥
এক জন মম কাছে করি আগমন। কহে শুন সুলোচনে আমার বচন ॥
চলিলাম আমি প্রিয়ে অন্য দেশান্তরে। এতেক দুঃস্বপ্ন প্রভু দেখেছি অন্তরে ॥
এখন উপায় কর ওহে কৃপাময়। কপালে দুর্গতি বুঝি এইবার হয় ॥
রাধার এতেক বাণী শুনিয়া তখন। কোলে করি লন তারে দেব কৃষ্ণধন ॥
বলিলেন শুন প্রিয়ে আমার বচন। তোমা ত্যজি নাহি রব তিলেক কখন ॥
আদিমা প্রকৃতি তুমি ওগো রূপবতী। শ্রীদামের অভিশাপে আসিয়াছ ক্ষিতি ॥
তব লাগি বৃন্দাবনে মোর আগমন। এত কহি দেন হরি প্রবোধ তখন ॥
এইরূপে রাধিকারে অঙ্কেতে লইয়ে। প্রবোধ অর্পেন হরি পুলক-হৃদয়ে ॥
তার পর রাসমঞ্চে করিয়া গমন। রত্ন-শয্যাতলে দোঁহে করেন শয়ন ॥

বিহার করেন দোঁহে পুলক-অন্তরে। সুখে নিদ্রাগত রাধা হইলেন পরে॥ রাধিকারে নিদ্রাগত করি দরশন। মনে মনে কৃষ্ণধন করেন চিন্তন॥ কহে হরি বরাননে করহ বিদায়। কিছুদিন থাক তুমি একাকী হেথায়॥ তুমি মোর প্রাণধন ওগো রাসেশ্বরী। তোমারে ত্যজিয়ে বল কিসে প্রাণ ধরি॥ তোমারে ত্যজিতে মন নাহিক আমার। কি করি দুরন্ত এই জানিবে সংসার॥ এরূপ বচন কহি দেব কৃষ্ণধন। তথা হতে যেতে পরে করেন মনন॥ অকস্মাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইল তখন। শ্রীমতী কাতর হয়ে করেন ক্রন্দন॥ বলে প্রভু বিশ্বনাথ কি কথা কহিলে। আমারে ত্যজিয়া তুমি যাবে কোন স্থলে॥ সমুদ্রে ফেলিয়া মোরে করিছ গমন। এই কি উচিত তব ওহে প্রাণধন॥ আমারে ছাড়িয়া প্রভু করিলে গমন। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি জেন ত্যজিব জীবন॥ অপরাধী হয়ে থাকি যদি গো চরণে। ক্ষমা কর কিঙ্করীরে আপনার গুণে॥ অভিশাপ ঘটিবেক জানি গো নিশ্চয়। অতএব কি প্রকারে রব দয়াময়॥ এত কহি রাধা সতী মূর্চ্ছাগত হয়। ব্যস্ত হয়ে কৃষ্ণধন কোলে তুলি লয়॥ মধুর বচনে করে প্রবোধ অর্পণ। না মানেন রাধা সতী করেন ক্রন্দন॥ তাহা হেরি কৃষ্ণধন পুলকিত-মনে। শয্যায় শয়ন করে শ্রীমতীর সনে॥ মনসুখে দুই জনে করেন বিহার। তাহাতে রাধিকা পায় আনন্দ অপার॥ অবশেষে নিদ্রাগত হইলেন সতী। হেনকালে উপনীত দেবতা-সংহতি॥ স্তব করি কৃষ্ণধনে কহে দেবগণ। ভূভার নাশিতে প্রভু তোমার জনম॥ নিদ্রাগত আছে রাধা শুন জগন্ময়। গমন করহ শীঘ্র এই ত সময়॥ এত বলি দেবগণ করেন প্রস্থান। ধীরে ধীরে কৃষ্ণধন করেন পয়াণ॥ অবিলম্বে নন্দালয়ে করেন গমন। এদিকে আগত তথা অক্রূর সুজন॥ কৃষ্ণের মোহন রূপ দরশন করি। অক্রূর প্রণাম করে করযোড় করি॥ তার পর নন্দঘোষে করি সম্বোধন। কহিলেন শুন শুন গোপের রাজন॥ যজ্ঞ-আয়োজন করে কংস মতিমান। নিমন্ত্রিতে আসিয়াছি শুনহে ধীমান॥ কৃষ্ণ বলরাম দোঁহে সঙ্গেতে করিয়ে। মথুরা নগরে যাবে গোপগণ লয়ে॥ যথাবিধি যজ্ঞ আদি করি দরশন। পুনশ্চ আসিবে ফিরি ওহে মহাত্মন॥ এত শুনি নন্দগোপ আনন্দে ভাসিল। অক্রূরেরে বিধিমতে আতিথ্য করিল॥ ঘোষণা করিল পরে যত গোপগণে। যজ্ঞেতে যাইতে হবে মথুরা-ভবনে॥ এতেক বচন শুনি যত গোপগণ। মথুরা-ভবনে যেতে করে আয়োজন॥ শকট-চালক কত সাজিতে লাগিল। বহুদ্রব্য শকটেতে পূরিতে লাগিল॥ কংসের লাগিয়া নিল নানা রত্ন ধন। যজ্ঞ দেখিবারে সবে করে আকিঞ্চন॥ এইরূপ আনন্দেতে নিশা অবসান। প্রাতঃকালে করে সবে যাত্রার বিধান॥ যথাবিধি মঙ্গলাদি করিয়া সকলে। মথুরা উদ্দেশে চলে মন-কুতূহলে॥ কৃষ্ণ বলরাম দোঁহে আনন্দে মগন। অক্রূরের সহ রথে করে আরোহণ॥ মহাবেগে অশ্বগণ ধাবিত

হইল। ক্রমে আসি মথুরাতে দরশন দিল ॥ মথুরার মহাশোভা করি দরশন। কৃষ্ণের হৃদয় হয় আনন্দে মগন ॥ স্থানে স্থানে সরোবর শোভে মনোহর। নানাবিধ তরু শোভে অতীব সুন্দর ॥ রাজপথ পরিষ্কার অতি বিমোহন। মাঝে মাঝে রহিয়াছে কত রথীগণ ॥ গৃহের অপূর্ব্ব শোভা যাই বলি হারি। তাহা দেখি সুখে ভাসে বিপিনবিহারী ॥ এইরূপে রথে চড়ি যান কৃষ্ণধন। পথিমাঝে কুব্জা সহ হয় দরশন ॥ যষ্টি হাতে যায় বুড়ী জরাতে কাতর। চন্দনের পাত্র লয়ে চলিছে নগর ॥ কুৎসিত আকার তার কি করি কীর্ত্তন। হেন কদাকার রূপ না হয় দর্শন ॥ তাহে পৃষ্ঠে উচ্চ কুব্জ অতি কদাকার। তাহারে দেখেন পথে কৃষ্ণ দয়াধার ॥ মনে মনে ভাবে কুব্জা লইয়া চন্দন। কৃষ্ণের মোহন অঙ্গে করিবে লেপন ॥ অন্তর্যামী দেব তাহা মনেতে জানিল। কুব্জার বাসনা পূর্ণ করিতে ইচ্ছিল ॥ এদিকে রথের পাশে কুবুজা আসিয়ে। কৃষ্ণের সমীপে কহে বিনয় করিয়ে ॥ নিজ অঙ্গে মাখ কৃষ্ণ লইয়া চন্দন। এত কহি কৃষ্ণ-অঙ্গে করিল লেপন ॥ সুদৃষ্টি কুবুজা প্রতি করিয়া তখন। শ্রীকৃষ্ণ শরীরে মাখে লইয়া চন্দন ॥ সুদৃষ্টি নিক্ষেপে কুব্জা সুন্দরী হইল। দয়া করি মুর-অরি রূপসী করিল ॥ ষোড়শী যুবতী হৈল দেখিতে দেখিতে। মুগ্ধ হৈল সর্ব্বজন কুব্জার রূপেতে ॥ কিবা সে নয়ন-শোভা মরি কি বাহার। দেখিলে ভ্রূর শোভা লাগে চমৎকার ॥ বক্ষ-মাঝে কিবা উচ্চ পীন পয়োধর। নিতম্ব বিরাজে কিবা জন-মনোহর ॥ কামে মত্ত হয়ে কুব্জা হরিরে নেহারে। ঘন ঘন কটাক্ষ সে হরি প্রতি করে ॥ ইঙ্গিতেতে দামোদরে করিল বরণ। জানিলেন মনে মনে দেব সনাতন ॥ এদিকে কুবুজা গেল আপন আগারে। ঘরেতে যাইয়া পরে আশ্চর্য্য নেহারে ॥ হয়েছে আপন পুরী অমর-ভবন। কত গৃহ কত দ্রব্য আছে সুশোভন ॥ নানাবিধ খাদ্য কত স্থানে স্থানে রয়। কত দাস কত দাসী আছে সমুদয় ॥ সুবাসিত জল আদি করিয়া ভোজন। রত্ন-শয্যা-পরে কুব্জা করিল শয়ন ॥ দাসদাসী পদ-সেবা করিতে লাগিল। কুবুজা চিন্তিয়া হরি শয়ন করিল ॥ মনে মনে চিন্তে কুব্জা কৃষ্ণ-আগমন। চারিদিকে ঘন ঘন করে দরশন ॥ বলে প্রভু কৃপাময় দয়ার আধার। কিঙ্করী উপরে কর করুণা বিস্তার ॥ এইরূপে চিন্তে সদা হরির চরণ। হরির চিন্তায় হৈল বিমোহিতমন ॥ কুব্জারে রূপসী করি মুকুন্দ মুরারি। চলিলেন ধীরে ধীরে মথুরা-নগরী ॥ সম্মুখেতে মালাকার হয় দরশন। মনোহর মালা লয়ে করিছে গমন ॥ চলিছে সে মালা দিতে কংস নৃপবরে। তাহা দেখি বনমালী ভাবেন অন্তরে ॥ কৃষ্ণের অপূর্ব্ব রূপ করি নিরীক্ষণ। মালাকার প্রেমে হয় আনন্দিতমন ॥ মনে মনে চিন্তে হেন রূপ নাহি হেরি। সামান্য এ জন নয় ভবের কাণ্ডারী ॥ এত চিন্তি কৃষ্ণপদে করিয়া প্রণাম। বলে কৃপা কর প্রভু ওহে গুণধাম ॥

তাহার এতেক বাণী করিয়া শ্রবণ। বলিলেন মিষ্টবাক্যে দেব নিরঞ্জন॥ মনোহর পুষ্পমালা তোমার হাতেতে। পরাইয়া দেহ উহা মোদের গলেতে॥ কৃষ্ণের আজ্ঞায় পরে সেই মালাকার। পরাল সে মালা তবে গলে দোঁহাকার॥ কৃষ্ণ-অঙ্গ স্পর্শে জ্ঞান জনমে তখন। জানিল যে ইচ্ছাময় গোলোক-রঞ্জন॥ বলে ওহে কৃপাময় অখিলের পতি। অধীন জনেরে এবে করহ মুকতি॥ মিষ্টবাক্যে আশীষিয়া দেব নিরঞ্জন। মথুরানগরে পরে করেন গমন॥ পথি-মধ্যে দেখে হরি রজক সুন্দর। নানারূপ বস্ত্র লয়ে যায় শীঘ্রতর॥ মহা-অহঙ্কারী সেই ধোবা দুরাচার। মিষ্টভাষে ডাকে তারে দেব দয়াধার॥ ক্ষণেক দাঁড়ায়ে শুন আমার বচন। বসন লইয়া কোথা করিছ গমন॥ কৃষ্ণের বচন শুনি কর্কশ-বচনে। বলিল রজক যাই কংসের ভবনে॥ শুনিয়া এতেক বাক্য কহে জনার্দ্দন। কতিপয় বস্ত্র মোরে করহ অর্পণ॥ শুনিয়া রজক বলে করি অহঙ্কার। এ হেন বচন মুখে নাহি বল আর॥ তব যোগ্য নহে এই অপূর্ব্ব বসন। রাজার বসন ইহা শুনহ বচন॥ রাখাল হইয়া চাহ রাজার বসন। মনে মনে জেন এই নহে বৃন্দাবন॥ লম্পটতা হেথা জেন কভু না খাটিবে। বাড়াবাড়ি কর যদি বিপদে পড়িবে॥ রজকের এই বাক্য শুনি জনার্দ্দন। হাসিলেন মনে মনে আপনি তখন॥ চপেট-আঘাত করে তাহার উপরে। অমনি পড়িল সেই ধরার উপরে॥ হাহাকার করি সবে করে পলায়ন। হা মা কা হা মা কা বলি করয়ে গমন॥ রজকে নাশিয়া কৃষ্ণ বসন বে লয়। বসন পরিয়া হন সানন্দ হৃদয়॥ কৃষ্ণ হাতে দেহ ত্যজি রজক দুর্জ্জন। দিব্য পুষ্পরথে তবে করে আরোহণ॥ বিষ্ণুদূতে লয়ে গেল বৈকুণ্ঠ আলয়ে। রজক বিমানে যায় পুলক-হৃদয়ে॥ মথুরা ভবনে গোল হৈল ঘোরতর। হাতে মাথা কাটে সেই কৃষ্ণ গদাধর॥ এতেক সংবাদ কংস শুনিয়া তখন। ভীত হয়ে মনে মনে করেন চিন্তন॥ দারুণ চিন্তায় মন কাতর হইল। চারিদিক কৃষ্ণ-ময় দেখিতে লাগিল॥ রজকেরে এইরূপে করিয়া হনন। ধীরে ধীরে যান কৃষ্ণ মথুরাভবন॥ এদিকে ক্রমেতে হৈল দিবা অবসান। গোষ্ঠ হতে গবী-গণ করিছে পয়াণ॥ যোড়হস্ত করি তবে অক্রূর কহিল। ওগো প্রভু দেখ এই রজনী আসিল॥ পরম ভকত কেবা কহত বচন। কাহার আলয়ে প্রভু করিবে গমন॥ অক্রূরের বাক্য শুনি কহে জনার্দ্দন। পরম ভকত আছে শুনহ এখন॥ কুব্জ নামেতে ভক্ত ও ছয়ে আমার। অদ্য রাত্রি যাব আমি তাহার আগার॥ কৃষ্ণের এতেক বাণী করিয়া শ্রবণ। গোপ সহ সেই দিকে যায় সর্ব্বজন॥ অক্রূর আপন ঘরে গমন করিল। বিশ্বনাথ ভক্তগৃহে সমা-গত হৈল॥ শ্রীকৃষ্ণেরে উপনীত করি নিরীক্ষণ। কুব্জ সুখের নীরে হয় নিম-গন॥ অর্চ্চিল কৃষ্ণের পদ আর গোপগণে। ভক্তিভরে কৃষ্ণে পূজে বিহিত বিধানে॥ তার প্রতি কৃপা কৈল দেব নিরঞ্জন। দাস্যবর কুব্জেরে করেন

অর্পণ॥ তাঁর পর তার ঘরে ভোজন করিয়ে। নিদ্রিত হলেন কৃষ্ণ সানন্দ-হৃদয়ে॥ যখন নিদ্রায় সবে হৈল অচেতন। শ্রীহরি তখন যান কুব্জার সদন॥ ঘুমায়ে আছিল কুব্জা নিবা শয্যাপরে। বলিলেন কৃষ্ণধন সুমধুর-স্বরে॥ আমার বাক্যেতে উঠ ওগো রূপবতী। মনোমত আলিঙ্গন দেহ গুণবতী॥ জন্মান্তরে ছিলে তুমি র বণ-ভগিনী। পূরাব তোমার সাধ এবে সুবদনি॥ এত কহি শয্যাপরে উঠি কৃষ্ণধন। কুব্জারে ধরিয়া করে গাঢ় আলিঙ্গন॥ নানা-বিধ মতে কৃষ্ণ বিহার করিল। কুব্জা কৃষ্ণেরে লভি পুলকে মাতিল॥ দেখিতে দেখিতে হৈল রাত্রি অবসান। অকস্মাৎ রমণীর আসিল বিমান॥ সেই রথে চড়ি কুব্জা গোলকেতে গেল। কৃষ্ণের কিঙ্করী হয়ে পুলকে রহিল॥ চলিলেন কৃষ্ণধন পুলকিতমনে। জনক জননী যথা শৃঙ্খল-বন্ধনে॥ তাঁহাদের দোঁহা সহ সম্ভাষণ করি। কুরন্দ-আলয়ে পুনঃ গেলেন শ্রীহরি॥ এদিকেতে নিদ্রা-বশে মথুরা-ভূপতি। দুঃস্বপ্ন হেরিয়া হয় ব্যাকুলিত অতি॥ ভীষণ আকার যেন দণ্ড লয়ে করে। উলঙ্গ হইয়া আসে নৃপের গোচরে॥ মহাভীম দণ্ড দিয়া প্রহার করিল। প্রহারেতে নৃপবর কাঁপিয়া উঠিল॥ নিদ্রাভঙ্গে উঠি নৃপ কাঁপে থর থর। স্বপ্নের বৃত্তান্ত কহে সবার গোচর॥ স্বপ্ন শুনি ভয় পায় যত পৌর জন। অনর্গল নেত্রজল করে বিসর্জ্জন॥ নিয়ত কম্পিত হয় নৃপের হৃদয়। কাতর হইয়া নৃপ স্তব্ধ ভাবে রয়॥ মঞ্চের উপরে তাঁরে সকলে বসাল। প্রতি দ্বারে মত্ত হস্তী বন্ধন করিল॥ দ্বারেতে অসংখ্য রক্ষী হৈল নিয়োজন। চারিভিতে করে সবে শান্তি স্বস্ত্যয়ন॥ বসিলেন সভামধ্যে কংস নরবর। দ্বারেতে প্রহরী রহে অতি ভয়ঙ্কর॥ অসি হাতে করি নৃপ করেন চিন্তন। যেমন আসিবে হেথা নন্দের নন্দন॥ অমনি অসির ঘায়ে মস্তক কাটিব। অন্তরের ক্লেশরাশি তবে নিবারিব॥ মনে মনে এইরূপ চিন্তে নররায়। অকস্মাৎ রাম কৃষ্ণ আসিল দোঁহায়॥ হেরিয়া পুরীর শোভা আনন্দ অন্তরে। প্রবেশিল দুই ভাই পুরীর ভিতরে॥ যে ঘরে আছিল সেই হর-শরাসন। সেই ঘরে দুই জনে করেন গমন॥ অবহেলে হরধনু ভাঙ্গিয়া ফেলিল। হেরিয়া সবার হৃদে বিস্ময় জন্মিল॥ ভীষণ নিনাদে স্তব্ধ হইল নগর। কাঁপিয়া উঠিল তাহে জীবের অন্তর॥ কুবলয় গজে পরে করি নিরীক্ষণ। দ্রুতগতি তারে কৃষ্ণ করেন হনন॥ দন্ত উৎপাটন তার করিলেন হরি। বধিলেন বহু দৈত্যে বিনোদ বিহারী॥ এইরূপে দ্বারদেশে করিয়া হনন। সভার মাঝেতে শেষে যান জনার্দ্দন॥ রাম কৃষ্ণ দোঁহে যান সভার ভিতর। কুতূহলে দেখে যত তাপস-নিকর॥ প্রণমি দ্বিজের পদে দেব নিরঞ্জন। কংসের নিকটে ক্রমে করেন গমন॥ তাহা হেরি ভয়াকুল কংসের হৃদয়। যে দিকে ফিরায় নেত্র হেরে কৃষ্ণময়॥ ব্রহ্মপদ নরপতি করেন চিন্তন। অরিভাব আর নাহি চিত্তে সেই জন॥ হেরিতে হেরিতে হরি চক্রেরে ছাড়িল। চক্র আসি নৃপ-

তির মস্তক কাটিল ॥ চারিভিতে শব্দ মাত্র উঠে হাহাকার। কংসশির গড়াগড়ি যায় অনিবার ॥ কংসের নিধন-কথা শুনিয়া তখন। অন্তঃপুরে কংসরাণী করেন ক্রন্দন ॥ ক্রন্দনের শব্দ উঠে নগর মাঝারে। করাঘাত করি কেহ কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥ কৃষ্ণ-করে দেহ ত্যজি কংস নরবর। বিমানে আরোহি যায় বৈকুণ্ঠ নগর ॥ কংসের নিধন কথা শুনিয়া তখন। মহারাণী বিষাদেতে করেন ক্রন্দন ॥ কহে বিধি একি দশা অদৃষ্টে ঘটিল। আমারে ছাড়িয়া নাথ কোথায় চলিল ॥ একবার দেখা দাও ওহে প্রাণপতি। কহ দেখি কিবা হবে আমার দুর্গতি ॥ তবতুল্য বীরবর নাহিক ধরায়। এখন তোমার দেহ ভূতলে লোটায় ॥ কেন নিদারুণ যজ্ঞ আরম্ভ করিলে। কেন বৃন্দাবন হতে কৃষ্ণরে আনালে ॥ অকালে কালের হস্তে হইলে নিধন। ঘুচিল সকল আশা মথুরা-রাজন ॥ কেন প্রভু মিত্রগণে ছাড়িয়া চলিলে। পিতামাতা সকলেরে ভাসালে অকূলে ॥ শূন্য হৈল মথুরার রাজসিংহাসন। অন্ধকার হৈল আজি রাজ-নিকেতন ॥ একবার দেহ দেখা ওহে কংসরায়। কহ নাথ মোর ভাগ্যে কি হবে উপায় ॥ এইরূপে শোক করি বিষাদ অন্তরে। মৃত স্বামী অঙ্কে করে অতি শোকভরে ॥ বলে উঠ প্রাণনাথ জীবনের স্বামী। আমারে ত্যজিয়া বল কোথা যাবে তুমি ॥ একবার উঠি চাহ এ নারীর পানে। উঠ প্রভু কহ কথা সহাস্য আননে ॥ ভূমিতলে কেন নাথ করিয়া শয়ন। কেনবা মুদিয়া আছ যুগল-লোচন ॥ তোমার রমণী আমি মথুরার রাণী। হইয়াছি তব শোকে যেন উন্মাদিনী ॥ আমারে ত্যজিয়া নাথ চলিলে কোথায়। তবপ্রেমে বান্ধা আমি কি হবে উপায় ॥ এইরূপে খেদ করি করেন ক্রন্দন। অকস্মাৎ কৃষ্ণ তথা করেন গমন ॥ কহিলেন কেন সতী কান্দ অকারণে। গমন করহ এবে নিজ নিকেতনে ॥ হৃদয় হইতে দুঃখ ত্যজ রূপবতী। চলিল গোলোকপুরে তব প্রাণপতি ॥ কেন বৃথা মহারাণী করিছ ক্রন্দন। সংসার-যাতনা যত হৈল বিনাশন ॥ কর্ম্মফল লভে জীব জানিবে নিশ্চয়। এত চিন্তি স্থির কর নিজের হৃদয় ॥ কর্ম্মবশে কংসরায় ত্যজিল জীবন। কেন তবে দুঃখভরে করিছ ক্রন্দন ॥ কৃষ্ণের এ হেন বাণী করিয়া শ্রবণ। জানিলেন কংসরাণী দেব নারায়ণ ॥ বিনয়েতে স্তব বাক্যে বলিতে লাগিল। ওহে প্রভু তোমা হতে এ বিশ্ব হইল ॥ সমগ্র বিশ্বের তুমি একমাত্র পতি। তোমা হতে জীব-কুল লভয়ে মুকতি ॥ কেজানে তোমার তত্ত্ব ওহে কৃপাময়। তোমা হতে হয় প্রভু ভবভয় ক্ষয় ॥ পুরুষের শ্রেষ্ঠ তুমি ওগো নারায়ণ। পরাৎপর সারাৎসার নিত্য নিরঞ্জন ॥ আসিয়াছ অবনীতে নাশিবারে ভার। মায়া করি গোপবেশী ওহে গুণাধার ॥ দাসীরে করহ ত্রাণ ওহে কৃপাময়। এত কহি কান্দে রাণী কাতর হৃদয় ॥ মিষ্টবাক্যে বলে তবে দেব জনার্দ্দন। ধৈর্য্য ধরি নিজ ঘরে করুণ গমন ॥ সান্ত্বনা বাক্যেতে রাণী হয়ে স্থিরমতি। আপন

আগারেতে শেষে করিলেন গতি॥ তাঁহারে বিদায় করি দেব নিরঞ্জন। কংসের অন্ত্যেষ্টি কার্য্য করেন সাধন॥ অনাথ দুঃখীরে ধন করেন অর্পণ। শত শত বিপ্রগণ করিল ভোজন॥ কংস পিতা উগ্রসেনে সাম্রাজ্য অর্পিল। তার পর ভগবান হৃদয়ে ভাবিল॥ পিতা মাতা আছে যথা বদ্ধ কারাগারে। চলিলেন সেই স্থানে সানন্দ অন্তরে॥ দেখেন ভূপতি পড়ি জননী তাঁহার। কান্দিছে হা কৃষ্ণ বলি সতী অনিবার॥ হা পুত্র হা পুত্র বলি করিছে ক্রন্দন। দ্রুতগতি জনার্দ্দন করিল মোচন॥ অঙ্কেতে লইয়া পুত্রে দৈবকী সুন্দরী। বলে কৃষ্ণ বিবেচনা এই কি তোমারি॥ পিতা মাতা দোঁহে দিলে এরূপ যাতনা। নিষ্ঠুর অন্তর তোর নাহি বিবেচনা॥ কত দুঃখ লভিয়াছি থাকি কারাগারে। অনর্গল ভাসে বক্ষ লোচনের জলে॥ হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলি করেছি ক্রন্দন। নিষ্ঠুর জীবন তোর ওরে কৃষ্ণধন॥ আবার মোদের ত্যজি কোথায় যাইবে। পুনশ্চ মোদের বুঝি যাতনা ঘটিবে॥ সত্য করি কহ বাছা আমার সদন। পুন কি যাইবে তুমি সেই বৃন্দাবন॥ বসুদেব কৃষ্ণধনে অঙ্কেতে করিয়ে। নয়ন জলেতে ভাসে হরিষ হৃদয়ে॥ রামকৃষ্ণ দুইজনে করিলেন কোলে। ভাসিল হৃদয় দেশ আহ্লাদ সলিলে॥ দেবকী কৃষ্ণেরে কহে ওহে বাছাধন। পুনশ্চ যাবে কি বাপ সেই বৃন্দাবন॥ এত শুনি শেষে বলে দেব জনার্দ্দন। শাস্ত্রের বচন মতে শুনহ এখন॥ জনক জননী রক্ষা করিবে তনয়। এইত শাস্ত্রের বিধি আছে পরিচয়॥ যেই জন মাতা পিতা না করে রক্ষণ। তাহার সদৃশ পাপী না দেখি কখন॥ পিতা হতে শ্রেষ্ঠ হয় জানিবে জননী। শতগুণে বন্দনীয়া হয়েন জননী॥ জননী সদৃশী বন্ধু নাহিক ধরায়। তাঁরে ঘৃণা কৈলে সেই নরকেতে যায়॥ কৃষ্ণের এ হেন বাণী করিয়া শ্রবণ। দৈবকী আহ্লাদ নীরে হলেন মগন॥ পিতৃ মাতৃ-পদে শেষে করিয়া প্রণাম। রামকৃষ্ণ দুই ভাই করেন প্রয়াণ॥ দরিদ্র দুঃখীরে অর্থ করে বিতরণ। অকাতরে দ্বিজগণে করান ভোজন॥ তার পর উগ্রসেনে দিয়া রাজ্যভার। দ্বিজগণে দেন ধন কৃষ্ণ গুণাধার॥ সকলে চলিল ক্রমে নিজের আলয়। গমনে উদ্যত হয় ব্রজবাসীচয়॥ হরিরে ডাকিয়া কহে গোপের রাজন। আসিয়াছি বহুদিন ওরে কৃষ্ণধন॥ চল যাই ত্বরা করি বৃন্দাবন ধামে। অকল্যাণ হতে পারে রহিলে এখানে॥ এ হেন বচন শুনি কহে নারায়ণ। আমার বচন তাত করহ শ্রবণ॥ সবার সনেতে তুমি যাহ ব্রজালয়। আমি না যাইব তথা ওহে কৃপাময়॥ বলিবেক যশোদারে সান্ত্বনা বচন। মম তরে নাহি যেন করয়ে ক্রন্দন॥ ব্রজে নাহি যাব আর বলিনু নিশ্চয়। যাহ তুমি শীঘ্রগতি নিজের আলয়॥ কৃষ্ণের এ হেন বাণী শুনিয়া তখন। উচ্চৈঃস্বরে নন্দগোপ করেন ক্রন্দন॥ বলে কৃষ্ণ কি কহিলে আমার সদনে। চল পিত অঙ্কে করি যাই ব্রজধামে॥ ব্রজের

জীবন তুমি ওহে কৃষ্ণধন। কান্দাও আমারে কেন ওরে বাছাধন॥ যশোমতী পথ চেয়ে আছে নিরন্তর। চল বাপ নীলমণি যাই শীঘ্রতর॥ মথুরা রাক্ষসপুরী শুনহ বচন। এখানেতে রহিবার নাহি প্রয়োজন॥ এত শুনি বলে তবে দেব নিরঞ্জন। আর না ব্রজেতে আমি করিব গমন॥ অনিত্য সংসার নন্দ জানিবে অসার। মুহূর্তেক তরে জীব আসে বারেবার॥ মায়াতে হয়েছে এই বিশ্বের সৃজন। মায়াবশে বিমোহিত আছে সর্ব্বজন॥ তবে কেন দুঃখ কর গোপের রাজন। মম কাছে তত্ত্বজ্ঞান করহ গ্রহণ॥ এত কহি তত্ত্বজ্ঞান করেন প্রদান। আরো শোকাকুল হয় নন্দ মতিমান॥ কহে কৃষ্ণ কি কহিলে আমার সদন। শেল সম হৃদে মম বাজে অনুক্ষণ॥ তোমা বিনে মা বাঁচিবে ব্রজবাসীগণ। সবার আধার তুমি যশোদার ধন॥ ওরে বাছা যশোদারে কি বলে বুঝাব। তোরে ত্যজি ব্রজপুরে কি প্রকারে যাব॥ তোমার সমীপে আমি ত্যজিব জীবন। পিতৃহত্যা পাপী হবে ওরে বাছাধন॥ মরিবে তোমার তরে যশোমতী সতী। জননী নাশের ভাগী হইবে সম্প্রতি॥ কেন আর অভিমান কর বাছাধন। এখানে তোমারে অঙ্কে লবে কোনজন॥ এত কহি শ্রীদামেরে করি সম্বোধন। বলিলেন নন্দগোপ শুনহ বচন॥ শ্রীদাম কৃষ্ণেরে তুমি ডাক একবার। শ্রীদাম শুনিয়া তাহা হৈল আগুসার॥ বলে ভাই ও কানাই চল শীঘ্রগতি। হরিবে সকলে এবে ব্রজে করি গতি॥ তব তরে পিতা তব করিছে ক্রন্দন। রাখাল সকলে হের ব্যাকুল জীবন॥ নির্দ্দয় হইয়া কটু বলিছ পিতারে। কেন কষ্ট দিবে বল যশোদা দেবীরে॥ শীঘ্রগতি চল ব্রজে ওহে নিরঞ্জন। শ্রীদামের বাক্যে হরি বলেন তখন॥ শ্রীদাম শুনহ কথা ব্রজে নাহি যাব। মথুরাপুরীতে আমি বসতি করিব॥ তোমরা ত্বরায় যাও বৃন্দাবন-ধামে। কিছু ফল নাহি আর থাকিয়া এখানে॥ কৃষ্ণের এ হেন বাণী করিয়া শ্রবণ। কান্দিয়া কাতর হয় শ্রীদাম তখন॥ মূর্চ্ছাগত হয়ে পড়ে নন্দ মহামতি। ক্ষণেকে চেতন লভি উঠিল সুমতি॥ বলে ছার প্রাণে আর কিবা প্রয়োজন। যমুনার জলে পশি ত্যজিব জীবন॥ করাঘাত বক্ষোপরে ঘন ঘন করে। ধেয়ে গিয়া কৃষ্ণধনে লইলেন কোলে॥ বলে বাছা চল যাই সেই বৃন্দাবন। কৃষ্ণ কহে কেন পিতা করিছ ক্রন্দন॥ শাস্ত্রের বচন শুন ওগো মহামতি। কেবা পিতা কেবা মাতা বলহ সংপ্রতি॥ ঈশ্বরের লীলামাত্র জানিবে সকল। তাঁহারে সেবিলে হয় সকল মঙ্গল॥ রাত্রিকালে নানাপক্ষী রহে বৃক্ষোপর। প্রভাতে সকলে যায় দিগ্ দিগন্তর॥ জীবমাত্র সেইরূপ জানিবে সকলে। নানারূপ ফল পায় নিজ কর্ম্মফলে॥ সকলি আমার মায়া জানিবে সুজন। এখন আলয়ে সবে করহ গমন॥ মিছা মায়াবদ্ধ হয়ে নাহি কোন ফল। উপায় করহ সবে হইবে মঙ্গল॥ যেই জন মায়াত্যাগ করিবারে পারে। তাহার ভকতি জন্মে আমার উপরে॥ তব পুত্র নহি

আমি শুন মহোদয়। জগতের পতি আমি বলিনু নিশ্চয়॥ আমার আদেশে ভ্রমে সূর্য্য শশধর। আমা হতে সৃষ্টি এই সব চরাচর॥ আমার আদেশে কাল করিছে সংহার। সর্ব্বময় আমি শুন বচন আমার॥ শ্রীদামের অভিশাপে রাধা রাসেশ্বরী। আদ্যাশক্তি আসিয়াছে মানবের পুরী॥ শত বর্ষ তার সহ বিচ্ছেদ ঘটিবে। নাহি যাব এই হেতু মনেতে জানিবে॥ অবনীর মহাভার বিনাশ করিয়ে। বৃন্দাবনে যাব পুন পুলক হৃদয়ে॥ পুনরায় সেই কালে দিব দরশন। সঙ্গে করি সবে যাব গোলোক ভবন॥ আনন্দে থাকিবে তথা বলিনু নিশ্চয়। এখন সকলে যাও আপন আলয়॥ কহিবে যশোদা মায়ে মম নিবেদন। মম তরে যেন নাহি করেন ক্রন্দন॥ সর্ব্ব জীবে আছি আমি শুন পরিচয়। প্রকৃতি আমার অংশ কহিনু নিশ্চয়॥ প্রলয়েতে বসুমতী ডুবিবে যখন। আমাতে মিশাবে আসি সর্ব্ব জীবগণ॥ যে জন আমারে সেবে আনন্দিতমনে। অন্তকালে যায় সেই গোলোক ভবনে॥ ভক্তগণে সদা আমি করি যে রক্ষণ। ভক্তের নাহিক ক্ষয় ওহে মহাত্মন॥ তবতুল্য নাহি ভক্ত অবনী ভিতরে। অন্তকালে যাবে তুমি গোলোক নগরে॥ তব সুত নহি আমি শুনহ রাজন। তোমাদের প্রভু আমি নিত্য নিরঞ্জন॥ যশোমতী নহে মাতা বলিনু বচন। মায়াবশে বদ্ধ হয়ে আছে সর্ব্বজন॥ সুতভাব ত্যজি মোরে সেব নিরন্তর। তাহলে হইবে জেন অতীব মঙ্গল॥ কহিবে গোপিকা-গণে আমার বচন। বলিবেক যশোদারে মম নিবেদন॥ সকলে আমার পদ সদা যেন সেবে। সকলেরে তুমি জ্ঞান প্রদান করিবে॥ ব্রজপুরে এবে ত্বরা করহ গমন। এত শুনি নন্দঘোষ কহিল তখন॥ উপদেশ দেহ মোরে ওহে নিরঞ্জন। কেমনে করিব বল তোমার পূজন॥ নাহি জানি তন্ত্র মন্ত্র ওহে কৃপাময়। কৃষ্ণ কহে শুন বলি সব পরিচয়॥ অনিত্য সংসার এই কিছু সত্য নয়। বারি বিম্ব সম বিশ্ব সব মায়াময়॥ মায়াবশে মুগ্ধ আছে যত জীবগণ। অখিল ব্রহ্মাণ্ড হয় মোহেতে মগন॥ পঞ্চভূতময় সব শুনহ সুমতি। মায়া-বশে লভে জীব বিস্তর দুর্গতি॥ সকল শরীরে মম আছে অধিষ্ঠান। এ কারণে মম নাম হয় আত্মারাম॥ আমি যদি জীবদেহ করি বিসর্জ্জন। শূন্য-দেহ হয় তবে জানিবে সুজন॥ যখন শরীরে নাহি থাকয়ে জীবন। পঞ্চভূত দেহ হয় অচল তখন॥ মোহবশে জীবকুল দুঃখ খেদ করে। নির্ব্বোধ তাহারা হয় বিশ্বের মাঝারে॥ জ্ঞানীজনে দুঃখ নাহি করে কদাচন। কহিলাম সার কথা তোমার সদন॥ কিবা বিধি কিবা হর কিবা সুরগণ। আমার অংশেতে সবে লভেছে জনম॥ আমা হতে সৃষ্টি স্থিতি আমা হতে লয়। মম ভক্ত হয় যেই শুন পরিচয়॥ তাহার নিধন নাই জেন কোনকালে। অন্তকালে যায় সেই গোলোক মন্দিরে॥ শ্রীমধুসূদন মন্ত্র জপ অনিবার। বলিলাম সার কথা সদনে তোমার। হইবে সমস্ত সিদ্ধ জানিবে নিশ্চয়। একান্তে জপিবে মন্ত্র

ওহে মহাশয় ॥ বিলম্বেতে নাহি ফল শুনহ বচন। শীঘ্রগতি ব্রজধামে করহ গমন ॥ কৃষ্ণের এহেন বাণী করিয়া শ্রবণ। নন্দের হৃদয়ে জ্ঞান হৈল উৎপাদন ॥ কৃষ্ণের কথায় হৈল জ্ঞানের সঞ্চার। তথাপি কান্দেন নন্দ স্নেহে অনিবার ॥ মায়াসূত্র কভু নাহি ছেদিবারে পারে। ঘন ঘন নেত্রজল বিষাদেতে ঝরে ॥ তাহা হেরি মিষ্টবাক্যে কহে গদাধর। ব্রজপুরে যাহ তাত অতি শীঘ্রতর ॥ এখানে রহিলে বিঘ্ন হইবে নিশ্চয়। মিছা কেন কালক্ষেপ ওহে মহাশয় ॥ কৃষ্ণের এহেন বাণী করিয়া শ্রবণ। জিজ্ঞাসিল নন্দঘোষ সুমিষ্ট বচন ॥ কলিকাল কি প্রকারে জানিতে পারিব। মোর কাছে বল তাহা ওহে শ্রীমাধব ॥ কৃষ্ণধন বলে তবে গোপের রাজনে। পাপেতে মজিবে পৃথ্বী কলি আগমনে ॥ গ্রাম্যদেব নাহি রবে ধরণী ভিতর। পাপেতে উন্মত্ত হবে মানব নিকর ॥ জাতিভেদ না থাকিবে শুনহ বচন। সত্য ক্ষমা দয়া ধর্ম্ম হবে বিসর্জ্জন ॥ অনাচারে রত রবে ব্রাহ্মণ নিকর। মিথ্যা প্রবঞ্চনা কথা কবে নিরন্তর ॥ যজ্ঞসূত্র ফেলি দিবে গলদেশ হতে। শূদ্রের সনেতে সবে খাইবে সুখেতে ॥ মদ্য মাংস খাবে সবে পুলকিত হয়ে। বেশ্যাসনে রত রবে পুলক হৃদয়ে ॥ নারীগণ পাপাচার করিবে তখন। কদাচিত পতিব্রতা রবে কোন জন ॥ পিতৃ-মাতৃ-ভক্তিশূন্য হইবে তনয়। তুষিবে যতনে সদা নারীর হৃদয় ॥ গুরু-ভক্তি-শূন্য হবে যত শিষ্যগণ। নৃপ হয়ে প্রজাগণে করিবে পীড়ন ॥ শস্য শূন্য বসুমতী হইবে নিশ্চয়। ভীষণ দুর্ভিক্ষ আসি হইবে উদয় ॥ অনশনে জীবগণ মরিবে তখন। জলদে না হবে জল যেন বরিষণ ॥ গোবাহনে যাবে সবে পুলক হৃদয়ে। মিথ্যাসাক্ষ্য দিবে সবে বিচার আলয়ে ॥ শূদ্রাণীতে রত হবে যত দ্বিজগণ। শূদ্র সনে ব্রাহ্মণীরা করিবে রমণ ॥ ভ্রষ্টা হয়ে পতিনাশ করিবে রমণী। ম্লেচ্ছে পরিপূর্ণ হবে এইত ধরণী ॥ কলিকালে হবে জেন এরূপ আকার। কলিগতে সত্যযুগ হবে পুনর্ব্বার ॥ কহিনু সকল কথা তোমার সদন। এখন নিজের গৃহে করহ গমন ॥ কেন দুঃখে সমাকুল করিছ হৃদয়। দুঃখে মগ্ন কভু নাহি জ্ঞানীজন হয় ॥ সমাদরে তুমি মোরে করেছ লালন। কত দুঃখ সহিয়াছ আমার কারণ ॥ দৌরাত্ম্য কতই আমি করেছি তথায়। স্বীয় গুণে ক্ষমা কর সেই সমুদয় ॥ যশোদা রোহিণী দোঁহে মোদের কারণ। দুঃখিত হইয়া যেন না করে ক্রন্দন ॥ কহিবে সবার কাছে সুমিষ্ট বচনে। সুখ দুঃখ চক্রাকারে অবিরত ভ্রমে ॥ কালবশে হয় সুখ কালে দুঃখ হয়। কালেতে ঘটায় সব জানিবে নিশ্চয় ॥ কর্ম্মফল ভোগ করে যত জীবগণ। কর্ম্মফল কভু নাহি হইবে খণ্ডন ॥ বসুদেব পিতা মম জানিবে সুজন। জননী দৈবকী মোর বলিনু বচন ॥ কংসভয়ে রাখে মোরে তোমার আগারে। আমারে লালন তুমি করিলে সাদরে ॥ এখন আসিনু আমি পিতার ভবন। কেন তাহে মুগ্ধ হয়ে করিছ ক্রন্দন ॥ পুলকেতে বৃন্দাবনে যাহ মহোদয়।

বিলম্বেতে নাহি ফল কহিনু নিশ্চয়॥ রাধারে সান্ত্বনা তুমি করিবে অর্পণ। গোপীগণে মিষ্টবাক্যে কহিবে বচন॥ কৃষ্ণের এ হেন বাক্য শুনিয়া তখন। বিস্ময়েতে সমাকুল গোপের রাজন॥ কহে বৎস একেবারে কেমনে ভুলিলে। দারুণ বচন মুখে কিরূপে আনিলে॥ মুহূর্ত্তেক তরে চল সেই বৃন্দাবন। আসিবে প্রবোধ দিয়া যশোদা জীবন॥ শুনিয়া এ হেন বাণী কহে কৃষ্ণ ধন। ত্বরাগতি সবে পিত করহ গমন॥ ত্বরিতে উদ্ধবে আমি পাঠাব তথায়। সান্ত্বনা অর্পিবে সেই ব্রজেতে সবায়॥ অগত্যা গোপের রাজা সুদুঃখিত মনে। কান্দিতে কান্দিতে গেল পুনঃ বৃন্দাবনে॥ এইরূপে মথুরাতে থাকে জনার্দ্দন। কংসের মরণ শুনে মগধরাজন॥ মগধের রাজা সেই জরাসন্ধ নাম। সসৈন্যে মথুরাপুরে আসে বীর্য্যবান॥ কৃষ্ণের সহিতে যুদ্ধ করে ঘোরতর। তাহাতে মগধসৈন্য মরিল বিস্তর॥ রাম কৃষ্ণ দুই জন মহাক্রুদ্ধ মনে। দারুণ সংগ্রাম করে জরাসন্ধ সনে॥ যুদ্ধ কথা শুনি কালযবন ধীমান। মথুরা নগর মুখে হৈল আগুয়ান॥ জরাসন্ধ প্রিয় করি সেই বীরবর। এদিকে সংবাদ পেয়ে দেব গদাধর॥ তাহার ভয়েতে গিয়া সাগর মাঝারে। সুরম্য দ্বারকাপুরী বিনির্ম্মাণ করে॥ যদুগণ সহ তথা করেন বসতি। পুরাণে অমৃত গাথা মধুর ভারতী॥

পঞ্চাশৎ অধ্যায়।

রুক্মিণী হরণ, জাম্বুবানের নিকট হইতে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক মণি উদ্ধার,
জাম্বুবতীলাভ, শিশুপালাদি বধ প্রভৃতি বর্ণন।

ব্যাস উবাচ। দ্বারকায়াং বসন্ কৃষ্ণো রুক্মিণ্যাস্তু স্বয়ম্বরং।
সমাকর্ণ্য তত্রগত্বা রুক্মিণীং প্রাপ্তুমিচ্ছতীং।
জহার ভীষ্মকসুতাং শিশুপালাদিদর্পহা॥

ব্যাস বলে শুন শুন ওহে মহামতি। এরূপে দ্বারকায় থাকে কৃষ্ণ বিশ্বপতি॥ রুক্মিণীর স্বয়ম্বর শুনিয়া শ্রবণে। তাহারে হরেন কৃষ্ণ আনন্দিত মনে॥ কৃষ্ণেরে লভিতে সদা রুক্মিণীর মন। তাঁহারে হরণ করে নিত নিরঞ্জন॥ শিশুপাল আদি করি বহু সংখ্যজন। কৃষ্ণের নিকটে সবে খর্ব্ব দর্প হন॥ জাবালি এতেক শুনি কহে পুনরায়। নিবেদন ওহে প্রভু করিগো তোমায়॥ রুক্মিণী হরণ বার্ত্তা করিয়া বিস্তার। কৃপা করি কহ মোরে ওহে গুণাধার॥ ব্যাস বলে শুন শুন ওহে তপোধন। জিজ্ঞাসিলে যাহা তাহা করিব বর্ণন॥ ভীষ্মক নামেতে ছিল জনেক নৃপতি। বিদর্ভ নগরে তাঁর

আছিল বসতি ॥ রুক্মিণী নামেতে তাঁর ছিল এক কন্যা। রূপে গুণে অপ-রূপা হয় সেই ধন্যা ॥ স্বয়ম্বর হেতু নৃপ চিন্তিত হইল। দূতগণে দেশে দেশে পাঠাইয়া দিল ॥ অকস্মাৎ এক দূত পত্র সঙ্গে করি। উপস্থিত হৈল আসি দ্বারকানগরী ॥ সভামাঝে আসি দূত প্রণাম করিল। নিমন্ত্রণ পত্র দিয়া পরেতে কহিল ॥ হইবেক স্বয়ম্বরা ভীষ্মক দুহিতা। সেই হেতু পত্র সহ আসিলাম হেথা ॥ এসেছে অনেক নৃপ মহারাজগণ। যদুকুল লয়ে তথা করুণ গমন ॥ অতীব রূপসী কন্যা রুক্মিণীরমণী। রূপবতী তার তুল্য না দেখি অবনী ॥ নবীনা যুবতী কন্যা অতীব সুন্দরী। তুলনা তাহার আমি দিতে নাহি পারি ॥ এতবলি দূত তবে হইল বিদায়। হরির চঞ্চল মনে চাঞ্চল্য ঘটায় ॥ সংবাদ পাইয়া প্রভু শ্রীহরি তখন। রুক্মিণী কারণে হন সচিন্তিত মন ॥ এ দিকেতে শতানন্দ তাপসপ্রবর। ভীষ্মকে সম্বোধি কহে ওহে নরবর ॥ তনয়ার যোগ্য পাত্র পড়িয়াছে মনে। শুন শুন মহারাজ বলি তব স্থানে ॥ নাশিতে ধরার ভার গোলোক ত্যজিয়া। হয়েছেন অব-তার শ্রীহরি আসিয়া ॥ সেই জনার্দ্দনে কন্যা দেহ মহাশয়। পুলকেতে মুক্তি-পদ পাইবে নিশ্চয় ॥ মম অভিলাষ এই শুন নরবর। পাঠাইয়া দেহ পত্র দ্বারকানগর ॥ রাজা বলে শুন প্রভো তার বিবরণ। পাঠায়েছি দূত আমি দ্বারকাভবন ॥ স্বয়ম্বর ছল করি পাঠায়েছি তায়। কখন আসিবে সেই গোলোকের রায় ॥ দুইজনে এই যুক্তি করিতে লাগিল। অকস্মাৎ রাজপুত্র সমাগত হইল ॥ রুক্ম নাম ধরে সেই ভীষ্মক তনয়। জ্বলন্ত বহ্নির সম জ্বলিল হৃদয় ॥ রুক্ম কহে ওগো তাতঃ একি অসম্ভব। জাননা যে অর্থলোভী বিপ্র-গণ সব ॥ ব্রাহ্মণের বাক্য শুনি কৃষ্ণে কন্যা দিবে। নীচাশয় তার তুল্য নাহি এই ভবে ॥ চৌর্য্যবৃত্তি করে সেই পাপে সদা রত। যে সব বলিল বিপ্র মিথ্যা যেন তাত ॥ পর বাক্যে নীচাশয় সদনে মারিল। সর্ব্বস্ব হরিয়া নিজ ভাণ্ডার পূরিল ॥ কংস নাশি পাপাচার রাজ্য নিল তার। বিনা দোষে মাতুলেরে করিল সংহার ॥ জরাসন্ধ ভয়ে প্রাণ লইয়া পালাল। দ্বারকানগর গিয়া লুকাইয়া রহিল ॥ গোকুলে খাইত ননী করিয়া হরণ। বেড়াইত বনে বনে লয়ে শিশুগণ ॥ যদি রাজা তারে তুমি কন্যাদান দিবে। তবেত দুজনে মহা কলহ ঘটিবে ॥ মোর কথা শুন রাজা দেহ অন্য বরে। কিম্বা দেহ এই কন্যা সেই ভার্গবেরে ॥ অথবা গো শিশুপালে দেহ কন্যাদান। কিম্বা ইন্দ্রে দেহ তাতঃ বাড়িবে যে মান ॥ এ কন্যার যোগ্য পাত্র সে অধম নয়। জরাসন্ধ ভয়ে সেই লুকাইয়া রয় ॥ তারে কন্যা দিলে তাতঃ পরাণ ত্যজিব। নতুবা এস্থান হতে চলিয়া যাইব ॥ গোকুল ভিতরে বেটা গোপাল সাজিয়া। দিবা-নিশি ক্রীড়া করে গোপীনী লইয়া ॥ বলবান শিশুপালে কন্যাদান কর। সুযশ রহিবে তব অবনী ভিতর ॥ মম কথা শুন নৃপ কর অনুমতি। নিমন্ত্রণ

করি আনি যতেক নৃপতি ॥ শুনিয়া পুত্রের বাক্য দুঃখিত অন্তরে। পুরোহিত সনে রাজা যায় স্থানান্তরে ॥ শতানন্দ ডাকি বলে শুনহে রাজন। তব বাক্যে অন্যমত হবে না কখন ॥ এদিকেতে নারায়ণ পেয়ে নিমন্ত্রণ। সোৎকণ্ঠ অন্তরে যত লয়ে সঙ্গিগণ ॥ উদ্যোগ করেন যেতে পুলক অন্তরে। রুক্মিণী জানিল তাহা অন্তর ভিতরে ॥ এদিকেতে রাজসুত রুক্ম মহোদয়। শিশুপালে ভগ্নি দিবে ইচ্ছা অতিশয় ॥ পিতৃসনে বাদ করি কুপিত অন্তরে। দূতেরে পাঠায় শিশুপালে আনিবারে ॥ পত্র লভি শিশুপাল সেখানে আসিল। ত্বরিতে বিদর্ভপুরে আসিয়া পৌছিল ॥ যদুকুল এখানেতে পুলকিত হয়ে। বিবাহের তরে যায় কৃষ্ণেরে লইয়ে ॥ চলিল অনেক গোপ সহিতে সবার। আর সব সঙ্গে যায় যাদবকুমার ॥ বলদেব আদি করি সকলে চলিল। পরম হরিষে রথে সকলে চড়িল ॥ ঘোর রবে ধায় রথ বিদর্ভ নগর। ভীষ্মক নৃপতি পায় এসব খবর ॥ যথাযোগ্য আলাপন সকলে করিল। পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া বিপ্রে পূজিতে লাগিল ॥ ঋষি যতি আদি করি অনেক আসিল। সযতনে সবাকারে অর্চ্চনা করিল ॥ যথাযোগ্য স্থান দিল থাকিবার তরে। মহানন্দে সকলেতে রহে সমাদরে ॥ নানা দেশ হতে আসে রাজরাজেশ্বর। পাইল সকলে যথাযোগ্য সমাদর ॥ নিজ স্বামী আসিয়াছে শুনিয়া রুক্মিণী। মনে মনে পুলকিত হইতেছে ধনী ॥ আনাইল পিতা কৃষ্ণে বিবাহের তরে। প্রতিবাদী ভাই তাহে জানিল অন্তরে ॥ শিশুপালে আনাইল বিবাহ কারণ। দুঃখিত হইল সতী শুনিয়া বচন ॥ কান্দিয়া কাতর সতী কহে সকাতরে। কোথা হরি এসময় বাঁচাও আমারে ॥ অন্তরে জানিল তাহা দেব অন্তর্যামী। প্রবোধ প্রদান তারে করে চক্রপাণি ॥ শূন্যবাণীছলে তবে কহে জনার্দ্দন। কেন প্রিয়ে বৃথা ভয় করিছ এখন ॥ ধৈর্য্য ধর মিছা কেন কাঁদিছ অন্তরে। পাবে স্বামী তুমি ধনী অবশ্য আমারে ॥ পাপাচার শিশুপাল প্রতিফল পাবে। অপমান হয়ে সেই গৃহে ফিরে যাবে ॥ নিজ স্থানে ফিরে যাবে হয়ে অপমান। তুমিত লভিবে পতি কৃষ্ণ মতিমান ॥ পুলকিত হৈল ধনী শুনি দৈববাণী। এদিকে ভীষ্মক নৃপ চিন্তিত আপনি ॥ শুভদিনে শুভক্ষণে করে অধিবাস। পুরনারীগণ করে হরিষ প্রকাশ ॥ তবে সে রুক্মিণী দেবী সহ সখিগণ। মহানন্দে সরোবরে করেন গমন ॥ অকস্মাৎ নারায়ণ চড়ি নিজ রথে। রুক্মিণীরে তুলি নিল গগনের পথে ॥ অন্তরে পুলক বড় পাইলেন সতী। শ্রীকৃষ্ণের পদে তবে করিল প্রণতি ॥ করপুটে স্তব করে বলে কৃপাময়। তুমি দেব নির্ব্বিকার দুঃখীর আশ্রয় ॥ সংসারের গতি তুমি ওহে যদুপতি। কে জানে তোমায় প্রভু তুমি সর্ব্ব গতি ॥ আদি অন্ত হীন তুমি সবাকার সার। বিশ্বের ঈশ্বর তুমি ওহে দয়াধার ॥ বংশীধারী ওহে হরি গোলক-বিহারি। দেবের কারণ তুমি জগতের হরি ॥ রমাপতি বিশ্বপতি গোপীকা-জীবন। জলদবরণ তব রূপ বিমোহন ॥ মূলাধার

সর্ব্ব আত্মা পুরুষপ্রধান। আমারে করিলে দয়া ওহে কৃপাবান॥ স্তবে তুষ্ট জনার্দ্দন তখন হইল। রুক্মিণীর প্রতি তবে বলিতে লাগিল॥ কেন সতী বৃথা ভয় করিছ অন্তরে। লক্ষ্মী অংশে জন্ম তব ধরণী মাঝারে॥ কি কারণ ওহে দেবী হতেছ ব্যাকুল। পরমা প্রকৃতি তুমি সবাকার মূল॥ এইরূপে উভয়েতে পুলকে ভাসিল। শুনি রোষে যুবরাজ জ্বলিয়া উঠিল॥ শুনিল সে রুক্মরাজ কৃষ্ণ আচরণ। শুনিয়া জ্বলিল নৃপ অগ্নির মতন॥ যুবরাজ কহে একি আশ্চর্য্য বারতা। মম ভগ্নী হরে কৃষ্ণ হেরিব ক্ষমতা॥ আমার সমক্ষে হরে আমার ভগিনী। কত শক্তি ধরে সেই দেখিব তা আমি॥ চোরা রীতি আছে তার আমি ভাল জানি। গোকুলে বেড়াত চুরি করিয়া নবনী॥ মনে নাহি জানে ইহা নহে বৃন্দাবন। এ নহে জানিবে সেই মথুরাভবন॥ সমুচিত ফল আমি তাহারে যে দিব। কেমন সে ননীচোরা তাহারে হেরিব॥ এত কহি যুবরাজ পিতৃ কাছে কয়। শ্রীহরি কেমন যোগ্য দেখ মহাশয়॥ সরোষ অন্তরে বলে শুন মহামতি। দেখ সে পাপীর হয় এ কেমন রীতি॥ মম ভগ্নী রুক্মিণীরে হরণ করিল। অবশ্য তাহারে আজি ডেকেছে যে কাল॥ নতুবা এমন কার্য্য করিল কেমনে। এখনি পাঠাব তারে শমন সদনে॥ এইরূপে কটু কথা বলিতে লাগিল। শুনিয়া ভীষ্মক নৃপ তাহারে কহিল॥ কন্যা উপযুক্ত বর হয়েছে মিলন। কেন বৎস রোষ তুমি কর অকারণ॥ রোষ ছাড় শান্ত হও আমার বাক্যেতে। কেন বা বিবাদ কর এ শুভ কার্য্যেতে॥ শুনিয়া পিতার কথা রুক্ম মতিমান। জ্বলিয়া উঠিল বীর অগ্নির সমান॥ কহে পিতা হেন কথা না বলিহ আর। করিতাম অন্য হলে এখনি সংহার॥ তথা হতে রোষ ভরে গমন করিয়া। বলিল বৃত্তান্ত সব নৃপগণে গিয়া॥ কহে দেখ দুষ্ট মতি কৃষ্ণ আচরণ। যথা ছিল শিশুপাল আদি নৃপগণ॥ আমার ভগিনী ছিল সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী। তাহারে দুরাত্মা হার করিল সে চুরি॥ ব্রজপুরে নন্দালয়ে পালন হইল। শ্রীনন্দনন্দন তারে সকলে কহিল॥ গোপান্ন ভোজন করে গোপাল রক্ষক। রাখালের সহ বাস করে সে বালক॥ জাতির বিচার তার নাহিক নির্ণয়। কদাচারি তাহারে যে সকলেই কয়॥ ক্ষত্রবংশে জন্ম তার গোপের রক্ষিত। শিশুকালে পূতনায় করে বিনাশিত॥ স্ত্রীহত্যা গোহত্যা তার কোন জ্ঞান নাই। এ হেন দুরাত্মা লোক দেখিতে না পাই॥ মথুরা পুরীতে আসি কংসকে নাশিল। তার পর মাতুলানী হরণ করিল॥ প্রশংসা তাহার কহ আছে কোন স্থানে। সদা ম কার্য্যে রত জানে সর্ব্বজনে॥ এবে সে ভীষ্মক কন্যা হরণ করিল। এখনি লভিবে তার সমুচিত ফল॥ রুক্মের শুনিয়া কথা কোপে রাজাগণ। রোষে উঠে শিশুপাল করি আস্ফালন॥ কহে একি কথা শুনি ওহে যুবরাজ। হরিল তোমার ভগ্নী জনার্দ্দন আজ॥ দেবঋষি রাজপুত্র থাকিতে এ স্থানে। গোপালের এত শক্তি হৈল কি কারণে॥ কি

কারণে সেই দুষ্ট এখানে আসিল। রাজসভা যোগ্য নহে সে নন্দদুলাল॥ বৃন্দাবনে গোপগৃহে তাহার গৌরব। এ স্থানেতে তার শোভা নহে অনুভব॥ এত যদি শিশুপাল বলিয়া উঠিল। যদুগণ তাহা শুনি কুপিত হইল॥ বলরাম মহারোষে করি আস্ফালন। লোহিত নয়নে বাণ করে বরিষণ॥ কার্ম্মুকেতে গুণ যদি দিল হলধর। মার মার ধ্বনি সবে করে ভয়ঙ্কর॥ রুক্ম নৃপ প্রতি শর করেন ক্ষেপণ। রথ ভগ্ন করি তায় হানে দশবাণ॥ বিরথি হইল তবে ভীষ্মক নন্দন। এইরূপে দুইজনে হয় ঘোর রণ॥ কেহ কারে নাহি জিনে সদৃশ উভয়॥ রুক্মে নাশিবার আশে বলদেব ধায়॥ অস্ত্রে অস্ত্রে কাটাকাটি করে দুইজনে। পাশুপত শর রাম মারে সেইক্ষণে॥ শরাঘাতে কলেবর জর জর হৈল। অস্ত্রাঘাত মাত্রে রুক্ম অচেতন হৈল॥ বলরাম তবে রথ ভাঙ্গিল তাহার। অশ্বসহ সারথিরে করিল সংহার॥ মহারোষে রুক্ম নৃপে নাশিবারে যায়। অকস্মাৎ দৈববাণী হইল তথায়॥ তুমি না পারিবে নাশ করিতে উঁহারে। ওহে মহামতি নাশ না করিহ ওরে॥ তাহা শুনি বলদেব বিরত হইল॥ শিশুপাল বীর তবে যুদ্ধেতে পশিল॥ মহারোষে দন্তবক্র এড়িল যে বাণ। শরে বলদেব তাহা করিল নির্ব্বাণ॥ লাঙ্গল লইয়া করে দেব হল পাণী। দন্তবক্র প্রতি ধায় যেন কালফণী॥ মারিল রথের অশ্ব লাঙ্গল আঘাতে। রথচূর্ণ কৈল তার মারিল নির্ঘাতে॥ অকস্মাৎ শিশুপালে করিতে হনন। রোষবশে ধায় রাম ধরিতে তখন॥ দৈববাণী এইকালে হইল তখন। স্থির হও বলদেব শুনহ এখন॥ ইহারে না নাশ তুমি ওহে বীরবর। করিবে ইহারে নাশ বিশ্বের ঈশ্বর॥ এত শুনি বলদেব কুপিত হইল। লাঙ্গলের বাড়ি তার বদনে মারিল॥ দন্তভগ্ন হৈল তার লাঙ্গলের ঘায়ে। কাঁপিতে লাগিল সুরগণ হেরি ভয়ে॥ হইল ভীষণ যুদ্ধ সহ যদুগণ। পলাইল ভঙ্গ দিয়া যত নৃপগণ॥ শিশুপাল আদি করি সকলে পলায়। সকল বৃত্তান্ত ক্রমে ভীষ্মক শুনিল॥ ভীষ্মক আজ্ঞায় শতানন্দ ঋষিবর। দ্রুতগতি চলিলেন কৃষ্ণের গোচর॥ বলিলেন শতানন্দ কৃষ্ণের সদনে। আর কেন ওহে প্রভু ক্ষান্ত হও রণে॥ ঋষির বাক্যেতে তুষ্ট হইয়ে জনার্দ্দন। সংগ্রাম ত্যজিয়া স্থির হলেন তখন॥ শতানন্দে সঙ্গে করি যত যদুগণ। পুরিতে প্রবেশে সবে পুলকে মগন॥ ভীষ্মক নৃপতি শেষে পুলক অন্তরে। বিবাহ জন্যেতে সভা বিনির্ম্মাণ করে॥ নারীগণ যথাবিধি পুলকিত মনে। শুভ আচরণ করে বিবাহ কারণে॥ লক্ষ্মী অংশে অবতীর্ণা রুক্মিণী যুবতী। আনাইল সভা-মাঝে মোহন মূরতী॥ বিভূষণে বিভূষিতা হইয়া তখন। সভামাঝে সে রুক্মিণী করে আগমন॥ সভামাঝে জনার্দ্দনে করি দরশন। গুণবতী সে রুক্মিণী হরিষে মগন॥ মনে মনে নারায়ণে করেন প্রণাম। রূপ দেখি গুণ-বতী সুখে ভাসমান॥ রুক্মিণীরে নেহারিয়া দেব জনার্দ্দন। সুখের জলধিনীরে

হলেন মগন ॥ সভা মাঝে রুক্মিণীরে বসাইয়া পরে। বিধানে নৃপতি কর্ম্ম সমাধান করে ॥ মন্ত্র পড়ি নরনাথ করেন অর্পণ। স্বস্তি বলি নারায়ণ করেন গ্রহণ ॥ বিধানে যতেক কর্ম্ম সমাধা হইল। রুক্মিণী পাইয়া কৃষ্ণ পুলকে ভাসিল ॥ ভীষ্মক যৌতুক কত করিলেন দান। আনন্দ সাগরে হরি হৈলা ভাসমান ॥ কার্য্যসিদ্ধি করি শেষে ভীষ্মক রাজন। কন্যার লাগিয়া করে অশ্রু বিসর্জ্জন ॥ কন্যার বিবাহ হলে যত রাজাগণ। সুখের-সাগর-নীরে হলেন মগন ॥ রুক্মিণী জননী আর যত সব নারী। জামাতা হেরিতে এল সভার ভিতরি ॥ কৃষ্ণরূপ দেখি সবে বিমোহিত হয়। যতনে কন্যারে তবে কোলে তুলি লয় ॥ অঙ্কেতে করিয়া কন্যা রাজার মহিষী। ধীরে ধীরে অন্দরেতে গেলেন রূপসী ॥ যত নারীগণ সবে সমাগত হইল। ভগবতী শীঘ্রগতি আসিয়া পৌঁছিল ॥ রোহিণী সাবিত্রী তবে তথায় আসিল। আদরে রুক্মিণী মাতা বসিবারে দিল ॥ লক্ষ্মী সরস্বতী রাধা সবে পুলকিত। শচীসতী মহানন্দে হৈল উপনীত ॥ স্বাহা স্বধা আদি করি যত সুরনারী। কৃষ্ণের পুলক হেতু আসে সারি সারি ॥ একাসনে বসি সবে রতন মন্দিরে। নারায়ণে বহুবিধ কৌতুক যে করে ॥ ভগবতী বলে প্রভু দরশন কর। নবীন যৌবন এই রুক্মিণী দেবীর ॥ সুখ ভোগকর তুমি মন অভিলাষে। আমরা এখন যাই নিজ নিজ বাসে ॥ আর কেন রমাপতি লজ্জা তুমি কর। রুক্মিণী রতনে একবার অঙ্কে কর ॥ রাধা কহে ওহে প্রভু বিশ্বের জীবন। অঙ্কে কর একবার রুক্মিণী রতন। তব তুল্য রূপবতী এরুক্মিণী ধনী। বারেক দেখহে প্রভু দেবচক্রপাণি ॥ সাবিত্রী কহেন সখী কন্যা গুণবতী। মনোমত বর আজি পাইয়াছ সতী ॥ রতী কহে নারায়ণ কি আর বলিব। ভীষ্মক নৃপের কন্যা যোগ্য নারী তব ॥ সরস্বতী কহে প্রভু শুন এক কথা। রাধা তুল্য হবে কি এ ভীষ্মক দুহিতা ॥ এইরূপে যত সব সুরনারীগণ। কৌতুকে আনন্দ করে লয়ে নারায়ণ ॥ রাজরাণী এইরূপে সম্ভাষণ করে। মিষ্ট আলাপন সবে করেন আদরে ॥ কৌতুকে বাসরে সবে পুলকে মগন। সবাকারে রাজরাণী করেন যতন ॥ সকলে করিল পূজা বিবিধ বিধানে। রাজরাণী পুলকিত হৈল মনেমনে ॥ শেষে আশীর্ব্বাদ করি যত রামাগণ। নিজ নিজ স্থানে সবে করিল গমন ॥ এখানে ভীষ্মক রায় অতীব উল্লাসে। নৃপগণে সুরগণে পূজিল বিশেষে ॥ সযতনে সবাকারে করায় ভোজন। আশীষ করিয়া সবে চলিল তখন ॥ এইরূপে রুক্মিণীরে লভি নারায়ণ। পরম সুখের নীরে হন নিমগন ॥ দ্বারকা নগরে গিয়া আনন্দ অন্তরে। সঙ্গীগণ সহ সদা সুখেতে বিহরে ॥ এদিকেতে হস্তিনা ধামে রাজা যুধিষ্ঠির। পাণ্ডুর তনয় সেই অতীব সুধীর ॥ কৃষ্ণেরে হেরিতে বাঞ্ছা করেন রাজন। কাজে কাজে যান তথা দেব নারায়ণ ॥ সভামাঝে আছে বসি পাঁচটি পাণ্ডব। সমাগত ধীরে ধীরে তথায় মাধব ॥

যুধিষ্ঠিরে মিষ্টবাক্যে করে সম্ভাষণ। নারায়ণে নতি করে আর চারিজন॥ চারি জনে আশীর্ব্বাদ করি তার পর॥ বসিলেন দেবদেব আসন উপর॥ মঙ্গল জিজ্ঞাসা করে যুধিষ্ঠির রায়। সকল কল্যাণ কহে শ্রীহরি তাহায়॥ জিজ্ঞাসে শ্রীহরি শেষ শুনহ রাজন। কিসের কারণ মোরে করিলে স্মরণ॥ বলিলেন সবিনয়ে ধর্ম্মের তনয়। রাজসূয় যজ্ঞ ইচ্ছা ওহে দয়াময়॥ যজ্ঞ অনুষ্ঠানে ইচ্ছা হয়েছে আমার॥ স্মরিয়াছি এই হেতু ওহে দয়াধার॥ পাণ্ডবের গতি তুমি পাণ্ডবের নাথ। পরামর্শ দেহ মোরে ওহে বিশ্বনাথ॥ শ্রীহরি বলেন শুন ধর্ম্মের তনয়। এ কর্ম্ম তোমার করা সমুচিত হয়॥ কিন্তু বিঘ্ন আছে তাহে শুনহ এখন। জরাসন্ধ নাশ নাহি হয় যতক্ষণ॥ তারত একর্ম্ম নাহি হবে অনুষ্ঠান। কহিলাম সত্য কথা তব বিদ্যমান॥ কর দিবে অবনীতে যত রাজগণ। কিন্তু দুষ্টগণে বিঘ্ন করিবে রাজন॥ শিশুপাল আদি করি পাতকী নিকর। করিবে যজ্ঞের বিঘ্ন ওহে নৃপবর॥ জরাসন্ধ নরপতি মহাবীর্য্যবান। দ্বিতীয় নাহিক কেহ তাহার সমান॥ এই হেতু মম বাক্য করহ শ্রবণ। তাহার বিনাশ আগে করহ রাজন॥ তাহারে নাশিয়া মুক্ত কর রাজাগণে। বশীভূত হবে সবে সেই সে কারণে॥ তার পর যজ্ঞ কর্ম্ম করিবে রাজন। সকল কল্যাণ হবে আমার বচন॥ ভীমার্জ্জুনে মম সঙ্গে করহ অর্পণ। অবহেলে দুরাচার হইবে নিধন॥ শুনিয়া এতেক বাণী কহে যুধিষ্ঠির। সমুচিত হয় যাহা করহ সুধীর॥ এত কহি ভীমার্জ্জুন দুই সহোদরে। অর্পিলেন যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ সন্নিধ্যারে॥ দুইজনে সঙ্গে করি দেব নারায়ণ। জরাসন্ধে বধিবারে করেন গমন॥ ছদ্মবেশে দোঁহাসনে চলে গদাধর। হর পূজা করে যথা মগধ-ঈশ্বর॥ নিয়ম করিয়া করে হরের পূজন। হেনকালে সমাগত হয় তিনজন॥ দ্বিজরূপী তিন জনে করি দরশন। জরাসন্ধ ভক্তিভাবে প্রণমে তখন॥ তারপর জরাসন্ধ জিজ্ঞাসে সবায়। কি হেতু আসিলে সবে কহত আমায়॥ কিবা দান মাগ তাহা বল শীঘ্রতর। যা মাগিবে দিব তাহা বলিনু সত্বর॥ শুনিয়া এতেক বাক্য কহে জনার্দ্দন। ধন ভিক্ষা নাহি মাগি তোমার সদন॥ বিশেষ বচন আছে শুন নররায়। বাহিরে আসিলে সব কহিব তোমায়॥ কৃষ্ণের এ হেন বাণী করিয়া শ্রবণ। জরাসন্ধ বাহিরেতে করেন গমন॥ কৃষ্ণেরে ডাকিয়া শেষে বলিতে লাগিল। তোমাদের দেখি মনে আতঙ্ক জন্মিল॥ সত্য করি কহ সবে কেন আগমন। কোথায় নিবাস সবে হও কোন জন॥ শ্রীকৃষ্ণ বলেন শুন ওহে নরবর। আমাকে জানিবে নৃপ দ্বারকাঈশ্বর॥ এরা দোঁহে হন জেন পাণ্ডুর নন্দন। যুদ্ধ তরে তব পাশে করি আগমন॥ এতেক শুনিয়া বলে মগধঈশ্বর। কিরূপে আসিলে বল আমার গোচর॥ উপবাসে করিতেছি শিব আরাধনা। অকস্মাৎ কর বিঘ্ন কি হেতু বলনা॥ এখানে আসিতে ভীতি না হৈল অন্তরে। পুনরায় মাগ রণ আমার গোচরে॥ মম ভয়ে আছ গিয়া সাগরের পার। তব-

সহ যুদ্ধ বল কি করিব আর। স্বস্থানে পলাও ত্বরা আমার বচন। নতুবা অকালে যাবে যমের ভবন॥ শুনিয়া শ্রীহরি বলে ওহে নররায়। রাখিয়াছ বন্দী করি অসংখ্য রাজায়॥ তাঁদের মোচন হেতু রাজা যুধিষ্ঠির। রাজসূয় অনুষ্ঠান করিবে সুধীর॥ সেই হেতু ভীমার্জ্জুন সহিত আমার। আসিয়াছে রণ হেতু নিকটে তোমার॥ তিনের মধ্যেতে তব যারে বাঞ্ছা হয়। তার সহ কর যুদ্ধ ওহে মহাশয়॥ বিনা রণে অব্যাহতি নাহিক কখন। বলিলাম তথ্য কথা তোমার সদন॥ এতেক বচন শুনি কুপিত অন্তরে। জরাসন্ধ কটুকথা কহে সবাকারে॥ কহিলেন কৃষ্ণ প্রতি ওহে পাপাচার। তোর সহ যুদ্ধ বল কি করিব আর॥ অষ্টাদশবার রণ করি মোর সনে। পলাইয়া গেলি তুই লইয়া পরাণে॥ অর্জ্জুন অতীব শিশু পাণ্ডুর নন্দন। ইহার সনেতে আর কি করিব রণ॥ বীর বলি বোধ হয় বায়ুর নন্দনে। ইহার সনেতে রণে বাঞ্ছা হয় মনে॥ এত কহি জরাসন্ধ কুপিত অন্তরে। ভয়ঙ্কর গদা এক লয় নিজকরে॥ ভীমেরে অপর গদা করিয়া অর্পণ। রণ হেতু সজ্জীভূত হলেন রাজন॥ দুই জনে হয় যুদ্ধ অতি ভয়ঙ্কর। মত্তহস্তী তুল্য দোঁহে অতি বীরবর॥ মুষলে মুষলে শব্দ হইতে লাগিল। বজ্রের সমান শব্দ উঠিতে থাকিল॥ দুই জনে পরস্পর করেন প্রহার। এরূপে দারুণ যুদ্ধ চলে অনিবার॥ তিন দিন মহাযুদ্ধ চলিতে লাগিল। কেহ নাহি হারে কেহ বিজয়ী হইল॥ উপবাসে ছিল নৃপ মগধ-ঈশ্বর। তেজোহীন হৈল ক্রমে তাঁর কলেবর॥ ক্রোধভরে ভীমসেন গদা লয়ে করে। গর্জ্জন করিয়া হানে জরাসন্ধ পরে॥ শিরেতে লাগিয়া গদা চূর্ণমার হৈল। বাহু পাসরিয়া তারে ভীম যে ধরিল॥ ধরায় ফেলিয়া ভীম মগধ ঈশ্বরে। বিদীর্ণ করিয়া দেহ দুই ভাগ করে॥ হেরিতে হেরিতে নৃপ ত্যজিল জীবন। যেমন জনম তার তেমন মরণ॥ এইরূপে জরাসন্ধে করিয়া হনন। বন্দীভূত নৃপগণে করেন মোচন॥ তার পর ভীমার্জ্জুনে সঙ্গেতে করিয়ে। হস্তিনাতে যান কৃষ্ণ পুলক হৃদয়ে॥ বিনাশিয়া জরাসন্ধে দেব গদাধর। আসিলেন পুলকেতে হস্তিনা-নগর॥ ধর্ম্মপুত্র রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভিল। দেশ দেশান্তর হতে রাজারা আসিল॥ শিশুপাল আদি করি অসংখ্য রাজন। যজ্ঞস্থলে পুলকেতে করে আগমন॥ রাজসূয় যজ্ঞ কর্ম্ম সমাধা করিয়ে। চিন্তা করে যুধিষ্ঠির আপন হৃদয়ে॥ ভীষ্মেরে সম্বোধি শেষে কহেন রাজন। প্রথমে কাহারে অর্চ্চি কহ মহাত্মন্॥ ভীষ্ম কহে শুন শুন পাণ্ডুর তনয়। সবাকার পূজনীয় হরি ইচ্ছাময়॥ এত শুনি ধর্ম্মরাজ, ভীষ্মের বচনে। আগেতে অর্চ্চনা করে দেব নারায়ণে॥ তাহা হেরি শিশুপাল কুপিত অন্তরে। কটু কথা কহে কত ভীষ্ম মহাবীরে॥ কহে ওহে ভীষ্ম তব নাহি কোন জ্ঞান। কুলের কলঙ্ক নাহি তোমার সমান॥ কি হেতু আগেতে পূজ দৈবকী-নন্দনে। বাস করে অই বেটা গোপের ভবনে॥

রাখাল সনেতে তথা করিত ভ্রমণ। ওরে আগে পূজা কর কিসের কারণ॥
রাজা বলি যদি ওরে পূজা কর তুমি। কোন্ দেশে রাজ্য ওর কহ দেখি শুনি॥
শত শত নৃপ আছে সভার মাঝারে। সবে ত্যজি কর পূজা গোপের কুমারে॥
বীর বলি যদি ওরে করহ অর্চ্চন। জরাসন্ধ-ভয়ে কৃষ্ণ করে পলায়ন॥ দুষ্ট
মতি তুমি ভীষ্ম কি কহিব আর। তোমা হতে পাণ্ডবেরা হৈল ছারখার॥
গোকুলে গোপিনী সহ কাননে কাননে। বেড়াত শ্রীকৃষ্ণ অই বিদিত ভুবনে॥
ননী চুরি করি সদা করিত ভক্ষণ। উহারে সবার আগে করিলে অর্চ্চন॥
এইরূপে শিশুপাল কত কটু ভাষে। সভামধ্যে বসি কৃষ্ণ মনে মনে হাসে॥
শত অপরাধ ক্ষমা করে নারায়ণ। পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা হৃদে করিয়া স্মরণ॥
ধর্ম্ম সাক্ষী করি শেষে কহেন শ্রীহরি। শুন শুন শিশুপাল বচন আমারি॥
শত অপরাধ ক্ষমা করিনু তোমার। এখন উচিত ফল লভ শিশুপাল॥
শুনি শিশুপাল কহে দৈবকী নন্দন। কত শক্তি ধর তুমি কর প্রদর্শন॥
তব কাছে ক্ষমা বল চাহে কোন জন। গরব এতেক কর কিসের কারণ॥
এতেক বচন শুনি দেব চক্রপাণি। সুদর্শনে অনুমতি করেন তখনি॥
আজ্ঞামাত্র বেগে ধায় চক্র সুদর্শন। শিশুপাল শির কাটি করে নিপাতন॥
কাটামুণ্ড ভূমিতলে পতিত হইল। গড়াতে গড়াতে কৃষ্ণ-পদ কাছে গেল॥
কাটামুণ্ড কৃষ্ণ স্তব করে ভক্তি ভরে। কহে দেব জনার্দ্দন ক্ষমাকর মোরে॥
তোমার কটাক্ষে হয় সৃষ্টি-স্থিতি লয়। আত্মারূপে আছ তুমি সর্ব্ব বিশ্বময়॥
তুমি বিধি তুমি হরি তুমি ত্রি-নয়ন। অনন্ত-আকারে পৃষ্ঠে ধরিছ ভুবন॥
শরণ লইনু আমি তোমার চরণে। নিশ্চয় মুকতি হয় ওপদ স্মরণে॥
এই রূপে স্তব করে সেই শিশুপাল। মুকতি দিলেন তারে দেব দয়াধার॥
পুষ্পরথে শিশুপাল বৈকুণ্ঠেতে গেল। হরি-দ্বারী হয়ে পুনঃ আনন্দে রহিল॥
এইরূপে শিশুপালে করিয়া হনন। দ্বারকা আগারে পুনঃ যান জনার্দ্দন॥
কিছু দিন বাস করি দ্বারকা আগারে। পুনশ্চ আসেন কৃষ্ণ হস্তিনা নগরে॥
তথা যুধিষ্ঠির নৃপ ধর্ম্মের নন্দন। অশ্বমেধ যজ্ঞকর্ম্ম করেন সাধন॥ তার
পর মুর-অরি সানন্দ অন্তরে। পুনশ্চ ফিরিয়া যান দ্বারকানগরে॥ মহাসুখে
দ্বারকাতে রহে বিশ্বপতি। কিছু দিন এইরূপে যায় মহামতি॥ তার পর
জাম্বুবানে করিয়া নিধন। তাহার কন্যারে প্রভু করেন হরণ॥ পরম রূপসী
কন্যা জাম্ববতী নাম। রূপের নাহিক তুলা সুন্দর সুঠাম॥ জাম্বুবানে বধ
করি দেব জনার্দ্দন। সত্রাজিতে স্যমন্তক করেণ অর্পণ॥ স্যমন্তক মহামণি
বিদিত ভুবনে। সত্রাজিত দেন হরি ওহে মহামুনে॥ এহেতু কলঙ্ক হৈল
জগতে ঘোষণ। কলঙ্কের হেতু নষ্ট চন্দ্র দরশন॥ নারায়ণ পাশে শুনি
এতেক কাহিনী। পুনশ্চ নারদ বলে ওহে মহামুনি॥ মণি কথা বিস্তারিয়া
করহ কীর্ত্তন। মনের সন্দেহ মোর নাশ ভগবন্॥ কৃষ্ণের কলঙ্ক বল ঘটিল

কেমনে। কৃপা করি বল তাহা আমার সদনে॥ এত শুনি নারায়ণ কহেন তখন। শুন শুন মুনিবর অপূর্ব্ব কথন॥ কোন কালে কামে মত্ত হয়ে শশধর। গুরু দারা হরে ছিল ওহে মুনিবর॥ গুরুপত্নী শশধর যেই দিন হরে। সেই দিনে চন্দ্র দেখে যে জন নেহারে॥ কলঙ্ক হইবে তার ওহে তপোধন। শাস্ত্রের বচন ইহা বলে বিচক্ষণ॥ শাস্ত্রে তার হয় হরি তালিকা আখ্যান। বলিনু তোমার পাশে ওহে মতিমান॥ সে দিনে চন্দ্রেরে যদি করে দরশন। কলঙ্ক তাহার হয় জগতে ঘোষণ॥ বিনা দোষে দোষী হয় নাহিক সংশয়। বিধির বিধান ইহা কভু মিথ্যা নয়॥ সেই দিনে চন্দ্র হেরে দেব জনার্দ্দন। এহেতু ঘটিল তাঁর কলঙ্ক রটন॥ সত্রাজিত নামে ছিল প্রবল নৃপতি। সূর্য্য আরাধনা সদা করিত সুমতি। মহাবল পরাক্রান্ত ধর্ম্ম পরায়ণ। তার প্রতি সূর্য্য দেব পরিতুষ্ট হন॥ অভিমত বর পায় সেই নরপতি। আরো এক কথা বলি শুন মহামতি॥ তুষ্ট হয়ে দিবাকর হরিষ-অন্তরে। স্যামন্তক মণি দেন নৃপতির করে॥ মণি লভি নরপতি আনন্দে মগন। অপূর্ব্ব মণির শোভা অতি বিমোহন॥ ধরাধামে হেন মণি নাহি কোথা আর। পরিল সে মণি রাজা গলে আপনার॥ মণি লয়ে দ্বারকাতে করিল গমন। মণি হেরি যত লোক বিস্ময়ে মগন॥ ধন্য ধন্য নৃপবরে করিতে লাগিল। মণি দেখি পুলকিত সকলে হইল॥ আপন আগারে পরে আসি নরপতি। ভ্রাতারে দিলেন মণি ওহে মহামতি॥ নৃপতির ভ্রাতা ধরে প্রসেন আখ্যান। গলদেশে মণি পরি সুখে ভাসমান॥ কিবা শোভা হৈল তাহে গলদেশে পরি। হেরিলে অপূর্ব্ব শোভা যাই বলি হারি॥ শত সূর্য্য সম দীপ্তি গলে শোভা পায়। প্রসেন পরিয়া তাহা পুলকিত কায়॥ গল-দেশে মণি পরি সানন্দ অন্তরে। প্রসেন গেলেন পরে বনের ভিতরে॥ মৃগয়ার লাগি যান কানন মাঝার। গহন কানন সেই শ্বাপদ-আধার॥ চারিদিকে হিংস্র জন্তু করে বিচরণ। রাক্ষসাদি কত আছে কে করে গণন॥ সূর্য্য-আভা নাহি যায় কানন ভিতর। হেরিলে ভীষণ ভাব কাঁপে কলেবর॥ বিকট চীৎকার মাত্র চারিদিকে হয়। নিজ পদ শব্দে কাঁপে আপন হৃদয়॥ যেদিকে নয়ন মেলি করি দরশন। ভীষণ আঁধার মাত্র হয় নিরীক্ষণ॥ হেন বন আলোকিত মণির প্রভায়। প্রসেন সানন্দে তাহা ভ্রমিয়া বেড়ায়॥ বক্ষোপরি মণি শোভে অতি মনোহর। মৃগ মারি ভ্রমে বীর কানন ভিতর॥ বিধির বিচিত্র লীলা কে বুঝিতে পারে। কালের করাল হতে কে বল উদ্ধারে॥ কাল বশে জন্মে জীব কাল বশে ক্ষয়। কাল বশে দীর্ঘ আয়ু ওহে মহোদয়॥ যখন আসিয়া কাল করিবে ধারণ। নিস্তার নাহিক আর জানিবে তখন॥ আছিল ভীষণ-সিংহ কানন ভিতরে। প্রসেনেরে সেই সিংহ নয়নে নেহারে॥ মণি দেখি পশুরাজ লোভেতে মগন। সহসা আসিয়া করে প্রসেনে নিধন॥

মুহূর্ত্ত মধ্যেতে মরে নৃপ সহোদর। মৃতদেহ বিলুণ্ঠিত কানন ভিতর ॥ রক্ত-ধারা স্রোত ধারে বহিতে লাগিল। প্রাণপাখী দেহ খাঁচা হইতে পলাল ॥ মহাবল জাম্বুবান আছিল কাননে। গোপনে থাকিয়া সব দেখিল নয়নে ॥ অকস্মাৎ দ্রুত আসি সেই মহাকায়। সিংহেরে বধিয়া মণি লইয়া পলায় ॥ মণিলয়ে নিজগৃহে করিল গমন। এদিকেতে সত্রাজিত ব্যাকুলিত মন ॥ সহোদর তরে তাঁর ব্যাকুল অন্তর। অন্বেষি ভ্রমেণ রাজা কানন ভিতর ॥ বহুস্থান অন্বেষিয়া দেখেন নয়নে। প্রসেনের মৃত দেহ লুণ্ঠিত কাননে ॥ তাহা দেখি নরপতি করেন চিন্তন। প্রসেনেরে বধিয়াছে দেব জনার্দ্দন ॥ তাহারে নাশিয়ে মণি লয়েছে হরিয়ে। এইরূপ ভাবে নৃপ আপন হৃদয়ে ॥ ক্রমে ক্রমে সকলেরে কহিল রাজন। কৃষ্ণের হইল দোষ জগতে রটন ॥ নষ্টচন্দ্র দেখিছিল দেব গদাধর। এ হেতু কলঙ্কী হন জগত ভিতর ॥ কলঙ্ক শুনিয়া হরি চিন্তি নিজমনে। অবিলম্বে চলি যান গহন কাননে ॥ দেখিলেন সিংহ এক জীবন ত্যজিয়ে। ধূলায় ধুসর অঙ্গ রয়েছে পড়িয়ে ॥ তাহারে দেখিয়া হরি করেন চিন্তন। প্রসেনেরে এই সিংহ করেছে নিধন ॥ তাঁহারে মারিয়া মণি লয়েছে হরিয়ে। সিংহেরে মেরেছে জাম্বু লোভেতে পড়িয়ে ॥ অন্তর্যামী মনে মনে বুঝিয়া তখন। দ্রুতগতি চলি যান ভল্লুক-ভবন ॥ তথা গিয়া দেখিলেন দেবদেব হরি। ভ্রমিতেছে ধাত্রী এক শিশু কোলে করি ॥ দেখাতেছে স্যমন্তক মণি মূল্যবান। মিষ্টবাক্যে করিতেছে প্রবোধ প্রদান ॥ তাহা হেরে পুলকিত দেব নারায়ণ। দ্রুতগতি গিয়া মণি করিল গ্রহণ ॥ বালকের হস্ত হতে নিলেন যেমনি। ধাত্রী গিয়া প্রভু পাশে বলিল তখনি ॥ ধাত্রীর বদনে সব করিয়া শ্রবণ। অবিলম্বে জাম্বুবান করে আগমন ॥ উপনীত হৈল আসি কৃষ্ণের সকাশে। প্রণাম করিল পরে মনের উল্লাসে ॥ অষ্টাঙ্গ প্রণমি পরে ভল্লুকের পতি। স্তব বাক্যে কহে শুন ওহে বিশ্বপতি ॥ জগতের প্রভু তুমি সবার আধার। তোমার চরণে করি শত নমস্কার ॥ আদি-অন্ত-হীন তুমি অখিলের পতি। তোমারে ভজিলে তবে নির্ব্বাণ মুকতি ॥ বিশ্বের কারণ তুমি ওহে জনার্দ্দন। তোমার চরণে করি নিয়ত বন্দন ॥ ধরণীর বহু ভার নাশিবার তরে ॥ অবতীর্ণ তুমি দেব অবনী মাঝারে ॥ কে বুঝিবে তব তত্ত্ব ওহে জনার্দ্দন। অধীনেরে কৃপাদান করহ এখন ॥ আমার অন্তরে শুদ্ধ কেবল বাসনা। অন্তিমে চরণ দেও এইত কামনা ॥ তোমা হতে সৃষ্টি স্থিতি তোমা হতে লয়। তোমা হতে ওহে প্রভু ভববন্ধ ক্ষয় ॥ অনায়াসে বিশ্ব তুমি করিছ ধারণ। অবহেলে করিতেছ জগত পালন ॥ তোমার, কটাক্ষে সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার। তোমার চরণে করি কোটি নমস্কার ॥ যোগাসনে নিরন্তর বসি যোগীগণ। এক মনে চিন্তে তোমা ওহে নিরঞ্জন ॥ যোগীগণ দেখে তোমা হৃদয় মাঝারে। তব পদে

নতি করি ভকতির ভরে॥ সৃষ্টির কারণ তুমি জগতের পতি। তোমা হতে জন্মিয়াছে পরমা প্রকৃতি॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহাদেব অধীন তোমার। তোমার চরণে করি কোটি নমস্কার॥ বিরাজিছ বিশ্বমাঝে তুমি নিরন্তর। তোমার মায়ায় মুগ্ধ মানব-নিকর॥ কে বুঝে তোমার তত্ত্ব অখিলের সার। তোমার চরণে করি কোটি নমস্কার॥ ভবপারে কর্ণধার তুমি মাত্র হরি। কৃপা করি কিঙ্করেরে দেহ পদতরি॥ ভল্লুক রাজের স্তব করিয়া শ্রবণ। মহানন্দে পুলকিত দেব জনার্দ্দন॥ জাম্বুবানে আলিঙ্গন দিলেন শ্রীহরি। জাম্বুবান দিল তাঁরে দুহিতা সুন্দরী॥ কন্যা পেয়ে জনার্দ্দন আনন্দে মগন। বিধানে বিবাহ তারে করেন তখন॥ কন্যা সহ তার পর আনন্দিত মনে। চলিলেন জনার্দ্দন দ্বারকা ভবনে॥ স্যামন্তকমণি সবে করান দর্শন। মণি দেখি পুলকিত নগরীয় জন॥ সে মণি দিলেন হরি সত্রাজিত করে। মণি পেয়ে নরপতি প্রফুল্ল অন্তরে॥ মনে মনে তবে রাজা করেন চিন্তন। জনার্দ্দন নাহি করে প্রসেনে নিধন॥ নষ্টচন্দ্র দরশন করিল শ্রীহরি। তাহাতে কলঙ্কী হৈল বিপিনবিহারী॥ তার পর মণি আনি করিলে প্রদান। কলঙ্ক মোচন হৈল ওহে মতিমান॥ সত্রাজিত নরপতি ধর্ম্ম পরায়ণ। তাঁহার আছিল এক তনয়া রতন॥ সত্যভামা নাম তার পরমা রূপসী। তাহারে বিবাহ কৈল কৃষ্ণ কালশশী॥ নরপতি সমাদরে কন্যা বিভা দিল। রূপসীরে লভি হরি আনন্দে ভাসিল॥ এইরূপে দেব দেব জন্মিয়া ভূতলে। কত মতে কত খেলা পুলকেতে খেলে॥ ক্রমে বহু নারী কৃষ্ণ করেন গ্রহণ। পুত্র পৌত্র হয় ক্রমে কে করে গণন॥ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পরে বিনোদবিহারী। পার্থের সারথি হন মুকুন্দমুরারি॥ সৌভ্ররাজ কাশিরাজ দন্তবক্র আর। পৌণ্ডক ইত্যাদি বীরে নাশে গুণাধার॥ এইরূপে নরদেহ করিয়া ধারণ। ধরণীর ভারনাশ করে জনার্দ্দন॥ ব্রহ্মশাপছলে শেষে যাদব নিকরে। সমূলে বিনাশ করে জানিবে অন্তরে॥ তার পর নিজধামে করেন গমন। মহাবল হয় কলি জানিবে তখন॥ অধর্ম্মে নিরত হয় মানব-নিকর। হিংসা দম্ভ শঠতাতে পূরিত অন্তর॥ মৎসরতা কোপাদিতে সতত মগন। অলস হইয়া রহে যত নরগণ॥ কলির মানবগণ যেইরূপ হয়। মন দিয়া শুন তাহা ওহে মহোদয়॥ পুরাণে সুধার কথা অতি মনোহর। শুনিলে সে জন তরে সংসার-সাগর॥

একপঞ্চাশৎ অধ্যায়।

কলিধর্ম্ম কথন।

ব্যাস উবাচ। শৃণুষ তত্র যে ধর্ম্মা মুনিভিঃ কথিতাঃ পুরাঃ।
তপঃ পরং সত্যযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে দানমেবৈকং কলৌ দানং তথা মতং॥

ব্যাস বলে শুন শুন ওহে তপোধন। কলির ধরম এবে করিব কীর্ত্তন॥ মুনিগণ যেইরূপ করেছে বিধান। বলিব সে সব কথা ওহে মতিমান॥ সত্য-কালে তপ মাত্র আছিল ধরম। ত্রেতাতে ধরম মাত্র জ্ঞান উপার্জ্জন॥ দ্বাপরে প্রধান মাত্র জানিবেক দান। কলিযুগে সেই দান সবার প্রধান॥ মহাঘোর কলিযুগে কেশব দয়াময়। পৃথিবী ত্যজিয়া গেলে আপন আলয়॥ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সবে করিবে বর্জ্জন। সত্যলোপ হবে আর ওহে তপোধন॥ অল্প-আয়ু হবে যত মানব-নিকর। বিদ্যাহীন বুদ্ধিহীন লোভেতে তৎপর॥ লোভপর হবে সবে ওহে তপোধন। জীবগণ হবে ক্ষুধা-কাম-পরায়ণ॥ পরস্পর বধ-বাঞ্ছা করিয়া অন্তরে। শক্রতা করিবে সদা কহিনু তোমারে॥ হীনজাতি শ্রেষ্ঠ হবে শ্রেষ্ঠ হবে হীন। ভার্য্যার বশগ হবে হইয়া প্রবীণ॥ অল্পমাত্র জল হবে মেঘে বরিষণ। নদী সরোবরে জল না রবে তেমন॥ ধেনুগণ অল্প দুগ্ধ করিবে প্রদান। বৃক্ষে নাহি হবে ফল ভূরি পরিমাণ॥ দানে পরাঙ্মুখ হবে যত নরপতি। অল্প-আয়ু হবে নর ওহে মহামতি॥ বিপ্র হয়ে বেদপাঠ করিবে বর্জ্জন। করিবে বিজাতি-ধর্ম্ম সদা আচরণ॥ নারীগণ রত রবে সদা ব্যভিচারে। দুর্ম্মুখ হইবে তারা জানিবে অন্তরে॥ শূদ্রেরা করিবে সদা পুরাণ কীর্ত্তন। ধর্ম্মব্যাখ্যা রত রবে সদা সর্ব্বক্ষণ॥ পুরাণার্থ ব্যাখ্যা শূদ্র সর্ব্বদা করিবে। শূদ্রের মুখেতে সবে শ্রবণ করিবে॥ শূদ্রেরা করাবে বিপ্রগণে অধ্যয়ন। সর্ব্ব শাস্ত্র শিক্ষা দিবে আর ব্যাকরণ॥ এই হেতু বিপ্রগণ হীনতেজা হবে। শূদ্রগণ আত্মঘাতী-পাপেতে মজিবে॥ অক্ষয় নরকে তারা করিবে বসতি। কহিনু তোমার পাশে ওহে মহামতি॥ কলিতে পাষণ্ড ধর্ম্ম প্রবল হইবে। বেদমার্গ সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে॥ নিজের বুদ্ধিতে সবে করিয়া কল্পনা। করিবে মনের সুখে শাস্ত্রাদি রচনা॥ ধর্ম্মশাস্ত্র সযতনে করিবে বর্জ্জন। করিবে শাস্ত্রের নিন্দা সদা জীবগণ॥ প্রাকৃত ভাষাতে শাস্ত্র কল্পনা করিয়ে। শূদ্রেরা বলিবে তাহা সানন্দ হৃদয়ে॥ অশাস্ত্র দেবতামূর্ত্তি

করিয়া নির্ম্মাণ। তাহাতে করিবে সবে পূজার বিধান॥ কৃষ্ণের পবিত্র নাম করিবে বর্জ্জন। ধরম করিবে নাশ পাষণ্ড যবন॥ কলিযুগে দেবলিঙ্গ করিয়া স্থাপন। অর্জ্জন করিবে ধন তাহে নরগণ॥ অর্থলোভে বশীভূত হইয়া সকলে। অযোগ্য পাত্রের মন্ত্র দিবে কুতূহলে॥ বাহিরে বৈষ্ণববেশী হবে নরগণ। অতি শঠ মহা ক্রুর রবে সর্ব্বক্ষণ॥ পরদ্রব্যে অভিলাস সতত করিবে। এই-রূপে যথা তথা ভ্রমিয়া বেড়াবে॥ সাধুশীল বিপ্রগণে করিলে দর্শন। করিবে তাদের নিন্দা যত নরগণ॥ দেবদ্বেষী হবে নর জানিবে অন্তরে। কৃষ্ণের পবিত্র নাম ত্যজিবে সাদরে॥ অবনী ত্যজিয়া কৃষ্ণ করিলে গমন। প্রবল হইবে ভূমে যত বৌদ্ধগণ॥ স্বমত স্থাপনে তারা করিবে যতন। শাস্ত্রেতে বিভিন্ন মত হইবে তখন॥ পুরাণে দর্শনে ভেদ দেখি পরস্পর। কান্দিবেন সরস্বতী দুঃখে নিরন্তর॥ তাঁহার দুঃখের শান্তি করিবার [illegible]। শিব বিষ্ণু দুই জন আসিবে ভূতলে॥ আচার্য্য উপাধি দোঁহে করিবে ধারণ। বৌদ্ধগণে পরাভব করিবে তখন॥ শঙ্কর-আচার্য্য নাম ধরিবেন হরি। সন্ন্যাস-আশ্রমী হবে মুকুন্দমুরারি॥ সরস্বতী ভার্য্যারূপে লভিবে জনম। নৈয়ায়িকমতে হবে বৌদ্ধের দমন॥ এরূপে শঙ্করাচার্য্য নিজ শক্তিবলে। বৌদ্ধগণে নিবারিয়া মনকুতূহলে॥ নানাবিধ দেবস্তব করিবে রচন। কবচ করিবে কত কে করে গণন॥ দর্শন শাস্ত্রের গ্রন্থ করিবে প্রচার। কতশাস্ত্র প্রকাশিবে অবনী-মাঝার॥ মৃত সঞ্জীবনী বিদ্যা করিয়া আশ্রয়। ভিন্ন ভিন্ন দেহ ধরি হয়ে মহোদয়॥ ব্যাকরণ আদি শাস্ত্র করিবে রচন। পুণ্যগ্রন্থ হবে কত কে করে গণন॥ তার পর ধরাতল করি পরিহার। আচার্য্য উভয়ে যাবে আপন আগার॥ কলির প্রবল বৃদ্ধি হইবে তখন। ধর্ম্মহানি ক্রমে ক্রমে হইবে ঘটন॥ এই সব বিবেচনা করিয়া অন্তরে। নারায়ণ ভক্তি কর কহিনু তোমারে॥ হরির উপরে ভক্তি রাখে যেই জন। কলি [illegible] তারে নাহি ঘেরিবে কখন॥ কলির এতেক দোষ ভাবি নিজ মনে। সাধুশীল হয় যেই সংসার-কাননে॥ দুর্জ্জন-সংসর্গ সদা করিয়া বর্জ্জন। পরধামে মনসুখে সে করে গমন॥ কলিতে দুর্ম্মুখ হবে মানব নিকর। মহাগর্ব্বী হবে সবে ওহে মুনি-বর॥ শিষ্যগণ না করিবে গুরুর সম্মান। নারীরা করিবে সদা পতি-অপমান॥ পুত্র হয়ে অপমান করিবে পিতারে। বিষসম কটুবাক্যে দহিবে তাহারে॥ পিশুন দাম্ভিক খল হইবে মৎসর। সাধুগণে অপবাদ দিবে নিরন্তর॥ কলিকালে দুষ্টা নারী যাহারা হইবে। সুদীর্ঘ আকার তারা ধারণ করিবে॥ দন্তুর হইবে আর ক্রোধ পরায়ণ। খর্ব্বাকৃতি হবে কিম্বা ওহে তপোধন॥ কলিকালে শঠ হবে যেই বিপ্রগণ। শ্যাম বর্ণ ক্ষীণ দেহ তাদের লক্ষণ॥ দন্তুর হইবে তারা জানিবে অন্তরে। বলিনু নিগূঢ় কথা তোমার গোচরে॥ শুন শুন ওহে শঠ শূদ্রের লক্ষণ। অত্যন্ত গৌরাঙ্গ হবে

ওহে তপোধন ॥ অল্পমাত্র শ্মশ্রুধারী হইবে সকলে। দস্যুর হইবে তারা কহিনু তোমারে ॥ কলিকালে কত বুদ্ধ হবে দরশন। নিম্নচক্ষু দীর্ঘজঙ্ঘ কে করে গণন ॥ বহুভোজী হবে কত কে গণিতে পারে। সদা দম্ভপরায়ণ জানিবে অন্তরে ॥ মন্দভাগ্যা উচ্চভালা হবে নারীগণ। দুর্ব্বাক্যে পূরিত হবে তাদের বদন ॥ এইরূপে কলিকাল হইলে প্রবল। দেবগণ চলি যাবে ত্যজিয়া ভূতল ॥ বিপ্রগণ মদ্যপান করিবে যতনে। মন নাহি দিবে কভু বেদ অধ্যয়নে ॥ অল্পমাত্র শস্যে পূর্ণা হইবে ধরণী। স্বল্পক্ষীর হইবে ধেনু ওহে মহামুনি ॥ নিয়মিত নাহি রবে মরণের কাল। গৃহে গৃহে অবিরত ঘটিবে জঞ্জাল ॥ আপন আশ্রম সবে করিয়া বর্জ্জন। পরধর্ম্মী হবে সদা ওহে মহাত্মন ॥ এইরূপে কলিকাল হইলে প্রবল। প্রথমতঃ গ্রামদেব ত্যজিবে ভূতল ॥ তার পর গঙ্গা নাহি রহিবে ধরায়। বিপ্রের বিপ্রত্ব যাবে কহিনু তোমায় ॥ তুলসীর তুলসীত্ব আর নাহি রবে। বিল্বের বিল্বত্ব ক্রমে তখনি যাইবে ॥ তার পর পুরাণাদি যত শাস্ত্রগণ। ভূতল ত্যজিয়া সবে করিবে গমন ॥ ম্লেচ্ছেতে পূরিবে পরে অবনীমণ্ডল। যবনের দল ক্রমে হইবে প্রবল ॥ বর্ণভেদ নাহি রবে জানিবে অন্তরে। অনাবৃষ্টি পুনঃ পুনঃ হইবে সংসারে ॥ বিবাদ করিয়া পরে সবে পরস্পর। নিহত হইবে ক্রমে করিনু গোচর ॥ তার পর নিজে হরি কল্কিনাম ধরি। অবতীর্ণ হবে আসি মানব-নগরী ॥ ম্লেচ্ছগণে বলে হরি করিয়া নিধন। অন্তর্হিত হবে পরে ওহে তপোধন ॥ গোময়পিণ্ডের মত হইবে ধরণী। উঠিবে প্রবল বায়ু ওহে মহামুনি ॥ বায়ুবশে হবে পৃথ্বী জলেতে মগন। সত্যযুগ হবে পুনঃ ওহে তপোধন ॥ পুনরায় বিপ্রগণ পূর্ব্ববত হবে। পূর্ব্বের সমান ধর্ম্ম জগতে উদিবে ॥ মহাঘোর কলিধর্ম্ম করিনু কীর্ত্তন। গোবিন্দের নাম মাত্র ভয় বিনাশন ॥ যথায় কীর্ত্তন হয় গোবিন্দের নাম। তথায় থাকিবে সদা সাধু মতিমান ॥ হরিনাম যেই জন করয়ে শ্রবণ। অশ্বমেধ ফল পায় সেই সাধুজন ॥ পুরাণের সার বৃহদ্ধরম পুরাণ। ইহার প্রসাদে পায় অন্তিমে নির্ব্বাণ ॥

দ্বিপঞ্চাশৎ অধ্যায়

মহাপাপ প্রভৃতি কথন।

জাবালিরুবাচ। কলিকর্ম্মাণি লোকেষু ব্রহ্মহত্যাদি পাপবৎ।
তত্ত্বদস্ব মহাভাগ পাপসম্বন্ধবর্জ্জিত॥
ব্যাস উবাচ। ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ।
মহান্তি পাতকান্যাহুস্তৎসংসর্গী চ পঞ্চমঃ॥

জাবালি জিজ্ঞাসে পুনঃ ওহে মহোদয়। নিবেদি তোমারে প্রভু সন্দিগ্ধ বিষয়॥ কোন্ কর্ম্ম কলিকালে করিলে সাধন। ব্রহ্মহত্যা সম পাপ হয় উপার্জ্জন॥ ব্যাস বলে শুন শুন ওহে মহামতি। বলিব সে সব কথা অপূর্ব্ব ভারতী॥ ব্রহ্মহত্যা সুরাপান গুর্ব্বিণী-সঙ্গম। অথবা পরের দ্রব্য করিলে হরণ॥ মহাপাপে লিপ্ত হয় জানিবে অন্তরে। মহাপাপ বলি ইহা বিদিত সংসারে॥ ইহাদের সংসর্গেতে রহে যেই জন। তাহারেও মহাপাপী জানিবে সুজন॥ শূদ্র হয়ে যদি করে ব্রাহ্মণী-সঙ্গম। মহাপাপ ঘেরে তারে শাস্ত্রের বচন॥ শূদ্রপক্ষে সুরাপান মহাপাপ নয়। কহিনু তোমার পাশে ওহে মহোদয়॥ বিপ্রের যদ্যপি নাহি করয়ে সম্মান। বিপ্রবধ-পাপ তাহে হয় মতিমান॥ শূদ্র হয়ে যদি কভু পুরাণাদি পড়ে। ব্রহ্মহত্যা পাপ হয় শাস্ত্রের বিচারে॥ সেই জন শাস্ত্র নাহি করে অধ্যয়ন। শাস্ত্রকথা নিজমুখে করে উচ্চারণ॥ ব্রহ্মহত্যা পাপ হয় জানিবে তাহার। বলিনু তোমার পাশে শাস্ত্রের বিচার॥ দেবতার নিন্দা যদি করে কোনজন। দেববধ পাপী হয় সেই অভাজন॥ আত্মহত্যা মহাপাপ সে জনের হয়। শাস্ত্রের বচন ইহা নাহিক সংশয়॥ পরের রচিত শ্লোক নিজকৃত বলে। সুরাপান-মহাপাপ তার শিরে ফলে॥ পরকৃত কর্ম্ম যেই নিজকৃত কয়। ব্রহ্মঘাতী মহাপাপী সেই দুরাশয়॥ শাস্ত্রার্থ অন্যথারূপে ব্যাখ্যা যেই করে। ব্রহ্মহত্যা মহাপাপ সেই জনে ঘেরে॥ রচনা করিয়া শ্লোক পুরাণ-মাঝারে। যে জন স্থাপন করে সানন্দ অন্তরে॥ ব্রহ্মহত্যা-মহাপাপী সেই জন হয়। শাস্ত্রের প্রমাণ ইহা কভু মিথ্যা নয়॥ পরের সুখ্যাতি লোপ যেই জন করে। ব্রহ্মঘাতী হয় সেই শাস্ত্রের বিচারে॥ পরোপকারের বাধা দেয় যেই জন। বহুল অধর্ম্মে সেই হয় নিমগন॥ কোন কালে সুখ তার কভু নাহি হয়। শাস্ত্রের বচন ইহা জানিবে নিশ্চয়॥ পুণ্যকার্য্যে বিঘ্ন করে যেই দুরজন। ব্রহ্মঘাতী হয় সেই শাস্ত্রের বচন॥ আহা-

রের বিঘ্ন করে যেই দুরমতি। সেই অভাজন ঋষে হয় আত্মঘাতী॥ আত্ম-হত্যা-পাপে ডুবে সেই দুরজন। বলিনু শাস্ত্রের কথা তোমার সদন॥ আলাপন গাত্রস্পর্শ একত্র ভোজন। একাসনে স্থিতি আর নিশ্বাসস্পর্শন॥ এই সবে পাপ-স্পর্শ হইবে শরীরে। এ সব ত্যজিবে তাই কহিনু তোমারে॥ যবন-সংসর্গ যদি করে কোন জন। অথবা যাবনী ভাষা করে উচ্চারণ॥ সুরাপান সম পাপ সে জনের হয়। ততোধিক যবনান্নে জানিবে নিশ্চয়॥ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে যাহা তপোধন। তোমার নিকটে তাহা করিনু কীর্ত্তন॥ রচনা করেছি বৃহদ্ধর্মপুরাণ। উপপুরাণের মধ্যে সবার প্রধান॥ সেই সব তব পাশে করিনু কীর্ত্তন। সুপাঠ্য শ্রোতব্য ইহা ওহে তপোধন॥ মহাপুণ্য-প্রদ ইহা পাতক-নাশক। গুহ্য হতে গুহ্যতর মোক্ষের সাধক॥ অষ্টাদশ সংখ্য আছে শ্রীমহাপুরাণ। তাহে ভাগবত যথা সবার প্রধান॥ উপপুরা ণেতে তথা এই গ্রন্থ হয়। ইহাতে অন্তরে নাহি রাখিও সংশয়॥ সূত বলে শুন শুন ওহে ঋষিগণ। জাবালিরে এত কহি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন॥ আমারে সম্বোধি কহে শুন মহামতি। শুনিলে সকল তুমি অপূর্ব্ব ভারতী॥ গোপ-নীয় এই শাস্ত্র জ্ঞানের আকর। প্রকাশ না কর কভু সবার গোচর॥ উপ-যুক্ত পাত্র-পাশে করিবে কীর্ত্তন। মহাপুণ্যপ্রদ ইহা শাস্ত্রের বচন॥ তব পিতা মম শিষ্য লোম-হরষণ। পুরাণজ্ঞ সেই সাধু অতি বিচক্ষণ॥ তার পুত্র তুমি সাধু অতি জ্ঞানবান্। তোমারে করিনু ইহা সাদরে প্রদান॥ এত বলি ব্যাসদেব মধুর কথায়। জাবালিরে সম্বোধিয়া কহে পুনরায়॥ যাহ বৎস নিজ স্থানে করহ গমন। এখন যাইব আমি বিশ্বেশ সদন॥ ব্যাসের এতেক বাক্য শুনিয়া শ্রবণে। জাবালি ভকতি-ভরে প্রণমি চরণে॥ ইচ্ছামত স্থানে পরে করিল গমন। আমিও আসিনু শেষে নৈমিষ কানন॥ কীর্ত্তন করিনু বৃহদ্ধর্ম পুরাণ। শুনিলে তাহার হয় হরিপুরে স্থান॥

ত্রিপঞ্চাশৎ অধ্যায়।

—••••••••••—

পুরাণ ফলশ্রুতি।

সূত উবাচ। ইদং পাপহরং পুণ্যং যশস্যং ধনবর্দ্ধকং।
পঠেদ্বা শৃণুয়াদাপি সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥
ইদং হি বৈষ্ণবং শাস্ত্রং শৈবং শাক্তং তথৈব চ।
সাংখ্যযোগং পরং জ্ঞেয়ং সাধ্যাত্মজ্ঞানদং দ্বিজাঃ॥

সূত বলে শুন শুন ওহে ঋষিগণ। করিনু সবার পাশে পুরাণ কীর্ত্তন॥ পাপহারী পুণ্যপ্রদ যশের আধান। ধনপ্রদ হয় বৃহদ্ধর্ম পুরাণ॥ পড়িলে শুনিলে ইহা সর্ব্বপাপ হরে। অষ্টোত্তর শত বার যদি কেহ পড়ে॥ অথবা একান্ত মনে করয়ে শ্রবণ। অশ্বমেধ ফল পায় সেই সাধুজন॥ ইহাই বৈষ্ণব শাস্ত্র জানিবে অন্তরে। শৈব শাক্ত সব ইহা কহিনু সবারে॥ সাংখ্যযোগ-রূপ হয় এ উপপুরাণ। অধ্যাত্ম জ্ঞানদ ইহা শাস্ত্রের বিধান॥ বিপ্রের মুখেতে ইহা করিবে শ্রবণ। করাবে বিপ্রের দ্বারা কিম্বা অধ্যয়ন॥ বিপ্রের বদনে ব্যাখ্যা শুনিবে সাদরে। মহাপুণ্য হবে ইহা জানিবে অন্তরে॥ ভাগবত সম ইহা পুণ্যের আধার। শুনিতে নাহিক কালাকালের বিচার॥ যখন তখন ইহা করিবে শ্রবণ। মহাপুণ্য হবে তাহে শাস্ত্রের বচন॥ ভক্তিহীন যেই নর দেব ভেদকর। তারে না শুনাবে কভু তাপস নিকর॥ নারদের পাশে সব করিয়া শ্রবণ। শ্লোকচ্ছন্দে রচে ইহা দ্বৈপায়ন॥ তাঁর কাছে যেই রূপ করেছি শ্রবণ। সকলি কহিনু তাহা ওহে ঋষিগণ॥ এই গ্রন্থ লিখি তাহা পূজিবে সাদরে। ভক্তি করি নিরন্তর রাখিবে আগারে॥ পুণ্যদিনে এই গ্রন্থ করিবে শ্রবণ। বিপ্রেরে দক্ষিণা পরে করিবে অর্পণ॥ পুণ্যতীর্থে শিবালয়ে বিষ্ণুর মন্দিরে। সাধু সঙ্গে কিম্বা গিয়া জাহ্নবীর তীরে॥ শুদ্ধভাবে দ্বিজগণ করিয়া গমন। পড়িবে সাদরে ইহা ওহে ঋষিগণ॥ পড়িবার কালে যদি অন্য কথা কয়। ব্রহ্মহত্যা-পাপে ভবে ডুবিবে নিশ্চয়॥ সেই পাপ হতে যদি শুদ্ধিবাঞ্ছা করে। করিবেক প্রায়শ্চিত্ত বিধি অনুসারে॥ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে যাহা ঋষিগণ। সবার নিকটে তাহা করিনু কীর্ত্তন॥ এখন সুখেতে থাক তাপস-নিকর। জলদে দিউক জল জগত ভিতর॥ সবার চরণে আমি করিয়া প্রণাম। ইচ্ছামত স্থানে এবে করিব পয়ান॥ হরিনাম নিরন্তর গাও রসনায়। ঘুচিবে তাঁহার বলে ভববন্ধ-দায়॥

সম্পূর্ণ।